Govt. Gaze.

Jan. — June.

1880

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 10, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ১০ আগষ্ট ।

PART V.

Act of the Bengal Council.

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Act, passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, received the assent of His Honor on the 22nd April 1880, and having received the assent of His Excellency the Governor-General on the 26th June 1880, is hereby promulgated for general information:—

ACT NO. VII OF 1880.

THE PUBLIC DEMANDS RECOVERY ACT, 1880.

CONTENTS.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মান্যবর সাহেব ১৮৮০ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে অনুমোদন করাতে, তাহা ১৮৮০ সালের ২৬ জুন তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮০ সালের ৭ আইন ।

রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন।

সূচীপত্র ।

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

An Act to amend the Law for the Recovery of certain Public Demands.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to amend the law for the recovery of certain dues and debts demandable by Public Officers: It is hereby enacted as follows:—

Short Title.

1. This Act may be called "The Public Demands' Recovery Act, 1880:"

Extent.

Notwithstanding anything contained in section 2, it extends to all the territories for the time being administered by the Lieutenant-Governor of Bengal:

কোনং রাজকীয় প্রাপ্য আদায়ের আইন সংশোধনার্থ আইন

হেতুবাদ।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের দাওয়াযোগ্য কোনং প্রাপ্য ও ঋণের টাকা আদায় করিবার আইন সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তি।

২ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যেং দেশ থাকে, এই আইন, সেইং দেশের প্রতি বর্ত্তিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০। ১০ আগষ্ট।]

Commencement.

It shall come into operation on and after the date on which it shall be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Construction of this Act.

2. This Act, so far as is consistent with the tenor thereof, shall be construed as one with Act XI of 1859, passed by the Governor-General in Council, and Act VII of 1868, passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council. The powers given by this Act shall be deemed to be in addition to, and not in derogation of, any powers conferred by any Act now being in force for the recovery of any due, debt, or demand to which the provisions of this Act are applicable.

Repeal of Acts in Schedule.

3. The Acts specified in the first Schedule annexed to this Act are hereby repealed from and after the commencement of this Act, to the extent specified in the third column of that Schedule; provided that this repeal shall not affect—

(*a*) the past operation of any enactment hereby repealed, nor anything duly done or suffered thereunder :

(*b*) any liability created under any enactment hereby repealed.

Certificate under Bengal Act VII of 1868 to be enforced under this Act.

Every Certificate made under the provisions hereby repealed of Act VII of 1868, passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, may be enforced under the provisions of this Act.

Definitions.

4. In this Act, unless the context otherwise requires, but not in the other Acts mentioned in section 2—

"Section."

"Section" means a section of this Act :

"Collector."

"Collector" means (*a*) within the local limits of the ordinary original jurisdiction of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, the Collector of Calcutta; (*b*) without those limits, the Collector of a District or any officer specially appointed by the Lieutenant-Governor to perform the functions of a Collector under this Act; and (*c*) any officer in charge of a Sub-division of a district whom the Collector of such district, with the sanction of the Commissioner, authorizes to perform such functions as aforesaid.

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

আরম্ভ ।

এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায়, সেই তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে ।

এই আইনের অর্থকরণের কথা ।

২ ধারা । এই আইনের ভাবের সহিত যতদূর সঙ্গত হয়, এই আইন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৮৬ সালের ৭ আইনের অঙ্গীভুক্ত বলিয়া ইহারঅর্থ করিতে হইবে । যে কোনদেনা বা ঋণ বা প্রাপ্যের প্রতি এই আইনের বিধান বর্ত্তে, তাহা আদায় করণার্থ এক্ষণে যে কোন আইন বলবৎআছে, এই আইনক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা সেই আইনক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে, তদ্বিরুদ্ধ বলিয়া নহে ।

তফসীলে লিখিত আইনগুলি রহিত হইবার কথা ।

৩ ধারা ।—এই আইনের প্রচলনারম্ভাবধি এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলির যে পরিমাণ ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে নির্দ্দিষ্ট হইল সেই পরিমাণ রহিত হইল । কিন্তু এই প্রকারে রহিত হওয়াতে,

(ক) যে কোন আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল তাহার গত কার্য্যের বা তৎক্রমে নিয়মিতরূপে যাহা কিছু করা বা করিতে দেওয়া গিয়াছে তাহার, বা

(খ) যে কোন আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল তৎক্রমে সৃষ্ট কোন দায়ের, কোন বিঘ্ন হইবে না ।

১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনক্রমে প্রদত্ত সর্টিফিকেট এই আইনমতে প্রবল করিতে পারিবার কথা ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের যে২ বিধান এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল তৎক্রমে প্রদত্ত প্রত্যেক সর্টিফিকেট এই আইনের বিধানমতে প্রবল করা যাইতে পারিবে ।

পরিভাষা ।

৪ ধারা । পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তরের প্রয়োজন না হইলে, এই আইনে, (কিন্তু ২ ধারার উল্লিখিত অন্য কোন আইনে নহে),

"ধারা ।"

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে ।

"কালেক্টর ।"

"কালেক্টর" শব্দে (ক) বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের নিয়মিত আদৌ বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে, কলিকাতার কালেক্টর সাহেবকে এবং (খ) ঐ সীমার বাহিরে জিলার কালেক্টর সাহেবকে অথবা এই আইনমতে কালেক্টরের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বিশেষরূপে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে এবং (গ) পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেব কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক মফস্বলের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত যে কোন কার্য্যকারকের প্রতি ক্ষমতার্পণ করেন তাঁহাকে বুঝাইবে ।

5. In the following cases, that is to say—

When an estate or tenure has been sold for its own arrears; and the sale-proceeds are insufficient to liquidate the same; or

(1) when, under the provisions of Act XI of 1859, passed by the Governor-General in Council, or of Act VII of 1868, passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, an estate or tenure has been sold for the recovery of arrears of revenue due thereupon, and after deducting the expenses of such sale, the balance of the sale-proceeds remaining is insufficient to liquidate the arrears of revenue in discharge of which such sale-proceeds may under the aforesaid provisions be applied;

when arrears of revenue due from a farmer are not paid on latest date of payment;

(2) when arrears of revenue due from a farmer on account of an estate held by him in farm are not paid on the latest day of payment fixed under the provisions of section 3 of Act XI of 1859, passed by the Governor-General in Council;

the Collector of the district may make a Certificate of the unpaid arrears.

the Collector may make under his hand, and in form No. 1 in the second Schedule annexed to this Act, a Certificate of the amount of arrears so remaining unpaid, and may cause the same to be filed in his office.

Such Certificate shall have the force and effect of a decree of a Civil Court as regards the remedies for enforcing it.

6. (*a*) Subject to the provisions of this Act, every Certificate made under the provisions of section 5 shall, as regards the remedies for enforcing the same and so far only, have the force and effect of a decree of a Civil Court, and the Secretary of State for India in Council shall be deemed to be the decree-holder, and the person therein named as debtor shall be deemed to be the judgment-debtor.

Judgment-debtor may bring a suit in the Civil Court to contest his liability, if he has deposited the amount of the certificate.

(*b*) Such judgment-debtor may at any time within one year after the service upon him of such notice as is mentioned in section 10, bring a suit in the Civil Court to have the said Certificate cancelled on the ground that the arrears stated therein were not due by him; but no such suit shall be entertained unless such judgment-debtor has paid such arrears to the Collector within one month after being served with the said notice, or, in any case in which he has filed a petition of objection under section 12, then within fifteen days after such petition has been heard and determined.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১০ আগষ্ট।]

৫ ধারা। পশ্চাল্লিখিত স্থলে, অর্থাৎ,

কোন মহাল বা ভূসম্পর্ক তাহার বাকী রাজস্ব নিমিত্ত বিক্রীত হইলে ও বিক্রয়োৎপন্ন টাকায় তাহা শোধ না হইলে, বা

(১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে কোন মহাল বা ভূসম্পর্ক তাহার বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত বিক্রীত হইলে, এবং বিক্রয়ের খরচবাদ দিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকার যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে যে বাকী রাজস্ব দিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত বিধান মতে উক্ত বিক্রয়োৎপন্ন টাকার প্রয়োগ হইতে পারে সেই বাকী রাজস্ব শোধ না হইলে;

ইজারদারের স্থানে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব টাকা দিবার শেষ দিনে দেওয়া না গেলে;

(২) কোন ইজারদারের দখলে যে মহাল থাকে তন্নিমিত্ত তাঁহার স্থানে যে রাজস্ব বাকী পড়ে তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে নির্দ্দিষ্ট টাকা দিবার শেষ দিনে দেওয়া না গেলে;

জিলার কালেক্টর সাহেবের অদত্ত বাকী টাকার সর্টিফিকেট লিখিতে পারিবার কথা।

যত টাকা দিতে বাকী থাকে, কালেক্টর সাহেব এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১ নম্বর পাঠে আপন স্বাক্ষরযুক্ত তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া আপনার আফিসে গাঁথাইয়া রাখিতে পারিবেন।

উক্ত সর্টিফিকেট প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবার কথা।

৬ ধারা। (ক) এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে ৫ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত প্রত্যেক সর্টিফিকেট, উহা প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে যতদূর হইতে পারে ততদূরপর্য্যন্ত, দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে, এবং ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব ডিক্রীদার বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং ঐ সর্টিফিকেটে খাতক বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে তিনি ডিক্রীমত খাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

সর্টিফিকেটের লিখিত টাকা জমা করিয়া দিলে, ডিক্রীমত খাতকের স্বীয় দায়ের প্রতিবাদ করণার্থ দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

(খ) উক্তরূপ ডিক্রীমত খাতকের উপর ১০ ধারার উল্লিখিত নোটিস জারী করা গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে তিনি সর্টিফিকেটের লিখিত বাকী টাকা তাঁহার দেনা নহে বলিয়া উক্ত সর্টিফিকেট রহিত করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্ত নোটিস পাইবার পর এক মাসের মধ্যে অথবা ১২ ধারামতে তিনি আপত্তির দরখাস্ত করিয়া থাকিলে, ঐ দরখাস্ত শুনা গিয়া নিষ্পত্তি হইলে পর পনের দিনের মধ্যে, ডিক্রীমত খাতক উক্ত টাকা কালেক্টর সাহেবকে না দিলে, তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে না।

(*c*) If no such suit is instituted within the said period of one year, or if any such suit having been so instituted, is decided against such judgment-debtor, such Certificate shall become absolute, and shall have to all intents and purposes the effect of a final decree of a Civil Court.

If no such suit brought within one year, or if brought and decided against judgment-debtor, the certificate to become absolute, and have effect of a decree of the Civil Court to all intents and purposes.

7. When any arrears of the following Public Demands are unpaid by the person liable to pay the same, that is to say—

When any arrear of a Public Demand is unpaid by the person liable to pay the same,

(1) any sum of money which by any law for the time being in force is declared to be recoverable or realizable as an arrear of revenue or land revenue, or by the process prescribed for the recovery of arrears of revenue or of the public or Government revenue:

(2) any sum of money due from the sureties of a farmer in respect of the revenue of the estate farmed by him:

(3) any such demand, money, fee, duty, arrear, fine, or costs as is mentioned in the following sections of the following Acts passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, that is to say—in Act VIII of 1862, Section 9; in Act VI of 1873, Section 50; in Act IV of 1875, Section 1; in Act V of 1875, Section 57; in Act III of 1876, Section 42, Section 73 and Section 85; in Act VII of 1876, Section 82; in Act VIII of 1876, Section 138; in Act VII of 1878, Section 36: or in the following sections and portions of the following Act passed by the Governor-General in Council that is to say—in Act VII of 1870, "The Court Fees' Act," Sections 19G, 19H, and the note to paragraph 12 of Schedule I:

(4) in the case of a person to whom the collection of tolls has been farmed under the provisions of Section 8 of "The Canals Act, 1864," or of the sureties of such person—any sum of money due in respect of such farm:

(5) in the case of a person having charge of a ferry subjected to the payment of a yearly rent—any arrear of such rent ascertained and certified as provided in Regulation VI of 1819, section 10:

Government Gazette, 10th August 1880.]

(গ) উক্ত এক বৎসর মিয়াদের মধ্যে তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে, অথবা তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে উক্ত সর্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবে, এবং সর্ব্বপ্রকারে দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় ফলবৎ হইবে।

এক বৎসরের মধ্যে তদ্রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে, অথবা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে, সর্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবার ও সর্ব্বপ্রকারে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ফলবৎ হইবার কথা।

৭ ধারা। নিম্নলিখিত রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী সেই ব্যক্তি তাহা না দিলে, অর্থাৎ

রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী সেই ব্যক্তি তাহা না দিলে,

(১) যে কোন টাকা রাজস্বের বা ভূরাজস্বের বাকীর ন্যায় অথবা রাজস্বের বা রাজকীয় বা গবর্ণমেন্টের রাজস্বের বাকী আদায় করিবার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে আদায় করা বা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে বলিয়া প্রচলিত কোন আইনে নির্দ্দেশ থাকে, সেই টাকা;

(২) কোন ইজারদার যে মহালের ইজারা লন তাহার রাজস্ব সম্বন্ধে ঐ ইজারদারের জামিনদের স্থানে যে কোন টাকা পাওনা হয়, সেই টাকা;

(৩) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইনের নিম্নলিখিত ধারায়, অর্থাৎ, ১৮৬২ সালের ৮ আইনের ৯ ধারায়, ১৮৭৩ সালের ৬ আইনের ৫০ ধারায়, ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ১ ধারায়, ১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৫৭ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৩ আইনের ৪২ ও ৭৩ ও ৮৫ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৮২ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৩৮ ধারায়, বা ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৩৬ ধারায়, অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইনের নিম্নলিখিত ধারায় ও অংশে, অর্থাৎ, আদালতের রসুমবিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১৯ G ও ১৯ H ধারায় ও উক্ত আইনের ১ তফসীলের ১২ প্রকরণের মন্তব্যে যে কোন প্রাপ্য বা টাকা বা ফী বা মাসুল বা বাকী বা জরিমানা বা খরচা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা;

(৪) খাল বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইনের ৮ ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তিকে মাসুল ইজারা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, তাঁহার ও তাঁহার জামিনদের বেলা, ঐ ইজারা সম্পর্কীয় যে কোন টাকা পাওনা থাকে তাহা;

(৫) বার্ষিক খাজানা দিবার নিয়মাধীন খেয়াঘাটের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বেলা, ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার বিধানমতে ঐ খাজানার কোন বাকী টাকা নির্দ্ধার্য হইয়া তাহার সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, ঐ টাকা;

(6) any arrears of revenue or rent payable to the Secretary of State for India in Council from any ryot, or from any person holding any interest in land, pasturage, fores rights, fisheries, and the like, whether such interest is or is not transferable:

(7) in the case of property which, under the provisions of any law for the time being in force, has been taken under the charge of, or is managed by the Court of Wards or the Revenue Authorities on behalf of a private individual,—any arrears of rent or of other demands recoverable as rent, whether such arrears became due before or after the management devolved upon such Court or such Authorities provided that this clause shall not apply to any arrears of rent at an enhanced rate, unless such enhanced rate has been agreed to by the person liable to pay the same, or has been confirmed by a competent Court:

(8) any sum payable to a Public Officer of Government in respect of which the person liable to pay the same has agreed by a written instrument duly registered that it shall be recoverable under the provisions of this Act:

(9) any fee, duty, tax, or other demand, which by any Act passed hereafter shall be declared to be recoverable under the provisions of this Act;

the Collector of the district may make under his hand, and in form No. 2 in the second Schedule annexed to this Act, a Certificate of the amount of such arrears so remaining unpaid, and may cause the same to be filed in his Office: provided that no such Certificate shall be made in respect of any such demand, the recovery of which is barred by any law of Limitation for the time being in force.

the Collector of the district may make a certificate of the unpaid demand.

8. (*a*) Subject to the provisions of this Act, every Certificate made under the provisions of Section 7 shall, as regards the remedies for enforcing the same and so far only, have the force and effect of a decree of a Civil Court. In the cases other than case (7) mentioned in the said Section 7, the Secretary of State for India in Council and in the said case (7) the private individual therein mentioned, or, if such private individual be a Minor, Lunatic or Ward of Court, then such Minor, Lunatic or Ward of Court by

Such Certificate shall have the same effect as a decree of a Civil Court as regards the remedies for enforcing the same.

(৬) কোন রায়তের নিকট কিম্বা ভূমি, চরাণী জমি বনকর, জলকর প্রভৃতিতে যে ব্যক্তির কোন স্বার্থ থাকে, ঐ স্বার্থ হস্তান্তরযোগ্য হউক বা না হউক, সেই ব্যক্তির নিকট ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের যে কোন বাকী রাজস্ব বা খাজানা পাওনা হয় তাহা;

(৭) প্রচলিত আইনের বিধানমতে সামান্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বা রাজস্ব বিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষেরা যে কোন সম্পত্তির ভার গ্রহণ বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করেন, সেই সম্পত্তির দেনা, বাকী খাজানা বা খাজানার ন্যায় আদেয় অন্য কোন প্রাপ্য, উহা উক্ত কোর্টের বা কর্ত্তৃপক্ষদের প্রতি কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার অর্পিত হইবার পূর্ব্বেই দেনা হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক; (কিন্তু যিনি খাজানা দিতে দায়ী তিনি বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিতে সম্মত না হইলে, অথবা ঐ হার উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক দৃঢ় করা না গেলে, উক্ত বর্দ্ধিত হারমত বাকী খাজানার প্রতি এই প্রকরণের বিধান বর্ত্তিবে না।)

(৮) গবর্ণমেণ্টের রাজকীয় কার্য্যকারকের পাওনা যে টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী সেই টাকা এই আইনের বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে সেই ব্যক্তি নিয়মিতরূপে রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রদ্বারা এই বিষয়ে সম্মতি দিলে, ঐ টাকা।

(৯) ইহার পর প্রণীত কোন আইনে যে কোন ফী বা মাসুল বা টাক্স বা অন্য প্রাপ্য এই আইনের বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে বলিয়া নির্দ্দেশ থাকিবে তাহা;

না দিলে, জিলার কালেক্টর সাহেব, এই আইনের দ্বিতীয় তফশীলের ২ নম্বর পাঠে, তদ্রূপ যে বাকী টাকা দেওয়া না যায় স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া আপনার আফিসে গাঁথাইয়া রাখিতে পারিবেন; কিন্তু যৎকালে মিয়াদ বিষয়ক যে আইন চলিত থাকে তদ্দ্বারা যাহা আদায় করিবার বাধা হয়, তদ্রূপ কোন প্রাপ্য সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন সর্টিফিকেট লেখা যাইবে না।

জিলার কালেক্টর সাহেবের অদত্ত প্রাপ্য টাকার সর্টিফিকেট লিখিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। (ক) এই আইনের বিধানের নিয়ম সীমে ৭ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত প্রত্যেক সর্টিফিকেট, উহা প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে যতদূর হইতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত, দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে। উক্ত ৭ ধারার ৭ প্রকরণের উল্লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, এবং উক্ত ৭ প্রকরণের লিখিত স্থলে তদুল্লিখিত সামান্য ব্যক্তি, অথবা ঐ ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্ত বা কোর্টের অনুপালিত হইলে, উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্ত বা কোর্টের অনুপালিত ব্যক্তি আসন্ন

সর্টিফিকেট প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ফলবৎ হইবার কথা।

his next friend, shall be deemed to be the decree-holder, and in all the cases mentioned the person therein named as debtor shall be deemed to be the judgment-debtor.

Judgment-debtor may bring a suit in the Civil Court to contest the Certificate. If no such suit within one year, or if brought and decided against the judgment-debtor, Certificate to become absolute.

(b) Such judgment-debtor may at any time within one year after the service upon him of such notice as is mentioned in Section 10 bring a suit in the Civil Court to contest his liability to pay the amount stated in the said Certificate, and to have such Certificate cancelled: but no such suit shall be entertained unless such judgment-debtor has stated in a petition presented to the Collector under Section 12 the ground upon which he claims to have such Certificate cancelled, or unless, having omitted to state such ground in such petition as aforesaid, he can satisfy the Civil Court that there was good reason for such omission. If no such suit is instituted within the said period of one year, or if any such suit having been instituted is decided against such judgment-debtor, such Certificate shall become absolute, and shall have to all intents and purposes the same force and effect as a final decree of a Civil Court.

provided that no Certificate duly made under the provisions of this Act shall be cancelled by a Civil Court otherwise than on one or more of the following grounds, that is to say—

(1) that the amount stated in the Certificate was actually paid or discharged before the making of such Certificate:

(2) in the case of fines imposed, or costs, charges, expenses, damages, duties or fees adjudged, by a Collector or a Public Officer under the provisions of any Regulation or Act for the time being in force—that the proceedings of such Collector or Public Officer were not in substantial conformity with the provisions of such Regulation or Act, and that in consequence the judgment-debtor under the Certificate suffered substantial injury from some error, defect or irregularity in such proceedings:

(3) in cases other than those mentioned in clause (2)—that the amount stated in the Certificate was not due by the judgment-debtor under the Certificate:

(4) want of jurisdiction.

বন্ধুর সহযোগে, ডিক্রীদার বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং উল্লিখিত সকল স্থলে সর্টিফিকেটে খাতক বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা যায় তিনিই ডিক্রীমত খাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

সর্টিফিকেটের প্রতিবাদ করণার্থে ডিক্রীমত খাতকের দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার ও এক বৎসর মধ্যে তদ্রূপ মোকদ্দমা করা না গেলে অথবা গেলে ও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে, সর্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবার কথা।

(খ) উক্ত ডিক্রীমত খাতকের উপর ১০ ধারার উল্লিখিত নোটিস জারী করা গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে তিনি উক্ত সর্টিফিকেটের লিখিত টাকা দিবার দায়ের প্রতিবাদ করণার্থ ও উক্ত সর্টিফিকেট রহিত করণার্থ দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত ডিক্রীমত খাতক ১২ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া যে কারণে উক্ত সর্টিফিকেট রহিত হইবার দাওয়া করেন তাহা নির্দ্দেশ না করিলে, অথবা যদি উক্তরূপ দরখাস্ত করিয়া তদ্রূপ কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া থাকেন, তবে তাহা না করিবার বিশেষ হেতু ছিল এই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে না। উক্ত এক বৎসর মিয়াদের মধ্যে তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে, অথবা তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে, ঐ সর্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবে, এবং সর্ব্বপ্রকারে দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে।

কিন্তু এই আইনের বিধানমতে নিয়মিতরূপে কোন সর্টিফিকেট লেখা গেলে যদি নিম্নলিখিত এক বা এতাধিক কারণ লক্ষিত হয় অর্থাৎ,

(১) সর্টিফিকেটে যে টাকা লেখা যায়, যদি সর্টিফিকেট লিখিত হইবার পূর্ব্বে সেই টাকা দেওয়া বা শোধ করা হইয়া থাকে; বা

(২) যৎকালে যে ব্যবস্থা বা আইন প্রচলিত থাকে তাহার বিধানমতে কোন কালেক্টর বা রাজকীয় কার্য্যকারক জরিমানা করিয়া থাকিলে অথবা কোন খরচের বা খরচার বা ব্যয়ের বা হানিপূরণের বা মাসুলের বা ফীর টাকা দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে, যদি উক্ত কালেক্টরের বা রাজকীয় কার্য্যকারকের আনুষ্ঠানিক কার্য্য উক্ত ব্যবস্থার বা আইনের বিধানের মর্ম্মানুযায়ী না হয় ও তজ্জন্য সর্টিফিকেটমত খাতক উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যগত ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম হেতুক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন; বা

(৩) (২) প্রকরণের উল্লিখিত স্থল ছাড়া অন্যত্র যদি সর্টিফিকেটে যত টাকা লেখা থাকে সর্টিফিকেটমত খাতকের তত টাকা দেনা না হয়; বা

(৪) যদি বিচারাধিপত্য ছিল না দেখা যায়, তবে দেওয়ানী আদালত ঐ সর্টিফিকেট রহিত করিতে পারিবেন, অন্য কোন কারণে পারিবেন না।

Nothing in this proviso shall be construed to interfere with the ordinary original jurisdiction of the High Court at Fort William in Bengal, or with the jurisdiction of the Calcutta Court of Small Causes.

In case of arrears of public demand payable to Officer other than Collector, such Officer may give notice to Collector.

9. (*a*) When any arrear of any of the public demands specified in Section 7 is unpaid by any person liable to pay such public demand to a Public Officer other than a Collector, or when any such demand as is specified in clause (7) of the said section is unpaid by any person liable to pay the same to a Manager appointed by the Court of Wards, such Officer or such Manager may give to the Collector of the district, in which such person resides, or in which such demand is payable, a notice in writing in form No. 3 in the second Schedule annexed to this Act: provided that no such notice may be given in respect of any such demand, the recovery of which is barred by any law of Limitation for the time being in force.

Such notice given by a Manager to be verified and stamped as a plaint.

(*b*) Every such notice given by a Manager shall be verified by such Manager in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure as to the verification of plaints, and there shall be payable in respect thereof a Court-fee of the same amount as is payable under the Court Fees' Act for the time being in force in respect of a plaint for the recovery of a sum of money equal to that stated in such notice.

Collector may on receipt of such notice make a Certificate.

(*c*) On receipt of such notice, such Collector, if satisfied that such demand is justly recoverable, may make under his hand, and in the form No. 2 in the second Schedule annexed to this Act, a Certificate of the amount of such arrears so remaining unpaid, and shall cause the same to be filed in his office.

(*d*) The provisions of Section 8 shall apply to every such Certificate.

When Certificate filed, notice to be given to judgment-debtor. Upon service of notice, Certificate to bind immovable property of judgment-debtor.

10. When a Certificate has been filed in the Office of a Collector under the provisions of Section 5, or Section 7, or Section 9, such Collector shall issue to the judgment-debtor a copy of such Certificate and a notice in form No. 4 in the second Schedule annexed to this Act. From and after the service of such notice, such Certificate shall bind all immovable property of such judgment-debtor situate within the jurisdiction of such Col-

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তর্গত হাই কোর্টের যে নিয়মিত আদৌ বিচারাধিপত্য আছে অথবা কলিকাতার ছোট আদালতের যে বিচারাধিপত্য আছে, তাহার যাহাতে কোন বিঘ্ন হয়, এই উপবিধানের কোন কথার এরূপ অর্থ করিতে হইবে না।

কালেক্টর সাহেব ভিন্ন অন্য কার্য্যকারকের নিকট দেয় রাজকীয় প্রাপ্য বাকী থাকিলে উক্ত কার্য্যকারকের কালেক্টর সাহেবকে নোটিস দিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। (ক) ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী, তিনি তাহা কালেক্টর সাহেব ভিন্ন অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে না দিলে, অথবা উক্ত ধারার ৭ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট কোন প্রাপ্য দিতে, যে ব্যক্তি দায়ী তিনি তাহা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষকে না দিলে, উক্ত কার্য্যকারক বা কার্য্যাধ্যক্ষ যে জিলায় উক্ত ব্যক্তি বাস করেন বা উক্ত প্রাপ্য টাকা দেয় হয় সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৩ নম্বর পাঠে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কিন্তু যৎকালে মিয়াদ বিষয়ক যে আইন চলিত থাকে, তদ্দ্বারা যাহার বাধা হয়, এরূপ কোন প্রাপ্য সম্বন্ধে উক্তরূপ কোন নোটিস দেওয়া যাইবে না।

কোন কার্য্যাধ্যক্ষ ঐ নোটিস দিলে, তাহাতে আবেদনপত্রের ন্যায় সত্য পাঠ ও ষ্টাম্প সংযোগ করিবার কথা।

(খ) কোন কার্য্যাধ্যক্ষ তদ্রূপ নোটিস দিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের আবেদনপত্রের সত্যপাঠ লিখনসম্বন্ধীয় বিধানমতে ঐ নোটিসে সত্য পাঠ লিখিবেন, এবং উক্ত নোটিসে যত টাকা লেখা থাকে তত্তুল্য টাকা আদায় করণার্থ আবেদনপত্র সম্বন্ধে আদালতের বসুম বিষয়ক প্রচলিত আইনমতে যত টাকার কোর্ট ফী দিতে হয় তত টাকার কোর্ট ফী দিতে হইবে।

ঐ নোটিস পাইলে কালেক্টর সাহেবের সর্টিফিকেট লিখিতে পারিবার কথা।

(গ) উক্তরূপ নোটিস পাইলে, উক্ত প্রাপ্য যথার্থই আদায় করণযোগ্য কালেক্টর সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তিনি এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ২ নম্বর পাঠে, যে বাকী টাকা দেওয়া যায় নাই, স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া আপনার আফিসে গাঁথাইয়া রাখিতে পারিবেন।

(ঘ) তদ্রূপ প্রত্যেকে সর্টিফিকেটের প্রতি ৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গেলে, ডিক্রীমত খাতককে নোটিস দিবার ও নোটিস জারী করা গেলে, সর্টিফিকেটক্রমে ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ হইবার কথা।

১০ ধারা। ৫ কি ৭ কি ৯ ধারার বিধানমতে কোন কালেক্টর সাহেবের আফিসে কোন সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গেলে উক্ত কালেক্টর সাহেব ডিক্রীমত খাতককে ঐ সর্টিফিকেটের একখণ্ড প্রতিলিপি ও এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৪ নম্বর পাঠে একখান নোটিস দিবেন। ঐ নোটিস জারী করা গেলে, উক্ত কালেক্টর সাহেবের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ডিক্রীমত খাতকের যে সকল স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী

lector in the same manner and with like effect as if such immovable property had been attached under the provisions of Section 274 of the Code of Civil Procedure. A copy of such Certificate may be transmitted by post to any other Collector for the purpose of being filed in his Office, and as soon as it is so filed, such Certificate shall, if the aforesaid notice has been served, bind in like manner all immovable property of such judgment-debtor situate within the jurisdiction of such last-mentioned Collector.

Copy of Certificate may be sent to Collector of another district to be filed in his office; and, upon its being filed, Certificate shall bind immovable property situate in such district.

বিষয়ক আইনের ২৭৪ ধারার বিধানমতে ক্রোক করা গেলে যে প্রকারে ও যাদৃশ ফল সহ ঐ সমস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ হইত, ঐ সর্টিফিকেটের বলেও সেই প্রকারে ও যাদৃশ ফল-সহ আবদ্ধ হইবে। ঐ সর্টিফিকেটের এক খণ্ড প্রতিলিপি অন্য কোন কালেকটর সাহেবের আফিসে গাঁথিয়া রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ডাকযোগে পাঠান যাইতে পারিবে, এবং তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে ঐ সর্টিফিকেটক্রমে, পূর্ব্বোক্তরূপ নোটিস জারী করা গেলে পর, শেষোক্ত কালেক্টর সাহেবের বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত উক্ত ডিক্রীমত খাতকের সমুদয় সম্পত্তিও উক্তরূপে আবদ্ধ হইবে।

অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে গাঁথিয়া রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি পাঠাইবার ও তাহা গাঁথিয়া রাখা গেলে সর্টিফিকেটক্রমে ঐ জিলার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ হইবার কথা।

11. If in any case other than the case mentioned in clause (7) of Section 7, the Collector is satisfied that any person against whom a Certificate has been filed under the provisions of Section 5, or Section 7, or Section 9, is likely to conceal, or remove, or dispose of the whole or any part of his movable property, and that the realization of the amount of such Certificate will in consequence be delayed or obstructed, he may at any time after making such Certificate direct an attachment of the whole or any part of the movable property of such person. Such attachment shall be made in the manner provided in the Code of Civil Procedure for attaching movable property, and subject to the provisions of Section 266 of the same Code. Such property may be sold for the purpose of satisfying such Certificate, if no petition of objection is filed under Section 12, or if any such petition is filed, then as soon as it has been heard and determined.

Movable property of person, against whom Certificate has been made, may be attached at any time, if Collector satisfied that such person is likely to conceal, remove, or dispose of such property.

১১ ধারা। ৭ ধারার ৭ প্রকরণের উল্লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য কোন স্থলে, যদি কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মে যে ৫ কি ৭ কি ৯ ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি আপনার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ লুকাইবে কি স্থানান্তর করিবে কি বিক্রয়াদি করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে এবং তন্নিবন্ধন উক্ত সর্টিফিকেটের লিখিত টাকা আদায় করিতে বিলম্ব কি বাধা হইবে, তাহা হইলে তিনি সর্টিফিকেট লিখিবার পর যে কোন সময়ে উক্ত ব্যক্তির সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে প্রকার বিধান আছে তদনুসারে ও উক্ত আইনের ২৬৬ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে ঐ ক্রোক করণ কার্য্য করিতে হইবে। ১২ ধারামত আপত্তির দরখাস্ত দেওয়া না গেলে, অথবা তদ্রূপ দরখাস্ত দেওয়া গেলেও তাহার শুনানি হইয়া নিষ্পত্তি হইলে, ঐ সর্টিফিকেটের টাকা পরিশোধার্থ উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্টিফিকেট লেখা যায়, সেই ব্যক্তি স্বীয় অস্থাবর সম্পত্তি লুকাইবে বা স্থানান্তর করিবে বা বিক্রয়াদি করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মিলে কোন সময়ে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারিবার কথা।

12. If any person, who has been served with a notice under section 10, denies his liability to pay the whole or any part of the amount for which such Certificate has been made and filed against him, he may at any time within thirty days after service of such notice or, where no such notice has been duly served, within thirty days after the execution of any process for enforcing such Certificate, file a petition denying his liability as

Any person served with notice under section 10 may file a petition of objection.

১২ ধারা। যে কোন ব্যক্তির উপর ১০ ধারামত নোটিস জারী করা যায়, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যে সর্টিফিকেট লিখিয়া গাঁথিয়া রাখা যায় তাহার সমস্ত কি কিয়দংশ টাকা দিতে আপনার দায় অস্বীকার করিলে, ঐ নোটিস জারী হইবার পর ত্রিশদিনের মধ্যে অথবা যে স্থলে তদ্রূপ নোটিস নিয়মিতরূপে জারী করা যায় নাই, সেই স্থলে উক্ত সর্টিফিকেট প্রবল করিবার কোন পরওয়ানা জারী হইবার পর ত্রিশদিনের মধ্যে যে কোন সময়ে যে কালেক্টর সাহেব ঐ সর্টিফিকেট

যে ব্যক্তির উপর ১০ ধারামত নোটিস জারী করা যায়, তাঁহার আপত্তির দরখাস্ত দিতে পারিবার কথা।

aforesaid before the Collector by whom such certificate has been made. Such petition shall be in, or as nearly as possible in, the form No. 5 in the second Schedule annexed to this Act.

লিখেন তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত দায় অস্বীকারকরণসূচক দরখাস্ত দিতে পারিবেন। ঐ দরখাস্ত এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৫ নম্বর পাঠে বা যতদূর সম্ভব তদ্রূপ পাঠে লিখিতে হইবে।

Day to be fixed for hearing such petition. Collector to determine the liability of the petitioner. Certain provisions of the Code of Civil Procedure to apply to the inquiry.

13. Such Collector shall fix a day for hearing any such petition so filed, and upon such day, or any subsequent day to which such hearing may be adjourned, shall determine whether such petitioner is liable for the whole or any part of the amount for which such Certificate was made, and may set aside or modify or vary the Certificate accordingly. Every such Collector shall, for the purpose of hearing any such petition and determining as aforesaid, exercise all or any of the powers of a Civil Court in respect of summoning, causing the attendance of, and examining witnesses, and in respect of causing the production of documents; and the provisions of the Code of Civil Procedure applicable to these matters shall apply to a Collector exercising these powers.

দরখাস্ত শুনিবার দিন-ধার্য্যকরিবার ও কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তকারির দায় নিরূপণ করিবার ও তদন্তের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের কোন২ বিধান বর্ত্তিবার কথা।

১৩ ধারা। উক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্ত শুনিবার দিন ধার্য্য করিবেন, এবং ঐ দিনে অথবা তাহা শুনিবার জন্য পরবর্ত্তি অন্য যে দিন স্থির করা যায়, সেই দিনে, ঐ সর্টিফিকেটে যত টাকা লেখা থাকে তৎ সমুদয়ের বা তাহার কোন অংশের নিমিত্ত দরখাস্তকারী দায়ী কি না ইহা নিরূপণ করিবেন ও তদনুসারে উক্ত সর্টিফিকেট রহিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। উক্তরূপ কোন দরখাস্ত শুনিয়া নিষ্পত্তি করণার্থে তদ্রূপ প্রত্যেক কালেক্টর সাহেব সাক্ষিদিগকে সমন দিবার ও উপস্থিত করাইবার ও পরীক্ষা করিবার ও দলীল আনাইবার সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের সমুদয় বা কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন এবং এই সকল বিষয় সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনে যে২ বিধান আছে, এই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকারি কালেক্টর সাহেবের প্রতি সেই২ বিধান বর্ত্তিবে।

Collector may direct costs of such petition to be paid by the petitioner. Such costs how realized.

14. The Collector shall have full power to direct that the costs of such petition and of the hearing thereof shall be paid by the petitioner, and in any case in which a Collector directs the payment of such costs by any such petitioner, the amount thereof shall, if such petitioner be the judgment-debtor, be added to the amount entered in the Certificate, and shall be recoverable as if the same had been originally entered therein.

দরখাস্তকারী দরখাস্তের খরচা দিবেন কালেক্টর সাহেবের এরূপ আদেশ করিতে পারিবার কথা।

কিরূপে খরচা আদায় করা যাইবে, তাহার কথা।

১৪ ধারা। দরখাস্তকারী উক্ত দরখাস্তের ও তাহার শুনানির খরচা দিবেন, কালেক্টর সাহেবের এরূপ আদেশ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে, এবং তদ্রূপ কোন দরখাস্তকারী ঐ খরচা দিবেন কালেক্টর সাহেব কোন স্থলে এরূপ আদেশ করিলে, দরখাস্তকারী যদি ডিক্রীমত খাতক হন, ঐ খরচার টাকা সর্টিফিকেটের লিখিত টাকায় যোগ করা যাইবে, এবং তাহা তথায় প্রথমে লেখা থাকিলে যেরূপে আদায় করা যাইত সেইরূপে আদায় করা যাইতে পারিবে।

Collector may refer petition for hearing to Deputy Collector, Assistant Commissioner, &c., who shall have the same powers to hear it as the Collector.

15. The Collector of a district may refer to any Deputy Collector or Assistant Commissioner or Extra Assistant Commissioner subordinate to him any such petition as is mentioned in section 12, and such Deputy Collector or Assistant Commissioner or Extra Assistant Commissioner, shall hear and determine such petition accordingly. The provisions of Sections 13 and 14 shall be applicable to any such Deputy Collector or Assistant Commissioner or Extra Assistant Commissioner to whom any such petition has been so referred.

ডেপুটী কালেক্টর আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর প্রভৃতির প্রতি কালেক্টর সাহেবের দরখাস্ত শুনিবার নিমিত্ত সমর্পণ করিতে পারিবার ও তাঁহাদের কালেক্টর সাহেবের মত ক্ষমতাক্রমে তাহা শুনিবার কথা।

১৫ ধারা। জিলার কালেক্টর সাহেব আপনার অধীন কোন ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের হস্তে ১২ ধারার উল্লিখিত দরখাস্ত সমর্পণ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে উক্ত ডেপুটী কালেক্টর বা আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর বা অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর ঐ দরখাস্ত শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। উক্ত দরখাস্ত যে কোন ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের হস্তে সমর্পণ করা যায়, তৎপ্রতি ১৩ ও ১৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১০ আগষ্ট।]

Appeal from Deputy Collector, Assistant Commissioner, &c., to Collector, and from Collector to Commissioner. Stay of execution.

16. An appeal from any order of a Deputy Collector or Assistant Commissioner or Extra Assistant Commissioner may be preferred to the Collector within fifteen days, and an appeal from any original order of a Collector may be preferred to the Commissioner within thirty days after the making of such order respectively. Pending the decision of such appeal, execution may be stayed, if the Appellate Authority so direct, but not otherwise.

Power of revision.

17. There shall no appeal, as of right, lie from any order of a Collector passed on appeal from an order of a Deputy Collector or Assistant Commissioner or Extra Assistant Commissioner; but the Commissioner may in any case in which he thinks fit, revise any order passed by a Collector or Deputy Collector, or Assistant Commissioner, or Extra Assistant Commissioner.

Certificate may be enforced after one month from notice, or when petition of objection disposed of.

18. Every Certificate made under the provisions of Section 5, or Section 7, or Section 9, may be enforced and executed, upon the expiry of one month after service of the notice mentioned in Section 10, or when any such petition as is mentioned in Section 12 has been filed, then as soon as such petition has been heard and determined.

Certificate may be enforced under the provisions of the Code of Civil Procedure as a decree for money.

19. Such Certificate may be so enforced and executed by all or any of the ways and means mentioned and provided in and by the Code of Civil Procedure for the enforcement and execution of decrees for money, and all the practice and procedure provided by the said Code of Civil Procedure in respect of sales in execution of decrees; in respect of raising the amount of a decree otherwise than by sale of immovable property under the provisions of Sections 305, 320, 322, 323 and 324 of the said Code; in respect of arrests in execution of decrees for money; in respect of the execution of decrees by imprisonment; in respect of insolvent judgment-debtors; in respect of claims to attached property; in respect of resistance to execution; and in respect of the execution of decrees out of the jurisdiction of the Courts by which they were passed,

ডেপুটি কালেক্টর আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর প্রভৃতির নিকট হইতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে ও কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইবার ও জারীকরণ স্থগিত রাখিবার কথা।

১৬ ধারা। ডেপুটি কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের আজ্ঞার উপর আপীল আজ্ঞা করিবার পর পনের দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, এবং কালেক্টর সাহেবের মূল আজ্ঞার উপর আপীল আজ্ঞা করিবার পর এক মাসের মধ্যে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। আপীলী কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলে, (স্থলান্তরে নহে) যাবৎ উক্ত আপীলের নিষ্পত্তি না হয় আজ্ঞা জারী স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে।

সংশোধনের ক্ষমতার কথা।

১৭ ধারা। কোন ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, কালেক্টর সাহেব যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল করিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু কমিশ্যনর সাহেব কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে কালেক্টর সাহেবের কি ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের আজ্ঞা সংশোধন করিতে পারিবেন।

নোটিস দিবার একমাস পরে অথবা আপত্তির দরখাস্তের নিষ্পত্তি হইলে, সর্টিফিকেট প্রবল করিতে পারিবার কথা।

১৮ ধারা। ১০ ধারার উল্লিখিত নোটিস জারী করিবার পর এক মাস গত হইলে, অথবা যদি ১২ ধারার উল্লিখিত দরখাস্ত দেওয়া যায়, তবে ঐ দরখাস্ত শুনা গিয়া নিষ্পত্তি হইলে, ৫ কি ৭ কি ৯ ধারার বিধানমতে লিখিত সর্টিফিকেট প্রবল ও জারী করা যাইতে পারিবে।

টাকার ডিক্রীর ন্যায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধানমতে সর্টিফিকেট প্রবল করিতে পারিবার কথা।

১৯ ধারা। টাকার ডিক্রী প্রবল ও জারী করণার্থে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বা যে কোন পন্থা ও উপায় উল্লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সকল বা তাহার কোন পন্থা ও উপায় অবলম্বন করিয়া উক্ত সর্টিফিকেট প্রবল ও জারী করা যাইতে পারিবে, এবং উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনে ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় সম্বন্ধে; ও উক্ত আইনের ৩০৫, ৩২০, ৩২২, ৩২৩ ও ৩২৪ ধারার বিধানমতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় ভিন্ন অন্য প্রকারে ডিক্রীর টাকা তুলিবার সম্বন্ধে; ও টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ধৃতকরণ সম্বন্ধে; ও কারাদণ্ড দ্বারা ডিক্রীজারী করণ সম্বন্ধে; ও দেউলিয়া ডিক্রীমত খাতকদের সম্বন্ধে, ও ক্রোককৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত দাওয়ার সম্বন্ধে; ও ডিক্রী জারীকরণের বাধা দিবার সম্বন্ধে, ও যে আদালত ডিক্রী দিলেন সেই আদালতের এলাকার বাহিরে ডিক্রীজারী করণ সম্বন্ধে;

shall apply to every execution issued to enforce such Certificate and realize the amount recoverable thereunder, save that all the duties, powers, and authorities by the said Code imposed or conferred on the Court shall be exercised by the Collector in whose office any such Certificate, or any copy thereof transmitted for execution under the provisions of Section 223 of the said Code has been filed. Subject to the control of the Collector and save and except in respect of the provisions relating to insolvent judgment-debtors any of the said duties, powers, and authorities may be exercised by any Deputy Collector, Assistant Commissioner, or Extra Assistant Commissioner subordinate to such Collector.

Sale of immovable property may be set aside, if certificate is set aside by a competent Court. Proviso.

20. If any immoveable property is sold in execution of a Certificate under the provisions of section 18, and if such Certificate is subsequently set aside by a competent court, such court may set aside such sale of such immoveable property, and in any case in which such sale is so set aside, such court shall direct that the amount of the purchase-money be refunded to the purchaser with or without interest, as such court thinks fit: provided that no such sale shall be so set aside unless such purchaser has been made or added as a party to the suit brought to set aside such Certificate.

Register of Certificates to be kept in Collector's office and to be open to inspection on payment of fee of eight annas.

21. Every Collector shall cause to be kept in his office a Register in such form as may from time to time be prescribed by the Board of Revenue, and shall cause to be entered in such register the particulars of every Certificate made under this Act, which, or a copy of which, has been filed in his office. Such Register shall be open during office hours to the inspection of any one desiring to inspect the same, and a fee of eight annas, or such fee not exceeding eight annas as the Board of Revenue may prescribe, shall be chargeable for such inspection.

Payment of sum due under a Certificate may be made by instalments. Payment of instalments to be entered in Register.

22. (*a*) Payment of the amount due under a Certificate may be made by instalments, if the Collector who made such Certificate so direct. The payment of any instalment shall be entered in the Register mentioned in Section 21.

যে সকল রীতির ও কার্য্যপ্রণালীর বিধান আছে, উক্ত সর্টিফিকেট প্রবল করণার্থ ও তৎক্রমে প্রাপ্য টাকা আদায় করণার্থ যে জারী করণের পরওয়ানা দেওয়া যায় তাহার প্রতি সেই সকল রীতি ও কার্য্যপ্রণালী বর্ত্তিবে। প্রভেদ এই যে, ঐ আইনে যে২ কর্ম্ম ও ক্ষমতা ও শক্তি আদালতের প্রতি অর্পিত বা প্রদত্ত হইয়াছে, যে কালেক্টর সাহেবের আফিসে ঐ সর্টিফিকেট, অথবা উক্ত আইনের ২২৩ ধারার বিধানমতে জারীকরণার্থে প্রেরিত ঐ সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি, গাঁথিয়া রাখা যায়, তিনি সেই২ ক্ষমতা ও শক্তিক্রমে সেই২ কর্ম্ম করিবেন। কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে, যোত্রহীন ডিক্রীমত খাতকদের সম্বন্ধীয় বিধান সম্পর্কে না হইলে কালেক্টর সাহেবের অধীন কোন ডেপুটী কালেক্টর বা আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনর বা অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনর উক্তরূপ কোন ক্ষমতা ও শক্তিক্রমে তদ্রূপ কোন কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। ১৮ ধারার বিধানমতে কোন সর্টিফিকেট জারীকরণক্রমে কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা গেলে, যদি উপযুক্ত আদালতে পরে ঐ সর্টিফিকেট অসিদ্ধ করা যায়, তবে উক্ত আদালত উক্ত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, এবং যে স্থলে তদ্রূপ বিক্রয় অসিদ্ধ করা যায়, সেই স্থলে উক্ত আদালত যেরূপ উচিত বোধ করেন, সুদ সহিত বা সুদ বিনা ক্রয়ের টাকা ক্রেতাকে ফিরাইয়া দিবার আদেশ করিবেন; কিন্তু উক্ত সর্টিফিকেট অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহাতে ক্রেতাকে একপক্ষ করা বা একপক্ষস্বরূপ যোগ করা না গেলে, ঐ বিক্রয় উক্তরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না।

উপযুক্ত আদালতে সর্টিফিকেট অসিদ্ধ করা গেলে, স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারিবার কথা।

উপবিধান।

২১ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন সেই পাঠে কালেক্টর সাহেব আপন আফিসে এক খান রেজিষ্টর রাখাইবেন, এবং এই আইনমতে লিখিত যে প্রত্যেক সর্টিফিকেট বা তাহার প্রতিলিপি তাঁহার আফিসে গাঁথিয়া রাখা যায়, তাহার বিশেষ বিবরণ ঐ রেজিষ্টরে লিখাইবেন। যে কএক ঘণ্টা আফিস খোলা থাকে সেই সময়ে ঐ রেজিষ্টর কেহ দেখিতে চাহিলে দেখিতে পাইবেন, এবং দেখিবার নিমিত্ত আট আনা ফী অথবা আট আনার অনধিক যে ফী বোর্ড নির্দ্দিষ্ট করেন সেই ফী দিতে হইবে।

সর্টিফিকেটের রেজিষ্টর কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাখিবার ও আট আনা ফী দিলে তাহা দেখিতে পাইবার কথা।

২২ ধারা। (ক) যে কালেক্টর সাহেব সর্টিফিকেট লিখেন তিনি আদেশ করিলে সর্টিফিকেটমত দেনা টাকা কিস্তি করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন কিস্তির টাকা দেওয়া গেলে, সেই কথা ২১ ধারার উল্লিখিত রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে।

সর্টিফিকেটমত দেনা টাকা কিস্তি করিয়া দিতে পারিবার ও কিস্তির টাকা প্রদান রেজিষ্টরে লিখিবার কথা।

(*b*) When the total amount due under a Certificate has been paid and satisfied, the Collector in whose office such Certificate was originally filed shall enter satisfaction upon such Certificate under his hand and signature; and shall cause the same to be entered in the Register mentioned in Section 21.

When total amount satisfied, Collector to enter satisfaction on certificate and in Register;

(খ) সর্টিফিকেটমত সমুদয় দেনা টাকা দেওয়া ও পরিশোধ করা গেলে, যে কালেক্টর সাহেবের আফিসে ঐ সর্টিফিকেট প্রথমে গাঁথিয়া রাখা যায় তিনি সর্টিফিকেটের উপর টাকা পরিশোধ হইবার কথা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন; এবং ২১ ধারার উল্লিখিত রেজিষ্টরেও ঐ কথা লিখাইবেন।

সমুদয় টাকা পরিশোধ হইলে, পরিশোধের কথা সর্টিফিকেটের উপর ও রেজিষ্টরে কালেক্টর সাহেবের লিখিবার কথা।

(*c*) When a copy of such Certificate has been transmitted to another Collector, or when such Certificate has been made under the provisions of Section 9 upon notice from a Public Officer other than a Collector or from a Manager appointed by the Court of Wards, such satisfaction shall be communicated to such other Collector or to such officer or to such Manager.

and to communicate it to other Collector in whose office a copy of such Certificate has been filed.

(গ) ঐ সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি অন্য কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকিলে, অথবা কালেক্টর সাহেব ভিন্ন অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিযুক্ত কোন কার্য্যাধ্যক্ষের স্থানে নোটিস পাইয়া ৯ ধারার বিধানমতে ঐ সর্টিফিকেট লিখিত হইয়া থাকিলে, ঐ পরিশোধের কথা সেই অন্য কালেক্টর সাহেবকে বা সেই কার্য্যকারককে বা কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে।

অন্য যে কালেক্টর সাহেবের আফিসে সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি গাঁথিয়া রাখা গিয়াছে, তাঁহাকে পরিশোধের বিবরণ জানাইবার কথা।

(*d*) When a sum has been levied or received by a Collector in respect of a Certificate, a copy of which has been transmitted to him and filed in his office, such Collector shall send such sum to the Office in which such Certificate was originally made.

Sum levied by Collector to whom copy of Certificate sent to be transmitted to Collector who made Certificate.

(ঘ) যে সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়া তাঁহার আফিসে গাঁথিয়া রাখা যায় সেই সর্টিফিকেট সম্পর্কীয় কোন টাকা আদায় করিলে বা পাইলে, তিনি যে আফিসে ঐ সর্টিফিকেট প্রথমে লিখিত হয় সেই আফিসে ঐ টাকা পাঠাইবেন।

সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যায় তিনি যে টাকা আদায় করেন তাহা সর্টিফিকেটলেখক কালেক্টরের নিকট পাঠাইবার কথা।

23. Every Collector, Deputy Collector, Assistant Commissioner and Extra Assistant Commissioner and every such Public Officer as is mentioned in Section 9 shall, in the discharge of his functions under this Act, be deemed to be a person acting judicially within the meaning of Act XVIII of 1850, passed by the Governor-General in Council.

Collector, Deputy Collector, Assistant Commissioner, Extra Assistant Commissioner and Public Officer to be deemed to be acting judicially in the discharge of his duties under this Act.

২৩ ধারা। প্রত্যেক কালেক্টর সাহেব ও ডেপুটী কালেক্টর ও আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর ও অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর ও ৯ ধারার উল্লিখিত প্রত্যেক রাজকীয় কার্য্যকারক, এই আইনমতে কর্ম্ম করিবার সময়ে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫০ সালের ১৮ আইনের অভিপ্রায়মত বিচারকস্বরূপ কার্য্য করিতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই আইনমতে কর্ম্ম করিবার সময়ে কালেক্টর, ডেপুটী কালেক্টর, আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর, অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর ও রাজকীয় কার্য্যকারক বিচারকস্বরূপ কার্য্য করিতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

24. All Collectors, Deputy Collectors, Assistant Commissioners, and Extra Assistant Commissioners shall, in the performance of their duties under this Act, be subject to the general supervision and control of the Commissioners of Divisions and the Board of Revenue.

Collectors, &c., to be subject to the supervision and control of Commissioners and Board in discharge of their duties under this Act.

২৪ ধারা। সমুদয় কালেক্টর সাহেব ও ডেপুটী কালেক্টর ও আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর ও অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর, এই আইনমতে আপনং কর্ম্ম করিবার সময়ে, কমিশ্যনরদের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্বের অধীন হইবেন।

এই আইনমতে আপনং কর্ম্ম করিবার সময়ে কালেক্টর প্রভৃতি কমিশ্যনরদের ও বোর্ডের তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্বের অধীন হইবার কথা।

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

FIRST SCHEDULE—(*See* Section 3). | প্রথম তফসীল।—৩ ধারা দেখ।

Number and year.	Subject of Act.	Extent of repeal.	সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
	Acts passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council.			মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত আইন।	
VIII of 1862...	An Act to improve the system of zemindari daks in the provinces subject to the Government of Bengal.	In section 9 the words from and including "which said double amount" to and including "making default."	১৮৬২-সা। ৮ আ।	বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অধীনদেশে জমীদারী ডাকের সুনিয়ম করিবার আইন।	৯ ধারায় "ও সেই দ্বিগুণ টাকা" অবধি "আদায় হইবেক" পর্য্যন্ত।
VII of 1868...	An Act to make further provision for the Recovery of Arrears of Land Revenue and Public Demands recoverable as Arrears of Land Revenue.	In section 1 from and including the words "The word 'Demand' means" to the end of the section. In section 2 the words "not being a sale made under, and by virtue of, any execution issued upon a certificate made as hereinafter is provided." In section 6 the words "or persons liable to any demands," "or persons," "or any demands," "or persons," "or to any demands," "or persons," and "or of such demands." Sections 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28.	১৮৬৮৭সা-আ।	ভূমির বাকী রাজস্ব এবং রাজকীয় যে প্রাপ্য ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে সেই প্রাপ্য আদায় করিবার অধিক বিধান করণার্থ আইন।	১ ধারায় "রাজকীয় প্রাপ্য যে বাকী" এই কথা হইতে আরম্ভ করিয়া ধারার শেষ পর্য্যন্ত। ২ ধারায় "পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে সার্টিফিকেট অনুযায়ি কার্য্য সাধনের বল ও শক্তিক্রমে যে বিক্রয় হইতে পারে, তদ্ভিন্ন" এই২ কথা। ৬ ধারায় "কি ব্যক্তিদের" "কি কোন দাওয়ার টাকা" "কিম্বা উক্ত দায়ি ব্যক্তিদিগকে" "কি ব্যক্তিদের" ,,কি অন্য টাকা" "কি অন্য টাকার" এই২ কথা। ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ও ২৮ ধারা।
VI of 1873 ...	An Act to amend the law relating to Embankments and Water-courses.	Section 50, from and including the words "under the provisions" to the end of the section.	১৮৭৩ সা. ৬ আ।	বাঁধের ও পয়নালার বিধান বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন।	৫০ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা হইতে আরম্ভ করিয়া "বিধানমতে" এই কথা পর্য্যন্ত।
I of 1875 ...	An Act for the Realisation of Arrears in Government Estates.	The whole Act.	১৮৭৫ সা. ১ আ।	গবর্ণমেণ্টের মহালের বাকী আদায় করিবার নিমিত্ত আইন।	সমুদয় আইন।
IV of 1875 ...	An Act to provide for the summary realisation of sums due on account of loans made by the Government during the late famine operations.	Section 1, from and including the words "within the meaning" to the end of the section.	১৮৭৫ সা. ৪ আ।	বিগত দুর্ভিক্ষ জন্য কার্য্য করণ কালে গবর্ণমেণ্ট যাহা ধার দিলেন তাহার পাওনা টাকা সরাসরীমতে আদায় করণার্থ আইন।	১ ধারায় "বঙ্গদেশীয় ১৮৩৮ সালের" এই কথা অবধি "মর্ম্মানুযায়ি" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও ঐ আইনে" এই কথা অবধি ধারার শেষপর্য্যন্ত।
V of 1875 ...	An Act to provide for the Survey and Demarcation of Land.	In section 57, from and including the words "under section 3" to the end of the section.	১৮৭৫ সা. ৫ আ।	ভূমি জরীপ করিবার ও সীমার চিহ্ন দিবার বিধান করণার্থ আইন।	৫৭ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "২ ধারামত" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও তজ্রূপে" এই কথা অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।

Number and year.	Subject of Act.	Extent of repeal.	সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
III of 1876 ...	An Act to provide for Irrigation in the Provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal.	In section 42, from and including the words "under the provisions" to the end of the section. In section 73, from and including the words "under the provisions" to the end of the section. In section 85, from and including the words "under the provisions" to the end of the section.	১৮৭৬ সা. ৩ আ	বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন প্রদেশে জলসেচনের বিধান করণার্থ আইন।	৪২ ধারায় "ভূমির বাকী রাজস্ব" অবধি "১ ধারার বিধানমত" এই কথা পর্য্যন্ত। ৭৩ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "তাহার বিধানমত" এই কথা পর্য্যন্ত। ৮৫ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "বিধানমতে" এই কথা পর্য্যন্ত।
VII of 1876...	An Act to provide for the Registration of Revenue-paying and Revenue-free lands, and of the proprietors and managers thereof.	In section 82, from and including the words "under section" to the end of the section.	১৮৭৬ সা. ৭আ	রাজস্বদায়ী ও নিষ্কর ভূমি ও ভূম্যধিকারিদের ও কার্য্যাধ্যক্ষদের নাম রেজিষ্টরী করিবার বিধান করণার্থ আইন।	৮২ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "১ ধারামত" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও তদনুসারে" অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।
VIII of 1876	An Act to make better provision for the Partition of Estates.	In section 138, from and including the words "under section" to the end of the section.	১৮৭৬ সা. ৮আ	মহাল বণ্টন করিবার সুবিধান করণার্থ আইন।	১৩৮ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "১ধারামত" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও তদনুসারে" এই কথা অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।
VII of 1878...	An Act to consolidate and amend the law relating to the Excise Revenue in the Presidency of Fort William in Bengal.	In section 36, from and including the words "or by the process" to the end of the section.	১৮৭৮ সা. ৭আ	বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে আবকারী রাজস্ব বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।	৩৬ ধারায় 'কিম্বা ১৮৬৮ এই কথা অবধি "কার্য্য প্রণালীমতে" এই কথা পর্য্যন্ত।
IX of 1879 ...	An Act to amend the law relating to the Court of Wards.	Section 63.	১৮৭৯ সা. ৯আ	কোর্টঅব ওয়ার্ডস বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইন।	৬৩ ধারা।
	Regulations of the Bengal Code.			বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা।	
III of 1794 ...	A Regulation for exempting proprietors of land (with certain exceptions) from being confined for arrears of Revenue; and for prescribing the process by which tehsildars are to demand payment of arrears; and for enabling the Collectors to recover from Native officers employed under them public money or papers which they may embezzle or retain, &c.	Section 12. Sections 16, 17, 18, 19, and 20, so far as they relate to the recovery of money belonging to Government.	১৭৯৪ সা. ৩ আ	কোন২ বিশেষ ভূম্যধিকারি ছাড়া অন্য ভূম্যধিকারিদিগকে মালগুজারীর বাকীর কারণ কয়েদ না করণের এবং সেই বাকী যে প্রকারে তহসীলদারেরা তলব করিবেন তাহার বিবরণের এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তরফএদেশীয় আমলারা সরকারের মালগুজারীর টাকা যাহা তসরূপ করে ও যেং কাগজপত্র তাহারদিগের স্থানে রহে তাহা বুঝিয়া লওনের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবদিগের শক্তি অর্পণাদির আইন।	১২ ধারা। ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ ধারা, যত দূর গবর্ণমেণ্টের টাকা আদায় করণের সহিত সম্পর্ক রাখে, তত দূর।

SECOND SCHEDULE.

FORM No. 1 (*See* Section 5).

Certificate of Arrears of Revenue filed in the Office of the Collector of the District of (name of District.)

No. of certificate.	Name of Debtor.	Address of Debtor.	Amount of Arrears of Revenue for which this Certificate is made and period for which such Arrears are due.	Estate or tenure for which Arrears of Revenue due.

I hereby certify that the above-mentioned sum of Rs. is due to the Secretary of State for India in Council from the above-named

Dated this *day of* 18 A. B.

Collector of

FORM No. 2 (*See* Sections 7 and 9).

Certificate of Arrears of Public Demands filed in the Office of the Collector of the District of (name of District.)

No. of certificate.	Name of Debtor.	Address of Debtor.	Amount of the Public Demand for which this Certificate is made.	Particulars of Public Demand for which this Certificate is made; and Public Officer [*or* Manager, *and* of what estate] to whom due.

I hereby certify that the above-mentioned sum of Rs. is due to the Secretary of State for India in Council [*or* to A. B., a Ward of Court, *or* a Minor, *or* a Lunatic, by his next friend C. D.] from the above-named

Dated this *day of* 18 A. B.

Collector of

FORM No. 3 (*See* Section 9).

NOTICE OF DEMAND.

To the Collector of the District of

Name of Debtor.	Address of Debtor.	Amount of Public Demand for which this Notice is given.	Nature of the Public Demand for which this Notice is given.

The above sum of Rs. is due from the said in respect of

Certified this day of

A. B.

দ্বিতীয় তফসীল।

১ নম্বর পাঠ (৫ ধারা দেখ)

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্বের যে সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা যায়।

সর্টিফিকেটের নম্বর।	খাতকের নাম।	খাতকের ঠিকানা।	যত বাকী রাজস্বের নিমিত্ত সর্টিফিকেট লেখা গেল, এবং যত কালের বাকী।	যে মহাল বা ভূসম্পর্কের নিমিত্ত রাজস্ব বাকী পড়ে।

আমি এতদ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে উক্ত অমুকের স্থানে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের উপরি লিখিত এত টাকা পাওনা আছে।

১৮ সাল তাং ক, খ,

অমুক জিলার কালেক্টর

২ নম্বর পাঠ (৭ ও ৯ ধারা দেখ।)।

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকার যে সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা যায়।

সর্টিফিকেটের নম্বর।	খাতকের নাম।	খাতকের ঠিকানা।	রাজকীয় যত প্রাপ্য নিমিত্ত সর্টিফিকেট লেখা গেল।	যে রাজকীয় প্রাপ্য নিমিত্ত এই সর্টিফিকেট লেখা গেল তাহার বিশেষ বিবরণ; এবং যে রাজকীয় কার্য্যকারকের (বা কার্য্যাধ্যক্ষের ও যে মহালের নিমিত্ত) পাওনা।

আমি এতদ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে উক্ত অমুকের স্থানে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের (অথবা আসন্নবন্ধু অমুকের সহযোগে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অনুপালিত অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা ক্ষিপ্ত অমুকের) উপরি লিখিত এত টাকা পাওনা আছে।

ক খ।

১৮ সাল তাং

অমুক জিলার কালেক্টর।

৩ নম্বর পাঠ (৯ ধারা দেখ।)।

প্রাপ্যের নোটিস।

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

খাতকের নাম।	খাতকের ঠিকানা।	রাজকীয় যত প্রাপ্য নিমিত্ত এই নোটিস দেওয়া গেল।	যে প্রকারের রাজকীয় প্রাপ্য নিমিত্ত এই নোটিস দেওয়া গেল।

উক্ত শ্রী অমুকের স্থানে এই বিষয় উপলক্ষে উপরি লিখিত এত টাকা পাওনা আছে। অদ্য অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এই সর্টিফিকেট দেওয়া গেল।

ক খ

Form No. 4 (*See* Section 10).

Notice.

To (Insert name of judgment-debtor.)

You are hereby informed that a Certificate for Rs. due from you on account of has been this day made by me against you under the provisions of Section of Act of 1880 passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, and that such Certificate has been filed in this office. If you deny your liability to pay the said sum of Rs. , you may within thirty days show cause why such Certificate should not be executed. If you fail to show cause within thirty days, or do not show sufficient cause, such Certificate will be executed in the same manner as if it were a decree of a Civil Court for the said sum of Rs. unless you pay the amount into this Office. Until such amount is paid, you are hereby prohibited from alienating your immovable property or any part of it by sale, gift, mortgage, or otherwise.

A copy of the Certificate above-mentioned is hereto annexed.

Dated this *day of* 18 A. B.

Collector of

Form No. 5 (*See* Section 12).

To

The Collector of the District of

The humble petition of (*name of petitioner*) of (*address*).

Sheweth—

That a Certificate No. for the sum of Rs. has been filed against your petitioner in your Office under the provisions of section of Act of 1880 passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council.

That your petitioner respectfully denies his liability to pay the said sum of Rs. (or, where the liability to pay part is admitted, denies his liability to pay more than Rs.), and this for the following reasons:—

That the facts above stated are true to the best of your petitioner's knowledge and belief.

Your petitioner therefore respectfully prays that the said Certificate may be set aside (*or* modified *or* varied).

W. E. H. Forsyth,

Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

৪ নম্বর পাঠ (১০ ধারা দেখ ।)

নোটিস ।

শ্রীঅমুক (এই খানে ডিক্রীমত খাতকের নাম দিবে)
সমীপেষু ।

তোমাকে এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৮০ সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানমতে অদ্য আমি তোমার বিরুদ্ধে অমুক হিসাবে তোমার স্থানে পাওনা এত টাকার সর্টিফিকেট লিখিয়াছি, এবং ঐ সর্টিফিকেট এই আফিসে গাঁথাইয়া রাখা গিয়াছে। যদি তুমি উক্ত টাকা দিতে তোমার দায়িত্ব অস্বীকার কর, উক্ত সর্টিফিকেট কেন জারী করা যাইবে না ত্রিশদিনের মধ্যে ইহার কারণ দেখাইতে পার। ত্রিশদিনের মধ্যে তুমি কারণ দেখাইতে ত্রুটি করিলে, অথবা যথোপযুক্ত কারণ না দেখাইলে, যদি ঐ টাকা এই আফিসে না দাও, তবে উক্ত টাকার দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে ঐ সর্টিফিকেট জারী হইবে। তোমাকে এতদ্দ্বারা নিষেধ করা যাইতেছে যে, যাবৎ উক্ত টাকা দেওয়া না যায়, তাবৎ তোমার স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় বা দান বা বন্ধকদ্বারা বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

উল্লিখিত সর্টিফিকেটের এক খণ্ড প্রতিলিপি এতৎসঙ্গে দেওয়া গেল।

ক, খ,

১৮ সাল তাং

অমুক জিলার কালেক্টর।

---

৫ নম্বর পাঠ (১২ ধারা দেখ ।)

শ্রীযুত অমুক জিলার কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীঅমুক সাং অমুক দরখাস্ত পত্রমিদং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৮০ সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানমতে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে আপনার আফিসে এত টাকার এত নম্বরের সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গিয়াছে।

সসম্ভ্রমে দরখাস্তকারির বক্তব্য এই যে, সে উক্ত টাকা দিতে দায়ী নহে (অথবা, কিয়ৎ পরিমাণ দায় স্বীকার করা গেলে, সে এত টাকার অধিক টাকা দিতে দায়ী নহে) । দায়ী নহে কেন তাহার হেতু নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।—

উপরিলিখিত বৃত্তান্ত দরখাস্তকারির জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

এজন্য সসম্ভ্রমে দরখাস্তকারির প্রার্থনা এই যে উক্ত সর্টিফিকেট অসিদ্ধ (বা পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত) করিতে আজ্ঞা হয়।

ডবলিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

Raj Krishna Mukhopadhya, M. A. and B. L.,

Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।

PART V.

Acts of the Bengal Council.

পঞ্চম খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

ACT No. VI OF 1880.

THE BENGAL DRAINAGE ACT, 1880.

TABLE OF CONTENTS.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

১৮৮০ সালের ৬ আইন।

বঙ্গদেশের পয়োনালাবিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন।

ধারার নির্ঘণ্ট।

PART I.

APPOINTMENT OF COMMISSIONERS AND CONDUCT OF BUSINESS.

PART II.

DRAINAGE SCHEME.

প্রথম খণ্ড।

কমিশ্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার ও কার্য্য চালাইবার বিধি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পয়োনালার কল্পনাপত্র বিষয়ক বিধি।

PART IV.

RECOVERY OF SUMS DUE TO THE COLLECTOR.

PART V.

RECOVERY BY LANDHOLDERS OR SUPERIOR TENANTS OF THE COST OF THE WORKS FROM PERSONS HOLDING LAND UNDER THEM.

PART VI.

MISCELLANEOUS.

[*Government Gazette, 7th September* 1880.]

চতুর্থ খণ্ড।

কালেক্টর সাহেবের পাওনা টাকা আদায়ের বিধি।

পঞ্চম খণ্ড।

কার্য্যসম্পাদনের খরচ অধীনস্থ ভূমিভোগকারী ব্যক্তিদের স্থানে ভূম্যধিকারিদের ও উপরিস্থ প্রজাদের আদায় করিবার বিধি।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বিবিধ বিধান।

PART VII. / সপ্তম খণ্ড।

SPECIAL PROVISIONS FOR WORKS CARRIED OUT UNDER BENGAL ACT V OF 1871.

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে সম্পাদিত কার্য্যসংক্রান্ত বিশেষ বিধি।

THE following Act, passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council received the assent of His Honor on the 22nd April 1880, and having received the assent of His Excellency the Governor General on the 28th May 1880, is hereby promulgated for general information:—

ACT No. VI OF 1880.

An Act to provide for the Drainage and Improvement of Lands.

Preamble.

WHEREAS it is expedient that provision should be made for the better drainage and improvement of lands in the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal: It is hereby enacted as follows:—

PRELIMINARY.

Short title.

1. This Act may be called "The Bengal Drainage Act, 1880:"

Extent.

It extends to all the territories for the time being under the administration of the Lieutenant-Governor of Bengal;

Commencement.

and it shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Repeal of Bengal Act V of 1871.

2. Bengal Act V of 1871 (*The Hughli and Burdwan Drainage Act*) shall be repealed on and from the date upon which this Act comes into force, but, subject to the provisions of this Act, this repeal shall not affect the past operation of such Act, or anything duly done or suffered, or any right, privilege, obligation or liability, acquired, accrued or incurred thereunder.

Interpretation clause.

3. In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context—

"The Collector."

"The Collector" means the officer in charge of the revenue jurisdiction of the district within which the lands which form the subject of a scheme under this Act, or the greater portion of such lands, are situate. If any doubt arises as to whether the greater portion of the lands is situate within one of two or more districts, the Board of Revenue shall decide the point, and such decision shall be final:

"The Commissioners."

"The Commissioners" mean the Drainage Commissioners to be appointed under this Act:

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মান্যবর সাহেব ১৮৮০ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে অনুমোদন করাতে, তাহা ১৮৮০ সালের ২৮ মে তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮০ সালের ৬ আইন।

ভূমির জলনিঃসরণের ও উৎকর্ষ সাধনের বিধানার্থ আইন।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত প্রদেশে ভূমির জলনিঃসরণের ও উৎকর্ষসাধনের উৎকৃষ্টতর বিধান করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশের পয়োনালা বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে;

ব্যাপ্তি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যেং দেশ থাকে সেইং দেশে এই আইন বর্ত্তিবে;

আরম্ভ।

এবং ইহা যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনসহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। যে তারিখে এই আইন প্রচলিত হয়, সেই তারিখ অবধি হুগলী ও বর্দ্ধমানের পয়োনালা বিষয়ক ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন রহিত হইবে। কিন্তু, এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে, এই রাহিত্য দ্বারা উক্ত আইনের বিগত কার্য্যের অথবা তৎক্রমে যাহা কিছু যথাবিধি করা বা করিতে দেওয়া গিয়াছে কিম্বা যে কোন স্বত্ব বা অধিকার লব্ধ বা কর্ত্তব্য উৎপন্ন বা দায় উপস্থিত হইয়াছে তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

অর্থকরণের ধারা।

৩ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিপরীত ভাব দৃষ্ট না হইলে, এই আইনে,

"কালেক্টর।"

"কালেক্টর" শব্দে এই আইনমত কল্পনাপত্রের বিষয়ীভূত সমুদয় বা অধিকাংশ ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলার রাজস্ববিষয়ক বিচারাধিপত্য ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারককে বুঝাইবে। দুই কিম্বা ততধিক জিলার মধ্যে কোন্ জিলায় অধিকাংশ ভূমি আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে রেবিনিউ বোর্ড সেই কথার নিষ্পত্তি করিবেন, এবং ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

"কমিশ্যনর।"

এই আইনমতে যাঁহারা পয়োনালা সম্পর্কীয় কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইবেন, "কমিশ্যনর" শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে।

"Estate" means land included under one entry in the General Registers of revenue-paying lands and revenue-free lands, prepared and maintained under the law for the time being in force by any Collector of a district, or a share of, or interest in, such land :

"Estate."

"Proprietor" means a person who as owner is solely or jointly in possession of an estate :

Proprietor."

"Tenure" means—

(1) a permanent rent-paying interest in land immediately subordinate to that of a proprietor, and superior to that of a ryot, extending to not less than one hundred standard bighas affected or to be affected by any works under this Act ;

"Tenure."

(2) a permanent revenue-free or rent-free interest in land affected or to be affected by any works under this Act, when there exists no rent-paying interest in the same land between the proprietary interest in the estate and such revenue-free or rent-free interest :

"Undertenure" means—

(1) a permanent rent-paying interest in land subordinate to that of a tenure-holder and superior to that of a ryot, extending to not less than one hundred standard bighas affected or to be affected by any works under this Act ;

"Undertenure."

(2) a revenue-free or rent-free interest in land affected or to be affected by any works under this Act, when there exists a rent-paying interest in the same land between the proprietary interest in the estate and such revenue-free or rent-free interest :

EXPLANATION.—The term "permanent" is used with reference to the tenure or undertenure itself, and not with reference to the person who happens to hold such tenure or undertenure for the time being. A tenure or undertenure is none the less permanent although held by a Hindú widow, a Sebait, or a person subject to the Mitakshara law.

"Landholder" and "Holder of land" mean—

"Landholder" and Holder of Land."

(1) any person who as owner of an estate is solely or jointly in possession thereof ;

(2) any person who as owner of a tenure or undertenure is solely or jointly in possession thereof:

প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যেং সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন সেইং রেজিষ্টরে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বা তাহার কোন অংশ বা তদন্তর্গত কোন স্বার্থ বুঝাইবে।

"মহাল।"

যে ব্যক্তি মালিকস্বরূপ একাকী বা সংস্কৃষ্ট ভাবে কোন মহাল ভোগ দখল করেন, "ভুস্বামী বা জমীদার" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

"ভূস্বামী বা জমীদার।"

"তালুক।"

"তালুক" শব্দে

(১) এই আইনমত কোন কার্য্যদ্বারা যাহার উপকার হইয়াছে বা হইবে, এরূপ কষ্টিমত অন্যূন একশত বিঘা পরিমিত, নিজ ভুস্বামির অধীন ও রায়তের ঊর্দ্ধতন খাজানাদায়ী চিরস্থায়ী ভুসম্পর্ক বুঝাইবে।

(২) এই আইনমত কোন কার্য্যদ্বারা যাহার উপকার হইয়াছে বা হইবে, এরূপ কোন চিরস্থায়ী ভুসম্পর্ক রাজস্ব বা খাজানার দায়ে মুক্ত থাকিলে, যদি মহালের ভুস্বামির স্বার্থ ও উক্ত রাজস্বমুক্ত বা খাজানামুক্ত ভুসম্পর্ক এই উভয়ের মধ্যে ঐ ভূমিতে কোন খাজানাদায়ী স্বার্থ না থাকে, তবে "তালুক" শব্দে উক্ত ভুসম্পর্কও বুঝাইবে।

"পেটাও তালুক" শব্দে

"পেটাও তালুক।"

(১) এই আইনমত কোন কার্য্যদ্বারা যাহার উপকার হইয়াছে বা হইবে, এরূপ কষ্টিমত অন্যূন একশত বিঘা পরিমিত, কোন তালুকদারের অধীন ও রায়তেরা ঊর্দ্ধতন, খাজানাদায়ী চিরস্থায়ী ভূসম্পর্ক বুঝাইবে।

(২) এই আইনমত কোন কার্য্য দ্বারা যাহার উপকার হইয়াছে বা হইবে, এরূপ কোন চিরস্থায়ী ভূসম্পর্ক রাজস্ব বা খাজানার দায়ে মুক্ত থাকিলে, যদি মহালের ভূস্বামির স্বার্থ ও উক্ত রাজস্বমুক্ত বা খাজানামুক্ত ভুসম্পর্ক এই উভয়ের মধ্যে ঐ ভূমিতে কোন খাজানাদায়ী স্বার্থ থাকে, তবে 'পেটাওতালুক" শব্দে উক্ত ভূসম্পর্কও বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা।—তালুক বা পেটাও তালুক সম্বন্ধেই "চিরস্থায়ী" শব্দের ব্যবহার হইল, যৎকালে যিনি উক্ত তালুকের বা পেটাও তালুকের ভোগাধিকারী হন তৎসম্বন্ধে নহে। কোন হিন্দু বিধবা বা সেবায়েত বা মিতাক্ষরার ব্যবস্থাধীন কোন ব্যক্তি ভোগদখল করিতে থাকিলেও, তালুক-বা পেটাও তালুক চিরস্থাযী ভুসম্পর্ক হইতে পারে।

"ভূম্যধিকারী" ও "ভূমির অধিকারী।"

"ভূম্যধিকারী" ও "ভূমির অধিকারী" শব্দে

(১) যে ব্যক্তি কোন মহালের মালিক স্বরূপ একাকী বা সংস্কৃষ্টভাবে তাহা ভোগদখল করেন, তাঁহাকে বুঝাইবে ;

(২) যে ব্যক্তি কোন তালুকের বা পেটাও তালুকের মালিকস্বরূপ একাকী বা সংস্কৃষ্ট ভাবে তাহা ভোগ দখল করেন, তাঁহাকে বুঝাইবে।

Where two or more persons are joint land-holders, they shall be jointly and severally liable under this Act, except as is otherwise expressly provided herein :

"Reclaimed land."

"Reclaimed land" means land which was unfit for cultivation before the execution of any works under this Act, but which has been rendered productive by such works :

"Improved land."

"Improved land" means land which was more or less fit for cultivation before the execution of any works under this Act, but of which the productive powers have been increased by such works :

"Part" and "Section."

"Part" and "Section" mean respectively a part and section of this Act.

PART I.

APPOINTMENT OF COMMISSIONERS AND CONDUCT OF BUSINESS.

Lieutenant-Governor to appoint Commissioners.

4. Whenever it appears expedient to the Lieutenant-Governor to carry out any scheme and plans for the drainage and improvement of any tract of land, the Lieutenant-Governor may appoint any number of persons not less than seven, of whom the majority shall be qualified by being holders of lands to be affected by the works mentioned in the said scheme and plans, or managers on behalf of such holders, to be Drainage Commissioners for carrying out the provisions of this Act;

and the Lieutenant-Governor may from time to time remove, or accept the resignation of, any such Commissioner, or may add to the number of the Commissioners, and may appoint another person in the place of any such Commissioner dying, resigning, being removed or ceasing to reside in the district in which such lands are situate, but so as that the majority of the Commissioners shall always be persons qualified as aforesaid.

No act done or proceeding taken by the Commissioners shall be invalid merely on the ground that at the time of doing such act, or of taking such proceeding, the majority of the Commissioners were not persons qualified as aforesaid.

Lieutenant-Governor to appoint Chairman. Commissioners may sue and be sued in his name.

5. The Lieutenant-Governor shall from time to time appoint one of the persons so appointed Commissioners as aforesaid to be Chairman of the Commissioners, and may at any time, if he see fit, revoke such appointment and

দুই কিম্বা তদধিক ব্যক্তি সংসৃষ্টভাবে ভূম্যধিকারী হইলে, যদি এই আইনে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকে, তাঁহারা এই আইনমতে সংসৃষ্টরূপে ও স্বতন্ত্ররূপে দায়ী হইবেন।

"কৃষিযোগ্যকৃত ভূমি।"

এই আইনমত কোন কার্য্যসম্পাদনের পূর্ব্বে যে ভূমি কৃষিকর্ম্মের অনুপযোগী ছিল, কিন্তু উক্ত কার্য্যদ্বারা উৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, "কৃষিযোগ্যকৃত ভূমি" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

"উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমি।"

এই আইনমত কোন কার্য্যসম্পাদনের পূর্ব্বে যে ভূমি ন্যূনাধিক পরিমাণে কৃষিকর্ম্মের উপযোগী ছিল, কিন্তু উক্ত কার্য্য দ্বারা যাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, "উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমি" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

"খণ্ড ও "ধারা"।

"খণ্ড" ও "ধারা" শব্দে যথাক্রমে এই আইনের খণ্ড ও ধারা বুঝাইবে।

প্রথম খণ্ড।

কমিশ্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার ও কার্য্য চালাইবার, বিধি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের দ্বারা কমিশ্যনরদের নিয়োগের কথা।

৪ ধারা। কোন ভূখণ্ডের জল নিঃসরণের ও উৎকর্ষ সাধনের কল্পনাপত্র ও নকশা অনুসারে কার্য্য সম্পাদন করা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের হিতকর বোধ হইলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আইনের বিধান সফল করণার্থ পয়োনালার কমিশ্যনর বলিয়া সাত জনের অন্যূন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। উক্ত কল্পনাপত্রে ও নকশায় যেং কার্য্যের উল্লেখ হইয়াছে সেইং কার্য্যদ্বারা যে ভূমির উপকার হইতে পারিবে উক্ত সাত জনের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি সেই ভূমির অধিকারী কিম্বা উক্ত ভূম্যধিকারিদের কার্য্যাধ্যক্ষ হইবেন।

এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং উক্ত কমিশ্যনরদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে অবসর করিতে কিম্বা তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে কিম্বা তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, এবং কোন কমিশ্যনর মরিলে কি কর্ম্মত্যাগী কি অবসৃত হইলে কিম্বা উক্ত ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলা ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে গেলে তিনি তাহার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। পরন্তু যাঁহারা পূর্ব্বোক্তমতে যোগ্য হন তাঁহারাই সর্ব্বদা ঐ কমিশ্যনরদের অধিকাংশ লোক হইবেন।

কোন কর্ম্ম করিবার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অবলম্বন করিবার সময়ে কমিশ্যনরদের অধিকাংশ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে যোগ্য ছিলেন না বলিয়া কমিশ্যনরদের ঐ কর্ম্ম বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

সভাপতিকে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত করিবার এবং সভাপতির নামে কমিশ্যনরদের দ্বারা ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইবার কথা।

৫ ধারা। যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে কমিশ্যনরী পদে নিযুক্ত হন, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তিকে কমিশ্যনরদের সভাপতি পদে নিযুক্ত করিবেন, এবং কোন সময়ে উচিত বোধ করিলে উক্ত নিয়োগ রহিত করিয়া তাঁহাদের অন্য কোন ব্যক্তিকে

appoint another of such persons to be Chairman. The Commissioners may sue and be sued in the name of their Chairman.

Meetings of Commissioners and quorum.

6. The Commissioners shall ordinarily meet for the transaction of business once at least in every quarter. Such meeting shall be held upon such day and at such hour as the Commissioners shall from time to time determine. No business shall be transacted at any meeting unless at least three members are present at the commencement and close of such business.

Extraordinary meetings.

7. The Chairman of the Commissioners may, whenever he thinks fit, and shall, upon request made in writing by three of the Commissioners, call an extraordinary meeting of the Commissioners.

Presidency of meetings.

8. The Chairman shall preside at every meeting of the Commissioners, but in case of his absence at the time appointed for holding a meeting, the Commissioners present may choose one of their number to be President of such meeting.

Transaction of business at meetings.

9. (1)—All questions at any meeting, including the question of adjourning such meeting shall be decided by a majority of votes of the members present. In case of an equality of votes, the President for the time being of such meeting shall have a second or casting vote.

Delegation of powers to Committee.

(2)—The Commissioners may delegate any of their powers to Committees consisting of such member or members of the body as they think fit. Any Committee so formed shall, in the exercise of the powers delegated, conform to any regulations that may be imposed on them by the Commissioners.

Election of Chairman of Committee.

(3)—A Committee may elect a Chairman at their meetings. If no Chairman is elected, or if he is not present at the time appointed for holding any meeting, the members present shall choose one of their number to be Chairman of the same.

Adjournment, voting, &c., of Committee.

(4)—A Committee may meet and adjourn as they think proper. Questions at any meeting shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of

সভাপতি পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সভাপতির নামে কমিশ্যনরদের দ্বারা ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইতে পারিবে।

কমিশ্যনরদের অধিবেশনের কথা ও কতজন উপস্থিত হইলে কার্য্য চলিতে পারিবে তাহার কথা।

৬ ধারা। কমিশ্যনরেরা ন্যূন কল্পে তিনং মাসান্তর একবার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্যে অধিবেশন করিবেন। তাঁহারা সময়েং যে দিন ও যে ঘণ্টা নিরূপণ করেন সেই দিনে সেই ঘণ্টায় অধিবেশন হইবে। কোন কার্য্য আরম্ভ ও সমাপন কালে কমিশ্যনরদের অধিবেশনে অন্যূন তিনজন মেম্বর উপস্থিত না থাকিলে কার্য্য চলিতে পারিবে না।

বিশেষ অধিবেশনের কথা।

৭ ধারা। কমিশ্যনরদের সভাপতি যখন উচিত বোধ করেন তখন কমিশ্যনরদিগকে বিশেষ অধিবেশনে আহ্বান করিতে পারিবেন; এবং কমিশ্যনরদের মধ্যে তিন জন লিখিয়া অনুরোধ করিলে অবশ্য আহ্বান করিবেন।

অধিবেশনের আধিপত্যের কথা।

৮ ধারা। কমিশ্যনরদের প্রত্যেক অধিবেশনকালে সভাপতি আধিপত্য করিবেন। সভাপতির অনুপস্থানে যে কমিশ্যনরেরা অধিবেশনে উপস্থিত হন তাঁহারা আপনাদের এক ব্যক্তিকে আধিপত্য করণার্থে মনোনীত করিবেন।

অধিবেশন কালে কার্য্য চালাইবার কথা।

৯ ধারা। (১)—অধিবেশন কালে যত জন মেম্বর উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মতক্রমে অধিবেশনের দিনান্তর নিরূপণের প্রশ্ন সমেত সমুদয় প্রশ্নের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হয় দুই দিকে সমান সংখ্যক লোক হইলে, যৎকালে যিনি সভাপতি থাকেন তিনি দ্বিতীয় বার মত দিতে পারিবেন অর্থাৎ তিনি যাঁহাদের পক্ষ হন তাঁহাদের মতই প্রবল হইবে।

কমিটীর প্রতি ক্ষমতার্পণ করিবার কথা।

(২)—কমিশ্যনরেরা আপনাদের যে মেম্বরকে বা মেম্বরদিগকে উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে কমিটী স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া ঐ কমিটীর প্রতি আপনাদের কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। উক্তরূপে নিযুক্ত কোন কমিটী অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণ কালে কমিশ্যনরদের নির্দ্ধারিত নিয়ম পালন করিবেন।

কমিটীর সভাপতি মনোনীত করিবার কথা।

(৩)—কমিটী অধিবেশনকালে আধিপত্য করিবার নিমিত্ত একজন সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবেন। তদ্রূপ কোন সভাপতি মনোনীত করা না গেলে, অথবা তিনি অধিবেশনকালে উপস্থিত না থাকিলে, যে সকল মেম্বর উপস্থিত থাকেন তাঁহারা আপনাদের এক জনকে উক্ত অধিবেশনকালীন সভাপতি মনোনীত করিবেন।

কমিটীর সময়ান্তর নিরূপণ ও মত প্রদান প্রভৃতির কথা।

(৪)—কমিটী যেরূপ উচিত বোধ করেন, সেইরূপে অধিবেশন করিতে বা অধিবেশনের সময়ান্তর নিরূপণ করিতে পারিবেন। অধিবেশন কালে যে সকল মেম্বর উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মত ক্রমে সমু-

an equal division of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.

10. The Chairman of the Commissioners may by an order in writing appoint and dismiss such servants and officers other than Engineers and their subordinates, as may be required for the purposes of this Act, and he may control them as he shall see fit. There shall be paid to such servants and officers respectively such salaries as may appear to the Commissioners to be proper.

Power to appoint servants.

11. The Lieutenant-Governor may, when satisfied that the objects of their appointment have been fulfilled, direct that the powers and functions of the Commissioners shall cease.

When objects of their appointment fulfilled, Lieutenant-Governor may direct their powers and functions to cease.

PART II.

DRAINAGE SCHEME.

12. The Commissioners shall within three months after their appointment cause a notification in the language of the district to be published by beat of drum in every village in which may be situate any portion of the lands to be affected by the works proposed in such scheme and plans. Every such notification shall be in the form in Schedule (A) hereto annexed, and shall further be published by posting the same at the office of the Collector and of the Sub-divisional Officer, and in some conspicuous part of the village aforesaid, and at the Court of the Munsif within whose jurisdiction, and at the thana within the limits of which, such village is situate.

Commissioners to cause a notification of the scheme to be published.

13. After the date named in such notification, a list of the persons who may have given their assent, or made any objection in writing in accordance with such notification, shall be prepared and published in the manner provided in section 12 for the information of all concerned. Such list shall contain a specification of the land in respect of which such persons claim to vote as landholders, and of the titles in virtue of which they claim to vote respectively: and there shall be appended thereto a notice that objections to the right of voting so claimed must be lodged with the Commissioners within one month after the publication of the said list.

List of persons assenting or objecting to be published.

[*Government Gazette, 7th September* 1880.]

দয় প্রশ্নের মীমাংসা হইবে, এবং মতভেদ হইয়া দুই দিকে সমানসংখ্যক লোক হইলে সভাপতি দ্বিতীয় বার মত দিতে পারিবেন অর্থাৎ তিনি যাঁহাদেরপক্ষ হন তাঁহাদের মতই প্রবল হইবে।

১০ ধারা। এই আইনের কার্য্যোপলক্ষে যে২ চাকর দিগকে ও কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করা আবশ্যক, কমিশ্যনরদের সভাপতি লিখিত আজ্ঞা দিয়া ইঞ্জিনিয়র ও তাঁহাদের অধীন কর্ম্মকারক ভিন্ন সেই২ চাকরদিগকে ও কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে ও কর্ম্ম হইতে ছাড়াইতে পারিবেন এবং যেরূপ বিহিত বোধ করেন সেইরূপে তাহাদিগকে কর্তৃত্বাধীন রাখিতে পারিবেন। কমিশ্যনরেরা যত বেতন উচিত বোধ করেন উক্ত চাকর ও কর্ম্মকারকদিগকে তত বেতন দেওয়া যাইবে।

চাকরদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

১১ ধারা। যে উদ্দেশ্য সাধনার্থে কমিশ্যনরদিগকে নিযুক্ত করা যায় সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তিনি কমিশ্যনরদের ক্ষমতা ও কর্ম্ম শেষ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্য সফল হইলে, তাঁহাদের ক্ষমতা ও কর্ম্ম শেষ হইবার আজ্ঞা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের দিতে পারিবার কথা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পয়ঃপ্রণালীর কল্পনাপত্র বিষয়ক বিধি।

১২ ধারা। কমিশ্যনরদিগকে নিযুক্ত করা গেলে পর তিন মাস মধ্যে সেই কল্পনাপত্রে ও নকশায় যে কার্য্য করিবার প্রস্তাব হয় সেই কার্য্য দ্বারা যেং ভূমির উপকার হইতে পারে, সেইং ভূমি যে ২ গ্রামের অন্তর্গত থাকে কমিশ্যনরেরা ঐ কল্পনাপত্রাদির জ্ঞাপনপত্র জিলার চলিত ভাষায় তাহার প্রত্যেক গ্রামে প্রকাশ করাইবেন। সেই জ্ঞাপনপত্র A চিহ্নিত তফসীলের পাঠে লিখিতে হইবে এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ও মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে ও উক্ত গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে এবং ঐ গ্রাম যে মুনসেফের বিচারাধিপত্যের ও যে থানার সীমার মধ্যে থাকে সেই মুনসেফের কাছারী ঘরে ও সেই থানায় লটকাইয়া ঐ পত্র প্রকাশ করা যাইবে।

কল্পনাপত্র কমিশ্যনরদের প্রকাশ করাইবার কথা।

১৩ ধারা। উক্ত বিজ্ঞাপনে যে তারিখ লিখিত থাকে তাহার পর, ঐ বিজ্ঞাপন অনুসারে যে সকল ব্যক্তি লিখিয়া সম্মতি দান করেন কি আপত্তি করেন তাঁহাদের নামের ফর্দ্দ সম্পর্কযুক্ত সমুদয় লোকের অবগতি নিমিত্ত ১২ ধারার বিধানমতে প্রকাশ করা যাইবে, ও তৎসঙ্গে উক্ত ব্যক্তিরা যেং ভূমির সম্পর্কে ভূম্যধিকারী বলিয়া মত দিবার দাওয়া করেন, ও যেং স্বত্বক্রমে তাঁহারা দাওয়া করেন, ইহারও নির্দ্দেশ থাকিবে। এবং ঐ ফর্দ্দের সহিত এই নোটিস থাকিবে যে, উক্তরূপে মত দিবার স্বত্বের যে দাওয়া হয়, তাহার বিরুদ্ধ আপত্তি উক্ত ফর্দ্দ প্রকাশ হইবার পর এক মাসের মধ্যে কমিশ্যনরদের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

সম্মত কি আপত্তিকারি ব্যক্তিদের ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

14. (1)—The Commissioners may, at some meeting to be held not less than one month after such list has been published under the provisions of section 13, proceed to ascertain whether the holders of half of the lands to be reclaimed or improved have assented in writing to the adoption of the scheme. For the purpose of so ascertaining, the Commissioners shall take into account the vote of not more than one landholder in respect of any one portion of the area affected, and, whenever more than one landholder shall have given his vote in respect of the same portion of such area, the Commissioners shall take into account the vote of the landholder who holds the lowest interest in respect of such area, and shall not take into account, in respect of such area, the vote of any superior landholder who may have voted.

Commissioners how to ascertain what proprietors have assented.

Example—

A gives his vote as proprietor of 5,000 bighas ;

B as patnidar of 2,000 bighas included in A's proprietary of 5,000 bighas ;

C as mokarraridar of 100 bighas included in B's patni ;

D as holding a permanent jama of 500 bighas included in A's proprietary of 5,000 bighas, but not in B's patni of 2,000 bighas.

The Commissioners shall take into account the votes of the respective landholders in respect of the following areas :—

D	for	... ...	500 bighas.
C	,,	... ...	100 ,,
B	,, (2,000—100=)	...	1,900 ,,
A	,, (5,000—2,000—500=)	...	2,500 ,,
		Total...	5,000 ,,

(2)—One vote only shall be allowed in respect of an estate, tenure or undertenure, belonging to two or more co-sharers. In order to ascertain whether this vote shall be taken as assenting or objecting to the adoption of the scheme, regard shall be had to the votes of the co-sharers individually, and account shall be taken of those only who actually vote. If the majority assent, a vote of assent shall be deemed to have been given in respect of the estate, tenure, or undertenure. If the majority object, a vote of objection shall be deemed to have been given. If the number assenting and the number objecting are equal, no vote shall be deemed to have been given in respect of such estate, tenure, or undertenure.

Vote for estate, tenure, &c., held by two or more co-sharers.

১৪ ধারা।—(১) ১৩ ধারার বিধানমতে উক্ত ফর্দ্দ প্রকাশ করণের অন্যূন এক মাস পরে কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া, এই কথা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন যে, যে ভূমি কৃষি-যোগ্য কি উৎকর্ষিত করিতে হইবে, তাহার অর্দ্ধেকের অধিকারিগণ কল্পনাপত্র অবলম্বন সম্বন্ধে লিখিয়া সম্মতি দিয়াছেন কি না। এই কথা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত কমিশ্যনরেরা কোন ভূখণ্ড সম্পর্কে একাধিক ভূম্যধিকারির মত গ্রহণ করিবেন না; এবং একই ভূখণ্ড সম্পর্কে একাধিক ভূম্যধিকারী মত দিলে পর উক্ত ভূখণ্ডে যাঁহার নিম্নতম স্বার্থ থাকে, কমিশ্যনরেরা সেই ভূম্যধিকারির মত গ্রহণ করিবেন, এবং উক্ত ভূখণ্ড সম্পর্কে উপরিস্থ যে ভূম্যধিকারী মত দিয়া থাকেন, তাঁহার মত গ্রহণ করিবেন না।

যেং ভূম্যধিকারী সম্মত হইয়াছেন কমিশ্যনরেরা ইহা কিরূপে নির্ণয় করিবেন, তাহার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ ৫০০০ বিঘার জমীদার স্বরূপ মত দিলেন। বলরাম আনন্দের ৫০০০ বিঘা জমীদারির অন্তর্গত ২০০০ বিঘার পত্তনীদার স্বরূপ, চন্দ্র বলরামের পত্তনীর অন্তর্গত ১০০ বিঘার মকররীদারস্বরূপ, ও দিননাথ আনন্দের ৫০০০ বিঘা জমীদারির অন্তর্গত, কিন্তু বলরামের পত্তনীর অন্তর্গত নহে, এরূপ ৫০০ বিঘার কায়েম জমাভোগী স্বরূপ মত দিলেন।

কমিশ্যনরেরা পশ্চাল্লিখিত ভূখণ্ড সম্পর্কে ঐং ভূম্যধিকারির মত গ্রহণ করিবেন;

দিননাথের	... ...	৫০০ বিঘা।
চন্দ্রের	... ...	১০০ ,,
বলরামের	(২,০০০—১০০=) ...	১,৯০০ ,,
আনন্দের	(৫,০০০ – ২০০০ – ৫০০ =)	২,৫০০ ,,
মোট	... ...	৫,০০০

(২) কোন মহালের বা তালুকের বা পেটাও তালুকের দুই বা তদধিক অংশী থাকিলেও তৎসম্বন্ধে কেবল একটিমত দেওয়া যাইবে। ঐ মত কল্পনাপত্র অবলম্বন বিষয়ে সম্মতিসূচক কি আপত্তিসূচক বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, প্রত্যেক অংশীর মতের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং যাঁহারা বাস্তবিক মত দেন কেবল তাঁহাদেরই মত ধরিতে হইবে। তাঁহাদের অধিকাংশ লোকে সম্মতি দিলে, উক্ত মহাল, তালুক বা পেটাও তালুক সম্বন্ধে সম্মতিসুচক মত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে। অধিকাংশ লোকে আপত্তি করিলে আপত্তিসূচক মত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে। সম্মতিদাতা ও আপত্তিকারীদের সংখ্যা সমান হইলে, ঐ মহাল বা তালুক বা পেটাও তালুক সম্বন্ধে কোন মত দেওয়া হয় নাই বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

দুই বা তদধিক অংশীদের ভোগকৃত মহাল ও তালুক প্রভৃতি সম্বন্ধে মতের কথা।

Persons voting to specify the extent of their lands.

15. The Commissioners may in their discretion refuse to take into account the vote of any person who, after being required to do so, fails to specify the extent of land held by him, and the nature of the interest which he has in such land.

Commissioners to decide who is entitled to vote.

16. (1)—Whenever the right of any person to vote as a holder of any land shall be disputed, the Commissioners shall determine whether the vote of such person shall or shall not be accepted in respect of such land, and their determination shall be final for the purposes of section 17; provided that any "recorded proprietor," as defined by section 3 of "The Land Registration Act, 1876," shall be entitled to vote in respect of any property of which he is the recorded proprietor.

Vote for property held by a minor or lunatic.

(2)—In the case of a landholder who is a proprietor disqualified to manage his own property under the provisions of "The Court of Wards' Act, 1879," or any similar law for the time being in force, or who is a minor or a lunatic, the right to vote shall be exercised by any manager of the property of such disqualified proprietor, or minor, or lunatic, appointed by the Court of Wards, or by the Civil Court, under the provisions of any law for the time being in force, or, where no such manager has been appointed, by any person who, in the opinion of the Commissioners, duly represents the interests of such minor or lunatic.

Case of landholder not found.

(3)—Where the holder of any land cannot be found, such land shall be altogether excluded in any computation that may be made in order to determine whether the landholders of not less than half of the area to be reclaimed or improved have assented to the adoption of the scheme.

If half of landholders agree, Commissioners to consider the scheme submitted.

17. If the landholders of not less than half of the area to be reclaimed or improved, ascertained as above provided, shall have assented to the adoption of the scheme, and not otherwise, the Commissioners shall proceed to consider such scheme, together with the plans and estimates for carrying out the same, and shall further consider such objections as have been made thereto; and may adopt such schemes, plans, and estimates, or

যাঁহারা মত দেন তাঁহাদের ভূমির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইবার কথা।

১৫ ধারা। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার ভোগকৃত ভূমির পরিমাণ ও ঐ ভূমিতে তাঁহার যে স্বার্থ থাকে তাহা নির্দ্দেশ করিবার আজ্ঞা পাইয়া ও নির্দ্দেশ করেন নাই, কমিশ্যনরেরা স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

কে মত দিতে সমবান, ইহা কমিশ্যনরদের নির্ণয় করিবার কথা।

১৬ ধারা। (১)—কোন ভূমির অধিকারিস্বরূপ মত দান সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির স্বত্ব লইয়া বিবাদ হইলে, ঐ ভূমি সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তির মত গ্রহণ করা যাইবে কি না, কমিশ্যনরেরা ইহা নির্ণয় করিবেন, এবং ১৭ ধারার কার্য্য পক্ষে তাঁহাদের নির্ণয় চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারামতে "লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারী" যে ভূসম্পত্তির লিপিবদ্ধ অধিকারী হন সেই সম্পত্তি সম্পর্কে মত দিতে পারিবেন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তির ভোগকৃত সম্পত্তি সম্বন্ধে মতের কথা।

(২)—যে ভূম্যধিকারী কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের অথবা তদ্রূপ প্রচলিত অন্য কোন আইনের বিধানমতে আপনার সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে অক্ষম, অথবা যিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্তমনা, কোর্ট-অব ওয়ার্ডস বা দেওয়ানী আদালত প্রচলিত কোন আইনের বিধানমতে তাঁহার সম্পত্তির যে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন, সেই কার্য্যাধ্যক্ষ মত দিবার স্বত্বানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, অথবা তদ্রূপ কোন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, কমিশ্যনরদের মতে যে ব্যক্তি স্বার্থসম্বন্ধে উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্তমনা ভূম্যধিকারির উপযুক্ত প্রতিনিধি হন সেই ব্যক্তি উক্ত স্বত্বানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারিকে না পাওয়া গেলে, ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

(৩) কোন ভূমির অধিকারিকে পাওয়া না গেলে, যে ভূখণ্ড কৃষিযোগ্য বা উৎকর্ষিত করিতে হইবে তাহার অন্যূন অর্দ্ধেকের ভূম্যধিকারিরা কল্পনাপত্র অবলম্বন বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন কি না ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যে হিসাব ধরিতে হয়, তাহা হইতে ঐ ভূমি একেবারে বাদ দেওয়া যাইবে।

অর্দ্ধেক ভূম্যধিকারিরা সম্মত হইলে, অর্পিত কল্পনাপত্র কমিশ্যনরদের বিবেচনা করিবার কথা।

১৭ ধারা। যে পরিমাণের ভূমি কৃষিযোগ্য বা উৎকর্ষিত করিতে হইবে অন্যূন তাহার অর্দ্ধেকের অধিকারিরা কল্পনাপত্রে সম্মত হইয়াছেন পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমতে নির্ণীত হইলে (স্থলান্তরে নহে), কমিশ্যনরেরা সেই কল্পনাপত্র ও তাহা সফল করণার্থ নকৃশা ও অনুমানপত্র ও তদ্বিষয়ক সকল আপত্তি বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন এবং তাঁহারা উক্ত কল্পনাপত্র ও নকৃশা ও অনুমানপত্র গ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিম্বা তৎসমুদয় পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর করিয়া সেই পরিবর্ত্তিত কি

may alter and modify the same, and adopt the scheme, plans, and estimates so altered or modified, or may disapprove or reject the same.

Power to proceed with portion of scheme.

18. If the landholders of half of the area to be reclaimed and improved do not assent to such scheme, but the landholders of half of the area to be affected by some portion of such scheme assent thereto, the Commissioners may resubmit such portion of the scheme to the Lieutenant-Governor, and may, with his approval, proceed thereupon in manner aforesaid.

Scheme approved by Commissioners to be laid before the Lieutenant-Governor.

19. If the Commissioners adopt such scheme, plans and estimates, or any modification or alteration thereof, they shall, within one month after such scheme, plans and estimates, or some modification or alteration thereof have been adopted by them, cause the same to be laid before the Lieutenant-Governor, and the Lieutenant-Governor may sanction the scheme, plans and estimates so adopted, or any portion thereof, as to him shall seem fit.

Power to reconsider scheme and modify it.

20. (1)—The Commissioners may, with the previous assent of the Lieutenant-Governor, at any time reconsider any scheme, plans or estimates adopted by them, and add to, alter, or modify, the same;

and when any addition, alteration, or modification, has been adopted by them, they shall cause the same to be laid before the Lieutenant-Governor:

the Lieutenant-Governor may sanction such addition, alteration or modification, or any portion thereof, as he may think fit,

and thenceforth the provisions of this Act shall apply to such addition, alteration or modification, as if it had been a portion of the original scheme, plans or estimates; and every such addition, alteration or modification, after it has been adopted, shall be published by the Commissioners as to them shall seem fit.

No such addition, alteration or modification shall be adopted at a meeting at which the majority of the members present are not qualified as provided by section 4.

Publication of modified scheme.

(2)—No addition, alteration or modification under clause (1) to or of any scheme which affects any lands other than those which would be affected by some scheme theretofore published, shall be adopted by the Com-

রূপান্তরিত কল্পনাপত্র ও নকুশা ও অনুমানপত্র গ্রাহ্য করিতে কিম্বা অনুমোদন না করিতে বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কল্পনাপত্রের একাংশ মতে কার্য্য করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮ ধারা। যত ভূমির জল নিঃসরণ ও উৎকর্ষসাধন করিতে হইবে তাহার অর্দ্ধেকাংশের অধিকারিরা ঐ কল্পনাপত্রে সম্মত না হইলে, কিন্তু ঐ কল্পনাপত্রের কোন অংশদ্বারা যে ভূমির উপকারের কল্পনা থাকে তাহার অর্দ্ধাংশের ভূম্যধিকারিরা সম্মত হইলে, কমিশ্যনরেরা কল্পনাপত্রের ঐ অংশ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মুখে পুনশ্চ অর্পণ করিতে পারিবেন, ও তিনি অনুমোদন করিলে পূর্ব্বোক্তমতে কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন।

কমিশ্যনরদের অনুমোদিত কল্পনাপত্র শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করিবার কথা।

১৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা সেই কল্পনাপত্র ও নকুশা ও অনুমানপত্র কিম্বা রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত সেই পত্রসকল গ্রাহ্য করিলে পর তদ্রূপ গ্রাহ্য করিবার এক মাসের মধ্যে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করিবেন; ও তিনি সেই গ্রাহ্য করা কল্পনাপত্র ও নকুশা ও অনুমানপত্র অথবা তাহার যে অংশ বিহিত বোধ করেন অনুমোদন করিতে পারিবেন।

কল্পনাপত্র পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া রূপান্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা। কমিশ্যনরেরা যে কল্পনাপত্র কি নকুশা বা অনুমানপত্র অনুমোদন করেন তাঁহারা কোন সময়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক তাহা পুনর্বিবেচনা করিতে ও তাহাতে আর কথা যোগ করিতে ও তাহা পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিতে পারিবেন,

ও সেই বর্দ্ধিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত কথা গ্রাহ্য করিলে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ঐ বর্দ্ধিত কি পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত কথা কিম্বা তাহার যে অংশ বিহিত বোধ করেন অনুমোদন করিতে পারিবেন।

তদবধি সেই বর্দ্ধিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত কথা ঐ মূল কল্পনাপত্রের কি নকশার কি অনুমানপত্রের একাংশ হওয়ার ন্যায় তৎপ্রতি এই আইনের বিধান বর্ত্তিবে, এবং কমিশনরেরা সেই বর্দ্ধিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত কথা গ্রাহ্য করিলে পর যেরূপ বিহিত বোধ করেন সেইরূপে প্রকাশ করিবেন।

কোন অধিবেশন কালে যে কমিশ্যনরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি ৪ ধারার লিখিতমতে যোগ্য না হইলে উক্ত বর্দ্ধিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত কথা গ্রাহ্য হইবে না।

রূপান্তরিত কল্পনাপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

(২) কোন কল্পনাপত্র প্রকাশিত হইলে তদ্দারা যে ভূমির উপকার হইতে পারে (১) প্রকরণমতে সেই কল্পনাপত্রের পরিবর্দ্ধন কি রূপান্তর কি পরিবর্ত্তন করণ দ্বারা যদি অন্য ভূমির উপকার হইতে পারে, তবে ঐ পরিবর্দ্ধন কি রূপান্তর কি পরিবর্ত্তন

missioners until the same has been published for not less than fifteen days, according to the provisions of section 12, in every village in which may be situate any portion of the lands to be affected by such addition, alteration or modification; nor shall any such addition, alteration or modification be adopted unless the landholders of not less than half the entire area to be affected by the scheme as so added to, altered or modified, assent to the same.

Powers for the acquisition of land.

21. When the Lieutenant-Governor has sanctioned any scheme, plans and estimates as aforesaid, or some portion thereof, he may direct proceedings to be taken under the provisions of "The Land Acquisition Act, 1870," or any other law for the time being in force for the acquisition of land for public purposes, in order to obtain any land likely to be required for the works mentioned in such sanctioned scheme, plans and estimates, or any portion thereof.

Lieutenant Governor may order scheme to be carried out.

22. The Lieutenant-Governor may, if he thinks fit, order the works specified in such sanctioned scheme, plans and estimate, or portion thereof, to be executed by an officer to be thereunto appointed by the Lieutenant-Governor, and may, subject to the sanction of the Governor-General of India in Council, order the advance from the Public Funds of such sum of money as may be required for the purpose of making such improvements, and such officer may cause the works specified in such scheme and plans to be executed, and for that purpose may by himself, his agents and workmen, enter into or upon any lands and perform such works thereupon as may be required.

Power to Lieutenant-Governor to modify scheme.

23. The Lieutenant-Governor may at any time after the said works have been commenced by an order sanction any alteration or modification of such scheme, or plan, suggested to him by the officer in charge of such works, if, after communication with the Commissioners, it shall appear to him that by such alteration or modification the general character and scope of the scheme will not be altered, nor greater expenditure incurred thereon, than would be incurred in the scheme as originally sanctioned; and after such sanction, such alteration or modification shall be taken to be a portion of the scheme adopted by the Commissioners in substitution for the portion of such

করণদ্বারা যে ভূমির উপকার হইতে পারে সেই ভূমির কোন অংশ যেং গ্রামে থাকে ১২ ধারার বিধানমতে সেই রূপান্তরিত পত্র সেইং গ্রামে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত প্রকাশ না করা গেলে কমিশ্যনরেরা তাহা গ্রাহ্য করিবেন না; এবং ঐ ভূমির অর্দ্ধেকের অন্যূনাংশের অধিকারিরা সেই পরিবর্দ্ধিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত পত্রে সম্মত না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

ভূমি গ্রহণ করিবার ক্ষমতার কথা।

২১ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত কোন কল্পনাপত্র ও নকশা ও অনুমানপত্র বা তাহার কোন অংশ অনুমোদন করিলে তল্লিখিত কোন কার্য্য নিষ্পাদনের জন্য কোন ভূমির প্রয়োজন হওয়া সম্ভাবনা হইলে, তিনি ঐ ভূমি পাইবার নিমিত্তে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের বিধানমতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যার্থে ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনের বিধানমতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কল্পনাপত্র মতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্টগবর্ণরসাহেবের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২২ ধারা। উক্ত অনুমোদিত কল্পনাপত্রে ও নকশায় ও অনুমানপত্রে কিম্বা তাহার কোন অংশে যেং উৎকর্ষসাধন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বিহিত বোধ করিলে, সেই কার্য্য সম্পাদনার্থে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা সেই কার্য্য হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং উক্ত উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত যত টাকা প্রয়োজন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনের অপেক্ষায় রাজকীয় ধনাগারহইতে সেই টাকা অগ্রিম দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এবং সেই কার্য্যকারক ঐ কল্পনাপত্রের ও নকশার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করাইতে পারিবেন, ও তন্নিমিত্তে আপনি কিম্বা আপনার প্রতিনিধির বা কর্ম্মকারকদের দ্বারা কোন ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ ভূমিতে যে কার্য্য করা আবশ্যক তাহা করিতে পারিবেন।

কল্পনাপত্র রূপান্তরিত করিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

২৩ ধারা। উক্ত কার্য্য আরম্ভ করা গেলে পর যে কার্য্যকারক ঐ কর্ম্মের অধ্যক্ষতা করেন তিনি যদি ঐ কল্পনাপত্রের কি নকশার কোন অংশ পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিবার প্রস্তাব করেন, তবে তদ্রূপে পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিলে ঐ কার্য্যের সাধারণ ভাব ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন হইবে না এবং ঐ প্রথম অনুমোদিত কল্পনাপত্রানুসারে কার্য্য করিলে যত টাকা খরচ হইত ঐ পরিবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে তদধিক খরচা হইবে না কমিশ্যনরদের সহিত চিঠিপত্র চালাইয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ইহা দেখিলে কোন সময়ে অনুজ্ঞাপত্রদ্বারা উক্ত কল্পনাপত্র কি নকশা পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। অনুমোদিত হইলে ঐ কল্পনাপত্রের যে অংশ পরিবর্ত্তিত করা গেল তৎস্থানে ঐ পরিবর্ত্তিত

scheme thereby altered, and every such alteration or modification shall be published by the Commissioners as to them shall seem fit.

Claims to compensation for damage caused in carrying out scheme or works.

24. (1)—Any person who alleges that damage has been caused to his property by any scheme or works commenced or carried out under this Act may, at any time before the expiry of the three years mentioned in clause (1) of section 28, prefer to the Commissioners a claim for compensation in respect of such damage actually caused, and of all future damage likely to be caused to such property by such scheme or works.

Compensation to be assessed by the Commissioners.

The Commissioners shall duly consider any such claim; and if they are satisfied that such damage has been caused, or is likely to be caused, they shall assess such compensation as to them appears fair and reasonable

Reference to Civil Court if amount assessed be not accepted.

If such person agrees to accept the amount so assessed, the same shall be paid to him:

If he do not agree to accept such amount, the Commissioners shall make a reference to the Civil Court in the manner in which a Collector is empowered to make a reference by section 15 of "The Land Acquisition Act, 1870," and the provisions of Part III of the said Act shall apply to any reference so made.

Reference to Civil Court where amount of compensation agreed to or settled by Court, but dispute as to its apportionment.

(2)—When the persons interested in such property, to which damage has been caused as aforesaid agree to accept the amount of compensation assessed by the Commissioners, but a dispute arises as to the apportionment of the same or any part thereof, or when the amount of compensation has been settled by the Court on a reference under clause (1) of this section and a similar dispute arises, the Commissioners shall refer such dispute to the decision of the Civil Court, and the provisions of Part IV of the said Land Acquisition Act shall apply to any reference so made.

Reference may in certain cases be transferred to Subordinate Judge or Munsif for disposal.

(3)—When the amount of compensation assessed by the Commissioners does not exceed one thousand rupees, any reference made under the said clause (1) may be transferred by the Principal Civil Court of original jurisdiction of the district to any Subordinate Judge in the same district, and

কি রূপান্তরিত অংশ কমিশ্যনরদের গ্রাহ্য করা কল্পনাপত্রের অংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে; এবং কমিশ্যনরের যদ্রূপ বিহিত বোধ করেন সেই পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত কথা তদ্রূপে প্রকাশ করাইবেন।

কল্পনাপত্র বা কার্য্য সকল করিতে গিয়া যে হানি হয় তাহা পূরণ করিবার দাওয়ার কথা।

২৪ ধারা। (১)-এই আইনমত কোন কার্য্য আরম্ভ বা কল্পনাপত্র অনুসারে করিতে তাঁহার সম্পত্তির হানি হইয়াছে, কোন ব্যক্তি এই কথা বলিলে উক্ত কল্পনাপত্র বা কার্য্যদ্বারা ঐ সম্পত্তির বাস্তবিক যত হানি হইয়াছে ও ভবিষ্যতে যত হইবার সম্ভাবনা সেই হানি পূরণার্থে ২৮ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত তিন বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে কমিশ্যনরদের নিকট দাওয়া করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরদের হানিপূরণের টাকা নিরূপণ করিবার কথা।

কমিশ্যনরেরা যথাবিধি উক্তরূপ কোন দাওয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন; এবং উক্ত হানি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের এইরূপ হৃদ্বোধ হইলে, হানিপূরণার্থে যত টাকা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় তত টাকা নিরূপণ করিবেন।

নিরূপিত টাকা গ্রহণ করা না গেলে, দেওয়ানী আদালতে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

ঐ ব্যক্তি উক্ত নিরূপিত টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে, উহা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

তিনি উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে, ভূমিগ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ১৫ ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেব যে প্রকারে প্রশ্নার্পণ করিতে পারেন সেই প্রকারে কমিশ্যনরেরা দেওয়ানী আদালতে প্রশ্নার্পণ করিবেন। উক্তরূপে যে প্রশ্নার্পণ করা যায় তৎপ্রতি উক্ত আইনের তৃতীয় খণ্ডের বিধান বর্ত্তিবে।

হানিপূরণের টাকা সম্বন্ধে সম্মতি হইলেও অথবা তাহা আদালত দ্বারা ধার্য্য হইলেও তাহা বণ্টন করিবার সম্বন্ধে বিবাদ হইলে, দেওয়ানী আদালতে বিবাদার্পণ করিবার কথা।

(২)—যে সম্পত্তির হানি হইয়াছে তাহাতে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ থাকে, তাঁহারা কমিশ্যনরদের নিরূপিত হানিপূরণের টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও যদি ঐ টাকা বা তাহার কোন অংশ বণ্টন করিবার সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয়, অথবা (১) প্রকরণমতে প্রশ্নার্পণ হওয়াতে আদালত হানিপূরণের টাকা ধার্য্য করিলেও যদি তদ্রূপ বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে কমিশ্যনরেরা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত ঐ বিবাদ অর্পণ করিবেন। উক্তরূপে যে বিবাদ অর্পণ করা যায় তৎপ্রতি ভূমিগ্রহণ বিষয়ক উক্ত আইনের চতুর্থ খণ্ডের বিধান বর্ত্তিবে।

যে প্রশ্ন অর্পণ করা যায়, তাহা কোন ২ স্থলে সব জজের বা মুনসেফের নিকট মীমাংসা নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবার কথা।

(৩)—কমিশ্যনরদের নিরূপিত হানিপূরণের টাকা এক হাজার টাকার অধিক না হইলে, (১) প্রকরণমতে যে প্রশ্ন অর্পণ করা যায়, জিলার প্রথম স্থলীয় বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত প্রধান দেওয়ানী আদালত তাহা ঐ জিলার কোন সব জজের নিকট পাঠাইতে পারিবেন, এবং উক্ত সব জজ তাহা [illegible]

such Subordinate Judge shall have power to hear and dispose of the same; and any reference made under clause (2) of this section may be transferred by such Principal Civil Court to any Munsif in the same district, and such Munsif shall have power to hear and dispose of the same.

PART III.

EXPENDITURE AND APPORTIONMENT.

Cost of compensation, &c., to be deemed part of expense of construction. Such expense may be defrayed by advances from the Public Funds.

25. All amounts paid as compensation for any lands taken for the purposes of this Act, or for damage inflicted in carrying out any scheme or works under this Act, or as salaries of officers, servants, or establishments, or for surveys or valuations (whether antecedent or subsequent to the preparation of the scheme and plans), and all amounts otherwise duly expended in carrying out the purposes of this Act, shall be included in, and deemed to constitute the cost of construction of the works, and may be defrayed by advances from the Public Funds as provided by section 22.

Interest to be paid on such advances. Such interest after completion of the works to be payable half-yearly to Collector by the holders of the lands affected.

26. (1)—All such advances shall bear interest at the rate of five per centum per annum until recovered in the manner hereafter in this Act provided. All such interest, which falls due before the completion of the works is certified to the Commissioners as hereafter provided, shall, upon such completion being so certified, be added to the total amount of the principal sums advanced; and interest at the rate of five per centum per annum upon the total of such interest and principal shall thereafter be payable to the Collector half-yearly by the holders of the lands affected by the works.

Commissioners to distribute liability to pay interest amongst landholders and certify same to the Collector.

(2)—It shall be the duty of the Commissioners to distribute the liability to pay such half-yearly interest amongst such landholders as soon as the completion of the works has been certified to them, and to report the details of such distribution to the Collector.

How the liability to pay interest is to be distributed.

(3)—In order to the distribution of such liability, the Commissioners shall have regard to the plans and estimates of the scheme and to such other information as may be supplied to them by the

[*Government Gazette, 7th September* 1880.]

তাহার মীমাংসা করিতে পারিবেন। (২) প্রকরণমতে যে বিবাদ অর্পণ করা যায়, উক্ত প্রধান দেওয়ানী আদালত তাহা ঐ জিলার কোন মুনসেফের নিকট পাঠাইতেপারিবেন, এবং ঐ মুনসেফ তাহা শুনিয়া তাহার মীমাংসা করিতে পারিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

খরচ ও ব্যয়বণ্টনের বিধি।

ক্ষতিপূরণের খরচ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদনের ব্যয়ের অংশ বলিয়া জ্ঞান হইবার ও রাজকীয় ধনাগার হইতে অগ্রিম টাকা লইয়া ঐ ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার কথা।

২৫ ধারা। এই আইনের কার্য্য পক্ষে যে ভূমি গৃহীত হয় তাহার মূল্য কিম্বা এই আইনমত কল্পনাপত্র কি কার্য্য সাধন করিতে গিয়া যে হানি করা যায় সেই হানিপূরণের টাকা কিম্বা এই আইনের বিধানমতে কার্য্য করণার্থে কর্ম্মচারী ও চাকর ও আমলাদের বেতনস্বরূপ, কিম্বা উক্ত কল্পনাপত্র ও নকশা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে বা পরে মাপকরণ কি মূল্যনির্দ্ধারণ নিমিত্ত,যে টাকা দিতে হয় তাহা এবং এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করণার্থ অন্য যে সকল টাকা কোনরূপে কোন প্রকারে ব্যয় করা যায়, তৎসমুদয় কার্য্য সম্পাদনার্থে ব্যয়ের অংশ বা স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হইবে এবং ২২ ধারার বিধানমতে রাজকীয় ধনাগারহইতে অগ্রিম টাকা লইয়া ঐ ব্যয় নির্ব্বাহ করা যাইতে পারিবে।

অগ্রিম টাকার সুদ দিবার ও কার্য্য সমাপন হইলে ভূমির অধিকারিদের ঐ সুদ ছয়২ মাসান্তে কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবার কথা।

২৬ধারা। (১)—ঐ অগ্রিম টাকা যত কাল এই আইনের পশ্চাল্লিখিত বিধান মতে আদায় করা না যায় তত কাল তাহার উপর বৎসর শত করা পাঁচ টাকা হারে সুদ চলিবে। পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কমিশ্যনরদের নিকট কার্য্য সমাপনের সংসিতপত্র দিবার পূর্ব্বে যে সুদ পাওনা হয়, ঐ পত্র দেওয়া গেলে পর তাহা অগ্রিম দত্ত আসল টাকার সহিত যোগ করিতে হইবে। এই রূপ সুদে আসলে মোট যত টাকা হয়, কার্য্য দ্বারা যে ভূমির উপকার হইবার সম্ভাবনা সেই ভূমির অধিকারিদের তদনন্তর ছয় ছয় মাসান্তে বৎসর শত করা পাঁচ টাকা হারে তত টাকার সুদ কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবে।

ভূম্যধিকারিদের মধ্যে সুদ দিবার দায় বিভাগ করিয়া দিয়া, কমিশ্যনরদের কালেক্টর সাহেবের নিকট তাহার সর্টিফিকেট দিবার কথা।

(২)—কমিশ্যনরদের নিকট কার্য্য সমাপনের সংসিত পত্র দেওয়া গেলে, তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন উক্ত ভূম্যধিকারিদের মধ্যে ঐ ষাণ্মাসিক সুদের দায় বিভাগ করিয়া দিবেন ও কালেক্টর সাহেবের নিকট বিভাগের বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইবেন।

সুদ দিবার দায় যে প্রকারে বিভাগ করিতে হইবে, তাহার কথা।

(৩) উক্ত দায় বিভাগ করিতে গিয়া, কমিশ্যনরেরা কল্পনাপত্র সম্বন্ধীয় নকশা ও অনুমানপত্রের প্রতি ও কার্য্যের অধ্যক্ষতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অন্য যে কথা জানান তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং সাধারণ প্রণালীমতে দায় এরূপে বিভাগ করিবেন যে, কমিশ্যন-

Officer in charge of such works, and shall distribute the liability in a general way, so that the share of the interest payable by the holders of each estate, tenure or undertenure from whom any sum is made payable, shall be in proportion to the benefit to be derived by the lands of such holders, so far as the Commissioners can judge of such proportions.

(4)—Notices shall be served upon such holders setting forth the half-yearly amount of interest payable by them and the date upon which it is payable. Where two or more persons are joint holders of an estate, tenure or undertenure, service of notice under this clause on any one such person shall be deemed to be good and sufficient service on each and all of such persons. If such half-yearly amount be not paid upon such date, the Collector may proceed for its recovery according to the law for the time being in force for the recovery of Public Demands.

Notice of amount of interest payable half-yearly to be served on each land-holder. Amount, if not paid, recoverable as a Public Demand.

27. The Officer in charge of the said works shall, until the same shall be finally completed, once in every three months make a detailed report to the Commissioners of the progress of such works and the expenditure thereupon from the day up to which the next preceding report shall have been brought down; and the Examiner of Public Works Accounts to the Government of Bengal, or some other officer authorized in that behalf by the Lieutenant-Governor, shall from time to time certify the sums advanced in accordance with the provisions of section 25, and the dates of such advances, and every such certificate shall be final and conclusive evidence in a Civil Court, or in any proceedings under this Act of the sums therein stated to have been advanced having been so advanced, and of the dates upon which they were respectively so advanced.

Reports to be made and expenditure certified.

28. (1)—The Officer in charge of the works shall, as soon as they have been completed, certify such completion to the Commissioners; and the Commissioners shall, upon the expiry of three years from such completion being so certified to them, proceed to classify all the lands benefited by the works according to the degree of benefit conferred; and in such classification they shall distinguish the Improved lands from the Reclaimed lands:

Commissioners upon expiry of three years from Completion Report to classify lands benefited by the works, distinguishing between Improved lands and Reclaimed lands.

রেরা যতদূর বুঝিতে পারেন, প্রত্যেক মহালের বা তালুকের বা পেটাও তালুকের অধিকারির ভূমির যে পরিমাণে উপকার হইবার সম্ভাবনা তাঁহার সেই পরিমাণে সুদের অংশ দিতে হয়।

(৪) যে ভূম্যধিকারিদের যাণ্মাষিক যত সুদ যে তারিখে দিতে হইবে, তদ্বিষয়ের বিবরণ সম্বলিত নোটিস তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে। যদি দুই কিম্বা তদধিক ব্যক্তি কোন মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের সংসৃষ্ট অধিকারী হন, তবে তদ্রূপ কোন এক ব্যক্তির উপর এই প্রকরণমতে নোটিস জারী করা গেলে তদ্রূপ প্রত্যেক ও সকল ব্যক্তির উপর সিদ্ধ ও যথোচিত নোটিস জারী হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। ঐ যাণ্মাসিক টাকা উক্ত তারিখে দেওয়া না গেলে, রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করিবার যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে কালেক্টর সাহেব তদনুসারে ঐ টাকা আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন।

প্রত্যেক ভূম্যধিকারিকে যাণ্মাষিক সুদের টাকার নোটিস দিবার ও টাকা না দেওয়া গেলে রাজকীয় প্রাপ্যের ন্যায় তাহা আদায় করিবার কথা।

২৭ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতি ঐ কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ভার অর্পণ করা যায়, সেই কার্য্য যত কাল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন না হয় তত কাল সেই কার্য্য যে ভাবে চলিতেছে তিনি তিন২ মাসে কমিশ্যনরদের নিকট এই কথার বিস্তারিত রিপোর্ট করিবেন এবং পূর্ব্ব রিপোর্টের শেষ তারিখ অবধি আর যত টাকা খরচ করিয়াছেন তাহাও সেই রিপোর্টে লিখিবেন; এবং ঐ কার্য্যের নিমিত্তে ২৫ ধারার বিধানমতে যে২ তারিখে যত টাকা অগ্রিম দেওয়া গিয়াছে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কসের হিসাবের পরীক্ষক সাহেব কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে সেই কর্ম্ম করিবার অনুমতি পান তিনি সময়ে২ উক্ত কথার সংসিতপত্র লিখিবেন। সেই পত্রে অগ্রিম দত্ত বলিয়া যত টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে ও যে তারিখে দেওয়া যায় ঐ সংসিতপত্র দেওয়ানী আদালতে ও এই আইনমতে কোন অনুষ্ঠানিক কার্য্যে সেই টাকা সেই তারিখে দত্ত হইবার চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

রিপোর্ট করিবার ও খরচ নিশ্চিতমতে জানাইবার কথা।

২৮ ধারা। (১)—কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর যত শীঘ্র পারেন কার্য্যের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ কমিশ্যনরদিগকে কার্য্য সমাপ্ত হইবার সংসিতপত্র দিবেন। ঐ পত্রের তারিখ অবধি তিনবৎসর গত হইলে পর কমিশ্যনরের ভূমি শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কার্য্যদ্বারা যে পরিমাণে ভূমির উপকার হয় তদনুসারে শ্রেণীবন্ধন করিতে হইবে, এবং শ্রেণীবন্ধনপত্রে উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমি কৃষিযোগ্যকৃত ভূমি হইতে পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে

কার্য্য সমাপ্ত হইবার রিপোর্টের তারিখ অবধি তিন বৎসর গত হইলে, উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমি ও কৃষিযোগ্যকৃত ভূমি পৃথক করিয়া কার্য্যদ্বারা উপকার প্রাপ্ত ভূমির শ্রেণীবন্ধন কমিশ্যনরদের করিবার কথা।

It shall be lawful for the Commissioners at any time during such three years to make such inspections of the lands and such surveys thereof, and otherwise to collect such information, as shall in their opinion conduce to the making of such classification, and of the apportionment hereinafter mentioned.

কমিশনরদের মতে উক্ত শ্রেণীবন্ধন ও পশ্চাল্লিখিত ব্যয় বণ্টন কার্য্যের যাহাতে সুবিধা হয়, তাঁহারা উক্ত তিন বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির এরূপ পরিদর্শন ও জরীপ করিতে ও প্রকারান্তরে এরূপ অন্য সন্ধান লইতে পারিবেন।

Cost of construction with interest to be apportioned upon the improved lands and Reclaimed lands.

(2)—The Commissioners shall, after making such classification, proceed further to apportion the total cost of construction, together with the interest mentioned in section 26, upon the Improved lands and Reclaimed lands, and shall draw up a statement showing the amount payable to the Collector by each landholder—

(*a*) in respect of his Improved lands, if any; and

(*b*) in respect of his Reclaimed lands, if any.

প্রস্তুত করণের খরচ ও সুদ উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির উপর বণ্টন করিয়া দিবার কথা।

(২) উক্ত শ্রেণীবন্ধন করিবার পর কমিশনরেরা কার্য্যসম্পাদনের মোট খরচ ও ২৬ ধারার উল্লিখিত সুদ উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির উপর বণ্টন করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং

(ক) উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমি থাকিলে, তৎসম্বন্ধে, ও

(খ) কৃষিযোগ্যকৃত ভূমি থাকিলে, তৎ সম্বন্ধে, প্রত্যেক ভূম্যধিকারির কালেক্টর সাহেবকে কত টাকা দিতে হইবে তাহার বর্ণনাপত্র লিখিবেন।

Amount payable for the Improved lands not to exceed value of improvement.

In making this Apportionment the Commissioners shall, as far as may be possible, make payable in respect of each plot or field of Improved land a sum not exceeding the amount of the increased capitalized value, which, in the opinion of the Commissioners, has been conferred on such land by the works.

উৎকর্ষসাধনদ্বারা ভূমির যত মূল্য বৃদ্ধি হয়, তদতিরিক্ত টকা না দিতে হইবার কথা।

এইরূপ ব্যয়বণ্টন করিতে হইলে, উৎকর্ষ সাধন কার্য্যদ্বারা কমিশনরদের বিবেচনামতে ভূমির যত টাকা পরিমিত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, ঐ উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমির উপর তত টাকার অধিক ধরা না হয়, এই প্রকারে তাঁহারা যথাসম্ভব ঐ ভূমির প্রত্যেক খণ্ড ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে টাকা দিবার নিয়ম করিবেন।

Adjustment of excess or deficient payments of interest.

29. If upon the completion of the Apportionment under section 28 it shall be found that any landholder has, under the provisions of section 26, paid more or less interest than he would have been required to pay according to the proportions adopted in the apportionment under clause (2) of section 28, if such apportionment had then been in force, the Commissioners shall direct such refunds to be made and such additional amounts to be levied as shall be necessary to bring the payments of all the landholders concerned into conformity with such proportions.

সুদ অধিক বা কম দেওয়া গেলে সামঞ্জস্য করিবার কথা।

২৯ ধারা। ২৮ ধারা মতে ব্যয়বণ্টন সমাপন করা গেলে পর যদি দেখা যায় যে, ২৮ ধারার (২) প্রকরণমতে ব্যয়বণ্টনপত্র প্রবল থাকিলে উক্ত পত্রানুসারে যে পরিমাণ সুদ দিতে হইত, কোন ভূম্যধিকারী ২৬ ধারার বিধানমতে তাহার অধিক বা ন্যূন সুদ দিয়াছেন, তবে ভূম্যধিকারিদের সকলের দেয় টাকা উক্ত বণ্টনপত্রের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুরূপ করিবার নিমিত্ত যেরূপ আবশ্যক হয়, কমিশনরেরা তদ্রূপ টাকা ফিরাইয়া দিবার ও তদ্রূপ অতিরিক্ত টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

When the land is part of a tenure, &c., Commissioners may declare who shall be deemed liable as landholders.

30. Whenever any land, in respect of which any sum is apportioned as payable under the provisions of sections 26 or 28, forms part of a tenure, or of a tenure and of an undertenure, it shall be lawful for the Commissioners to declare whether the holders of the estate, of the tenure, or of the undertenure, shall be deemed to be the landholders liable to pay to the Collector the sum apportioned as payable in respect of such land.

ভূমি কোন তালুক প্রভৃতির অংশ হইলে, কে ভূম্যধিকারীস্বরূপ দায়ী হইবেন, ইহা কমিশনরদের নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

৩০ ধারা। যে ভূমি সম্বন্ধে ২৬ বা ২৮ ধারার বিধান মতে দেয় কোন টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়, সেই ভূমি কোন তালুকের অংশ অথবা কোন তালুকের ও পেটাও তালুকের অংশ হইলে, সেই ভূমি সম্বন্ধে দেয় বলিয়া যে টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় সেই টাকা মহালের কি তালুকের কি পেটাও তালুকের ভোগাধিকারিরা ভূম্যধিকারী স্বরূপ কালেক্টর সাহেবকে দিতে দায়ী হইবেন, ইহা কমিশনরেরা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

[*Government Gazette, 7th September* 1880.]

Amounts made payable to be a charge upon the Improved lands and Reclaimed lands respectively. Secretary of State for India in Council to have a perpetual lien for their recovery.

31. The total sum so made payable in respect of the Improved lands of any one landholder, and the total sum so made payable in respect of the Reclaimed lands of any one landholder, with interest upon such sums at five per centum per annum from the date of Apportionment, and any interest payable under section 29, and any interest payable under clause (1) of section 26, but not paid or recovered before the apportionment under section 28, shall be a first charge upon such Improved lands and upon such Reclaimed lands respectively. Such charge shall not be avoided by the sale of such lands or of any estate, tenure or undertenure within which they are included for arrears of revenue or rent.

Commissioners to report Apportionment.

32. The Commissioners shall, so soon as conveniently may be, after having apportioned the sums to be payable by the holders of the lands of any village respectively, make and publish a Report describing the several lands in respect of which they have declared such sums to be payable, the names of the respective holders thereof, who have been made liable to pay the same to the Collector, and the sum payable by each in respect of the same. Every such Report shall distinguish between the Reclaimed lands and the Improved lands, and shall classify the latter according to the extent of the improvement. A copy of such report shall be sent through the Collector to the Commissioner of the Division for confirmation by such Commissioner.

In default of Commissioners, officer appointed by Lieutenant-Governor to make Apportionment and Report.

33. If the Commissioners shall, for the space of three months after the completion of the entire works has been certified to them as aforesaid, neglect or refuse to proceed with the Apportionment of the sums payable as aforesaid, or to make such Report as aforesaid, or for the space of two months after any Report and Apportionment shall have been returned to them for further consideration and revision under the provisions hereinafter contained, neglect or refuse to proceed to such further consideration and revision as is required, the Collector may serve them with a notice requiring them to proceed as aforesaid: and if for one month after service of such notice they neglect so to proceed, the Lieutenant-Governor may appoint such officer or officers as to him shall seem fit to make or consider and revise such Apportionment

যে টাকা দেয় হয় তাহা যথাক্রমে উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির উপর দায় মধ্যে গণ্য হইবার ও তাহার আদায় নিমিত্ত ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের চিরকালীন স্বত্ব থাকিবার কথা।

৩১ ধারা। কোন ভূম্যধিকারির উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমি সম্বন্ধে উক্তরূপে মোট যত টাকা দেয় হয়, ও কোন ভূম্যধিকারির কৃষিযোগ্যকৃত ভূমিসম্বন্ধে উক্তরূপে মোট যত টাকা দেয় হয়, ও ব্যয় বণ্টনপত্রের তারিখ অবধি ঐ২ টাকার উপর বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হারে যে সুদ হয়, ও ২৯ ধারামতে যে কোন সুদ দেয় হয়, ও ২৬ ধারার (১) প্রকরণমতে যে সুদ দেয় হইয়া ২৮ ধারামত ব্যয়বণ্টনপত্র হইবার পূর্ব্বে দেওয়া বা আদায় করা না যায়, তাহা যথাক্রমে উক্ত উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমির ও উক্ত কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির উপর প্রথম দায় মধ্যে গণ্য হইবে। ঐ ভূমি অথবা যে মহালের বা তালুকের বা পেটাও তালুকের মধ্যে ঐ ভূমি ধরা যায় তাহা বাকী রাজস্বের বা বাকী খাজানার নিমিত্ত বিক্রীত হইলে, ঐ দায় যাইবে না।

যাঁহার যত টাকা ধরা গেল কমিশ্যনরদের এই কথা রিপোর্ট করিবার কথা।

৩২ ধারা। কোন গ্রামের ভূমির অধিকারিদের মধ্যে যাঁহার খরচের যে অংশ দিতে হইবে, কমিশ্যনরেরা ইহা নিরূপণ করিলে পর সাধ্যমতে ত্বরায় তাহার রিপোর্ট লিখিয়া প্রকাশ করিবেন। যে২ ভূমির উপলক্ষে কোন টাকা দেয় বলিয়া প্রকাশ করা যায় এবং ঐ২ ভূমির যে অধিকারিদের ঐ টাকা কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবে তাঁহাদের নাম, ও তৎসম্বন্ধে প্রত্যেক জনের যত টাকা দিতে হইবে ঐ রিপোর্টে এই সকল কথা লিখিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক রিপোর্টে ভূমির মধ্যে কোন্ গুলি কৃষিযোগ্যকৃত ও কোন্ গুলি উৎকর্ষপ্রাপ্ত ইহারও নির্দ্দেশ থাকিবে, ও উৎকর্ষ সাধনের পরিমাণানুসারে শেষোক্ত ভূমিগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা যাইবে। খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবেরদ্বারা দৃঢ় করাইবার নিমিত্ত ঐ রিপোর্টের এক খণ্ড কালেক্টর সাহেব দ্বারা উক্ত কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কমিশ্যনরেরা ঐ কার্য্য না করিলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত কার্য্যকারকের ঐ খরচ নিরূপণ করিয়া রিপোর্ট করিবার কথা।

৩৩ ধারা। কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইবার সংসিত পত্র কমিশ্যনরদের নামে পূর্ব্বোক্তমতে দেওয়া গেলে পর তিন মাসের মধ্যে তাঁহারা পূর্ব্বোক্তমতে নানা ব্যক্তির দেনা টাকা ধার্য্য করিতে কিম্বা পূর্ব্ব লিখিত আজ্ঞামতে রিপোর্ট করিতে শৈথিল্য কি অস্বীকার করিলে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে তাঁহাদের অধিক বিবেচনা ও সংশোধন করিবার নিমিত্ত কোন রিপোর্ট ও ব্যয়বণ্টনপত্র তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া গেলে পর দুই মাসের মধ্যে আদেশমত অধিক বিবেচনা ও সংশোধন করিতে শৈথিল্য কি অস্বীকার করিলে, কালেক্টর সাহেব তাঁহাদিগকে উক্ত কার্য্য করিবার আদেশসূচক নোটিস দিতে পারিবেন এবং ঐ নোটিস দেওয়া গেলে পর একমাস মধ্যে তাঁহারা ঐ কার্য্য করিতে উপেক্ষা করিলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে কার্য্যকারককে কিম্বা যে কার্য্যকারকদিগকে উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে সেই ব্যয়বণ্টন পত্র ও রিপোর্ট প্রস্তুত করণার্থে অথবা পুনর্ব্বিবেচনা ও সংশোধন করণার্থে

and Report, and to do all or any of the subsequent acts which the Commissioners are hereby required or empowered to do in respect of such Apportionment and Report; and every Apportionment and Report so made or revised, and every such act so done shall have the same force and effect as if the same had been made, revised, or done by the Commissioners.

এবং উক্ত ব্যয়বন্টনপত্র ও রিপোর্ট সম্বন্ধে পরে যে সকল বা যে কোন কার্য্য করিতে কমিশ্যনরদের প্রতি এই আইনমতে আদেশ বা ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহা করণার্থে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ও তাঁহার কি তাঁহাদের সেই ব্যয়বন্টনপত্র ও রিপোর্ট ও কার্য্য কমিশ্যনরদের দ্বারা প্রস্তুত, সংশোধিত বা কৃত হইবার ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে।

Report to be published.

34. Whenever any Apportionment and Report have been made in pursuance of the provisions hereinbefore contained, the Commissioners shall cause such Report to be published by affixing in every village in which any lands mentioned therein are situate a copy of so much thereof as relates to such lands, and also a like copy at the office of the Collector and of the Sub-divisional Officer, and at every Munsif's Court within whose jurisdiction, and at every police thana within the limits of which, such village, or any part thereof, is situate. The fact of such Apportionment and Report having been made, and of such copies having been affixed, shall also be notified by beat of drum in every such village.

রিপোর্ট প্রকাশ করিবার কথা।

৩৪ ধারা। পূর্ব্বলিখিত বিধানানুসারে ব্যয়বন্টনপত্র ও রিপোর্ট করা গেলে পর, সেই রিপোর্টের মধ্যে যে গ্রামের কোন ভূমির উল্লেখ হইয়াছে ঐ রিপোর্টের যে অংশের সঙ্গে ঐ ভূমির সম্পর্ক থাকে কমিশ্যনরেরা সেই গ্রামে সেই অংশের নকল লটকাইয়া এবং তদ্রূপ এক ২ কেতা নকল কালেক্টর সাহেবের ও মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে লটকাইয়া এবং ঐ গ্রাম কিম্বা তাহার কোন অংশ যে মুনসেফের বিচারাধিপত্যের মধ্যে ও যে পোলীস থানার সীমার মধ্যে থাকে সেই মুনসেফের কাছারী ঘরে ও সেই থানায় লটকাইয়া তাহা প্রকাশ করিবেন। উক্ত ব্যয়বন্টনপত্র ও রিপোর্ট প্রস্তুত হইবার ও উক্তরূপ নকল লটকাইয়া দিবার কথা ঢেঁড়রা দিয়াও তদ্রূপ প্রত্যেক গ্রামে প্রচার করা যাইবে।

Appeal against Apportionment.

35. Any person who may deem himself to be aggrieved by any such Apportionment may, within one month after such Report has been published, prefer an objection before the Commissioners, and the Commissioners shall be bound to enquire into and decide upon such objection; and any person who is dissatisfied with such decision may within one month from the date of such decision appeal to the Commissioner of the Division against such Apportionment; and such Commissioner shall cause notice of the day fixed for the hearing of such appeal to be published by affixing the same in the office of the Collector and of the Sub-divisional Officer and in a conspicuous place in every village, and in the Court of every Munsif within whose jurisdiction, and at every police thana within the limits of which any of the lands mentioned in such Report are situate.

ব্যয়বন্টনের বিরুদ্ধে আপীলের কথা।

৩৫ ধারা। উক্ত ব্যয়বন্টনদ্বারা কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে, তিনি সেই রিপোর্ট প্রকাশ হইবার পর এক মাসের মধ্যে কমিশ্যনরদের সম্মুখে আপত্তি উপস্থিত করিতে পারিবেন ও কমিশ্যনরেরা উক্ত আপত্তির তদন্ত লইয়া নিষ্পত্তি করিতে আবদ্ধ থাকিবেন; এবং উক্ত নিষ্পত্তিতে কোন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি ঐ নিষ্পত্তির তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট ঐ ব্যয়বন্টনের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন। এবং সেই আপীল শুনিবার যে দিন নিরূপণ করা যায় কমিশ্যনর সাহেব সেই দিনের নোটিস কালেক্টর সাহেবের ও মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে লটকাইয়া ও ঐ রিপোর্টের উল্লিখিত কোন ভূমি যে গ্রামে ও যে মুনসেফের বিচারাধিপত্যের মধ্যে ও যে পোলীস থানার সীমার মধ্যে থাকে সেই গ্রামের ও সেই মুনসেফের কাছারী ঘরের ও সেই থানার কোন সুপ্রকাশ স্থানে লটকাইয়া সেই নোটিস প্রচার করাইবেন।

Such Commissioner shall hear such appeal and the objections thereto of all persons interested, and may confirm such Apportionment, or may revise and alter the same as to him shall seem fit, or may return the same to the Commissioners for further consideration and revision;

ঐ কমিশ্যনর সাহেব ঐ আপীল শুনিয়া এবং তাহাতে যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের আপত্তি শুনিয়া সেই বন্টনপত্র দৃঢ় রাখিতে পারিবেন, কিম্বা যদ্রূপ বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে তাহা সংশোধন কিম্বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, কিম্বা পুনশ্চ বিবেচনা করিবার ও সংশোধন করিবার নিমিত্তে কমিশ্যনরদের নিকট তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

Provided that the total sum apportioned by every Apportionment and Report so revised and altered, as payable in respect of all the lands

কিন্তু উক্তরূপে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত প্রত্যেক ব্যয়বন্টনপত্র ও রিপোর্টক্রমে মোট যত টাকা উক্ত কার্য্যদ্বারা উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্যকৃত সমুদয় ভূমি

improved or reclaimed by the works, shall not be less than the total cost of the construction of such works within the meaning of section 25.

Every such Apportionment and Report, when revised or altered, shall, so far as the same has been altered, be published, and be liable to appeal in like manner as the original Apportionment and Report.

The decision of the Commissioner of the Division upon any appeal under this section shall be final.

Final determination of Apportionment.

36. Whenever the Commissioner of the Division shall confirm any Apportionment and Report, or whenever one month shall have elapsed from the publication of any Report without any appeal therefrom having been preferred, he shall pass an order declaring the sums payable in respect of the lands respectively and the persons liable to pay the same to be determined, and shall cause such order to be published in such manner as to him shall seem fit.

PART IV.

Recovery of sums due to the Collector.

Collector to serve notice of Apportionment, requiring payment or engagement to pay.

37. As soon as any Apportionment has been determined as aforesaid, the Collector may cause a notice in the form in Schedule (B) hereto annexed to be served upon any landholder who has not paid the sum payable by him. Such notice shall require such landholder within one month from the date of its service upon him to pay such sum with interest at the rate of five per centum per annum, or to enter into an engagement for the payment by instalments extending over a period of not more than ten years of such sum, together with interest at the said rate on all instalments remaining unpaid at the date of such payment.

If amount not discharged, the Collector may recover it as a Public Demand.

38. If any landholder fails to discharge the sum made payable in respect of his Improved lands or in respect of his Reclaimed lands, or fails to enter into an engagement for the payment thereof as in this Act hereafter provided, or having entered into such an engagement fails to discharge any instalment payable thereunder, such sum or such instalment, together with interest thereupon at five per centum per annum, shall be recoverable under the provisions of any law for the time being in force for the recovery of Public Demands.

সম্বন্ধে দেয় বলিয়া ধরা যায়, তাহা ২৫ ধারার মর্ম্মানুযায়ী ঐ কার্য্য সম্পাদনের মোট খরচের কম হইবে না।

তদ্রূপ প্রত্যেক বন্টনপত্র ও রিপোর্ট সংশোধিত কিম্বা পরিবর্ত্তিত হইলে পর যত দূর পরিবর্ত্তন করা গেল, তত দূর প্রকাশ করা যাইবে ও প্রথম বন্টনপত্রের ও রিপোর্টের ন্যায় তাহার উপর আপীলও হইতে পারিবে।

এই ধারামত আপীল হইলে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

বন্টনপত্রের শেষ নিষ্পত্তির কথা।

৩৬ ধারা। খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব কোন রিপোর্ট ও ব্যয়বন্টনপত্র দৃঢ় রাখিলে, কিম্বা কোন রিপোর্ট প্রচার করা গেলে পর এক মাস গত হইলেও তাহার উপর আপীল উপস্থিত না করা গেলে, উক্ত ভিন্ন ২ ভূমি খণ্ডের উপলক্ষে যত টাকা দেয় ও যে ২ ব্যক্তি তাহা দিতে দায়ী খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব ইহা নির্দ্ধারিত হইল এই মর্ম্মের অনুজ্ঞাপত্র করিয়া যদ্রূপ বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে ঐ পত্র প্রকাশ করাইবেন।

চতুর্থ খণ্ড।

কালেক্টর সাহেবের পাওনা টাকা আদায়ের বিধি।

বন্টনপত্রের টাকা দিবার বা দিতে করার করিবার আদেশসূচক নোটিস কালেকটর সাহেবের জারী করিবার কথা।

৩৭ ধারা। বন্টনপত্রে যাহার যত টাকা ধরা গেল তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে নিধার্য্য করা গেলে যদি কোন ভূম্যধিকারী আপনাদের টাকা না দিয়া থাকেন, তবে জিলার কালেকটর সাহেব তাঁহার নামে B চিহ্নিত তফসীলের পাঠে লিখিত নোটিস জারী করাইবেন। ঐ নোটিসে উক্ত ভূম্যধিকারির প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে নোটিস জারী হইলে পর এক মাসের মধ্যে বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদ সমেত ঐ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, অথবা দশ-বৎসরের অনধিক কালব্যাপী কিস্তি করিয়া ঐ টাকা পরিশোধ করিবার এপ্রকার করার করিতে হইবে যে পরিশোধ করিবার তারিখপর্য্যন্ত যে সকল কিস্তির টাকা না দেওয়া যায় তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত হারে সুদ দেওয়া যাইবে।

টাকা পরিশোধ করা না গেলে, কালেকটর সাহেবের তাহা রাজকীয় প্রাপ্য স্বরূপ আদায় করিতে পারিবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন ভূম্যধিকারির উৎকর্ষপ্রাপ্তভূমি বা কৃষিযোগ্যাকৃত ভূমি সম্বন্ধে যে টাকা দেয় হয় তিনি সেই টাকা পরিশোধ না করিলে, অথবা এই আইনের পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে সেই টাকা পরিশোধ করিবার করার না করিলে, অথবা করার করিয়াও তৎক্রমে কিস্তির টাকা না দিলে, ঐ টাকা বা কিস্তির টাকা বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদ সমেত রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করিবার যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

Collector may also with sanction of Board of Revenue raise unpaid amount by leasing or mortgaging the Improved or Reclaimed lands.

39. If the Collector thinks it inexpedient to proceed under the provisions of section 38, or having so proceeded shall have failed to realize the sum due, he may, with the sanction of the Board of Revenue, raise the amount necessary to discharge the sum or instalment remaining unpaid—

(*a*) by letting in perpetuity or for a term, on payment of a premium equivalent to such amount, the whole or any part of such Improved lands or Reclaimed lands;

(*b*) by mortgaging the whole or any part of such Improved lands or Reclaimed lands;

(*c*) by letting in farm or managing by himself or another the whole or any part of such Improved lands or Reclaimed lands; or

(*d*) partly by one of such modes and partly by another or others of them.

For the purposes of this section, the Collector may exercise all the powers of the owner of such Improved or Reclaimed lands: and his signature shall be a good and sufficient signature to any document necessary to carry into effect the said purposes.

Recovery of unrealized portion of charge.

40. In case the Collector certifies that any sum payable as hereinbefore provided cannot be realized as provided by section 38 or 39, so much of such sum as shall not have been so realized shall be a charge upon any profits that may accrue from the property vested in the Collector under the provisions of section 47.

Power to repay advances.

41. Any landholder who has entered into an engagement for the repayment of any sum apportioned as aforesaid may at any time repay to the Collector the entire amount of the principal sum which shall be then remaining due, and interest thereupon up to the day of payment, and thenceforth the said engagement shall be terminated and all liabilities in respect thereof for principal or interest shall determine.

[*Government Gazette, 7th September* 1880.]

বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্যকৃত ভূমি পাট্টা বিলি করিয়া বা বন্ধক রাখিয়া কালেক্টর সাহেবের অনাদায়ী টাকা তুলিতে পারিবার কথা।

৩৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব ৩৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করা অসুবিধা বোধ করিলে, অথবা তদ্রূপে কার্য্য করিয়া পাওনা টাকা আদায় করিতে না পারিলে, যে টাকা বা কিস্তির টাকা বাকী থাকে তৎপরিশোধার্থ যত টাকা আবশ্যক হয় তত টাকা, বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, নিম্নলিখিতমতে তুলিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির সমুদয় বা কোন অংশ, ঐ টাকার তুল্য পণ গ্রহণ পূর্ব্বক, চিরকালের বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত পাট্টা বিলি করিয়া;

(খ) উৎকর্ষ প্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির সমুদয় বা কোন অংশ বন্ধক রাখিয়া;

(গ) উৎকর্ষ প্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির সমুদয় বা কোন অংশ ইজারা দিয়া অথবা আপনি বা অন্য দ্বারা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়া;

(ঘ) অংশতঃ এইরূপ এক প্রণালী ও অংশতঃ এইরূপ অন্য বা অন্যান্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে কালেক্টর সাহেব উক্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির মালিকের সমুদয় ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন; এবং উক্ত কার্য্য সাধনার্থে যে নিদর্শনপত্র আবশ্যক হয় তাহাতে তিনি স্বাক্ষর করিলে ঐ স্বাক্ষর সিদ্ধ ও যথোচিত স্বাক্ষর বলিয়া গণ্য হইবে।

খরচের যে অংশ আদায় করা যায় নাই তাহা আদায় করিবার কথা।

৪০ ধারা। যদি কালেক্টর সাহেব সর্টিফিকেট দেন যে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমতে আদেয় কোন টাকা ৩৮ বা ৩৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট উপায়ে আদায় হইতে পারে না, তবে ৪৭ ধারার বিধানমতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে সম্পত্তি অর্পিত হয় উক্ত যত টাকা আদায় হয় নাই তাহার দায় সেই সম্পত্তির লভ্যের উপর বর্ত্তিবে।

অগ্রিমদত্ত টাকা শোধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৪১ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে যে টাকা ধরা গেল কোন ভূম্যধিকারী তাহা কিস্তি করিয়া দিবার করার করিলে পর কোন সময়ে কালেকটর সাহেবকে তাহার বাকী দেনা সমুদয় আসল টাকা ও সেই টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত তাহার উপর সুদ দিতে পারিবেন। তাহা হইলে সেই করার রহিত হইবে এবং আসল টাকার ও সুদের নিমিত্তে সমস্ত দায়ও রহিত হইবে।

PART V.

Recovery by Landholders or Superior Tenants of the Cost of the Works from Persons Holding Land under Them.

42. Every landholder who has been charged with any sum by a Report published as aforesaid may, after he has paid or engaged to pay the same—

Proprietor may recover from subordinate tenants.

(*a*) proceed under any law for the time being in force to enhance the rents of any person holding immediately from him any land, the productive powers of which have been increased by any works carried out under this Act; provided that any such person may at his option elect to pay under clause (*b*) of this section: or

(*b*) recover such sum or any part thereof, according to the proportions hereinafter provided, with interest at the rate of five per centum per annum from the date of payment by him of any portion thereof, from the persons holding immediately from him lands in respect of which such sum has been declared payable, and which have been benefited by any scheme or works carried out under this Act.

(*c*) The sum recoverable by such landholder from each such person under clause (*b*) in respect of the lands of each class shall bear the same proportion to the sum charged upon such landholder in respect of all lands of that class as the area of the lands of that class which are held by such person bears to the area of the lands of the same class in respect of which the landholder has been charged. No person from whom a landholder is authorized to recover any sum under this section shall be liable to pay in any one year more than one-tenth part of the total sum so recoverable from him, and no person shall be liable to pay in one year more than the increased annual value of the lands in respect of which the payment is made.

43. Any superior tenant who has made any payment to a landholder under the provisions of clause (*b*) of section 42 may

Recovery by superior tenant.

(*a*) proceed under any law for the time being in force to enhance the rents of any person holding directly from him lands the productive powers of which have been increased by any works carried out under this Act, provided that any such person may at his option elect to pay under clause (*b*) of this section, or

(*b*) recover the sum or part of the sum which has been so paid by him according to the pro-

পঞ্চম খণ্ড।

কার্য্যসম্পাদনের খরচ অধীনস্থ ভূমিভোগকারি ব্যক্তিদের স্থানে ভূম্যধিকারিদের ও উপরিস্থ প্রজাদের আদায় করিবার বিধি।

৪২ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে রিপোর্ট প্রকাশ করা গেলে যে ভূমির অধিকারির উপর টাকা ধার্য্য হয় সেই ভূমির অধিকারী সেই টাকা দিলে কিম্বা দিবার করার করিলে পর,

অধীন প্রজাদের স্থানে ভূম্যধিকারির টাকা আদায় করিবার কথা।

(ক) এই আইনমত কার্য্য দ্বারা যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে ঐ ভূম্যধিকারির স্থানে যে ব্যক্তি অব্যবহিতরূপে সেই ভূমির অধিকার গ্রহণ করেন, তিনি প্রচলিত আইনমতে সেই ব্যক্তির খাজানা বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছামতে এই ধারার (খ) প্রকরণমতে টাকা দিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে ভূমিসম্বন্ধে ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা হয় ও যাহা এই আইনমতে কল্পনাপত্র বা কার্য্য দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, ঐ ভূম্যধিকারির স্থানে যে ব্যক্তি অব্যবহিতরূপে সেই ভূমির অধিকার গ্রহণ করেন ভূম্যধিকারী তাঁহার স্থানে উক্ত টাকার কোন অংশ দিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ সমেত ঐ টাকা কি তাহার কোন অংশ পশ্চাল্লিখিত হারে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

(গ) ভূম্যধিকারির প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির যে অংশ কোন ব্যক্তির অধিকারে থাকে, প্রত্যেক শ্রেণীর সমুদয় ভূমির উপর ভূম্যধিকারির দেয় বলিয়া যত টাকা ধরা যায়, সেই টাকার সেই অংশ ঐ ভূম্যধিকারী উক্ত ব্যক্তির নিকটে (খ) প্রকরণমতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু ভূম্যধিকারী এই ধারামতে যে ব্যক্তির স্থানে টাকা আদায় করিতে পারেন সেই ব্যক্তির স্থানে মোট যত টাকা আদেয় হয়, কোন এক বৎসরে তাহার দশমাংশের অধিক আদায় করিতে পারিবেন না, এবং যে ভূমির উপলক্ষে টাকা দেওয়া যায় কোন ব্যক্তি এক বৎসরে সেই ভূমির বর্দ্ধিত বার্ষিক মূল্যের অধিক টাকা দিবার দায়ী হইবেন না।

৪৩ ধারা। কোন উপরিস্থ প্রজা ৪২ ধারার (খ) প্রকরণের বিধানমতে কোন ভূম্যধিকারিকে টাকা দিলে পর,

উপরিস্থ প্রজার টাকা আদায় করিবার কথা।

(ক) এই আইনমত কার্য্য দ্বারা যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে তাঁহার স্থানে যে ব্যক্তি অব্যবহিতরূপে সেই ভূমির অধিকার গ্রহণ করেন, তিনি প্রচলিত আইনমতে সেই ব্যক্তির খাজানা বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছামতে এই ধারার (খ) প্রকরণমতে টাকা দিতে পারিবেন; অথবা

(খ) ঐ প্রজা উক্তরূপে ঐ টাকা বা তাহার অংশ দিলে, যে ভূমি সম্বন্ধে টাকা দেওয়া যায় ও

portions and subject to the rules laid down in clause (*c*) of section 42, with interest at the rate of five per centum per annum from the date of payment by him of any portion thereof, from the persons holding directly from him lands in respect of which the payment has been made, and which have been benefited by any scheme or works carried out under this Act.

যাহা এই আইনমত কল্পনা পত্র বা কার্য্য দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার স্থানে যে ব্যক্তি অব্যবহিতরূপে সেই ভূমির অধিকার গ্রহণ করেন সেই ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকার কোন অংশ দিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ সমেত ঐ টাকা কি তাহার কোন অংশ ৪২ ধারার (গ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট অংশানুযায়ী বিধিমতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

44. (1)—The sum payable to a landholder or superior tenant in any one year under clause (*b*) of section 42, or under clause (*b*) of section 43, shall be payable by equal instalments upon the days appointed for the payment to such landholder or superior tenant of the rent of the lands concerned, and shall be recoverable as if the same were an arrear of rent.

Mode and time of payment.

৪৪ ধারা। (১)—৪২ বা ৪৩ ধারার (খ) প্রকরণমতে কোন এক বৎসরে ভূম্যধিকারিকে কি উপরিস্থ প্রজাকে যে টাকা দিতে হয় উক্ত ভূম্যধিকারিকে কি উপরিস্থ প্রজাকে ঐ ভূমির খাজানা দিবার যে২ তারিখ ধার্য্য থাকে, সেই২ তারিখে সমান কিস্তিক্রমে সেই টাকা দিতে হইবে, এবং তাহা বাকী খাজানার ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

যে প্রকারে ও যে সময়ে টাকা দিতে হইবে, তাহার কথা।

(2)—If such landholder or superior tenant and any person holding lands directly from him cannot agree as to the amount which such person shall pay, such landholder or superior tenant may serve such person through the Collector with a notice setting forth the amount which he claims, and requiring such person, within one month after the service of such notice, to pay the amount claimed, or enter into an engagement for the payment thereof by instalments extending over a period of not more than ten years, or appear before the Collector and object.

Provision in case of dispute as to the amount to be paid.

(২)—যে ব্যক্তি অব্যবহিতরূপে উক্ত ভূম্যধিকারির বা উপরিস্থ প্রজার স্থানে ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তির যত খাজানা দিতে হইবে এই বিষয়ে তাহার সহিত ঐ ভূম্যধিকারী বা উপরিস্থ প্রজা একমত হইতে না পারিলে, কালেক্টর সাহেবের দ্বারা ঐ ব্যক্তির উপর নোটিস জারী করিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তিনি যত টাকা দাওয়া করেন তাহা লেখা থাকিবে ও উক্ত ব্যক্তির প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে তুমি নোটিস পাইবার পর এক মাসের মধ্যে ঐ দাওয়ার টাকা দিবে অথবা ১০ দশ বৎসরের অনধিক কালব্যাপী কিস্তি করিয়া টাকা দিবার করার করিবে, নতুবা কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপত্তি করিবে।

যত টাকা দিতে হইবে তদ্বিষয়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, তৎসংক্রান্ত বিধানের কথা।

(3)—If such person do not within the said period of one month appear and object, the amount set forth in such notice shall be recoverable with interest at five per centum per annum. If such person appear and object, the Collector shall dispose of such objection, and his decision shall be final. The Collector may direct that any sum of money payable under his decision, together with any costs awarded by him, be paid by instalments extending over a period of not more than ten years. The provisions of clause (1) of this section shall apply to every sum payable according to an order of the Collector passed under this section.

Collector to decide objection.

(৩)—ঐ ব্যক্তি উক্ত এক মাস মধ্যে উপস্থিত হইয়া আপত্তি না করিলে, ঐ নোটিসের লিখিত টাকা বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ সমেত আদায় করা যাইতে পারিবে। ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া আপত্তি করিলে কালেক্টর সাহেব আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। কালেক্টর সাহেব এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তাঁহার নিষ্পত্তিক্রমে যে টাকা দিতে হয় ও তিনি যে খরচা ধার্য্য করিয়া দেন, তাহা দশবৎসরের অনধিক কাল ব্যাপী কিস্তি করিয়া দেওয়া যাইবে। এই ধারামতে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞাক্রমে যে টাকা দিতে হয়, তৎপ্রতি এই ধারার (১) প্রকরণের বিধান বর্ত্তিবে।

কালেক্টর সাহেবের আপত্তি নিষ্পত্তি করিবার কথা।

45. No person from whom any sum has been recovered under clause (*b*) of section 42, or under clause (*b*) of section 43, shall be subject to any claim for enhanced rent on account of the benefit caused by the works to his lands.

Proviso.

৪৫ ধারা। যে কোন ব্যক্তির স্থানে ৪২ বা ৪৩ ধারার (খ) প্রকরণমতে টাকা আদায় করা গিয়াছে, উক্ত কার্য্য দ্বারা তাহার ভূমির যে উপকার সাধিত হয়, তজ্জন্য তাহার উপর বর্দ্ধিত খাজানার দাওয়া করা যাইবে না।

উপবিধান।

[*Government Gazette, 7th September* 188?.]

PART VI.

MISCELLANEOUS.

Drainage works to be subject to the laws relating to embankment.

46. All outlets and water-channels, natural or artificial, which shall be altered, enlarged, excavated or cut under the provisions of this Act, and the construction and maintenance of embankments and of dams and works therein or connected therewith shall, save as hereinafter provided, be subject to the law for the time being in force regulating the construction and maintenance of public embankments and public rivers, channels, and outlets.

Lands and works to be vested in Collector on behalf of Secretary of State.

47. All lands which are taken under the provisions of this Act for the purpose of the construction of works therein or thereon, and all works constructed under the provisions of this Act, as well as all outlets, water-channels, embankments and dams so constructed, altered, enlarged, excavated or cut, shall be vested in the Collector of the district for the time being on behalf of the Secretary of State for India in order to effectuate and maintain the objects of this Act; and, to assist the Collector in the management of the same, the Lieutenant-Governor may appoint, or authorize the election, by the landholders aforesaid, of a Committee consisting of not less than four or more than six persons, being themselves holders of the lands reclaimed or improved.

Cost of maintenance of works.

48. (1)—The expense of keeping in efficient order and repair any improvements or works effected under this Act shall be charged to the profits from the property vested in the Collector under section 47, and if such profits shall not suffice, the balance shall be paid to the Collector in the proportions of the original contributions by the holders for the time being of the lands which have been benefited by such works; and all sums payable to the Collector under the provisions of this section shall be recoverable in the manner provided by section 38, or in the manner provided by section 39, and every proprietor or other person who has paid any such sum may recover the same, or any part of the same, in the proportion and subject to the rules laid down in section 42 or 43, as the case may be.

Recovery of items omitted from apportionment.

(2)—Any such amount as is specified in section 25 which from oversight or other cause has been omitted from the Apportionment and Report

ষষ্ঠ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

পয়োনালা ঘটিত কার্য্য বাঁধ সম্পর্কীয় আইনের অধীন হইবার কথা।

৪৬ ধারা। রাজকীয় বাঁধ এবং রাজকীয় নদী ও জলপথ ও পয়োনালা প্রস্তুত ও রক্ষা করণার্থ যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে, পশ্চাল্লিখিত স্থলভিন্ন স্বাভাবিক বা কৃত্রিম যত পয়োনালা ও জলপথ এই আইনের বিধানমতে পরিবর্ত্তন কি পরিবর্দ্ধন কি খনন কি কর্ত্তন করা যায় এবং তন্মধ্যে বা তৎসংক্রান্ত যে বাঁধ ও ভেড়ি ও কার্য্য করা যায় ও রক্ষা করা যায় তাহাও সেই আইনের অধীন হইবে।

ভূমি ও কার্য্য শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের পক্ষে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পিত করিবার কথা।

৪৭ ধারা। যে সমুদয় ভূমি তাহাতে কি তদুপরি কার্য্য সম্পাদনার্থে এই আইনের বিধানমতে গৃহীত হয়, ও এই আইনের বিধানমতে যে সমুদয় কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং যে সমুদয় পয়োনালা ও জল পথ ও বাঁধ ও ভেড়ি তদ্রূপে সম্পাদন কি পরিবর্ত্তন কি পরিবর্দ্ধন কি খনন কি কর্ত্তন করা যায়, তৎসমুদয় যিনি যৎকালে জিলার কালেক্টর হন, এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন ও সংরক্ষণ নিমিত্ত ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ তাঁহার প্রতি অর্পিত হইবে। এবং তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা কার্য্যে কালেক্টর সাহেবের সাহায্য নিমিত্ত শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব চারিজনের অন্যূন ও ছয় জনের অনধিক ব্যক্তির কমিটী নিয়োগ করিতে কিম্বা উক্ত ভূম্যধিকারিদের দ্বারা মনোনীত হইবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন, ঐ ব্যক্তিরাও উক্ত কৃষিযোগ্যকৃত কি উৎকর্ষিত ভূমির অধিকারী হইবেন।

কার্য্যরক্ষা করিবার খরচের কথা।

৪৮ ধারা। (১)—এই আইনমতে যে উৎকর্ষ সাধন কি কার্য্য করা যায় তাহা ফলোপধায়ক ব্যবস্থা ও সংস্কার সহকারে রাখিতে যত টাকা লাগে তাহা ৪৭ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পিত সম্পত্তির লভ্য হইতে লওয়া যাইবে এবং ঐ লভ্য হইতে সঙ্কুলান হইতে না পারিলে, ঐ কার্য্যদ্বারা যে ভূমির উপকার হয় যৎকালে যাঁহারা তাহার অধিকারী থাকেন তাঁহারাই ঐ ভূমির প্রথম দত্ত টাকার পরিমাণের হিসাবমতে কালেক্টর সাহেবকে বাকী টাকা দিবেন। এই ধারার বিধানমতে কালেক্টর সাহেবের নিকট যত টাকা দেনা হয়, তদ্দায়ি ব্যক্তিদের স্থানে তাহা ৩৮ বা ৩৯ ধারার বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে এবং যে প্রত্যেক ভূম্যধিকারী কি অন্য ব্যক্তি তদ্রূপ কোন টাকা দেন তিনি তাহা কি তাহার কোন অংশ ৪২ কি, স্থল বিশেষে, ৪৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধানের অধীনে হারহারিমতে আদায় করিয়া লইতেপারিবেন।

ব্যয়বণ্টনপত্রে যে টাকা লেখা না যায়, তাহা আদায় করিবার কথা।

(২)—২৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন টাকা ভ্রান্তিক্রমে বা অন্যকারণে ৩২ বা ৩৩ ধারামত ব্যয়বণ্টনপত্রে ও রিপোর্টে লেখা না হইয়া থাকিলে, এইধারার (১)

made under section 32 or section 33 may be charged and recovered under the provisions of clause (1) of this section.

প্রকরণের বিধানমতে তাহা ধরিয়া আদায় করা যাইতে পারিবে।

Surplus profits from property vested in Collector under section 47 to be appropriated to payment of debt to Government.

(3)—If on the first day of January next before the last instalments payable under the provisions of section 36 are due, there is, after providing for the expense of keeping in efficient order and repair the improvements and works executed under this Act, a surplus of the profits from the property vested in the Collector under section 47, such surplus or as much thereof as will suffice shall be appropriated to the liquidation of the said last instalments. Any landholder who has paid any such instalment in advance under the provisions of section 41 shall be entitled to a refund in proportion with interest at five per cent. per annum.

৪৭ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে সম্পত্তি অর্পিত হয় তাহার লভ্যের উদ্বৃত্ত গবর্ণমেণ্টের দেনা পরিশোধার্থে প্রয়োগ করিবার কথা।

(৩) ৩৬ ধারার বিধানমতে যে শেষ কিস্তির টাকা দিতে হয় সেই টাকা দেনা হইবার পূর্ব্বে আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে এই আইনমত সাধিত উৎকর্ষ ও কার্য্য ফলোপধায়ক ব্যবস্থা ও সংস্কার সহকারে রাখিবার খরচ দিয়া ৪৭ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পিত সম্পত্তির লভ্য হইতে উদ্বর্ত্ত থাকিলে, ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা অথবা উক্ত টাকার যে অংশের প্রয়োজন হয় তাহা উক্ত শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধার্থ প্রয়োগ করা যাইবে। কোন ভূম্যধিকারী ৪১ ধারার বিধানমতে এইরূপ কোন কিস্তির টাকা অগ্রিম দিলে, বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদসমেত তাহা হারাহারিমতে ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

Cost of maintenance may be capitalized, and the capitalized amount levied.

(4)—The Lieutenant-Governor may at any time, in his discretion, direct that the total average annual expense, which over and above such profits as aforesaid is necessary to keep such improvements and works in efficient order and repair, be estimated, and that there be levied from such landholders in lieu of all future contributions to the maintenance of such improvements and works, such amount as being invested in Government securities at the current rate of interest shall yield a sum equal to such average annual expense. The provisions of sections 31, 38, and 39 shall apply to such capitalized amount.

রক্ষা কার্য্যের খরচার নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় করিবার ও ঐ অর্থ আদায় করিবার কথা।

(৪) শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্বীয় বিবেচনামতে যে কোন সময়ে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, সাধিত উৎকর্ষ ও কার্য্য ফলোপধায়ক ব্যবস্থা ও সংস্কার সহকারে রাখিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত লভ্যের অতিরিক্ত বার্ষিক মোট যত খরচ গড়ে আবশ্যক হয়, তাহা অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং উক্ত সাধিত উৎকর্ষ ও কার্য্য রক্ষার্থে ভবিষ্যতে ঐ ভূম্যধিকারিদের যত অর্থানুকূল্য করিতে হইত তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের স্থানে এরূপ টাকা লইতে হইবে যদ্দ্বারা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিলে প্রচলিত বার্ষিক সুদের হারে তাহাহইতে উক্ত গড় খরচের তুল্য টাকা উঠিবে। উক্তরূপ স্থায়ী টাকার প্রতি ৩১, ৩৮ ও ৩৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

Powers for taking evidence.

49. The Commissioners, the Commissioner of the Division, and every officer appointed by the Lieutenant-Governor under section 33, shall have the powers conferred on Civil Courts by the Code of Civil Procedure for compelling the attendance of witnesses and the production of evidence and for examining witnesses in any enquiry or appeal which they or he may be empowered to make or entertain under the provisions of this Act.

সাক্ষ্যলইবার ক্ষমতার কথা।

৪৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা এবং খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব এবং ৩৩ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত প্রত্যেক কার্য্যকারক এই আইনের বিধানমতে যে অনুসন্ধান লইবার কিম্বা যে আপীল গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তৎসম্পর্কে তাঁহারা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে আদালতের প্রতি প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে সাক্ষিদিগকে ও প্রমাণ উপস্থিত করাইতে ও সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

Rent-free lands may be deemed subordinate tenures.

50. Any land held free of rent or revenue, being less than one hundred standard bighas in extent and not being a prorerty, entered on the Collector's General Register of revenue-free lands, may, for the purposes of this Act be deemed to form a tenure or undertenure held immediately from some landholder, and the

নিষ্কর ভূমি অধীন তালুক বলিয়া জ্ঞান হইতে পারিবার কথা।

৫০ ধারা। খাজানা কি রাজস্ব বিনা ভোগকৃত কোন ভূমি পরিমাণে কষ্টিমত এক শত বিঘার কম হইলে ও কালেক্টর সাহেবের লাখেরাজ ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরী বহীতে লেখা না থাকিলে এই আইনের কার্য্য পক্ষে কোন ভূম্যধিকারির স্থানে অব্যবহিতরূপে প্রাপ্ত তালুক বা পেটাও তালুক বলিয়া জ্ঞান হইতে পারিবে। এবং উক্ত তালুক সম্পর্কে কাহাকে

Commissioners shall determine who shall be deemed to be the landholder in respect of such tenure; provided that any holder of such land who may deposit the cost of survey of his land at a rate to be approved by the Commissioners and calculated on the area claimed by him, shall be entitled to be deemed a landholder in respect of such lands within the meaning of this Act.

ভূম্যধিকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, ইহা কমিশ্যনরেরা স্থিরকরিবেন। কিন্তু উক্ত ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তি যত ভূমির দাওয়া করেন তদুপরি কমিশ্যনরেরা যে হারের অনুমোদন করেন সেই হারে আপন ভূমি মাপ হইবার খরচ দাখিল করিলে উক্ত ভূমি সম্বন্ধে এই আইনের অভিপ্রায়ানুযায়ি ভূম্যধিকারী বলিয়া গণ্য হইবার স্বত্ববান হইবেন।

51. Wherever any land as mentioned in the last preceding section shall be deemed to form a tenure or undertenure held immediately from a landholder as therein provided, every sum payable to the landholder in respect of such land in any one year shall be payable in two equal instalments on such dates as the Commissioner of the Division may fix. Such Commissioner shall cause due notice to be given in the villages concerned of the dates so fixed by him.

Sum payable by holder of rent-free land to be payable in two instalments.

৫১ ধারা। পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত কোন ভূমি ঐ ধারার বিধানমতে কোন ভূম্যধিকারির স্থানে অব্যবহিত রূপে প্রাপ্ত তালুক বা পেটাও তালুক বলিয়া গণ্য হইলে, ঐ ভূমির উপলক্ষে কোন বৎসর উক্ত ভূম্যধিকারিকে যে টাকা দিতে হয় তাহা খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব যেই তারিখ ধার্য্য করিয়া দেন সেইই তারিখে দুই সমান কিস্তি করিয়া দিতে হইবে। উক্ত কমিশ্যনর সাহেব যেই তারিখ ধার্য্য করেন সম্পর্কযুক্ত গ্রামে তাহার উপযুক্ত নোটিস দেওয়াইবেন।

বিনা খাজানায় ভূমিভোগকারী ব্যক্তির যে টাকা দিতে হয়, তাহা দুই কিস্তি করিয়া দিতে হইবার কথা।

52. All notices under this Act required to be served may be served by delivering the same to the person to be served, or by posting the same upon the door of his dwelling-house, or if such person cannot be found and his dwelling-house is not known, then by posting the same on some conspicuous part of the land to which such notice relates, and copies thereof at the Munsif's Court within whose jurisdiction, and the police thana within the limits of which, such land is situate.

Service of notices.

৫২ ধারা। এই আইনমতে যে সকল নোটিস জারী করিবার আদেশ হইল ঐ নোটিস যাঁহার নামে হয় তাঁহাকেই দিয়া কিম্বা তাঁহার বাসগৃহের দ্বারে তাহা লাগাইয়া জারী করা যাইতে পারিবে। তাঁহার সন্ধান পাওয়া না গেলে ও তাঁহার বাসগৃহ জানা না থাকিলে, ঐ নোটিস যে ভূমিসম্পর্কীয় হয় তাহার কোন প্রকাশ স্থানে, এবং ঐ ভূমি যে মুনসেফের বিচারাধিপত্যের ও যে পোলীস থানার সীমার মধ্যে থাকে সেই মুনসেফের কাছারীঘরে ও সেই থানায় তাহার নকল লটকাইয়া জারী করা যাইবে।

নোটিস জারী করিবার কথা।

53. No proceeding under this Act shall be defeated or invalidated by reason of any defect in the number or property of assenting landholders, nor by any defect or omission in the publication or service of any notification, notice or order, unless material injury is done to any person by such defect or omission; and every order and report of the Commissioners, of the Collector, and of any officer appointed by the Lieutenant-Governor under section 33, shall be conclusive evidence that all notifications and notices hereby required as preliminary thereto had been duly published and served, and that all other preliminaries thereunto had been duly performed, and, save as is hereinbefore provided, shall be final and conclusive.

Proceedings not to be invalidated by formal errors.

৫৩ ধারা। যে ভূম্যধিকারিরা সম্মত হন তাঁহাদের সংখ্যা লিখিতে কিম্বা তাঁহাদের সম্পত্তি বিষয়ে কোন ভ্রম হইলেও অথবা কোন জ্ঞাপনপত্র কি নোটিস কিম্বা আজ্ঞা প্রকাশ করিতে কি জারী করিতে কোন ত্রুটি কি চুক হইলেও, যদি সেই ত্রুটি কি চুক প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির গুরুতর ক্ষতি না হইয়া থাকে, তবে তৎপ্রযুক্ত এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্য অসিদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য হইবে না; এবং কমিশ্যনরদের ও কালেক্টর সাহেবের, ও ৩৩ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত কার্য্যকারকের, আজ্ঞাপত্র ও রিপোর্ট প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন জ্ঞাপনপত্র ও নোটিস প্রচার ও জারী করা আবশ্যক হইলে সেই আজ্ঞাপত্র ও রিপোর্ট প্রচার করাই ঐ জ্ঞাপনপত্র ও নোটিস প্রচার ও জারী হইবার ও পূর্ব্বস্থলীয় সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পাদন হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত স্থলভিন্ন অন্য স্থলে ঐ আজ্ঞাপত্র ও রিপোর্ট চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে।

রীতিগত ভ্রমহেতুক আনুষ্ঠানিককার্য্য অসিদ্ধ না হইবার কথা।

*[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৭ সেপ্টেম্বর।]

54. The Lieutenant-Governor may by an order in writing direct that any portion of a scheme adopted and ordered to be executed under this Act shall, for the purposes of this Act or for any such purposes, be deemed to be a separate scheme.

Portion of scheme may be deemed separate scheme.

৫৪ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব লিখিত আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতে পারিবেন যে, এই আইনমতে কোন কল্পনাপত্রের যে অংশ গ্রাহ্য করিয়া ফলবৎ করিবার আজ্ঞা হয়, তাহা এই আইনের কার্য্যপক্ষে ও তদ্রূপ কোন কার্য্যপক্ষে স্বতন্ত্র কল্পনাপত্র বলিয়া গণ্য হইবে।

কল্পনাপত্রের একাংশ স্বতন্ত্র কল্পনাপত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারিবার কথা।

55. The Lieutenant-Governor may specially empower any person to do all or any acts, to discharge all or any functions, and to exercise all or any powers which may be done, discharged or exercised by a Collector under this Act, and on any person being so specially empowered, such person may do all or any of such acts, discharge all or any of such functions, and exercise all or any of such powers, and such person shall be deemed to be the Collector for the purposes of the scheme in respect of which he is so specially empowered.

Lieutenant-Governor may empower other person to act for Collector.

৫৫ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে সকল বা যে কোন কার্য্য সাধন করিতে ও যে সকল বা যে কোন কর্ম্ম করিতে ও যে সকল বা যে কোন ক্ষমতা চালাইতে পারেন তদ্বিষয়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট, গবর্ণর সাহেব কোন ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তি উক্তরূপে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইলে, উক্তরূপ সকল বা কোন কার্য্যসাধন করিতে ও উক্তরূপ সকল বা কোন কর্ম্ম করিতে ও উক্তরূপ সকল বা কোন ক্ষমতা চালাইতে পারিবেন, এবং যে কল্পনাপত্র উপলক্ষে তিনি উক্তরূপ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হন সেই কল্পনাপত্রের কার্য্য পক্ষে তিনি কালেক্টর সাহেব বলিয়া গণ্য হইবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অন্য কোন ব্যক্তিকে কালেক্টর সাহেবের পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

56. The Collector may, with the sanction of the Commissioner of the Division, delegate to any Deputy, Assistant, or Sub-Deputy Collector, or to any similar officer, the performance of any acts and the discharge of any functions which the said Collector may perform or discharge under this Act;

Collector may delegate authority.

and upon such delegation such Deputy Collector or other officer may do any such acts and discharge any such functions;

and may exercise any powers for the performance of the same, which the Collector may exercise under this Act;

Provided that all acts done, functions discharged, and powers exercised by such officer, shall be done, discharged, or exercised subject to the control and supervision of the Collector.

৫৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে কোন কার্য্যসাধন করিতে বা যে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন, খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, সেই কার্য্যসাধন করিবার ও সেই কর্ম্ম করিবার ভার কোন ডেপুটী বা আসিষ্টান্ট বা সব-ডেপুটী কালেক্টর বা তদ্রূপ কোন কার্য্যকারকের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন;

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার্পণ করিতে পারিবার কথা।

এবং উক্তরূপ অর্পণ করা গেলে, ঐ ডেপুটী কালেক্টর বা অন্য কার্য্যকারক তদ্রূপ কোন কার্য্য সাধন করিতে ও তদ্রূপ কোন কর্ম্ম করিতে পারিবেন,

এবং উক্ত কার্য্য সাধনার্থে এই আইনমত কালেক্টর সাহেবের কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু উক্ত কার্য্যকারক যে২ কার্য্য সাধন করেন, যে২ কর্ম্ম করেন ও যে২ ক্ষমতা চালান, তৎসমুদয় কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের অধীনে সাধিত, কৃত বা চালিত হইবে।

57. Notwithstanding anything hereinbefore contained, all the proceedings of the Commissioner and of the Collector under this Act shall be subject to the general control and supervision of the Commissioner of the Division.

Control of Commissioner.

৫৭ ধারা। পূর্ব্ববর্ত্তি কোন ধারায় ভাবান্তরের কোন কথা থাকিলেও, কমিশ্যনরদের ও কালেক্টর সাহেবের এই আইনমত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাধীন থাকিবে।

কমিশ্যনর সাহেবের কর্ত্তৃত্বের কথা।

58. The Lieutenant-Governor may from time to time make rules to regulate the following matters:—

Power to make, alter, and cancel rules.

(*a*) the proceedings of any officer, who, under any provision of this Act, is required or empowered to take action in any matter;

৫৮ ধারা। নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধানার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন:—

বিধি প্রণয়ন, পরিবর্ত্তন ও রহিত করিতে পারিবার কথা।

(ক) এই আইনের কোন বিধানমতে কোন বিষয়ে কার্য্য করিবার আদেশ বা ক্ষমতা যে কার্য্যকারকের প্রতি অর্পিত হয় তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের।

(*b*) the person by whom, the time, place, or manner at or in which, anything for the doing of which provision is made in this Act, shall be done;

(খ) এই আইনে যাহা কিছু করিবার বিধান আছে তাহা যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে সময়ে যে স্থানে যে রূপে করিতে হইবে তদ্বিষয়ের;

(*c*) and generally to carry out the provisions of this Act.

(গ) এবং সাধারণতঃ এই আইনের বিধান যেরূপে ফলবৎ করিতে হইবে তদ্বিষয়ের।

The Lieutenant-Governor may from time to time alter or cancel any rules so made.

এই রূপে যে কোন বিধি প্রণীত হয়, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ তাহা পরিবর্ত্তিত বা রহিত করিতে পারিবেন।

Publication of rules.

Such rules, alterations, and cancelment shall be published in the *Calcutta Gazette*, and shall thereupon have the force of law.

বিধিপ্রকাশ করিবার কথা।

উক্ত বিধি ও তাহার পরিবর্ত্তন ও রহিত করণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও প্রকাশ করা গেলে আইন তুল্য বলবৎ হইবে।

PART VII.

SPECIAL PROVISIONS FOR WORKS CARRIED OUT UNDER BENGAL ACT V OF 1871.

সপ্তম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে সম্পাদিত কার্য্যসংক্রান্ত বিশেষ বিধি।

Portions of this Act applicable to works carried out under Bengal Act V of 1871.

59. The following portions of this Act shall apply to any scheme or works carried out under the provisions of Bengal Act V of 1871, that is to say—

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে যেং কার্য্য সাধিত হয় তৎপ্রতি এই আইনের কোনং অংশ বর্ত্তিবার কথা।

৫৯ ধারা। ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে কোন কল্পনাপত্র বা কার্য্য সাধন করা গেলে তৎপ্রতি এই আইনের নিম্নলিখিত অংশগুলি বর্ত্তিবে, অর্থাৎ,

(*a*) As to the method of realizing sums due on account of the cost of the works, sections 31, 38, 39, and 40;

(ক) কার্য্যের খরচ বাবদ দেনা টাকা আদায় করিবার প্রণালী সম্বন্ধে ৩১, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ ধারা।

(*b*) As to the recovery by landholders or superior tenants of the cost of the works, from persons holding land under them, Part V;

(*c*) As to other matters, Part VI.

(খ) কার্য্যের খরচ ভূম্যধিকারিরা বা উপরিস্থ প্রজারা দিলে, তাঁহাদের অধীনে ভূমি ভোগকারী ব্যক্তিদের স্থানে ঐ খরচ আদায় করিবার সম্বন্ধে, পঞ্চম খণ্ড।

(গ) অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ষষ্ঠ খণ্ড।

Revision of apportionment of cost of scheme or works carried out under Bengal Act V of 1871.

60. If the Lieutenant-Governor is satisfied that the apportionment of the cost of any scheme or works carried out under the provisions of Bengal Act V of 1871 is inequitable for reasons discovered by the operation of the completed scheme, or on grounds not originally considered by the Commissioners, the Lieutenant-Governor may, at any time within one year after the commencement of this Act, direct a revision of the said apportionment, and may for the purpose of such revision appoint Commissioners. The provisions of Part I shall be applicable to the appointment of, and to the conduct of business by, such Commissioners.

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে যে কল্পনাপত্র বা কার্য্য সাধন করা যায়, তাহার ব্যয় বণ্টনপত্র সংশোধন করিবার কথা।

৬০ ধারা। ১৮৭১ সালের উক্ত বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কোন কল্পনাপত্র বা কার্য্য সাধন করা গেলে তাহার ন্যায্যানুগত ব্যয়বণ্টনপত্র হয় নাই পরিসমাপ্ত কল্পনাপত্রের অনুযায়ী কার্য্যক্রমে প্রকাশিত যুক্তিমতে অথবা কমিশ্যনরেরা প্রথমে যে সকল কারণ বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই সেই সকল কারণে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তিনি এই আইন প্রচলিত হইবার পর একবৎসর মধ্যে যে কোন সময়ে উক্ত ব্যয়বণ্টনপত্র সংশোধন করিবার আজ্ঞা দিয়া উক্ত কার্য্য নিমিত্ত কমিশ্যনর নিযুক্ত করিতে পারিবেন। উক্ত কমিশ্যনরদের নিয়োগ ও তাঁহাদের কার্য্য চালাইবার সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের বিধান বর্ত্তিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৭ সেপ্টেম্বর।]

61. Such Commissioners shall proceed without delay to revise such apportionment, and in making such revision they shall be guided by the provisions of sections 28, 32, and 34, so far as the same may be applicable, and shall have regard to the degree of benefit which, upon taking proceedings under this section, they may find to have been conferred on the lands: provided that the total sum apportioned upon such revision as payable in respect of all the lands improved or reclaimed by the works shall not be less than the total cost of the construction of such works within the meaning of section 25.

Commissioners to be guided in making such revision by certain provisions of this Act.

62. For the purpose of making such revised apportionment, such Commissioners shall have full Power to increase or reduce the apportionment which was previously made upon individuals, and to direct such refunds to be made to, or additional payments to be levied from, individuals, as may be necessary to give full and complete effect to such revision. Any person dissatisfied with any order passed by such Commissioners under this section may appeal to the Commissioner of the Division, and the provisions of section 35 shall be applicable to any such appeal.

Commissioners may increase or reduce apportionment. Appeal.

63. The provisions of section 36 as to an apportionment becoming final shall be applicable to such revised apportionment; and the provisions of sections 31, 38, 39, and 40 shall be applicable to the realization of any sums which may become payable under the same.

Finality of revised apportionment. Realization of sums due thereunder.

SCHEDULE A—(*referred to in section 12*).

BENGAL DRAINAGE ACT, 1880.

To all whom it may concern.

TAKE notice that it is proposed to drain and improve certain lands in the village of , parganah . Plans and provisional estimates of the works proposed are now lodged in and may be inspected by any person interested on any of the days and at any of the times specified below till the day of next. (*Here specify the days and hours at which the plans and the estimates will be open to inspection.*)

[*Government Gazette, 7th September* 1880.]

৬১ ধারা। উক্ত কমিশ্যনরেরা অবিলম্বে উক্ত ব্যয়বণ্টনপত্র সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং সংশোধন কার্য্যকালে ২৮, ৩২ ও ৩৪ ধারার বিধান যতদূর খাটে তাহা দেখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন, এবং এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে ভূমির যে পরিমাণ উপকার হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু উক্ত কার্য্য দ্বারা উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্যকৃত সমুদয় ভূমি সম্বন্ধে দেয় বলিয়া উক্ত সংশোধন কালে মোট যত টাকা ধরা যায়, তাহা ২৫ ধারার মর্ম্মানুযায়ি উক্ত কার্য্য সম্পাদনের মোট খরচ অপেক্ষা কম হইবে না।

উক্তরূপ সংশোধন করিবার সময়ে কমিশ্যনরদের এই আইনের কোন২ বিধান অনুসারে চলিবার কথা।

৬২ ধারা। উক্ত সংশোধিত ব্যয়বণ্টনপত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, কমিশ্যনরেরা ব্যক্তি বিশেষের উপর পূর্ব্বে যে টাকা ধরা গিয়াছিল তাহা বাড়াইতে বা কমাইতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান হইবেন, এবং উক্ত সংশোধন সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে ফলবৎ করিতে হইলে যেরূপ আবশ্যক হয়, ব্যক্তি বিশেষকে তদ্রূপ টাকা ফিরাইয়া দিবার বা তাহার স্থানে তদ্রূপ অতিরিক্ত টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এই ধারামতে কমিশ্যনরেরা যে আজ্ঞা করেন কোন ব্যক্তি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। ঐরূপ আপীলের প্রতি ৩৫ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

যে টাকা ধরা যায়, কমিশ্যনরদের তাহা বাড়াইতে বা কমাইতে পারিবার ও আপীলের কথা।

৬৩ ধারা। ব্যয়বণ্টনপত্র চূড়ান্ত হইবার যে বিধান ৩৬ ধারায় আছে তাহা উক্ত সংশোধিত ব্যয়বণ্টনপত্রের প্রতি বর্ত্তিবে; এবং উক্ত পত্রানুসারে যে টাকা দেয় হয়, তাহা আদায় করিবার সম্বন্ধে ৩১, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ ধারার বিধান খাটিবে।

সংশোধিত ব্যয়বণ্টনপত্র চূড়ান্ত হইবার ও তৎক্রমে দেয় টাকা আদায় হইবার কথা।

A চিহ্নিত তফসীল।—(১২ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে)।

বঙ্গদেশের পয়োনালা বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন

যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের সমীপেষু।

জানিবেন যে অমুক পরগনার অন্তর্গত অমুক গ্রামের কিয়ৎ পরিমাণ ভূমির জলনিঃসরণ ও উৎকর্ষ সাধন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যে কার্য্য করিবার প্রস্তাব হইল তাহার নকশা ও ব্যয়ের অনুমানপত্র অমুক স্থানে আছে। সেই বিষয়ে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহারা অমুক দিনাবধি আগামি অমুক মাসের অমুক দিন পর্য্যন্ত বেলা অমুক ঘণ্টাবধি অমুক ঘণ্টাপর্য্যন্ত কোন সময়ে দেখিতে পারিবেন। (যে২ দিন যে২ ঘণ্টায় ঐ নকশা ও কল্পনাপত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই স্থানে তাহার নির্দ্দেশ করিবে।)

All proprietors of estates paying revenue direct to Government of which any lands may be affected by the proposed drainage and improvement,

all owners of revenue-free lands borne on the Collector's General Register of Revenue-free lands, which may be so affected,

all persons having permanent rent-paying interests in tenures, undertenures or lands extending to not less than one hundred standard bighas to be so affected,

and all persons having permanent rent-free interests in tenures, undertenures and lands to be so affected,

are hereby called upon to inspect the said plans and estimates.

Those who wish the works to be carried out and are willing to bear their proportion of the cost thereof are requested to send to the Drainage Commissioners their assent in writing, signifying therein, so far as possible, the nature and extent of their interest in such land, on or before the day of 18 . Those who have any objection to the execution of the said works are required to send in their objection in writing to the said Commissioners on or before the said day.

All persons who are hereby called upon to give their assent or, express their objections in writing, are warned that under the law the Commissioners are not bound to recognize any such assent or objection unless the person making the same specifies the extent and portion of the land which he holds, and the tenure or interest which he has in the same.

Collector, for the Drainage Commissioners.

SCHEDULE B—(*referred to in section* 37).

BENGAL DRAINAGE ACT, 1880.

To

Take notice that the Drainage Commissioners have apportioned against you the sum of as your contribution in respect of the lands of and that you are hereby required, within one

প্রস্তাবিত জলনিঃসরণ ও উৎকর্ষসাধন কার্য দ্বারা যে মহালের অন্তর্গত ভূমির উপকার হইবার সম্ভাবনা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে তাহার রাজস্ব দিতে হইলে, সেই মহালের যিনি স্বামী হন, ও

কালেক্টর সাহেবের লাখেরাজ ভূমির সাধারণ রেজিস্টরী বহীতে যে লাখেরাজ ভূমি ভুক্ত আছে তাহার উক্তরূপ উপকার পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার যিনি স্বামী হন, ও

উক্ত কার্য্যদ্বারা উপকৃত হইতে পারে এরূপ কষ্টিমতে অন্যূন একশত বিঘা পরিমিত তালুকে বা পেটাও তালুকে বা ভূমিতে খাজানা দিবার নিয়মাধীনে যে সকল ব্যক্তির চিরস্থায়ী স্বার্থ আছে, ও

তদ্রূপ তালুকে বা পেটাও তালুকে বা ভূমিতে খাজানা বিনা যে সকল ব্যক্তির চিরস্থায়ী স্বার্থ আছে,

তাঁহাদিগকে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তাঁহারা উক্ত নকশা ও অনুমানপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

উক্ত কার্য্য সম্পাদনবিষয়ে যাঁহাদের ইচ্ছা আছে ও খরচের যে অংশ তাঁহাদের প্রতি অর্শিবে সেই অংশ দিতে যাঁহারা সম্মত আছেন, তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ হইতেছে যে, তাঁহারা ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে পয়োনালার কমিশ্যনরদের নিকট লিখিয়া সম্মতি জানাইবেন এবং সেই ভূমিতে তাঁহাদের কত দূর ও কীদৃক সম্পর্ক আছে সেই পত্রে এই কথা সাধ্যমতে জানাইবেন। উক্ত কর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে যাঁহাদের আপত্তি থাকে তাঁহারা সেই তারিখে বা তৎপূর্ব্বে আপনাদের আপত্তি লিখিয়া কমিশ্যনরদিগকে জ্ঞাত করিবেন।

যে সকল ব্যক্তিকে এতদ্দ্বারা লিখিয়া সম্মতি দিবার কি আপত্তি জানাইবার আদেশ করা গেল, তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে সম্মতিদাতা কি আপত্তিকারি ব্যক্তি আপন ভোগকৃত ভূমির পরিমাণ ও অংশ ও তাহাতে তাঁহার যে সম্পর্ক কি স্বার্থ আছে তাহা নির্দ্দেশ না করিলে, কমিশ্যনরেরা আইনমতে তদ্রূপ সম্মতি কি আপত্তি গ্রাহ্য করিতে বদ্ধ হইবেন না।

পয়োনালার কমিশ্যনরদের পক্ষে, কালেক্টর সাহেব।

B তফসীল।

(৩৭ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে)

বঙ্গদেশের পয়োনালা বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক স্থানের ভূমির নিমিত্তে যে খরচ লাগিয়াছে তাহার মধ্যে পয়োনালার কমিশ্যনরেরা তোমার অংশ

month from the date of the service of this notice, to pay to me the said sum of Rs. together with interest at the rate of five per centum per annum from the day of , or to enter into an engagement for the payment of the same by instalments extending over a period of not more than ten years.

Collector.

W. E. H. FORSYTH,
Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

এত টাকা ধার্য্য করিয়াছেন ইহা জানিবে। অতএব এই নোটিশ পাইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে তুমি আমাকে অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি বৎসর শতকরা ৫৲ টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ উক্ত টাকা দিবে অথবা দশ বৎসরের অনধিক কাল ব্যাপিয়া কিস্তিক্রমে সেই টাকা দিবার করার করিবে, তোমার প্রতি এই আদেশ হইল।

কালেক্টর।

ডবলিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, NOVEMBER 2, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ২ নবেম্বর।

PART V.

Act of the Bengal Council.

পঞ্চম খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Act, passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, received the assent of His Honor on the 10th September 1880, and having received the assent of His Excellency the Governor-General on the 28th idem, is hereby promulgated for general information:—

ACT NO. VIII OF 1880.

An Act to provide against the spreading of certain Contagious and Infectious Diseases among Horses.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to provide against the spreading of certain contagious and infectious diseases among horses: It is hereby enacted as follows:—

Short title.

1. This Act may be called "The Bengal Contagious Diseases (Animals) Act, 1880:"

Extent.

It applies to the Town of Calcutta as defined by Bengal Act IV of 1866, and to the Suburbs of the Town of Calcutta as defined by the notification of the 10th September 1877, and published in the *Calcutta Gazette* for the 26th September 1877;

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা ঐ মাসের ২৮ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণরজেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮০ সালের ৮ আইন।

অশ্বদের মধ্যে কোন২ স্পর্শসঞ্চারী ও সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণের বিধান করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

অশ্বদের মধ্যে কোন২ স্পর্শসঞ্চারী ও সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণের বিধান করা বাঞ্ছনীয়; অতএব এতদ্দ্বারা পশ্চাল্লিখিত বিধান করা গেল।—

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশীয় (পশুদের) সংক্রামক রোগবিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তি।

এই আইন ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন নির্দ্দিষ্ট কলিকাতা নগরে এবং ১৮৭৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের যে বিজ্ঞাপন ১৮৭৭ সালের ২ অক্টোবরের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই বিজ্ঞাপন নির্দ্দিষ্ট কলিকাতা নগরের শাখানগরে বর্ত্তিবে;

and it shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Commencement.

Interpretation clause.

2. In this Act—

"Disease" means glanders, farcy, or any dangerous epidemic disease among horses, which the Lieutenant-Governor may from time to time, by an order published in the *Calcutta Gazette*, declare to be a disease for the purposes of this Act:

"Disease."

"Horse" includes ponies, asses, mules, and jennets:

"Horse."

"Inspector of Police" includes any police officer not under the rank of an Inspector of Police:

"Inspector of Police."

"Section" means a section of this Act:

"Section."

"Veterinary Surgeon" means a member of the Royal College of Veterinary Surgeons, or any veterinary practitioner appointed to be a Veterinary Surgeon for the purposes of this Act by the Lieutenant-Governor.

"Veterinary Surgeon."

3. Every person having in his possession or under his charge any horse which he knows or has reason to believe to be affected with disease, shall as far as practicable keep such horse separate from horses not so affected, and shall send intimation of the fact to the officer in charge of the nearest police-station within twenty-four hours from his knowledge of the same, and in default of so doing, he shall be liable to a fine not exceeding five hundred rupees.

Owner of diseased horses to give information to the Police.

Penalty.

4. On receiving this intimation the officer in charge of the police-station shall have the horse examined by a Veterinary Surgeon, and if the Surgeon certifies that the animal is affected with disease, shall cause it to be forwarded to the hospital established under section 5, or if no such hospital has been established, to be slaughtered forthwith.

Police Officer to proceed on information.

An Inspector of Police may exercise the powers of an officer in charge of a station under this section.

[*Government Gazette*, 2nd *November* 1880.]

আরম্ভ।

এবং এই আইন শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনসহ যে তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি বলবৎ হইবে।

অর্থকরণের ধারা।

২ ধারা। এই আইনে "রোগ" শব্দে অশ্বের সর্দ্দি রোগ ও কুষ্ঠরোগ ও অন্য যে আশঙ্কাজনক দেশব্যাপী রোগ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া এই আইনের অভিপ্রায়ানুযায়ী রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাও বুঝাইবে।

"রোগ।"

"অশ্ব" শব্দে টাটু ও গাধা ও খচ্চরও ছোট২ ঘোড়াও গণ্য হইবে।

"অশ্ব।"

"পোলীসের ইনস্পেক্টর।"

পোলীসের যে কোন কার্য্যকারক পোলীসের ইনস্পেক্টরের নিম্ন শ্রেণীস্থ নহেন, "পোলীসের ইনস্পেক্টর" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"ধারা।"

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

"পশু চিকিৎসক" শব্দে পশুচিকিৎসকদের সম্বন্ধীয় রাজকীয় কালেজের কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, অথবা যে কোন পশুচিকিৎসাব্যবসায়িকে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এই আইনের কার্য্যপক্ষে পশুচিকিৎসক বলিয়া নিযুক্ত করেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"পশু চিকিৎসক।"

৩ ধারা। যে ব্যক্তির অধিকারে কি জিম্মায় কোন অশ্ব থাকে, তিনি ঐ অশ্ব রোগগ্রস্ত বলিয়া জানিলে বা বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, যে সকল অশ্ব তদ্রূপ রোগগ্রস্ত নহে সেই সকল অশ্ব হইতে ঐ অশ্বকে যথাসাধ্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবেন, এবং ঐ কথা জানিতে পারিবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটস্থ পোলীস থানার অধ্যক্ষকে তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবেন। না দিলে তাঁহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

রোগগ্রস্ত অশ্বের স্বামির পোলীসে সংবাদ দিবার কথা।

দণ্ডের কথা।

৪ ধারা। এই সংবাদ পাইলে, পোলীস থানার কার্য্যাধ্যক্ষ কোন পশুচিকিৎসক দ্বারা ঐ অশ্বের পরীক্ষা করাইবেন, এবং উক্ত পশু রোগগ্রস্ত বলিয়া উক্ত চিকিৎসক সর্টিফিকেট দিলে, তাহাকে ৫ ধারামতে সংস্থাপিত চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিবেন, অথবা তদ্রূপ চিকিৎসালয় সংস্থাপিত না হইয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ নিহত করাইবেন।

সংবাদ পাইলে পোলীসের কার্য্যকারকের কর্ত্তব্যের কথা।

পোলীসের কোন ইনস্পেক্টর এই ধারামত থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

5. The Lieutenant-Governor may from time to time make, and when made revoke, add to, and alter rules in relation to the following matters or any of them :—

Government may make rules.

(1)—For establishing and maintaining a hospital for the examination and detention of horses affected with disease ;

(2)—For prescribing and realizing from the owner of any horse detained in such hospital a reasonable sum to meet the expenses connected with the conveyance, detention and disposal of the animal ;

(3)—For determining a proper place for the burial of horses affected with disease ;

(4)—For generally carrying out the provisions of this Act.

Notice of the making of any such rules shall be published in the *Calcutta Gazette.*

6. Whenever such hospital is established in Calcutta, the expenses of the same shall, so far as may be necessary, be a first charge on the surplus of the fees levied on the registration of hackney carriages under Bengal Act V of 1866.

Expenses of hospital how to be defrayed.

7. An Inspector of Police may at any time enter any place where he has reasonable grounds for supposing that any horse affected with disease is or has lately been, and may cause such horse, if found, to be dealt with in the manner laid down in section 4, and whether such horse be found in the place or not, may, upon the certificate of a Veterinary Surgeon, cause all articles that have been in contact with or used about any such horse to be burnt or otherwise destroyed.

Power of entry of Inspector of Police ;

The Inspector shall, if required, state in writing the grounds on which he has so entered.

If any person refuses admission to such Inspector, he shall be liable to a fine not exceeding five hundred rupees.

8. An Inspector of Police entering any premises in accordance with the last preceding section, may take with him one or more Police Officers and any Veterinary Surgeon.

Who may take with him other officers and a Veterinary Surgeon.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২ নবেম্বর।]

৫ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব পশ্চাল্লিখিত সমুদয় বা কোন বিষয় সম্বন্ধে সময়েং বিধি প্রণয়ন করিতে ও প্রণীত হইলে তাহা রহিত বা পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।—

গবর্ণমেণ্টের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

(১) রোগগ্রস্ত অশ্বদিগকে পরীক্ষা করিবার ও আটক করিয়া রাখিবার চিকিৎসালয় সংস্থাপন ও সংরক্ষণ নিমিত্ত;

(২) উক্ত চিকিৎসালয়ে যে অশ্বকে আটক করিয়া রাখা যায় তাহাকে লইয়া যাইবার ও আটক করিয়া রাখিবার ও তৎসংক্রান্ত বিধান হইবার ব্যয় সংকুলনার্থ যুক্তিমত টাকা ধার্য্য করিয়া ঐ অশ্বের স্বামির স্থানে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত;

(৩) রোগগ্রস্ত অশ্বদিগকে পুতিয়া ফেলিবার যথাযোগ্য স্থান নিরূপণ নিমিত্ত;

(৪) ও সাধারণতঃ এই আইনের বিধান ফলবৎ করিবার নিমিত্ত।

এই প্রকার বিধি প্রণয়নের জ্ঞাপনপত্র কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

৬ ধারা। উক্তরূপ চিকিৎসালয় কলিকাতায় সংস্থাপন করা গেলে, ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে ছকড়া গাড়ী রেজিস্টরী করণার্থ যে ফী আদায় হয়, তাহার উদ্বৃত্ত টাকার উপর ঐ চিকিৎসালয়ের খরচ, যত দূর আবশ্যক হয়, প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ কিরূপে করিতে হইবে, তাহার কথা।

৭ ধারা। কোন স্থানে রোগগ্রস্ত অশ্ব আছে বা সংপ্রতি ছিল, কোন পোলীসের ইনস্পেক্টর এরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখিলে, তথায় যে কোন সময়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন, এবং তদ্রূপ অশ্ব তথায় পাওয়া গেলে, ঐ অশ্ব লইয়া ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কার্য্য করাইতে পারিবেন, এবং উক্ত স্থানে তদ্রূপ অশ্ব পাওয়া যাউক বা না যাউক যে সকল দ্রব্য তদ্রূপ কোন অশ্বের সংস্পর্শে ছিল বা তাহার নিকটে ব্যবহৃত হইত, পশুচিকিৎসকের সার্টিফিকেট ক্রমে তৎসমুদয় পোড়াইয়া ফেলাইতে বা প্রকারান্তরে নষ্ট করাইতে পারিবেন।

পোলীসের ইনস্পেক্টরের প্রবেশ করিতে পারিবার কথা।

উক্ত ইনস্পেক্টর আদেশপ্রাপ্ত হইলে, যে কারণে তথায় উক্তরূপ প্রবেশ করেন তাহা লিখিয়া দিবেন।

কোন ব্যক্তি উক্ত ইনিস্পেক্টরকে প্রবেশ করিতে না দিলে, ঐ ব্যক্তির ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৮ ধারা। পোলীসের কোন ইনস্পেক্টর পূর্ব্ব ধারামত যৎকালে কোন স্থানে প্রবেশ করেন, তৎকালে এক বা একাধিক পোলীসের কার্য্যকারককে ও কোন পশুচিকিৎসককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

তাঁহার অন্য কার্য্যকারকদিগকে ও একজন পশুচিকিৎসককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবার কথা।

9. Every owner or person in charge of any place as aforesaid, shall be bound, if required by an Inspector of Police, acting upon the certificate of a Veterinary Surgeon, to thoroughly cleanse and disinfect the same, and on his failing to do so within twenty-four hours from the requisition, the Inspector of Police shall cause the said place to be thoroughly cleansed and disinfected,

Owners of infected premises bound to cleanse them

And the expenses of so doing, if not paid by the owner or person in charge within seven days from the incurring of the same, may, with all costs, be recovered as a fine adjudged by any Magistrate exercising jurisdiction in the place

Expenses how recoverable

10 Every person having in his possession or under his charge any horse that has died of glanders, or has been slaughtered in consequence of being affected with glanders, shall cause the same to be buried as soon as possible in its skin, which shall be slashed before burial, and to be covered with a sufficient quantity of quicklime or other disinfectant, or to be disposed of in such other manner as the Lieutenant-Governor may direct, and in default of so doing, shall be liable to a fine not exceeding two hundred rupees

Burial of diseased horses

11. Whoever voluntarily or negligently causes or permits any horse affected with disease to be worked driven, or led on any public road or street, except for the purpose of being taken to a Veterinary Surgeon or hospital for examination, or to be slaughtered in accordance with this Act, or voluntarily or negligently causes or permits any such horse to be turned loose or to stray or escape into any place whence such horse can escape into any public road or street or any private premises, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with a fine which may extend to five hundred rupees, or with both

Penalty for allowing diseased horses in the streets

12 An Inspector of Police, who vexatiously or frivolously enters or searches any place, seizes or detains any horse on the pretence that it is affected with disease, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with a fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

Penalty for vexatious entries searches and seizures

[*Government Gazette, 2nd November* 1880]

৯ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন স্থানের স্বামী কিম্বা তাহা যাঁহার জিম্মায় থাকে তিনি পশুচিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে কার্য্যকারি পোলীসের কোন ইনস্পেক্টরের আদেশ পাইলে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া তাহার রোগসংক্রমণ দোষ নিবারণ করিবেন; এবং উক্ত আদেশ পাইয়া তিনি ২৪ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ রূপ না করিলে, ঐ পোলীসের ইনস্পেক্টর উক্ত স্থান সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করাইয়া তাহার রোগসংক্রমণ দোষ নিবারণ করাইবেন।

রোগের স্থানাদির স্বামির তাহা পরিষ্কার করিতে হইবার কথা।

উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত যত টাকা খরচ হয়, খরচ হওবার সাত দিনের মধ্যে ঐ স্থানের স্বামী বা তাহা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তিনি সেই টাকা না দিলে, ঐ স্থানে বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের কৃত অর্থদণ্ডের ন্যায় খরচা সমেত ঐ টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে।

খরচ যে রূপে আদায় করা যাইবে তাহার কথা।

১০ ধারা। সরদি রোগে যে অশ্বের মৃত্যু হয়, অথবা সরদি রোগ গ্রস্ত বলিয়া যাহাকে নিহত করা যায় সেই অশ্ব যে ব্যক্তির অধিকারে কি জিম্মায় থাকে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব তাহার চর্ম্ম না খুলিয়া কিন্তু পুতিবার পূর্ব্বে তাহা চিরিয়া ঐ অশ্বকে পোতাইবেন ও তাহার উপর যথেষ্ট পরিমাণ চূণ বা অন্য রোগসঞ্চার নিবারক দ্রব্য দিয়া ঢাকা দিবেন, অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব অন্য যে প্রকারের আদেশ দেন, সেই প্রকারে ঐ অশ্ব লইয়া কার্য্য করিবেন। তাহা না করিলে, তাঁহার ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

রোগগ্রস্ত অশ্বদিগকে পুঁতিয়া ফেলিবার কথা।

১১ ধারা। পশুচিকিৎসকের নিকটে অথবা চিকিৎসালয়ে পরীক্ষার্থে কিম্বা এই আইনমতে নিহত করণার্থে লইয়া যাইবার নিমিত্ত না হইলে, কেহ যদি রোগগ্রস্ত কোন অশ্বকে কোন সরকারী রাস্তায় বা পথে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা শৈথিল প্রযুক্ত খাটায় বা হাঁকায় বা চালাইয়া লইয়া যায় অথবা খাটাইতে বা হাঁকাইতে বা চালাইয়া লইয়া যাইতে দেয়, অথবা যে স্থান হইতে সরকারী রাস্তায় বা পথে বা সামান্য কোন ব্যক্তির বাটীতে যাইতে পারে তদ্রূপ কোন অশ্বকে এরূপ স্থানে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা শৈথিল্য প্রযুক্ত খুলিয়া বা তাড়াইয়া বা ছাড়িয়া দেয় বা দিতে দেয়, তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইবে।

রোগগ্রস্ত অশ্বকে রাস্তায় যাইতে দিলে দণ্ডের কথা।

১২ ধারা। পোলীসের কোন ইনস্পেক্টর কষ্ট দিবার নিমিত্ত অথবা অনর্থক কোন স্থানে প্রবেশ বা খানাতল্লাসী করিলে কিম্বা ছলপূর্ব্বক কোন অশ্বকে রোগগ্রস্ত বলিয়া ধরিলে বা আটক করিয়া রাখিলে, তাঁহার তিন মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইবে।

কষ্ট দিবার নিমিত্ত প্রবেশ বা খানাতল্লাসী করিলে বা ধরিলে, দণ্ডের কথা।

No prosecution under this section shall be instituted after the expiry of two months from the date on which the offence has been committed.

13. Whenever an offender is sentenced to pay a fine under this Act, the convicting Magistrate may direct that any portion, not exceeding one-half, shall, if realized, be paid to the Police Officer on whose information the offender has been convicted.

Reward to Police Officers.

14. The Lieutenant-Governor may, by an order published in the *Calcutta Gazette*, extend this Act to any town or place.

Power to extend Act.

W. E. H. Forsyth,
Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

যে তারিখে অপরাধ করা যায়, তদবধি দুই মাস গত হইলে পর এই ধারামত কোন অভিযোগ উপস্থিত করা যাইবে না।

১৩ ধারা। যখন এই আইনমতে কোন অপরাধির অর্থদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া যায়, তখন অপরাধনির্ণয়কারী মাজিষ্ট্রেট এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, পোলীসের যে কার্য্যকারকের সন্ধানক্রমে অপরাধির অপরাধনির্ণয় হইয়াছে, অর্থদণ্ড আদায় করা গেলে, তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ সেই কার্য্যকারককে দেওয়া যায়।

পোলীস কার্য্যকারকের পুরস্কারের কথা।

১৪ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কালকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া কোন নগরে বা স্থানে এই আইন প্রচলিত করিতে পারিবেন।

আইন চালাইতে পারিবার কথা।

ডবলিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

Raj Krishna Mukhopadhya, M. A. and B. L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JANUARY 28, 1879.

মঙ্গলবার ১৮৭৯ সাল ২৮ জানুয়ারি।

PART VI.

Bill of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Bill was read in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for the purpose of making Laws and Regulations on the 11th January 1879, and was referred to a Select Committee who are to report thereon in six weeks:—

A Bill to provide for the more speedy realization of arrears of rent and to amend the law relating to rent.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to provide for the more speedy realization of arrears of rent and to amend in other respects the law relating to rent in Bengal: It is enacted as follows:—

PART I.

PRELIMINARY.

Extent and commencement.

1. The provisions of this Act may be extended by the Lieutenant-Governor of Bengal by notification in the *Calcutta Gazette* to any districts within the provinces for the time

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

আইনের নিম্নলিখিত পাণ্ডুলিপি আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ শ্রীযুত বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় ১১ জানুয়ারি তারিখে পঠিত হয়, এবং তদ্বিষয়ে ছয় সপ্তাহ মধ্যে রিপোর্ট করিবেন এই বলিয়া তাহা সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়:—

বাকী খাজানা আদায়ের সুগমতর উপায় বিধান ও খাজানা সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন জন্য আইনের পাণ্ডুলিপি।

বাকী খাজানা আদায়ের সুগমতর উপায় বিধান এবং বাঙ্গালাদেশের খাজানা সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করা আবশ্যক; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল:—

১ম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

আইন কোথায় এবং কখন্ প্রচলিত হইবে।

১ ধারা। শ্রীযুত বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের অন্তর্গত যে যে জিলায় ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অথবা ১৮৬৯ সালের ভূম্যধিকারী ও প্রজার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক

being subject to the said Lieutenant-Governor in which Act X of 1859 or the Landlord and Tenant Procedure Act, 1869, are, or may be, in force, and shall take effect in such districts from the date which may be specified in such notification.

2. Sections 6, 7, 20, and 21 of Act X of 1859; sections 2, 3, 4, and 5 of Bengal Act VI of 1862; and sections 6, 7, 21, 22, 44, 45, 46, and 47 of the the Landlord and Tenant Procedure Act, 1869, are hereby repealed.

Repeal of sections.

This repeal shall not affect any right of occupancy which has accrued before the commencement of this Act.

PART II.

PROCEDURE FOR SUMMARY REALIZATION OF ARREARS OF RENT.

3. From and after the commencement of this Act all suits for arrears of rent brought within twelve months after such arrears have become due may, in case the plaintiff shall desire to proceed under this Part, be commenced by presenting a plaint in the form prescribed by the Code of Civil Procedure, but the summons shall be in the form contained in Schedule A hereto annexed.

In all suits for arrears of rent if plaintiff desires to proceed under this Part, the summons shall be in the form given in the Schedule.

In any case in which the plaint and summons are in such forms respectively, the defendant shall not appear or defend the suit unless he obtains leave from the Court as hereinafter mentioned so to appear and defend;

and in default of his obtaining such leave or of appearance and defence in pursuance thereof, the plaintiff shall be entitled to a decree for any sum mentioned in the summons, and interest on the same at the rate of twelve per cent. per annum to the date of decree, together with the interest (if any) stipulated for as mentioned in the proviso of section 26 of this Act, and a sum for costs to be fixed by an order of the Lieutenant-Governor of Bengal, unless the plaintiff claims more than such fixed sum, in which case the costs shall be ascertained in the ordinary way, and such decree may be enforced forthwith.

4. The Court shall, upon application within the period of fourteen days from the service of such summons, give leave to appear and to defend the suit upon the defendant paying into Court the sum mentioned in the summons,

Defendant shewing a defence upon the merits to have leave to appear.

আইন প্রচলিত আছে বা হইতে পারে, কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা শ্রীযুত বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সেই সেই জিলায় এই আইনের বিধান গুলিও বর্ত্তাইতে পরিবেন, এবং ঐ বিজ্ঞাপনপত্রে যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই তারিখ অবধি ঐ বিধান গুলি সেই সেই জিলায় কার্য্যকর হইবে।

২ ধারা। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬, ৭, ২০ এবং ২১ ধারা; ১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ২, ৩, ৪ এবং ৫ ধারা; এবং ১৮৬৯ সালের ভূম্যধিকারী ও প্রজার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬, ৭, ২১, ২২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ও ৪৭ ধারা, এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

যে যে ধারা রহিত হইল।

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে দখলী স্বত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, এই রাহিত্য দ্বারা তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

২য় খণ্ড।

বাকী খাজনা আদায়ের সরাসরি কার্য্যপ্রণালী।

৩ ধারা। বাদী এই খণ্ডানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে চাহিলে, এই আইন যে সময়ে প্রচলিত হইবে সেই সময় অবধি ও তৎপরে, খাজানা পাওনা হইবার দ্বাদশমাস মধ্যে দেওয়ানী কার্য্যবিধির নির্দ্দিষ্ট পাঠে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়া বাকী খাজানার সমুদয় মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে পারিবেন। কিন্তু এই আইনের A তফসীলে যে পাঠ আছে সমন সেই পাঠে লিখিত হইবে।

বাদী বাকী খাজানার সমুদয় মোকদ্দমায় এই খণ্ডানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে চাহিলে সমন তফসীলনির্দ্দিষ্ট পাঠে লিখিত হইবে।

আবেদনপত্র ও সমন সেই২ পাঠে লিখিত হইলে, প্রতিবাদী নিম্নলিখিত প্রকারে আদালতে উপস্থিত হইয়া জবাব দিবার অনুমতি না পাইলে, উপস্থিত হইবেন না ও মোকদ্দমার জবাব দিবেন না।

এবং সেই অনুমতিপত্র না পাইলে, কিম্বা পাইয়াও তদনুসারে জবাব না দিলে, বাদী সমনপত্রের উল্লিখিত টাকার ডিক্রী, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি তদুপরি শতকরা ১২ টাকা হিসাবে সুদ, এবং এই আইনের ২৬ ধারার উপবিধানে উল্লিখিত সুদের কোন রূপ নিয়ম থাকিলে সেই সুদ, এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশমতে নির্দ্ধারিত খরচার ডিক্রী পাইতে অধিকারী হইবেন। কিন্তু যদি বাদী এই নির্দ্ধারিত টাকার অতিরিক্ত দাবী করেন, প্রচলিত প্রণালীতে খরচা নিরূপণ করা যাইবে, এবং ঐ ডিক্রী অবিলম্বে প্রবল করা যাইতে পারিবে।

৪ ধারা। প্রতিবাদী সমন জারী হইবার চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে প্রার্থনা করিলে যদি সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে উপস্থিত করেন অথবা শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সাক্ষ্য প্রদান করিয়া যদি তিনি আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারেন যে তাঁহার জবাব

প্রতিবাদী বৃত্তান্ত ঘটিত জবাব দেখাইলে উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইবার কথা।

or upon his satisfying the Court by his examination upon oath or affirmation that he has a defence, or can adduce such facts as the Court may deem sufficient to support the application, and on such terms as to security, framing and recording issues or otherwise, as to the Court may seem fit.

Court may, under special circumstances, set aside decree.

5. After decree the Court may, under special circumstances, set aside the decree, and, if necessary, stay or set aside execution, and may give leave to appear to the summons and to defend the suit if it shall seem reasonable to the Court so to do, and on such terms as the Court thinks fit.

Appeal only on deposit of amount of decree.

6. No appeal shall lie from any decree of the Court under section 3 of this Act on the part of any judgment-debtor unless he deposit the amount of the decree with costs in such Court to the credit of the person who has obtained the decree.

Decree-holder may take out deposit, but, if appeal is allowed, must refund it.

7. On the application of the person who has obtained the decree the money in deposit shall be paid to him; but if the judgment-debtor appeal, and the appeal is decreed in his favor in whole or in part, notice shall be served on the original decree-holder requiring him to pay the money aforesaid, or such portion of it as may be ordered to be refunded, into the public treasury within fourteen days from the service on him of such notice.

In default deposit may be claimed as a demand.

8. In default of compliance with such notice the sum referred to therein shall be deemed a demand under Bengal Act VII of 1868, and shall be recoverable from the decree-holder aforesaid as such.

Landlord must prove that rent at the rate claimed has been paid in former year or has been agreed to.

9. No suit shall be entertained under this Part except where it shall be shown to the satisfaction of the Court that rent at the same rate as that alleged to be due has been paid in respect of the holding for which it is claimed some time within the three years immediately preceding the period for which it is claimed, or that the tenant has agreed by a written engagement which is still in force to pay rent at the rate claimed.

This Part not to apply to suits for enhancement of rent.

10. Nothing in the seven last preceding sections shall be deemed to apply to suits for rent at enhanced rates.

Provided that when in any case a decree has been given by the Court for rent at an enhanced

আছে, অথবা এমত বৃত্তান্তঘটিত প্রমাণ দিতে পারেন যাহা আদালতের বিবেচনায় উক্ত প্রার্থনা সমর্থনের উপযোগী, তাহা হইলে আদালত জামিন প্রদান এবং ইস্যু নির্ণয় ও লিপিবদ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয়ে যে রূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার জবাব দিবার অনুমতি দিবেন।

ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫ ধারা। ডিক্রী হইলে পর আদালত অবস্থা বিশেষে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে ও আবশ্যক হইলে ডিক্রীজারী স্থগিতপ্রাপ্তিতে বা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং জবাব দিবার অনুমতি প্রদান যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে সমনমতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার জবাব দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিলে আপীল হইতে পারে।

৬ ধারা। ডিক্রীদারের নামে আদালতে খরচাসমেত ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে ডিক্রীদেনদার এই আইনের ৩ ধারার অনুযায়ী উক্ত আদালতের ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না।

আমানতী টাকা ডিক্রীদার লইতে পারেন, কিন্তু আপীল মঞ্জুর হইলে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

৭ ধারা। ডিক্রীদার প্রার্থনা করিলে আমানতী টাকা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে, কিন্তু যদি ডিক্রীদেনদার আপীল করেন, এবং তাঁহার আপীল সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে তাঁহার পক্ষে ডিক্রী হয়, তাহা হইলে প্রথম ডিক্রীদারের উপর এরূপ নোটিস জারী করিতে হইবে যে উক্ত নোটিস জারীর চতুর্দ্দশ দিবস মধ্যে পূর্ব্বোক্ত টাকা অথবা তাহার যে অংশ ফিরাইয়া দিবার হুকুম হইয়াছে তাহা সরকারী ধনাগারে অবশ্যই প্রদান করেন।

না দিলে উক্ত টাকা প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৮ ধারা। উক্ত নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিলে তন্নির্দ্দিষ্ট টাকা ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন অনুযায়ী প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীদারের নিকট হইতে তদ্রূপে আদায় করা যাইবে।

যে হারে খাজানা দাবি করা হইয়াছে সেই হারে পূর্ব্ব বৎসর প্রদত্ত হইয়াছে অথবা দিতে সম্মত আছে, ইহা ভূম্যধিকারীর প্রমাণ করিতে হইবে।

৯ ধারা। যে সময়ের জন্য খাজানা পাওনার দাবী করা হইয়াছে, সেই সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে সেই হারে খাজানা দেওয়া হইয়াছে, অথবা যে হারে খাজানার দাবী করা হইয়াছে তৎকালবলবৎ লিখিত চুক্তিপত্রদ্বারা প্রজা সেই হারে খাজানা দিতে সম্মত হইয়াছে, এরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইলে আদালত এই খণ্ডানুসারে মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

এই খণ্ড খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমায় খাটিবে না।

১০ ধারা। পূর্ব্ববর্ত্তী শেষ সাত ধারায় যে সকল কথা লিখিত হইল, সেই সকল কথা বর্দ্ধিত হারে খাজানার মোকদ্দমায় খাটিবে না।

কিন্তু যদি আদালত কোন মোকদ্দমায় বর্দ্ধিত হারে খাজানার ডিক্রী দেন, মোকদ্দমা

rate, the decree shall also declare the amount of rent due at the rates current before the institution of the suit; and shall direct that in the event of execution being stayed on account of appeal against the enhanced rates, the decree-holder shall nevertheless be at liberty to execute the decree in respect of the sum so declared to be due at the rates formerly current.

PART III.

RIGHT OF OCCUPANCY AND SUB-LEASES.

What creates a right of occupancy.

11. Every ryot who shall have held land for a period of twelve years, and cultivated the same either with his own hands or by means of hired labourers, shall have a right of occupancy in the land so held and cultivated by him, whether it be held under pottah or not, so long as he pays the rent payable on account of the same.

EXPLANATION.—A person to whom the ryot makes over a portion of the produce by way of payment for his labour in cultivating the whole or a portion of the ryots' lands is a 'hired labourer' within the meaning of this section. A ryot who pays a portion of the gross produce by way of rent to the zemindar or other person from whom he holds his lands is not a 'hired labourer' within the meaning of this section.

Nothing contained in this section or in section 16 of this Act shall be held to affect the terms of any written contract for the cultivation of land entered into between a landholder and a ryot, when it contains any express stipulation contrary thereto.

Occupancy tenure heritable and transferable.

12. The holding of the father or other person from whom the ryot inherits shall be deemed to be the holding of the ryot within the meaning of the last preceding section, and the tenure of a ryot who has acquired a right of occupancy shall be heritable and transferable, provided that no transfer shall be valid unless the whole tenure is transferred, and that the transferee shall have the right of occupancy only so long as he continues to cultivate the lands either with his own hands or by means of hired labourers in the manner contemplated by the last preceding section.

Occupancy ryot not to sublet without consent of zemindar.

13. After the commencement of this Act no ryot having a right of occupancy shall, without the consent in writing of the zemindar or other superior tenure-holder to whom his rent is payable, sublet

রুজু করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী হারে যৎ পরিমিত খাজানা পাওনা হয় তাহাও নির্দ্দেশ করিবেন; এবং আদেশ দিবেন যে, বর্দ্ধিত হারের বিরুদ্ধে আপীল হইয়া ডিক্রী-জারী স্থগিত হইলেও, ডিক্রীদার পূর্ব্ববর্ত্তী হারানুযায়ী উক্ত নির্দ্দিষ্ট টাকা সম্বন্ধে ডিক্রী জারী করিতে পারিবেন।

৩য় খণ্ড।

দখলীস্বত্ব ও কোর্ফা প্রজাবিলি।

কিরূপে দখলী স্বত্বের উৎপত্তি হয়।

১১ ধারা। কোন রাইয়ত যদি দ্বাদশ বৎসর কাল কোন ভূমি ভোগ করিয়া আসিয়া থাকে, এবং তাহা স্বহস্তে অথবা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা চাষ করিয়া থাকে, তবে সে পাট্টা পাইয়া থাকুক বা না থাকুক, যত কাল সে ঐ ভূমির দরুন খাজানা দিবে, তত কাল সে ঐ চাষ করা ও ভোগকরা ভূমি দখল করিবার স্বত্ববান থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—রাইয়তের সমুদয় ভূমি অথবা তাহার কিয়দংশ চাষ করিবার নিমিত্ত পরিশ্রমের বেতনস্বরূপ রাইয়ত যে ব্যক্তিকে উৎপন্নের কিয়দংশ প্রদান করে সেই ব্যক্তিও এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী "বেতনভোগী মজুর"। যে রাইয়ত জমিদার কি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ভূমি লইয়া তাহাকে খাজানাস্বরূপ সমুদয় উৎপন্নের কিয়দংশ দিয়া থাকে, সেই রাইয়ত এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী "বেতনভোগী মজুর" নহে।

ভূম্যধিকারী ও রাইয়তের মধ্যে যদি লেখা পড়া হইয়া ভূমির চাষ করিবার কোন নিয়ম নিরূপিত হইয়া থাকে, সেই নিয়ম পত্রে এই ধারার কিম্বা এই আইনের ১৬ ধারার বিপরীত কোন স্পষ্ট নিয়ম থাকিলে, উক্ত ধারাদ্বয়ের কোন কথাদ্বারা সেই নিয়মের হানি হইবে না।

দখলীস্বত্বযুক্ত যোত উত্তরাধিকৃত ও হস্তান্তরিত হইতে পারিবে।

১২ ধারা। পিতার কিম্বা অন্য ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইয়া রাইয়ত ভোগ করিলে তাহাদিগের ভোগ এই ধারার অভিপ্রায়ানুসারে ঐ রাইয়তের ভোগ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং যে রাইয়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার যোত উত্তরাধিকৃত ও হস্তান্তরিত হইতে পারিবে। কিন্তু সমুদয় যোতটী হস্তান্তরিত না হইলে হস্তান্তরীকরণ সিদ্ধ হইবে না; এবং যাহাকে হস্তান্তর করা যায় সে যত দিন স্বহস্তে অথবা পূর্ব্বধারানির্দ্দিষ্ট প্রকারে বেতনভোগী মজুরদ্বারা ভূমির চাষ করিতে থাকিবে, তত দিন মাত্র তাহার দখলীস্বত্ব থাকিবে।

জমীদারের সম্মতি ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বাধিকারী রাইয়ত কোর্ফা বিলি করিবে না।

১৩ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পরে দখলীস্বত্বাধিকারী কোন রাইয়ত যে জমীদার বা অন্য উপরিস্থ পাট্টাদারকে খাজানা দিয়া থাকে তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে স্বীয় যোতের কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিতে পারিবে না; এবং কোন

any portion of his holding; and no court shall take cognizance of any such sub-letting

Effect of sub-letting with consent.

14. If, after the commencement of this Act, the zemindar or other superior tenure-holder consents to the sub-letting of a portion or the whole of the holding of a ryot having a right of occupancy, the sub-tenant, if he cultivates the lands in the manner described in section 11 of this Act, shall begin to acquire a right of occupancy in the lands sublet from the date of such sub-letting. The ryot who sublets the lands shall be deemed to have become the holder of an intermediate tenure, and shall cease to have a right of occupancy in the lands sublet, but he shall not be liable to be ejected by the zemindar or superior tenure-holder otherwise than for non-payment of arrears of rent, and in execution of a decree or order of Court; and the rent which he pays for the land sublet shall not be liable to be enhanced above a sum which shall, in default of specific agreement to the contrary, in no case be less than ten per cent. below the fair and equitable rates payable for the same land by a ryot having a right of occupancy.

Saving of existing sub-leases.

15. Sub-leases for a year or for a term of years given before the commencement of this Act by any ryot having a right of occupancy shall hold good for such year or term but no longer.

No right of occupancy in zemindar's private lands.

16. No right of occupancy shall be acquired by any ryot in *khamar*, *nijjote*, or *seer* lands belonging to the proprietor of the estate or tenure which are held by him as such at the date of the commencement of this Act and let by him on lease for a term or year by year.

Transfers of occupancy tenures to be registered.

17. All ryots having rights of occupancy are required to register in the sherishta of the zemindar or other superior tenure-holder to whom their rents are payable all transfers of their tenures by sale, gift, or otherwise, as well as all successions thereto and divisions among heirs in cases of inheritance, within one month of each such transfer, succession, or division, and every zemindar or superior tenant is required to admit to registry and otherwise give effect to all transfers of whole tenures when made in good faith, and to all such successions and divisions by delivering to the applicant for registration within fifteen days after his application a *hukumnama* or

আদালত এরূপ কোর্ফা বিলি গ্রাহ্য করিবেন না।

সম্মতিক্রমে কোর্ফা বিলি করিবার ফল।

১৪ ধারা। যদি এই আইন প্রচলিত হইবার পরে জমীদার কি অন্য উপরিস্থ পাট্টাদার দখলী স্বত্বাধিকারী কোন রাইয়তের সমুদয় যোত বা তাহার কিয়দংশ কোর্ফা বিলি করিতে সম্মতি দেন কোর্ফা প্রজা যদি এই আইনের ১১ ধারার বর্ণিত প্রকারের ভূমির চাষ করে তাহা হইলে যে তারিখে তাহাকে উক্ত ভূমি কোর্ফা বিলি করা হইয়াছে সেই তারিখ অবধি তাহাতে দখলীস্বত্ব উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিবে। যে রাইয়ত কোর্ফা বিলি করে সে মধ্যবর্ত্তী যোতদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং কোর্ফা বিলি করা ভূমিতে দখলীস্বত্ব হারাইবে কিন্তু বাকী খাজানা অপ্রদান ও আদালতের ডিক্রী কি হুকুম জারী ব্যতিরেকে অন্য কোন সূত্রে জমীদার কি উপরিস্থ পাট্টাদার তাহাকে যোত ভ্রষ্ট করিতে পারিবেন না। আর, যে ভূমি সেই রাইয়ত কোর্ফা বিলি করিয়াছে, সেই ভূমির খাজানা, ইহার বিপরীত বিশেষ চুক্তি না থাকিলে, সেই ভূমির জন্য দখলী স্বত্বাধিকারী রাইয়তের যে ন্যায্য ও বিচারসঙ্গত হার তদপেক্ষা শতকরা দশটাকার কম নহে এরূপ পরিমাণাপেক্ষা বর্দ্ধিত করা যাইবে না।

বর্ত্তমান কোর্ফা বিলি সংরক্ষণ।

১৫ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে দখলী স্বত্বাধিকারী কোন রাইয়ত যদি এক বৎসর কি কয়েক বৎসর মিয়াদে কোর্ফা বিলি করিয়া থাকে তাহা সেই বৎসর বা কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে, কিন্তু তৎপরে নহে।

জমীদারের নিজ জমিতে দখলী স্বত্ব হইবে না।

১৬ ধারা। যদি এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে কোন রাইয়ত জমীদারী কি যোতের স্বামীর খামার, নিজজোত বা সেরি জমি তদ্ভাবে ভোগ করিতে থাকে এবং কোন মিয়াদে বা বৎসর বৎসর কে পাবিলি করিয়া থাকে তাহাতে সেই রাইয়তের দখলী স্বত্ব জন্মিবে না।

দখলী স্বত্বযুক্ত যোতের হস্তান্তরীকরণ রেজিষ্টরি করিতে হইবে।

১৭ ধারা। দখলীস্বত্বাধিকারী রাইয়তগণের প্রতি আদেশ হইতেছে যে তাহাদিগের যোত বিক্রয় দানাদি দ্বারা হস্তান্তরীকরণ, এবং তৎসংক্রান্ত উত্তরভোগিত্ব ও উত্তরাধিকার সূত্রে উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে বিভাগের কথা, উক্ত হস্তান্তরীকরণ, উত্তরভোগিত্ব বা বিভাগের এক মাসের মধ্যে, যে জমীদার বা অন্য উপরিস্থ পাট্টাদারের নিকটে খাজানা দিতে হয়, তাহার সিরিস্তায় তাহারা রেজিষ্টরি করাইবে। আর প্রত্যেক জমীদার ও উপরিস্থ পাট্টাদারের প্রতি আদেশ হইতেছে যে রেজিষ্টরি জন্য প্রার্থনা করিবার পরে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে প্রার্থনাকারীকে উক্ত হস্তান্তারীকরণ, উত্তরভোগিত্ব বা বিভাগ স্বীকৃত হইয়া রেজিষ্টরি করা হইয়াছে এই মর্ম্মের হুকুমনামা বা আমলনামা দিয়া, যে সমস্ত যোতের হস্তান্তরীকরণ

amulnama declaring the fact of the transfer, succession, or division having been admitted and registered.

Provided that no zemindar or other superior tenure-holder shall be required to admit to registry or give effect to any division or distribution of the rent payable on account of any such tenure, nor shall any such division or distribution of rent be valid and binding without the consent in writing of the zemindar or superior tenant.

Registry of transfer made before the commencement of the Act.

18. All ryots claiming to have rights of occupancy in virtue of transfers made before the commencement of this Act are required to register the same within one year from the said commencement, and the provisions of the last preceding section shall apply to all such transfers.

Fees may be levied on transfers.

19. Fees at the rate of two per cent. on the annual rent of the interest transferred may be levied by the zemindar or other superior tenure-holder on the registry under this Act of any transfer:

Provided that no fee shall exceed one hundred rupees; and that if the zemindar or other superior tenure-holder fails to deliver the *hukumnama* or *amulnama* as provided in section 17 of this Act to any applicant for registration any competent Court may direct delivery of the same free of all charges for fees or costs.

Execution may issue on verbal application of decree-holder.

20. The Court may, when passing a decree for arrears of rent, on the oral application of the decree-holder, order immediate execution thereof either against the person, or the moveable property, or the right of occupancy of the judgment-debtor.

Procedure in execution against occupancy tenure.

21. The provisions of sections 59 to 63 of the Landlord and Tenant Procedure Act, 1869, shall apply to the sale in execution of decree of the tenure of any ryot having a right of occupancy.

PART IV.

TENDER OF RENT AND DEPOSIT OF RENT WITH COLLECTOR.

The Court may in certain cases award to the plaintiff additional damages not exceeding 25 per cent.

22. In any suit hereafter to be brought for rent, if it appears to the Court that the defendant has, without reasonable or probable cause, neglected or refused to pay the amount due by him, and that he has not, on or before the due date

[*Government Gazette*, 2?th *January* 1879.]

সরলভাবে হইয়াছে সেই সকল হস্তান্তরীকরণ, এবং উক্ত উত্তরভোগিত্ব ও বিভাগ রেজিস্টরি জন্য গ্রহণ করিবে এবং অন্য প্রকারে কার্য্যকর করিবে। কিন্তু তদ্রূপ কোন ভূসম্পর্কের যে খাজানা দিতে হয়, কোন জমীদারের কি উপরিস্থ পাট্টাদারের প্রতি সেই খাজানা বিভাগ কি বণ্টনের কথা রেজিস্টরি করাইতে বা কার্য্যকর করিতে আজ্ঞা হইবে না, এবং জমীদার কিম্বা উপরিস্থ পাট্টাদারের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত খাজানার বিভাগ কি বণ্টন সিদ্ধ এবং দৃঢ় হইবে না।

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে হস্তান্তরীকরণ রেজিস্টরি করা।

১৮ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে হস্তান্তরীকৃত হইয়াছে বলিয়া যে সকল রাইয়ত দখলীস্বত্বের দাওয়া করে, তাহাদিগের প্রতি আদেশ হইতেছে যে এই আইনের প্রচলনাবধি এক বৎসরের মধ্যে তাহাদিগের স্বত্ব রেজিস্টরি করে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শেষ ধারার বিধান গুলি এরূপ হস্তান্তরীকরণের প্রতি খাটিবে।

হস্তান্তরীকরণের রেজিস্টরি ফী।

১৯ ধারা। এই আইন অনুসারে হস্তান্তরীকরণ রেজিস্টরি করিতে হইলে জমীদার বা অন্য উপরিস্থ পাট্টাদার হস্তান্তরীকৃত সম্পত্তির বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা ২৲ টাকা হারে ফী লইতে পারিবেন।

কিন্তু উক্ত ফী একশত টাকার অধিক হইবে না, এবং যদি জমীদার বা অন্য উপরিস্থ পাট্টাদার রেজিস্টরি জন্য প্রার্থনাকারীকে এই আইনের ১৭ ধারার বিধান ক্রমে হুকুমনামা বা আমলনামা না দেন, উপযুক্ত আদালত বিনা ফী ও খরচায় উক্ত হুকুমনামা কি আমলনামা দিতে আদেশ করিতে পারেন।

ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনায় ডিক্রীজারী হইতে পারে।

২০ ধারা। যখন আদালত বাকী খাজানার ডিক্রী দেন, তখন ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনানুসারে ডিক্রীদেনদারের শরীর, অস্থাবর সম্পত্তি বা দখলীস্বত্বের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ ডিক্রীজারী করিতে আদেশ দিতে পারেন।

দখলী স্বত্বযুক্ত যোতের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারীর কার্য্যপ্রণালী।

২১ ধারা। ১৮৬৯ সালের ভূম্যধিকারী ও প্রজার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৯, ৬০, ৬১ ৬২, ও ৬৩ ধারার বিধান গুলি ডিক্রী জারী ক্রমে দখলী স্বত্বাধিকারী রাইয়তের যোত বিক্রয়ের প্রতি খাটিবে।

৪র্থ খণ্ড।

অবস্থা বিশেষে আদালত বাদীকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অতিরিক্ত শতকরা ২৫ টাকা দিতে পারেন।

২২ ধারা। ইহার পরে খাজানার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, প্রতিবাদী যুক্তিসঙ্গত কি সম্ভাবিত কারণ ব্যতিরেকে আপনার দেনা টাকা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, এবং এই আইনের ২৬ ধারা নির্দ্দিষ্ট খাজানা প্রদানের ত্রৈমাসিক কিস্তির

of payment of his quarterly rent instalments as fixed under section 26 of this Act tendered such amount to the plaintiff or his duly authorized agent, or in case of the refusal of the plaintiff or such agent to receive the amount tendered, has not deposited such amount with the Collector within ten days of the said quarterly day of payment, the Court may award to the plaintiff, in addition to the amount decreed for rent and costs, such damages, not exceeding twenty-five per centum on the amount of rent decreed, as the Court may think fit. These damages, if awarded, as well as the amount of rent and costs decreed in the suit, shall carry interest at the rate of twelve per centum per annum from the date of decree until payment thereof.

The Court may award compensation not exceeding 25 per cent. on the amount sued for to a defendant improperly sued.

23. In any suit hereafter to be brought for rent if it appears to the Court that the plaintiff has instituted the suit against the defendant without reasonable or probable cause, or that the defendant had, within ten days of the due date of payment of his quarterly rent istalments as fixed under section 26 of this Act, duly deposited with the Collector, in the manner hereinafter mentioned, the full amount which the Court shall find to have been due to the plaintiff at the date of such quarterly day of payment, the Court may award to the defendant, by way of compensation, such sum, not exceeding twenty-five per centum on the whole amount claimed by the plaintiff, as the Court may think fit; and such sum, with interest at the rate of twelve per centum per annum until payment thereof shall be recoverable from the plaintiff in like manner as sums ordered to be paid by decrees of such Court.

Under-tenant or ryot may, after tender, &c., deposit with Collector, without any action being brought against him, what he admits to be due to his zemindar, &c.

24. If any under-tenant or ryot shall at the mál cutcherry for the receipt of rents or other place where the rents of the land or other immoveable property held or cultivated by him are usually payable, tender payment of what he shall consider to be the full amount of rent due from him on account of any quarterly instalment of rent to the zemindar or other person in receipt of the rent of such land; and if the amount so tendered shall not be accepted, and a receipt in full shall not be forthwith granted, it shall be lawful for the under-tenant or ryot, without any suit having been instituted against him, to deposit within ten days from the said quarterly

নিয়মিত তারিখে বা তৎপূর্ব্বে বাদী কি তাহার নিয়মিত ক্ষমতা প্রাপ্ত গোমস্তাকে সেই টাকা দিবার প্রস্তাব করে নাই, অথবা প্রস্তাব করিলেও বাদী কিম্বা সেই গোমস্তা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করাতে, সেই টাকা উক্ত ত্রৈমাসিক কিস্তির তারিখ অবধি দশ দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আমানত করে নাই, এরূপ প্রতীতি হইলে আদালত বাদীর পক্ষে খাজানার ও খরচার যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত ডিক্রীর নিরূপিত খাজানার উপর শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা বিহিত বিবেচনা করেন, বাদীর ক্ষতিপূরণস্বরূপ তত টাকা তাহাকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন। ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা হইলে সেই টাকা এবং মোকদ্দমায় খাজানার ও খরচার যত টাকা ডিক্রী হইল, তাহা যতকাল পরিশোধ করা না হয়, ডিক্রীর তারিখ অবধি ততকাল তাহার উপর বৎসর শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ চলিবে।

প্রতিবাদীর নামে অন্যায় পূর্ব্বক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে দাবীকৃত টাকার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক আদালত ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহাকে দিতে পারেন।

২৩ ধারা। ইহার পরে খাজানার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, বাদী প্রতিবাদীর নামে যুক্তিসঙ্গত বা সম্ভাবিত কারণ ব্যতিরেকে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন অথবা প্রতিবাদী এই আইনের ২৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট খাজানা প্রদানের ত্রৈমাসিক কিস্তির নিয়মিত তারিখের দশ দিন মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পশ্চাল্লিখিত প্রকারে আদালতে যত টাকা নিয়মিতরূপে আমানত করিয়াছেন আদালত উক্ত ত্রৈমাসিক কিস্তির তারিখে বাদীর কেবল তত টাকা পাওনা নিরূপণ করেন, এরূপ প্রতীতি হইলে আদালত, ঐ বাদীর দাওয়ার সমুদয় টাকার উপর শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত বিহিত বিবেচনা করেন প্রতিবাদীর ক্ষতিপূরণস্বরূপ তত টাকা তাহাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারেন। ঐ আদালতের ডিক্রীক্রমে টাকা দিবার আজ্ঞা হইলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারে, সেই প্রকারে সেই টাকা যাবৎ আদায় না হয়, তদুপরি বৎসর শতকরা ১২ টাকা হিসাবে সুদসমেত আদায় হইতে পারিবে।

দিবার প্রস্তাব করিবার পরে কোর্ফা প্রজা বা রাইয়ত তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত না হইলেও যাহা সে জমীদারের প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করে তাহা কালেকটর সাহেবের নিকট আমানত করিতে পারে,

২৪ ধারা। যদি কোর্ফা প্রজা বা রাইয়ত খাজানা গ্রহণের মালকাছারীতে অথবা যে স্থানে আপনার ভোগকরা বা চাষকরা ভূমি বা স্থাবর সম্পত্তির খাজানা সচরাচর দিয়া থাকে সেই স্থানে, জমীদার বা অন্য যে ব্যক্তি উক্ত ভূমির খাজানা পাইয়া থাকে তাহার নিকট খাজানার ত্রৈমাসিক কিস্তির বাবদ আপনার যত টাকা দেনা জ্ঞান করে, তত টাকা অর্পণ করিবার প্রস্তাব করে এবং উক্ত প্রস্তাবিত টাকা যদি গৃহীত না হয়, এবং সমুদয় টাকা প্রাপ্তির কবজ তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত না হয়, তবে উক্ত কোর্ফা প্রজা বা রাইয়তের নামে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত না হইলেও, সে উক্ত ত্রৈমাসিক আদায়ের তারিখ হইতে দশদিন মধ্যে জিলার কালেকটর

day of payment such amount with the Collector of the district to the credit of the zemindar or other person aforesaid:

Deposit with Collector to have effect of payment to zemindar or other person entitled.

And such deposit shall, so far as the under-tenant or ryot, and all persons claiming through or under him, are concerned, in all respects operate as, and have the full effect of, a payment then made by the under-tenant or ryot of the amount deposited to such zemindar or other person.

25. Such deposit shall be received by the Collector on the application of the under-tenant or ryot, or his agent, made in writing, and on the under-tenant or ryot, or his agent, making a declaration in the form, or as nearly as circumstances will admit, in the form set forth in the Schedule (B) hereto annexed, and the Collector shall give a receipt for the same under his seal.

Deposit to be received by Collector.

Collector to issue notice within twelve days of receiving deposit.

Within twelve days of his receiving the money so deposited the Collector shall issue a notice to the person to whose credit it has been deposited, in the form set forth in the Schedule (C) hereto annexed; and such notice shall be served by the Collector without the payment of any fee, either upon the person to whom it is addressed, or upon his naib gomastah, or other agent; and in the absence of any such agent, it shall be served by sticking up a copy of the same in the Collector's court, and another copy upon the mál cutcherry for the receipt of rents, or other place where the rents are usually paid for the land in respect of which the money has been deposited.

Drawing out of deposit.

If the person to whom such notice is issued, or his duly authorized agent, shall appear, and apply that the money in deposit be paid to him, it shall be immediately made over to him.

PART V.

MISCELLANEOUS.

26. All rent of land payable by any ryot shall be deemed to be due on the dates specified below that is to say—

What is an arrear of rent.

(1) When the ryot has agreed to pay his rent by specified monthly instalments, the amount of the instalments of the three previous months shall be deemed to be due on the first days of the months of Srabun, Kartick, Magh, and Bysack.

[*Government Gazette*, 28th January 1879.]

সাহেবের নিকট পূর্ব্বোক্ত জমীদার বা অন্য ব্যক্তির নামে ঐ টাকা আমানত করিতে পারিবে।

কালেকটর সাহেবের নিকটে আমানত করা জমীদার বা অন্য স্বত্ববান্ ব্যক্তিকে প্রদানের ন্যায় কার্য্যকর হইবে।

উক্ত কোর্ফা প্রজা ও রাইয়তের সম্পর্কে, কিম্বা তাহার দ্বারা বা তাহার অধীনে যে সকল ব্যক্তি দাওয়া করে তাহাদের সম্পর্কে, সেই আমানতী টাকা সর্ব্বতোভাবে সেই জমীদার বা অন্য ব্যক্তিকে উক্ত কোর্ফা প্রজা বা রাইয়ত কর্ত্তৃক তৎকালে প্রদানের তুল্য ও তদ্রূপ কার্য্যকর হইবে।

২৫ ধারা। ঐ কোর্ফা প্রজা, রাইয়ত কিম্বা তাহার মোক্তার লিখিত প্রার্থনা করিলে, এবং এই আইনের (B) চিহ্নিত তফসীলে যে পাঠ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই পাঠ কিম্বা অবস্থা বিবেচনায় সাধ্যমতে ঐ পাঠানুসারে প্রতিজ্ঞা পাঠ লিখিলে, কালেকটর সাহেব সেই টাকা আমানতস্বরূপ গ্রহণ করিবেন ও ঐ টাকার আপনার মোহরযুক্ত রসিদ দিবেন।

কালেকটর সাহেব আমানতী টাকা গ্রহণ করিবেন।

কালেকটর সাহেব আমানতী টাকা গ্রহণের দ্বাদশ দিবস মধ্যে নোটিস দিবেন।

উক্ত আমানত করা টাকা গ্রহণের দ্বাদশ দিবস মধ্যে কালেকটর সাহেব যাহার জমো উক্ত টাকা আমানত করা হইয়াছে, এই আইনের (C) চিহ্নিত তফসীলের পাঠে সেই ব্যক্তিকে নোটিস দিবেন, এবং ঐ নোটিস যাহার নামে বাহির হয়, তাহার উপর, বা তদীয় নায়েব, গোমস্তা কি অন্য কর্ম্মকারকের উপর জারী করিবেন, জারী করিতে তলবানা লাগিবে না। যদি তদ্রূপ কর্ম্মকারক না থাকে তবে নোটিসের একখণ্ড প্রতিলিপি উক্ত কালেকটর সাহেবের কাছারীতে, এবং যে ভূমি সম্বন্ধে ঐ টাকা আমানত করা হয় সেই ভূমির খাজানা দিবার মালকাছারীতে কিম্বা খাজানা নিয়ত যে স্থানে প্রদত্ত হইয়া থাকে সেই স্থানে দ্বিতীয় একখণ্ড প্রতিলিপি লটকাইয়া নোটিস জারী করা হইবে।

আমানতী টাকা বাহির করিয়া লওয়া।

যাঁহার নামে নোটিস বাহির হয়, তিনি কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহার কর্ম্মকারক উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলে উক্ত আমানতী টাকা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

৫ম খণ্ড।

বিবিধ।

২৬ ধারা। ভূমির জন্য কোন রাইয়ত যে খাজানা দিয়া থাকে, নিম্ননির্দ্দিষ্ট তারিখগুলিতে তাহা পাওনা বলিয়া গণ্য হইবে, যথা,

বাকী খাজানা কি

(১) যে স্থলে রাইয়ত নির্দ্দিষ্ট মাসিক কিস্তিতে খাজানা দিতে সম্মত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসের কিস্তির টাকা, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসের প্রথম তারিখে পাওনা বলিয়া গণ্য হইবে।

(2) Where no agreement has been made to pay by specified monthly instalments, the rent shall be deemed to be due in quarterly instalments on the first days of the aforesaid months; and the proportion of each instalment shall be fixed by the Collector after local inquiry with reference to the custom of the district, and shall be published by him by notices to be posted up at the court or office of the Judge, the Magistrate, and the Collector of the district;

at the court or office of every moonsiff, sub-divisional officer, and Sub-Registrar of Assurances in such district;

and at every police station in such district; and by proclamation to be made by beat of drum at the head-quarters of such district; and in every place in which a sub-divisional office is situated; and in such other places as the Lieutenant-Governor of Bengal may direct.

All rent which shall be due as above, and shall remain unpaid by sunset on any of the said quarterly days of payment, shall be deemed to be an arrear of rent, and interest on the same, at the rate of twelve per cent. per annum, shall be awarded by any court giving a decree for the principal amount of the arrear.

Proviso.

Provided that where the payment of interest on unpaid monthly instalments has been stipulated for by any written engagement in force at the date of the commencement of this Act, any such interest which may have become due before the said quarterly day of payment may be included in any suit for arrears of rent, but the plaint must set forth a clear account showing the actual arrears and the mode in which such interest has been calculated upon them.

What kind of receipt to be given to a ryot or under-tenant.

27. Every under-tenant or ryot who shall pay at the mâl cutcherry of the person to whom the rent is due any instalment of rent then payable, shall be entitled to have a receipt, of which a counterfoil shall be kept in the cutcherry of the person to whom the payment is made. Every zemindar shall keep forms of such receipts and counterfoils bound together in books of not less than fifty receipts each, and both receipts and counterfoils shall bear the same series of consecutive numbers. Each receipt shall specify

(২) যে স্থলে নির্দ্দিষ্ট মাসিক কিস্তিতে দিবার চুক্তি নাই খাজানা পূর্ব্বোক্ত মাস চতুষ্টয়ের প্রথম তারিখে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পাওনা বলিয়া গণ্য হইবে, এবং স্থানীয় তদারক দ্বারা জিলার রীতি অবগত হইয়া কালেক্টর সাহেব প্রত্যেক কিস্তির পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিবেন, এবং জিলার জজ, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে বা সিরিস্তায়,

উক্ত জিলার প্রত্যেক মুন্সেফ, মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও সব-রেজিষ্ট্রারের কাছারিতে বা সিরিস্তায়,

এবং উক্ত জিলার প্রত্যেক পোলিস ষ্টেসনে নোটিস লটকাইয়া দিয়া উক্ত কিস্তির পরিমাণ জারী করিবেন, এবং তাহা উক্ত জিলার সদরে, এবং যে স্থলে কোন মহকুমা অবস্থিত সেই স্থলে, এবং অন্যান্য যে স্থান শ্রীযুত লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সাহেব নির্দ্দেশ করেন এরূপ স্থানে, ঢেঁড়রা দিয়া ঘোষণাপত্র দ্বারা জারী করিবেন।

উপরি নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যে খাজানা পাওনা হইয়া উক্ত ত্রৈমাসিক আদায়ের তারিখে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রদত্ত না হইবে তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে অদালত বাকী খাজানার আসল টাকার ডিক্রী দিবেন সেই আদালত তদুপরি বৎসর শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ প্রদানের আদেশ করিবেন।

উপবিধান।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে বলবৎ কোন লিখিত চুক্তিদ্বারা যে স্থলে অনাদায়ী মাসিক কিস্তির সুদ প্রদানের কথা থাকে, উক্ত ত্রৈমাসিক আদায়ের তারিখের পূর্ব্বে যে সুদ পাওনা হয় তাহা বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে গৃহীত হইতে পারিবে; কিন্তু আবেদনপত্রে একটী পরিষ্কার হিসাব দিয়া তাহাতে দেখাইতে হইবে, প্রকৃত বাকী খাজানা কত এবং কিরূপ হিসাবে তদুপরি সুদ কসা হইয়াছে।

রাইয়ত বা কোর্ফা প্রজাকে কিরূপ কবজ দিতে হইবে।

২৭ ধারা। খাজানা যে ব্যক্তির প্রাপ্য তাহার মাল কাছারীতে কোন কিস্তির পাওনা খাজানা কোর্ফা প্রজা বা রাইয়ত প্রদান করিলে কবজ পাইতে অধিকারী হইবে, উক্ত কবজের প্রতিপত্র যে ব্যক্তিকে খাজানা প্রদত্ত হয় তাহার মালকাছারীতে রক্ষিত হইবে। পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ন্যূন নহে এরূপ বাঁধা খাতায় প্রত্যেক জমীদার উক্ত কবজ ও প্রতিপত্রের পাঠযুক্ত কাগজ রাখিবেন, এবং কবজ ও প্রতিপত্রে একইরূপ ক্রমান্বয়ে পত্রাঙ্ক থাকিবে। যে যাতের দরুন খাজানা প্রদত্ত হয় সেই যোতের

the yearly rent of the tenure on account of which payment is made; and when the person taking the receipt is able to write, his signature shall be taken on the counterfoil thereof. Neglect or refusal to give such a receipt shall be deemed to be a withholding of a receipt within the meaning of section 10 of Act X of 1859, and section 11 of the Landlord and Tenant Procedure Act, 1869.

Service of summons in suits for arrears of rent.

28. In all suits for arrears of rent the plaintiff shall direct some person to accompany the officer who serves the summons, and point out the defendant or the house in which he ordinarily resides. A statement of the service shall be endorsed on the summons and signed by such person and by the village chowkeedar, or, in places where a punchayet has been appointed under the Village Chowkeedaree Act, 1870, by some member of the punchayet; and the service shall not be deemed a good service unless the summons bears such indorsement signed as aforesaid.

Ryot when liable to ejectment.

29. When a decree is passed for any arrears of rent, whether due at the end of the year or not, against any ryot holding a non-transferable tenure, or holding under a pottah the term of which has not expired, and the plaintiff has included in his plaint a prayer for the ejectment of the defendant, such defendant shall be liable to be ejected from the land in respect of which the arrear is due, unless the amount of the decree, together with interest and costs of suit, be paid into Court within fifteen days from the date of the decree. But no ryot having a right of occupancy shall be ejected otherwise than by order of Court after the sale of his tenure in execution of decree.

Crops belonging to under-tenant liable to distraint.

30. Notwithstanding anything contained in Act X of 1859, or the Landlord and Tenant Procedure Act, 1869, all crops or products declared liable to distraint under those Acts shall be liable to distraint whether they belong to the person from whom the arrear of rent is due or to any under-tenant of such person, and no such under-tenant shall institute a suit to try the right to the possession of such crops or products, or to recover damages for the distress and sale of the same under sections 139 or 141 of Act X of 1859, or under sections 96 or 97 of the Landlord and Tenant Procedure Act, 1869; but such under-tenant may deduct the value of the crops and products belonging to him which have been so distrained from the

বার্ষিক খাজানা প্রত্যেক কবজে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং যে স্থলে কবজগ্রাহী ব্যক্তি লিখিতে পারে, প্রতিপত্রে তাহার স্বাক্ষর লইতে হইবে। এইরূপ কবজ দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১০ ধারার, এবং ১৮৬৯ সালের ভূম্যধিকারী ও প্রজার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১ ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী কবজ না দেওয়া বলিয়া গণ্য হইবে।

বাকী খাজনার মোকদ্দমায় সমনজারী করিবার কথা।

২৮ ধারা। বাকী খাজানার মোকদ্দমায় যে কর্ম্মচারী সমন জারী করিবে বাদী তাহার সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে পাঠাইবে, এবং সেই ব্যক্তি প্রতিবাদিকে অথবা প্রতিবাদী যে গৃহে সচরাচর থাকে সেই গৃহ দেখাইয়া দিবে সেই ব্যক্তি এবং গ্রাম্য চৌকিদার, কিম্বা যে স্থানে গ্রাম্য চৌকিদার বিষয়ক আইন অনুসারে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইয়াছে, সেই স্থানে পঞ্চায়তের কোন মেম্বর, সমনের উপর তাহা জারী হইবার কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং সমনে পূর্ব্বোক্ত স্বাক্ষরযুক্ত লেখা না থাকিলে সমনজারী নিয়মমত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

রাইত কখন স্বোতভ্রষ্ট হইতে পারে।

২৯ ধারা। যে রাইয়তের স্বোত হস্তান্তর যোগ্য নহে এবং যাহার মিয়াদ গত হয় নাই এরূপ পাট্টার বলে যে রাইয়ত ভূমি ভোগ করে তাহার বিরুদ্ধে বৎসরান্তে বা অপর সময়ে প্রাপ্য বাকী খাজানার ডিক্রী হইলে, এবং বাদী তদীয় আবেদনপত্রে প্রতিবাদিকে স্বোতভ্রষ্ট করিবার প্রার্থনা করিলে, প্রতিবাদী যদি ডিক্রীর তারিখ হইতে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে ডিক্রীর টাকা, সুদ ও মোকদ্দমার খরচা সমেত আদালতে দাখিল না করে, তাহা হইলে যে ভূমির বাবদ বাকী খাজানা প্রাপ্য সেই ভূমি হইতে চ্যুত হইতে পারিবে।

কিন্তু ডিক্রী জারী সূত্রে স্বোত বিক্রয়ের পরে আদালতের আদেশ না হইলে দখলী স্বত্বাধিকারী কোন রাইয়ত স্বোতভ্রষ্ট হইবে না।

কোর্ফা প্রজার শস্য ক্রোক করা যাইতে পারে।

৩০ ধারা। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে, কিম্বা ১৮৬৯ সালের ভূম্যধিকারী ও প্রজার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে, বিপরীত বিধান থাকিলেও উক্ত আইনদ্বারা যে শস্য বা উৎপন্ন ক্রোকযোগ্য বলা হইয়াছে সেই শস্য বা উৎপন্ন যে ব্যক্তির নিকট খাজানা পাওয়া যাইবে তাহারই হউক অথবা তাহার কোর্ফা প্রজারই হউক তাহা ক্রোক করা যাইতে পারিবে, এবং তদ্রূপ কোর্ফা প্রজা উক্ত শস্য বা উৎপন্নের দখলের স্বত্ব নির্ণয়জন্য অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩৯ বা ১৪১ ধারানুসারে অথবা ১৮৬৯ সালের ভূম্যধিকারী ও প্রজার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৯৬ বা ৯৭ ধারাক্রমে উক্ত বস্তুর ক্রোক ও বিক্রয় নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে না। কিন্তু তদ্রূপ কোর্ফা প্রজা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে যে খাজানা দিবে তাহা হইতে নিজের উক্তরূপ ক্রোককৃত শস্য ও উৎপন্নের মূল্য কাটিয়া লইতে

rent due from him to such person as aforesaid, or may recover the same by suit from such person.

Collector to exercise powers of Court where Act X of 1859 applies.

31. The powers given in this Act to the Court shall be exercised by the Collector in districts where Act X of 1859 is, or may be, in force.

Act to be read as part of Act X of 1859 and Bengal Act VIII of 1869.

32. This Act shall be read with, and taken as part of, Act X of 1859, where that Act is, or may be, in force, and of the Landlord and Tenant Procedure Act, 1869, where the last named Act is, or may be, in force.

SCHEDULE A.

(*Referred to in Section* 3.)

No. OF SUIT.

IN THE COURT OF AT

Plaintiff.

Defendant.

To

Whereas (*here enter plaintiff's name, description and address*,) has instituted a suit in this Court against you under Bengal Act 1879 for Rs. , principal and interest due to him as arrears of rent of the lands measuring situate in , held or cultivated by you under or from the said (*here enter plaintiff's name*) from the month of to the month of both inclusive, at a rental of Rs. per annum, you are hereby summoned to obtain leave from this Court within fourteen days from the service hereof, inclusive of the day of such service, to appear and defend the suit, and within such time to cause an appearance to be entered for you. In default whereof the plaintiff will be entitled to obtain a decree for any amount exceeding the sum of Rs. (*here state the sum claimed*; and the sum of Rs. for costs.

Leave to appear may be obtained on its being shown to the satisfaction of the Court that there is a defence to the suit on the merits, or that it is reasonable that you should be allowed to appear in the suit.

SCHEDULE B.

(*Referred to in Section* 25.)

I, A. B, &c., do solemnly declare that I did personally or by my agent on the day of

পারিবে, অথবা উক্ত ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা করিয়া আদায় করিতে পারিবে।

যে স্থানে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন প্রচলিত কালেক্টর সাহেব আদালতের ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিবেন।

৩১ ধারা। যে যে জিলায় ১৮৫৯ সালের ১০ আইন প্রচলিত আছে বা হইতে পারে সেই সেই জিলায় এই আইনে আদালতের প্রতি যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল সেই সেই ক্ষমতানুসারে কালেক্টর সাহেব কার্য্য করিবেন।

এই আইন ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের এবং ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের অংশ বলিয়া পঠিত হইবে।

৩২ ধারা। এই আইন যে স্থানে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন প্রচলিত আছে বা হইতে পারে, সেই স্থানে তাহার সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে, এবং যে স্থানে ১৮৬৯ সালের ভূম্যধিকারী ও প্রজার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন প্রচলিত আছে বা হইতে পারে, সেই স্থানে তাহার সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

(৩ ধারার উল্লিখিত)

A তফসীল।

অমুক স্থানের আদালতে

বাদী

প্রতিবাদী

শ্রীঅমুক সমীপেষু

শ্রীঅমুক (এখানে বাদীর নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান দিবে) অমুকস্থানস্থিত পরিমিত যে ভূমি তুমি উক্ত ব্যক্তির (এখানে বাদীর নাম দিবে) অধীনে বা স্থানে অমুক মাস হইতে অমুক মাস পর্য্যন্ত এত টাকা বার্ষিক খাজানায় ভোগ ও চাষ করিতে, তাহার বাকী খাজানার আসল ও সুদ বাবদ টাকার নিমিত্ত ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় আইনঅনুসারে তোমার নামে এই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে এজন্য তোমাকে সমন দেওয়া যাইতেছে যে সমন জারীর তারিখ হইতে উক্ত জারীর তারিখ ধরিয়া চতুর্দ্দশ দিবস মধ্যে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার জবাব দিবার অনুমতি এই আদালত হইতে গ্রহণ করিবে এবং উক্ত সময় মধ্যে তোমার পক্ষ হইতে উপস্থিতির কথা লেখাইবে। এরূপ না করিলে বাদী দাবিকৃত (এখানে দাবির টাকা লিখিবে) টাকার এবং খরচার হিসাবে এত টাকার অধিক ডিক্রী পাইবে।

মোকদ্দমার স্বত্বাস্বত্বঘটিত জবাব আছে, অথবা তোমাকে মোকদ্দমায় উপস্থিত হইতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, আদালতের সন্তোষার্থে এরূপ দেখাইতে পারিলে, উপস্থিত হইতে অনুমতি দেওয়া যাইবে।

(২৫ ধারার উল্লিখিত)

B তফসীল।

অমুকস্থানবাসী আমি ধর্ম্মতঃ কহিতেছি যে, অমুক স্থানে আমি অমুকের অধীনে কি

make payment to E. F. at his mål cutcherry (or at) the place where the rent of the lands at held or cultivated by me under or from the said E. F. of the sum of Rs. as and for the whole amount due from me in respect of the rent of the said lands from the month of to the month of both inclusive of the due on the 1st of ; I further declare that the said E. F. refused to accept the sum so tendered (or to give me a receipt in full forthwith for the same) ; and I do declare that to the best of my belief the sum so tendered, and which I now desire to deposit, is the full amount which I owe the said E. F. on account of the rent of the said lands from the month of to the month of both inclusive, and that I owe the said E. F. no further sum on account of the rent of the said lands.

তাহার স্থানে যে ভূমি ভোগ কি চাষ করিয়া থাকি, সেই ভূমির খাজানা তাঁহার যে মাল কাছারীতে (কিম্বা অন্য স্থানে) নিয়ত দেওয়া গিয়া থাকে, সেই স্থানে আপনি বা আপন কর্ম্মকারকদ্বারা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক মাসাবধি অমুক মাসপর্য্যন্ত উক্ত ভূমির যত খাজানা আমার নিকটে পাওনা আছে তাহা সমুদয় এত টাকা উক্ত কে দিয়াছিলাম। আরও কহিতেছি যে আমি উক্ত কে উক্ত টাকা দিতে গেলে তিনি তাহা লইতে স্বীকার করিলেন না (কিম্বা তৎকালে আমাকে সেই সম্পূর্ণ টাকার কবজ দিতে চাহিলেন না)। আরও কহিতেছি যে অমুক মাসাবধি অমুক মাস পর্য্যন্ত উক্ত ভূমির খাজানা বলিয়া উক্ত যে এত টাকা দিতে গিয়াছিলাম এবং যাহা এক্ষণে আদালতে আমানত করিতে ইচ্ছাকরি' আমার বিশ্বাস-মতে সেই টাকাই উক্ত অমুকের নিকটে আমার সম্পূর্ণ দেনা এবং উক্ত ভূমির খাজানার নিমিত্তে অমুকের আর টাকা ধারি না।

SCHEDULE C.

(*Referred to in Section* 25.)

COURT OF THE COLLECTOR OF

Dated the *day of* 18

To E. F., &c.

With reference to the within declaration you are hereby informed that the sum of Rs. therein mentioned is now in deposit in this Collectorate, and that the above sum will be paid to you or to your duly authorized agent on application; and take notice that if you have any further claim or demand whatsoever to make against the said A. B. in respect of the rent of the said lands you must institute a suit in Court for the establishment of such claim or demand within six calendar months from this date, otherwise your claim will be for ever barred.

(২৫ ধারার উল্লিখিত)

C তফসীল।

অমুক স্থানের কালেক্টর সাহেবের কাছারী

সাল তাং

অমুক স্থান বাসী শ্রী

ইহার সঙ্গে যে নির্দ্দেশপত্র পাঠান যাইতেছে তদুপলক্ষে তোমাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ঐ পত্রের লিখিত এত টাকা এক্ষণে এই আদালতে আমানত আছে এবং তুমি অথবা তোমার নিয়মিত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারক দরখাস্ত করিলে ঐ টাকা পাইতে পারিবে তোমার আরও জানিতে হইবে যে উক্ত ভূমির খাজানার নিমিত্তে যদি উক্ত র উপর তোমার আর কোন দাবি দাওয়া থাকে সেই দাবি কি দাওয়া স্থাপন করিবার নিমিত্তে এই তারিখ অবধি ইংরেজী পাঁজিমত ছয়মাসের মধ্যে আদালতে তোমার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে নতুবা তোমার দাওয়া একেবারে রহিত হইবে।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

THE chief object of the Bill is to provide a summary procedure for the realization of arrears of rent when the rates are undisputed. The difficulty experienced by landlords in many parts of Bengal in realizing undisputed rents under the ordinary procedure of the civil courts has frequently of late years been the subject of complaint. Now that the zemindars are bound to pay in to Government under penalty not only the land revenue but also the road cess and provincial public works cess, it is necessary that they should have some more speedy and effective mode of recovering their rents, and that portion of the cesses in question which is payable by their under-tenants and ryots. A summary procedure based upon Chapter XXXIX of the Civil Procedure Code has therefore been devised, and is set forth in Part II of the Bill.

The position of the zemindar in respect of the execution of decrees for arrears of rent is improved by making the ryot's right of occupancy transferable and amending the law with reference to ejectment. It is believed that to make the occupancy tenure transferable by law will, in fact, also strengthen the position of the ryot and tend to encourage agricultural improvements. The Bill also proposes clearly to limit the power of acquiring the occupancy status to cultivating ryots, and to prevent a ryot of this class from converting himself into a middleman without the consent of his landlord. It provides for the registry of transfers and other changes in the holders of occupancy tenures in the sherishta of the zemindar on payment of a trifling fee.

The Bill further amends the procedure in connection with the deposit of rent by under-tenants, and transfers the duty of receiving and dealing with such deposits from the Civil Court to the Collector.

To prevent undue harassment of ryots by repeated suits for rent under either the summary or the ordinary procedure, provision is made for the payment of rent in quarterly instalments; and an attempt is made to render the fact of payment and the rate of rent more capable of proof than at present by insisting on an improved system of rent receipts. The Bill also amends the law of distraint by making the crop of an under-tenant liable for the zemindar's rent, and it provides for the more careful service of process in rent cases.

The 21st December 1878.

A. MACKENZIE.
FREDERICK CLARKE,
Asst. Secy. to the Govt. of Bengal, Legislative Department,

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

যে স্থলে হার লইয়া বিবাদ নাই, সেইস্থলে বাকী খাজানা আদায়ের সরাসরি কার্য্যপ্রণালী বিধান করাই এই পাণ্ডুলিপির মুখ্য উদ্দেশ্য। দেওয়ানী আদালতের প্রচলিত কার্য্যপ্রণালী অনুসারে নির্ব্বিবাদ খাজানা আদায় করিতে বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ভূম্যধিকারিদিগের যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে গত কয়েক বৎসর মধ্যে অনেক বার অভিযোগ আসিয়াছে। দণ্ডের ভয় রাখিয়া এক্ষণে জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে কেবল যে ভূমির রাজস্ব দিতে বাধ্য এমন নহে, তাঁহারা পথকর ও প্রদেশীয় পূর্ত্তবিভাগের করেও তদ্রূপ বাধ্য, এরূপস্থলে আবশ্যক যে তাঁহারা খাজানা, ও কোর্ফা প্রজা ও রাইয়তের নিকটে প্রাপ্য উক্ত কর দ্বয়ের অংশ আদায়ের নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত সুগম ও কার্য্যকর প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন। এজন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৩৯ অধ্যায় মূলক একটী সরাসরি কার্য্য-প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়া এই পাণ্ডুলিপির ২য় খণ্ডে লিখিত হইয়াছে।

রাইয়তের দখলী স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য করিয়া এবং যোতচ্যুতি বিষয়ে আইন সংশোধন করিয়া বাকী খাজানার ডিক্রীজারী সম্বন্ধে জমীদারের অবস্থা উন্নতি করা গেল। এরূপ বিশ্বাস আছে যে দখলী স্বত্বযুক্ত যোত আইন অনুসারে হস্তান্তর যোগ্য করিলে বাস্তবিক রাইয়তের অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনার্থে উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে। পাণ্ডুলিপিতে আরও স্পষ্টরূপে প্রস্তাব করা গিয়াছে যে চাষী রাইয়তদিগের মধ্যেই দখলীস্বত্ব উপার্জ্জনের শক্তি বদ্ধ থাকিবে, এবং এই শ্রেণীর কোন রাইয়ত ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে আপনাকে মধ্যবর্ত্তী যোতদার করিতে পারিবে না। সামান্য ফী দিয়া জমীদারের সিরিস্তায় দখলীস্বত্বযুক্ত যোতধারী দিগের হস্তান্তরীকরণ ও অন্যান্য পরিবর্ত্তন রেজিষ্টারি করিবারও বিধান করা গিয়াছে।

এতদ্ব্যতিরিক্ত এই পাণ্ডুলিপিতে কোর্ফা প্রজাদিগের খাজানা আমানত সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালী সংশোধিত হইয়াছে এবং উক্ত আমানত গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য দেওয়ানী আদালতের হস্ত হইতে লইয়া কালেক্টর সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।

সরাসরি বা প্রচলিত কার্য্যপ্রণালী অনুসারে খাজানার মোকদ্দমা বারম্বার করিয়া রাইয়তদিগকে কেহ অযথারূপে কষ্টদিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে খাজানা আদায়ের বিধান করা গিয়াছে এবং উন্নত প্রণালীর খাজানার রসিদের ব্যবস্থা করিয়া এখন অপেক্ষা খাজানা আদায়ের ও খাজানার হারের প্রমাণ সুলভ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জমীদারের খাজানা জন্য কোর্ফা প্রজার শস্য ক্রোকযোগ্য করিয়া এই পাণ্ডুলিপিতে ক্রোকের আইন সংশোধিত হইয়াছে এবং খাজানার মোকদ্দমায় অপেক্ষাকৃত সতর্কতাসহ সমন জারী করিবার বিধান করা গিয়াছে।

এ, ম্যাকেঞ্জি।
১৮৭৮ সাল, ২১ ডিসেম্বর।　　　　ফ্রেডেরিক ক্লার্ক,
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L.,
Bengali Translator.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৭৯। ২৮ জানুয়ারি।]

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট ।

TUESDAY, JANUARY 13, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ১৩ জানুয়ারি ।

PART VI.

Bill of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Bill was read in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for the purpose of making Laws and Regulations on the 13th December 1879, and was referred to a Select Committee, who are to report thereon in four weeks:—

A Bill to authorize the making and to regulate the working of Street Tramways in Calcutta.

Preamble.

WHEREAS the Corporation of the town of Calcutta, hereinafter called the Corporation, by an agreement dated the 2nd day of October 1879 for the considerations therein expressed, granted to Dillwyn Parrish, Alfred Parrish, and Robinson Souttar, and their assigns, hereinafter called the Grantees, the right to construct and maintain and use a tramway or tramways in Calcutta upon the terms and in the manner mentioned in the

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৭৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়; তাঁহারা চারি সপ্তাহের মধ্যে তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন।

কলিকাতা নগরের রাস্তায় ট্রামওয়ে করিবার ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত ও তাহা চালাইবার বিধান করিবার নিমিত্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ ।

ইহার পরে সম্বায়িত সমাজ নামে অভিহিত কলিকাতা নগরের সম্বায়িত সমাজ ১৮৭৯ সালের ২ অক্টোবর তারিখের নিয়মপত্রক্রমে তল্লিখিত প্রবৃত্তি উপলক্ষে পশ্চাৎ গ্রাণ্টী বা গ্রহীতা নামে খ্যাত শ্রীযুত ডিলউইন পারিশ ও আলফ্রেড পারিশ ও রাবিন্সন সুটার সাহেবকে ও তাঁহাদের আসৈনী অর্থাৎ প্রতিনিধিদিগকে উক্ত নিয়মপত্রের লিখিত নিয়মে ও উপায়ে কলিকাতা নগরে ট্রামওয়ে বা ট্রামওয়ে সমূহ প্রস্তুত ও রক্ষা ও ব্যবহার করিবার স্বত্ব দিয়াছেন। উক্ত নিয়মপত্রের প্রতি-

said agreement, a copy whereof is set forth in the schedule to this Act, which said agreement had, on the 25th day of August 1879, received the sanction of the Lieutenant-Governor of Bengal; and whereas the Grantees are desirous of being empowered to construct the several street tramways in the said agreement and in this Act particularly described, and also such other tramways between such other places in Calcutta and the Suburbs of Calcutta, and by such other routes as may hereafter be approved; and whereas the objects of this Act cannot be attained without the authority of the Legislature; It is hereby enacted:—

Short title.

I. This Act may be called the Calcutta Tramways Act, 1880;

Commencement.

and it shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Tramways may be made in accordance with the agreement between the Corporation and the Grantees.

II. Subject to the provisions of this Act, and to the said agreement so far as the same is not inconsistent with this Act, the Grantees may make and maintain in Calcutta a tramway or tramways, with single or double lines and with all necessary sidings, turnouts, connections, and lines (but in the case of sidings and turnouts only in such places as the Corporation may sanction) on the following routes, and between such other places and by such other routes as may be hereafter approved by the Corporation:—

1*st.*—A circular tramway passing round Fairlie Place, Strand Road, Koila Ghât Street, and Clive Street.

2*nd.*—Tramway No. 1, commencing at the junction of Cornwallis Street and Circular Road and passing along Cornwallis Street, College Street, Colootollah Street, Canning Street, Clive Row, and Clive Street, effecting a double junction with the circular tramway at Fairlie Place.

3*rd.*—Tramway No. 2, passing along Upper Chitpore Road to its junction with Canning Street, where it joins tramway No. 1.

4*th.*—Tramway No. 3, passing along Bow Bazar Street, Lall Bazar Street, and Dalhousie Square, effecting a double junction with the circular tramway in Clive Street.

5*th.*—Tramway No. 4, commencing near Sobha Bazar Street and passing along Strand Road to Somerset Buildings, where it terminates.

6*th.*—Tramway No. 5, commencing in the Circular Road at the end of Dhurrumtollah Street and passing along Dhurrumtollah Street,

লিপি এই আইনের তফসীলে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ১৮৭৯ সালের আগস্ট মাসের ২৫ তারিখে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত নিয়মপত্র অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত নিয়মপত্রে ও এই আইনে বিশেষরূপে যে কয়েকটী ট্রামওয়ের কথা লিখিত আছে, এবং কলিকাতা নগরে ও কলিকাতার শাখানগরে অন্যান্য যে২ ট্রামওয়ে অন্যান্য যে২ স্থানের মধ্যে যে২ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া ভবিষ্যতে অনুমোদিত হয়, উক্ত গ্রাণ্টীরা তৎসমুদয় প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা পাইতে অভিলাষী হইয়াছেন। ব্যবস্থা প্রণেতাদের শাসন বিনা এই আইনের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। এই নিমিত্ত বিধান করা যাইতেছে।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে;

আরম্ভ।

এবং এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে সেই তারিখ অবধি বলবৎ হইবে।

সমবায়িত সমাজের সহিত গ্রাণ্টীদের যে নিয়মপত্র হইয়াছে তদনুসারে ট্রামওয়ে হইতে পারিবার কথা।

২ ধারা। গ্রাণ্টীরা এই আইনের বিধান মানিয়া, ও উক্ত নিয়মপত্র যত দূর এই আইনের সহিত অসঙ্গত না হয় তত দূর তাহা মানিয়া, পশ্চাল্লিখিত পথ দিয়া ও সমবায়িত সমাজ অন্যান্য যে২ স্থানের মধ্যে যে২ পথ ভবিষ্যতে অনুমোদন করেন সেই২ পথ দিয়া এক কি ডবল লাইন সহিত ও প্রয়োজনীয় পার্শ্বপথ ও ঘুরাইবার পথ ও সংযোগস্থল ও লাইন সহিত ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু সমবায়িত সমাজ যে২ স্থানে অনুমোদন করেন কেবল সেই২ স্থানেই পার্শ্বপথ ও ঘুরাইবার পথ হইতে পারিবে।

১। সরকুলর ট্রামওয়ে ফেয়রলি প্লেস ও ষ্ট্রাণ্ড রোড ও কয়লাঘাট ষ্ট্রীট ও ক্লাইব ষ্ট্রীট ঘুরিয়া যাইবে।

২। ১ নং ট্রামওয়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও সরকুলর রোডের সংযোগস্থলে আরম্ভ হইয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও কালেজ ষ্ট্রীট ও কলুটোলা ষ্ট্রীট ও ক্যানিং ষ্ট্রীট ও ক্লাইব রো ও ক্লাইব ষ্ট্রীট দিয়া গিয়া ফেয়রলি প্লেসে সরকুলর ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

৩। ২ নং ট্রামওয়ে উত্তর চিতপুর রোড দিয়া গিয়া উক্ত রোড ও ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে ১ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে।

৪। ৩ নং ট্রামওয়ে বহুবাজার ষ্ট্রীট ও লাল বাজার ষ্ট্রীট ও ড্যালহৌসী স্কয়ার দিয়া গিয়া ক্লাইব ষ্ট্রীটে সরকুলর ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

৫। ৪ নং ট্রামওয়ে সভাবাজার ষ্ট্রীটের নিকটে আরম্ভ হইয়া ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া সমরসেট বিল্ডিংপর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইবে।

৬। ৫ নং ট্রামওয়ে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের প্রান্তে সরকুলর রোডে আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও এস্প্লানেড রো ও পুরাতন কোর্ট হৌস ষ্ট্রীট ও ড্যাল হৌসী স্কয়ার দিয়া

Esplanade Row, Old Court House Street, and Dalhousie Square, effecting a double junction with the circular tramway at Koila Ghât Street.

7th.—Tramway No. 6, commencing in the Circular Road at the end of Elliott's Road, and passing along Elliott's Road and Wellesley Street, and joining tramway No. 5 in Dhurrumtollah and tramway No. 1 in College Street.

8th—Tramway No. 7, passing along Chowringhee and joining tramway No. 5 at Dhurrumtollah Road, with a connecting line along Bentinck Street and Chitpore Road to tramway No. 2.

Provided that without the special sanction of the Corporation, to be obtained in special general meeting of the Commissioners, there shall not be a double line in the following places:—

In tramway No. 1, Colootollah Street.
Ditto „ 2, the whole.
Ditto „ 6, Elliott's Road.
Ditto „ 7, the connecting line.

Application of Act to Suburban tramways.

III.—In the event of any other tramway or tramways on other routes in Calcutta or in the Suburbs of Calcutta being from time to time approved by the Corporation or the Municipal Commissioners for the said Suburbs as the case may be, and sanctioned by Government and undertaken by the Grantees, notice thereof specifying the routes so approved of, and in the case of Suburban tramways, a copy of the agreement entered into between the said Municipal Commissioners and the Grantees in respect thereof, shall thereupon be published in the *Calcutta Gazette*, and upon such publication all the provisions of this Act, so far as the same may be applicable, shall apply to the tramway or tramways in such publication specified, and all works and things connected with the same or incidental thereto, as if the said route had been particularly specified, and as if the agreement, if any, in reference thereto had been included in the schedule to this Act.

Form in which tramways are to be constructed and maintained.

IV. Any tramway or tramways to be constructed under this Act shall be constructed on the metre-gauge of 3 feet $3\frac{3}{8}$ inches or on such other gauge not exceeding 4 feet $8\frac{1}{2}$ inches as may be agreed upon between the Corporation and the Grantees, and shall be laid and maintained in such manner that the uppermost surface of the rails shall be on a level with the immediately adjacent surface of the road; and before the work of construction is begun, the drawings and specification showing the proposed construction of each tramway shall

গিয়া কয়লা ঘাট ষ্ট্রীটে সরক্যুলর ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

৭। ৬ নং ট্রামওয়ে ইলিয়ট রোডের প্রান্তে সরকুলর রোডে আরম্ভ হইয়া ইলিয়ট রোড ও ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট দিয়া গিয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ৫ নং ট্রামওয়ের সহিত ও কালেজ ষ্ট্রীটে ১ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে।

৮। ৭ নং ট্রামওয়ে চৌরঙ্গী দিয়া গিয়া ধর্ম্মতলা রোডে ৫ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে ও তাহার এক লাইন বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও চিতপুর রোড দিয়া গিয়া ২ নং ট্রামওয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে।

কিন্তু কমিশ্যনরদের বিশেষ সাধারণ সভা হইয়া সমবায়িত সমাজের বিশেষ অনুমতি না হইলে, নিম্নলিখিত স্থানে ডবল লাইন করা যাইবে না;—

১ নং ট্রামওয়ের মধ্যে কলুটোলা ষ্ট্রীটে।
২ নং ট্রামওয়ের কোন স্থলে।
৬ নং ট্রামওয়ের মধ্যে ইলিয়ট রোডে।
৭ নং ট্রামওয়ের মধ্যে সংযোগকারী লাইনে।

শাখানগরের ট্রামওয়ের প্রতি এই আইন বর্ত্তাইবার কথা।

৩ ধারা। কলিকাতার কি তাহার শাখানগরের অন্যান্য পথ দিয়া অন্য যে কি যেং ট্রামওয়ে সমবায়িত সমাজ বা, স্থলবিশেষে, উক্ত শাখা নগরের মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা সময়েং অনুমোদন করেন, গবর্ণমেন্ট তাহা করিবার অনুমতি দিলে ও গ্রাণ্টীরা তাহা করিতে স্বীকৃত হইলে, ঐ অনুমোদিত পথ নির্দ্দেশ করিয়া নোটিস ও শাখানগরের ট্রামওয়ে হইলে, উক্ত শাখানগরের মুনিসিপল কমিশ্যনরদের সহিত তৎসম্বন্ধে গ্রাণ্টীদের যে নিয়ম পত্র হয় তাহার প্রতিলিপি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, এবং তদ্রূপে প্রকাশ করা গেলে এই আইনের তফসীলে উক্ত পথ বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে ও তৎসম্বন্ধীয় যে কোন নিয়মপত্র থাকে তাহা ঐ তফসীলের অন্তর্গত থাকিলে যেরূপ হইত, সেইরূপে এই আইনের বিধান, যত দূর বর্ত্তিতে পারে, উক্ত প্রকাশ করণের নির্দ্দিষ্ট ট্রামওয়ের বা ট্রামওয়ে সমূহের প্রতি ও তৎসংক্রান্ত বা তদানুষঙ্গিক সমুদয় কার্য্যের ও দ্রব্যের প্রতি বর্ত্তিবে।

যে আকারে ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করিতে হইবে তাহার কথা।

৪ ধারা। এই আইনমতে যে কি যেং ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা ৩ ফুট ৩ ৩/৮ ইঞ্চি মিটর গেজের মাপে অথবা সমবায়িত সমাজ ও গ্রাণ্টীদের সম্মত ৪ ফুট ৮ ১/২ ইঞ্চির অনধিক অন্য কোন গেজের মাপে প্রস্তুত করিতে হইবে। উক্ত ট্রামওয়ে এরূপে স্থাপন ও রক্ষা করিতে হইবে যে রেলের উপরিভাগ অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তি পথের সঙ্গে সমান হইবে; এবং প্রস্তুত করণ কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, প্রত্যেক ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার প্রস্তাবিত নক্শা ও বিশেষ বিবরণপত্র সমবায়িত সমাজের নিকটে পাঠাইয়া তাঁহাদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত ট্রামওয়ের উপর দিয়া যে সকল মালের কিম্বা

be submitted to the Corporation and be approved by them, and the cars and carriages intended to run on the said tramways shall also be such as shall have been approved by the Corporation.

Carriages how to be worked.

V. The cars and carriages of the Grantees on the lines of the tramways shall be worked with such power, animal or mechanical, as the Grantees may think suitable. Provided that no steam carriages shall be used without the special consent of the Corporation, to be obtained in special general meeting of the Commissioners.

Construction of carriages.

VI. The carriages intended to run upon the said rails shall be furnished with a break, which can be worked at each end of the carriage, and shall be of a construction approved by the Corporation.

Grantees may use tramway carriages with flange wheels.

VII. The Grantees may use on their tramways carriages with flange wheels or suitable only to run on a grooved rail, and, subject to the provisions of this Act, and of the hereinbefore recited agreement, they shall have the exclusive use of their tramways for carriages with flange wheels or other wheels suitable only to run on a grooved rail.

Grantees may fix and demand fares.

VIII. The Grantees shall have power from time to time to fix the rates of fares for carrying passengers and goods in the said cars or carriages, and may demand and take the same for every passenger travelling upon any of their tramways or for the carriage of goods by their tramways, provided that the rate of fare for each person or parcel shall, for any distance not exceeding three miles, not exceed three annas, and for any greater distance shall not exceed the same proportion.

Printed list of fares, &c., to be placed in carriages.

IX. A printed list in English, Bengali, and Urdu of all the fares and charges authorized by this Act to be taken, and a printed copy in the same languages of all bye-laws in force as hereinafter mentioned, shall be exhibited in a conspicuous place inside each of the cars or carriages used by the Grantees upon any of their tramways.

Fares how to be paid.

X. The fares and charges by this Act authorized shall be paid to such persons, at such places upon or near to the tramways, and in such manner, and under such regulations, as the Grantees may by notice to be annexed to the list of fares from time to time appoint.

আরোহিদেরগাড়ী চালাইবার কল্পনা থাকে তৎসমুদয় ও সমবায়িত সমাজের অনুমোদিত হওয়া চাই।

গাড়ীকিরূপে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।

৫ ধারা। গ্রান্টীরা যে জন্তু বা যন্ত্র উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তদ্দারা ট্রামওয়ে লাইনের উপর দিয়া মালের কি আরোহিদের গাড়ী চালাইবেন। কিন্তু কমিশনরদের বিশেষ সাধারণ সভা হইয়া সমবায়িত সমাজের বিশেষ অনুমতি প্রদত্ত না হইলে, কোন বাষ্পীয় শকট ব্যবহার করা যাইবে না।

গাড়ী যেরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা।

৬ ধারা। উক্ত রেলের উপর দিয়া যে আরোহিদের গাড়ী চালাইবার কল্পনা থাকে, তাহার প্রত্যেক প্রান্তে কার্য্য হইতে পারিবার মত ব্রেক দিতে হইবে, ও সমবায়িত সমাজের অনুমোদিত প্রণালীতে তাহা প্রস্তুত করিতে হইবে।

গ্রান্টীদের ফ্লাঞ্জ হুইলওয়ালা গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিবার কথা।

৭ ধারা। গ্রান্টীরা আপনাদের ট্রামওয়ের উপরে ফ্লাঞ্জ হুইলওয়ালা অর্থাৎ বিট তোলা চাকাযুক্ত বা কেবল খাঁজকাটা রেলের উপর দিয়া চলিবার উপযোগী গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিবেন, এবং এই আইনের ও পুর্ব্বোক্ত নিয়মপত্রের বিধান মানিয়া, তাঁহারা ফ্লাঞ্জ হুইলওয়ালা গাড়ী অথবা কেবল খাঁজকাটা রেলের উপর দিয়া চলিবার উপযোগী অন্যরূপ চাকা যুক্ত গাড়ী চালাইবার নিমিত্ত উক্ত ট্রামওয়ে অনন্যসাধারণভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

গ্রান্টীদের ভাড়া ধার্য্য করিতে ও চাহিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। গ্রান্টীরা উক্ত মালের ও আরোহিদের গাড়ীতে মাল ও আরোহিদিগকে লইয়া যাইবার ভাড়ার হার সময়ে২ ধার্য্য করিতে পারিবেন, ও তাঁহাদের কোন ট্রামওয়ে দিয়া যে প্রত্যেক আরোহী গমন করেন বা যে মাল বাহিত হয় তজ্জন্য ভাড়া চাহিতে ও লইতে পারিবেন; কিন্তু তিন মাইলের অনধিক পথ হইলে কোন ব্যক্তির বা গাঁটরির ভাড়ার হার তিন আনার অধিক হইবে না, এবং অধিক পথ হইলে উক্ত হিসাবের অধিক হার হইবে না।

গাড়ীতে ভাড়া প্রভৃতির ছাপান কর্দ্দ দিবার কথা।

৯ ধারা। গ্রান্টীরা আপনাদের কোন ট্রামওয়ের উপর দিয়া যে সকল মালের বা আরোহিদের গাড়ী চালান, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকের মধ্য ভাগে প্রকাশ্য স্থানে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ও উর্দ্দু ভাষায় এই আইনের অনুমোদিত ভাড়ার ও খরচের ছাপান কর্দ্দ ও পশ্চাল্লিখিত প্রচলিত উপবিধির মুদ্রিত প্রতিলিপি লাগাইয়া দিতে হইবে।

ভাড়া যেরূপে দিতে হইবে, তাহার কথা।

১০ ধারা। গ্রান্টীরা ভাড়ার নির্ঘণ্টপত্র সংযুক্ত নোটিসে সময়ে২ যেরূপ ধার্য্য করেন, এই আইনমত ভাড়া ও খরচ ট্রামওয়ের উপরে বা নিকটে তদ্রূপ স্থানে তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে সেই প্রকারে ও তদ্রূপ বিধানক্রমে দিতে হইবে।

XI. The Grantees may from time to time, for the purpose of constructing and maintaining any tramways under this Act, open and break up the soil and pavement of any of the streets as defined by Bengal Act IV of 1876 (the Calcutta Municipal Consolidation Act) and bridges in the town of Calcutta, and therein lay sleepers and rails, and repair, alter, or remove the same, and may, for the purposes aforesaid, do in and on such streets and bridges all other acts which they shall from time to time deem necessary for constructing and maintaining their tramways subject to the following regulations:—

Power to break up streets.

1*st.*—They shall give to the Corporation notice in writing of their intention to open or break up any such street or bridge specifying the time at which they will begin to do so, and the portion of the road proposed to be opened or broken up: such notice to be given at least three days before the commencement of the work.

2*nd.*—They shall not open or break up or alter the level of any such street or bridge except under the superintendence and to the reasonable satisfaction of the Corporation, for which superintendence the Grantees shall pay all reasonable expenses, unless the Corporation neglect to give such superintendence at the time specified in the notice, or discontinue the same during the work.

3*rd.*—They shall not, without the consent of the Corporation, open or break up at any one time a greater length than a quarter of a mile on any one line of tramway.

4*th.*—They shall, with all convenient speed, and in all cases within six weeks at the most, unless the Corporation otherwise consent in writing, complete the work for which the said street or bridge shall be broken up and fill in the ground, and make good the surface, and, to the satisfaction of the Corporation, restore the street or bridge to as good condition as that in which it was before it was opened or broken up, and clear away all surplus materials or rubbish occasioned thereby.

5*th.*—They shall make good all damage done to the gas and water pipes and sewers whether belonging to the Corporation or to private individuals by the disturbance thereof.

6*th.*—They shall in the meantime, when such street or bridge is opened or broken up, cause it to be fenced and watched, and to be properly lighted at night.

১১ ধারা। এই আইনমত কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রাণ্টীরা সময়েং কলিকাতার মানিসিপাল আইন সংগ্রহ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমত রাস্তার জমী ও শান ও কলিকাতা নগরের সাঁকো খুঁড়িতে ও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন, এবং তন্মধ্যে স্লীপর ও রেল বসাইতে ও তৎসমুদয় মেরামত কি পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা উঠাইয়া ফেলিতে পারিবেন, এবং পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধিনিমিত্ত ঐ রাস্তার ও সাঁকোর মধ্যে ও উপর ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করণার্থ অন্যান্য যে সকল কার্য্য করা তাঁহারা সময়েং আবশ্যক জ্ঞান করেন পশ্চাল্লিখিত বিধানের নিয়মাধীনে তৎসমুদয় করিতে পারিবেন;

রাস্তা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে দিবার কথা।

১।—তাঁহারা তদ্রূপ কোন রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস সমবায়িত সমাজকে দিবেন; ঐ কার্য্য যে সময়ে তাঁহারা আরম্ভ করিবেন ও তাঁহারা রাস্তার যে অংশ খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করেন, উক্ত নোটিসে তাহা নির্দ্দেশ করিবেন; কার্য্যারম্ভের অন্যূন তিন দিন পূর্ব্বে ঐ নোটিস দিতে হইবে।

২। সমবায়িত সমাজের তত্ত্বাবধান বিনা ও উক্ত সমাজের যুক্তিসিদ্ধ হৃদ্বোধ না জন্মাইয়া দিয়া তাঁহারা তদ্রূপ কোন রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবেন না বা ভাঙ্গিবেন না বা তাহার মাটীমত উচ্চতা পরিবর্ত্তন করিবেন না। উক্ত তত্ত্বাবধান জন্য গ্রাণ্টীদের সমুদয় যুক্তিসিদ্ধ খরচ দিতে হইবে। কিন্তু ঐ সমাজ নোটিসনির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্তরূপ তত্ত্বাবধান করিতে উপেক্ষা করিলে, অথবা কার্য্য চলিবার সময়ে তাহা বন্ধ করিলে, গ্রাণ্টীদের ঐ খরচ দিতে হইবে না।

৩। তাঁহারা সমবায়িত সমাজের সম্মতি বিনা ট্রামওয়ের কোন এক লাইনে এককালীন এক মাইলের চতুর্থাংশের অধিক খুঁড়িবেন না বা ভাঙ্গিবেন না।

৪। সমবায়িত সমাজ অন্য প্রকারের লিখিত সম্মতি না দিলে, তাঁহারা যে কার্য্য নিমিত্ত উক্ত রাস্তা বা সাঁকো ভাঙ্গেন, সুবিধামত যত শীঘ্র হইতে পারে, এবং গৌণকল্পে সর্ব্বশেষে ছয় সপ্তাহের মধ্যে সেই কার্য্য সমাপ্ত করিবেন এবং জমী ভরাট করিয়া সমান করিয়া দিবেন, এবং রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থায় ছিল, সমবায়িত সমাজের হৃদ্বোধমতে তাহার সেইরূপ অবস্থা করিয়া দিবেন এবং উক্ত কার্য্য জন্য যে সকল অতিরিক্ত দ্রব্য বা রাবিশ জমে তৎসমুদয় পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন।

৫। তাঁহারা সমবায়িত সমাজের বা সামান্য ব্যক্তিদের গ্যাসের ও জলের নল ও নর্দ্দমা নাড়াচাড়া করিতে যে হানি হয় তাহা পূরণ করিবেন।

৬। তদ্রূপ রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলা গেলে, তাঁহারা তৎকালে তথায় বেড়া দেওয়াইয়া পাহারা দেওয়াইবেন ও রাত্রিকালে নিয়মিতরূপে আলোক দেওয়াইবেন।

XII. The Grantees shall, at their own expense at all times maintain and keep in good condition and repair, in such manner as the Corporation shall direct, the rails of which any of their tramways shall for the time being consist, and so much of any street or bridge as lies between the rails of any tramway, and in the case of double lines or turnouts or sidings, the portion of the road between the tramways, and in every case so much of the road as extends eighteen inches beyond the rails of and on each side of any such tramway, and in the course of carrying out such repairs it shall not be necessary to give notice thereof to the Corporation.

Grantees to keep the tramway roads in proper repair.

XIII. Nothing in this Act or in any bye-law made under this Act shall take away or abridge the right of the public to pass along or across every or any part of any road along or across which any tramway is laid whether on or off the tramway with carriages not having flange wheels or wheels suitable to run on a grooved rail.

Reservation of right of public to use roads.

XIV. If the Grantees fail in any respect to comply with the provisions of sections 3, 4, 5, 6, 11, and 12 of this Act, they shall for every such offence (without prejudice to the enforcement of specific performance of the requirements of this Act or to any other remedy against them) upon complaint of the Corporation be liable to a penalty not exceeding Rs 200, and to a further penalty not exceeding Rs. 50 for each day during which any such failure continues after the first day on which such penalty is incurred.

Penalty for failure of grantees to comply with provisions of this Act.

XV. If any person wilfully obstructs any person acting under the authority of the Grantees in the lawful exercise of their powers in setting out or making, laying down, repairing, or renewing a tramway, or injures or destroys any mark made for the purpose of setting out the line of the tramway, he shall for every offence be liable to a penalty not exceeding fifty rupees, and shall also be liable to pay such damages as may be awarded in respect of such injury by any competent court.

Penalty for obstructing Grantees in the exercise of their power

১২ ধারা। গ্রাণ্টীদের ট্রামওয়েতে যৎকালে যত রেল থাকে তৎসমুদয়, এবং কোন ট্রামওয়ের রেলের মধ্যগত স্থানে কোন রাস্তার বা সাঁকোর যে অংশ পড়ে তাহা, এবং ডবল লাইন বা ঘুরাইবার পথ বা পার্শ্বপথ থাকিলে, ট্রামওয়ের মধ্যগত স্থানে রাস্তার যে ভাগ পড়ে তাহা, এবং প্রত্যেক স্থলে উক্তরূপ কোন ট্রামওয়ের প্রত্যেক পার্শ্বে রেলের বাহিরে ১৮ ইঞ্চি স্থানের মধ্যে রাস্তার যে অংশ পড়ে তাহা, সমবায়িত সমাজ যে প্রকারে আদেশ করেন, সেই প্রকারে গ্রাণ্টীরা আপন খরচে সকল সময়ে মেরামত করিয়া ভাল অবস্থায় রাখিবেন, এবং তদ্রূপ মেরামত করিবার সময়ে সমবায়িত সমাজে তাহার নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

ট্রাম ওয়ের রাস্তা গ্রাণ্টীদের উপযুক্তমতে মেরামত করিয়া রাখিবার কথা

১৩ ধারা। যে রাস্তা দিয়া কি পার হইয়া কোন ট্রামওয়ে গিয়াছে সেই রাস্তার প্রত্যেক কি কোন অংশ দিয়া কি পার হইয়া বিটতোলা চাকাযুক্ত নহে অথবা খাঁজকাটা রেলের উপর দিয়া চলিবার উপযোগী চাকা বিশিষ্ট নহে এরূপ গাড়ীতে ট্রামওয়ের উপর দিয়া বা নিকট দিয়া যাইবার সাধারণের যে স্বত্ব আছে, এই আইনের অথবা এই আইনমতে প্রণীত বিধির কোন কথায় সেই স্বত্ব লোপ বা সংক্ষোচ করিবে না।

সাধারণের রাস্তা ব্যবহার করিবার স্বত্ব সংরক্ষণের কথা।

৪ ধারা। গ্রাণ্টীরা এই আইনের ৩, ৪, ৫, ৬ ও ১১, ও ১২ ধারার বিধান পালন সম্বন্ধে কোন অংশে কোন ত্রুটি করিলে এই আইনের আদেশ বিশেষরূপে পালন করাইবার পক্ষে কিম্বা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রতিকার পাইবার পক্ষে কোন হানি না করিয়া, তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত সমবায়িত সমাজের নালিশক্রমে তাঁহাদের ২০০ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং প্রথম যে তারিখে উক্ত অর্থদণ্ডের দায় বর্ত্তে তাহার পর তদ্রূপ ত্রুটি করিতে থাকিলে দিন প্রতি আর ৫০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

গ্রাণ্টীরা আইনের বিধা-পালনে ত্রুটি করিলে দণ্ডের কথা।

১৫ ধারা। কোন ট্রামওয়ে আরম্ভ করিবার কি প্রস্তুত করিবার কি বসাইবার কি মেরামত করিবার কি নূতন করিয়া করিবার আইনমত যে ক্ষমতা গ্রাণ্টীদের থাকে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহারা যাঁহাকে অনুমতি দেন, তাঁহাকে সেই অনুমতিমত কার্য্যকালে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক বাধা দিলে, কিম্বা ট্রামওয়ে লাইন আরম্ভ করিবার নিমিত্ত যে কোন চিহ্ন দেওয়া যায় তাহার হানি করিলে কি তাহা নষ্ট করিলে, উক্ত ব্যক্তির তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধ নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং উক্ত হানি উপলক্ষে কোন উপযুক্ত আদালত হানি পূরণের যত টাকার আজ্ঞা করেন তত টাকাও দিতে হইবে।

আপন ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকালে গ্রাণ্টীদিগকে বাধা দিলে, দণ্ডের কথা।

XVI. If any person without lawful excuse (the proof whereof shall lie on him) wilfully does any of the following things, namely—

Penalty for interfering with tramways.

Interferes with, removes or alters any part of a tramway of the Grantees or of the works connected therewith:

does or causes to be done anything in such a manner as to obstruct any carriage using the tramways:

or knowingly aids or assists in the doing of such thing; he shall for every such offence be liable (in addition to any proceedings by way of criminal charge or otherwise to which he may be subject to a penalty not exceeding one hundred rupees.

XVII. If any person travelling or having travelled in any carriage of the Grantees avoids or attempts to avoid payment of his fare, or if any person having paid his fare for a certain distance knowingly and wilfully proceeds in any such carriage beyond such distance, and does not pay the additional fare for the additional distance, or attempts to avoid payment thereof, or if any person knowingly and wilfully refuses or neglects, on arriving at the point to which he has paid his fare, to quit such carriage, every such person shall for every such offence be liable to a penalty not exceeding ten rupees

Penalty for avoiding payment of proper fare.

XVIII. It shall be lawful for any servant of the Grantees, and all persons called in by him for his assistance, to arrest and take to the nearest police-station any person who shall be discovered either in or after committing or attempting to commit any such offence as in the next preceding section mentioned, and whose name and residence is refused by him and is unknown to such servant or person, and the police officer in charge of the said police-station, on receiving a complaint that an offence under this Act has been committed, shall adopt such legal measures as may be necessary to cause the said person to be taken before a Presidency Magistrate with the least possible delay.

Servant of Grantees may arrest persons avoiding payment of fare.

XIX. No person shall be entitled to carry or to require to be carried on any tramway any goods which may be of a dangerous or offensive nature, and if any person send by any tramway any such goods without distinctly marking their nature on the outside of the package containing the same, or otherwise giving notice in writing to the book-keeper or other servant of the Grantees with whom the same

Carriage of dangerous or offensive goods.

১৬ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি আইনমত হেতু বিনা (ঐ হেতুর প্রমাণভার তাঁহারই উপর বর্ত্তিবে) ইচ্ছাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করেন, অর্থাৎ,

ট্রামওয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলে, দণ্ডের কথা।

গ্রাণ্টীদের কোন ট্রামওয়ের কিম্বা তৎসংক্রান্ত কোন বিষয়ের কোন অংশের প্রতিবন্ধকতা করেন বা তাহা উঠাইয়া ফেলেন বা পরিবর্ত্তন করেন;

এমন কিছু করেন বা করান যাহাতে ট্রামওয়ে ব্যবহার কারী কোন গাড়ীর প্রতিবন্ধকতা হয়;

কিম্বা তদ্রূপ কার্য্যকরণে জ্ঞানপূর্ব্বক সাহায্য বা সহায়তা করেন; তবে ফৌজদারী অভিযোগের কিম্বা প্রকারান্তরের অন্য যে কার্য্যানুষ্ঠান তাঁহার সম্বন্ধে হইতে পারে তদতিরিক্ত উক্তরূপ প্রত্যেক অপরাধ নিমিত্ত তাঁহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১৭ ধারা। গ্রাণ্টীদের গাড়ীতে যে ব্যক্তি গমন করিতেছেন বা করিয়াছিলেন তিনি ভাড়া ফাকী দিলে বা দিবার উদ্যোগ করিলে অথবা কোন ব্যক্তি কিয়দ্দূরের ভাড়া দিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ও ইচ্ছাপূর্ব্বক তদতিরিক্ত পথ গাড়ীতে গমন করিলে এবং ঐ অতিরিক্ত পথের নিমিত্ত অতিরিক্ত ভাড়া না দিলে বা ফাকী দিবার উদ্যোগ করিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তি যে স্থান পর্য্যন্ত ভাড়া দেন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ও ইচ্ছাপূর্ব্বক গাড়ী ত্যাগ করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধ নিমিত্ত দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ন্যায্য ভাড়া ফাকী দিলে দণ্ডের কথা।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তি পূর্ব্বধারামত অপরাধ করিতেছে বা করিবার উদ্যোগ করিতেছে বা তাহা করিয়াছে দৃষ্ট হইলে ও সেই ব্যক্তি তাহার নাম ও ধাম ব্যক্ত করিতে অস্বীকৃত হইলে, গ্রাণ্টীদের কোন চাকর ও সাহায্যার্থ তিনি অন্য যে সকল ব্যক্তিদিগকে ডাকেন, তাঁহারা উক্ত ব্যক্তিকে না চিনিলে তাহাকে ধৃত করিয়া নিকটস্থ পোলীস থানায় লইয়া যাইতে পারিবেন, এবং উক্ত পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই আইনমতে অপরাধ কৃত হইবার নালিশ প্রাপ্ত হইলে উক্ত ব্যক্তিকে যত শীঘ্র সম্ভব প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে সকল আইনমত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয় করিবেন।

যাহারা ভাড়া ফাকী দেয়, গ্রাণ্টীদের চাকরদের তাহাদিগকে ধরিতে পারিবার কথা।

১৯ ধারা। কোন ব্যক্তি আশঙ্কাজনক কিম্বা দুর্গন্ধজনক কোন মাল ট্রামওয়ে দিয়া চালান দিতে কিম্বা চালান দিবার আদেশ করিতে পারিবেন না।

আশঙ্কাজনক বা দুর্গন্ধ জনক মাল চালান দিবার কথা।

এবং তদ্রূপ কোন মাল যে গাঁটরি প্রভৃতির ভিতর থাকে তাহার উপরিভাগে স্পষ্ট করিয়া তাহার বর্ণনা না লিখিয়া কিম্বা মাল পাঠাইবার সময়ে তাহা যে হিসাব লেখকের বা গ্রাণ্টীদের অন্য যে চাকরের নিকটে রাখিয়া আসা হয় তাহাকে প্রকারান্তরের লিখিত নোটিস

are left at the time of such sending, he shall be liable to a penalty not exceeding fifty rupees for every such offence, and it shall be lawful for the Grantees to refuse to take any parcel that they may suspect to contain goods of a dangerous or offensive nature, or require the same to be opened to ascertain the fact.

XX. The Corporation in special general meeting may, from time to time, make such regulations as to the rate of speed, number of passengers, and mode of use of the tramways as the convenience and safety of the public may require.

Bye-laws by Corporation.

The Grantees may from time to time make regulations—

The Grantees may make certain regulations.

For preventing the commission of any nuisance in or upon any carriage, or in or against any premises belonging to them:

For regulating the travelling in or upon any carriage belonging to them.

And for better enforcing the observance of all or any of such regulations it shall be lawful for the Corporation and Grantees respectively, subject to confirmation thereof by the Lieutenant-Governor of Bengal, to make bye-laws for all or any of the aforesaid purposes, and from time to time repeal or alter such bye-laws and make new bye-laws, provided that such bye-laws be not repugnant to the provisions of this Act or of any law for the time being in force in the Town of Calcutta.

Notice of the making of any bye-law under the provisions of this Act shall be published by the Corporation in the *Calcutta Gazette*.

XXI. Any person offending against any bye-law made under the provisions of the next preceding section shall forfeit for every offence any sum not exceeding twenty-five rupees to be imposed in such bye-laws as a penalty for such offence.

Penalty for breach of bye-laws.

XXII. The Corporation shall have the like power of making and enforcing rules and regulations and of granting licenses with respect to all carriages using the tramways and to all drivers, conductors, and other persons having charge of or using the same as they are for the time being entitled to make, enforce, and grant with respect to hackney carriages and the drivers and other persons having charge thereof.

Power to Corporation to license drivers, conductors, &c.

না দিয়া, কোন ব্যক্তি ট্রামওয়ে দিয়া ঐ মাল পাঠাইলে তাঁহার তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধ নিমিত্ত ৫০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং যে গাঁটরি প্রভৃতির মধ্যে আশঙ্কাজনক বা দুর্গন্ধজনক মাল আছে বলিয়া সন্দেহ হয় গ্রান্টীরা তাহা লইতে অস্বীকার করিতে পারিবেন, কিম্বা তথ্যনির্ণয়ার্থে তাহা খুলিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। সাধারণের সুবিধা ও নির্ব্বিঘ্নতা জন্য যেরূপ বিধান করা আবশ্যক হয় সমবায়িত সমাজ বিশেষ সাধারণ সভা করিয়া গাড়ীর বেগ, আরোহিদের সংখ্যা ও ট্রামওয়ে ব্যবহার করিবার প্রণালী সম্বন্ধে সময়ে২ তদ্রূপ বিধান করিতে পারিবেন।

সমবায়িত সমাজের উপবিধির কথা।

গ্রান্টীরা সময়ে২ পশ্চাল্লিখিত বিষয়ের বিধান করিতে পারিবেন,

গ্রান্টীদের কোন২ বিষয়ের বিধান করিতে পারিবার কথা।

কোন গাড়ীর মধ্যে কি উপরে কিম্বা তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের মধ্যে বা পার্শ্বে মলমূত্র ত্যাগ নিবারণের; ও

তাঁহাদের গাড়ীর মধ্যে বা উপরে গমনাগমন নিয়মিত করণের।

এবং উক্ত বিধান ভাল করিয়া পালন করাইবার নিমিত্ত সমবায়িত সমাজ ও গ্রান্টীরা, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমোদন অপেক্ষায় পূর্ব্বোক্ত সকল কি কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত উপবিধি প্রণয়ন করিতে এবং সময়ে২ ঐ উপবিধি রহিত বা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন উপবিধি করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত উপবিধি এই আইনের কিম্বা কলিকাতা নগরে যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তাহার বিধানের বিরুদ্ধ হইবে না।

এই আইনের বিধানমতে যে কোন উপবিধি প্রণীত হয়, সমবায়িত সমাজ তাহার নোটিস কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

২১ ধারা। কোন ব্যক্তি পূর্ব্বধারার বিধানমতে প্রণীত কোন উপবিধি উল্লঙ্ঘন করিলে উক্ত উপবিধিতে তদ্রূপ কোন অপরাধের নিমিত্ত ২৫৲ টাকার অনধিক যত অর্থদণ্ড নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহার প্রত্যেক অপরাধে তত অর্থদণ্ড হইবে।

উপবিধি উল্লঙ্ঘনের দণ্ডের কথা।

২২ ধারা। ছকড়া গাড়ীর সম্বন্ধে ও তাহা যে গাড়ওয়ান ও অন্য ব্যক্তিদের জিম্মায় থাকে তাহাদের সম্বন্ধে সমবায়িত সমাজ যৎকালে যেরূপ বিধি ও বিধান প্রণয়ন ও প্রবল করিতে ও যেরূপ লাইসেন্স দিতে পারেন, ট্রামওয়ের গাড়ীসম্বন্ধে ও তাহার ভারপ্রাপ্ত বা ব্যবহারকারি গাড়ওয়ান ও চালক প্রভৃতিদের সম্বন্ধে তদ্রূপ বিধি ও বিধান প্রণয়ন ও প্রবল করিতে ও তদ্রূপ লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

গাড়ওয়ান ও চালক প্রভৃতিকে সমবায়িত সমাজের লাইসেন্স দিবার কথা।

XXIII. All fares, penalties, forfeitures, and charges under this Act or under any bye law made in pursuance of this Act may be recovered and enforced before a Presidency Magistrate by a summary proceeding; and in default of payment of such fare, penalty, forfeiture, or charge the same may be levied under the warrant of such Magistrate by distress and sale of the goods of such offender, with all such powers for the issuing of such warrant and upon the return thereof as are exercised by a Presidency Magistrate under Act IV of 1877.

Penalties how to be recovered.

XXIV. The Grantees shall be answerable for all accidents, damages, and injuries happening through their act or default, or through the act or default of any person in their employment by reason or in consequence of any of their works or carriages, and shall save harmless the Corporation and their officers and servants from all damages and costs in respect of such accidents, damages, and injuries.

Grantees to be responsible for all damages.

XXV. Nothing in this Act shall limit the powers of the Corporation or the police to regulate the passage of any traffic along, or across any road along, or across which any tramways are laid down, and such Corporation or police may exercise their authority as well on as off the tramway, and with respect as well to the traffic of the Grantees as to the traffic of other persons.

Power for the Corporation and police to regulate traffic on roads.

XXVI. Nothing in this Act shall be construed to prevent the Corporation, or the Oriental Gas Company, Limited, in the exercise of the powers conferred upon them under Act V of 1857, from opening, breaking up, widening, altering, diverting, or improving any of the roads traversed by the said tramways for the purposes for which they may now lawfully open, break up, widen, alter, divert, or improve the same: Provided always

Reservation of power over roads.

(1) that they shall cause as little detriment or inconvenience to the Grantees as circumstances admit;

(2) that they may (if absolutely necessary but not otherwise) order the temporary stoppage of traffic on the said Tramways or any of them on giving twenty-four hours' previous notice in writing to the said Grantees;

২৩ ধারা। এই আইনমত কিম্বা এই আইনক্রমে প্রণীত উপবিধিমতে সমুদয় ভাড়া ও দণ্ড ও অর্থদণ্ড ও খরচ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সরাসরী প্রণালীমতে আদায় ও বলবৎ করা যাইতে পারিবে; এবং উক্ত ভাড়া বা দণ্ড বা অর্থদণ্ড বা খরচ না দেওয়া গেলে, তাহা উক্ত মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্টমতে অপরাধির মাল ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা আদায় করা যাইতে পারিবে, ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ১৮৭৭ সালের ৪ আইনমতে ওয়ারেণ্ট দিবার ও তাহা ফিরিয়া আসিবার সম্বন্ধে যে সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন, সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন।

অর্থদণ্ড যেরূপ আদায় করিতে হইবে, তাহার কথা।

২৪ ধারা। গ্রাণ্টীদের কার্য্যে বা ত্রুটিতে কিম্বা তাঁহাদের কোন কার্য্যের বা গাড়ির দোষবশতঃ তাঁহাদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কার্য্যে বা ত্রুটিতে যেসকল দুর্ঘটনা বা হানি বা ক্ষতি হয়, তাঁহারা তৎসমুদয়ের জন্য দায়ী হইবেন, এবং ঐ সকল দুর্ঘটনা ও হানি ও ক্ষতি সম্পর্কীয় সমুদয় ক্ষতিপূরণ ও খরচা হইতে সমবায়িত সমাজ ও তদীয় কর্ম্মচারি ও চাকরদিগকে নিষ্কণ্টকে রক্ষা করিবেন।

হানিজন্য গ্রাণ্টীদের দায়ী হইবার কথা।

২৫ ধারা। যে রাস্তা দিয়া কি পার হইয়া কোন ট্রামওয়ে গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া কি পার হইয়া বাণিজ্য দ্রব্যজাতের গমনাগমন নিয়মিত করিবার নিমিত্ত সমবায়িত সমাজের বা পোলীসের যে ক্ষমতা আছে, এই আইনের কোন কথায় সেই ক্ষমতা সঙ্কোচ করা যাইবে না, এবং উক্ত সমবায়িত সমাজ বা পোলীস ট্রামওয়েয়ের উপরই হউক বা পার্শ্বেই হউক, এবং গ্রাণ্টীদের বাণিজ্য সম্পর্কেই হউক কি অন্য লোকের বাণিজ্যসম্পর্কে হউক আপনাদের ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সমবায়িত সমাজের ও পোলীসের রাস্তার বাণিজ্য নিয়মিত করিতে পারিবার কথা।

২৬ ধারা। ট্রামওয়ে যেই রাস্তা দিয়া যায় ১৮৫৭ সালের ৫ আইনমতে তদ্রূপ কোন রাস্তা খুঁড়িবার, বা ভাঙ্গিবার বা চৌড়া করিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার বা ভিন্নদিকে লইয়া যাইবার বা ভাল করিবার যে ক্ষমতা সমবায়িত সমাজের বা ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানির প্রতি অর্পিত আছে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া এক্ষণে আইনমতে তাঁহারা যে প্রকারে রাস্তা খুঁড়িতে বা ভাঙ্গিতে বা চৌড়া করিতে বা পরিবর্ত্তন করিতে বা ভিন্ন দিকে লইয়া যাইতে বা ভাল করিতে পারেন, এই আইনের কোন কথায় তাহার বাধা হইবে না। কিন্তু

রাস্তার উপর ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

(১) অবস্থানুসারে গ্রাণ্টীদের যত কম ক্ষতি ও অসুবিধা করিলে চলে তত কম ক্ষতি ও অসুবিধা করিবেন:

(২) নিতান্ত আবশ্যক হইলে, (স্থলান্তরে নহে) তাঁহারা চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে উক্ত গ্রাণ্টীদিগকে নোটিস দিয়া উক্ত ট্রামওয়ে সমূহের বা কোন ট্রামওয়েয়ের বাণিজ্য কিয়ৎকাল বন্ধ করিতে পারিবেন;

(3) that before they commence any work, whereby the traffic on the tramway will be interrupted, they shall (except in cases of urgency, in which cases no notice shall be necessary) give to the Grantees notice of their intention to commence such work, specifying the time at which they will begin to do so; such notice to be given eighteen hours at least before the commencement of the work;

(4) that in the event of their so interfering with or stopping the running of any tramway under this section, an abatement proportioned to the length of road over which and time during which running is stopped, shall be made from the rent hereinbefore reserved and payable by the said Grantees;

(5) that any alteration of the position of any of the tramways, or the making good of any injury or damage that may be occasioned thereto by reason of such widening, alteration, or improvement, shall be executed by the Grantees at the expense of the Corporation.

Corporation to have right of purchasing tramways after 21 years.

XXVII. The Corporation shall have the right of purchasing the said tramways with the plant, buildings, stores, rolling stock, and every thing connected therewith upon the expiration of 21 years from the commencement of this Act, upon declaring its intention so to do in writing not less than six months before the expiration of the said 21 years, and shall have a renewed right of purchase at the end of every seven years after the expiration of the said 21 years upon similar notice being given, and the consideration for such purchase shall be a cash payment of one and two-fifths of the amount of the invested capital of the said Grantees, or securities of the Government of India, or securities the interest whereon shall have been guaranteed by the Secretary of State for India in Council, or debentures of the Corporation of such amount as to produce, at the rate of interest current on such securities, seven per cent. per annum on the amount of the said invested capital; and if the consideration for such purchase shall be given in such securities as aforesaid, the said Grantees shall be entitled to have in addition a first mortgage of all the property, assets, and profits of the tramway or tramways which shall have been purchased from them.

Grantees may sell their rights and powers to other persons.

XXVIII. At any time the Grantees may sell the undertaking to any person, corporation, or company (subject nevertheless to the provisions of the said agreement or such of

(৩) ট্রামওয়ের বাণিজ্যের যদ্দ্বারা প্রতিবন্ধকতা হয়, এরূপ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যে সময়ে কার্য্যারম্ভ করিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিবার অভিপ্রায়ের নোটিস গ্রান্টীদিগকে দিবেন; কার্য্যারম্ভের অন্যূন ১৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ নোটিস দিতে হইবে। কিন্তু অত্যাবশ্যক স্থলে কোন নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

(৪) এই ধারামতে তাঁহারা ট্রামওয়ের গাড়ী চলিবার প্রতিবন্ধকতা করিলে বা তাহা চালান বন্ধ করিয়া দিলে, যে পরিমাণ পথের উপর যত কাল গাড়ী চলা বন্ধ থাকে, উক্ত গ্রান্টীদের দেয় বলিয়া পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট খাজানা তদনুসারে কম করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৫) উক্ত রূপে রাস্তা চৌড়া কি পরিবর্দ্ধিত কি ভাল করিতে যাওয়াতে কোন ট্রামওয়ের যদি স্থান পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় অথবা এরূপ কোন ক্ষতি বা হানি হয় যাহা পূরণ করা আবশ্যক, তবে সমবায়িত সমাজের খরচে গ্রান্টীরা ঐ পরিবর্ত্তন বা পূরণ করিবেন।

২১ বৎসর পরে সমবায়িত সমাজের ট্রামওয়ে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

২৭ ধারা। এই আইনের প্রচলনারম্ভ অবধি ২১ বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয় মাস পূর্ব্বে আপন অভিপ্রায় লিখিয়া ব্যক্ত করিলে, সমবায়িত সমাজ উক্ত ২১ বৎসরের পর ট্রামওয়ে তাহার সরঞ্জাম ও কোটাবাড়ী ও দ্রব্য সামগ্রী ও গাড়ী প্রভৃতি ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় দ্রব্য সমেত ক্রয় করিবার স্বত্ববান্ হইবেন, এবং উক্ত ২১ বৎসর গত হইলে পর পূর্ব্বোক্ত রূপ নোটিস দিয়া প্রতি সাত বৎসরের অন্তে পুনর্ব্বার তদ্রূপ স্বত্ববান্ হইবেন, এবং উক্ত গ্রান্টীদের যত প্রয়োজিত ধন থাকে উক্ত ক্রয়ের মূল্য নগদ দেওয়া গেলে তাহার ১⅖ গুণ হইবে; বা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিকুরিটী কিম্বা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত সেক্রেটরী সাহেব যাহার প্রতিভূ এরূপ সুদের সিকুরিটী কিম্বা সমবায়িত সমাজের ডিবেঞ্চর দেওয়া গেলে সুদের চলিত হারে প্রয়োজিত ধনের উপর বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা যাহাতে পাওয়া যায় তাহা সেই পরিমাণের করিয়া দিতে হইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত রূপ সিকুরিটী দ্বারা উক্ত ক্রয়ের মূল্য প্রদান করা গেলে, গ্রান্টীদের স্থানে যে বা যেং ট্রামওয়ে ক্রয় করা যায়, তাহার সম্পত্তির ও স্থিতির ও লাভের উপর অধিকন্তু উক্ত গ্রান্টীদের প্রথম বন্ধকের স্বত্ব থাকিবে।

অন্য ব্যক্তি দিগকে গ্রান্টীদের স্বত্ব ও ক্ষমতা বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

২৮ ধারা। উক্ত নিয়মপত্রের বিধান সমূহ মানিয়া কিম্বা তন্মধ্যে যে গুলি প্রচলিত থাকে সেই গুলি মানিয়া, যে কোনসময়ে গ্রান্টীরা এই বিষয় কোন ব্যক্তিকে কিম্বা সমবায়িত সমাজকে বা কোম্পানিকে বিক্রয় করিতে পারিবেন, এবং

them as shall be then subsisting) and when any such sale has been made, all the rights, powers, authorities, objections, and liabilities of the Grantees under the said agreement, and this act shall be transferred to, vested in, and may be exercised by and shall attach to the person, corporation, or company in whom the same has been sold in like manner as if such person, corporation, or company had been authorized to construct the tramways of the Grantees then already constructed and thereafter to be constructed instead of the Grantees.

SCHEDULE.

ARTICLES OF AGREEMENT made this second day of October 1879, BETWEEN THE CORPORATION OF THE TOWN OF CALCUTTA incorporated under Act IV of 1876 of the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, hereinafter called the said Corporation of the one part, and DILLWYN PARRISH and ALFRED PARRISH, both of London, and ROBINSON SOUTTAR, of Liverpool, hereinafter called the said Grantees of the other part. WHEREAS the said Corporation have, subject to confirmation thereof by the Government of Bengal, and to the recognition of this agreement by an Act of the Bengal Legislature, agreed to grant to the said Grantees the right to construct, maintain, and use a tramway or tramways in Calcutta, upon the terms and conditions hereinafter contained, NOW THESE PRESENTS WITNESS that in consideration of the covenants and agreements hereinafter contained and on the part of the said Corporation to be performed, the said Grantees for themselves, their heirs, executors, administrators, and assigns do and each of them for himself, his heirs, executors, administrators, and assigns doth covenant with the said Corporation, so far as the covenants and agreements hereinafter contained are to be performed by the said Grantees and their heirs, executors, administrators, and assigns, and the said Corporation for and in consideration of the covenants and agreements hereinafter contained and on the part of the said Grantees and their heirs, executors, administrators, and assigns to be performed, do hereby covenant with the said Grantees and their heirs, executors, administrators, and assigns so far as the covenants and agreement hereinafter contained are to be performed by the said Corporation in manner following, that is to say—

1. The said Corporation grant to the said Grantees and their heirs, executors, administrators, and assigns all which persons are hereinafter included in the words "the said Grantees" the

তদ্রূপ বিক্রয় হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা সমবায়িত সমাজ বা কোম্পানি তৎকাল পর্য্যন্ত গ্রান্টীদের কৃত ও ভবিষ্যতে করণীয় ট্রামওয়ে গ্রান্টীদের পরিবর্ত্তে প্রস্তুত করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যেরূপ হইত উক্ত নিয়মপত্র ও এই আইনমত গ্রান্টীদের সমুদয় স্বত্ব ও ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব ও আপত্তি ও দায় যে ব্যক্তি বা সমবায়িত সমাজ বা কোম্পানির স্থানে বিক্রীত হইয়াছে তাঁহাদের প্রতি যাইবা বর্ত্তিবে ও তাঁহারা তৎক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন ও তদ্যুক্ত হইবেন।

তফসীল।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৭৬ সালের ৪ আইনমতে সমবায়িত কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ (পরে উক্ত সমবায়িত সমাজ বলিয়া যাঁহারা অভিহিত হইয়াছেন) এক পক্ষ এবং লণ্ডনের শ্রীযুত ডিলউইন পারিশ ও শ্রীযুত আলফেড পারিশ সাহেব ও লিবরপুলের শ্রীযুত রাবিন্সন সুটার সাহেব (যাঁহারা পরে উক্ত গ্রান্টী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন) অপর পক্ষ, এই উভয়ের মধ্যে অদ্য ১৮৭৯ সালের ২ অক্টোবর তারিখে যে নিয়মপত্র হয় তাহার নিয়মাবলী। উক্ত সমবায়িত সমাজ বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের ও আইন দ্বারা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক এই নিয়মপত্র গ্রাহ্য করণের নিয়মাধীনে উক্ত গ্রান্টীদিগকে পশ্চাল্লিখিত শর্ত্ত ও নিয়ম ক্রমে কলিকাতায় এক বা একাধিক ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা ও ব্যবহার করিবার স্বত্ব প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে উক্ত সমবায়িত সমাজ পশ্চাল্লিখিত নিয়ম ও করার পালন করিবেন এই প্রবৃত্তির উপলক্ষে উক্ত গ্রান্টীরা আপনাদের পক্ষে ও আপনাদের উত্তরাধিকারী ও অছি ও ধনাধ্যক্ষ ও আসৈনী বা প্রতিনিধিদের পক্ষে ও প্রত্যেকে আপনার পক্ষে ও আপন ২ উত্তরাধিকারী ও অছি ও ধনাধ্যক্ষ ও আসৈনীদের পক্ষে পশ্চাল্লিখিত নিয়ম ও করার যত দূর পালন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে সমবায়িত সমাজের সহিত এই ২ নিয়ম করিতেছেন, এবং উক্ত গ্রান্টীরা ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ও অছি ও ধনাধ্যক্ষ ও আসৈনীরা পশ্চাল্লিখিত নিয়ম ও করার পালন করিবেন এই প্রবৃত্তির উপলক্ষে উক্ত সমবায়িত সমাজের পক্ষে যত দূর পশ্চাল্লিখিত নিয়ম ও করার পালন করিতে হইবে উক্ত সমবায়িত সমাজ উক্ত গ্রান্টীদের ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ও অছি ও ধনাধ্যক্ষ ও আসৈনীদের সহিত তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত প্রকারের এই ২ নিয়ম করিতেছেন, অর্থাৎ,

১।—উক্ত সমবায়িত সমাজ গ্রান্টীদিগকে ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ও অছি ও ধনাধ্যক্ষ ও আসৈনীদিগকে (এই সকল ব্যক্তিই পরে "উক্ত গ্রান্টী" শব্দে গণ্য হইবেন) নিম্নলিখিত পথ দিয়া এবং অন্যান্য যে

right to construct, maintain, and use a tramway or tramways with single or double lines and with all necessary sidings, turnouts, connections, and lines of whatever nature which may be required to connect the said tramway or tramways with the depôts of the said Grantees (but in the case of sidings and turnouts, only in such places as the said Corporation may sanction), on the following routes and between such other places and by such other routes as may be hereafter approved of by the said Corporation :

1st.—A circular tramway passing round Fairlie Place, Strand Road, Koila Ghat Street, and Clive Street.

2nd.—Tramway No. 1, commencing at the junction of Cornwallis Street and Circular Road and passing along Cornwallis Street, College Street, Colootollah Street, Canning Street, Clive Row and Clive Street, effecting a double junction with the Circular Tramway at Fairlie Place.

3rd.—Tramway No. 2, passing along Upper Chitpore Road to its junction with Canning Street where it joins Tramway No. 1.

4th.—Tramway No. 3, passing along Bow Bazar Street, Lall Bazar Street, and Dalhousie Square, effecting a double junction with the Circular Tramway in Clive Street.

5th.—Tramway No. 4, commencing near Sobha Bazar Street and passing along Strand Road to Somerset Buildings, where it terminates.

6th.—Tramway No. 5, commencing in the Circular Road at the end of Dhurrumtola Street and passing along Dhurrumtola Street, Esplanade Row, Old Court House Street, and Dalhousie Square, effecting a double junction with the Circular Tramway at Koila Ghat Street.

7th.—Tramway No. 6, commencing in the Circular Road at the end of Elliott's Road, and passing along Elliott's Road and Wellesley Street and joining Tramway No. 5 in Dhurrumtola and Tramway No. 1 in College Street.

8th.—Tramway No. 7, passing along Chowringhee and joining Tramway No. 5 at Dhurrumtola Road, with a connecting line along Bentinck Street and Chitpore Road to Tramway No. 2.

Provided that without the special sanction of the Corporation (Commissioners in Special General Meeting), there shall not be a double line in the following places :—

In Tramway No. 1, Colootollah Street.
Do. No. 2, the whole.
Do. No. 6, Elliott's Road.
Do. No. 7, the connecting line.

স্থান ও পথ ভবিষ্যতে উক্ত সমবায়িত সমাজ অনুমোদন করেন সেইং স্থানের মধ্যে সেইং পথ দিয়া এক বা একাধিক ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা ও ব্যবহার করিবার স্বত্ব প্রদান করিতেছেন। ঐ ট্রামওয়ের এক কি ডবল লাইন ও সমুদয় আবশ্যক পার্শ্বপথ ও ঘুরাইবার পথ ও সংযোগস্থল এবং উক্ত গ্রাণ্টীদের ডেপোর সহিত ট্রামওয়ে সংযোগ করিতে যে প্রকারের যত লাইনের প্রয়োজন হয় তৎসমুদয় থাকিবে; কিন্তু উক্ত সমবায়িত সমাজ যেং স্থানের অনুমোদন করেন, কেবল সেইং স্থানে পার্শ্বপথ ও ঘুরাইবার পথ থাকিতে পারিবে।

(১)—সরকুলর ট্রামওয়ে ফেয়রলি প্লেস ও ষ্ট্রাণ্ড রোর্ড ও কয়লাঘাট ষ্ট্রীট ও ক্লাইব ষ্ট্রীট ঘুরিয়া যাইবে।

(২)—১ নং ট্রামওয়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও সরকুলর রোডের সংযোগস্থলে আরম্ভ হইয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও কালেজ ষ্ট্রীট ও কলুটোলা ষ্ট্রীট ও ক্যানিং ষ্ট্রীট ও ক্লাইব রো ও ক্লাইব ষ্ট্রীট দিয়া গিয়া ফেয়রলি প্লেসে সরকুলর ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

(৩)—২নং ট্রামওয়ে উত্তর চিৎপুর রোড দিয়া গিয়া উক্ত রোড ও ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে ১ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে।

(৪)—৩ নং ট্রামওয়ে বহুবাজার ষ্ট্রীট ও লাল বাজার ষ্ট্রীট ও ডালহৌসী স্কয়ার দিয়া গিয়া ক্লাইব ষ্ট্রীটে সরকুলর ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

(৫)—৪ নং ট্রামওয়ে সভাবাজার ষ্ট্রীটের নিকটে আরম্ভ হইয়া ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া সমরসেট বিলডিং পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইবে।

(৬)—৫ নং ট্রামওয়ে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের প্রান্তে সরকুলর রোডে আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও এস্প্লানেড রো ও পুরাতন কোর্ট হৌস ষ্ট্রীট ও ডালহৌসী স্কয়ার দিয়া গিয়া কয়লা ঘাট ষ্ট্রীটে সরকুলর ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

(৭)—৬নং ট্রামওয়ে ইলিয়ট রোডের প্রান্তে সরকুলর রোডে আরম্ভ হইয়া ইলিয়ট রোড ও ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট দিয়া গিয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ৫ নং ট্রামওয়ের সহিত ও কালেজ ষ্ট্রীটে ১ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে।

(৮)—৭ নং ট্রামওয়ে চৌরঙ্গী দিয়া গিয়া ধর্ম্মতলা রোডে ৫ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে, ও তাহার এক লাইন বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোড দিয়া গিয়া ২ নং ট্রামওয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে।

কিন্তু কমিশ্যনরদের বিশেষ সাধারণ সভা হইয়া সমবায়িত সমাজের বিশেষ অনুমতি না হইলে, পশ্চাল্লিখিত স্থানে ডবল লাইন করা যাইবে না:—

১ নং ট্রামওয়ের মধ্যে কলুটোলা ষ্ট্রীটে।
২ নং ট্রামওয়ের কোন স্থানে।
৬ নং ট্রামওয়ের মধ্যে, ইলিয়ট রোডে।
৭ নং ট্রামওয়ের মধ্যে, সংযোগকারী লাইনে।

These lines are particularly delineated on a plan accompanying this agreement, and signed by the Engineer to the Corporation and one of the said Grantees.

2. The said Grantees shall, moreover (subject to Clauses 3 and 4), have the exclusive right of laying, constructing, maintaining, and using a Tramway or Tramways within the limits of the Calcutta Municipality on the terms contained in these presents. Provided always that if the said Grantees shall at any time or times refuse or neglect for three months to accept any proposal by the said Corporation for the construction, maintenance, and use of any Tramway or Tramways other than those mentioned in Clause 1 which the said Corporation may consider necessary or desirable, it shall be lawful for the said Corporation to employ any other person or Company for the purposes aforesaid or any of them, and to make such arrangements as they may think proper independently of the said Grantees.

3. The said Grantees shall construct in such a manner as to be available for use at least six miles of the tramways mentioned in Clause 1 within three years from the passing of the necessary Act by the Legislature, and they shall, before the expiration of the fourth year, give notice in writing to the said Corporation of the lines they intend to construct during the fifth year, and failing the observance by the said Grantees of the terms of this Clause, it shall be lawful for the said Corporation to withdraw and cancel the concessions and rights granted by these presents to the said Grantees as regards the lines remaining unconstructed.

4. If the Grantees shall, at the expiration of five years from the date of commencement of this contract, have left any one or more of the lines hereinbefore in Clause 1 specified unconstructed, and if the said Corporation shall not have exercised the rights conferred on them by Clause 3, the said Corporation may call upon the said Grantees to construct the line or lines, and if the said Grantees do not construct the line or lines within twelve calendar months after receiving such formal notice, then their powers granted in this concession shall, so far as relates to that line, cease, and the said Corporation may make arrangements with other persons for the construction of the same and in such last-mentioned case, the other parties, to whom the said concession or any contract shall be granted, shall have the privilege of running round the circle to be constructed by the said Grantees

এই নিয়মপত্রের সঙ্গে যে নক্সা আছে ও যাহাতে সম্বাদিত সমাজের ইঞ্জিনিয়রের ও উক্ত গ্রাণ্টীদের এক জনের স্বাক্ষর আছে, তাহাতে এই সকল লাইন বিশেষরূপে অঙ্কিত আছে।

২। আর উক্ত গ্রাণ্টীরা ৩ ও ৪ ধারার বিধান মানিয়া এই দলীলের শর্ত্ত অনুসারে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থানে এক বা একাধিক ট্রামওয়ে বসাইবার ও প্রস্তুত ও রক্ষা ও ব্যবহার করিবার অনন্যসাধারণ স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু ১ ধারার উল্লিখিত ট্রামওয়ে ভিন্ন অন্য যে বা যেং ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা সম্বাদিত সমাজ আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করেন, যদি উক্ত গ্রাণ্টীরা কোন সময়ে তদ্রূপ কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা ও ব্যবহার করণার্থ উক্ত সম্বাদিত সমাজের কোন প্রস্তাব তিন মাস মধ্যে গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে উক্ত সম্বাদিত সমাজ পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কি কোন কার্য্য নিমিত্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে কি কোম্পানিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং উক্ত গ্রাণ্টীদিগকে ছাড়িয়া যেরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

৩। ব্যবস্থাপক সভা আবশ্যক আইন বিধিবদ্ধ করিলে পর তিন বৎসর মধ্যে উক্ত গ্রাণ্টীরা ১ ধারার উল্লিখিত ট্রামওয়ে সমূহের অন্যূন ছয় মাইল ব্যবহারোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিবেন, এবং চতুর্থ বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা পঞ্চম বৎসরে যেং লাইন প্রস্তুত করিতে চাহেন তাহার লিখিত নোটিস উক্ত সম্বাদিত সমাজকে দিবেন; এবং উক্ত গ্রাণ্টীরা এই ধারার শর্ত্ত অনুসারে কার্য্য না করিলে, যেং লাইন প্রস্তুত হইতে বাকী থাকে সেইং লাইন সম্বন্ধে উক্ত গ্রাণ্টীদিগকে এই দলীলে যে সকল অধিকার ও স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে উক্ত সম্বাদিত সমাজ তৎসমুদয় উঠাইয়া লইতে ও রহিত করিতে পারিবেন।

৪ এই চুক্তির তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর গত হইলেও, যদি গ্রাণ্টীরা ১ ধারায় নির্দ্দিষ্ট কোন এক বা একাধিক লাইন প্রস্তুত করিতে বাকী রাখেন, এবং যদি উক্ত সম্বাদিত সমাজ ৩ ধারামত স্বত্বানুসারে কার্য্য না করিয়া থাকেন, তবে উক্ত সম্বাদিত সমাজ ঐ লাইন বা লাইন গুলি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত গ্রাণ্টীদের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন। তদ্রূপ রীতিমত নোটিস পাইলেও যদি উক্ত গ্রাণ্টীরা দ্বাদশ মাস মধ্যে ঐ লাইন বা লাইনগুলি প্রস্তুত না করেন, তবে এই অধিকার দানপত্রে তাঁহাদিগকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ঐ লাইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে ততদূর রহিত হইবে; এবং উক্ত সম্বাদিত সমাজ তাহা প্রস্তুত করণার্থে অন্য লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। তাহা করিলে, অন্য যে লোকদিগকে উক্ত অধিকার বা চুক্তিপত্র দেওয়া যায়, তাঁহারা কয়লাঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্রাণ্ড রোড ও কেয়রলি প্লেস ও ক্লাইব ষ্ট্রীট দিয়া গামী উক্ত গ্রাণ্টীদের নির্ম্মিত চক্র ঘুরিয়া বিনা মাসুলে গাড়ী চালাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন; এবং উক্ত গ্রাণ্টীরা পূর্ব্বধারায় নির্দ্দিষ্ট ছয় মাইল ট্রামওয়ে

viz. by way of Koila Ghat Street, Strand Road, Fairlie Place, and Clive Street free of toll, and in the event of the said Grantees having failed to construct the six miles of tramway provided for in the preceding Clause, such other parties as last aforesaid shall have a like privilege of running over any part of any of the Tramways No. 1 to No. 7 above-mentioned in part constructed by the Grantees to any other part of the same tramway which may have been constructed by the said other parties. Provided always that in the exercise of these privileges, they shall not interfere with or obstruct the traffic of the said Grantees, and shall conform to such rules for the regulation of that traffic as may be drawn out by the said Grantees and approved of by the said Corporation. Provided also that it shall not be lawful for the said other parties to both take up and set down the same passenger on the said Grantees' lines. Provided also that if the said Grantees shall offer any obstruction or fail to afford reasonable facilities, to enable the said parties to whom any concession or contract shall be made or given as aforesaid to exercise the privilege of using the lines of the said Grantees as aforesaid, it shall be lawful for the said Corporation forthwith to make such rules with reasonable penalties for the breach thereof as they may think advisable for the purpose of regulating the use of the said lines and the traffic thereon.

প্রস্তুত না করিলে, পূর্ব্বোক্ত ঐ অন্য লোকে অংশত গ্রাণ্টীদের নির্ম্মিত পূর্ব্বোক্ত ১ নং অবধি ৭ নং পর্য্যন্ত ট্রামওয়ের কোনটীর কোন অংশের উপর দিয়া উক্ত অন্য লোকদের নির্ম্মিত ঐ ট্রামওয়ের অন্য অংশ পর্য্যন্ত উক্তরূপ গাড়ী চালাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু উক্ত অধিকারমতে কার্য্য করিবার সময়ে তাঁহারা উক্ত গ্রাণ্টীদের বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিরোধ করিবেন না, এবং বাণিজ্য নিয়মিত করণার্থে উক্ত গ্রাণ্টীদের প্রণীত ও উক্ত সমবায়িত সমাজের অনুমোদিত যেবিধি থাকে তদনুসারে চলিবেন। পরন্তু ঐ অন্য পক্ষ উক্ত গ্রাণ্টীদের লাইনের উপর একই আরোহিকে তুলিয়া লইতে ও নামাইয়া দিতে পারিবেন না। আর পূর্ব্বোক্তমতে যাহাদিগকে অধিকার বা চুক্তিপত্র দেওয়া হইয়াছে উক্ত গ্রাণ্টীরা তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপে ঐ গ্রাণ্টীদের লাইন ব্যবহার করিবার অধিকারমতে কার্য্য করিতে পারিবার নিমিত্ত যুক্তিমত সুবিধা করিয়া না দিলে বা বাধা দিলে, উক্ত লাইন ব্যবহার ও তদুপরি বাণিজ্য নিয়মিত করণার্থে উক্ত সমবায়িত সমাজযদ্রূপ বিহিত বোধ করেন উল্লংঘনের যুক্তিসিদ্ধ দণ্ডসহ তদ্রূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

5. Any Tramway or Tramways to be constructed under this agreement shall be constructed on the metre gauge of 3′ 3⅜″ or on such other gauge not exceeding 4′ 8½″ as may be mutually agreed upon, and especially the rails shall be laid and maintained in such manner that the uppermost surface of the rails shall be on a level with the surface of the road, and before the work of construction is begun, the drawings and specification, showing the proposed construction of each Tramway, shall be submitted to the said Corporation and be approved by them, and the cars and carriages intended to run on the said Tramways shall also be such as shall have been approved of by the Corporation.

৫। এই নিয়ম পত্র মতে যে বা যে২ ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা ৩ ফুট ৩⅜ ইঞ্চি মিটর গেজের মাপে অথবা উভয়ের সম্মতিক্রমে ৪ ফুট ৮½ ইঞ্চির অনধিক অন্য কোন গেজের মাপে প্রস্তুত করা যাইবে। বিশেষ এই যে রেল গুলি এরূপে বসাইতে ও রাখিতে হইবে যে রেলের উপরিভাগ রাস্তার সমান উচ্চ হয়; এবং প্রস্তুত করণ কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ট্রামওয়ে যেরূপে প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হয় তাহার নকশা ও বিশেষ বিবরণপত্র উক্ত সমবায়িত সমাজের নিকটে পাঠাইয়া তাঁহাদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে, এবং উক্ত ট্রামওয়ের উপর দিয়া যে সকল মালের বা আরোহিদের গাড়ী চালাইবার কল্পনা থাকে তৎ সমুদয়ও সমবায়িত সমাজের অনুমোদিত হইবে।

6. If the said Corporation shall hereafter alter the level of any street or road along or across which any Tramway by this agreement authorized is laid, or authorized to be laid, the Grantees shall alter, or (as the case may be) lay their rails, so that the uppermost surface thereof shall be on a level with the surface of the road so altered. Provided always that any such alter-

৬। এই নিয়মপত্রমত কোন ট্রামওয়ে যে রাস্তা বা পথ দিয়া ব পার হইয়া যায় উক্ত সমবায়িত সমাজ ভবিষ্যতে তাহার মাটামমত উচ্চতা পরিবর্ত্তন করিলে, উক্ত গ্রাণ্টীরা তাঁহাদের রেলগুলি এরূপে পরিবর্ত্তন করিবেন কিম্বা (স্থানবিশেষে) বসাইবেন যেন ঐ রেলের উপরিভাগ পরিবর্ত্তিত পথের সমান উচ্চ হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন এইরূপে করিতে হইবে যে নির্ব্বিঘ্নে ও সুবিধামতে উক্ত ট্রামওয়ের কার্য্য চলিবার যত কা

ation as aforesaid shall be so made as to interfere as little as possible with the safe and convenient working of the said Tramways, and in any case so as not to stop or prevent the free use and working thereof.

হইতে পারে ততকম প্রতিবন্ধকতা হয়, এবং কোন স্থলেই অবাধে তাহার ব্যবহার হওয়া বা গাধা চলা বন্ধ বা নিবারিত না হয়।

7. The cars and carriages of the said Grantees on the tracks of the said Tramways shall be worked with such power, animal or mechanical, as the said Grantees may think suitable. Provided that no steam carriages may be used without the special consent of the Corporation (Commissioners in Special General Meeting), and provided also that the said Corporation (Commissioners in Special General Meeting), shall have power at all times to make such regulations as to the rate of speed, number of passengers, and mode of use of the said tracks, as the convenience and safety of the public using the streets may require.

৭। উক্ত গ্রান্টীরা যেরূপ উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তদ্রূপ জন্তু বা যন্ত্রদ্বারা উক্ত ট্রামওয়ের পথের উপর দিয়া উক্ত গ্রান্টীদের মালের ও আরোহীদের গাড়ি চালান যাইবে। কিন্তু কমিশনরদের বিশেষ সাধারণ সভা হইয়া সমবায়িত সমাজের বিশেষ অনুমতি বিনা কোন বাষ্পীয় শকট ব্যবহৃত হইবে না এবং কমিশনরদের বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত সমবায়িত সমাজ রাস্তা ব্যবহারকারী সাধারণের সুবিধা ও নির্ব্বিঘ্নতা নিমিত্ত গাড়ীর বেগের ও আরোহিদের সংখ্যার ও উক্ত ট্রামওয়ে পথ যে প্রকারে ব্যবহার করিতে হইবে তাহার যেরূপ বিধান করা আবশ্যক হয় সকল সময়ে তদ্রূপ বিধান করিতে পারিবেন।

8. The sleepers, rails, materials, implements and erections placed and erected by the said Grantees or their assigns on the streets or roads under the powers hereby granted, shall be and remain the property of the said Grantees, but they shall not remove or displace the same or any of them or any part or parts thereof without the consent in writing of the said Corporation. No person other than the Grantees or persons authorized so to do under Clause 4 hereof, may use upon any Tramway or Tramways made under this agreement or under any agreement entered into under Clause 4 hereof, carriages with flanged wheels or other wheels suitable only to run on the prescribed rail.

৮। এতৎক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতামতে উক্ত গ্রান্টীরা বা তাঁহাদের আসৈনীরা রাস্তার কি পথের উপর যে স্লীপর ও রেল ও মালমসলা ও যন্ত্র ও গাঁথনী রাখেন বা প্রস্তুত করেন, তৎসমুদয় উক্ত গ্রান্টীদের সম্পত্তি হইবে ও থাকিবে, কিন্তু তাঁহারা উক্ত সমবায়িত সমাজের লিখিত সম্মতি বিনা তৎসমুদয় বা তাহার কোনটী বা তদংশ উঠাইয়া লইবেন না বা স্থানান্তরিত করিবেন না। গ্রান্টীগণ ভিন্ন ও ৪ ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন কোন ব্যক্তি এই নিয়মপত্রক্রমে কিম্বা ইহার ৪ ধারামতে কৃত নিয়মপত্রক্রমে নির্ম্মিত কোন ট্রামওয়ের বা ট্রামওয়ে সমূহের উপর ফ্লাঞ্জ হুইল-ওয়ালা গাড়ী অথবা কেবল নির্দ্ধারিত রেলের উপরে চলিবার উপযোগী চাকাবিশিষ্ট গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

9. The said Grantees or their assigns shall have power from time to time to fix the rates of fares for carrying persons and goods in the said cars or carriages, provided that the rate of fare for each person or parcel shall for any distance not over three miles not exceed three annas and shall not for any greater distance exceed the same proportion.

৯। উক্ত গ্রান্টীরা বা তাঁহাদের আসৈনীরা উক্ত মালের বা আরোহীদের গাড়িতে মাল বা আরোহিদিগকে লইয়া যাইবার ভাড়ার হার সময়ে২ ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তিন মাইলের অনধিক পথ হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির বা গাঁটরির ভাড়ার হার তিন আনার অধিক হইবে না এবং অধিক পথ হইলে উক্ত হিসাবের অধিক হার হইবে না।

10. The said Grantees may (for the purpose of constructing and maintaining any Tramways under this agreement), under such superintendence as is hereinafter specified, open and break up the soil and pavement of the several public or other streets (as defined in the Calcutta Municipal Consolidation Act, 1876), and bridges in the city of Calcutta, and therein lay sleepers and rails, and from time to time repair, alter or remove the same, and may, for the purposes aforesaid, remove and use all earth and materials in such streets and bridges and do in and on such

১০। উক্ত গ্রান্টীরা এই নিয়মপত্রমত কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করণার্থে নিম্ননির্দ্দিষ্ট তত্ত্বাবধারণাধীনে, কলিকাতার মুনিসিপল আইন সংগ্রহ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমত কয়েকটী সাধারণ ও অন্য রাস্তার ও কলিকাতা নগরের সাঁকোর জমী ও শান খুঁড়িতে ও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন ও তথায় স্লীপর ও রেল বসাইতে ও সময়ে২ তাহা পরিবর্ত্তন করিতে বা উঠাইয়া ফেলিতে পারিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসিদ্ধ নিমিত্ত উক্ত রাস্তার ও সাঁকোর সমুদয় মাটী ও মালমসলা উঠাইয়া লইতে বা ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে উক্ত ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করণার্থে সময়ে২ অন্য যে সকল

streets and bridges all other new, where they shall from time to time, as necessary for constructing and maintaining such Tramways subject to the following conditions :—

1st.—They shall give to the said Corporation notice in writing of their intention to open or break up any such street or bridge specifying the time at which they will begin to do so, and the portion of the road proposed to be opened or broken up; such notice to be given at least three days before the commencement of the work.

2nd.—They shall not open or break up or alter the level of any such street or bridge except under the superintendence and to the reasonable satisfaction of the Corporation, for which superintendence the Grantees or their assigns shall pay all reasonable expenses unless the Corporation neglect to give such superintendence at the time specified in the notice, or discontinue the same during the work.

3rd.—They shall not, without the consent of the said Corporation, open or break up at any one time a greater length than a quarter of a mile on any one line of Tramway.

4th.—They shall, with all convenient speed and in all cases within six weeks at the most, unless the said Corporation otherwise consent in writing, complete the work for which the said street or bridge shall be broken up and fill in the ground, and make good the surface, and, to the satisfaction of the said Corporation, restore the street or bridge to as good condition as that in which it was before it was opened or broken up, and clear away all surplus materials or rubbish occasioned thereby.

5th.—They shall make good all damage done to the gas and water-pipes and sewers whether belonging to the Corporation or to private individuals by the disturbance thereof.

6th.—They shall in the meantime, when such street or bridge is opened or broken up, cause it to be fenced and watched, and to be properly lighted at night.

11. The said Grantees shall, at their own expense at all times, maintain and keep in good condition and repair to the reasonable satisfaction of the said Corporation, the rails of which any of the Tramways shall for the time being consist and also, so much of any such street or bridge whereon any Tramway belonging to them is laid as lies between the rails of the Tramway, and in the case of double lines or turnouts or

কারিতে আবশ্যক বিবেচনা করেন তৎ সমুদয় কার্য্য ঐ রাস্তায় ও সাঁকোর মধ্যে বা উপরে করিতে পারিবেন —

১। তাঁহারা তদ্রূপ কোন রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস সমবায়িত সমাজকে দিবেন ; ঐ কার্য্য যে সময়ে তাঁহারা আরম্ভ করিবেন ও তাঁহারা রাস্তার যে অংশ খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করেন, উক্ত নোটিসে তাহা নির্দ্দেশ করিবেন ; কার্য্যারম্ভের অন্যূন তিন দিন পূর্ব্বে ঐ নোটিস দিতে হইবে।

২। সমবায়িত সমাজের তত্ত্বাবধান বিনা ও উক্ত সমাজের যুক্তিসিদ্ধ সন্তোষ না জন্মাইয়া তাঁহারা তদ্রূপ কোন রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবেন না বা ভাঙ্গিবেন না বা তাহার মাটীর উচ্চতা পরিবর্ত্তন করিবেন না। উক্ত তত্ত্বাবধান জন্য গ্রাণ্টীদের বা তাঁহাদের আসেনীদের সমুদয় যুক্তিসিদ্ধ খরচ দিতে হইবে। কিন্তু ঐ সমাজ নোটিস নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্তরূপ তত্ত্বাবধান করিতে উপেক্ষা করিলে, অথবা কার্য্য চলিবার সময়ে তাহা বন্ধ করিলে, গ্রাণ্টীদের ঐ খরচ দিতে হইবে না।

৩। তাঁহারা সমবায়িত সমাজের সম্মতি বিনা ট্রামওয়ের কোন এক লাইনে এককালীন এক মাইলের চতুর্থাংশের অধিক খুঁড়িবেন না বা ভাঙ্গিবেন না।

৪। সমবায়িত সমাজ অন্য প্রকারে লিখিত সম্মতি না দিলে, তাঁহারা যে কার্য্য নিমিত্ত উক্ত রাস্তা বা সাঁকো ভাঙ্গেন, সুবিধামত যত শীঘ্র হইতে পারে, এবং গৌণ কল্পে সর্ব্বস্থলে ছয় সপ্তাহের মধ্যে সেই কার্য্য সমাপ্ত করিবেন এবং জমী ভরাট করিয়া সমান করিয়া দিবেন, এবং রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থায় ছিল, সমবায়িত সমাজের সন্তোষমতে তাহার সেইরূপ অবস্থা করিয়া দিবেন এবং উক্ত কার্য্য জন্য যে সকল অতিরিক্ত দ্রব্য বা রাবিশ জন্মে তৎসমুদয় পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন।

৫। তাঁহারা সমবায়িত সমাজের বা সাধারণ ব্যক্তিদের গ্যাসের ও জলের নল ও নর্দ্দমা নাড়াচাড়া করাতে যে হানি হয় তাহা পূরণ করিবেন।

৬। তদ্রূপ রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলা গেলে, তাঁহারা তৎকালে তথায় বেড়া দেওয়াইয়া পাহারা দেওয়াইবেন ও রাত্রিকালে নিয়মিতরূপে আলোক দেওয়াইবেন।

১১। গ্রাণ্টীদের ট্রামওয়েতে যৎকালে যত রেল থাকে তৎ সমুদয়, এবং কোন ট্রামওয়ের রেলের মধ্যগত স্থানে কোন রাস্তার বা সাঁকোর যে অংশ পড়ে তাহা এবং ডবল লাইন বা ঘুরাইবার পথ বা পার্শ্ব পথ থাকিলে ট্রামওয়ের মধ্যগত স্থানে রাস্তার যে ভাগ পড়ে তাহা, এবং প্রত্যেক স্থলে উক্তরূপ কোন ট্রামওয়ের প্রত্যেক পার্শ্বে রেলের বাহিরে ১৮ ইঞ্চি স্থানের মধ্যে রাস্তার যে অংশ পড়ে তাহা, সমবায়িত সমাজের যাহাতে যুক্তিমত সন্তোষ জন্মে, সেই প্রকারে গ্রাণ্টীরা আপন

sidings, the portion of the road between the tramways, and in every case so much of the road as extends 18″ beyond the rails of and on each side of any such Tramway, and in the course of carrying out these repairs, it shall not be necessary to give notice thereof to the said Corporation.

12. In exercising the powers given to them by Clauses 10 or 11, the said Grantees shall arrange their work so as to afford the least possible obstruction to the ordinary traffic of the streets, and so as also to admit of as free and unrestricted entry at all times into the sewers through the man-holes and lamp-holes for the time being in use, as is possible under the circumstances, and also so as to enable proper repairs to be made to water or gas pipes by the direction of the Corporation.

13. If the said Grantees shall commit any breach of Clauses 10 or 11 or 12, it shall be lawful for the said Corporation in their discretion where such breach shall be in the execution of any work or repairs at any time after seven days' notice to the said Grantees themselves to do and execute such work or repairs, and the expense incurred by the said Corporation in so doing, including the cost of superintendence, shall be repaid to them by the said Grantees, together with interest at the rate of eight per cent. per annum, and the certificate of the Engineer of the said Corporation as to such cost shall be conclusive.

14. If any person or persons sustain any loss or damage by reason of any defect or want of repairs in any of the plant, rolling-stock or other properties of the said Grantees or by reason of any carelessness, neglect, or misconduct of their agents or servants in the management, construction or use of the said tramways or any portion thereof, or in the exercise of the powers given by Clauses 10 or 11, the same shall be made good by the said Grantees, and in the event of any suit being instituted against the said Corporation in respect of any of the matters hereinbefore mentioned, the said Grantees shall, within fourteen days from receipt of a notice thereof from the said Corporation, settle the same; but if the said Grantees choose to defend such suit, they shall be at liberty to do so upon their undertaking to indemnify the said Corporation against all losses, damages, and expenses in respect thereof: Provided always that if the said Grantees fail to settle such suit or to indemnify the said Corporation, as is hereinbefore provided, it shall be lawful for the said Corporation to settle

খরচে সকল সময়ে মেরামত করিয়া ভাল অবস্থায় রাখিবেন, এবং তদ্রূপ মেরামত করিবার সময়ে সমবায়িত সমাজে তাহার নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

১২। ১০ বা ১১ ধারামতে তাঁহাদের প্রতি যেং ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য করিবার সময় উক্ত গ্রান্টীরা আপনাদের কার্য্যের এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে রাস্তার নিয়মিত বাণিজ্যের অতিক্রম প্রতিবন্ধ কত। হয়, এবং যৎকালে যে মান হোল ও লাম্প হোল ব্যবহৃত হয় তাহা দিয়া অবস্থামত যত দূর সম্ভব হয় সকল সময়ে সহজে ও অবাধে নর্দ্দমার মধ্যে প্রবেশ করা যায়, এবং সমবায়িত সমাজের আদেশমতে জলের ও গ্যাসের নলের উপযুক্ত মেরামত করা যায়।

১৩। উক্ত গ্রান্টীরা ১০ বা ১১ বা ১২ ধারার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে, যদি কোন কার্য্য বা মেরামত করণের সময়ে তদ্রূপ নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে উক্ত সমবায়িত সমাজ উক্ত গ্রান্টীদিগকে সাত দিনের নোটিস দিয়া তৎপরে আপনারাই উক্ত কার্য্য বা মেরামত করিতে পারিবেন। তত্ত্বাবধানের খরচা সমেত তাহা করিতে সমবায়িত সমাজের যে ব্যয় হয়, উক্ত গ্রান্টীরা বৎসর শতকরা আট টাকা সুদ সুদ্ধ তাহা পরিশোধ করিবেন, এবং ঐ খরচা সম্বন্ধে উক্ত সমবায়িত সমাজের ইঞ্জিনিয়রের সার্টিফিকেট সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১৪। উক্ত গ্রান্টীদের কোন সরঞ্জামের কি গাড়ীপ্রভৃতির কি অন্য সম্পত্তির কোন দোষ বা সংস্কারাভাব নিবন্ধন, কিম্বা উক্ত ট্রামওয়ের বা তাহার কোন অংশের কার্য্যাধ্যক্ষতা বা নির্ম্মাণ বা ব্যবহার কালে, বা ১০ কি ১১ ধারামত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য কালে তাঁহাদের কর্ম্মকারক বা চাকরদের অনবধানতা বা উপেক্ষা বা অসদাচরণ নিবন্ধন কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের ক্ষতি বা হানি হইলে, উক্ত গ্রান্টীরা তাহা পূরণ করিবেন, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কোন বিষয় উপলক্ষে উক্ত সমবায়িত সমাজের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, উক্ত সমবায়িত সমাজের স্থানে তদ্বিষয়ের নোটিস পাইবার চৌদ্দ দিন মধ্যে তাহা মিটাইয়া ফেলিবেন। কিন্তু উক্ত গ্রান্টীরা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিতে চাহেন, তবে উক্ত সমবায়িত সমাজকে তৎসংক্রান্ত সমুদয় ক্ষতি ও হানি ও ব্যয় হইতে নিষ্কৃতি দিবার অঙ্গীকার করিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। পরন্তু উক্ত গ্রান্টীরা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে মোকদ্দমা না মিটাইলে বা উক্ত সমবায়িত সমাজকে নিষ্কৃতি না দিলে, উক্ত সমবায়িত সমাজ উক্ত গ্রান্টীদের অনুমোদন বা সম্মতি ব্যতিরেকে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিতে পারিবেন, এবং তদ্রূপে মিটাইয়া ফেলিতে তাঁহাদের যত টাকা দিতে হয় ও টাকা

the same without any consent or concurrence on the part of the said Grantees, and the sum which they shall have to pay in making such settlement together with interest thereon at the rate of 8 per cent. per annum from the date of payment, and with all expenses, which they may be put to, shall be recoverable as a debt from the said Grantees.

15. If at any time after the opening of any tramway for traffic the said Grantees shall discontinue the working of such tramway or any part thereof for the space of six calendar months (such discontinuance not being occasioned by circumstances beyond the control of the Grantees), it shall be lawful for the Corporation, without any previous notice to the said Grantees, to remove the tramway or part thereof so discontinued, and the said Grantees shall pay to the Corporation the cost of such removal and of the making good of such street or bridge through which the said tramway shall have been made, and the certificate of the Engineer of the said Corporation as to such cost shall be conclusive.

16. The said Grantees will, if required by the said Corporation before opening and breaking up the soil and pavement of any street or bridge under clause 10 of these presents, deposit in an approved Bank in Calcutta in the name of the said Corporation the sum of Rs. 5,000, or, in their option, promissory notes of the Government of India or Municipal Bonds of the nominal value of Rs. 5.000, and the same will remain so deposited until the completion by the said Grantees of the lines of tramway herein sanctioned for immediate construction. But all interest accruing on the said sum, or the said notes, shall be credited to the said Grantees and subject, as next hereinafter mentioned, be paid to them as the same shall accrue due: Provided nevertheless that the said Corporation shall be entitled to deduct out of the sum so deposited or the interest accruing on the said sum or notes or out of the proceeds of sale of the said notes all monies to which they may be entitled under any clause or clauses of these presents.

17. In consideration of the concession hereby granted, the said Grantees will pay to the said Corporation rent at the several rates hereinafter specified, viz. from the beginning of the first to the end of the ninth year, at the rate of Rs. 3,000 per annum per mile of double line and Rs. 2,000 per annum per mile of single line; from the beginning of the 10th to the end of the 13th year, a rent at the rate of Rs. 3,250 per annum per mile

দিবার তারিখ অবধি বৎসরশত করা আট টাকা হিসাবে যত সুদ হয় ও তাঁহাদের যত ব্যয় পড়ে, তৎসমুদয় উক্ত গ্রান্টীদের স্থানে ঋণের ন্যায় আদায় করা যাইবে।

১৫। বাণিজ্যার্থে কোন ট্রামওয়ে খুলিবার পরে কোন সময়ে উক্ত গ্রান্টীরা ঐ ট্রামওয়ের বা তাহার কোন অংশের কার্য্য ইংরেজী পঞ্জিকামত ছয় মাস বন্ধ রাখিলে, যদি গ্রান্টীদের সাধ্যাতীত ঘটনাক্রমে ঐ রূপ বন্ধ না হইয়া থাকে, তবে উক্ত গ্রান্টীদিগকে পূর্ব্বে কোন নোটিস না দিয়া সমবায়িত সমাজ তদ্রূপ বন্ধ থাকা ট্রামওয়ে বা তদংশ উঠাইয়া ফেলিতে পারিবেন, এবং তাহা উঠাইয়া ফেলিতে ও যে রাস্তার বা সাঁকোর মধ্য দিয়া উক্ত ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়াছিল সেই রাস্তার বা সাঁকোর পূর্ব্বাবস্থা করিতে যে খরচা পড়ে উক্ত গ্রান্টীরা উক্ত সমবায়িত সমাজকে তাহা দিবেন, এবং উক্ত সমবায়িত সমাজের ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট উক্ত খরচা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১৬। এই দলীলের ১০ ধারামতে কোন রাস্তার কি সাঁকোর জমী ও শান খুঁড়িবার ও ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে উক্ত সমবায়িত সমাজ আদেশ দিলে, উক্ত গ্রান্টীরা উক্ত সমবায়িত সমাজের নামে কলিকাতার কোন অনুমোদিত ব্যাঙ্কে ৫,০০০ টাকা, অথবা আপন ইচ্ছামতে নামত ৫০০০৲ টাকা মূল্যের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের প্রমিসরী নোট বা মুনিসিপল বাণ্ড গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন, এবং অবিলম্বে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ইহাতে যেং ট্রামওয়ে লাইন অনুমোদন করা গেল যত কাল উক্ত গ্রান্টীরা তৎসমুদয় সমাপ্ত না করেন তত কাল উহা ঐ রূপে গচ্ছিত থাকিবে। কিন্তু উক্ত টাকার বা উক্ত নোটের যে সুদ হয়, তাহা উক্ত গ্রান্টীদের নামে জমা দেওয়া যাইবে এবং তাহা পাওনা হইলে পশ্চাল্লিখিত বিধানাধীনে তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে।

কিন্তু এই দলীলের কোন ধারা মতে সমবায়িত সমাজ যে সকল টাকা পাইতে অধিকারী হন, তৎসমুদয় উক্ত গচ্ছিত টাকা হইতে বা তদুৎপন্ন বা উক্ত নোট হইতে উৎপন্ন সুদ হইতে বা উক্ত নোটের বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন।

১৭। এই অধিকার দান উপলক্ষে, উক্ত গ্রান্টীরা পশ্চাল্লিখিত কএক হারে উক্ত সমবায়িত সমাজকে খাজানা দিবেন, অর্থাৎ, প্রথম বৎসরের প্রারম্ভাবধি নবম বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাইল ডবল লাইন প্রতি বৎসর ৩০০০৲ টাকা এবং প্রত্যেক মাইল এক লাইন প্রতি বৎসর ২০০০৲ টাকা; দশম বৎসরের প্রারম্ভ অবধি ত্রয়োদশ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাইল ডবল লাইন প্রতি বৎসর ৩,২৫০৲ টাকা ও প্রত্যেক মাইল এক লাইন প্রতি বৎসর ২,২৫০৲ টাকা; চতুর্দ্দশ বৎসরের

of double line and Rs. 2,250 per annum per mile of single line; from the beginning of the 14th year to the end of the 17th year, a rent at the rate of Rs. 3,500 per annum per mile of double line and Rs. 2,500 per annum per mile of single line; from the beginning of the 18th to the end of the 21st year, a rent at the rate of Rs. 3,750 per annum per mile of double line and Rs. 2,750 per annum per mile of single line; and from the beginning of the 22nd year, a rent at the rate of Rs. 4,000 per annum per mile of double line and of Rs. 3,000 per annum per mile of single line. And the rents aforesaid shall be payable half-yearly and shall form a first charge on the undertaking, and the date on which such rent on each line of tramways or part of a line shall begin to accrue shall be the date on which such line or part of a line of tramway shall be opened for public traffic: PROVIDED ALWAYS that no lines or sidings over which passengers or goods are not carried for hire, connecting the traffic lines with the stables, carriage sheds, or depôts or other property of the Grantees shall be included in mileage for which rent shall be payable.

প্রারম্ভাবধি সপ্তদশ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাইল ডবল লাইন প্রতি বৎসর ৩,৫০০৲ টাকা এবং প্রত্যেক মাইল এক লাইন প্রতি বৎসর ২,৫০০৲ টাকা; অষ্টাদশ বৎসরের প্রারম্ভাবধি একবিংশ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাইল ডবল লাইন প্রতি বৎসর ৩,৭৫০৲ টাকা ও প্রত্যেক মাইল এক লাইন প্রতি বৎসর ২৭৫০৲ টাকা; এবং দ্বাবিংশ বৎসরের প্রারম্ভাবধি প্রত্যেক মাইল ডবল লাইন প্রতি বৎসর ৪,০০০৲ টাকা ও প্রত্যেক মাইল এক লাইন প্রতি বৎসর ৩০০০৲ টাকা হিসাবে খাজানা দিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত খাজানা ছয় ছয় মাসান্তে দিতে হইবে ও ট্রামওয়ের উপর প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে; এবং যে তারিখে কোন ট্রামওয়ে লাইন বা তাহার অংশ সাধারণের বাণিজ্যার্থে খোলা যায় সেই তারিখ অবধি উক্ত লাইনের বা তাহার অংশের খাজানা পাওনা হইতে আরম্ভ হইবে। কিন্তু গ্রান্টীদের আস্তাবল বা গাড়ীখানা বা ডেপো বা অন্য সম্পত্তির সহিত বাণিজ্যের লাইনের সংযোগকারী যে সকল লাইনের বা পার্শ্ব পথের উপর ভাড়া গ্রহণ করিয়া আরোহিদিগকে বা মাল লইয়া যাওয়া হয় না, তৎসমুদয় খাজানা দিবার মাইলের হিসাবে ধরা যাইবে না।

18. If the said rent or any part thereof shall not be paid on due date, the said Grantees shall be liable to pay interest thereon at the rate of 8 per cent. per annum from the due date until payment.

১৮। নিয়মিত দিনে উক্ত খাজানা বা তাহার কিয়দংশ দেওয়া না গেলে, উক্ত নিয়মিত দিন অবধি যাবৎ না দেওয়া যায় তাহার উপর উক্ত গ্রান্টীদের বৎসর শতকরা আট টাকা হিসাবে সুদ দিতে হইবে।

19. In consideration of the premises the Corporation shall allow to be deducted from the rent payable under this agreement, a sum equal to the amount levied upon the Grantees, as the munipal taxes upon their horses, carriages, and tramway lines (but not on their depôts and buildings or any other property or effects).

১৯। গ্রান্টীদের ডেপো ও কোটা বা অন্য কোন সম্পত্তি বা মালের উপর না হইয়া তাঁহাদের ঘোড়ার ও গাড়ীর ও ট্রামওয়ে লাইনের উপর মুনিসিপল টাক্স বলিয়া তাঁহাদের স্থানে যত টাকা আদায় করা যায়, পূর্ব্বলিখিত নিয়মাবলীর উপলক্ষে তত্তুল্য টাকা সমবায়িত সমাজ এই নিয়মপত্রমতে দেয় খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে দিবেন।

20. From and after the commencement of the 15th year of this contract to the end of the 21st, the said Grantees shall not be at liberty to enter upon any fresh engagements or expenditure which would increase their capital account in connection with this contract, without first notifying their intention to the said Corporation, and obtaning their approval thereof and sanction thereto in writing.

২০। উক্ত সমবায়িত সমাজের নিকট আপনাদের অভিপ্রায় প্রথমে জ্ঞাপন না করিয়া ও তাঁহাদের লিখিত অনুমোদন ও অনুমতি না লইয়া, এই চুক্তিমত পঞ্চদশ বৎসরের প্রারম্ভাবধি একবিংশ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত গ্রান্টীরা এমন কোন নূতন চুক্তি বা ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না যাহাতে এই চুক্তি সম্বন্ধে গ্রান্টীদের মূলধনের হিসাব বাড়িয়া যায়।

21. The Corporation shall have the right of purchasing the said tramways with the plant, buildings, stores, rolling stock and everything connected therewith upon the expiration of 21 years from the commencement of this contract upon declaring its intention so to do in writing not less than six months before the expiration of the said 21 years, and shall have a renewed right of purchase at the end of every seven years after the expiration of the said 21 years, upon similar

২১। এই আইনের প্রচলনারম্ভ অবধি ২১ বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয়মাস পূর্ব্বে আপন অভিপ্রায় লিখিয়া ব্যক্ত করিলে, সমবায়িত সমাজ উক্ত ২১ বৎসরের পর ট্রামওয়ে তাহার সরঞ্জাম ও কোটা বাড়ী ও দ্রব্য সামগ্রী ও গাড়ী প্রভৃতি ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় দ্রব্যসমেত ক্রয় করিবার স্বত্ববান হইবেন, এবং উক্ত ২১ বৎসর গত হইলে পর পূর্ব্বোক্তরূপ নোটিস দিয়া প্রতি সাতবৎসরের অন্তে পুনর্ব্বার তদ্রূপ স্বত্ববান হইবেন, এবং উক্ত গ্রান্টীদের যত প্রযোজিত ধন থাকে উক্ত ক্রয়ের মূল্য নগদ দেওয়া গেলে তাহার ১½গুণ হইবে; বা ভারতবর্ষীয়

notice being given, and the consideration for such purchase shall be a cash payment of one and two-fifths of the amount of the invested capital of the said Grantees or securities of the Government of India or securities the interest whereon shall have been guaranteed by the Secretary of State for India in Council or debentures of the said Corporation of such amount as to produce at the rate of interest current on such securities 7 per cent. per annum on the amount of the said invested capital, and if the consideration for such purchase shall be given in such securities as aforesaid, the said Grantees shall be entitled to have in addition a first mortgage of all the property, assets, and profits of the tramway or tramways which shall have been purchased from them.

গবর্ণমেণ্টের সিকুরিটী কিম্বা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত সেক্রেটরী সাহেব যাহার প্রতিভূ এরূপ সুদের সিকুরিটী কিম্বা সমবায়িত সমাজের ডেবেঞ্চুর দেওয়া গেলে সুদের চলিত হারে প্রযোজিত ধনের উপর বার্ষিক শত করা ৭ টাকা যাহাতে পোষায় তাহা সেই পরিমাণের করিয়া দিতে হইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত রূপ সিকুরিটী দ্বারা উক্ত ক্রয়ের মূল্য প্রদান করা গেলে, গ্রান্টীদের স্থানে যে বা যেং ট্রামওয়ে ক্রয় করা যায়, তাহার সম্পত্তির ও স্থিতির ও লাভের উপর অধিকন্ত উক্ত গ্রান্টীদের প্রথম বন্ধকের স্বত্ত্ব থাকিবে।

22. In the event of the said Corporation failing to declare its intention, as above provided, to purchase the property of the said Grantees, the terms of this contract shall continue in force.

২২। উক্ত সমবায়িত সমাজ উপরিলিখিত নিয়মমতে উক্ত গ্রান্টীদের সম্পত্তি ক্রয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ না করিলে, এই চুক্তিপত্রের নিয়ম বলবৎ থাকিবে।

23. The provisions hereinbefore contained shall, so far as applicable, apply to all tramways to be constructed by the said Grantees by any route or routes to be hereafter fixed by the said Corporation or under clauses 1, 3, and 4 of these presents, and to the works connected with or incidental to such tramways.

২৩। উক্ত সমবায়িত সমাজ ভবিষ্যতে যে বা যেং পথ নিরূপণ করেন সেই বা সেইং পথ দিয়া উক্ত গ্রান্টীরা যে সকল ট্রামওয়ে প্রস্তুত করেন এবং এই দলীলের ১ ও ৩ ও ৪ ধারামতে যে সকল ট্রামওয়ে প্রস্তুত হয় তৎসমুদয়ের প্রতি ও উক্তরূপ ট্রামওয়ে সংক্রান্ত বা তদানুষঙ্গিক সমুদয় কার্য্যের প্রতি যতদূর বর্ত্তিতে পারে পূর্ব্বগত বিধান সমূহ বর্ত্তিবে।

24. The date of the commencement of this concession shall be the date on which notice of the sanction of the Government of Bengal to the same shall be given to the said Grantees.

২৪। এই অধিকার দানপত্র সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন যে তারিখে উক্ত গ্রান্টীদিগকে দেওয়া যাইবে, সেই তারিখ এই অধিকারদানপত্রারম্ভের তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।

25. Unless the said Grantees shall have commenced the work of laying down the said tramways within twelve months from the date of the recognition of this agreement by an Act of the Bengal Legislature, the said Corporation shall be at liberty to cease and determine this contract, and to enter into arrangements with any other person or persons for the construction of tramways.

২৫। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন দ্বারা যে তারিখে এই নিয়মপত্র গ্রাহ্য করা যায় সেই তারিখ অবধি দ্বাদশ মাস মধ্যে উক্ত গ্রান্টীরা উক্ত ট্রামওয়ে বসাইবার কার্য্য আরম্ভ না করিলে, উক্ত সমবায়িত সমাজ এই চুক্তিপত্র রহিত ও অন্যথা করিতে পারিবেন, এবং ট্রামওয়ে প্রস্তুতকরণার্থে অন্য কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

26. Nothing in this agreement shall take away or affect any power which the Corporation may have by law to open, or break up, or to widen, alter, divert or improve any street or road. Provided always—

২৬। কোন রাস্তা বা পথ খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিবার বা চৌড়া করিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার বা অন্য দিকে লইয়া যাইবার বা ভাল করিবার যে কোন ক্ষমতা আইনমতে সমবায়িত সমাজের থাকে, এই নিয়মপত্রের কোন কথায় তাহার লোপ বা বিঘ্ন হইবে না। কিন্তু

1st.—That they shall cause as little detriment or inconvenience to the Grantees as circumstances will admit.

(১) অবস্থানুসারে গ্রান্টীদের যত কম ক্ষতি ও অসুবিধা করিলে চলে তত কম ক্ষতি ও অসুবিধা করিবেন।

2nd.—That they may (if absolutely necessary, but not otherwise) order the temporary stoppage of traffic on the said tramways or any of them on giving twenty-four hours' previous notice in writing to the said Grantees.

(২) নিতান্ত আবশ্যক হইলে, (স্থলান্তরে নহে) তাঁহারা চব্বিশ ঘণ্টাপূর্ব্বে উক্ত গ্রান্টীদিগকে নোটিস দিয়া উক্ত ট্রামওয়ে সমূহের বা কোনট্রামওয়ের বাণিজ্য কিয়ৎকাল বন্ধ করিতে পারিবেন।

3rd.—That before they commence any work, whereby the traffic on the tramway will be interrupted, they shall (except in cases of urgency, in which cases no notice shall be necessary) give to the Grantees notice of their intention to commence such work, specifying the time at which they will begin to do so; such notice to be given eighteen hours at least before the commencement of the work.

(৩) ট্রামওয়ের বাণিজ্যের যদ্দ্বারা প্রতিবন্ধকতা হয়, এরূপ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যে সময়ে কার্য্যারম্ভ করিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিবার অভিপ্রায়ের নোটিস গ্রান্টীদিগকে দিবেন; কার্য্যারম্ভের অন্যূন ১৮ ঘন্টা পূর্ব্বে ঐ নোটিস দিতে হইবে কিন্তু অত্যাবশ্যক স্থলে কোন নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

4th.—That in the event of their so interfering with or stopping the running of any tramway under this clause, an abatement proportioned to the length of road over which, and time during which running is stopped, shall be made from the rent hereinbefore reserved and payable by the said Grantees.

(৪) এই ধারামতে তাঁহারা ট্রামওয়ের গাড়ী চলিবার প্রতিবন্ধকতা করিলে বা তাহা চালান বন্ধ করিয়া দিলে যে পরিমাণ পথের উপর যতকাল গাড়ী চলা বন্ধ থাকে উক্ত গ্রান্টীদের দেয় বলিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট খাজানা তদনুসারে কম করিয়া দেওয়া যাইবে।

5th.—That any alteration of the position of any of the tramways, or the making good of any injury or damage that may be occasioned thereto by reason of such widening, alteration or improvement shall be executed by the Grantees at the expense of the Corporation.

(৫) উক্তরূপে রাস্তা চৌড়া কি পরিবর্ত্তিত কি ভাল করিতে যাওয়াতে কোন ট্রামওয়ের যদি স্থান পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় অথবা এরূপ কোন ক্ষতি বা হানি হয় যাহা পূরণ করা আবশ্যক, তবে সমবায়িত সমাজের খরচে গ্রান্টীরা ঐ পরিবর্ত্তন বা পূরণ করিবেন।

27. If any doubt, difference or dispute shall arise between the said Grantees and the said Corporation touching the construction of these presents or anything herein contained or touching or concerning any other matter or thing relating to these presents, then and in every such case such doubt, difference or dispute shall be referred to the arbitration of two persons, one to be chosen by the said Grantees and the other by the said Corporation within one calendar month after either of them shall have made to the other a requisition to that effect, and should the arbitrators fail to agree, they shall refer the question or questions at issue to the decision of an umpire to be chosen by the said arbitrators, and the decision of such arbitrators, if they agree, or of such umpire if they disagree, shall be final, and in case either party shall neglect or refuse to appoint an arbitrator within the specified time, the arbitrator appointed by the other party shall make a decision alone, and the decision of such arbitrators, umpire, or arbitrator, as the case may be, shall be effectual and binding upon both parties.

২৭। যদি এই দলীলের অথবা ইহার অন্তর্গত কোন কথার অর্থকরণ লইয়া অথবা এই দলীল সম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয় বা বস্তু লইয়া উক্ত গ্রান্টীদের ও উক্ত সমবায়িত সমাজের মধ্যে কোন সন্দেহ বা মতভেদ বা বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে উক্ত সন্দেহ বা মতভেদ বা বিবাদ দুই ব্যক্তির সালিসীতে অর্পণ করা যাইবে। উক্ত গ্রান্টীরা এক জনকে মনোনীত করিবেন ও উক্ত সমবায়িত সমাজ অন্য জনকে। একপক্ষ অন্য পক্ষকে এই সম্বন্ধে আদেশ দিলে ইংরেজী পঞ্জিকামত এক মাসের মধ্যে সালীস মনোনীত করিতে হইবে। সালীসেরা একমত হইতে না পারিলে, তাঁহার আপনাদের মনোনীত একজন মধ্যস্থের নিকটে বিবাদীয় প্রশ্ন বা প্রশ্নসমূহ নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিবেন। সালীসেরা একমত হইলে, তাঁহাদের নিষ্পত্তি, এবং তাঁহারা এক মত না হইলে, উক্ত মধ্যস্থের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। কোন এক পক্ষ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একজন সালীস নিযুক্ত করিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিলে, অপর পক্ষের নিযুক্ত সালীস একাকী নিষ্পত্তি করিবেন; এবং উক্ত সালীসদের বা, স্থলবিশেষে, মধ্যস্থের বা সালীসের নিষ্পত্তি উভয় পক্ষের সম্বন্ধেই ফলবৎ ও বলবৎ হইবে।

28. The words "the said Corporation" used in this agreement shall include the present Corporation and their successors, and also all persons empowered by the said Corporation or their successors or by other duly constituted authority to do any act or thing or exercise any powers or authorities which the said Corporation are hereinbefore authorized or empowered to do or exercise.

২৮। এই নিয়মপত্রে ব্যবহৃত "উক্ত সমবায়িত সমাজ" শব্দে বর্ত্তমান সমবায়িত সমাজ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদিগকে বুঝাইবে, এবং ইহাতে উক্ত সমবায়িত সমাজের যে কোন কার্য্য বা অন্য কিছু করিবার বা যে কোন ক্ষমতা বা শক্তি চালাইবার বিধান আছে, উক্ত সমবায়িত সমাজ বা তাঁহাদের উত্তরাধীকারীরা বা অন্য নিয়মমতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা করিবার বা চালাইবার ক্ষমতা যে সকল ব্যক্তিদিগকে প্রদান করেন তাহাদিগকেও বুঝাইবে।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

THE Corporation of Calcutta having entered into an agreement for the construction and maintenance of street tramways in the town, which agreement has been sanctioned by the Lieutenant-Governor, the object of the present Bill, which follows the lines of the Bombay Tramways Act, 1874, is to confer the necessary legal powers on the contracting parties and to make proper provision for the working of the tramways.

Provision is also made for extending the Act to such Suburban tramways as may hereafter be undertaken.

KRISTODAS PAL.

The 13th December 1879.

W. E. H. FORSYTH,
Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal, Legislative Department.

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

কলিকাতার সমবায়িত সমাজ উক্ত নগরের রাস্তায় ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করণার্থে নিয়মপত্র করিয়াছেন, এবং উক্ত নিয়মপত্র শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব অনুমোদন করিয়াছেন। চুক্তিকারি পক্ষদিগকে আইন মত আবশ্যক ক্ষমতা প্রদান করা এবং ট্রামওয়ের কার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত বিধান করা বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য। বোম্বাই নগরের ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইন অবলম্বন করিয়া এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

ভবিষ্যতে শাখা নগরে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেলে, তৎপ্রতি এই আইন বর্ত্তাইবার বিধানও করা গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস পাল।

১৮৭৯ সাল ১৩ ডিসেম্বর।

ডবলিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A. AND B. L.,
Bengali Translator.

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে শ্রীযুত এডওয়ার্ড মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 90—750—13.1.80.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JANUARY 13, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ১৩ জানুয়ারি।

PART VI.

Bills of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

FINANCIAL DEPARTMENT.

Notification.—The 17th November 1879.—The following Bill, proposed by the Board of Revenue to amend the District Road Cess Act, 1871, is published for general information.

By order of the Lieut.-Govr. of Bengal,

H. L. HARRISON,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

A Bill to provide by local rating for the construction charges and maintenance of roads and other means of communication, and for the construction charges and maintenance of provincial public works.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to make provision for the construction *charges and* maintenance of *District* roads and other means of communication, *and for the construction charges and maintenance of provincial public works,* within the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal, and for

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

রাজস্ব কার্য্য বিভাগ।

বিজ্ঞাপন।—১৮৭৯ সাল ১৭ নবেম্বর।—প্রদেশীয় পথকর বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন সংশোধনার্থ রেবিনিউ বোর্ডের প্রস্তাবিত পশ্চাল্লিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞাক্রমে

এচ, এল, হারিসন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

পথ ও গমনাগমনের অন্য ২ উপায় ও প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার ব্যয়ের জন্য স্থানীয় করের বিধান করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে প্রদেশীয় পথ ও গমনাগমনের অন্য২ উপায় ও প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার বিধান করা বিহিত ও তদর্থে উক্ত দেশান্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্ত্ত কার্য্য কর আদায় করিবার অনুমতি দেওয়া এবং উক্ত পথকরের প্রাপ্ত টাকার অধ্যক্ষত

that purpose to authorize the levy of a road cess *and a public works cess* on immovable property situate therein, and also to constitute local committees for the management of the proceeds *of the said road cess:* It is hereby enacted as follows:—

PART I.—PRELIMINARY.

Short title.

1. This Act may be called "The Cess Act, 1879," *and it shall come into force from the date on which it may be published in the Calcutta Gazette with the assent of the Governor General.*

Extent of Act.

2. *The Lieutenant-Governor of Bengal may, by notification in the Calcutta Gazette, extend this Act to any district or part of a district situate in the said territories which is not included within the limits of the town of Calcutta, or within the limits of any first class or second class municipality or union or station under the Bengal Municipal Act,* 1876; *and this Act shall take effect accordingly from the date specified in such notification.*

Power to exempt districts from operation of Act.

The Lieutenant-Governor may, by notification in the Calcutta Gazette, exempt any district, or subdivision of a district, or any state or tenure, from the operation of this Act or from the operation of so much of this Act as relates to the public works cess, and may at any time, by a similar notification, cancel such exemption.

Repeal of District Road Cess Act and Provincial Public Works Act.

3. *On and from the day on which this Act may be extended to any district or part of a district as aforesaid, the District Road Cess Act,* 1871, *and the Provincial Public Works Act,* 1877, *shall be repealed in such district or part of a district.*

All rules, orders, appointments, and valuations in force at the commencement of this Act, which were made under the said Acts, shall, so far as they are consistent with this Act, be deemed to have been made under this Act.

And all cesses which were imposed under the said Acts, and are leviable under this Act, shall b deemed to have been imposed under this Act, and shall continue to be levied as herein provided.

Interpretation clause.

4. In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context—

"Annual value of land."

"Annual value of land" means the total rent which is paid or, if no rent is actually paid, would be

করণার্থে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করা বিহিত; এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১ অধ্যায়।—উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপনাম।

১ ধারা। এই আইন "কর বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে। এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনক্রমে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায়, সেই তারিখঅবধি প্রচলিত হইবে।

আইনের ব্যাপ্তি।

২ ধারা। কলিকাতা নগরের সীমার অন্তর্গত স্থান ভিন্ন অথবা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপলবিষয়ক আইনমত প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটীর বা গ্রাম সমাহারের বা ষ্টেশনের অন্তর্গত স্থান ভিন্ন উক্ত দেশের কোন জিলায় বা জিলার অংশে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব, কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করিয়া, এই আইন প্রচলিত করিতে পারিবেন; তাহা করা গেলে সেই জ্ঞাপনপত্রে যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই তারিখ অবধি এই আইন ফলবৎ হইবে।

আইনের বিধান হইতে কোন২ জিলা মুক্ত করিবার কথা।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আইনের বিধানহইতে অথবা এই আইনের যে অংশ পূর্ত্তকার্য্য কর সম্পর্কীয় সেই অংশের বিধান হইতে কোন জিলা কিম্বা কোন জিলার মহকুমা কিম্বা কোন মহাল কি তালুকাদি মুক্ত করিতে পারিবেন, ও কোন সময়ে তদ্রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ মুক্ত করণের আজ্ঞা রহিতও করিতে পারিবেন।

প্রদেশীয় পথকর বিষয়ক আইন ও সাধারণের উপকারার্থ কার্য্য বিষয়ক আইন রহিত হইবার কথা।

৩ ধারা। যে তারিখে এই আইন পূর্ব্বোক্তরূপ কোন জিলায় বা জিলার অংশে প্রচলিত করা যায়, সেই তারিখ অবধি সেই জিলায় বা জিলার অংশে প্রদেশীয় পথকর বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন ও সাধারণের উপকারার্থ প্রদেশীয় কার্য্য বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন রহিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত আইনদ্বয়মতে প্রণীত যে সকল বিধি ও আজ্ঞা ও নিয়োগ ও মূল্য নিরূপণ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে প্রবল থাকে, তৎসমুদয় যত দূর এই আইন সঙ্গত হয় এই আইনমতে কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

আর পূর্ব্বোক্ত আইন দ্বয়মতে সংস্থাপিত যে সকল কর এই আইনমতে আদায় করা যাইতে পারে, তৎসমুদয় এই আইনমতে সংস্থাপিত বলিয়া গণ্য হইবে ও এই আইনমতে আদায় হইতে থাকিবে।

অর্থ করণের ধারা।

৪ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে এই আইনে

"ভূমির বার্ষিক মূল্য।"

কোন ভূমির সকল কৃষিকারি রাইয়ৎ কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিরা নিজে ভূমি যোত ও দখল করে তাহারা বৎসর মত

reasonably expected to be payable during the year by all the cultivating ryots thereof; or by other persons in actual use and occupation thereof.

"Collector."

"Collector" includes any person vested with the powers of a Collector.

"Cultivating ryot"

"Cultivating ryot" means a person cultivating *himself or through hired labourers or others lands held in his name for which he receives no rent in money or in kind.*

"District."

"District" means the portion of territory throughout which any person vested with the powers of a Collector is authorized to exercise such powers.

"Estate."

"Estate" means—(1) any land or share in land subject to the payment to Government of an annual sum in respect of which the name of a proprietor is entered on the General Register of revenue-paying lands, or in respect of which a separate account may in pursuance of section 10 or 11 of Act XI of 1859, *or of section 70 of Bengal Act VII of* 1876, have been opened;

(2) any *revenue-free property or share or interest in any such property* entered in the *General* Register of revenue-free *lands*;

(3) any land the revenue or rent of which may be payable directly to the Collector or any person specially appointed by him to collect the same;

(4) any land acquired under any rules issued by or under authority of Government for the sale, grant, *lease,* or clearance of waste lands.

"Holder of an estate or tenure."

"Holder of an estate or tenure" means all or any of the holders thereof; and where two or more persons are jointly holders thereof, they shall be jointly and severally liable under this Act.

"Immovable property."

"Immovable property" includes lands, and all benefits to arise out of land and things attached to the earth, or permanently fastened to anything which is attached to the earth, but does not include crops of *any* kind, *or houses, shops, or other buildings.*

"Land."

"Land" means land which is cultivated, uncultivated, or covered with water.

"Part" and "Section"

"Part" and "Section" mean *respectively a part and* section of this Act.

"Tenure."

"Tenure" includes every interest in land, whether rent-paying or not, save an estate as above defined, and save the interest of a cultivating ryot.

খাজানা দেয়, কিম্বা খাজানা না দিলেও যুক্তিমতে ঐ ভূমির যত খাজানা হইতে পারে, "ভূমির বার্ষিক মূল্য" শব্দে সেই খাজানা সমষ্টি বুঝাইবে।

"কালেক্টর।"

"কালেক্টর" শব্দে কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

"কৃষিকারি রাইয়ৎ।"

যে ব্যক্তি স্বয়ং বা বেতন ভোগী মুজুরের বা অন্যের দ্বারা স্বনামে ভোগকৃত ভূমি চাষ করিয়া খাজানা স্বরূপ টাকা কি শস্য পায় না "কৃষিকারি রাইয়ৎ", শব্দে তাহাকে বুঝাইবে।

"জিলা।"

কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি দেশের যে অংশ ব্যাপিয়া সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে সক্ষম হন "জিলা" শব্দে দেশের সেই অংশ বুঝাইবে।

"মহাল।"

"মহাল" শব্দে —১। মালগুজারী মহালের সাধারণ রেজিষ্টর নামে খ্যাত রেজিষ্টরী বহীতে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক মালগুজারী যে ভূমির কি ভূমির যে অংশের অধিকারির নাম লেখা থাকে, অথবা যে ভূমির উপলক্ষে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ কি ১১ ধারানুসারে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭০ ধারানুসারে স্বতন্ত্র হিসাব রাখা যায় সেই ভূমি,

২। লাখেরাজ ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরী বহীতে যে লাখেরাজ সম্পত্তি কিম্বা তদ্রূপ সম্পত্তির যে অংশ কি স্বার্থ লেখা থাকে সেই সম্পত্তি কি অংশ কি স্বার্থ,

৩। যে ভূমির রাজস্ব কি খাজানা কর নিজ কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তাহা আদায় করণার্থে তাঁহার বিশেষমতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় সেই ভূমি

৪। পতিত ভূমি বিক্রয় কি দান কি পাট্টা দিনি কি পরিষ্কার করণার্থে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যে বিধি করা যায় সেই বিধিমতে প্রাপ্ত ভূমি বুঝাইবে।

"মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারী।"

"মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী" শব্দে ঐ ভূমির সকল কি অন্যতর ভোগাধিকারী বুঝাইবে। দুই কি তদধিক ব্যক্তি সাধারণ অধিকারী হইলে তাঁহারা এই আইনমতে একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হইবেন।

"স্থাবর সম্পত্তি।"

ভূমি এবং ভূমিহইতে ও ভূমিতে সংলগ্ন দ্রব্য হইতে ও যে দ্রব্য ভূমিতে সংলগ্ন কোন দ্রব্যে চিরবদ্ধ থাকে সেই দ্রব্য হইতে উৎপন্ন কোন লাভও "স্থাবর সম্পত্তি" শব্দে গণ্য, কিন্তু ঐ শব্দে কোন প্রকারের ফসল কিম্বা বাটী বা দোকান বা অন্য কোটা প্রভৃতি গণ্য নয়।

"ভূমি।"

"ভূমি" শব্দে আবাদ ও গরআবাদি ও জলময় ভূমিও বুঝাইবে।

"অধ্যায়" ও "ধারা।"

"অধ্যায়" ও "ধারা" শব্দে যথাক্রমে এই আইনের অধ্যায় ও ধারা বুঝাইবে।

"তালুকপ্রভৃতির।"

"তালুকপ্রভৃতি" শব্দে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মহাল ভিন্ন এবং কৃষিকারি রায়তদের স্বার্থভিন্ন খাজানা দায়ি বা অন্যরূপ ভূমিগত সকল স্বার্থ গণ্য।

Lieutenant-Governor may declare what are provincial public works.

5. *The Lieutenant-Governor shall have power to declare, by notification in the Calcutta Gazette, what works are to be deemed provincial public works for the purposes of this Act.*

All immoveable property to be liable to a road cess and public works cess.

6. From and after the commencement of this Act in any district, *or part of a district,* all immoveable property situated therein shall be liable to the payment of—

(1) a road cess, to be applied to the construction and maintenance of roads and other means of communication within the said district, *or part thereof;*

(2) *a public works cess, to be applied to the construction and maintenance of provincial public works to be at the disposal of the Lieutenant-Governor for application to the construction charges and maintenance of provincial public works, or to the payment of interest on capital already expended on such works;*

and such road cess *and public works cess* shall be recoverable from the several owners and occupiers of such property in the proportions and in the manner hereinafter provided.

Power to fix cess year.

7. The Lieutenant-Governor shall, by an order published in the *Calcutta Gazette,* fix the date from which all the cesses leviable under this Act in any district, *or part of a district,* shall take effect therein, and the cess year in such district, *or part thereof,* shall run from that date.

PART II.—CESS ON LAND.

Valuation.

Proclamation to make return of lands to be issued.

8. *Whenever it has been decided to make a new valuation or a general re-valuation of lands for the purposes of this Act in any district, or part thereof,* the Collector shall cause a proclamation to be issued, requiring every holder of any estate or tenure of which the annual Government revenue or *the annual* rent shall exceed one hundred rupees, *and every holder of any revenue-free estate or rent-free tenure, the gross rental of which shall exceed one hundred rupees,* severally to lodge at the Collector's office within one month a return of all lands comprised in his estate or tenure in the form in Schedule (A) hereto annexed, and containing the particulars in such form set forth.

Publication of proclamation.

The Collector shall cause such proclamation to be published by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the office

প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য কাহাকে বলা যাইবে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ইহা নির্দ্দেশ করিবার কথা।

৫ ধারা। এই আইনের কার্য্যপলক্ষে যেং প্রকারের কার্য্য প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য বলিয়া জানিতে হইবে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইবেন।

স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্ত্ত কার্য্য কর ধার্য্য হইতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। এই আইন যে সময়ে কোন জিলায় বা জিলার অংশে চলন করা যায় সেই সময়াবধি তদন্তর্গত সকল স্থাবর সম্পত্তির উপর

(১) প্রদেশীয় পথকর লাগিতে পারিবে। ঐ কর উক্ত জিলার বা অংশের মধ্যে যাতায়াত করিবার পথ-প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও রক্ষা করণের কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইবে।

(২) পূর্ত্তকার্য্য কর লাগিতে পারিবে। ঐ কর প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য নির্ম্মাণ ও রক্ষণার্থে প্রয়োগ করা যাইবে এবং প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য নির্ম্মাণ ও রক্ষা করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ও উক্ত কার্য্যে ব্যয়িত মূল ধনের সুদ-দানার্থে তাহা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আ-জ্ঞাধীন থাকিবে।

যেং ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির স্বামী ও দখিলকার হন, তাঁহা-দের স্থানে নিম্নলিখিত হারে ও নিয়মানুসারে ঐ পথ কর ও পূর্ত্ত কার্য্য কর আদায় করা যাইতে পারিবে।

করের বৎসর নিরূপণ করিবার ক্ষমতারকথা।

৭ ধারা। এই আইনমতে যে কর আদায় হইতে পারে তাহা যে তারিখ অবধি যে জিলায় বা জিলার অংশে প্রবল হইবে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া ইহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন ও উক্ত জিলায় বা জিলার অংশে সেই তারিখ অবধি ঐ করের বৎসর চলিবে।

২ অধ্যায়।—ভূমির উপর পথকর।

মূল্যনিরূপণের কথা।

ভূমির রিটর্ণ দিবার ঘোষণাপত্র হইবার কথা।

৮ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন জিলায় কিম্বা জিলার অংশে ভূমির নূতন মূল্য নিরূপণ কিম্বা সাধা-রণ পুনর্মূল্যনিরূপণ করিতে হইবে, অবধারিত হইলে, যেং মহালের কি তালুকপ্রভৃতির বার্ষিক সরকারী রাজস্ব বা বার্ষিক খাজানা এক শত টাকার অধিক হয়, এবং যেং লাখেরাজ মহালের বা নিষ্কর তালুকপ্রভৃতির মোট খাজানা একশত টাকার অধিক হয়, তাহার প্রত্যেক ভোগাধিকারী এক মাসের মধ্যে কালেক্টরী কাছারীতে এই আইনের A চিহ্নিত তফ-সীলের পাঠে ঐ পাঠের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তান্ত সম্বলিত আপ-নং মহালের ও তালুকপ্রভৃতির অন্তর্গত সমস্ত ভূমির রিটর্ণ দেন কালেক্টর সাহেব এই মর্ম্মের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন।

ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইবার কথা।

আপনার কাছারী ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ও জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক দেও-য়ানী আদালতে ও প্রত্যেক পোলীস থানায় ও প্রত্যেক

of such Collector, in every civil court, in every police station, and in the office of every sub-divisional officer within the district.

মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের কাছারীঘরে কালেক্টর সাহেব ঐ ঘোষণাপত্র লটকাইয়া প্রকাশ করিবেন।

Notice to return lands.

9. *After the publication of such proclamation, or, in the event of a partial re-valuation of lands in any district, after the Board of Revenue shall have determined the estates to be re-valued,* the Collector shall cause a notice to be served in the form in Schedule (A) for every such estate, and also a notice for every such tenure which may have been named in any return lodged in pursuance of the provisions of this Act, *either for the purposes of the re-valuation then contemplated,* or for the purposes *of any previous valuation,* or *which* may have been entered in any register in the Collector's office;

ভুমির রিটর্ণ দিবার নোটিসের কথা।

৯ ধারা। সেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা গেলে পর কিম্বা কোন জিলার ভুমির আংশিক পুনর্মূল্য নিরূপণ স্থলে রেবিনিউবোর্ড মহালের পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার সঙ্কল্প করিলে পর কালেকুটর সাহেব উক্ত প্রত্যেক মহালের পক্ষে A তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়াইবেন, এবং তৎকালে কল্পিত পুনর্মূল্য নিরূপণ কার্য্যোপলক্ষে অথবা পূর্ব্বের কোন মূল্যনিরূপণ কার্য্যোপলক্ষে এই আইনের বিধানানুসারে রিটর্ণ দেওয়া গেলে তন্মধ্যে কিম্বা কালেকুটর সাহেবের কাছারীর কোন রেজিষ্টরী বহীতে যে তালুকপ্রভৃতির নাম লেখা থাকে তাহার পক্ষেও নোটিস দেওয়াইবেন।

Penalty in case of omission or refusal.

and all holders of such estates and of such tenures who shall, without sufficient cause being shown to the satisfaction of the Collector, refuse or omit, for the space of *two* months after service of such notice, to lodge in the office of the Collector such return as hereinbefore mentioned, shall be severally liable to a fine which may extend to fifty rupees for every day after the expiration of such *two* months until such return shall be furnished, or until the value of the lands comprised in their respective estates and tenures shall have been ascertained and fixed by the Collector as hereinafter provided.

অস্বীকার করিলে বা না দিলে দণ্ডের কথা।

এবং উক্ত মহালের ও তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীরা কালেকটর সাহেবের স্ববোধমতে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়া ও যদি ঐ নোটিস পাইবার পর দুইমাস পর্য্যন্ত উক্ত কালেকুটর সাহেবের কাছারীতে পূর্ব্বোক্ত রিটর্ণ দিতে অস্বীকার করেন কিম্বা না দেন, তবে ঐ দুইমাস গত হইলে পর যতদিন সেই রিটর্ণ না দেওয়া যায় কিম্বা কালেকুটর সাহেব নিম্নলিখিত বিধানমতে যত দিন সেই২ মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত ভুমির মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্ধার্য্য না করেন, তাহার দিনপ্রতি ঐ২ ব্যক্তির পঞ্চাশটাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

Extension of time for return.

The Collector may, upon sufficient grounds for so doing being proved to his satisfaction, from time to time, extend the period for lodging any such return.

রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করিবার কথা।

কালেকুটর সাহেবের স্ববোধমতে ঐ রিটর্ণ দিবার সময়বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত কারণ থাকার প্রমাণ হইলে তিনি সময়ে২ ঐ রিটর্ণ দিবার সময়বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

No rent to be recovered till return is made.

10. From and after the expiry of *two* months from the service of any such notice, or any extension of such time under the provisions of the last preceding section, every holder of an estate or tenure in respect of which such notice shall have been served shall be precluded from suing for or recovering any rent in respect of any land or tenure which shall be proved not to have been included in the return lodged by him, or in respect of which no return shall have been lodged as aforesaid or valuation made by the Collector, *as hereinafter provided,* and from recovering rent for tenures subsequently created or in excess of the sum mentioned in such return without proof of the creation of such tenure or enhancement subsequent to such lodgment.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১৩ জানুয়ারি।]

রিটর্ণ না দেওয়া পর্য্যন্ত খাজানা আদায় না হইবার কথা।

১০ ধারা। যে মহালের কিম্বা তালুকপ্রভৃতির বিষয়ে সেই প্রকারের নোটিস দেওয়া যায়, তাহার ভোগাধিকারী রিটর্ণ দিলেও তন্মধ্যে কোন এক ভুমি কি তালুক প্রভৃতি ধরা যায় নাই এমত প্রমাণ হইলে কিম্বা কোন একখণ্ড ভুমির কি তালুক প্রভৃতির পূর্ব্বোক্ত রিটর্ণ না দিলে ও কালেকুটর সাহেব কর্ত্তৃক পশ্চাল্লিখিতমতে তাহার মূল্যনিরূপণ না করা গেলে উক্ত নোটিস পাইবার তারিখঅবধি, কিম্বা ইহার পূর্ব্বধারার বিধানমতে সময় বৃদ্ধি হইলে সেই সময়াবধি দুইমাস গত হইলে পর, তিনি সেই ভুমি কি তালুকপ্রভৃতির খাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবেন না; এবং ঐ রিটর্ণ দিবার পশ্চাৎ কোন তালুকপ্রভৃতি সৃষ্টি করা গেলেও কিম্বা রিটর্ণে যত খাজানা লেখা থাকে তাহা বৃদ্ধি করা গেলেও ইহার প্রমাণ না করিলে তিনি সেই নূতন সৃষ্ট তালুকপ্রভৃতির খাজানা কিম্বা ঐ অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

11. Whenever the revenue annually payable in respect of any estate, or the rent annually payable in respect of any tenure, does not exceed the sum of one hundred rupees, the Collector may, without issuing any notice for such estate or tenure—(*a*) *in any case* determine the annual value of the land comprised therein to be, in a permanently-settled estate or tenure a sum not exceeding three times, and in a temporarily-settled estate or tenure a sum not exceeding twice the amount of the annual revenue or rent payable therefor*; and* (*b*) *when the area of the said estate or tenure has been ascertained, determine the annual value of such estate or tenure to be at such rate per acre as to him shall seem fit.*

Valuation of small estates and tenures.

12. *When the area of any revenue-free estate or rent-free tenure, the gross rental of which does not exceed, or is not estimated by the Collector to exceed, the sum of one hundred rupees, has been ascertained, the Collector may, without issuing any notice for such estate or tenure, determine the annual value of such estate or tenure to be at such rate per acre as to him may seem fit.*

Valuation of small estates and tenures of which the acreage has been ascertained.

13. When the land comprised in any estate or tenure has been valued by the Collector under the last preceding section, the annual value of any portion of such land which is comprised within a subordinate tenure shall be taken to be a sum equal to the rent thereof increased by half the same multiple or fraction of such rent as that by which the annual value of the whole of such land determined as aforesaid exceeds the revenue or rent payable for the same; or shall be at the same rate per acre as the whole of such land:

Computation of annual value of land comprised in a subordinate tenure.

Provided that the holder of any such estate or tenure may, within one month from the posting of the valuation roll in respect thereof under section 23, and the holder of such subordinate tenure may within one month from the date of the first demand made on him for payment of road cess, lodge a return in the form in Schedule (A) contained in regard to such estate or tenure or subordinate tenure, and thereupon the annual value of the land comprised therein shall be fixed at the amount entered in such return subject to the provisions of sections 17 and 20.

Holder of estate or subordinate tenure may lodge return.

[*Government Gazette*, 13*th January* 1880.]

১১ ধারা। কোন মহালের নিমিত্ত যে বাৎসরিক রাজস্ব দেওয়া যায় কিম্বা তালুকপ্রভৃতির নিমিত্তে যে বার্ষিক খাজানা দেওয়া যায় তাহা ১০০৲ টাকার অধিক না হইলে, কালেক্টর সাহেব সেই মহালের কি তালুকপ্রভৃতির পক্ষে নোটিস না দিয়া, (ক) মহালের বা তালুকপ্রভৃতির চিরকালীন বন্দোবস্ত থাকিলে ঐ ভূমির বার্ষিক রাজস্বের কি খাজানার তিন গুণের অনধিক কিম্বা মেয়াদী বন্দোবস্ত থাকিলে ঐ ভূমির রাজস্বের কি খাজানার দ্বিগুণের অনধিক ঐ ভূমির বার্ষিকমূল্য বলিয়া নির্ণয় করিতে পারিবেন; এবং (খ) উক্ত মহালের বা তালুকপ্রভৃতির আয়তন নির্ণয় করা গিয়া থাকিলে, একর প্রতি যে হার ধরা বিহিত বোধ করেন সেই হারানুসারে তাহার বার্ষিক মূল্য ধরিবেন।

ক্ষুদ্র২ মহালের ও তালুকপ্রভৃতির মূল্য নিরূপণের কথা।

১২ ধারা। যে লাখেরাজ মহালের বা নিষ্কর তালুক প্রভৃতির মোট খাজানা এক শত টাকার অনধিক না হয় বা তদধিক বলিয়া কালেক্টর সাহেবের অনুমান না হয়, সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতির আয়তন নির্ণয় করা গিয়া থাকিলে, কালেক্টর সাহেবের সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতির পক্ষে নোটিস না দিয়া একর প্রতি যে হার ধরা বিহিত বোধ করেন সেই হারানুসারে তাহার বার্ষিক মূল্য ধরিতে পারিবেন।

যাহার একর পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে এরূপ ক্ষুদ্র২ মহালের ও তালুক প্রভৃতির মূল্য নিরূপণের কথা।

১৩ ধারা। কালেক্টর সাহেব পূর্ব্ব ধারামতে কোন মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির মূল্য নির্ণয় করিলে, ঐ ভূমির যে অংশ পেটাও তালুকের অন্তর্গত থাকে তাহার বার্ষিক মূল্য এইরূপে নির্ণয় করিবেন সম্পূর্ণ মহালের কি তালুক প্রভৃতির যত রাজস্ব কি খাজানা হয়, পূর্ব্বোক্তমতে নির্ণীত বার্ষিক মূল্য সেই রাজস্বের কি খাজানার যত গুণ কি যে ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত অধিক হয় ঐ ভূম্যংশের খাজানা সেই গুণিতকের কি সেই ভগ্নাংশের অর্দ্ধেকে বৃদ্ধি করিয়া তাহা ঐ ভূম্যংশের বার্ষিক মূল্য বলিয়া ধরা যাইবে; কিম্বা সমুদয় ভূমির একর প্রতি যে হারে মূল্য ধরা গেল ঐ ভূম্যংশের একর প্রতি সেই হারে মূল্য ধরা যাইবে।

পেটাও তালুকের অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্য ধরিবার কথা।

কিন্তু ২৩ ধারামতে ঐ নিরূপিত মূল্যের ফর্দ্দ লটকাইয়া দেওয়া গেলে পর উক্ত মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারি এক মাসের মধ্যে, ও সেই পেটাও তালুকের ভোগাধিকারীর উপর পথকর দিবার দাওয়া প্রথম যে তারিখে করা যায় তিনি সেই তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে ঐ মহালের কি তালুক প্রভৃতির কিম্বা পেটাও তালুকের বিষয়ে A তফসীলের পাঠে রিটর্ন দিতে পারিবেন। তাহা হইলে, ১৭ ও ২০ ধারার বিধান প্রবল রাখিয়া ঐ মহাল প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্য ঐ রিটর্ণের লিখিত টাকানুসারে নির্দ্ধার্য্য হইবে।

মহালের কি পেটাও তালুকের ভোগাধিকারির রিটর্ণ দিতে পারিবার কথা।

Or Collector may serve notice.

Or the Collector may, if he think fit, cause a notice to be served in respect of any such estate or tenure in the form contained in Schedule (A), and thereupon all the provisions of this part shall apply in the same way as they would have applied if the annual Government revenue or rent thereof had exceeded one hundred rupees.

Return of plantations, &c.

14. Whenever any lands have been acquired under any rules issued by or under the authority of the Government for the sale, *lease*, grant, or clearance of waste lands, or are held directly from Government, and are used for the cultivation of tea, coffee, or cinchona, the Collector shall, in lieu of the notice to be served under section 9, but at the time, in the manner, and under the penalties therein prescribed, cause a notice to be served calling on the holder of such lands to lodge a return in the form in Schedule (B) hereto annexed, and containing the particulars in such form set forth; and the annual value of such lands shall be fixed at ten rupees in respect of every acre therein entered as cultivated.

Fines may be levied by order having force of decree of Civil Court.

15. Fines under clause 2, section 9, and all costs of recovery thereof, *shall be recoverable as arrears of revenue and shall be deemed to be demands under Bengal Act VII of* 1868.

Or Collector may recover them out of rent.

Or the Collector may, if he see fit, after recording his opinion to that effect, cause a notice in form contained in Schedule (C) hereto annexed to be served for the estate or tenure *in respect of which the fine has been imposed,* and thereupon every payment of rent, save to the Collector or some person by him thereunto appointed, made after such service, until further order for the Collector, shall be null and void; and the Collector may recover by any process of law *for the time being in force, by which he might recover rent due to the Government from an undertenant or ryot in an estate which is managed directly by the Collector,* the rent then or thereafter to become due from any occupier or tenure-holder on the said estate or tenure until the amount of such fine or fines with all costs shall be satisfied, whereupon the said notice shall be ordered to be revoked; and the receipt of the Collector in respect of all sums so recovered shall be, to the extent of such sums, a valid discharge in respect of rent due by such occupier or tenure-holder.

অথবা কালেক্টর সাহেবের নোটিস দিতে পারিবার কথা।

অথবা কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে উক্ত কোন মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির বিষয়ে A তফসীলের পাঠে নোটিস জারী করাইতে পারিবেন। তাহা করিলে সেই ভূমি হইতে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক রাজস্ব কি খাজানা এক শত টাকার অধিক হইলে এই অধ্যায়ের বিধান যেরূপে খাটে ঐ ভূমির প্রতি তাহা সেইরূপে খাটিবে।

বাগান বাড়ীপ্রভৃতির দান কিম্বা পরিষ্কার করণার্থে রিটর্ণের কথা।

১৪ ধারা। পতিত ভূমি বিক্রয় কি পাট্টা বিলি কি গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যে বিধি হইয়াছে কোন ভূমি সেই বিধিক্রমে প্রাপ্ত হওয়া গেল, কিম্বা নিজ গবর্ণমেণ্টের স্থানে লওয়া গেলেও তাহাতে চা কি কাফী কি সিনকনার চাষ হইলে, কালেক্টর সাহেব ৯ ধারামতে নোটিস ন দিয়া ঐ ধারার নির্দ্ধারিত সময়ে ও প্রকারে ঐ ভূমির ভোগাধিকারির নামে নোটিস দেওয়াইয়া পশ্চাৎ লিখিত B তফসীলের পাঠে রিটর্ণ দিবার আজ্ঞা করিবেন। ঐ রিটর্ণ না দেওয়া গেলে উক্ত ধারার নির্দ্ধারিত দণ্ড হইবে। ঐ পাঠের নির্দ্দিষ্ট সকল বৃত্তান্ত ঐ রিটর্ণে লিখিতে হইবে। এবং কর্ষিত হইয়াছে বলিয়া যত ভূমি লেখা থাকে তাহার বার্ষিক মূল্য একর প্রতি দশ টাকা নির্দ্ধারিত হইবে।

অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী তুল্য বলবৎ আজ্ঞাদ্বারা আদায় করিতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা। এই আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণমতে যে অর্থদণ্ড কর যায় তাহার টাকা ও তাহা আদায় করিবার সকল খরচ বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে ও ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন মত দাওয়া বলিয়া গণ্য হইবে।

অথবা খাজানাহইতে তাহা কালেক্টর সাহেবের আদায় করিতে পারিবার কথা।

অথবা যে মহালের কি তালুক প্রভৃতির সম্পর্কে অর্থদণ্ড হইয়াছে কালেক্টর সাহেব সেই মাহলের কি তালুক প্রভৃতির বিষয়ে C তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়া উচিত বোধ করিলে আপনার ঐ মত লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ নোটিস দেওয়াইবেন। দেওয়াইলে পর যত কাল প্রকারন্তরের আজ্ঞা না করেন তত কাল কালেক্টর সাহেব ভিন্ন কিম্বা তিনি যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া গেলে তাহা অসিদ্ধ ও ব্যর্থ হইবে; এবং সমস্ত খরচ সুদ্ধ উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা যতকাল আদায় না করা যায় তত কাল উক্ত মহালের কি তালুক প্রভৃতির নিমিত্ত কোন দখিলকারের কি তালুকদারের যত খাজানা সেই সময়ে কিম্বা তৎপশ্চাৎ দেনা হয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে মহাল কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকে তাহার পেটাও তালুকদারের বা রায়তের স্থানে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য খাজানা আদায় করিবারনিমিত্ত যৎকালে যে আইনের কার্য্যপদ্ধতি প্রবল থাকে কালেক্টর সাহেব তৎকালে সেই আইন অনুসারে ঐ খাজানা আদায় করিতে পরিবেন। তাহার পর সেই নোটিস রহিত করিবার আজ্ঞা হইবে। এবং কালেক্টর সাহেব তদ্রূপে প্রাপ্ত টাকার যে রসীদ দেন সেই রসীদ ঐ দখিলকারের কি তালুকদারের দেনা তত টাকা খাজানার অমোঘ মুক্তিপত্র হইবে।

If returns not furnished, Collector to make valuation.

16. The Collector may, after the expiration of *two* months from the service of any notice mentioned in *sections* 9, 13 *or* 14, ascertain and fix, by such ways and means as to him shall seem expedient, the annual value of the lands mentioned in such notice of which no return required by such notice shall theretofore have been lodged; and all expenses incurred in making such valuation may be recovered with all costs of recovery thereof in manner as is provided by section 15 for the recovery of fines.

If return of certain lands is untrue, Collector to make valuation.

17. Whenever the Collector may deem that any return required by *sections* 9, 13, *or* 14 of lands for which no rent is payable by cultivating ryots to the person making such return is untrue or incorrect, he may, by such ways and means as to him shall seem expedient, ascertain and fix the annual value of such lands; and in case the annual value of such lands so determined by him shall exceed by one-fifth the value stated in such return, the expense of such valuation shall be paid by the person by whom such return shall have been lodged, and may be recovered in manner as is provided by section 15 for the recovery of fines, and in all other cases shall be defrayed from the District Road Fund established under this Act.

Person returned as cultivating ryot may be served with notice.

18. The Collector may, whenever he may think fit, cause a notice in the form in Schedule (A) to be served on any person holding any lands or possessing any interest therein, although such person may have been mentioned in any return as a cultivating ryot; and thereupon such person shall be bound to make a return *within one month from the service of such notice,* in the form contained in Schedule (A) and the provisions contained in section 9 with regard to fines and extension of time for lodging a return shall be applicable to him.

If no return made, Collector may ascertain annual value of lands.

19. If no return is made, the Collector may proceed to ascertain the annual value of the lands held by such person; and in case it appears that the annual value of the land is greater than the rent which he pays, the expense of such valuation shall be borne by such person, and may be recovered with all costs of recovery thereof in manner as is provided by

[*Government Gazette,* 13*th January* 1880.]

রিটর্ণ না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবকর্ত্তৃক মূল্য নিরূপণ হইবার কথা।

১৬ ধারা। ৯, ১৩ বা ১৪ ধারার উল্লিখিত নোটিস দেওয়া গেলে পর ঐ নোটিসে যে রিটর্ণ দিবার আজ্ঞা হইল দুই মাস অতীত হইলেও দেওয়া না গেলে কালেক্টর সাহেব যদ্রূপে ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে ও সেই উপায়ে সেই নোটিসের উল্লিখিত ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্ধার্য্য করিবেন; ও ১৫ ধারায় অর্থদণ্ড আদায় করিবার যে বিধি আছে ঐ মূল্যনিরূপণের কার্য্যঘটিত সমস্ত খরচ ও ঐ টাকা আদায় করিবার সকল খরচ সেই বিধিমতে আদায় করা যাইবে।

কোন২ ভূমিবিষয়ক রিটর্ণ অযথার্থ হইলে কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণ করিবার কথা।

১৭ ধারা। যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহাকে কৃষিকারি রায়তদের যে ভূমির খাজানা দিতে না হয় তিনি ৯, ১৩ বা ১৪ ধারার আজ্ঞামতে সেই ভূমির যে রিটর্ণ পাঠাইলেন কালেক্টর সাহেব সেই রিটর্ণ অযথার্থ কিম্বা অশুদ্ধ জ্ঞান করিলে, যদ্রূপে ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে ও সেই উপায়ে সেই ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্ধার্য্য করিবেন; এবং উক্ত রিটর্ণে ঐ ভূমির যে মূল্য ধরা গেল কালেক্টর সাহেব যদি তদধিক পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত মূল্য নিরূপণ করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তি ঐ রিটর্ণ দিলেন তিনি সেই মূল্যনিরূপণ কার্য্যের খরচ দিবেন, ও ১৫ ধারায় অর্থদণ্ড আদায় করিবার যে বিধি আছে সেই বিধিমতে তাঁহার স্থানে ঐ খরচ আদায় করা যাইতে পারিবে। অন্য স্থলে সেই খরচ এই আইনমত প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে দেওয়া যাইবে।

রিটর্ণে কৃষিকারি রায়ত বলিয়া কোন ব্যক্তির নাম লেখা গেলে তাহার নামে নোটিস দিবার কথা।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ভূমির যোত করিলে কিম্বা ভূমিতে তাহার কোন স্বার্থ থাকলে রিটর্ণে কৃষিকারি রায়ত বলিয়া তাঁহার নামের উল্লেখ হইলেও কালেক্টর সাহেব বিহিত বোধ করিলে তাঁহাকে A তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়াইতে পারিবেন। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঐ নোটিস পাইবার এক মাস মধ্যে A তফসীলের লিখিত পাঠে রিটর্ণ দিতে আবদ্ধ হইবেন। এবং ৯ ধারার অর্থদণ্ডের বিষয়ে ও রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করণ বিষয়ে যে২ বিধি আছে তাহাও তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে।

রিটর্ণ না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবের ভূমির বার্ষিক মূল্যনিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

১৯ ধারা। রিটর্ণ না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব ঐ ব্যক্তির যোতের ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ও সেই ব্যক্তি যত খাজানা দিয়া থাকেন ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্য তদধিক দৃষ্ট হইলে, ঐ মূল্য নিরূপণ কার্য্যের খরচ সেই ব্যক্তির দিতে হইবে। ১৫ ধারায় অর্থদণ্ড আদায় করিবার যে বিধি আছে ঐ টাকা এবং তাহা আদায় করিবার সকল খরচ সেই

section 15 for recovery of fines, and in all other cases shall be defrayed from the said District Road Fund.

False returns.

20. If the Collector shall see ground for believing that any return made under this Act other than a return mentioned in section 17 is untrue and incorrect, he may prosecute the maker of such return under section 177 of the Indian Penal Code. And if the Magistrate convict the person so prosecuted under the said section, the Collector may proceed to make a valuation of the lands mentioned in such return by such ways and means as to him shall seem expedient.

Power of Collector in making valuation.

21. For the purpose of making any valuation of lands directed by this part, the Collector shall exercise the powers vested in Collectors by section 19, clause 1, section 23, clause 1, and section 24, clause 1 of Regulation VII of 1822 of the Bengal Code, except so far as the said clauses authorize any inquiry into rights or interests attaching to such lands.

Valuation rolls to be prepared.

22. The Collector shall cause to be prepared from the returns so furnished to him, and from the valuations made by him under this part, a valuation roll of each estate within his district, and of the tenures therein comprised, noting thereon the amount of revenue annually payable to Government on which the deduction specified in clause (1) of section 28 is to be calculated, and shall, on the application of any holder of an estate or tenure or cultivating ryot within his district, cause to be furnished to him a copy of so much of the said roll and of the returns as relate to the lands included within his estate or tenure or ryottee holding, on being paid for the same at such rate as the Lieutenant-Governor of Bengal shall from time to time determine.

Publication of rolls.

23. *On the completion of every roll prescribed under this part, the Collector shall cause a copy thereof to be posted up at the mál cutcherry of the estate to which such roll refers, and an extract from such roll of the portion thereof relating to any tenure at the mál cutcherry thereof: Provided that if no mál cutcherry be found, some conspicuous places on the said estate and tenure shall be selected instead.*

Procedure to be followed when there is a partition.

24. *The procedure prescribed by the two last preceding sections shall be followed whenever a re-distribution of the valuation is made in consequence of a partition as contemplated in section* 104.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১৩ জানুয়ারি।]

বিধিমতে আদায় হইতে পারিবে। অন্য স্থলে উক্ত প্রদেশীয় পথের তহবীলহইতে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে।

অযথার্থ রিটর্ণের কথা।

২০ ধারা। ১৭ ধারার উল্লিখিত রিটর্ণ ভিন্ন এই আইনমতে অন্য যে রিটর্ণ দেওয়া যায় কালেক্টর সাহেব তাহা অযথার্থ ও অশুদ্ধ জ্ঞান করিবার কারণ জানিলে, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৭ ধারামতে ঐ রিটর্ণ লেখকের নামে অভিযোগ করিতে পারিবেন। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষি নির্ণয় করিলে, কালেক্টর সাহেব যেরূপ ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদনুসারে ঐ রিটর্ণের উল্লিখিত ভূমির মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

মূল্য নিরূপণ কার্য্যে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

২১ ধারা। বঙ্গদেশীয় ১৮২২ সালের ৭ আইনের ১৯ ধারার ১ প্রকরণে ও ২৩ ধারার ১ প্রকরণে ও ২৪ ধারার ১ প্রকরণে কালেক্টর সাহেবদের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট ভূমির মূল্য নিরূপণ করিবার কার্য্যে কালেক্টর সাহেব সেই২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন। কিন্তু উক্ত এক২ প্রকরণে ঐ ভূমি সংক্রান্ত স্বত্বের কি সম্পর্কের অনুসন্ধান করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তিনি সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন না।

নিরূপিত মূল্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবার কথা।

২২ ধারা। তদ্রূপে যে সকল রিটর্ণ কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যায় ও তিনি এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে মূল্য নিরূপণ করেন তাহা দেখিয়া আপন জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক মহালের ও তদন্তর্গত তালুক প্রভৃতির নিরূপিত মূল্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন, এবং এই আইনের ২৮ ধারার ১ প্রকরণে বাদ দিবার যে টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বার্ষিক যত রাজস্বের উপর ঐ বাদ দেওয়ার হিসাব করিতে হইবে তাহা ঐ ফর্দ্দে লিখিবেন; এবং আপন জিলার অন্তর্গত কোন মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী কিম্বা কৃষিকারি রাইয়ৎ প্রার্থনা করিলে তাঁহার মহালের বা তালুক প্রভৃতির কিম্বা রায়তী যোতের ভূমির সহিত উক্ত ফর্দ্দের ও রিটর্ণের যে অংশের সম্পর্ক থাকে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ তাহার যে হার নিরূপণ করেন কালেক্টর সাহেব সেই হারানুসারে মূল্য লইয়া তাঁহাকে ঐ ফর্দ্দের রিটর্ণের সেই অংশ দেওয়াইবেন।

উক্ত ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

২৩ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট এক২ ফর্দ্দ সমাপ্ত হইলেই তাহা যে মহাল সম্পর্কীয় হয় কালেক্টর সাহেব সেই মহালের মালকাছারীতে ঐ ফর্দ্দের এক কেতা নকল লাগাইয়া দিবেন এবং উক্ত ফর্দ্দের যে অংশ কোন তালুক প্রভৃতির সম্পর্কীয় হয় সেই অংশের নকল উক্ত তালুক প্রভৃতির মালকাছারীতে লাগাইয়া দিবেন। কিন্তু মালকাছারির সন্ধান না পাওয়া গেলে ঐ মহালের ও তালুক প্রভৃতির কোন প্রকাশ্য স্থান তৎপরিবর্ত্তে মনোনীত করিয়া লইতে হইবে।

বাটওয়ারা হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহার কথা।

২৪ ধারা। ১০৪ ধারার উল্লিখিত বাটওয়ারা হইয়া নিরূপিত মূল্যের নব বিভাগ হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তি দুই ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইবে।

Appeals against valuation.

25. Every person who shall deem himself to be aggrieved by any valuation to be made by any Collector under the provisions of section 17 may, within one month after the posting up of a copy of such roll as above mentioned, appeal to the Commissioner of the Division against such valuation, and the decision of such Commissioner shall be final and conclusive.

নিরূপিত মূল্যের উপর আপীল হইবার কথা।

২৫ ধারা। কালেক্টর সাহেব ১৭ ধারার বিধানমতে যে মূল্য নিরূপণ করেন কোন ব্যক্তি তদ্দ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে ঐ ফর্দ্দেরনকল পূর্ব্বোক্তমতে লটকাইয়া দেওয়া যাইবার পর এক মাসের মধ্যে খণ্ডের কমিশ্যানর সাহেবের নিকটে সেই নিরূপিত মূল্যের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন। ঐ কমিশ্যনর সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে।

Orders for levy of fine appealable.

26. Every order for the levy of a fine or of expenses passed by a Collector under this Act shall be appealable to the Commissioner *of the Division* within one month from the service of the first process for the levy of such fine or expenses. Pending such appeal, and until the order of the Commissioner which shall be final, all process for such levy shall be discontinued.

অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞার উপর আপীল হইবার কথা।

২৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে অর্থদণ্ড কিম্বা খরচ আদায় করিবার যে আজ্ঞা করেন, ঐ অর্থদণ্ড কিম্বা খরচ আদায় করিবার প্রথম পরওয়ানা জারী হইবার সময়াবধি এক মাসের মধ্যে ঐ আজ্ঞার উপর খণ্ডের কমিশ্যানর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তদ্রূপ আপীল হইলে যত কাল কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞা না হয়, তত কাল ঐ টাকা আদায় করিবার সকল কার্য্য স্থগিত থাকিবে। কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

Assessment and payment.

কর ধার্য্য করণের ও দেওনের কথা।

Maximum rate.

27. From and after the commencement of this Act in any district, *or part of a district*, all lands in such district *or part thereof* shall be liable to the payment of a road cess *and a public works cess at the following rates :—*

in the case of road cess, at such rate *per annum* not exceeding one-half of an anna in the rupee of the annual value of such lands as the District Committee in manner hereinafter provided *shall from year to year* determine ;

in the case of public works cess, at such rate per annum not exceeding one-half of an anna in the rupee of the annual value of such lands as the Lieutenant-Governor of Bengal may, by an order published in the Calcutta Gazette, *from year to year determine.*

করের অত্যূর্দ্ধ হারের কথা।

২৭ ধারা। কোন জিলায় কিম্বা জিলার অংশে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি নিম্নলিখিত হারে সেই জিলার বা অংশের অন্তর্গত সমস্ত ভূমির উপর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর লওয়া যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

পথকর সম্বন্ধে, প্রাদেশীয় কমিটী পশ্চাল্লিখিতমতে বৎসর২ যে২ ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করেন, তাহার উপর টাকা প্রতি আধআনার অনধিক বার্ষিক হারে ;

পূর্ত্তকার্য্য কর সম্বন্ধে, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া বৎসর২ যে২ ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করেন, তাহার উপর টাকাপ্রতি আধআনার অনধিক বার্ষিক হারে।

Mode of payment of road cess and public works cess by zemindar.

28. (1)—Every holder of an estate shall yearly pay the entire amount of the road cess *and public works cess* calculated on the annual value of the lands comprised in such estate, at the rates at which the *said cesses may be fixed respectively under this Act,* less a deduction to be calculated at one-half of the said rates for every rupee of the revenue entered in the valuation roll of such estate as payable in respect thereof.

জমীদার যেরূপে পথকর ও পূর্ত্ত কার্য্যকর দিবেন তাহার কথা।

২৮ ধারা। (১) কোন মহালের মূল্য নিরূপণ ফর্দ্দে যত টাকা রাজস্ব লেখা থাকে তাহার প্রত্যেক টাকার উপর এই আইনমতে যে২ হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর ধার্য্য করা যায়, ঐ মহালের প্রত্যেক অধিকারী সেই২ হারের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া, ঐ মহালের অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর যত টাকা বার্ষিক পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর নিরূপণ হয় বৎসর২ সেই সমুদয় টাকা দিবেন।

By holder of tenure.

(2)—Every holder of a tenure shall yearly pay to the holder of the estate or tenure within which the land held by him is included, the entire amount of the road cess *and public works cess* calculated on the annual value of the land

তালুকদার প্রভৃতি যেরূপে দিবেন।

(২)—তালুক প্রভৃতি ভূমির প্রত্যেক ভোগাধিকারী ঐ ভূমির নিমিত্ত যত টাকা খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক টাকার উপর এই আইনমতে যে২ হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধরা যায় তিনি সেই হারের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া আপনার সেই ভূমি যে মহালের কি

comprised in his tenure at the rates at which the *said cesses may be fixed respectively under this Act,* less a deduction to be calculated at one-half of the said rates for every rupee of the rent paid by him for such tenure.

By cultivating ryot.

(3)—Every cultivating ryot shall pay to the person to whom his rent is payable one-half of the said road cess *and public works cess* calculated upon the rent payable by him or upon the annual value, ascertained under the provisions of section 16, of the land held by him.

Notice showing amount of cess payable to be served on zemindars.

29. When the rate of road cess *and public works cess* to be levied in any district shall have been determined for any year by the District Committee *and the Lieutenant-Governor respectively,* the Collector shall cause to be served on the holder of every estate within the district a notice showing the amount of road cess *and public works cess* payable by such holder, and specifying the date from which such road cess *and public works cess* shall take effect: *Provided that it shall not be necessary to serve such a notice when no change has been made in the valuation of the estate or in the rate of road cess or public works cess since the issue of the last notice under this section.*

Time of payment by zemindars.

The said holder shall pay the amount of such road cess *and public works cess* to the said Collector, by equal instalments, on the several days fixed for the payment of the instalments of the Government revenue due in respect of his estate if revenue be payable thereon; and if no revenue be payable thereon, then upon such days as shall be for that purpose appointed by any order of the Lieutenant-Governor made under the provisions hereinafter contained.

Road cess and public works cess may be recovered as arrear of revenue.

30. If any instalment of such road cess *or public works cess* or part thereof payable to the Collector shall not be paid *within seven days from the date on which the same becomes due, the amount due, with a penalty of not more than* 25 *per cent. in addition thereto, and all cost of recovering the same, shall be recoverable as an arrear of revenue due from the estate or tenure in respect of which it is owing, and for the recovery of such arrears the provisions of Act XI of* 1859 *and of any other Act for the time being in force for the sale of revenue-paying estates shall be applicable to revenue-free estates; or the Collector may, if he see fit, proceed to recover the amount due as in the second clause of section* 15 *provided.*

তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত থাকে সেই মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে, বৎসরং আপনার তালুকপ্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর সেইং হারে সম্পূর্ণ পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর দিবেন।

কৃষিকারি রাইয়ত যে-রূপে দিবেন তাহার কথা।

(৩)—কৃষিকারি রাইয়ৎ যত টাকা খাজানা দিয়া থাকেন কিম্বা ১৬ ধারার বিধানমতে তাঁহার ভোগ করা ভূমির যত টাকা বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করা যায় তাহার উপর যেং হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর ধার্য্য হয় তিনি যাঁহাকে খাজনা দিয়া থাকেন তাঁহাকে সেইং হারানুসারে ঐং করের অর্দ্ধেক দিবেন।

যত কর দিতে হইবে জমীদারদিগকে তাহার নোটিস দিবার কথা।

২৯ ধারা। কোন জিলার মধ্যে কোন বৎসরের পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর যে হারে লওয়া যাইবে প্রদেশীয় কমিটী ও শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যথাক্রমে তাহা নির্ণয় করিলেপর কালেক্টর সাহেব আপন জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক মহালের ভোগাধিকারিকে নোটিস দেওয়াইয়া তাহার যত টাকা পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর দিতে হইবে ও যে তারিখ অবধি ঐ পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর প্রচলিত হইবে এইং কথা জানাইবেন। কিন্তু এই ধারামত শেষ নোটিস দিবার পর মহালের মূল্য নিরূপণের বা পথকরের বা পূর্ত্তকার্য্য করের হারের পরিবর্ত্তন না হইলে উক্তরূপ নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

জমীদারদের যখন টাকা দিতে হইবে তাহার কথা।

যদি জমীদারের মালগুজারী মহাল থাকে তবে ঐ মহালের উপর গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের কিস্তি দিবার যেং দিন নিরূপণ আছে তিনি সেইং দিনে সমান কিস্তি করিয়া উক্ত কালেক্টর সাহেবকে ঐ পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর দিবেন। যদি ভূমি লাখেরাজ হয় তবে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত বিধানমতে আজ্ঞা করিয়া যেং তারিখ নিরূপণ করেন সেইং তারিখে ঐং কর দিবেন।

পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করিবার কথা।

৩০ ধারা। উক্ত পথকরের কিম্বা পূর্ত্তকার্য্যকরের কোন কিস্তির টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ কালেক্টর সাহেবের নিকট দেনা হইবার তারিখ অবধি ৭ দিন মধ্যে দেওয়া না গেলে, দেনা টাকা ও তদতিরিক্ত শতকরা ২৫ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড ও তাহা আদায় করিবার সমুদয় খরচ যে মহাল বা তালুক প্রভৃতি সম্পর্কে দেনা পড়ে, তাহার বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে, এবং উক্ত বাকী টাকা আদায়ের নিমিত্ত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ও মালগুজারী মহাল বিক্রয়ার্থ অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধান লাখেরাজ মহালের প্রতি বর্ত্তিবে; অথবা কালেক্টর সাহেব বিহিত বোধ করিলে ১৫ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের বিধানমতে দেনা টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

Collector's claim to have priority.

In case the Collector shall see fit so to proceed, the claim for arrears of road cess *and public works cess* due from any estate or tenure for which a notice has been served shall have priority over any other demand or claim or lien subsisting thereupon.

Times of payment from subordinate tenures.

31. The payment for road cess *and public works cess* by the holder of a tenure, or by a cultivating ryot, shall be made in the proportion of the instalments of rent payable in respect of such tenure or ryottee holding; and if there be no rent payable in respect thereof, then by two equal half-yearly instalments, upon such days as shall be for that purpose appointed by any order of the Lieutenant-Governor made under the provisions hereinafter contained.

Recovery by holders of estates or tenures.

32. Every holder of an estate or tenure to whom any sums may be payable under the provisions of this Act may recover the same in the same manner and under the same penalties as if the same were arrears of rent due *to him* in respect of the land in respect of which such sums may be payable. And any shareholder in an estate or tenure, who may have paid the road cess *or public works cess* payable in respect of such estate or tenure, may recover from his co-sharers such sums as may be payable in respect of their shares as arrears of rent; or may take credit for such sums in any adjustment of accounts between himself and his co-sharers.

Payment for certain lands for which no rent is paid.

33. All lands held without payment of rent other than lands mentioned in section 14, and not being estates entered on the register of revenue-free tenures of the district, shall, for the purposes of this Act, be deemed to form a part of the tenure within the local boundaries of which they may be included, and if they be not included within the local boundary of any tenure, then to be a part of the estate within the local boundaries of which they are included, and if they be not included within the local boundaries of any estate, then to be a part of such conterminous estate as the Collector, in whose district such conterminous estate is situated, shall, by an order under his seal, appoint. And road cess *and public works cess* in respect of such lands shall be payable by the holder of the estate or tenure of which they are deemed to form a part, and shall be recoverable under the provisions of section 30 or section 32, as the case may be: *Provided that if*

কালেক্টর সাহেবের দাওয়া অগ্রগণ্য হইবার কথা।

কালেক্টর সাহেব যদি তদ্রূপে প্রবৃত্ত হওয়া বিহিত বোধ করেন, কোন মহাল কিম্বা তালুক প্রভৃতির বাকী পথ করের ও পূর্ত্তকার্য্য করের নোটিস দেওয়া গেলে সেই বাকীর উপর কালেক্টর সাহেবের যে দাওয়া থাকে তাহা ঐ মহালের কি তালুক প্রভৃতির উপর অন্য দাবীর কি দাওয়ার কি দায়ের অগ্রগণ্য হইবে।

পেটাওত তালুকপ্রভৃতির কর দিবার সময়ের কথা।

৩১ ধারা। তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারির বা কৃষিকারি রায়তের যে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে হয় ঐ তালুকপ্রভৃতির কিম্বা রায়তী যোতের খাজানার কিস্তি যে হারানুসারে দেওয়া যায় পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য করও সেই হারানুসারে দেওয়া যাইবে। যদি সেই ভূমির খাজানা না লাগে তবে ছয়২ মাসের দুই সমান কিস্তি করিয়া কর দিতে হইবে। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত বিধানমতে আজ্ঞা করিয়া ঐ কিস্তির যে২ দিন নিরূপণ করেন তাহা সেই২ দিনে দেওয়া যাইবে।

মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিদের দ্বারা আদায় হইবার কথা।

৩২ ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন মহালের কিম্বা তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিকে টাকা দিবার বিধান হইলে ঐ টাকা যে ভূমির নিমিত্ত পাওনা হয় সেই ভূমির খাজানা বাকী পড়িলে তিনি যে রূপে ও যে দণ্ডবিধানমতে তাহা আদায় করিতেন সেই রূপে ও সেই দণ্ডবিধানানুসারে ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন। কোন মহালের কি তালুকপ্রভৃতির অংশী সেই মহালের কি তালুক প্রভৃতির পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর শোধ করিলে, তিনি সহঅংশিদের স্থানে বাকী খাজানার ন্যায় তাঁহাদের দেয় সেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন। অথবা আপনার ও সহঅংশীদের মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তির কালে ঐ টাকা জমা করিয়া লইতে পারিবেন।

যে ভূমির খাজানা নাই তাহার নিমিত্তে ঐ কর দিবার কথা।

৩৩ ধারা। ১৪ ধারার লিখিত ভূমি ভিন্ন এবং জিলার লাখেরাজ ভূমির রেজিস্টরীতে যে মহাল লেখা থাকে তদ্ভিন্ন যে ভূমি বিনা খাজানায় ভোগ হইয়া থাকে তাহা যে তালুক প্রভৃতির সীমার মধ্যে ধরা যায় এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেই তালুকপ্রভৃতির একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোন তালুক প্রভৃতির সীমার মধ্যে ধরা না যায়, তবে যে মহালের সীমার মধ্যে ধরা আছে সেই মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোন মহালের সীমার মধ্যে ধরা না যায়, তবে তাহার সন্নিহিত মহাল যে কালেক্টর সাহেবের জিলার মধ্যে থাকে তিনি আপন মোহরাঙ্কিত আজ্ঞাক্রমে ঐ ভূমি সন্নিহিত যে মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবার আদেশ করেন তাহা সেই মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহাতে উক্ত ভূমি যে মহালের কি তালুকপ্রভৃতির একাংশ বলিয়া গণ্য হয় ঐ ভূমির নিমিত্ত পথকর তাহার ভোগাধিকারির স্থানে আদায় হইবে, এবং ৩০ ধারার কিম্বা স্থল বিশেষে ৩২ ধারার বিধানমতে ঐ টাকা আদায় হইতে পারিবে। কিন্তু মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিকে নিয়মিত তারিখে উক্ত ভূমির কর দেওয়া না গেলে মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারী উক্ত ভূমির

the cess for such lands is not paid to the holder of the estate or tenure by the due date, the holder of the estate or tenure shall be entitled to recover from the holder of such land an additional sum equal to double the amount of the cess with all costs of suit. Or such lands may, if the Collector shall see fit, be entered on a separate register to be kept for the purposes of this Act, *as hereinafter provided,* by the Collector, and thereupon road cess *and public works cess* shall be payable thereon and shall be recoverable in respect thereof as if the same were an estate.

ভোগাধিকারির স্থানে মোকদ্দমার খরচ সমেত করের টাকার দ্বিগুণের সমান অতিরিক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে অধিকারী হইবেন। অথবা কালেক্টর সাহেব বিহিত বোধ করিলে এই আইনের কার্য্যপক্ষে পশ্চাল্লিখিতমতে স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহী রাখিয়া সেই বহীতে ঐ ভূমি লিখিতে পারিবেন। তাহা হইলে মহালের ন্যায় সেই ভূমির পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দেনা হইবে ও তদ্রূপে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

34. The person to whom any sum shall, under the provisions of the last preceding section, have been directly paid by the holder of any tenure or tenures for which no rent is paid, may retain one-fourth thereof as and for his remuneration for costs and risk of collecting the same.

Remuneration for collecting cess for certain lands for which no rent is paid.

৩৪ ধারা। নিষ্কর তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তিকে টাকা দেন সেই টাকা আদায় করণে তাঁহার যে খরচ ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় তজ্জন্যে তিনি পারিশ্রমিক স্বরূপ ঐ টাকার চতুর্থাংশ রাখিতে পারিবেন।

যে ভূমির নির্দ্দিষ্ট খাজনা নাই তাহার পথকর আদায় করিবার পারিশ্রমিকের কথা।

35. *The separate register referred to in section 33 shall be called the register of claims to rent-free tenures, and it shall be lawful for the Collector of any district, with the sanction of the Board of Revenue, to issue a proclamation which shall be published in the manner described in section 8.*

Collector may issue proclamation.

৩৫ ধারা। ৩৩ ধারায় যে স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহীর উল্লেখ হইয়াছে তাহা নিষ্কর তালুকপ্রভৃতি সম্বন্ধীয় দাওয়ার রেজিষ্টর নামে খ্যাত হইবে, এবং কোন জিলার কালেক্টর সাহেব রেবিনিউবোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ঘোষণাপত্র দিতে পারিবেন; ঐ ঘোষণাপত্র ৮ ধারার লিখিতমতে প্রচার করিতে হইবে।

কালেক্টর সাহেবের ঘোষণাপত্র দিতে পারিবার কথা।

36. *Such proclamation shall call on all persons who claim to be in actual rent-free possession of any lands in the district, other than lands already assessed to the road and public works cess, as being borne on Register B, the register of revenue-free tenures, to appear within two months at the cutcherry of the Collector, or at such other place or places as may be specified in the proclamation, and state in writing the approximate area of such tenure, the number of plots contained in it, the mouzah or mouzahs, and thana or thanas in which it is situate.*

Contents of proclamation.

৩৬ ধারা। লাখেরাজ তালুকপ্রভৃতির B চিহ্নিত রেজিষ্টর ভুক্ত বলিয়া যে সকল ভূমির উপর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধরা গিয়াছে, তদ্ভিন্ন জিলার যে কোন ভূমি নিষ্কররূপে ভোগদখল করিতেছেন বলিয়া যে সকল ব্যক্তি দাওয়া করেন, ঐ ঘোষণাপত্রে তাঁহাদের উপর আদেশ থাকিবে যে তাঁহারা দুই মাস মধ্যে কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে অথবা ঘোষণাপত্রে যে বা যে২ স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই বা সেই২ স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্ত তালুক প্রভৃতির সম্ভাবিত পরিমাণ, তদন্তর্গত ভূখণ্ডের সংখ্যা, ও তাহা যে বা যে২ মৌজার ও থানার মধ্যে আছে সেই বা সেই২ মৌজার ও থানার নাম লিখিয়া দিবেন।

ঘোষণাপত্রে যাহা থাকিবে তাহার কথা।

37. *The Collector shall enter the above details in the register of claims to rent-free tenures, but such registration shall only be binding against the claimant, and shall be evidence only of the fact of such claim having been made. Should the right to hold rent-free on the fact of the claimants being in possession be questioned in a competent court, registration will be no bar to a suit being brought at any time to contest the claim.*

Effect of registration.

৩৭ ধারা। কালেক্টর সাহেব ঐ২ কথা নিষ্কর তালুকপ্রভৃতি সম্বন্ধীয় দাওয়ার রেজিষ্টরে লিখিবেন, কিন্তু তদ্রূপ রেজিষ্টরী করণ কেবল দাওয়াদারের বিরুদ্ধেই প্রবল হইবে, এবং তদ্রূপ দাওয়া হইয়াছিল কেবল ইহারই প্রমাণ হইবে। দাওয়াদারেরা দখিলকার আছেন বলিয়া নিষ্কর রূপে ভোগ করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত আদালতে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ঐ দাওয়ার বিরুদ্ধে যে কোন সময়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সম্বন্ধে উক্ত রেজিষ্টরীকরণ কোন বাধা হইবে না।

রেজিষ্টরী করণের ফলের কথা।

38. *Should any objection to a claim be made before the Collector he will not adjudicate on the objector, and if rival claims to be in*

Collector not to decide objections.

৩৮ ধারা। কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে কোন দাওয়ার সম্বন্ধে আপত্তি করা গেলে, তিনি আপত্তিকারির বিষয়ে কোন মীমাংসা করিবেন না, এবং নিষ্কররূপে একই ভূমির

কালেক্টর সাহেবের আপত্তির নিষ্পত্তি না করিবার কথা।

Council, shall be liable to road cess *or public works cess* under the provisions of this Act without the previous consent of the said Governor-General of India in Council.

Notice to return profits.

48. At the time, in the manner, and under the penalties provided by section 9, the Collector shall cause a notice to be served upon the owner, chief agent, manager or occupier of any property assessable under this Part: such notice shall be in the form provided by Schedule D *hereto annexed,* and shall require such owner, chief agent, manager or occupier to send in to the office of the Collector a return of the annual net profits of such property calculated on the average of the annual net profits thereof for the last three years for which accounts were made up. The Collector may, upon sufficient grounds for so doing being proved to his satisfaction, from time to time extend the period for lodging any **such return.**

When property lies in different districts.

49. Whenever any property assessable under this Part lies in two or more districts under the Lieutenant-Governor of Bengal, the notice to furnish a return under section 48 shall be served on the owner, chief agent, manager, or occupier of such property by or through the Collector of the district where such owner, chief agent, manager, or occupier may reside or have his chief place of business, and one return for the whole of such property shall suffice.

When property is partly in and partly outside Bengal.

50. Whenever any property assessable under this Part lies partly within and partly outside the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal, the return sent in under section 48 shall state the total annual net profits calculated as aforesaid accruing from such property, and also the proportion of such profits which may reasonably be calculated to accrue in the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal.

If return not furnished or incorrect, Collector to make valuation.

51. If such return be not furnished within the period of *two* months or any extension thereof from the date on which such notice was served, or if the Collector shall deem that any return made in pursuance of such notice is untrue or incorrect, the Collector shall proceed to ascertain and determine, by such ways or means as to him shall seem expedient, the annual net profits of such property calculated as aforesaid, and all expenses incurred in making

[*Government Gazette, 18th January* 1880.]

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি না হইলে, এই আইনের বিধানমতে সেই রেলওয়ের বা ট্রামওয়ের উপর পথকর বা পূর্ত্তকার্য্য কর লওয়া যাইবে না।

লভ্যের রিটর্ণ দিবার নোটিসের কথা।

৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর টাক্স ধার্য্য হইতে পারে, কালেক্টর সাহেব এই আইনের ৯ ধারার নিরূপিত সময়ে ও প্রকারে ও সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ড বিধানমতে সেই সম্পত্তির স্বামির কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের নামে এই আইনের D তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়াইয়া ভূতপূর্ব্ব যে তিন বৎসরের হিসাব নিষ্পত্তি করা গিয়াছে তদনুসারে বার্ষিক নিট লভ্যের গড় ধরিয়া ঐ সম্পত্তির উপর খরচ বাদে বৎসরং যত টাকা লভ্য হইয়াছে কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে ইহার রিটর্ণ পাঠাইতে আজ্ঞা করিবেন। কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধমতে সেই রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করণের উপযুক্ত কারণের প্রমাণ হইলে তিনি সময়েং ঐ সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

সম্পত্তি ভিন্নং জিলায় থাকিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪৯ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দুই কি তদধিক জিলার অন্তর্গত থাকিলে, ঐ সম্পত্তির স্বামী কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারক কি কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা দখীলকার যে জিলায় বাস করেন কিম্বা তাঁহার কর্ম্মের প্রধান স্থান যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব-কর্ত্তৃক কিম্বা তাঁহার দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে সেই আইনের ৪৮ ধারামত রিটর্ণ দিবার নোটিস দেওয়া যাইবে। ঐ সমুদয় সম্পত্তির একই রিটর্ণ হইলে চলিতে পারিবে।

সম্পত্তির একাংশ বঙ্গদেশের সীমার মধ্যে ও একাংশ ঐ সীমার বাহিরে থাকিলে তাহার কথা।

৫০ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে তাহার একাংশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে ও একাংশ বাহিরে থাকিলে, পূর্ব্বোক্তমতে হিসাব করিয়া ঐ সমুদয় সম্পত্তিহইতে বৎসরং সর্ব্বসুদ্ধ নিট যত টাকা লাভ হয় এবং ঐ লাভের যে অংশ যুক্তিমতে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের উৎপন্ন বলিয়া ধরা যাইতে পারে এই আইনের ৪৮ ধারামতে ইহা ঐ রিটর্ণে ব্যক্ত হইবে।

রিটর্ণ না দেওয়া গেলে বা অশুদ্ধ হইলে কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণ করিবার কথা।

৫১ ধারা। উক্ত নোটিস যে তারিখে দেওয়া যায় তদবধি দুই মাসের মধ্যে কিম্বা সময় বৃদ্ধি হইলে সেই সময়মধ্যে যদি সেই রিটর্ণ না দেওয়া যায় কিম্বা সেই নোটিসমতে রিটর্ণ দেওয়া গেলেও যদি কালেক্টর সাহেব তাহা অযথার্থ কিম্বা অশুদ্ধ জ্ঞান করেন, তবে যে নিয়ম ও উপায় বিহিত বোধ করেন তদনুসারে পূর্ব্বোক্তমতে হিসাব করিয়া তিনি ঐ সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্য নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরূপণ করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। ঐ মূল্য নিরূপণ কার্য্যের যত খরচ লাগে যে ব্যক্তির কিম্বা যে সম্পত্তি সম্পর্কে উক্ত ত্রুটি

the cess for such lands is not paid to the holder of the estate or tenure by the due date, the holder of the estate or tenure shall be entitled to recover from the holder of such land an additional sum equal to double the amount of the cess with all costs of suit. Or such lands may, if the Collector shall see fit, be entered on a separate register to be kept for the purposes of this *Act, as hereinafter provided,* by the Collector, and thereupon road cess *and public works cess* shall be payable thereon and shall be recoverable in respect thereof as if the same were an estate.

Remuneration for collecting cess for certain lands for which no rent is paid.

34. The person to whom any sum shall, under the provisions of the last preceding section, have been directly paid by the holder of any tenure or tenures for which no rent is paid, may retain one-fourth thereof as and for his remuneration for costs and risk of collecting the same.

Collector may issue proclamation.

35. *The separate register referred to in section 33 shall be called the register of claims to rent free tenures, and it shall be lawful for the Collector of any district, with the sanction of the Board of Revenue, to issue a proclamation which shall be published in the manner described in section 8.*

Contents of proclamation.

36. *Such proclamation shall call on all persons who claim to be in actual rent-free possession of any lands in the district, other than lands already assessed to the road and public works cess, as being borne on Register B, the register of revenue-free tenures, to appear within two months at the cutcherry of the Collector, or at such other place or places as may be specified in the proclamation, and state in writing the approximate area of such tenure, the number of plots contained in it, the mouzah or mouzahs, and thana or thanas in which it is situate.*

Effect of registration.

37. *The Collector shall enter the above details in the register of claims to rent-free tenures, but such registration shall only be binding against the claimant, and shall be evidence only of the fact of such claim having been made. Should the right to hold rent-free on the fact of the claimants being in possession be questioned in a competent court, registration will be no bar to a suit being brought at any time to contest the claim.*

Collector not to decide objections.

38. *Should any objection to a claim be made before the Collector, he will not adjudicate on the objector, and if rival claims to be in*

ভোগাধিকারির স্থানে মোকদ্দমার খরচ সমেত করের টাকার দ্বিগুণের সমান অতিরিক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে অধিকারী হইবেন। অথবা কালেক্টর সাহেব বিহিত বোধ করিলে এই আইনের কার্য্যপক্ষে পশ্চা-লিখিতমতে স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহী রাখিয়া সেই বহীতে ঐ ভূমি লিখিতে পারিবেন। তাহা হইলে মহালের ন্যায় সেই ভূমির পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দেনা হইবে ও তদ্রূপে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

৩৪ ধারা। নিষ্কর তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তিকে টাকা দেন সেই টাকা আদায় করণে তাঁহার যে খরচ ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় তজ্জন্যে তিনি পারিশ্রমিক স্বরূপ ঐ টাকার চতুর্থাংশ রাখিতে পারিবেন।

যে ভূমির নিমিত্ত খাজনা নাই তাহার পথকর আদায় করিবার পারিশ্রমিকের কথা।

৩৫ ধারা। ৩৩ ধারায় যে স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহীর উল্লেখ হইয়াছে তাহা নিষ্কর তালুক-প্রভৃতি সম্বন্ধীয় দাওয়ার রেজিষ্টর নামে খ্যাত হইবে, এবং কোন জিলার কালেক্টর সাহেব রেবিনিউবোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ঘোষণাপত্র দিতে পারিবেন; ঐ ঘোষণাপত্র ৮ ধারার লিখিতমতে প্রচার করিতে হইবে।

কালেকটর সাহেবের ঘোষণাপত্র দিতে পারিবার কথা।

৩৬ ধারা। লাখেরাজ তালুকপ্রভৃতির B চিহ্নিত রেজিষ্টর ভুক্ত বলিয়া যে সকল ভূমির উপর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধরা গিয়াছে, তদ্ভিন্ন জিলার যে কোন ভূমি নিষ্কররূপে ভোগদখল করিতেছেন বলিয়া যে সকল ব্যক্তি দাওয়া করেন, ঐ ঘোষণাপত্রে তাঁহাদের উপর আদেশ থাকিবে যে তাঁহারা দুই মাস মধ্যে কালেকটর সাহেবের কাছারিতে অথবা ঘোষণা-পত্রে যে বা যে২ স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই বা সেই২ স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্ত তালুক প্রভৃতির সম্ভাবিত পরিমাণ, তদন্তর্গত ভূখণ্ডের সংখ্যা, ও তাহা যে বা যে২ মৌজার ও থানার মধ্যে আছে সেই বা সেই২ মৌজার ও থানার নাম লিখিয়া দিবেন।

ঘোষণাপত্রে যাহা থাকিবে তাহার কথা।

৩৭ ধারা। কালেকটর সাহেব ঐ২ কথা নিষ্কর তালুক-প্রভৃতি সম্বন্ধীয় দাওয়ার রেজিষ্টরে লিখিবেন, কিন্তু তদ্রূপ রেজিষ্টরী করণ কেবল দাওয়া-দারের বিরুদ্ধেই প্রবল হইবে, এবং তদ্রূপ দাওয়া হইয়াছিল কেবল ইহারই প্রমাণ হইবে। দাওয়াদারেরা দখিল-কার আছেন বলিয়া নিষ্কর রূপে ভোগকরিবার স্বত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত আদালতে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ঐ দাওয়ার বিরুদ্ধে যে কোন সময়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সম্বন্ধে উক্ত রেজিষ্টরীকরণ কোন বাধা হইবে না।

রেজিষ্টরী করণের ফলের কথা।

৩৮ ধারা। কালেকটর সাহেবের সম্মুখে কোন দাওয়ার সম্বন্ধে আপত্তি করা গেলে, তিনি আপত্তিকারির বিষয়ে কোন মীমাংসা করিবেন না, এবং নিষ্কররূপে একই ভূমির

কালেক্টর সাহেবের আপত্তির নিষ্পত্তি না করিবার কথা।

Council, shall be liable to road cess *or public works cess* under the provisions of this Act without the previous consent of the said Governor-General of India in Council.

Notice to return profits.

48. At the time, in the manner, and under the penalties provided by section 9, the Collector shall cause a notice to be served upon the owner, chief agent, manager or occupier of any property assessable under this Part : such notice shall be in the form provided by Schedule D *hereto annexed,* and shall require such owner, chief agent, manager or occupier to send in to the office of the Collector a return of the annual net profits of such property calculated on the average of the annual net profits thereof for the last three years for which accounts were made up. The Collector may, upon sufficient grounds for so doing being proved to his satisfaction, from time to time extend the period for lodging any **such return.**

When property lies in different districts.

49. Whenever any property assessable under this Part lies in two or more districts under the Lieutenant-Governor of Bengal, the notice to furnish a return under section 48 shall be served on the owner, chief agent, manager, or occupier of such property by or through the Collector of the district where such owner, chief agent, manager, or occupier may reside or have his chief place of business, and one return for the whole of such property shall suffice.

When property is partly in and partly outside Bengal.

50. Whenever any property assessable under this Part lies partly within and partly outside the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal, the return sent in under section 48 shall state the total annual net profits calculated as aforesaid accruing from such property, and also the proportion of such profits which may reasonably be calculated to accrue in the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal.

If return not furnished or incorrect, Collector to make valuation.

51 If such return be not furnished within the period of *two* months or any extension thereof from the date on which such notice was served, or if the Collector shall deem that any return made in pursuance of such notice is untrue or incorrect, the Collector shall proceed to ascertain and determine, by such ways or means as to him shall seem expedient, the annual net profits of such property calculated as aforesaid, and all expenses incurred in making

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি না হইলে, এই আইনের বিধানমতে সেই রেলওয়ের বা ট্রামওয়ের উপর পথকর বা পূর্ত্তকার্য্য কর লওয়া যাইবে না।

লভ্যের রিটর্ণ দিবার নোটিসের কথা।

৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর টাক্স ধার্য্য হইতে পারে, কালেক্টর সাহেব এই আইনের ৯ ধারার নিরূপিত সময়ে ও প্রকারে ও সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ড বিধানমতে সেই সম্পত্তির স্বামির কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের নামে এই আইনের D তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়াইয়া ভূতপূর্ব্ব যে তিন বৎসরের হিসাব নিষ্পত্তি করা গিয়াছে তদনুসারে বার্ষিক নিট লভ্যের গড় ধরিয়া ঐ সম্পত্তির উপর খরচ বাদে বৎসর২ যত টাকা লভ্য হইয়াছে কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে তাহার রিটর্ণ পাঠাইতে আজ্ঞা করিবেন। কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধমতে সেই রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করণের উপযুক্ত কারণের প্রমাণ হইলে তিনি সময়ে২ ঐ সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলায় থাকিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪৯ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দুই কি তদধিক জিলার অন্তর্গত থাকিলে, ঐ সম্পত্তির স্বামী কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারক কি কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা দখীলকার যে জিলায় বাস করেন কিম্বা তাঁহার কর্ম্মের প্রধান স্থান যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব-কর্ত্তৃক কিম্বা তাঁহার দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে সেই আইনের ৪৮ ধারামতে রিটর্ণ দিবার নোটিস দেওয়া যাইবে। ঐ সমুদয় সম্পত্তির একই রিটর্ণ হইলে চলিতে পারিবে।

সম্পত্তির একাংশ বঙ্গদেশের সীমার মধ্যে ও একাংশ ঐ সীমার বাহিরে থাকিলে তাহার কথা।

৫০ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে তাহার একাংশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে ও একাংশ বাহিরে থাকিলে, পূর্ব্বোক্তমতে হিসাব করিয়া ঐ সমুদয় সম্পত্তিহইতে বৎসর২ সর্ব্বসুদ্ধ নিট যত টাকা লাভ হয় এবং ঐ লাভের যে অংশ যুক্তিমতে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের উৎপন্ন বলিয়া ধরা যাইতে পারে এই আইনের ৪৮ ধারামতে তাহা ঐ রিটর্ণে ব্যক্ত হইবে।

রিটর্ণ না দেওয়া গেলে বা অশুদ্ধ হইলে কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণ করিবার কথা।

৫১ ধারা। উক্ত নোটিস যে তারিখে দেওয়া যায় তদবধি দুই মাসের মধ্যে কিম্বা সময় বৃদ্ধি হইলে সেই সময়মধ্যে যদি সেই রিটর্ণ না দেওয়া যায় কিম্বা সেই নোটিসমতে রিটর্ণ দেওয়া গেলেও যদি কালেক্টর সাহেব তাহা অযথার্থ কিম্বা অশুদ্ধ জ্ঞান করেন, তবে যে নিয়ম ও উপায় বিহিত বোধ করেন তদনুসারে পূর্ব্বোক্তমতে হিসাব করিয়া তিনি ঐ সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্য নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরূপণ করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। ঐ মূল্য নিরূপণ কার্য্যের যত খরচ লাগে যে ব্যক্তির কিম্বা যে সম্পত্তি সম্পর্কে উক্ত ত্রুটি

such valuation shall be borne by the person by whom, or the property in respect of which, the default occurred, and shall be recoverable, with all costs of recovery thereof, in manner as is provided by section 15 for recovery of fines.

52. So soon as the Collector shall have ascertained and determined the annual net profits as aforesaid of any such property, he shall cause to be served upon the owner, chief agent, manager, or occupier of such property, a notice informing him of the amount of the annual net profits so ascertained and determined by him. Any person who, having made a return under section 48, may deem himself aggrieved by any valuation made by the Collector under the last preceding section may, within one month from the service of such notice, appeal to the Commissioner of the Division, and the decision of the Commissioner on such appeal shall be final.

Notice of valuation. Appeal.

53. If the Collector be unable to ascertain the annual net profits as aforesaid of any property assessable under this Part, he may, by such ways or means as to him shall seem expedient, ascertain and determine the value of such property, and shall thereupon determine six per centum on such value to be the annual net profits thereon. The expenses incurred under this section shall be borne by the person by whom, or the property in respect of which, the default occurred, and shall be recoverable with all costs of recovery thereof in manner provided by section 15.

Annual net profits.

54. *The Collector may from time to time, on good reason being shown to him, revise any valuation made by him under this Part.*

55. Whenever any property assessable under this Part lies in two or more districts, the Lieutenant-Governor of Bengal shall from time to time determine out of the total annual net profits stated in the return, or in the valuation of such profits accruing in the territories subject to him, and ascertained in any manner as aforesaid, the proportions in which such property shall be assessed in each of the said districts respectively.

Determination of proportion of profits when property in different districts.

56. When the rate of road cess *and public works cess* to be levied in the district upon property assessable under this Part shall have been determined for any year by the District Committee *and the Lieutenant-Governor respectively*, the Collector shall cause to be served on the

Notice of road cess and public works cess and recovery thereof.

হইয়া থাকে সেই ব্যক্তির বা সেই সম্পত্তি হইতে সেই খরচ দিতে হইবে ও ১৫ ধারার অর্থদণ্ড আদায় করিবার যে বিধান আছে উক্ত টাকা ও তাহা আদায় করিবার সমস্ত খরচ সেই বিধানমতে আদায় হইতে পারিবে।

৫২ ধারা। কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্তমতে উল্লিখিত সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্য নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরূপণ করিলেই তিনি সেই প্রকারে বৎসরের নিট কত টাকা লাভ নিশ্চয় ও নিরূপণ করিলেন, ঐ সম্পত্তির স্বামিকে কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারককে কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষকে কিম্বা দাখিলকারকে সেই কথার নোটিস দেওয়াইবেন। কোন ব্যক্তি ৪৮ ধারামতে রিটর্ণ দিলে পর পূর্ব্ব ধারামতে কালেক্টর সাহেবের কৃত মূল্য নিরূপণদ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে তিনি ঐ নোটিস পাইবার পর এক মাসের মধ্যে খণ্ডের কমিশনর সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। সেই আপীলক্রমে কমিশনর সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

মূল্য নিরূপণ করিবার নোটিসের ও আপীলের কথা।

৫৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারে সেই সম্পত্তি হইতে বৎসর২ নিট কত টাকা লভ্য হয় কালেক্টর সাহেব ইহা নিরূপণ করিতে না পারিলে যদ্রূপে ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদনুসারে ঐ সম্পত্তির মূল্য নিশ্চয় ও নির্ণয় করিয়া সেই মূল্যের উপর শতকরা ৬৲ টাকা তাহার বার্ষিক নিট লাভ ধরিবেন। এই ধারামত কার্য্য করিতে যত টাকা খরচ হয় যে ব্যক্তির কিম্বা যে সম্পত্তি সম্পর্কে উক্ত ত্রুটি হইল সেই ব্যক্তির বা সেই সম্পত্তি হইতে সেই খরচ দিতে হইবে ও তাহা এবং ঐ টাকা আদায় করিবার সমস্ত খরচ ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

বৎসরের নিট লভ্যের কথা।

৫৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে কালেক্টর সাহেব যে মূল্য নিরূপণ করেন, উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, তিনি সময়ে২ তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন।

৫৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারিবে সেই সম্পত্তি দুই কি তদধিক জিলার মধ্যে থাকিলে, ঐ রিটর্ণে কিম্বা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের উৎপন্ন লাভের নিরূপণপত্রে বৎসর২ নিট যত টাকা লাভ পূর্ব্বোক্তমতে নিশ্চিত হইয়া লেখা থাকে তাহার মধ্যে উক্ত প্রত্যেক জিলায় ঐ সম্পত্তির উপর কি হারে ঐ কর ধরিতে হইবে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ ইহা নির্ণয় করিবেন।

সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলায় থাকিলে যে জিলার পক্ষে যত লাভ নিরূপণ হইবে তাহার কথা।

৫৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারে কোন বৎসরে কোন জিলার অন্তর্গত সেই সম্পত্তির উপর যে হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর আদায় করা যাইবে প্রদেশীয় কমিটি ও শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যথাক্রমে তাহা নিরূপণ করিলে পর, ঐ সম্পত্তির উপর কর

পথকরের ও পূর্ত্তকার্য্যকরের নোটিস দিবার ও তদাদায়ের কথা।

owner, chief agent, manager, or occupier of every such property a notice showing the amount of road cess *and public works cess* payable *respectively* in respect of such property and specifying the date from which such cesses shall take effect. And such amount shall be payable by such owner, chief agent, manager, or occupier, to the Collector in two equal instalments, the first on the expiry of six months, the second on the expiry of nine months after the date fixed as hereinbefore provided for the commencement of the cess year. *Provided that it shall not be necessary to serve any notice under this section when no change has been made in the valuation of the property or in the rate of road cess or public works cess since the issue of the last notice under this section.*

টাকা পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে হইবে ও সেই২ কর কোন্ তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে, কালেক্টর সাহেব উক্ত প্রত্যেক সম্পত্তির স্বামিকে কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারককে কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষকে কিম্বা দখিলকারকে ইহার নোটিস দেওয়াইবেন। ও সেই স্বামী কি প্রধান কর্ম্মকারক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা দখিলকার কালেক্টর সাহেবকে সমান দুই কিস্তি করিয়া ঐ কর দিবেন অর্থাৎ পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে ঐ করের বৎসরের প্রারম্ভের যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই তারিখ অবধি ছয় মাস গত হইলে প্রথম কিস্তি ও নয় মাস গত হইলে দ্বিতীয় কিস্তি দিবেন। কিন্তু এই ধারামতে শেষ নোটিস দিবার পর সম্পত্তির নিরূপিত মূল্যের অথবা পথকরের বা পূর্ত্তকার্য্যকরের হারের পরিবর্ত্তন না হইলে, এই ধারামত নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

57. Every occupier of such property, who shall have paid in excess of half of such amount, shall be entitled to deduct such excess from the next instalment of rent payable in respect of such property; and every owner who has paid in excess of half of such amount shall be entitled to recover such excess from the occupier thereof; provided that in no case shall an occupier deduct from his annual rent more than half of the rate of the road cess *or public works cess* on every rupee thereof.

Deduction by occupier or owner who has paid in excess.

৫৭ ধারা। উক্ত সম্পত্তির কোন দখিলকার সেই টাকার অর্দ্ধেকের অধিক দিলে তৎপরে ঐ সম্পত্তির খাজানার যে কিস্তি দেনা হয় তিনি তাহা হইতে ঐ অধিকাংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন। স্বামী ঐ টাকার অর্দ্ধেকের অধিক দিলে ঐ সম্পত্তির দখিলকারের স্থানে সেই অধিকাংশ ফিরিয়া পাইতে পারিবেন। কিন্তু টাকাপ্রতি যে হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধার্য্য হয়, কোন দখিলকার আপনার বার্ষিক খাজানা হইতে সেই হারের অর্দ্ধেকের অধিক কাটিয়া লইতে পারিবেন না।

দখিলকার কি স্বামী অধিক দিয়া থাকিলে তাহা কাটিয়া লইবার কথা।

58. If any instalment of cess which has become payable under this section shall not be paid to the Collector, the amount thereof may thereupon, at any time within three years next after the same has become payable, be recovered with all costs under the provisions contained in section 15 for the recovery of fines, so far as the same are applicable.

Recovery of instalment.

৫৮ ধারা। এই ধারামতে পথকরের কোন কিস্তি দেনা হইয়া কালেক্টর সাহেবকে না দেওয়া গেলে, অর্থদণ্ড আদায় করণার্থে ১৫ ধারার বিধান যত দূর খাটিতে পারে তত দূর উক্ত টাকা দেনা হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে খরচ সমেত আদায় করা যাইতে পারিবে।

কিস্তির টাকা আদায় করিবার কথা।

59. The total road cess *and public works cess* payable *respectively* in respect of property assessable under this Part, owned by the same person in two or more districts shall be payable to the Collector of the district where the owner, chief agent, manager, or occupier may reside or have his chief place of business, and shall be by him transmitted to the Collectors of the districts in respect of which such cesses shall be payable, in the proportion in which such Collectors shall be severally entitled thereto.

How distributed when property in different districts.

৫৯ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারে একই ব্যক্তির সেই সম্পত্তি দুই কি ততধিক জিলার মধ্যে থাকিলে তাহার নিমিত্তে মোটে যে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর দিতে হইবে, স্বামী কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা দখিলকার যে জিলায় বাস করেন কিম্বা যে জিলায় তাঁহার কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে সে জিলার কালেক্টর সাহেবকে ঐ কর দেওয়া যাইবে। ঐ পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর যেং জিলার পক্ষে দেনা হয় উক্ত কালেক্টর সাহেব সেইং জিলার কালেক্টর সাহেবদের মধ্যে যাঁহার যত টাকা পাওনা হয় তাঁহাকে তত টাকা দিবেন।

সম্পত্তি ভিন্নং জিলায় থাকিলে কর বিলি করিবার কথা।

PART IV.—ROAD CESS COMMITTEES.

Constitution of District Committees.

Constitution of district committee.

60. In and for any district to which this Act shall have been extended, the Lieutenant-Governor shall from time to time appoint, or cause to be elected under such rules in regard to qualification, election, and discharge as may by him be prescribed for such period not exceeding two years as to him may seem fit, any number of the road-cess payers of such district, their managers or agents, to be members of a district committee for carrying out the purposes of the Act.

Removal of members.

61. The Lieutenant-Governor may, from time to time, discharge any one or more of the members of the committee so appointed who shall desire to be discharged, or refuse or become incapable to act, or whom, for any cause which he may deem sufficient, he may think it expedient to remove.

Appointment of ex-officio members.

62. In addition to the members appointed or elected as aforesaid, the Lieutenant-Governor shall have power to direct, by any writing signed by him, that all persons holding the offices in such writing specified shall ex-officio members of the committee for any district in which they exercise the said offices, and in which this Act shall have come into force.

Number of ex officio members.

63. The number of members of a district committee holding salaried offices under the Government shall not be more than one-third of the total number of the said committee.

Their mode of transacting business.

Chairman and vice-chairman of committee.

64. The Collector of the district shall be the chairman of the district committee, and the vice-chairman shall be elected by the said committee.

Committee to have an office.

65. The committee shall have an office within the district in and for which they shall have been appointed, where they shall meet for the transaction of business at least once in every quarter of a year.

Chairman at meetings.

66. The chairman, or in his absence the vice-chairman, shall preside at every meeting of the com-

চতুর্থ অধ্যায় ।—স্থানীয় কমিটীর বিধি ।

প্রদেশীয় কমিটীর সংস্থিতির কথা ।

প্রদেশীয় কমিটীর সংস্থিতির কথা ।

৬০ ধারা । এই আইন যে২ জিলায় প্রচলিত করা যায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ দুই বৎসরের অনধিক যত কাল বিহিত বোধ করেন তত কালের জন্যে সেই২ জিলার পথকরদাতা কএক জনকে কিম্বা তাঁহাদের কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে কি গোমস্তাদিগকে এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন করণার্থ প্রদেশীয় কমিটীস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন কিম্বা আপনি তাঁহাদের যোগ্যগুণাদির ও মনোনীত ও অবসর করণ বিষয়ক বিধি করিয়া তাঁহাদিগকে সেই বিধিমতে মনোনীত করাইবেন ।

কমিটীর লোকদিগকে অবসর করিবার কথা ।

৬১ ধারা । কোন ব্যক্তি তদ্রূপে কমিটীতে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম ছাড়িতে ইচ্ছা করিলে কিম্বা কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা অক্ষম হইলে, কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব অন্য যে কারণ উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই কারণে তাঁহাকে অবসর করা বিহিত বোধ করিলে, তিনি সময়ে২ ঐ কমিটীর এক বা অধিক ব্যক্তিকে কর্ম্ম হইতে অবসর করিতে পারিবেন ।

যাঁহারা স্ব২ পদোপলক্ষে কমিটীতে থাকিবেন তাঁহাদের নিয়োগের কথা ।

৬২ ধারা । শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত লিপিদ্বারা এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন । এই আইন যে২ জিলায় প্রচলিত করা যায় সেই২ জিলায় কমিটীর যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কি মনোনীত হন, সেই২ ব্যক্তিভিন্ন যাঁহারা ঐ লিপির নির্দ্দিষ্ট পদধারী হইয়া উক্ত জিলায় আপন২ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তাঁহারাও আপন২ পদোপলক্ষে ঐ কমিটীর মেম্বর হইবেন ।

যাঁহারা অন্য পদোপলক্ষে কমিটীতে থাকিবেন তাঁহাদের সংখ্যার কথা ।

৬৩ ধারা । যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের অধীন বেতনবিশিষ্ট পদ ধারণ করিয়া উক্ত প্রদেশীয় কমিটীভুক্ত হন তাঁহাদের সংখ্যা ঐ কমিটীর মোট সংখ্যার তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না ।

তাঁহাদের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার নিয়মের কথা ।

কমিটীর সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতির কথা ।

৬৪ ধারা । জিলার কালেক্টর সাহেব প্রদেশীয় কমিটীর সভাপতি হইবেন । প্রতিনিধি সভাপতি ঐ কমিটীকর্তৃক মনোনীত হইবেন ।

কমিটীর কার্য্যালয় থাকার কথা ।

৬৫ ধারা । কমিটী যে জিলায় ও যে জিলার নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই জিলায় তাঁহাদের কার্য্যালয় থাকিবে । সেই কার্য্যালয়ে তাঁহারা বৎসরের তিন২ মাসে ন্যূনকল্পে একবার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্যে সমাগত হইবেন ।

অধিবেশনকালে সভাপতির কথা ।

৬৬ ধারা । কমিটীর প্রত্যেক অধিবেশন কালে সভাপতি ও তাঁহার অনুপস্থানে প্রতিনিধি সভাপতি আধিপত্য করিবেন । সভাপতি

mittee. In the absence of both the chairman or vice-chairman the members present shall elect a president for the occasion.

Special meeting.

67. The chairman, or in his absence the vice-chairman, may, whenever he thinks fit, and shall, upon requisition made in writing and signed by not less than one-third of the members, convene a meeting.

Notice of meeting.

68. At least ten days' notice shall be given of every meeting. Every notice shall state the business to be transacted at the meeting proposed to be called; and no business other than that so stated shall be transacted at such meeting.

Quorum.

69. The quorum necessary for the transaction of business at a meeting shall be *one-fourth* of the total number of members forming the committee at the time of the meeting.

Adjourned meeting.

70. If at the time appointed for the meeting or such time not exceeding one hour thereafter, as the majority of the members present shall think fit, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned till some future day, to be appointed by the chairman or vice-chairman of the committee, and ten days' notice of such adjourned meeting shall be given. The members present at such adjourned meeting shall form a quorum, whatever their number may be.

Voting: casting vote.

71. All questions which may come before the committee at any meeting shall be decided by a majority of votes of the members present. Every member shall have one vote. In case of equality of votes, the president shall have a casting vote.

Minute book to be kept.

72. The minutes of the proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept for that purpose in the office of the committee, and any person resident in, or owning land in the district, may at all reasonable times inspect and examine such book without payment of any fee, and may obtain a certified copy of any extract therefrom on payment of such fees as the Lieutenant-Governor may direct.

ও প্রতিনিধি সভাপতি এই উভয়ের অনুপস্থানে কমিটীর যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন তাঁহারা সেই অধিবেশন কালীন সভাপতিস্বরূপ এক জনকে মনোনীত করিবেন।

বিশেষ অধিবেশনের কথা।

৬৭ ধারা। সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে প্রতিনিধি সভাপতি বিবেচনা করিলে কমিটীর ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া অধিবেশন করিতে পারিবেন এবং কমিটীর তৃতীয়াংশের অন্যূন সংখ্যক ব্যক্তিরা স্বাক্ষরিত লিপিদ্বারা প্রার্থনা করিলে তাহা অবশ্য করিবেন।

অধিবেশনের নোটিসের কথা।

৬৮ ধারা। অধিবেশনের পূর্ব্বে অন্যূন দশ দিন থাকিতে তাহার নোটিস দেওয়া যাইবে। প্রস্তাবিত অধিবেশনকালে যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহা নোটিসে ব্যক্ত থাকিবে। নোটিসে ব্যক্ত না থাকিলে কোন কর্ম্ম অধিবেশনকালে নির্ব্বাহ করা যাইবে না।

যত ব্যক্তির বিদ্যমানে কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা।

৬৯ ধারা। অধিবেশনকালে কমিটীর অন্তর্গত যে ব্যক্তিরা উপস্থিত হন তাঁহারা কমিটীর অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির চতুর্থাংশের ন্যূন হইলে কোন কার্য্য সম্পাদন হইতে পারিবে না।

সময়ান্তর নিরূপণ করিবার কথা।

৭০ ধারা। সভার অধিবেশনের নিরূপিত সময়ে কম্বা ঐ সভায় উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তি এক ঘন্টার অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন তত কালের মধ্যে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার উপযুক্ত সংখ্যক লোক উপস্থিত না হইলে কমিটীর সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি অধিবেশনের অন্য দিন নিরূপণ করিয়া দশ দিন থাকিতে সেই অন্য দিনের নোটিস দিবেন। সেই দ্বিতীয় অধিবেশনে কমিটীর যত জন অনুপস্থিত থাকুন উপস্থিত ব্যক্তিদেরদ্বারা কার্য্য নিষ্পাদন হইতে পারিবে।

মতজ্ঞাপনের কথা ও মত প্রাধান্যের কথা।

৭১ ধারা। কোন অধিবেশনকালে কমিটীর সম্মুখে যে প্রসঙ্গ উপস্থিত করা যায় উপস্থিত ব্যক্তিদের অধিকাংশের মতানুসারে তাহা নিষ্পত্তি করা যাইবে। প্রত্যেক জনের একবার মত জ্ঞাপন করিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি সমান সংখ্যার লোক ভিন্ন২ দুই মতের সপক্ষ হন তবে সভাপতি যে মতের সপক্ষ তাহাই প্রধান হইবে।

বৃত্তান্ত লিখিবার বহীর কথা।

৭২ ধারা। প্রত্যেক অধিবেশনকালে যে সকল কার্য্য করা যায় ঐ কমিটীর কার্য্যালয়ে তাহার বৃত্তান্ত লিখিবার বহী থাকিবে। তাহাতে কার্য্যের বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে। জিলার মধ্যে যে ব্যক্তিরা বাস করেন কিম্বা যাঁহাদের ভূমি থাকে তাঁহারা ফী না দিয়া উপযুক্ত কোন সময়ে ঐ বহী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যত টাকা ফী নিরূপণ করেন তত টাকা দিয়া ঐ বহীহইতে গৃহীত কোন কথার সংসিদ্ধ প্রতিলিপি পাইতে পারিবেন।

73. All correspondence between the committee and the local Government shall pass through the Commissioner of the division, who in all things under this Act shall be subject to the control and supervision of the Lieutenant-Governor. The committee shall furnish him with any information he may call for connected with the duties imposed upon them by this Act.

Correspondence between committee and local Government.

Their Functions.

74. The first meeting of a district committee shall be convened by the chairman at such time as he shall think fit, and shall proceed to the election of a vice-chairman.

Election of a vice-chairman.

Provided that the Lieutenant-Governor shall have the power to veto the election of a vice-chairman, and that no such election shall take effect till it has received his approval.

75. The committee at a subsequent meeting, to be convened by the chairman at such time as he shall think fit, may appoint, on the nomination of the chairman, and may suspend or dismiss, as they may think fit, such officers, engineers, clerks, and servants as may seem to them to be necessary for carrying out the purposes of this Act, and may pay to such officers engineers, clerks, and servants such salaries, absentee allowances while on leave, *gratuities, and pensions* as they may from time to time determine:

Appointment, salaries, etc., of officers by committee.

Provided that the aggregate salaries and absentee allowances of such officers, engineers, clerks, and servants for any one year shall not, except with the sanction of the Commissioner of the division, exceed one-fourth of the entire income of the committee for the said year.

76. No member, officer, or servant of any committee shall be in any wise concerned or interested in any contract or work made with or executed for such committee; and if any such member, officer, or servant be so concerned or interested, he shall be incapable of afterwards continuing to be a member of such committee, or holding or continuing in any office or employment under such committee, and shall be liable on conviction thereof to a fine of five hundred rupees;

Penalty on members and officers being concerned in contracts.

Provided that nothing in this section shall apply to any person by reason only of his being a share-

৭৩ ধারা। কমিটীর ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে পত্রাদির লিখনপঠন হয় তাহা দেশখণ্ডের কমিশানর সাহেবের দ্বারা হইবে। এই আইনমত সমস্ত বিষয়ে তিনি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কর্তৃত্বের ও তত্ত্বের অধীন থাকিবেন। এবং এই আইনদ্বারা কমিটীর প্রতি যে কর্ম্ম অর্পিত হইল কমিশানর সাহেব তদ্বিষয়ের কোন সন্ধান জানিতে চাহিলে তাঁহারা জানাইবেন।

কমিটীর ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে লিখনপঠনের কথা।

তাঁহাদের কর্ম্মের কথা।

৭৪ ধারা। সভাপতি যৎকালে বিহিত বোধ করেন তৎকালে প্রদেশীয় কমিটীর ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া প্রথম অধিবেশন করাইবেন ও তাঁহারা প্রতিনিধি সভাপতিকে মনোনীত করিবার কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবেন।

প্রতিনিধি সভাপতিকে মনোনীত করিবার কথা।

কিন্তু শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কোন প্রতিনিধি সভাপতিকে মনোনীত করণ অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার অনুমোদন যাবৎ প্রাপ্ত হওয়া না যায় তদ্রূপ মনোনীত করণ ফলবৎ হইবে না।

৭৫ ধারা। সভাপতি তৎপরে যে সময় বিহিত বোধ করেন সেই সময়ে সভার অধিবেশন করাইলে এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যে কমিটী যে কার্য্যকারকদিগকে ও ইঞ্জিনিয়রদিগকে ও কেরাণীদিগকে ও চাকরদিগকে নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করেন সভাপতি তাহাদিগকে মনোনীত করিলে কমিটী অধিবেশন কালে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং যদ্রূপ বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে তাহাদিগকে কিয়ৎকালের কিম্বা চির কালের নিমিত্ত কর্ম্মহইতে অবসর করিতে পারিবেন, এবং সময়েহ ঐহ কর্ম্মকারকের ও ইঞ্জিনিয়রের ও কেরাণীর ও চাকরের যত টাকা বেতন ও ছুটী কালীন বৃত্তি ও পুরস্কার ও পেন্‌শ্যন নির্ণয় করেন তাঁহাদিগকে তাহা দিবেন।

কার্য্যকারকদিগকে কমিটীর নিযুক্ত করিবার কথা।

পরন্তু কোন বৎসর কমিটীর সর্ব্বশুদ্ধ যত টাকা আয় হয় দেশখণ্ডের কমিশানর সাহেবের অনুমতি না হইলে ঐ কর্ম্মকারকদের ও ইঞ্জিনিয়রদের ও কেরাণীদের ও চাকরদের এক বৎসরের বেতন ও ছুটীকালীন বৃত্তিসমষ্টি ঐ টাকার চতুর্থাংশের অধিক না হয়।

৭৬ ধারা। কমিটীর সঙ্গে যে চুক্তি করা যায় কিম্বা কমিটীর নিমিত্তে যে কর্ম্ম করা যায় তাহাতে কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তির কি কর্ম্মকারকের কি চাকরের সংশ্রব বা স্বার্থ না থাকে। থাকিলে সেই ব্যক্তি তৎপরে কমিটীতে থাকিতে কিম্বা কমিটীর অধীন কোন পদ ধারণ কি কর্ম্ম করিতে কিম্বা সেই পদে কি কর্ম্মে থাকিতে পাইবেন না ও সেই অপরাধের প্রমাণ হইলে তাঁহার ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কমিটির অন্তর্গত ব্যক্তি ও কর্ম্মকারকেরা চুক্তির অংশী হইলে দণ্ডের কথা।

কিন্তু পারলিয়ামেণ্টের আইন দ্বারা বা রাজকীয় চার্টর দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে যে কোম্পানি সমাবায়িত হয় কিম্বা ইঙ্গলণ্ড ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের পারলিয়ামেণ্টের

বর্জ্জিত কথা।

Exception.

holder in any company incorporated by Act of Parliament or by Royal Charter or otherwise, or registered under any Act for the registration of Joint-Stock Companies, passed by the Parliament of the United Kingdom, or by any Indian Legislature, which may enter into any contract with such committee, or execute any work for such committee, if such person shall, at or before the time of any such contract being made or tendered for, declare to such committee the extent of his interest in such company, and if an officer or servant of the committee obtain the sanction of such committee to his continuing to be an officer or servant.

Statement of roads to be prepared.

77. The vice-chairman, within three months after his election, shall cause to be prepared a general statement of the roads, bridges, rivers, khals, and canals other than those on which tolls of any kind are collected the proceeds of which are not paid to the District Road Fund, and other than canals constructed for purposes of irrigation, to be brought within the operation of this Act within the three years then next ensuing, and the committee shall at some meeting to be held within one month after the submission of such statement, or at any adjourned meeting, take such statement into consideration, and may pass any statement relating thereto which they may think fit.

Statement to be forwarded to Commissioner.

78. The committee shall thereupon forward the statement which shall be so passed to the Commissioner of the division.

Supplemental statement.

79. The vice-chairman may in any subsequent year cause to be prepared a supplemental statement of the kind mentioned in section 77 and every such supplemental statement shall be subject to the provisions of the two last preceding sections with respect to the statement therein mentioned.

Collector to submit annual statement to committee.

80. The Collector shall, at such date as the district committee shall fix, prepare and deliver to the district committee a statement showing under separate heads the estimated proceeds, for the cess year then next ensuing, of the several road cesses at the maximum rates hereinbefore provided, and also of any sum and of any sources of revenue for the said period which the Lieutenant-Governor shall have assigned to the said district.

Annual estimate to be prepared.

81. The committee shall at some meeting to be held in such month as the Lieutenant-Governor shall determine, prepare an

কিম্বা ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপকগণের দ্বারা জাইন্ট ষ্টাক কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার আইন প্রণীত হইয়া তদ্দ্বারা যে কোম্পানি রেজিষ্টরী করা যায় কমিটীর সঙ্গে সেই কোম্পানির চুক্তি হইলে কিম্বা কমিটীর নিমিত্ত সেই কোম্পানি কর্ম্ম করিলে, ঐ কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি সেই কোম্পানির অংশী হইলেও, সেই ব্যক্তি ঐ চুক্তি করিবার কিম্বা তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ হইবার সময়ে কিম্বা তৎপূর্ব্বে ঐ কোম্পানিতে আপনার যত দূর স্বার্থ থাকে ইহা ব্যক্ত করিলে অথবা কমিটীর কর্ম্মকারক কি চাকর হইয়া কমিটীর নিকট কর্ম্মকারক কি চাকরের পদে থাকিবার অনুমতি পাইলে ঐ কোম্পানির অংশী হইলেও এই ধারার পূর্ব্বোক্ত কথা তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

পথের বর্ণনা প্রস্তুত করিবার কথা।

৭৭ ধারা। এই আইন কোন জিলায় প্রচলিত হইলে ঐ জিলার যে২ পথ ও পুল ও নদী ও খাল এবং যে নালার উপর মাসুল আদায় হইয়া প্রদেশীয় পথের তহবীলে দেওয়া না যায় ও জল সেঁচিবার নিমিত্তে যে নালা কাটা গেল তদ্ভিন্ন যে২ নালা আগামি তিন বৎসরের মধ্যে এই আইনের বিধানের অধীনে আনা যাইবে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে তাহার সাধারণ বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইবেন। এবং ঐ বর্ণনাপত্র অর্পণ হইবার পর এক মাসের মধ্যে কমিটী অধিবেশন করিয়া কিম্বা সেই সময় কর্ম্ম স্থগিত রাখিয়া সময়ান্তরে অধিবেশন করিয়া ঐ বর্ণনাপত্র বিবেচনা করণপূর্ব্বক উক্ত পথাদির বিষয়ে যে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করা উচিত বোধ করেন গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কমিশনর সাহেবের নিকট বর্ণনাপত্র পাঠাইবার কথা।

৭৮ ধারা। তদ্রূপ যে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করা যায় কমিটী দেশখণ্ডের রাজস্বের কমিশনর সাহেবের নিকট তাহা পাঠাইবেন।

পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্র।

৭৯ ধারা। তৎপশ্চাৎ কোন বৎসরে প্রতিনিধি সভাপতি ৭৭ ধারার লিখিত প্রকারের পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইতে পারিবেন। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারায় বর্ণনাপত্রের যে বিধান হইয়াছে এই ধারার উল্লিখিত পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্রের প্রতি সেই বিধান বর্ত্তিবে।

কমিটীর নিকট কালেক্টর সাহেবের বৎসর২ বর্ণনাপত্র দিবার কথা।

৮০ ধারা। পূর্ব্বভাগে পথকরের যে অত্যুচ্চ হারের বিধান হয় সেই হারানুসারে পথকরের আগামি বৎসরে পথের নিমিত্তে প্রত্যেক প্রকারের করদ্বারা কত টাকা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, প্রদেশীয় কমিটী যে তারিখ নিরূপণ করেন কালেক্টর সাহেব সেই তারিখে পৃথক২ দফামতে ইহার বর্ণনাপত্র এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেই জিলার পক্ষে সেই বৎসরে যত টাকা ও রাজস্বোৎপাদক যত বিষয় নিরূপণ করেন তাহার বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া প্রদেশীয় কমিটীকে দিবেন।

বৎসর২ অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

৮১ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে মাস নিরূপণ করেন কমিটী সেই মাসে অধিবেশন করিয়া পথকরের আগামি বৎসরে

estimate of the income and expenditure of the committee for the cess year then next ensuing together with specifications and estimates of the works to be performed during such year, such works being a portion of, or included in, the works mentioned in the statement for the time being in force.

Mode of preparation.

In making such estimate the committee shall first determine the amount to be appropriated to office establishment and charges, next the amount to be appropriated to the repair of roads, bridges, rivers, khals and canals then existing, *next the amount to be set aside as a reserve in case of accidents or emergencies,* and afterwards the amount to be appropriated to the construction of new roads or canals; provided that no portion of the District Road Fund of any one district shall, save with the previous sanction of the Lieutenant-Governor, be appropriated for the construction, repairs, maintenance or improvement of roads, bridges, rivers, khals, or canals within any other district.

Commissioner may revise estimate.

82. Every such estimate shall be forwarded by the vice-chairman to the Commissioner, and the Commissioner may approve such estimate or may return such estimate for revision in such respects as he may point out, or may alter or vary the *details or* total amount thereby proposed to be expended: Provided the Commissioner shall not alter or vary any estimate which has been approved by not less than two-thirds of the members of the committee present at the meeting at which such estimate shall have been adopted.

Limit of estimate.

83. The total amount in and by any estimate proposed to be expended in any one cess year shall not exceed the proceeds estimated to be at the disposal of the committee for that year of the several road cesses hereinbefore directed to be imposed within the district at the maximum rates at which they are respectively leviable, together with any sum, and the annual proceeds of any source of revenue which shall have been placed by the Lieutenant-Governor at the disposal of the committee, *and the estimated unexpended balance of the District Road Fund of the previous year.*

Supplemental estimate.

84. Whenever any estimate shall have been altered or revised by the Commissioner as herein-

কমিটীর কত টাকা আয় ও ব্যয় হওয়া সম্ভাবনা ইহার অনুমানপত্র এবং ঐ বৎসরে যে কার্য্য করিতে হইবে ইহার নির্দ্দেশপত্র ও খরচের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন। যৎকালে যে বর্ণনাপত্র প্রবল থাকে উক্ত কার্য্য যেন সেই বর্ণনাপত্রের উল্লিখিত কার্য্যের একাংশ হয় কিম্বা তন্মধ্যে ধরা যায়।

অনুমানপত্র যেরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার কথা।

উক্ত অনুমানপত্র করিতে গেলে, কার্য্যালয়ের আমলাগণের বেতন ও অন্য খরচ বলিয়া কত টাকা দেওয়া যাইবে কমিটী প্রথমে তাহা নির্ণয় করিবেন। পরে যেং পথ ও পুল ও নদী ও খাল ও নালা তৎকালে থাকে তাহা মেরামৎ করিবার নিমিত্ত কত টাকা দেওয়া যাইবে, তৎপরে দুর্ঘটনা বা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া কত টাকা জমা করিয়া রাখিতে হইবে, ও তৎপশ্চাৎ নূতন পথ কি নালা করিতে কত টাকা দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করিবেন। পরন্তু শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি না হইলে কোন এক জিলার প্রদেশীয় পথের তহবীলের কোন টাকা অন্য জিলার পথ কি পুল কি নদী কি খাল কি নালা প্রস্তুত কি মেরামৎ কি রক্ষা করণার্থে কিম্বা তাহার উৎকর্ষ সাধনার্থে নিরূপণ করা যাইবে না।

কমিশ্যনরের দ্বারা সেই অনুমান পত্র সংশোধন হইবার কথা।

৮২ ধারা। প্রতিনিধি সভাপতি কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে সেই অনুমানপত্র পাঠাইবেন। কমিশ্যনর সাহেব সেই অনুমানপত্র গ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিম্বা সংশোধন করিবার উপযুক্ত বলিয়া যেং অংশ দেখাইয়া দেন তাহা সংশোধন করিবার জন্যে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন কিম্বা তন্মধ্যে বিশেষং বা মোটে যত টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব হয় কমিশ্যনর সাহেব তাহা পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ অনুমানপত্র যে অধিবেশনকালে গ্রাহ্য করা যায়, সেই অধিবেশনকালে কমিটীর যে ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের তিন অংশের দুই অংশের অন্যূন ব্যক্তি ঐ অনুমানপত্র গ্রাহ্য করিলে কমিশ্যনর সাহেব তাহা পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিতে পারিবেন না।

অনুমান পত্রের পরিসীমার কথা।

৮৩ ধারা। ইহার পূর্ব্বভাগে করসংক্রান্ত কোন বৎসরে কোন জিলার নানা প্রকারের পথকর অতি উচ্চ যে হারে ধরিবার অনুমতি হইল তদনুসারে অনুমান যত টাকা উৎপন্ন হইয়া সেই বৎসর কমিটীর ব্যয়ার্থে থাকিবে এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ঐ কমিটীর নামে যত টাকা নিরূপণ করেন ও রাজস্বোৎপাদক যেং বিষয় অর্পণ করেন তাহা হইতে বৎসরং যত টাকা উৎপন্ন হয় ও পূর্ব্ববৎসরের পথকর তহবীলে খরচ বাদ অনুমান যত টাকা থাকে কোন অনুমানপত্রে সেই বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ইহার অধিক টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব করিতে হইবে না।

পরিশিষ্ট অনুমানপত্রের কথা।

৮৪ ধারা। কমিশ্যনর সাহেব পূর্ব্ব বিধানমতে কোন অনুমানপত্র পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করিলে কমিটী পরিশিষ্ট অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন।

before is provided, the committee shall cause a supplemental estimate to be prepared; and in case the amount proposed to be expended shall have been increased by such alteration or revision, shall at a meeting provide for the expenditure of such increased sum, within the limits in the next preceding section specified, and in case such sum shall have been similarly diminished, shall therein determine the works proposed in the original estimate which are to be altered or abandoned.

85. When and so soon as the amount for any one cess year proposed to be extended shall have been determined as hereinbefore is provided, the committee shall at a meeting, after deducting therefrom the amount which may be placed at their disposal as aforesaid, together with the estimated proceeds of any sources of revenue assigned to them, determine the several rates of *road* cess under this Act required to produce the residue, and such rates shall be the rates at which the several *road* cesses shall be respectively leviable for the ensuing year.

Calculation of annual road-cess.

86. So soon as the said rates shall have been determined as aforesaid, the committee shall inform the Collector thereof, and the Collector shall cause a proclamation to be issued in his district declaring the same. Such proclamation shall be published in manner as in section 8 is directed. And the said rates shall be reported by every Collector to the Lieutenant-Governor, who shall forthwith cause the same to be published in the *Calcutta Gazette.*

Proclamation and publication of cesses.

Branch Committees.

87. In any district to which this Act shall have been extended, the Lieutenant-Governor shall, in addition to a district committee, form as many branch committees as he shall think fit for carrying out the purposes of this Act, and shall appoint a chairman and vice-chairman thereof respectively, and shall define the portion of such district within which any branch committee shall exercise the powers conferred and discharge the duties imposed upon them by this Act. The Lieutenant-Governor shall from time to time appoint, or cause to be elected under such rules in regard to qualification, election and discharge, as may by him be prescribed, for such period not exceeding two years as to him may seem fit, to be members of a branch committee any number of the road-cess payers of the portion of the district for which such branch committee shall be formed.

Branch committees.

[*Government Gazette*, 13*th January* 1880.]

এবং যত টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব ছিল উক্ত প্রকারে পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করণ দ্বারা তাহা বাড়িয়া গেলে, কমিটী অধিবেশন করিয়া ইহার পূর্ব্বধারার নির্দ্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে সেই অধিক টাকার বিধান করিবেন। আর টাকা কমিয়া গেলে, প্রথম অনুমানপত্রে তাঁহাদের প্রস্তাবিত যে কার্য্য পরিবর্ত্তন করা বা ত্যাগ করা যাইবে, তাহা নিরূপণ করিবেন।

৮৫ ধারা। পথকরের কোন এক বৎসরে যত টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব হয় ইহা পূর্ব্ববিধানমতে নিরূপণ করা গেলে পর কমিটী সভা করিয়া পূর্ব্বোক্তমতে তাঁহাদের হাতে খরচ করিবার যত টাকা দেওয়া যায় ও তাঁহাদের প্রতি রাজস্বোৎপাদক যেং বিষয় অর্পণ করা গেল তাহাহইতে যত টাকা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা তাহা খরচ করিবার প্রস্তাবিত টাকাহইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা তুলিবার নিমিত্তে এই আইনমতে কি হারে পথকর ধরিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিবেন। আগামি বৎসরে সেই জিলায় সেই হারানুসারে নানা প্রকারের পথকর আদায় করা যাইবে।

বৎসরং পথকর অনুমান করিবার কথা।

৮৬ ধারা। কর যে হারে ধরিতে হইবে ইহা পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপণ করা গেলে, কমিটী কালেক্টর সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন। কালেক্টর সাহেব তাহা প্রকাশ করণার্থে আপন জিলায় ঘোষণাপত্র প্রচার করাইবেন। ঐ ঘোষণাপত্র ৮ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে প্রচার করা যাইবে। ও যে হারে কর ধরা গিয়াছে প্রত্যেক জন কালেক্টর সাহেব শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট সেই কথার রিপোর্ট করিবেন। তিনি অবিলম্বে কলিকাতা গেজেটে তাহা প্রকাশ করাইবেন।

কর ঘোষণা ও প্রকাশ করিবার কথা।

শাখা কমিটীর কথা।

৮৭ ধারা। এই আইন যেং জিলায় প্রচলিত করা যায়, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সেইং জিলায় প্রদেশীয় কমিটীভিন্ন এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যত শাখা কমিটী থাকা উচিত বোধ করেন নিযুক্ত করিবেন, ও সেইং কমিটীর সভাপতিকে ও প্রতিনিধি সভাপতিকে নিযুক্ত করিবেন। এবং শাখা কমিটীর প্রতি এই আইনমতে যেং ক্ষমতা প্রদান ও যেং কার্য্য অর্পণ করা যায় তাঁহারা উক্ত জিলার কোন্ অংশে সেই ক্ষমতামতে সেই কার্য্য নিষ্পাদন করিবেন ইহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন। জিলার যে অংশে ঐ শাখা কমিটী করা যায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং সেই অংশের পথকরদায়ি ব্যক্তিদের মধ্যে কএক ব্যক্তিকে দুই বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্তে ঐ শাখা কমিটীর মেম্বরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন কিম্বা যোগ্যতার গুণাদি বিষয়ের এবং মনোনীত ও অবসর করণের বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই বিধিমতে তাঁহাদিগকে মনোনীত করাইবেন।

শাখা কমিটীর কথা।

Sections which apply to them.

The provisions in sections 61 to 63 (both inclusive) and 65 to 72 (both inclusive) respecting district committees shall apply, so far as the same are suitable, to such branch committees.

Branch committees' statements.

88. Every such branch committee shall be, except as hereinafter provided, subordinate to the district committee, and shall forward to the district committee such statements, suggestions, and estimates as it may think fit, and the district committee shall consider and have regard to such statements, suggestions, and estimates in framing the statements and estimates hereinbefore directed. And such branch committee may from time to time select any member thereof to be an additional member of the said district committee who shall thereupon, for the space of one year, become a member thereof.

Funds of the branch committee.

89. The Lieutenant-Governor may in each year assign to any branch committee so much of the road fund levied for that year in the district for portion of which such branch committee is appointed as he may think fit, not exceeding the total estimated proceeds of all *road* cesses leviable within the said portion of the district; and further, to allot to the said branch committee so much of the income of the fund from other sources as he shall think fit.

Powers of the branch committee.

90. In any case where the Lieutenant-Governor of Bengal may declare that a branch committee shall have the full powers of a district committee within the said portion of the district, the district committee shall cease to exercise powers under sections 75, 76, 77, 81 and 84, within such portion of the district: and such powers, together with the powers specified in sections 69 and 79, shall then vest in the branch committee; and in any case where the Lieutenant-Governor of Bengal may declare that a branch committee shall have the powers of a district committee for specified works or specified purposes only, the powers of the district committee in respect of such works and such purposes only shall cease within the said portion of the district; and such powers shall then vest in the branch committee.

Estimate.

91. Every branch committee so vested with powers as in the next preceding section provided, shall prepare an estimate in regard to their annual income and expenditure similar to that required by section 81 to be prepared by the district road committee.

তাঁহাদের প্রতি যে২ ধারা বর্ত্তে তাহার কথা।

৬১ অবধি ৬৩ পর্য্যন্ত ও ৬৫ অবধি ৭২ পর্য্যন্ত ধারায় প্রদেশীয় কমিটীসম্পর্কীয় যে২ বিধান হইয়াছে তাহা শাখা কমিটীর প্রতি যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

শাখা কমিটির বর্ণনাপত্র।

৮৮ ধারা। নিম্নলিখিত যে স্থলের অন্য বিধান হইয়াছে সেই স্থল ভিন্ন উক্ত প্রত্যেক শাখা কমিটী প্রদেশীয় কমিটীর অধীন থাকিবেন। ও যে২ বর্ণনাপত্র ও প্রসঙ্গ পত্র ও অনুমানপত্র উচিত বোধ করেন তাহা প্রদেশীয় কমিটীর নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রদেশীয় কমিটী পূর্ব্ববিধানমতে আপনাদের বর্ণনাপত্র ও অনুমানপত্র প্রস্তুত করণ কালে সেই২ বর্ণনা ও প্রসঙ্গ ও অনুমানপত্র বিবেচনা করিবেন ও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং সেই শাখা কমিটী সময়ে২ আপনাদের কোন এক ব্যক্তিকে উক্ত প্রদেশীয় কমিটীর অতিরিক্ত মেম্বর স্বরূপ মনোনীত করিতে পারিবেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কমিটীতে থাকিবেন।

শাখাকমিটীর তহবীলের কথা।

৮৯ ধারা। উক্ত প্রকারের শাখা কমিটী যে জিলার কোন অংশে নিযুক্ত হন সেই জিলায় কোন বৎসর পথের তহবীলের যত টাকা আদায় হয় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেই বৎসর সেই টাকার যত অংশ উচিত বোধ করেন সেই শাখা কমিটীর প্রতি সেই অংশ নিরূপণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ জিলার সেই অংশে নানা প্রকার পথ করদ্বারা অনুমান যত টাকা উৎপন্ন হইবে তাহার অধিক নিরূপণ করিবেন না। অন্য২ প্রকারে ঐ তহবীলের যত আয় হয় তাহার যে অংশ বিহিত বোধ করেন উক্ত শাখা কমিটীর পক্ষে অর্পণ করিতে পারিবেন।

শাখা কমিটীর ক্ষমতার কথা।

৯০ ধারা। জিলার উক্ত অংশে শাখা কমিটী প্রদেশীয় কমিটীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কোন স্থলে এমত আজ্ঞা করিলে, প্রদেশীয় কমিটী জিলার সেই অংশে ৭৫, ৭৬ ৭৭, ৮১ ও ৮৪ ধারামত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন না, তৎকালে সেই ক্ষমতা এবং ৬৯ ও ৭৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা শাখা কমিটীর প্রতি বর্ত্তিবে। কোন বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে কিম্বা কেবল বিশেষ অভিপ্রায়ে শাখা কমিটী প্রদেশীয় কমিটীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কোন স্থলে এমত আজ্ঞা করিলে জিলার সেই অংশে সেই কার্য্য পক্ষে ও কেবল সেই অভিপ্রায়ে প্রদেশীয় কমিটীর ক্ষমতা রহিত হইবে ও শাখা কমিটীর প্রতি এই২ ক্ষমতা বর্ত্তিবে।

অনুমান পত্রের কথা।

৯১ ধারা। কোন শাখা কমিটীর প্রতি ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমত ক্ষমতা প্রদান করা গেলে, ৮১ ধারায় প্রদেশীয় পথের কমিটীর বার্ষিক আয়ের ও ব্যয়ের যে অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ আছে ঐ শাখা কমিটীও সেই প্রকারের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন।

92. The provisions of sections 82, 83, and 84 shall apply to such estimate: provided that the aggregate amount to be expended by the branch committee in any year shall not exceed the aggregate of the fund placed at their disposal for that year.

Limit of estimate.

PART V.—DISTRICT ROAD FUND.

93. The District Road Fund under this Act shall consist of the amount produced by the several road cesses, and of all sums levied or recovered as fines or penalties or otherwise *in respect of the said cesses* under this Act, and of all sums *assigned by the Government thereto, whether as a contribution from the proceeds of the public works cess towards the expenses of assessing and collecting such cess jointly with the road cess or otherwise.*

Constitution of District Road Fund.

94. The Lieutenant-Governor shall, on or before the date fixed as that from which the several road cesses under this Act shall take effect in any district, assign to the district committee appointed therein all such sums as may have been collected within the said district during the financial year then last completed, on account of any road cess payable otherwise than under the provisions of this Act, and such sums shall by the said committee be added to the District Road Fund.

Road cess not under this Act.

95. The District Road Fund shall be lodged with the Collector, and the Collector shall keep a separate account thereof, and shall cause to be prepared an annual statement of such account, showing in detail therein all receipts and disbursements during the cess year. After the appointment of any branch committee in a district the Collector shall in like manner keep a separate account of the fund placed at its disposal.

Collector to prepare annual statement of the District Road Fund.

96. All payments on account of the District Road Fund shall be made by the Collector out of the said fund upon cheques signed by the vice-chairman for sums under one hundred rupees, or by the chairman and vice-chairman for sums above that amount. When the vice-chairman is absent, or from any cause incapacitated to sign cheques, he chairman may sign cheques on behalf of the vice-chairman. The word "chairman" in this section includes any officer for the time being in charge, under a written order from the chairman, of his office.

Payments on account of the District Road Fund.

97. The Collector shall forward to the vice-chairman of every committee in every month an account of his receipts and disbursements on account of the District Road Fund for the previous month.

Collector's monthly account.

[*Government Gazette*, 13*th January* 1880]

৯২ ধারা। উক্ত অনুমানপত্রের প্রতি ৮২, ৮৩ ও ৮৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে। কিন্তু কোন বৎসর শাখাকমিটীর ব্যয়ার্থে সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকা নিরূপিত হয় তাঁহাদের সেই বৎসরের ব্যয়সমষ্টি উক্ত টাকার অধিক না হয়।

অনুমানপত্রের পরিসীমার কথা।

৫ অধ্যায়। প্রদেশীয় পথের তহবীল।

৯৩ ধারা। নানাপ্রকারের পথকরের টাকা এবং ঐ সকল করের সম্পর্কে এই আইনমতে অর্থদণ্ড কিম্বা দণ্ডস্বরূপে কিম্বা প্রকারান্তরে যে সকল টাকা আদায় করা যায় তাহা এবং পূর্ত্তকার্য্যকর পথ-করের সহিত একত্রে ধার্য্য করিবার ও আদায় করিবার ব্যয়পোষণার্থে পূর্ত্তকার্য্য করের উৎপন্ন হইতে সাহায্য স্বরূপ বা প্রকারান্তরে গবর্ণমেন্ট যে সকল টাকা দেন তাহা লইয়া এই আইনমতে ডিষ্ট্রিক্ট রোডফণ্ড অর্থাৎ প্রদেশীয় পথের তহবীল হইবে।

প্রদেশীয় পথের তহবীল সংস্থাপনের কথা।

৯৪ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোন জিলায় এই আইনমতে নানা প্রকারের পথকর প্রচলিত হইবার যে তারিখ নিরূপণ করেন সেই তারিখে কিম্বা তৎপূর্ব্বে এই আইনের বিধানভিন্ন প্রকারান্তরে পথের যে কর আদায় হইয়া থাকে, রাজস্ব সংক্রান্ত যে বৎসরের অবসান হয় সেই বৎসরে কর বলিয়া যত টাকা উক্ত জিলায় আদায় হইল পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত প্রদেশীয় কমিটীর প্রতি সেই সকল টাকা নিরূপণ করিবেন। উক্ত কমিটী প্রদেশীয় পথের তহবীলে সেই টাকা জমা দিবেন।

এই আইন ব্যতীত যে পথকর হয় তাহার কথা।

৯৫ ধারা। প্রদেশীয় পথের তহবীল কালেক্টর সাহেবের নিকট গচ্ছিত থাকিবে। তিনি তাহার স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবেন। এবং ঐ হিসাবের বার্ষিক বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইবেন। পথকর সংক্রান্ত বৎসরে যত টাকা জমা ও খরচ হয় সেই পত্রে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা লিখিবেন। কোন জিলায় শাখা কমিটী নিযুক্ত করা গেলে কালেক্টর সাহেব সেই প্রকারে ঐ কমিটীর ব্যয়ার্থ টাকার স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবেন।

প্রদেশীয় পথের তহবীলের বর্ণনাপত্র কালেক্টর সাহেবের বৎসরং করিবার কথা।

৯৬ ধারা। প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে টাকা দিতে হইলে যদি এক শত টাকার কম হয় তবে প্রতিনিধি সভাপতি চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিলে কিম্বা যদি এক শত টাকার অধিক হয় তবে সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিলে কালেক্টর সাহেব ঐ তহবীল হইতে সেই টাকা দিবেন। প্রতিনিধি সভাপতির অনুপস্থানে কিম্বা তিনি কোন কারণে চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিতে না পারিলে সভাপতি তাঁহার নিমিত্তে চ্যাক স্বাক্ষর করিবেন। সভাপতির লিখিত আজ্ঞামত তাঁহার আফিসের ভার যৎকালে যে কার্য্যকারকের প্রতি অর্পিত হয়, এই ধারায় "সভাপতি" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে টাকা দিবার কথা।

৯৭ ধারা। কালেক্টর সাহেব প্রতি মাসে প্রদেশীয় পথের তহবীলের যত টাকা জমা ও খরচ করেন তাহার পর মাসে প্রত্যেক কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির নিকট তাহার হিসাব পাঠাইবেন।

কালেক্টর সাহেবের মাসিক হিসাবের কথা।

98. Every committee shall keep regular and detailed accounts of the moneys received or applied by them under the provisions of this Act and of their application, and such accounts shall be, at all convenient seasons, open to the inspection of all members of the committee.

Accounts of committee.

99. The vice-chairman of every committee shall, in every year, prepare a detailed account current of the receipts and expenditure of the District Road Fund during the previous cess year, and such account shall within one month of the submission thereof be examined by the said vice-chairman, together with three members of the committee appointed in its behalf by the committee. Such members shall have power to call for all vouchers and papers they may require, and may amend, correct, and pass the said account.

Annual account current and examination thereof.

The account so passed shall be submitted to a meeting of the said committee to be convened to consider the same within one month from the receipt thereof.

100. Within one month after the account of the next preceding cess year shall have been examined as aforesaid, the committee shall submit to the Commissioner a copy of such account and a report of the work done and in progress in such year, and such account and report shall be published at the expense of the District Road Fund in the *Calcutta Gazette*, together with such remarks thereon as may have been received from the Commissioner.

Annual report to be submitted to Commissioner.

101. The District Road Fund shall be applied—

Application of the District Road Fund.

in paying the necessary expenses for carrying out the provisions of this Act including establishment and charges incurred by the Collector, *and in the offices of the Commissioner, the Accountant-General, and the Board of Revenue;*

in the payment of the staff and establishment appointed under this part;

in the construction, repair, improvement, and maintenance of roads, bridges, rivers, khals, and canals other than those on which tolls are collected, the proceeds of which are not paid to the District Road Fund, and other than canals constructed for purposes of irrigation.

PART VI.—APPLICATION OF PUBLIC WORKS CESS.

102. *The proceeds of the public works cess shall be paid into the public treasury, and shall be applied,*

Application of proceeds and keeping of accounts.

৯৮ ধারা। কমিটী এই আইনের নিয়মমতে যত টাকা পান ও যত টাকা প্রয়োগ করেন ও সেই টাকা যেহ কর্ম্মে প্রয়োগ হইল ইহার বিস্তারিত হিসাব নিয়মিতরূপে রাখিবেন। ও কমিটীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি উপযুক্ত কোন সময়ে ঐ হিসাব দেখিতে পাইবেন।

কমিটীর হিসাবের কথা।

৯৯ ধারা। করসংক্রান্ত কোন বৎসরে প্রদেশীয় তহবীলের যত টাকা আয় ও যত টাকা খরচ হইল প্রতিনিধি সভাপতি তৎপর বৎসর তাহার বিস্তারিত হিসাব প্রস্তুত করিবেন। এবং প্রদেশীয় কমিটী আপনাদের পক্ষে আপনাদের অন্তর্গত যে তিন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন উক্ত প্রতিনিধি সভাপতি তাঁহাদিগকে লইয়া ঐ হিসাব অর্পণ করিবার পর এক মাসের মধ্যে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কমিটীর উক্ত ব্যক্তিরা যে সকল বৌচর ও অন্য পত্র চাহেন তাহা আনাইতে ও সেই হিসাব পরিবর্ত্তন ও সংশোধন ও গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

বৎসরের চলিত হিসাবের ও তাহার পরীক্ষার কথা।

সেই হিসাব পাইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে তাহার বিবেচনা করিবার নিমিত্তে উক্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে ও উক্ত প্রকারে গ্রাহ্য করা সেই হিসাব তাঁহাদের সম্মুখে অর্পিত হইবে।

১০০ ধারা। করসংক্রান্ত পূর্ব্ব বৎসরের হিসাব পূর্ব্বোক্তমতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেলে পর কমিটী এক মাসের মধ্যে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট ঐ হিসাবের প্রতিলিপি এবং ঐ বৎসরে যে কার্য্য করা গিয়াছে ও যাহা চলিতেছে তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট পাঠাইবেন। ও তদ্বিষয়ে কমিশ্যনর সাহেবের মন্তব্য কথার যে লিপি পাওয়া যায় তৎসহিত সেই হিসাব ও রিপোর্ট কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করিবার খরচ প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে দেওয়া যাইবে।

কমিশ্যনর সাহেবকে বৎসর২ রিপোর্ট দিবার কথা।

১০১ ধারা। প্রদেশীয় পথের তহবীলের টাকা এই২ কর্ম্মে প্রয়োগ হইবে। যথা—

প্রদেশীয় পথের তহবীলের টাকা যেহ কার্য্যে ব্যয় হইবে তাহার কথা।

এই আইনের বিধানমতে কার্য্য করিবার আবশ্যক খরচ শোধে। ইহার মধ্যে আমলাগণের বেতন ও খরচ বলিয়া কালেক্টর সাহেব যাহা খরচ করেন এবং কমিশ্যনর সাহেবের ও আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের ও রেবিনিউ বোর্ডের আফিসে যাহা খরচ হয় তাহাও ধরিতে হইবে।

ও এই অধ্যায়মতে যে কর্ম্মকারকদিগকে ও আমলাগণকে নিযুক্ত করা যায় তাহাদের বেতন দেওনে;

ও রাস্তা ও পুল ও নদী ও খাল, ও যে নালার উপর মাসুল আদায় হইয়া তদুৎপন্ন টাকা প্রদেশীয় কমিটীকে দেওয়া না যায় তদ্ভিন্ন এবং জল সেঁচিবার নিমিত্ত যে নালা করা যায় তদ্ভিন্ন অন্য নালা প্রস্তুত ও মেরামৎ করণে ও তাহার উৎকর্ষসাধন ও সংস্কার কার্য্যে প্রয়োগ হইবে।

৬ অধ্যায়।—পূর্ত্ত কার্য্যকরের প্রয়োগের কথা।

১০২ ধারা। পূর্ত্ত কার্য্যের নিমিত্ত করের যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা রাজকীয় খাজানাখানায় দেওয়া যাইবে, ও পথকর তহবীল হইতে

উৎপন্ন টাকা প্রয়োগের ও হিসাব রাখার কথা।

in the first instance, to the payment of such contributions to the District Road Fund as the Lieutenant-Governor may think proper in consideration of the said cess being assessed and collected jointly with the road cess by establishments paid from the Road Cess Fund, and, next, to the construction charges and maintenance of provincial public works in such manner as the Lieutenant-Governor may direct. Accounts of the moneys received and expended under the provisions of this Act in respect of the said cess shall be kept in such form as the Lieutenant-Governor may prescribe, and a statement showing the receipts, expenditure, and balance of the public works cess shall be published annually in the Calcutta Gazette.

PART VII.—GENERAL PROVISIONS.

Effect of opening separate account under Act XI of 1859.

103. *When a recorded sharer of a joint revenue-paying estate has opened a separate account under Act XI of 1859 or under section 70 of Bengal Act VII of 1876 for the payment of revenue, he shall be entitled, in regard to the payment and realization of road cess and public works cess under this Act, to all the advantages of separate liability enjoyed by him under the said Act XI of 1859 and Bengal Act VII of 1876 in regard to the payment and realization of revenue, and shall be entitled to separate assessment and to the issue of separate notices under this Act.*

General valuation to be in force for five years.

104. Every valuation under Part II shall remain in force for the term of five years from the date fixed as hereinbefore provided for the several cesses leviable in pursuance thereof to take effect and until a new valuation and assessment shall have been completed:

Distribution of valuation in case of partition.

Provided that in case of partition under Regulation XIX of 1814 or Bengal Act VIII of 1876 of an estate after valuation, and before the expiration of the five years, the total valuation of the old estate shall be distributed proportionately under the order of the Collector over the newly-formed estates, whereupon the newly-formed estates shall, for the purposes of this Act, take the place of the old estate, the liability to pay road cess of each newly-formed estate being separate and distinct and no liability being incurred by any one of the newly-formed estates on account of the default of another;

Provided also that if any arrear of road cess is due from the old estate when the order for partition is passed, all the newly-formed estates shall be jointly and severally liable for the same.

[*Government Gazette, 13th January 1880.*]

বেতনপ্রাপ্ত সেরেস্তাদ্বারা পথকরের সহিত একত্রে পূর্ত্ত, কার্য্য কর ধার্য্য করা ও আদায় করা হয় বলিয়া প্রদেশীয় পথের তহবীলে যত টাকা সাহায্য স্বরূপ দেওয়া, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উচিত বোধ করেন প্রথমতঃ তত টাকা দেওয়া যাইবে ও পরে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যদ্রূপে আজ্ঞা করেন তদ্রূপে প্রদেশীয় পূর্ত্ত-কার্য্য নির্ম্মাণ ও তাহার ব্যয়পোষণ ও রক্ষা করণার্থে প্রয়োগ করা যাইবে। এই আইনের বিধানমতে যত টাকা আয় ও ব্যয় হয়, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নির্দ্ধারিত পাঠে তাহার হিসাব রাখা যাইবে। ও পূর্ত্তকার্য্যের নিমিত্ত করসম্পর্কীয় আয়ব্যয়ের ও উদ্বৃত্ত টাকার বর্ণনাপত্র বৎসর২ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

৭ অধ্যায়।—সাধারণ বিধি।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ফলের কথা।

১০৩ ধারা। এজমালী মালগুজারী মহালের কোন লিখিত অংশিদার রাজস্ব দিবার নিমিত্ত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭০ ধারামতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিলে, তিনি রাজস্ব দিবার ও আদায় করিবার সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ও ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে স্বতন্ত্র দায়ের যে সমস্ত ফল ভোগ করেন, এই আইনমত পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর দিবার ও আদায় করিবার সম্বন্ধেও সেই সমস্ত ফল ভোগ করিতে অধিকারী হইবেন, এবং এই আইনমতে তাঁহার উপর স্বতন্ত্ররূপে কর ধার্য্য হইবে ও স্বতন্ত্র নোটিস দেওয়া যাইবে এই অধিকারও প্রাপ্ত হইবেন।

সাধারণ মূল্য নিরূপণ পাঁচ বৎসর প্রবল থাকিবার কথা।

১০৪ ধারা। দ্বিতীয় অধ্যায়মতে যে মূল্য নিরূপণ করা যায় তাহা পূর্ব্ব বিধানানুসারে ঐ অধ্যায়মত নানা প্রকারের কর প্রচলিত হইবার নির্দ্ধারিত তারিখঅবধি পাঁচ বৎসর এবং মূল্য নিরূপণের ও নির্দ্ধারিত করের নূতন পত্র না হওনপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে।

বাটওয়ারা হইলে নিরূপিত মূল্য বিলি করিয়া দিবার কথা।

কিন্তু মূল্য নিরূপণ করিবার পর ও পাঁচ বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে ১৮১৪ সালের ১৯ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনমতে কোন মহালের বাটওয়ারা হইলে, পুরাতন মহালের মোট নিরূপিত কর কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞামতে নূতন মহলগুলির উপর অংশক্রমে বিলি করিয়া দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে নূতন মহালগুলি এই আইনের কার্য্যপক্ষে পুরাতন মহালের স্থান গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক নূতন মহালের পথকর দিবার দায় পৃথক্ ও স্বতন্ত্র হইবে; এবং নূতন এক মহাল অন্য মহালের ত্রুটি নিমিত্ত দায়ী হইবে না।

পরন্তু যৎকালে বাটওয়ারার আজ্ঞা প্রদত্ত হয় তৎকালে পুরাতন মহালের পথকর বাকী থাকিলে, তন্নিমিত্ত সমুদয় নূতন মহালগুলি একত্র ও স্বতন্ত্ররূপে দায়ী হইবে।

105. After the expiration of the said five years, *or at any time within twelve months previous thereto,* the Collector may cause a new valuation roll under Part II to be prepared *for the district, or for any part thereof; or for particular estates only, to take effect from the commencement of any cess year commencing after the expiration of the said five years,* and for that purpose may cause such proclamations and notices to be issued and served, and such returns to be made as are hereinbefore directed, and shall have such powers and authorities as are in the said Parts respectively conferred.

Power after five years to make new valuation.

106. New valuations under Part III shall be made by the Collector every year, and the Collector may for that purpose cause such notices to be issued and served, and such returns to be made, and shall have such powers and authorities as are in the said Part mentioned and conferred:

New valuation under Part III.

Provided that whenever any return made under section 48 shall be accepted by the Collector for any year, the owner, chief agent, manager or occupier of such property may, if he see fit, declare in writing at the time of such acceptance that the annual net profits set forth in such return shall, for the purposes of this Act, be the annual net profits for the five years then next ensuing.

Declaration of annual net profits by owner, &c.

And if the Collector shall agree to accept such declaration, no new valuation shall be made for such property until the said five years shall have expired or until a general re-valuation be made under the last preceding section.

Effect of acceptance by Collector of declaration.

107. Every return filed by or on behalf of any person in pursuance of the provisions of this Act shall be signed by him or his authorised agent and shall be admissible in evidence against him, but shall not be admissible in his favour.

Evidence.

108 Every notice in and by this Act required to be served may be served—

Service of notice.

1.—By delivering the same to the person to whom it is directed, or on failure of such service, by posting the same on some conspicuous part of the house in which the said person resides, or by delivering the said notice to any agent authorized to appear generally for the person to whom such notice is directed; or

১০৫ ধারা। উক্ত পাঁচ বৎসর গত হইলে অথবা গত হইবার পূর্ব্বে দ্বাদশমাস মধ্যে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব উক্ত পাঁচ বৎসর গত হইবার পর কর সংক্রান্ত কোন বৎসরের প্রারম্ভ অবধি ফলবৎ হইবার নিমিত্ত আপন জিলার বা তাহার কোন অংশের বা কেবল বিশেষ২ মহালের মূল্য নিরূপণের নূতন ফর্দ্দ দ্বিতীয় অধ্যায়মতে প্রস্তুত করাইতে পারিবেন; তন্নিমিত্তে তিনি পূর্ব্ব বিধানমত ঘোষণাপত্র ও নোটিস প্রচার করাইয়া দেওয়াইবেন ও রিটর্ণ প্রস্তুত করাইবেন এবং উক্ত দুই অধ্যায়ে যে২ শক্তি ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে সেই২ শক্তি ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

পাঁচ বৎসরের পর মূল্য নিরূপণের নূতন পত্র করিবার কথা।

১০৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব প্রতি বৎসর তৃতীয় অধ্যায়মতে মূল্য নিরূপণ সূচক নূতন পত্র করিবেন। ও উক্ত অধ্যায়ে যে২ নোটিস দিবার ও জারী করিবার ও যে২ রিটর্ণ দিবার কথা আছে ও যে২ শক্তি ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইল কালেক্টর সাহেব উক্ত কার্য্যার্থে সেই২ নোটিস দেওয়াইবেন ও জারী করাইবেন ও সেই২ রিটর্ণ আনাইবেন ও সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়মত মূল্য নিরূপণের নূতন পত্রের কথা।

পরন্তু কালেক্টর সাহেব কোন বৎসর এই আইনের ৪৮ ধারামত কোন রিটর্ণ গ্রাহ্য করিলে উক্ত রিটর্ণে বার্ষিক যে নিট লভ্য প্রকাশ হইল এই আইনের কার্য্য পক্ষে আগামি পাঁচ বৎসর সেই বার্ষিক নিট লভ্য ধরিতে হইবে উক্ত সম্পত্তির স্বামী কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারক বা কার্য্যাধ্যক্ষ বা দখলকার উচিত বোধ করিলে সেই রিটর্ণ গ্রাহ্য হওয়ার সময়ে এই মর্ম্মের নির্দ্দেশ বাক্য লিখিয়া দিতে পারিবেন।

স্বামি প্রভৃতির বার্ষিক নিট লভ্য নির্দ্দেশ করিবার কথা।

কালেক্টর সাহেব সেই নির্দ্দেশ বাক্য গ্রাহ্য করিলে সেই পাঁচ বৎসর গত না হওন পর্য্যন্ত অথবা পূর্ব্ব বিধানমতে যাবৎ সাধারণ্যে নূতন মূল্য নিরূপণ না করা যায় তাবৎ ঐ সম্পত্তির নূতন মূল্য নিরূপণপত্র করা যাইবে না।

কালেক্টর সাহেব নির্দ্দেশ বাক্য গ্রাহ্য করিলে তাহার ফলের কথা।

১০৭ ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন ব্যক্তির দ্বারা কি তাঁহার পক্ষে যে রিটর্ণ দেওয়া যায় তাহাতে তাঁহার কিম্বা তৎপক্ষ তদীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে। তাহা তাঁহার বিপক্ষ প্রমাণমধ্যে গ্রাহ্য হইবে, সপক্ষ প্রমাণ মধ্যে নয়।

সাক্ষ্যের কথা।

১০৮ ধারা। এই আইনে যে২ নোটিস দিবার আজ্ঞা হইল তাহা নিম্নলিখিত অন্যতর প্রকারে দেওয়া যাইতে পারিবে।

নোটিস দিবার কথা।

১। যাঁহার নামে হয় তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে। তাঁহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে, তিনি যে ঘরে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা তাঁহার যে মোখ্তার সাধারণমতে তাঁহার পক্ষে উপস্থিত হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। অথবা

2.—By sending a registered letter containing such notice directed to the said person at his usual place of abode, or to the place where he may be known to reside; or

3.—By posting a copy of the notice at the mâl cutcherry of the estate or tenure; or if no such mâl cutcherry be found, on some conspicuous place on the said estate or tenure to which such notice relates, and by delivering, in the case of estates paying their annual revenue by four instalments, another copy thereof to the agent who shall have paid an instalment of revenue next after the preparation of such notice. In all cases where two or more persons are holders of an estate or tenure, service of notice under this clause shall be deemed to be good and sufficient service on each and all of such persons.

Cost of service.

109. The costs of service of all notices by this Act required to be served shall be defrayed from the District Road Fund, *and it shall be lawful for the Board of Revenue to fix from time to time the amounts of costs which shall be levied under section* 30 *in respect of each process for recovery of arrears of the cesses; and such amount when levied shall be credited to the District Road Fund.*

Lieutenant-Governor empowered to prescribe forms and rules.

110. The Lieutenant-Governor of Bengal may from time to time make rules for the performance of the duties of the district and branch committees, and of all persons employed under this Act, and in regard to the appointment, election, qualification, and discharge of such persons;

prescribing forms for the notices, returns, valuation rolls, estimates, account books, reports, and statements required by this Act, and for which forms are not hereby given;

for fixing the dates for payment of instalments under sections 29 and 31;

and generally for purposes of this Act.

The Lieutenant-Governor may from time to time alter, add to, or cancel any such rules.

Such rules shall be published in the *Calcutta Gazette* and shall thereupon have the force of law.

SCHEDULE A.

No. 1.—*Form of return prescribed by Section* 9.

Amount of Government revenue in case of an estate: or of rent in case of a tenure: Rs. a. p.

[*Government Gazette, 13th January* 1880.]

২। ঐ নোটিস রেজিষ্টরী পত্রে দিয়া শিরোনামায় তাঁহার নিয়ত বাসস্থান লিখিয়া কিম্বা তাঁহার যে স্থানে নিবাস জানা আছে সেই স্থান লিখিয়া পাঠান যাইবে। অথবা

৩। মহালের কিম্বা তালুকের মাল কাছারীতে ঐ নোটিসের প্রতিলিপি লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। মাল কাছারী পাওয়া না গেলে, ঐ নোটিস যে মহালের কি তালুকের বিষয়ে হয় তাহার কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে এবং মহালের রাজস্ব বৎসর চারি কিস্তি করিয়া দেওয়া গেলে, ঐ নোটিস প্রস্তুত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বকালে যে ব্যক্তি তাঁহার নিমিত্ত কিস্তির টাকা দিয়াছিলেন ঐ নোটিসের অন্য প্রতিলিপি তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি একই মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারী হন তবে এই ধারামতে নোটিস দেওয়া গেলে উক্ত প্রত্যেক ও সকল ব্যক্তির উপর যথোচিতমতে জারী করা গেল জ্ঞান হইবে।

নোটিস দিবার খরচের কথা।

১০৯ ধারা। এই আইনে যে সকল নোটিস দিবার আজ্ঞা হইল তাহা দিবার খরচ প্রদেশীয় পথের তহবীলহইতে দেওয়া যাইবে, এবং বাকী কর আদায়ের প্রত্যেকে পরওয়ানা সম্বন্ধে ৩০ ধারামতে যত টাকা খরচ আদায় করা যাইবে, রেবিনিউ বোর্ড সময়েং ইহা ধার্য্য করিতে পারিবেন; উক্ত টাকা আদায় হইলে, তাহা প্রদেশীয় পথের তহবীলে জমা দেওয়া যাইবে।

পাঠ ও বিধি নির্দ্দিষ্ট করিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

১১০ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব জিলার ও শাখাকমিটীর এবং এই আইনমতে নিযুক্ত সকল ব্যক্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার এবং ঐ ব্যক্তিদের নিয়োগ ও মনোনীত করণ ও যোগ্যতার গুণ ও অবসর করণবিষয়ের যে বিধি বিহিত বোধ করেন সেই বিধি করিতে পারিবেন;

এবং এই আইন মতে যে নোটিস ও রিটর্ণ ও মূল্য নিরূপণপত্র ও অনুমানপত্র ও হিসাব খাতা ও রিপোর্ট ও বর্ণনাপত্র দিতে হইবে ও যাহা লিখিবার পাঠ দেওয়া যায় নাই, তিনি তাহা লিখিবার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিধি করিতে পারিবেন.

এবং ২৯ ও ৩১ ধারামত কিস্তি দিবার তারিখ নিরূপণ ও সাধারণতঃ এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করণ সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং ঐ বিধি পরিবর্ত্তন কি পরিবর্দ্ধন কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

এই সকল বিধি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও প্রকাশ করা গেলে আইন তুল্য বলবৎ হইবে।

A তফসীল।

১ নং।—৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট রিটর্ণ লিখিবার পাঠ।

মহাল হইলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব এত টাকা

তালুক প্রভৃতি হইলে খাজানা এত টাকা

PART I.

District Mehal No.

Details of lands in the actual occupation and cultivation of the person submitting the return:—

1	2	3	4	5
Pergunnah.	Name of village *and thana* in which *the* lands *are* situate.	Area of land.	Deduct area of land situate within any municipal boundary.	Annual value of remaining land.

NOTE.—*Only nijjote lands and unculturable unlet lands should be included in this part.*

PART II.

District Mehal No.

Details of lands held by cultivating ryots paying direct to the persons submitting the return:—

1	2	3	4	5	6
Pergunnah.	Name of village *and thana in which the lands are* situated.	Name of ryot, *name of village, thana, and district in which he resides.*	Annual rent.	Deduct rent of land included in any municipality.	Balance of net rent assessable.

PART III.

District Mehal No.

Details of the tenure-holders paying to the person submitting the return:—

1	2	3	4	5	6
Name of tenure-holder and person paying rent for him borne on the books of holder of estate or tenure.	Name of village, *thana*, pergunnah, and district in which such persons reside.	Name of village *and thana* in which tenure is situated.	*Name of village and thana in which mal cutcherry is situated.*	Annual rent paid by tenure-holder.	*Amount to be deducted from that entered in column 5 on account of rent of land situated within any municipal boundary.*

PART IV.

District Mehal No.

Details of lands for which no rent is paid included in the estate or tenure of the person submitting the return so far as may be known to him:—

1	2	3	4	5
Pergunnah in which situated.	Name of village *and thana* in which situated	Name of holder.	Name of village, *thana, and district in which the holder resides*	Estimated annual value.

১ খণ্ড।

জিলা মহাল নং

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহার নিজ ভোগদখলের ও আবাদের ভূমির বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫
যে পরগনায় ভূমি থাকে	যে গ্রামে ও থানায় ভূমি থাকে তাহার নাম	ভূমির আয়তন	মুনসিপল নগরের সীমার মধ্যে ভূমির একাংশ থাকিলে তাহার পরিমাণ বাদে	অবশিষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্য

মন্তব্য।—এই খণ্ডে কেবল নিজযোত ভূমি ও কৃষিকর্ম্মের অযোগ্য যে ভূমি পাট্টা বিলি করা যায় নাই তাহা দিতে হইবে।

২ খণ্ড

জিলা মহাল নং

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহাকে কৃষিকারি রায়তদের যে ভূমির খাজানা দেওয়া যায় তাহার বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫	৬
যে পরগনায় থাকে	যে গ্রামে ও থানায় থাকে তাহার নাম	রায়তের নাম ও যে জিলার যে থানার যে গ্রামে থাকে	সালিয়ানা খাজানা	মুনিসিপলিটির অন্তর্গত ভূমির খাজানা বাদে	অবশিষ্ট যে খাজানার উপর পথকর ধার্য্য হইতে পারে।

৩ খণ্ড।

জিলা মহাল নং

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহাকে যে তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিরা খাজানা দেয় তাহার বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫	৬
মহালের বা তালুক প্রভৃতির অধিকারির বহীতে যে তালুকদার প্রভৃতির নাম থাকে ও তাঁহার নিমিত্ত যে ব্যক্তি খাজানা দিয়া থাকেন তাঁহার নাম।	ঐ ব্যক্তিরা যে জিলার যে পরগনার যে থানার যে গ্রামে বাস করেন।	তালুক প্রভৃতি যে গ্রামের ও থানার অন্তর্গত তাহার নাম।	মাল কাছারি যে গ্রামের ও থানার অন্তর্গত তাহার নাম।	তালুকদার প্রভৃতি যত খাজানা দিয়া থাকেন।	কোন মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত ভূমির খাজানা বাবত ৫ অঙ্কের লিখিত টাকা হইতে যে টাকা বাদ দিতে হইবে।

৪ খণ্ড।

জিলা মহাল নং

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহার জ্ঞানমতে তাঁহার মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত যে ভূমির খাজানা নাই তাহার বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫
যে পরগনায় থাকে তাহার নাম	যে থানার যে গ্রামে থাকে তাহার নাম	দখিলকারের নাম	যে জিলার যে থানার যে গ্রামে দখিলকার বাস করেন	অনুমান বার্ষিক মূল্য

I, *X. Y. Z.*, do declare that the statements contained in the above return are true to the best of my knowledge, information, and belief.

Signed———

N.B.—This return must be signed by the holder or his authorized agent.

No. 2.—Form of Notice upon an estate or tenure under Section 9.

District of

NOTICE UNDER DISTRICT CESS ACT, 1879.

The holders of estate or tenure (*description of the land to be filled in*) in the district of , and all others interested therein are hereby required to lodge in the office of the Collector of the said district a return, in the form hereunto annexed, of all lands comprised in such estate or tenure and the rents paid therefor. Such return must be signed by such holder or his authorized agent, and be so lodged within the space of *two* months from the service of this notice (unless within the said *two* months you obtain from the Collector an extension of the said space of *two* months) under a penalty of a daily fine of fifty rupees for every day after the expiry of such period or extension thereof until such return shall be presented. Take notice, further, that no rents due in respect of the said estate can be recovered by suit after such period until such returns be so lodged.

(Sd.) A. B.,
Collector.

COLLECTOR'S OFFICE,
Dated

SCHEDULE B.

Form of Notice under Section 14.

District of

NOTICE UNDER DISTRICT CESS ACT, 1879.

The owner, chief agent, manager or occupier of situated in the district o is hereby required to lodge in the office of the Collector of the district of a return in the form hereunto annexed, showing the amount of land under cultivation at the date of this return in the said

Such return must be signed by him and be lodged within the space of two months from the service of this notice (unless within the said three months you obtain from the Collector an extension of the said space of two months), under penalty of a daily fine of fifty rupees for every day after the expiry of such period or extension thereof until such return shall be presented.

[*Government Gazette,* 13*th January* 1880.]

উক্ত রিটর্ণে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও সন্ধান ও বিশ্বাসমতে সত্য আমি শ্রী অমুক ইহা ধর্ম্মতঃ কহিলাম।

স্বাক্ষর

মন্তব্য।—এই রিটর্ণে ভূমির ভোগাধিকারির কিম্বা তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে।

২ নং।—৯ ধারামতে মহালের কি তালুক প্রভৃতির নোটিস লিখিবার পাঠ।

অমুক জিলা।

প্রদেশীয় কর বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক (এইস্থলে বর্ণনা লিখিতে হইবে) মহালের কিম্বা তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিদিগকে ও অন্য যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহাদিগকে এই আজ্ঞা করা গেল। সেই মহালে বা তালুক প্রভৃতিতে যত ভূমি আছে ও তাহার নিমিত্তে যত খাজানা দেওয়া যায় তাঁহারা নিম্নলিখিত পাঠে ইহার রিটর্ণ লিখিয়া উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দিবেন। এই নোটিস পাইবার পর দুই মাসের মধ্যে উক্ত ভোগাধিকারির কিম্বা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের সেই রিটর্ণে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে, (কিম্বা সেই দুই মাসের মধ্যে ঐ কালেক্টর সাহেবের স্থানে সেই দুই মাসের অধিক সময় পাইলে সেই সময়ে তাহা দিতে হইবে।) না দিলে ঐ দুই মাস কিম্বা ঐ বর্দ্ধিত সময় গত হইলে পর যতদিন তাঁহারা রিটর্ণ না দেন তত দিন তাঁহাদের দিনপ্রতি পঞ্চাশ টাকা দণ্ড দিতে হইবে। আরো সেই রিটর্ণ উক্ত প্রকারে যত কাল না দেওয়া যায় তত কাল তাঁহারা মোকদ্দমা করিয়া উক্ত মহাল সম্পর্কে আপনাদের পাওনা খাজানা পাইতে পারিবেন না এই কথা জানিবেন।

A. B.,
কালেক্টর।

কালেক্টরী কাছারী।
তাং।

B তফসীল।

১৪ ধারামত নোটিস লিখিবার পাঠ।

অমুক জিলা।

প্রদেশীয় করবিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক বাগান প্রভৃতির স্বামির কি প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের প্রতি এই আদেশ হইল। এই রিটর্ণের তারিখে সেই বাগান প্রভৃতির কত জমী চাষ হইতেছে নিম্নলিখিত পাঠে তাহা লিখিয়া অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দিবে। এই নোটিস পাইবার পর দুই মাসের মধ্যে, (কিম্বা সেই দুই মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের স্থানে ঐ দুই মাসের অধিক সময় পাইলে সেই সময়ে) তোমার ঐ রিটর্ণে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে। না দিলে, সেই দুই মাস কিম্বা সেই বর্দ্ধিত সময় গত হইলে পর যত দিন ঐ রিটর্ণ না দাও তাহার দিনপ্রতি তোমার পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

Annexed form of Return.

District

Details of lands acquired under any rules for the sale, grant, or clearance of waste lands, or held direct from Government and used for the cultivation of tea, coffee, or cinchona under the control of the persons submitting the return :—

1	2	3	4	5	6	7
Districts	Pergunnahs and *thanas.*	*Designation by which the holding is known.*	Name of owner, agent, manager or occupier.	Entire area of land.	Area of lands under cultivation in acres.	Aggregate value at Rs. 10 per acre of land in column 5.
In which the lands lie.						

I, *X. Y. Z.*, do declare that the statements contained in the above return are truc to the best of my knowledge, information, and belief.

Signed———

N.B.—This return must be signed by the owner, chief agent, manager, or occupier.

SCHEDULE C.

Form of notice under Sections 15 *and* 30.

District of

NOTICE UNDER DISTRICT CESS ACT, 1879.

The occupiers and tenure-holders on estate or tenure *(description of the land to be filled in)* are hereby prohibited, until further order of the Collector, from making any payment of rent now or hereafter to become due from them in respect of any land comprised within such estate or tenure except to the Collector of the said district or to *(name of pere*dnəɥ *(u*by appointed to receive the same. The Collector will grant receipts for all sums paid, and such receipts will, under the provisions of the above Act, be a valid discharge to the extent of such sums in respect of rent due or hereafter to become due as above stated by the holder of such receipt. All payments, except to the Collector, until further order, will be null and void.

(Sd.) A. B.,

Collector

রিটর্ণ লিখিবার পাঠ এই।

জিলা

পতিত ভূমি বিক্রয় কি দান কি পরিষ্কার করিবার কোন বিধিমতে কিম্বা নিজ গবর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত যে ভূমিতে এই রিটর্ণ লেখকদের তত্ত্বাধীনে চা বা কাফীর বা সিনকনার চাষ হইয়া থাকে সেই ভূমির বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে জিলায়	যে পরগণায় ও থানায়	যোত যে নামে খ্যাত	স্বামীর বা কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের নাম।	ভূমির সম্পূর্ণ আয়তন	ভূমির কত একরের চাষ হইতেছে	৫ ঘরে যত একর লেখা আছে, একর প্রতি ১০ টাকা হিসাবে সেই ভূমির মূল্য।
ভূমি থাকে						

উক্ত রিটর্ণে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও সন্ধান ও বিশ্বাসমতে সত্য আমি শ্রী অমুক ইহা ধর্ম্মতঃ কহিলাম।

স্বাক্ষর

মন্তব্য। এই পত্রে স্বামির বা প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের স্বাক্ষর করিতে হইবে'

C তফসীল।

১৫ ও ৩০ ধারামত নোটিস লিখিবার এই পাঠ।

অমুক জিলা।

প্রদেশীয় করবিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমত নোটিস।

অমুক (এই স্থানে ভূমির বর্ণনা লিখিতে হইবে) মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির দখিলকারদের ও তালুকদার প্রভৃতির প্রতি এই নিষেধ হইল' উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত কোন ভূমির নিমিত্ত তাঁহাদের যে খাজানা দেনা আছে তাহা কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের নিযুক্ত অমুক ব্যক্তিকে দেন ও কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা না পাইলে অন্য কাহাকে না দেন। উক্ত টাকা পাইলে কালেক্টর সাহেব রসীদ দিবেন। এবং ঐ রসীদ যে ব্যক্তি পান তাঁহার যে খাজানা দেনা থাকে বা হয় তৎসম্পর্কে উক্ত আইনের বিধানমতে ঐ রসীদ অমোঘ মুক্তিপত্র হইবে। কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা না পাইয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে খাজানা দিলে তাহা ব্যর্থ ও অসিদ্ধ হইবে।

কালেক্টর।

SCHEDULE D.

Form of notice to be served under Section 48.

District of

NOTICE UNDER DISTRICT CESS ACT, 1879.

The owner, chief agent, manager, or occupier of the situated in the district of is required to lodge in the office of the Collector of the district of a return in the form hereunto annexed, showing the net profits of the calculated on the average of the profits of the last three years for which accounts have been made up. Such return must be signed by him or his authorized agent and be lodged within the space of *two* months from service of this notice, unless within the said *two* months an extension of the *time allowed is obtained from the Collector.*

(Sd.) A. B.,
Collector.

COLLECTOR'S OFFICE,
Dated

Annexed form of Return.

District

Detail of yearly profits of mines, quarries, railways, and tramways in the possession or under the control of the person submitting the return :—

1	2	3	4
DISTRICTS.	PERGUNNAHS	Name of holder or manager.	Annual net profits per annum on the average of the last three years for which accounts have been made up.
In which the property lies.			

I, *X. Y. Z.*, do declare that the statements contained in the above return are true to the best of my knowledge, information, and belief.

Signed————

N.B.—This return must be signed by the owner, chief agent, manager, or occupier.

D তফসীল।

৪৮ ধারামতে যে নোটিস দেওয়া যাইবে তাহা লিখিবার পাঠ।

অমুক জিলা।

প্রদেশীয় করবিষয়ক ১৮৭৯ সনের আইনমত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক খনি প্রভৃতির স্বামির কি প্রধান কর্ম্মকারককের কি কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের প্রতি এই আদেশ হইল। ভূতপূর্ব্ব যে তিন বৎসরের হিসাব প্রস্তুত করা গিয়াছে সেই২ বৎসরের নিট লাভের গড় ধরিয়া নিম্নলিখিত পাঠে রিটর্ণে লিখিয়া অমুক জিলার কালেক্টরী কাছারিতে দিবেন; নোটিস পাইবার পর দুই মাসের মধ্যে কিম্বা সেই দুই মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের স্থানে অধিক সময় পাইলে সেই সময়ে তিনি কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করিবেন।

কালেক্টরী কাছারী। কালেক্টর।

তারিখ

রিটর্ণ লিখিবার পাঠ।

জিলা।

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহার অধিকৃত কিম্বা তাঁহার তত্ত্বাধীন ধাতুর কি পাতরের খনির কি রেলওয়ের কিম্বা ট্রামওয়ের বার্ষিক লভ্যের বর্ণনা।

১	২	৩	৪
যে জিলায়	যে পরগনায়	অধ্যক্ষের কি কার্য্যাধ্যক্ষের নাম	গত যে তিন বৎসরের হিসাব প্রস্তুত করা গিয়াছে তাহার গড় ধরিয়া বৎসরে যত টাকা নিট লাভ হইল।
সম্পত্তি থাকে।			

এই রিটর্ণে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও সন্ধান ও বিশ্বাসমতে সত্য আমি শ্রীঅমুক ইহা ধর্ম্মতঃ কহিলাম।

স্বাক্ষর।

মন্তব্য।—এই রিটর্ণে স্বামির কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারকের কি কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের স্বাক্ষর করিতে হইবে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A. AND B. L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JANUARY 20, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ২০ জানুয়ারি।

PART VI.

Bills of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Bill was read in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for the purpose of making Laws and Regulations on the 20th December 1879, and was referred to a Select Committee, who are to report thereon in four weeks:—

A Bill to provide against the spreading of contagious diseases among animals.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to provide against the spreading of contagious diseases among animals: It is hereby enacted as follows:—

Short title.

I. This Act may be called "The Animals Contagious Diseases Act, 1880:"

Extent.

It shall apply to the Town of Calcutta as defined by Bengal Act IV of 1866, and to the Suburbs of the Town of Calcutta as defined by the notifica-

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপ নকার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৭৯ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়; তাঁহারা তদ্বিষয়ে চারি সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন।—

পশুদের মধ্যে সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

পশুদের মধ্যে সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণের বিধান করা বাঞ্ছনীয়; অতএব এতদ্দ্বারা বিধান করা যাইতেছে।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "পশুদের সংক্রামক রোগ বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তি।

এই আইন ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন নির্দ্দিষ্ট কলিকাতা নগরের প্রতি, এবং ১৮৭৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের যে বিজ্ঞাপন ১৮৭৭ সালের ২ অক্টোবরের বাঙ্গলা

tion of the 10th September 1877, and published in the *Calcutta Gazette* for the 26th September 1877;

and it shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Commencement.

II. In this Act—

Interpretation clause.

"Animal."

"Animal" means horses, ponies, asses, mules, jennets, bulls, cows, oxen, heifers, and calves.

"Contagious disease" means glanders, farcy and any disease which the Lieutenant-Governor may from time to time, by an order published in the *Calcutta Gazette*, declare to be a contagious disease for the purposes of this Act.

"Contagious disease."

III. Every owner or person in charge of any animal affected with any contagious disease, or with symptoms raising the reasonable presumption that the animal is so affected, shall be bound to give information of the fact to the officer in charge of the nearest police-station within six hours from his knowledge of the same, and in default of so doing, he shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding Rs. 500.

Owner of diseased animals to give information to the Police.

Penalty.

Every such owner or person shall also be bound to remove any animal affected as aforesaid to some convenient and isolated place, to be there kept for such time as a duly qualified Veterinary Surgeon may think expedient, and in default of so doing, shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding Rs. 500.

Diseased animal to be kept separate pending examination.

IV. Upon receipt of the information in the last section referred to, the officer in charge of the police-station, or an Inspector of Police, shall cause the animal so affected to be examined by a duly qualified Veterinary Surgeon, and if such Surgeon shall so certify in writing, shall cause the said animal to be slaughtered forthwith.

Police Officer to proceed on information.

V.—If the attendance of such Veterinary Surgeon cannot be conveniently obtained, the animal so affected shall be examined by a Surgeon or Assistant Surgeon in the service of Government, and if such Surgeon or Assistant Surgeon shall so certify in writing, shall be slaughtered forthwith:

If Veterinary Surgeon cannot attend, Government Surgeons may certify.

[*Government Gazette, 20th January* 1880.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই বিজ্ঞাপন নির্দ্দিষ্ট কলিকাতা নগরের শাখানগরের প্রতি বর্ত্তিবে;

এবং এই আইন শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহ যে তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি বলবৎ হইবে।

আরম্ভ।

২ ধারা। এই আইনে "পশু" শব্দে ঘোড়া ও টাটু ও গাধা ও খচ্চর ও ছোটং ঘোড়া ও ষাঁড় ও গোরু ও বলদ ও বকন ও আড়িয়া বাছুর বুঝাইবে।

অর্থকরণের ধারা।

"পশু"।

"সংক্রামক রোগ" শব্দে ঘোড়াপ্রভৃতির সরদি রোগ ও কুষ্ঠরোগ ও অন্য যে রোগ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়া এই আইনের কার্য্য পক্ষে সংক্রামক রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাও বুঝাইবে।

"সংক্রামক রোগ"।

৩ ধারা। যদি কোন পশুর কোন সংক্রামক রোগ হয়, অথবা এরূপ লক্ষণ দেখা যায় যাহাতে তাহার উক্ত রোগ হইয়াছে বলিয়া যুক্তিমত অনুমান হয়, তবে তাহার স্বামী অথবা ঐ পশু যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তিনি ঐ কথা জানিতে পারিবার ছয় ঘণ্টার মধ্যে নিকটস্থ পোলীস থানার অধ্যক্ষকে তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবেন। যদি না দেন, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে তাঁহার ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

রোগগ্রস্ত পশুর স্বামির পোলীসে সংবাদ দিবার কথা।

দণ্ডের কথা।

আর তদ্রূপ প্রত্যেক স্বামী বা ব্যক্তি উক্তরূপ রোগগ্রস্ত কোন পশুকে সুবিধাজনক স্বতন্ত্র স্থানে লইয়া যাইতে বাধ্য হইবেন, এবং উপযুক্ত পশু চিকিৎসক যত কাল তাহাকে তথায় রাখা বিহিত জ্ঞান করেন তত কাল তথায় রাখিবেন। যদি এপ্রকার না করেন, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে, তাঁহার ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যাবৎ পরীক্ষা না হয় রোগগ্রস্ত পশুকে স্বতন্ত্র রাখিবার কথা।

৪ ধারা। পূর্ব্বধারার উল্লিখিত সংবাদ পাইলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের ইনস্পেক্টর কোন উপযুক্ত পশু চিকিৎসক দ্বারা উক্তরূপ রোগগ্রস্ত পশুর পরীক্ষা করাইবেন; এবং উক্ত চিকিৎসক সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলে, ঐ পশুকে তৎক্ষণাৎ নিহত করাইবেন।

সংবাদ পাইলে পোলীসের কার্য্যকারকের কর্ত্তব্যের কথা।

৫ ধারা। উক্তরূপ পশু চিকিৎসক পাইবার সুবিধা না হইলে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত কোন সর্জন কি আসিষ্টাণ্ট সর্জন দ্বারা তদ্রূপ রোগগ্রস্ত পশুর পরীক্ষা করাইতে হইবে; এবং উক্ত সর্জন বা আসিষ্টাণ্ট সর্জন সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলে, ঐ পশুকে তৎক্ষণাৎ নিহত করা যাইবে।

পশুচিকিৎসক পাওয়া না গেলে, গবর্ণমেণ্টের অধীন সর্জনদের সার্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

Provided that in such case an officer in charge of a police-station, or an Inspector of Police, shall on such certificate certify that the attendance of a duly qualified Veterinary Surgeon could not be obtained.

Power of entry for Inspector of Police.

VI. Any Inspector of Police, or officer in charge of a police-station, may at any time enter any yard, stable, shed, or other premises where he has reasonable grounds for supposing that any animal affected with a contagious disease is to be found or has lately been kept, and may, upon the certificate in writing of a duly qualified Veterinary Surgeon, (or, if the attendance of such Veterinary Surgeon cannot be conveniently obtained, of a Surgeon or Assistant Surgeon in the service of Government,) cause such animal, if found on the premises, to be slaughtered, and whether such animal be found on the premises or not, may cause the internal fittings of such yard, stable, shed, or other premises, if necessary, to be destroyed, and all hay, straw, litter, dung, or other article that has been in contact with or used about any such animal to be burnt:

Provided that any such Inspector or officer as aforesaid shall, if required, state in writing the grounds on which he has so entered.

If any person refuses admission to such Inspector or officer as aforesaid, he shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding Rs. 500.

Who may be accompanied by other officers and a Surgeon.

VII. Any Inspector of Police, or officer in charge of a police-station, entering any premises in accordance with the last preceding section, may be accompanied by one or more Police Officers, by any officer or officers of the Calcutta Society for the Prevention of Cruelty to Animals, and by any Surgeon, Veterinary Surgeon, or Farrier.

Owners of infected sheds, &c., bound to cleanse them.

VIII. Every owner or person in charge of such yard, stable, shed, or other premises as aforesaid, shall be bound, if required by an Inspector of Police, to thoroughly cleanse and disinfect the same, and on his failing to do so within six hours from his being so required, the Inspector of Police shall cause the said yard, stable, shed, or other premises to be thoroughly cleansed and disinfected, and may recover the expenses of so doing from the owner or person in possession of the same.

কিন্তু এরূপ স্থলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ কি পোলীসের ইনস্পেক্টর উক্ত সর্টিফিকেটের উপর এই মর্ম্মের সংশিত কথা লিখিবেন যে উপযুক্ত পশু চিকিৎসক পাওয়া যায় নাই।

পোলীসের ইনস্পেক্টরের প্রবেশ করিতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। কোন পশুশালা, আস্তাবল, আশ্রয় বা অন্য স্থানে সংক্রামক রোগগ্রস্ত কোন পশু আছে বা সংপ্রতি ছিল, এরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখিলে, কোন পোলীসের ইনস্পেক্টর বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ তথায় যে কোন সময়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন। এবং উপযুক্ত পশু চিকিৎসকের লিখিত সর্টিফিকেট পাইলে, অথবা তদ্রূপ পশুচিকিৎসক পাইবার সুবিধা না হইলে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন সর্জনের বা আসিস্টাণ্ট সর্জনের সর্টিফিকেট পাইলে, তদ্রূপ পশু যদি তথায় দৃষ্ট হয় তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিহত করাইতে পারিবেন, এবং তদ্রূপ পশু তথায় দৃষ্ট হউক বা না হউক, উক্ত পশুশালার কি আস্তাবলের কি আশ্রয়ের কি অন্যস্থানের ভিতরের সরঞ্জাম বিনষ্ট করাইতে ও যে সমস্ত ঘাস, খড়, বিচালী, মল বা অন্যদ্রব্য তদ্রূপ কোন পশুর সংস্পর্শে ছিল বা তাহার নিকটে ব্যবহৃত হইত তৎ সমুদয় পোড়াইয়া ফেলাইতে পারিবেন:

কিন্তু আদেশপ্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন ইনস্পেক্টর বা কার্য্যকারক যে কারণে তথায় প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া দিবেন।

যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ কোন ইনস্পেক্টরকে বা কার্য্যকারককে প্রবেশ করিতে না দেন, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে তাঁহার ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

তাঁহার সঙ্গে অন্য কার্য্যকারকের ও একজন সর্জনের যাইতে পারিবার কথা।

৭ ধারা। পোলীসের কোন ইনস্পেক্টর বা পোলীস-থানার অধ্যক্ষ পূর্ব্বধারামতে যৎকালে কোন স্থানে প্রবেশ করেন, তাঁহার সঙ্গে এক বা একাধিক পোলীসের কার্য্যকারক ও জন্তুর প্রতি নৃশংস ব্যবহার নিবারণার্থ কলিকাতাস্থ সভার এক বা একাধিক কার্য্যকারক ও কোন সর্জন বা পশুচিকিৎসক বা অশ্ববৈদ্য থাকিতে পারিবেন।

রোগগ্রস্ত আশ্রয়াদির স্বামিদের তাহা পরিষ্কার করিতে হইবার কথা।

৮ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ পশুশালার বা আস্তাবলের বা আশ্রয়ের বা অন্য স্থানের স্বামী কিম্বা তাহা যাঁহার জিম্মায় থাকে তিনি পোলীসের ইনস্পেক্টরে আদেশ পাইলে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া তাহার রোগসংক্রমণ দোষ নিবারণ করিবেন; এবং তদ্রূপ আদেশ পাইয় তিনি ছয় ঘণ্টার মধ্যে ঐ রূপ না করিলে, পোলীসের ইনস্পেক্টর উক্ত পশুশালা বা আস্তাবল বা আশ্রয় বা অন্য স্থান সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করাইয়া তাহার রোগসংক্রমণ দোষ নিবারণ করাইবেন, এবং উক্ত কার্য্যের খরচ স্বামির স্থানে অথবা তাহা যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তাঁহার স্থানে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন:

Expenses how recoverable.

Such expenses if not paid within seven days from the incurring of the same may, with all costs, be recovered by distress and sale of any movable property found on the said premises.

Burial of diseased animals.

IX. Every owner or person in charge of any animal that has died of glanders, or has been slaughtered in consequence of being affected with glanders, shall cause the same to be buried as soon as possible in its skin, which shall be slashed before burial, in some proper place, and to be covered with a sufficient quantity of quick-lime or other disinfectant and with not less than six feet of earth, and in default of so doing, shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding Rs. 500.

Penalty for allowing diseased animals in the streets.

X. Whoever voluntarily or negligently causes or permits any animal affected with any contagious disease to be worked, driven, or led on any public road or street, except for the purpose of being taken to a duly qualified Veterinary Surgeon for examination, or to a slaughter-yard, in accordance with this Act, or voluntarily or negligently causes or permits any such animal to be turned loose or to stray or escape into or upon any road or street, or into or upon any common or open land, whence such animal may or can escape into or upon any public road or street or any private premises, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with a fine which may extend to Rs. 500, or with both.

Penalty for vexatious entries, searches, and seizures.

XI. Any Inspector of Police, or officer in charge of a police-station, who without reasonable ground of suspicion enters or searches any premises, or vexatiously or unnecessarily seizes or detains any animal on the pretence that it is diseased, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with a fine which may extend to Rs. 500, or with both.

No prosecution under this section shall be instituted after the expiry of three months from the date on which the offence has been committed.

Saving of present powers of Police.

XII. Nothing in this Act shall be held to interfere in any way with the existing powers of Police Officers with regard to the examination and seizure of diseased animals appearing in the public street.

[*Government Gazette*, 20*th January* 1880.]

খরচ যে রূপে আদায় করা যাইবে, তাহার কথা।

উক্ত খরচ হইবার সাত দিনের মধ্যে সেই টাকা দেওয়া না গেলে, ঐ স্থানে যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহার ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা খরচা সমেত ঐ টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে।

রোগগ্রস্ত পশুদিগকে পুঁতিয়া ফেলিবার কথা।

৯ ধারা। সরদি রোগে যে পশুর মৃত্যু হয়, অথবা সরদি রোগগ্রস্ত বলিয়া যাহাকে নিহত করা যায়, তাহার স্বামী অথবা যে ব্যক্তির জিম্মায় ঐ পশু থাকে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব তাহার চর্ম্ম না খুলিয়া কিন্তু পুঁতিবার পূর্ব্বে তাহা চিরিয়া, ঐ পশুকে উপযুক্ত স্থানে পোঁতাইবেন ও তাহার উপর যথেষ্ট পরিমাণ চুণ বা অন্য রোগ সঞ্চারনিবারক দ্রব্য ও অন্যূন ছয়ফুট মাটি দিয়া ঢাকা দিবেন। তদ্রূপ যদি না করেন, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে তাঁহার ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

রোগগ্রস্ত পশুকে রাস্তায় যাইতে দিলে, দণ্ডের কথা।

১০ ধারা। এই আইনমতে উপযুক্ত পশু চিকিৎসকের নিকটে পরীক্ষার্থে অথবা বধাগারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত না হইলে, কেহ যদি সংক্রামক রোগগ্রস্ত কোন পশুকে কোন সরকারী রাস্তায় বা পথে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা শৈথিল্যপ্রযুক্ত খাটায় বা হাঁকায় বা চালাইয়া লইয়া যায় অথবা খাটাইতে বা হাঁকাইতে বা চালাইয়া লইয়া যাইতে দেয়, অথবা যেখান হইতে সরকারী রাস্তায় বা পথে বা সামান্য কোন ব্যক্তির বাটীতে যাইতে পারে তদ্রূপ পশুকে এরূপ রাস্তায় বা পথে বা মাঠে বা খোলা জায়গায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বা শৈথিল্য প্রযুক্ত খুলিয়া বা তাড়াইয়া বা ছাড়িয়া দেয় অথবা খুলিয়া বা তাড়াইয়া বা ছাড়িয়া দিতে দেয়, তাহার ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইবে।

অনর্থক প্রবেশ বা খানাতল্লাসী করিলে বা ধরিলে, দণ্ডের কথা।

১১ ধারা। পোলীসের কোন ইনস্পেক্টর কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ সন্দেহ করিবার যুক্তিসিদ্ধ হেতু বিনা কোন বাটীতে প্রবেশ করিলে বা খানাতল্লাসী করিলে কিম্বা ছলপূর্ব্বক কোন পশুকে রোগগ্রস্ত বলিয়া ধরিলে বা আটক করিয়া রাখিলে, তাঁহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইবে।

যে তারিখে অপরাধ করা যায়, তদবধি তিন মাস গত হইলে পর এই ধারামত কোন অভিযোগ উপস্থিত করা যাইবে না।

পোলীসের বর্ত্তমান ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

১২ ধারা। সরকারী রাস্তায় রোগগ্রস্ত পশু দৃষ্ট হইলে, ঐ পশু পরীক্ষা করিবার ও ধরিবার সম্বন্ধে পোলীস কার্য্যকারকদের এক্ষণে যে ক্ষমতা আছে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

XIII. The Lieutenant-Govern r may, by an order published in the *Calcutta Gazette*, extend this Act to any town, suburb, district, or portion of a district to be mentioned in such order.

Power to extend Act.

১৩ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়া এই আইন উক্ত অনুজ্ঞার উল্লিখিত কোন নগরে বা শাখানগরে বা জিলায় বা জিলার অংশে প্রচলিত করিতে পারিবেন।

আইন বর্ত্তাইতে পারিবার কথা।

Statement of Objects and Reasons.

In consequence of the prevalence of glanders and other contagious diseases amongst animals it has been deemed advisable to confer special powers upon police officers for entering suspected premises and destroying, if necessary, infected animals. Owners of such animals are bound under penalties to give information to the police.

The Bill applies only to Calcutta and the suburbs, but the local Government is empowered to extend it if necessary to other parts of Bengal

J. O'Kinealy.

The 13th December 1879.

W. E. H. Forsyth,
Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

পশুদের মধ্যে সরদি ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বশতঃ সন্দিগ্ধ বাটীতে প্রবেশ করিবার ও, আবশ্যক হইলে, রোগগ্রস্ত পশু বিনষ্ট করিবার বিশেষ ক্ষমতা পোলীস কার্য্যকারকদের প্রতি অর্পণ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইয়াছে। উক্ত পশুদের স্বামিরা তৎসম্বন্ধে পোলীসে সংবাদ দিবেন, না দিলে দণ্ড হইবে।

এই পাণ্ডুলিপি কেবল কলিকাতা ও শাখানগরের প্রতিই বর্ত্তিবে, কিন্তু আবশ্যক হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই আইন বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও চালাইতে পারিবেন।

জে, ওকিনেলী।

১৮৭৯ সাল ১৩ ডিসেম্বর।

ডবলিউ, ই, এচ, ফরসাইথ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M. A. and B. L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JANUARY 27, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ২৭ জানুয়ারি।

PART VI.

Bills of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Report of the Select Committee, together with the Bill as amended by them, is by order of the President published for general information:—

WE, the undersigned members of the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal to whom the Bill to authorize the making and to regulate the working of street tramways in Calcutta was referred, have the honor to make the following report:—

We have considered the communication noted in the margin, and have saved the right of existing tramways to pass across the tramways to be constructed under the Bill.

From the Master of the Mint, No. 1232, dated 17th December 1879.

We have added a clause prohibiting a tramway from being opened to the public without a certificate from the Engineer to the Municipality that the roadway is fit for working. We have made provision that the grantees shall obstruct the ordinary traffic of the streets as little as possible.

Section 6 has been incorporated with the last part of section 5 of the amended Bill.

In section 5, now section 7, we have rendered the Lieutenant-Governor's sanction necessary to the use of steam carriages.

We have provided in section 9, now section 10, that the list of fares shall be published in the *Calcutta Gazette* at the expense of the grantees.

We have simplified section 20, now section 24.

To section 25, now section 28, a clause has been added prohibiting the grantees from claiming compensation owing to interruption of their traffic by the Corporation or the police.

Section 23 has been omitted as unnecessary.

We have also omitted section 28, inasmuch as the definition of grantees includes their assigns, and the powers and liabilities of the former will necessarily devolve upon the latter in the event of a sale or transfer.

We recommend that the Bill as amended be passed.

KRISTODAS PAL.
G. C. PAUL.
A. MACKENZIE.
C. D. FIELD.
J. B. KNIGHT.
A. B. INGLIS.

The 3rd January 1880.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

সিলেক্ট কমিটীর পশ্চাল্লিখিত রিপোর্ট তাঁহাদের সংশোধিত পাণ্ডুলিপি সমেত, শ্রীযুত প্রেসিডেন্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার সভ্য আমাদের প্রতি কলিকাতার রাস্তায় ট্রামওয়ে প্রস্তুত করণার্থ ও তাহার কার্য্যের বিধান করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি অর্পিত হয়; আমরা তৎসম্বন্ধে সসম্ভ্রমে নিম্নলিখিত রিপোর্ট দিতেছি।

আমরা পার্শ্বোল্লিখিত পত্র বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, এবং এই আইনমতে যে ট্রামওয়ে প্রস্তুত হইবে বর্ত্তমান ট্রামওয়ের তাহা পার হইয়া যাইবার স্বত্ব রক্ষা করিয়াছি।

মিণ্টমাষ্টর সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ১০৩২ নং।

ট্রামওয়ের পথ কার্য্য চলিবার উপযোগী, সমবায়িত সমাজের ইঞ্জিনিয়রের এইরূপ সর্টিফিকেট বিনা কোন ট্রামওয়ে সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত খোলা যাইবে না, আমরা এই মর্ম্মের একটী নিষেধাত্মক প্রকরণ যোগ করিয়াছি। আমরা বিধান করিয়াছি যে গ্রাণ্টীরা রাস্তার নিয়মিত বাণিজ্য কার্য্যের যত কম হইতে পারে তৎকম প্রতিবন্ধকতা করিবেন।

৬ ধারা সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫ ধারার শেষাংশের অঙ্গীভূত করা গিয়াছে।

৫ ধারায়, এক্ষণকার ৭ ধারায়, বাষ্পীয় শকটব্যবহারার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি আবশ্যক, আমরা এই বিধান করিয়াছি।

৯ ধারায়, এক্ষণকার ১০ ধারায়, আমরা বিধান করিয়াছি যে ভাড়ার ফর্দ্দ গ্রাণ্টীদের খরচে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

আমরা ২০ ধারা, এক্ষণকার ২৪ ধারা, সরল করিয়াছি।

২১ ধারায়, এক্ষণকার ২৮ ধারায়, আমরা একটী প্রকরণ যোগ করিয়াছি। সমবায়িত সমাজ বা পোলীস গ্রাণ্টীদের বাণিজ্য কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করিলে, গ্রাণ্টীরা ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিতে পারিবেন না, উক্ত প্রকরণে এই নিষেধ বাক্য আছে।

২৩ ধারা অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে।

আমরা ২৮ ধারাও উঠাইয়া দিয়াছি, কেন না গ্রাণ্টী শব্দে তাঁহাদের আসৈনীদিগকেও বুঝায়; এবং বিক্রয় বা হস্তান্তর হইলে গ্রাণ্টীদের ক্ষমতা ও দায় অবশ্যই আসৈনীদের প্রতি বর্ত্তিবে।

আমাদের পরামর্শ এই যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হউক।

কৃষ্ণদাস পাল।
জি, সি, পল।
এ, মাকেঞ্জি।
সি, ডি, ফীল্ড।
জে, বি, নাইট।
এ, বি, ইঙ্গলিস।

১৮৮০ সাল ৩ জানুয়ারি।

AMENDED BILL

A Bill to authorize the making and to regulate the working of Street Tramways in Calcutta.

Preamble.

WHEREAS the Corporation of the town of Calcutta, hereinafter called the Corporation, by an Agreement dated the 2nd day of October 1879 for the considerations therein expressed, granted to Dillwyn Parrish, Alfred Parrish and Robinson Souttar and their assigns, hereinafter called the Grantees, the right to construct, maintain and use a tramway or tramways in Calcutta upon the terms and in the manner mentioned in the said Agreement, a copy whereof is set forth in the Schedule to this Act, which said Agreement had on the 25th day of August 1879 received the sanction of the Lieutenant-Governor of Bengal; and whereas the Grantees are desirous of being empowered to construct the several street tramways, in the said Agreement and in this Act particularly described, and also such other tramways between such other places in Calcutta and the Suburbs of Calcutta, and by such other routes as may hereafter be approved; and whereas the objects of this Act cannot be attained without the authority of the Legislature; It is hereby enacted as follows:—

Short title.

Commencement.

1. This Act may be called "The Calcutta Tramways Act, 1880:" and it shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Meaning of "Tramway."

II. In this Act—unless there be something repugnant in the subject or context—"Tramway" means a tramway constructed under this Act.

Tramways may be made in accordance with the Agreement between the Corporation and the Grantees.

III. Subject to the provisions of this Act, and of the said Agreement, the Grantees may make and maintain in Calcutta a tramway or tramways, with single or double lines and with all necessary sidings, turnouts, connections, and lines (but in the case of sidings and turnouts only in such places as the Corporation may sanction) on the following routes, and between such other places and by such other routes as may be hereafter approved by the Corporation and sanctioned by the Lieutenant-Governor:—

1st.—A circular tramway passing round Fairlie Place, Strand Road, Koila Ghât Street and Clive Street.

[*Government Gazette*, *27th January* 1880.]

সংশোধিত পাণ্ডুলিপি।

কলিকাতা নগরের রাস্তায় ট্রামওয়ে করিবার ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত ও তাহা চালাইবার বিধান করিবার নিমিত্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

ইহার পরে সমবায়িত সমাজ নামে অভিহিত কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ ১৮৭৯ সালের ২ অক্টোবরের তারিখের নিয়মপত্রমতে উল্লিখিত প্রবৃত্তি উপলক্ষে পশ্চাৎ গ্রাণ্টী বা গ্রহীতা নামে খ্যাত শ্রীযুত ডিলউইন পারিশ ও আলফ্রেড পারিশ ও রবিন্সন স্যুটার সাহেবকে ও তাঁহাদের আসৈনী অর্থাৎ প্রতিনিধিদিগকে উক্ত নিয়মপত্রের লিখিত নিয়মে ও উপায়ে কলিকাতা নগরে ট্রামওয়ে বা ট্রামওয়ে সমূহ প্রস্তুত ও রক্ষা ও ব্যবহার করিবার স্বত্ব দিয়াছেন; উক্ত নিয়মপত্রের প্রতিলিপি এই আইনের তফসীলে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ১৮৭৯ সালের আগষ্ট মাসের ২৫ তারিখে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত নিয়মপত্র অনুমোদন করিয়াছেন; উক্ত নিয়মপত্রে ও এই আইনে বিশেষরূপে যে কয়েকটী ট্রামওয়ের কথা লিখিত আছে এবং কলিকাতা নগরে ও কলিকাতার শহরতলীর অন্যান্য যে২ ট্রামওয়ে অন্যান্য যে২ স্থানের মধ্যে যে২ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া, ভবিষ্যতে অনুমোদিত হয়, উক্ত গ্রাণ্টীরা তৎসমুদয় প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা পাইতে অভিলাষী হইয়াছেন। ব্যবস্থা প্রণেতাদের শাসন বিনা এই আইনের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। এই নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

সংক্ষেপ নাম।

আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে; এবং এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমোদনসহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

"ট্রামওয়ে" শব্দের অর্থ।

২ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভিন্নভাব প্রকাশ না হইলে, এই আইনে "ট্রামওয়ে" শব্দে এই আইনমতে প্রস্তুত ট্রামওয়ে বুঝাইবে।

সমবায়িত সমাজের সহিত গ্রাণ্টীদের যে নিয়মপত্র হইয়াছে তদনুসারে ট্রামওয়ে হইতে পারিবার কথা।

৩ ধারা। গ্রাণ্টীরা এই আইনের ও উক্ত নিয়মপত্রের বিধান মানিয়া, পশ্চাল্লিখিত পথ দিয়া ও সমবায়িত সমাজ অন্যান্য যে২ স্থানের মধ্যে যে২ পথ ভবিষ্যতে মনোনীত করেন ও শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব অনুমোদন করেন সেই২ পথ দিয়া কলিকাতায় এক কি ডবল লাইন সহিত ও প্রয়োজনীয় পার্শ্বপথ ও ঘুরাইবার পথ ও সংযোগস্থল ও লাইন সহিত ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু সমবায়িত সমাজ যে২ স্থানের অনুমোদন করেন কেবল সেই২ স্থানেই পার্শ্বপথ ও ঘুরাইবার পথ হইতে পারিবে।

১। সরকুলর ট্রামওয়ে ফেয়ারলি প্লেস ও ষ্ট্রাণ্ড রোড ও কয়লাঘাট ষ্ট্রীট ও ক্লাইব ষ্ট্রীট ঘুরিয়া যাইবে।

2nd.—Tramway No. 1, commencing at the junction of Cornwallis Street and Circular Road, and passing along Cornwallis Street, College Street Colootollah Street, Canning Street, Clive Row and Clive Street, effecting a double junction with the circular tramway at Fairlie Place.

3rd.—Tramway No. 2, passing along Upper Chitpore Road to its junction with Canning Street, where it joins tramway No. 1.

4th.—Tramway No. 3, passing along Bow Bazar Street, Lall Bazar Street and Dalhousie Square, effecting a double junction with the circular tramway in Clive Street.

5th.—Tramway No. 4, commencing near Sobha Bazar Street and passing along Strand Road to Somerset Buildings, where it terminates.

6th.—Tramway No 5, commencing in the Circular Road at the end of Dhurrumtollah Street, and passing along Dhurrumtollah Street, Esplanade Row, Old Court House Street and Dalhousie Square, effecting a double junction with the circular tramway at Koila Ghât Street.

7th—Tramway No 6, commencing in the Circular Road at the end of Elliott's Road, and passing along Elliott's Road and Wellesley Street, and joining tramway No. 5 in Dhurrumtollah and tramway No. 1 in College Street.

8th.—Tramway No. 7, passing along Chowringhee and joining tramway No. 5 at Dhurrumtollah Road with a connecting line along Bentinck Street and Chitpore Road to tramway No. 2.

Provided that, without the special sanction of the Corporation, to be obtained in special general meeting of the Commissioners, there shall not be a double line in the following places:—

In tramway	No. 1,	Colootollah Street.
Ditto	,, 2,	the whole.
Ditto	,, 6,	Elliott's Road.
Ditto	,, 7,	the connecting line.

Application of Act to Suburban tramways.

IV. In the event of any other tramway or tramways on other routes in Calcutta or in the Suburbs of Calcutta being from time to time approved by the Corporation or the Municipal Commissioners for the said Suburbs, as the case may be, and sanctioned by Government and undertaken by the Grantees, notice thereof specifying the routes so approved of, and, in the case of Suburban tramways, a copy of the agreement entered into between the said Municipal Commissioners and the Grantees in respect thereof, shall thereupon be published in the *Calcutta Gazette*, and upon such publication all the provisions of this Act, so far as the same may be applicable, shall apply to the tram-

২। ১ নং ট্রামওয়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও সরকুলর রোডের সংযোগস্থলে আরম্ভ হইয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও কালেজ ষ্ট্রীট ও কলুটোলা ষ্ট্রীট ও ক্যানিং ষ্ট্রীট ও ক্লাইব রো ও ক্লাইব ষ্ট্রীট দিয়া গিয়া ফেয়র্লি প্লেস সরকুলর ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

৩। ২ নং ট্রামওয়ে উত্তর চিতপুর রোড দিয়া গিয়া উক্ত রোড ও ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে ১ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে।

৪। ৩ নং ট্রামওয়ে বহুবাজার ষ্ট্রীট ও লালবাজার ষ্ট্রীট ও ডালহৌসী স্কয়ার দিয়া গিয়া ক্লাইব ষ্ট্রীট সরকুলর ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

৫। ৪ নং ট্রামওয়ে সভাবাজার ষ্ট্রীটের নিকটে আরম্ভ হইয়া ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া সমরসেট বিল্ডিংস পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইবে।

৬। ৫ নং ট্রামওয়ে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের প্রান্তে সরকুলর রোডে আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ও এস্প্লানেড রো ও পুরাতন কোর্ট হৌস ষ্ট্রীট ও ডালহৌসী স্কয়ার দিয়া গিয়া কয়লা ঘাট ষ্ট্রীটে সরকুলর ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

৭। ৬ নং ট্রামওয়ে ইলিয়ট রোডের প্রান্তে সরকুলর রোডে আরম্ভ হইয়া ইলিয়ট রোড ও ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট দিয়া গিয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ৫ নং ট্রামওয়ের সহিত ও কালেজ ষ্ট্রীটে ১ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে।

৮। ৭ নং ট্রামওয়ে চৌরঙ্গী দিয়া গিয়া ধর্ম্মতলা রোডে ৫ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে ও তাহার এক লাইন বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও চিতপুর রোড দিয়া গিয়া ২ নং ট্রামওয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে।

কিন্তু কমিশনরদিগের বিশেষ সাধারণ সভা করিয়া কর্পোরেশনের বিশেষ অনুমতি না হইলে, নিম্নলিখিত স্থলে ডবল লাইন করা যাইবে না;—

১ নং ট্রামওয়ের মধ্যে কলুটোলা ষ্ট্রীটে।
২ নং ট্রামওয়ের কোন স্থলে।
৬ নং ট্রামওয়ের মধ্যে ইলিয়ট রোডে।
৭ নং ট্রামওয়ের মধ্যে সংযোগকারী লাইনে।

শাখানগরের ট্রামওয়ের প্রতি এই আইন খাটাইবার কথা।

৪ ধারা। কলিকাতার কিম্বা তাহার শাখানগরের অন্যান্য পথ দিয়া অন্য কোন ট্রামওয়ে করিবার জন্য সময়ে২ কর্পোরেশন কিম্বা উক্ত শাখানগরের মিউনিসিপাল কমিশনরেরা সময়েহ অনুমোদন করেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলে এবং তাঁহারা তাহা করিতে স্বীকৃত হইলে, ঐ অনুমোদিত পথ নির্দ্দেশ করিয়া নোটিস ও শাখানগরের ট্রামওয়ে হইলে, উক্ত শাখানগরের মিউনিসিপাল কমিশনরদের সহিত তৎসম্বন্ধে গ্রাণ্টীদের যে নিয়মপত্র হইবে তাহার প্রতিলিপি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে. এবং তদ্রূপে প্রকাশ করা গেলে এই আইনের উক্ত কালে উক্ত পথ বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে ও তৎসম্বন্ধীয় যে কোন নিয়মপত্র থাকে তাহা, ঐ ডেক্টারের অনুগত থাকিলে সেই প্রকার হইবে, সেইরূপে এই আইনের বিধান, যত দূর বর্ত্তিতে পারে উক্ত প্রকাশ

way or tramways in such publication specified, and all works and things connected with the same or incidental thereto, as if the said routes had been particularly specified in this Act and as if the agreement, if any, in reference thereto had been included in the schedule to this Act.

Form in which tramways are to be constructed and maintained.

V. Every tramway shall be constructed on the metre-gauge of 3 feet $3\frac{3}{8}$ inches or on such other gauge not exceeding 4 feet $8\frac{1}{2}$ inches as may be agreed upon between the Corporation and the Grantees, and shall be laid and maintained in such manner that the uppermost surface of the rails shall be on a level with the immediately adjacent surface of the road; and before the work of construction is begun, the drawings and specification showing the proposed construction of each tramway shall be submitted to the Corporation and be approved by them, and the cars and carriages intended to run on the tramways shall also be of such construction and furnished with such brakes and other appliances as shall have been approved by the Corporation.

No tramway to be opened without certificate from Engineer.

VI. No tramway shall be opened for public traffic until the same has been inspected and certified by the Engineer to the Corporation to be fit for such traffic.

Carriages how to be worked.

VII. The cars and carriages of the Grantees on the lines of the tramways shall be worked with such power, animal or mechanical, as the Grantees may think suitable. Provided that no steam carriages shall be used without the special consent of the Corporation, to be obtained in special general meeting of the Commissioners, and without the sanction of the Lieutenant-Governor.

Grantees may use tramway carriages with flange wheels.

VIII. The Grantees may use on their tramways carriages with flange wheels or wheels suitable only to run on a grooved rail, and subject to the provisions of this Act, and of the hereinbefore recited agreement, they shall have the exclusive use of their tramways for carriages with flange wheels or other wheels suitable only to run on a grooved rail.

Grantees may fix and demand fares.

IX. The Grantees shall have power from time to time to fix the rates of fares for carrying passengers and goods in the said cars or carriages, and may demand and take the

করণের নির্দ্দিষ্ট ট্রামওয়ের বা ট্রামওয়ে সমূহের প্রতি ও তৎসংক্রান্ত বা তদানুষঙ্গিক সমুদয় কার্য্যের ও দ্রব্যের প্রতি বর্ত্তিবে।

যে আকারে ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করিতে হইবে তাহার কথা।

৫ ধারা। প্রত্যেক ট্রামওয়ে ৩ফুট ৩⅜ ইঞ্চিমিটর গেজের মাপে অথবা সমবায়িত সমাজ ও গ্রাণ্টীদের সম্মত ৪ ফুট ৮½ ইঞ্চির অনধিক অন্য কোন গেজের মাপে প্রস্তুত করিতে হইবে। উক্ত ট্রামওয়ে এরূপে বসাইতে ও রক্ষা করিতে হইবে যে রেলের উপরিভাগ অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তি পথের সঙ্গে সমান হইবে; এবং প্রস্তুত করণ কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার প্রস্তাবিত নক্সা ও বিশেষ বিবরণ ঐ সমবায়িত সমাজের নিকট পাঠাইয়া তাঁহাদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত ট্রামওয়ের উপর দিয়া যে সকল মালের কি আরোহিদের গাড়ী চালাইবার কল্পনা থাকে তৎসমুদয়ও এরূপে প্রস্তুত করিতে ও এরূপ ব্রেক প্রভৃতি যন্ত্রাদিযুক্ত করিতে হইবে যাহা সমবায়িত সমাজের অনুমোদিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট বিনা কোন ট্রামওয়ে না খুলিবার কথা।

৬ ধারা। সমবায়িত সমাজের ইঞ্জিনিয়র কোন ট্রামওয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহা সাধারণের বাণিজ্য কার্য্যের উপযোগী বলিয়া সর্টিফিকেট না দিলে, তাহা উক্ত কার্য্যার্থে খোলা যাইবে না।

গাড়ী কিরূপে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।

৭ ধারা। গ্রাণ্টীরা যে জন্তু বা যন্ত্র উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তদ্দ্বারা ট্রামওয়ে লাইনের উপর দিয়া মালের কি আরোহিদের গাড়ী চালাইবেন। কিন্তু কমিশনরদের বিশেষ সাধারণ সভা হইয়া সমবায়িত সমাজের বিশেষ সম্মতি প্রদত্ত না হইলে, ও শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব অনুমতি না দিলে, কোন বাষ্পীয় শকট ব্যবহার করা যাইবে না।

গ্রাণ্টীদের ফ্লাঞ্জ হুইলওয়ালা গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। গ্রাণ্টীরা আপনাদের ট্রামওয়ের উপরে ফ্লাঞ্জ হুইলওয়ালা অর্থাৎ কিটতোলা চাকাযুক্ত বা কেবল খাঁজকাটা রেলের উপর দিয়া চলিবার উপযোগী গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিবেন, এবং এই আইনের ও পূর্ব্বোক্ত নিয়মপত্রের বিধান মানিয়া তাঁহারা ফ্লাঞ্জ হুইলওয়ালা গাড়ী অথবা কেবল খাঁজকাটা রেলের উপর দিয়া চালবার উপযোগী অন্যরূপ চাকাযুক্ত গাড়ী চালাইবার নিমিত্ত উক্ত ট্রামওয়ে অনন্যসাধারণভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

গ্রাণ্টীদের ভাড়া ধার্য্য করিতে ও চাহিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। গ্রাণ্টীরা উক্ত মালের ও আরোহিদের গাড়ীতে মাল ও আরোহিদিগকে লইয়া যাইবার ভাড়ার হার সময়ে২ ধার্য্য করিতে পারিবেন, ও তাঁহাদের কোন ট্রামওয়ে দিয়া যে প্রত্যেক আরোহী গমন করেন বা যে

same for every passenger travelling upon any of their tramways, or for the carriage of goods by their tramways, provided that the rate of fare for each person or parcel shall, for any distance not exceeding three miles, not exceed three annas, and for any greater distance shall not exceed the same proportion.

Printed list of fares, &c., to be placed in carriages.

X. A printed list in English, Bengali and Urdu of all the fares and charges authorized by this Act to be taken, and a printed copy in the same languages of all bye-laws in force as hereinafter mentioned, shall be exhibited in a conspicuous place inside each of the cars or carriages used by the Grantees upon any of their tramways.

Such list and printed copy as aforesaid shall be published in the *Calcutta Gazette* at the expense of the Grantees.

Fares how to be paid.

XI. The fares and charges by this Act authorized shall be paid to such persons at such places upon, or near to the tramways, and in such manner and under such regulations as the Grantees may by notice to be annexed to the list of fares from time to time appoint.

Power to break up streets.

XII. The Grantees may from time to time, for the purpose of constructing and maintaining any tramways under this Act, open and break up the soil and pavement of any of the streets as defined by Bengal Act IV of 1876 (The Calcutta Municipal Consolidation Act) and bridges in the town of Calcutta, and therein lay sleepers and rails, and repair, alter or remove the same; and may, for the purposes aforesaid, do in and on such streets and bridges all other acts which they shall from time to time deem necessary for constructing and maintaining their tramways, subject to the following regulations:—

1st.—They shall give to the Corporation notice in writing of their intention to open or break up any such street or bridge, specifying the time at which they will begin to do so, and the portion of the road proposed to be opened or broken up: such notice to be given at least three days before the commencement of the work.

2nd.—They shall not open or break up or alter the level of any such street or bridge except under the superintendence and to the reasonable satisfaction of the Corporation, for which superintendence the Grantees shall pay all reasonable expenses, unless the Corporation neglect to give such superintendence at the time specified in the notice, or discontinue the same during the work.

[গবর্নমেণ্ট গেজেট ১৮৮০ । ২৭ জানুয়ারি ।]

মাল বাহিত হয় তজ্জন্য ভাড়া চাহিতে ও লইতে পারিবেন; কিন্তু তিন মাইলের অনধিক পথ হইলে কোন ব্যক্তির বা গাঁটারির ভাড়ার হার তিন আনার অধিক হইবে না, এবং অধিক পথ হইলে উক্ত হিসাবের অধিক হার হইবে না।

গাড়ীতে ভাড়া প্রভৃতির ছাপান ফর্দ্দ দিবার কথা।

১০ ধারা। গ্রাণ্টীরা আপনাদের কোন ট্রামওয়ের উপর দিয়া যে সকল মালের বা আরোহিদের গাড়ী চালান তৎসমুদয়ের প্রত্যেকের মধ্য ভাগে প্রকাশ স্থানে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ও উর্দ্দু ভাষায় এই আইনের অনুমোদিত ভাড়ার ও খরচের ছাপান ফর্দ্দ ও পশ্চাল্লিখিত প্রচলিত উপবিধির মুদ্রিত প্রতিলিপি লাগাইয়া দিতে হইবে।

উক্ত ফর্দ্দ ও মুদ্রিত প্রতিলিপি গ্রাণ্টীদের খরচে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

ভাড়া যেরূপে দিতে হইবে, তাহার কথা।

১১ ধারা। গ্রাণ্টীরা ভাড়ার নির্ঘণ্টপত্রসংযুক্ত নোটিসে সময়ে২ যেরূপ ধার্য্য করেন, এই আইনমত ভাড়া ও খরচ ট্রামওয়ের উপরে বা নিকটে তদ্রূপ স্থানে তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে সেই প্রকারে ও তদ্রূপ বিধানক্রমে দিতে হইবে।

রাস্তা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবার কথা।

১২ ধারা। এই আইনমত কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রাণ্টীরা সময়ে২ কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতের রাস্তার জমি ও শান ও কলিকাতা নগরের সাঁকো খুঁড়িতে ও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন, এবং তন্মধ্যে স্লীপর ও রেল বসাইতে ও তৎসমুদয় মেরামত কি পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা উঠাইয়া ফেলিতে পারিবেন, এবং পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ রাস্তার ও সাঁকোর মধ্যে ও উপর ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করণার্থ অন্যান্য যে সকল কার্য্য করা তাঁহারা সময়ে২ আবশ্যক জ্ঞান করেন পশ্চাল্লিখিত বিধানের নিয়মাধীনে তৎসমুদয় করিতে পারিবেন।

১।—তাঁহারা তদ্রূপ কোন রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস সংবাহিত সমাজকে দিবেন; ঐ কার্য্য যে সময়ে তাঁহারা আরম্ভ করিবেন ও তাঁহারা রাস্তার যে অংশ খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করেন, উক্ত নোটিসে তাহা নির্দ্দেশ করিবেন; কার্য্যারম্ভের অন্যূন তিন দিন পূর্ব্বে ঐ নোটিস দিতে হইবে।

২। সম্বাহিত সমাজের তত্ত্বাবধান বিনা ও উক্ত সমাজের যুক্তিসিদ্ধ হৃদ্বোধন জন্মাইয়া দিয়া তাঁহারা তদ্রূপ কোন রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবেন না বা ভাঙ্গিবেন না বা তাহার মাটীসমত উচ্চতা পরিবর্ত্তন করিবেন না। উক্ত তত্ত্বাবধান জন্য গ্রাণ্টীদের সমুদয় যুক্তিসিদ্ধ খরচ দিতে হইবে। কিন্তু ঐ সমাজ নোটিসনির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্তরূপ তত্ত্বাবধান করিতে উপেক্ষা করিলে, অথবা কার্য্য চলিবার সময়ে তাহা বন্ধ করিলে, গ্রাণ্টীদের ঐ খরচ দিতে হইবে না।

3rd.—They shall not, without the consent of the Corporation, open or break up at any one time a greater length than a quarter of a mile on any one line of tramway.

4th.—They shall, with all convenient speed, and in all cases within six weeks at the most, unless the Corporation otherwise consent in writing, complete the work for which the said street or bridge shall be broken up, and fill in the ground, and make good the surface and, to the satisfaction of the Corporation, restore the street or bridge to as good a condition as that in which it was before it was opened or broken up, and clear away all surplus materials or rubbish occasioned thereby.

5th.—They shall in the meantime, when such street or bridge is opened or broken up, cause it to be fenced and watched, and to be properly lighted at night.

6th.—They shall make good all damage done to the gas and water-pipes and sewers, whether belonging to the Corporation or to private individuals by the disturbance thereof.

7th.—If by any such operations as aforesaid the Grantees interrupt the supply of water or gas in or through any main or main pipe, they shall be liable to a penalty not exceeding Rs 200 for every day upon which such supply shall be so interrupted.

XIII. The Grantees shall, at their own expense, at all times maintain and keep in good condition and repair, in such manner as the Corporation shall direct, the rails of which any of their tramways shall for the time being consist, and so much of any street or bridge as lies between the rails of any tramway; and in the case of double lines or turnouts or sidings, the portion of the road between the tramways, and in every case so much of the road as extends eighteen inches beyond the rails of and on each side of any such tramway; and in the course of carrying out such repairs, it shall not be necessary to give notice thereof to the Corporation.

Grantees to keep the tramway roads in proper repair.

XIV. In exercising the powers given to them by the last two preceding sections, the Grantees shall arrange their work so as to afford the least possible obstruction to the ordinary traffic of the streets, and so as to admit of as free and unrestricted entry at all times into the sewers through the man-holes and lamp holes for the time being in use, as is possible under th

Grantees not to obstruct ordinary traffic.

৩। তাঁহারা সমবায়িত সমাজের সম্মতি বিনা ট্রামওয়ের কোন এক লাইনে এককালীন এক মাইলের চতুর্থাংশের অধিক খুঁড়িবেন না বা ভাঙ্গিবেন না।

৪। সমবায়িত সমাজ অন্য প্রকারের লিখিত সম্মতি না দিলে, তাঁহারা যে কার্য্য নিমিত্ত উক্ত রাস্তা বা সাঁকো ভাঙ্গেন, সুবিধামত যত শীঘ্র হইতে পারে এবং গৌণকল্পে সর্ব্বশুদ্ধ ছয় সপ্তাহের মধ্যে সেই কার্য্য সমাপ্ত করিবেন ও জমী ভরাট করিয়া সমান করিয়া দিবেন, এবং রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থায় ছিল, সমবায়িত সমাজের সন্তোষমতে তাহার সেইরূপ অবস্থা করিয়া দিবেন এবং উক্ত কার্য্য জন্য যে সকল অতিরিক্ত দ্রব্য বা রাবিশ জমে তৎসমুদয় পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন।

৫। তদ্রূপ রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলা গেলে, তাঁহারা তৎকালে তাহা বেড়া দেওয়াইয়া পাহারা দেওয়াইবেন ও রাত্রিকালে নিয়মিতরূপে আলো দেওয়াইবেন।

৬। তাঁহারা সমবায়িত সমাজের বা সামান্য ব্যক্তিদের গ্যাসের ও জলের নল ও নর্দ্দম নাড়াচাড়া করাতে যে হানি হয় তাহা পূরণ করিবেন।

৭। উক্তরূপ কোন কার্য্যদ্বারা গ্রান্টীরা কোন প্রধান নল দিয়া জল বা গ্যাস যাওয়া বন্ধ করিলে, যত কাল তদ্রূপ বন্ধ থাকে তন্মধ্যে প্রতি দিনের ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১৩ ধারা। গ্রান্টীদের ট্রামওয়েতে যৎকালে যত রেল থাকে তৎসমুদয়, এবং কোন ট্রামওয়ের রেলের মধ্যগত স্থানে কোন রাস্তা বা সাঁকোর যে অংশ পড়ে তাহা, এবং ডবল লাইন বা ঘুর হইবার পথ বা পার্শ্বপথ থাকিলে, ট্রামওয়ের মধ্যগত স্থানে রাস্তার যে ভাগ পড়ে তাহা, এবং প্রত্যেক স্থলে উক্তরূপ কোন ট্রামওয়ের প্রত্যেক পার্শ্বে রেলের বাহিরে ১৮ ইঞ্চ স্থানের মধ্যে রাস্তার যে অংশ পড়ে তাহা, সমবায়িত সমাজ যে প্রকারে আদেশ করেন, সেই প্রকারে গ্রান্টীরা আপন খরচে সকল সময়ে মেরামত করিয়া ভাল অবস্থায় রাখিবেন, এবং তদ্রূপ মেরামত করিবার সময় সমবায়িত সমাজে তাহার নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

ট্রামওয়ের রাস্তা গ্রান্টীদের উপযুক্তমতে মেরামত করিয়া রাখিবার কথা।

১৪ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারামতে তাঁহাদের প্রতি যে২ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য করিবার সময়ে উক্ত গ্রান্টীরা আপনাদের কার্য্যের এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে রাস্তার নিয়মিত বাণিজ্যের অতি কম প্রতিবন্ধকতা হয়, এবং তৎকালে যে ম্যানহোল ও ল্যাম্পহোল ব্যবহৃত হয় তাহা দিয়া অবস্থামত যত দূর সম্ভব হয় সকল সময়ে সহজে ও অবাধে নর্দ্দমার মধ্যে প্রবেশ করা

গ্রান্টীদের নিয়মিত বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা না করিবার কথা।

circumstances, and also so as to enable proper repairs to be made to water or gas-pipes by the direction of the Corporation.

Reservation of right of public to use roads.

XV. Nothing in this Act, or in any bye-law made under this Act, shall take away or abridge the right of the public to pass along or across every or any part of any road along or across which any tramway is laid, whether on or off the tramway with carriages not having flange wheels or wheels suitable to run on a grooved rail.

Saving of Port Commissioners' tramways.

XVI. Nothing in this Act, or in any bye-law made under this Act, shall interfere with the right of the Port Commissioners, or of any other body or person entitled at the time of the commencement of this Act to work and maintain a tramway, to pass across any tramway constructed under this Act with carriages having flange wheels or wheels suitable to run on a grooved rail.

Right of user only.

XVII. Notwithstanding anything in this Act contained the Grantees shall not acquire or be deemed to acquire, any right other than that of user of any road along or across which they lay any tramway.

Penalty for failure of grantees to comply with provisions of this Act.

XVIII. If the Grantees fail in any respect to comply with the provisions of sections 5, 6, 7, 12 (except the last two clauses), 13 and 14 of this Act, they shall for every such offence (without prejudice to the enforcement of specific performance of the requirements of this Act, or to any other remedy against them) upon complaint of the Corporation or of any person injuriously affected thereby, be liable to a penalty not exceeding Rs. 200, and to a further penalty not exceeding Rs. 50 for each day during which any such failure continues after the first day on which such penalty is incurred.

Penalty for obstructing Grantees in the exercise of their power.

XIX. If any person wilfully obstructs any person acting under the authority of the Grantees in the lawful exercise of their powers in setting out or making, laying down, repairing or renewing a tramway, or injures or destroys any mark made for the purpose of setting out the line of the tramway, he shall for every offence be liable to a penalty not exceeding fifty rupees, and shall also be liable to

যায় এবং সমবায়িত সমাজের আদেশমতে জলের ও গ্যাসের নলের উপযুক্ত মেরামত করা যায়।

সাধারণের রাস্তা ব্যবহার করিবার স্বত্ব সংরক্ষণের কথা।

১৫ ধারা। যে রাস্তা দিয়া কি পার হইয়া কোন ট্রামওয়ে গিয়াছে সেই রাস্তার প্রত্যেক কি কোন অংশ দিয়া কি পার হইয়া বিটতোলা চাকাযুক্ত নহে অথবা খাঁজকাটা রেলের উপর দিয়া চলিবার উপযোগী চাকা বিশিষ্ট নহে এরূপ গাড়ীতে ট্রামওয়ের উপর দিয়া বা নিকট দিয়া যাইবার সাধারণের যে স্বত্ব আছে, এই আইনের অথবা এই আইনমতে প্রণীত উপবিধির কোন কথায় সেই স্বত্ব লোপ বা সংকোচ করিবে না।

বন্দরের কমিশ্যনরদের ট্রামওয়ে সংরক্ষণের কথা।

১৬ ধারা। বন্দরের কমিশ্যনরেরা বা অন্য যে সমাজ বা ব্যক্তি এই আইন প্রচলিত হওবার সময়ে এই আইনমতে প্রস্তুত ট্রামওয়ে পার হইয়া ফ্লাঞ্জ হুইল ওয়ালা বা খাঁজাকাটা রেলের উপর চলিবার উপযোগী চাকাযুক্ত গাড়ী সহিত ট্রামওয়ে চালাইতে ও রক্ষা করিতে স্বত্ববান্ থাকেন, এই আইনের অথবা এই আইনমতে প্রণীত উপবিধির কোন কথায় তাঁহাদের স্বত্বের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

কেবল ব্যবহার স্বত্ব হইবার কথা।

১৭ ধারা। এই আইনে ভিন্ন ভাবের কথা থাকিলেও গ্রাণ্টীরা যে কোন রাস্তা দিয়া বা পার হইয়া ট্রামওয়ে স্থাপন করেন তৎসম্বন্ধে ব্যবহার স্বত্ব ভিন্ন তাঁহারা অন্য কোন স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন না বা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

গ্রাণ্টীরা আইনের বিধানপালনে ত্রুটি করিলে দণ্ডের কথা।

১৮ ধারা। গ্রাণ্টীরা এই আইনের ৫, ৬, ৭, ও শেষ দুই প্রকরণ ভিন্ন ১২ ধারার ও ১৩ ও ১৪ ধারার বিধান পালন সম্বন্ধে কোন অংশে কোন ত্রুটি করিলে এই আইনের আদেশ বিশেষরূপে পালন করাইবার পক্ষে কিম্বা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রতিকার পাইবার পক্ষে কোন হানি না করিয়া, তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত সমবায়িত সমাজের কিম্বা যে ব্যক্তির হানি হইয়াছে তাহার নালিশক্রমে তাঁহাদের ২০০ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং প্রথম যে তারিখে উক্ত অর্থদণ্ডের দায় বর্ত্তে তাহার পর তদ্রূপ ত্রুটি করিতে থাকিলে দিন প্রতি আর ৫০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

আপন ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকালে গ্রাণ্টীদিগকে বাধা দিলে, দণ্ডের কথা।

১৯ ধারা। কোন ট্রামওয়ে আরম্ভ করিবার কি প্রস্তুত করিবার কি বসাইবার কি মেরামত করিবার কি নূতন করিয়া করিবার আইনমতে যে ক্ষমতা গ্রাণ্টীদের থাকে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহারা যাঁহাকে অনুমতি দেন, তাঁহাকে সেই অনুমতিমত কার্য্যকালে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক বাধা দিলে, কিম্বা ট্রামওয়ে লাইন আরম্ভ করিবার নিমিত্ত যে কোন চিহ্ন দেওয়া যায় তাহার হানি করিলে কি তাহা নষ্ট করিলে

Pay such damages as may be awarded in respect of such injury by any competent court.

XX. If any person without lawful excuse (the proof whereof shall lie on him) wilfully does any of the following things, namely—

Penalty for interfering with tramway.

Interferes with, removes or alters any part of a tramway of the Grantees, or of the works connected therewith:

does or causes to be done anything in such a manner as to obstruct any carriage using the tramways:

or knowingly aids or assists in the doing of such thing; he shall for every such offence be liable (in addition to any proceedings by way of criminal charge or otherwise to which he may be subject) to a penalty not exceeding one hundred rupees.

XXI. If any person travelling or having travelled in any carriage of the Grantees avoids or attempts to avoid payment of his fare, or if any person having paid his fare for a certain distance knowingy and wilfully proceeds in any such carriage beyond such distance and does not pay the additional fare for the additional distance, or attempts to avoid payment thereof, or if any person knowingly and wilfully refuses or neglects, on arriving at the point to which he has paid his fare, to quit such carriage, every such person shall for every such offence be liable to a penalty not exceeding ten rupees.

Penalty for avoiding payment of proper fare.

XXII. It shall be lawful for any servant of the Grantees, and all persons called in by him for his assistance, to arrest and take to the nearest police-station any person who shall be discovered either in or after committing or attempting to commit any such offenc as in the last preceding section mentioned, and whose name and residence is refused by him and is unknown to such servant or person, and the police officer in charge of the said police-station, on receiving a complaint that an offence under this Act has been committed, shall adopt such legal measures as may be necessary to cause the said person to be taken before a Magistrate with the least possible delay.

Servant of Grantees may arrest persons avoiding payment of fare.

[*Government Gazette, 27th January* 1880.]

উক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধ নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং উক্ত হানি উপলক্ষে কোন উপযুক্ত আদালত হানিপূরণের যত টাকার আজ্ঞা করেন তত টাকাও দিতে হইবে।

২০ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি আইনমত হেতু বিনা (ঐ হেতুর প্রমাণভার তাঁহারই উপর বর্ত্তিবে) ইচ্ছাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করেন, অর্থাৎ,

ট্রামওয়েয় প্রতিবন্ধকতা করিলে, দণ্ডের কথা।

গ্রান্টীদের কোন ট্রামওয়ের কিম্বা তৎসংক্রান্ত কোন বিষয়ের কোন অংশের প্রতিবন্ধকতা করেন বা তাহা উঠাইয়া ফেলেন বা পরিবর্ত্তন করেন;

এমন কিছু করেন বা করান যাহাতে ট্রামওয়ে ব্যবহারকারী কোন গাড়ীর প্রতিবন্ধকতা হয়;

কিম্বা তদ্রূপ কার্য্যকরণে জ্ঞানপূর্ব্বক সাহায্য বা সহায়তা করেন; তবে ফৌজদারী অভিযোগের কি প্রকারান্তরের অন্য যে কার্য্যানুষ্ঠান তাঁহার সম্বন্ধে হইতে পারে তদতিরিক্ত উক্তরূপ প্রত্যেক অপরাধ নিমিত্ত তাঁহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২১ ধারা। গ্রান্টীদের গাড়ীতে যে ব্যক্তি গমন করিতেছেন বা করিয়াছিলেন তিনি ভাড়া ফাঁকী দিলে বা দিবার উদ্যোগ করিলে অথবা কোন ব্যক্তি কিয়দ্দূরের ভাড়া দিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ও ইচ্ছাপূর্ব্বক তদতিরিক্ত পথ গাড়ীতে গমন করিলে, এবং ঐ অতিরিক্ত পথের নিমিত্ত অতিরিক্ত ভাড়া না দিলে বা ফাঁকী দিবার উদ্যোগ করিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তি যে স্থান পর্য্যন্ত ভাড়া দেন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ও ইচ্ছাপূর্ব্বক গাড়ী ত্যাগ করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধ নিমিত্ত দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ন্যায্য ভাড়া ফাঁকী দিলে দণ্ডের কথা।

২২ ধারা। কোন ব্যক্তি পূর্ব্বধারামত অপরাধ করিতেছে বা করিবার উদ্যোগ করিতেছে বা তাহা করিয়াছে দৃষ্ট হইলে ও সেই ব্যক্তি তাহার নাম ও ধাম ব্যক্ত করিতে অস্বীকৃত হইলে, গ্রান্টীদের কোন চাকর ও সাহায্যার্থ তিনি অন্য যে সকল ব্যক্তিদিগকে ডাকেন, তাঁহারা উক্ত ব্যক্তিকে না চিনিলে তাহাকে ধৃত করিয়া নিকটস্থ পোলীস থানায় লইয়া যাইতে পারিবেন, এবং ঐ পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই আইনমত অপরাধ কৃত হইবার নালিশ প্রাপ্ত হইলে উক্ত ব্যক্তিকে যত শীঘ্র সম্ভব প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে সকল আইনমত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয় করিবেন।

যাহারা ভাড়া ফাঁকী দেয়, গ্রান্টীদের চাকরদের তাহাদিগকে ধরিতে পারিবার কথা।

XXIII. No person shall be entitled to carry or to require to be carried on any tramway any goods which may be of a dangerous or offensive nature, and if any person send by any tramway any such goods without distinctly marking their nature on the outside of the package containing the same, or otherwise giving notice in writing to the book-keeper or other servant of the Grantees with whom the same are left at the time of such sending, he shall be liable to a penalty not exceeding fifty rupees for every such offence, and it shall be lawful for the Grantees to refuse to take any parcel that they may suspect to contain goods of a dangerous or offensive nature, or to require the same to be opened to ascertain the fact.

Carriage of dangerous or offensive goods.

XXIV. The Corporation in special general meeting may, subject to confirmation thereof by the Lieutenant-Governor, from time to time, make such regulations as to the rate of speed, number of passengers and mode of use of the tramways as the convenience and safety of the public may require, and as are not inconsistent with this Act.

Bye-laws by Corporation.

The Grantees may, subject to confirmation as aforesaid, from time to time, make such regulations—

The Grantees may make certain regulations.

for preventing the commission of any nuisance in or upon any carriage, or in or against any premises belonging to them; and

for regulating the travelling in or upon any carriage belonging to them as are not inconsistent with this Act.

Notice of the making of any such bye-laws shall be published by the Corporation in the *Calcutta Gazette*.

XXV. Any person offending against any bye-law made under the provisions of the last preceding section shall forfeit for every offence any sum not exceeding twenty rupees to be imposed in such bye-laws as a penalty for such offence.

Penalty for breach of bye-laws.

XXVI. The Corporation shall have the like power of making and enforcing rules and regulations and of granting licenses with respect to all drivers, conductors and other persons having charge of the carriages using the tramways as they are for the time being entitled to make, enforce and grant with respect to the drivers of hackney carriages and other persons having charge thereof.

Power to Corporation to license drivers, conductors, &c.

২৩ ধারা। কোন ব্যক্তি আশঙ্কাজনক কিম্বা দুর্গন্ধজনক কোন মাল ট্রামওয়ে দিয়া চালান দিতে কিম্বা চালান দিবার আদেশ করিতে পারিবেন না। এবং তদ্রূপ কোন মাল যে গাঁটরি প্রভৃতির ভিতর থাকে তাহার বহির্ভাগে স্পষ্ট করিয়া তাহার বর্ণনা না লিখিয়া কিম্বা মাল পাঠ হইবার সময়ে তাহা যে হিসাব লেখকের বা গ্রান্টীদের অন্য যে চাকরের নিকটে রাখিয়া আসা হয় তাহাকে প্রকারান্তরের লিখিত নোটিস না দিয়া, কোন ব্যক্তি ট্রামওয়ে দিয়া ঐ মাল পাঠাইলে তাঁহার তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত ৫০্ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং যে গাঁটরি প্রভৃতির মধ্যে আশঙ্কাজনক বা দুর্গন্ধজনক মাল আছে বলিয়া সন্দেহ হয় গ্রান্টীরা তাহা লইতে অস্বীকার করিতে পারিবেন, কিম্বা তথ্যনির্ণয়ার্থে তাহা খুলিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

আশঙ্কাজনক বা দুর্গন্ধজনক মাল চালান দিবার কথা।

২৪ ধারা। এই আইনের সহিত অসঙ্গত নহে, সাধারণের সুবিধা ও নির্ব্বিঘ্নতা জন্য এরূপ যে২ বিধান করা আবশ্যক হয় সমবায়িত সমাজ বিশেষ সাধারণ সভা করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদনের অপেক্ষায় গাড়ীর বেগ, আরোহিদের সংখ্যা ও ট্রামওয়ে ব্যবহারকারবার প্রণালী সম্বন্ধে সময়ে২ সেই২ বিধান করিতে পারিবেন।

সমবায়িত সমাজের উপবিধির কথা।

গ্রান্টীরা পূর্ব্বোক্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় সময়ে২ এই আইনের সহিত অসঙ্গত না হয় পশ্চালিখিত বিষয়ের এরূপ বিধান করিতে পারিবেন,

গ্রান্টীদের কোন২ বিষয়ের বিধান করিতে পারিবার কথা।

কোন গাড়ীর মধ্যে কি উপরে কিম্বা তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের মধ্যে বা পার্শ্বে মলমূত্র ত্যাগ নিবারণের; ও

তাঁহাদের গাড়ীর মধ্যে বা উপরে গমনাগমন নিয়মিত করণের।

উক্ত রূপে যে কোন উপবিধি প্রণীত হয়, সমবায়িত সমাজ তাহার নোটিস কালকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

২৫ ধারা। কোন ব্যক্তি পূর্ব্বধারার বিধানমতে প্রণীত কোন উপবিধি উল্লঙ্ঘন করিলে উক্ত উপবিধিতে তদ্রূপ কোন অপরাধের নিমিত্ত ২০ টাকার অনধিক যত অর্থদণ্ড নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহার প্রত্যেক অপরাধে তত অর্থদণ্ড হইবে।

উপবিধি উল্লঙ্ঘনের দণ্ডের কথা।

২৬ ধারা। ছকড়া গাড়ীর সম্বন্ধে ও তাহার যে গাড়ওয়ান ও অন্য ব্যক্তিদের জিম্মায় থাকে তাহাদের সম্বন্ধে সমবায়িত সমাজ যৎকালে যেরূপ বিধি ও বিধান প্রণয়ন ও প্রবল করিতে ও যেরূপ লাইসেন্স দিতে পারেন, ট্রামওয়ের গাড়ীর ভারপ্রাপ্ত গাড়ওয়ান ও চালক প্রভৃতিদের সম্বন্ধে তদ্রূপ বিধি ও বিধান প্রণয়ন ও প্রবল করিতে ও তদ্রূপ লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

গাড়ওয়ান ও চালক প্রভৃতিকে সমবায়িত সমাজের লাইসেন্স দিবার কথা।

XXVII. The Grantees shall be answerable for all accidents, damages and injuries happening through their act or default, or through the act or default of any person in their employment by reason or in consequence of any of their works or carriages, and shall save harmless the Corporation and their officers and servants from all damages and costs in respect of such accidents, damages and injuries.

Grantees to be responsible for all damages.

XXVIII. Nothing in this Act shall limit the powers of the Corporation or the police to regulate the passage of any traffic along, or across any road along, or across which any tramways are laid down, and such Corporation or police may exercise their authority as well on as off the tramway, and with respect as well to the traffic of the Grantees as to the traffic of other persons.

Power for the Corporation and police to regulate traffic on roads.

The Corporation shall not be liable to pay to the Grantees any compensation for loss of traffic occasioned by the reasonable exercise of such authority.

XXIX. Nothing in this Act shall be construed to prevent the Corporation, or the Oriental Gas Company, Limited, in the exercise of the powers conferred upon them under Act V of 1857, from opening, breaking up, widening, altering, diverting or improving any of the roads traversed by the tramways for the purposes for which they may now lawfully open, break up, widen, alter, divert or improve the same: Provided

Reservation of power over roads.

(1) that they shall cause as little detriment or inconvenience to the Grantees as circumstances admit;

(2) that they may (if absolutely necessary but not otherwise) order the temporary stoppage of traffic on the tramways or any of them on giving twenty-four hours' previous notice in writing to the Grantees;

(3) that before they commence any work, whereby the traffic on the tramway will be interrupted, they shall (except in cases of urgency, in which cases no notice shall be necessary) give to the Grantees notice of their intention to commence such work, specifying the time at which they will begin to do so; such notice to be given eighteen hours at least before the commencement of the work;

[*Government Gazette, 27th January* 1880.]

২৭ ধারা। গ্রান্টীদের কার্য্যে বা ত্রুটিতে কিম্বা তাঁহাদের কোন কার্য্যের বা গাড়ীর দোষ বশতঃ তাঁহাদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কার্য্যে বা ত্রুটিতে যে সকল দুর্ঘটনা বা হানি বা ক্ষতি হয়, তাঁহারা তৎসমুদয়ের জন্য দায়ী হইবেন, এবং ঐ সকল দুর্ঘটনা ও হানি ও ক্ষতি সম্পর্কীয় সমুদয় ক্ষতিপূরণ ও খরচা হইতে সমবায়িত সমাজ ও তদীয় কর্ম্মচারি ও চাকরদিগকে নিষ্কৃতি রক্ষা করিবেন।

হানিজন্য গ্রান্টীদের দায়ী হইবার কথা।

২৮ ধারা। যে রাস্তা দিয়া কি পার হইয়া কোন ট্রামওয়ে গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া কি পার হইয়া বাণিজ্য দ্রব্যজাতের গমনাগমন নিয়মিত করিবার নিমিত্ত সমবায়িত সমাজের বা পোলীসের যে ক্ষমতা আছে, এই আইনের কোন কথায় সেই ক্ষমতা সঙ্কোচ করা যাইবে না, এবং উক্ত সমবায়িত সমাজ বা পোলীস ট্রামওয়ের উপরই হউক বা পার্শ্বেই হউক, এবং গ্রান্টীদের বাণিজ্য সম্পর্কেই হউক কি অন্য লোকের বাণিজ্য সম্পর্কে হউক আপনাদের ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সমবায়িত সমাজের ও পোলীসের রাস্তার বাণিজ্য নিয়মিত করিতে পারিবার কথা।

উক্ত ক্ষমতাক্রমে যুক্তমত কার্য্য করিলে, বাণিজ্যের যে ক্ষতি হয়, তন্নিমিত্ত সমবায়িত সমাজ গ্রান্টীদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে দায়ী হইবেন না।

২৯ ধারা। যে২ রাস্তা দিয়া ট্রামওয়ে যায়, ১৮৫৭ সালের ৫ আইনমতে তদ্রূপ কোন রাস্তা খুঁড়িবার, বা ভাঙ্গিবার বা চৌড়া করিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার বা ভিন্নদিকে লইয়া যাইবার বা ভাল করিবার যে ক্ষমতা সমবায়িত সমাজের বা সীমাবদ্ধ ওরিএন্টাল গ্যাস কোম্পানির প্রতি অর্পিত আছে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া এক্ষণে আইনমতে তাঁহারা যে প্রকারে রাস্তা খুঁড়িতে বা ভাঙ্গিতে বা চৌড়া করিতে বা পরিবর্ত্তন করিতে বা ভিন্ন দিকে লইয়া যাইতে বা ভাল করিতে পারেন, এই আইনের কোন কথায় তাহার বাধা হইবে না। কিন্তু

রাস্তার উপর ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

(১) অবস্থানুসারে গ্রান্টীদের যত কম ক্ষতি ও অসুবিধা করিলে চলে তত কম ক্ষতি ও অসুবিধা করিবেন:

(২) নিতান্ত আবশ্যক হইলে, (স্থলান্তরে নহে,) তাঁহারা চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে উক্ত গ্রান্টীদিগকে নোটিস দিয়া উক্ত ট্রামওয়ে সমূহের বা কোন ট্রামওয়ের বাণিজ্য কিয়ৎকাল বন্ধ করিতে পারিবেন;

(৩) ট্রামওয়ের বাণিজ্যের যদ্দ্বারা প্রতিবন্ধকতা হয়, এরূপ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যে সময়ে কার্য্যারম্ভ করিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিবার অভিপ্রায়ের নোটিস গ্রান্টীদিগকে দিবেন; কার্য্যারম্ভের অন্যূন ১৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ নোটিস দিতে হইবে। কিন্তু অত্যাবশ্যক স্থলে কোন নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

(4) that in the event of their so interfering with or stopping the running of any tramway under this section, an abatement proportioned to the length of road over which and time during which running is stopped, shall be made from the rent hereinbefore reserved and payable by the Grantees.

(5) that any alteration of the position of any of the tramways, or the making good of any injury or damage that may be occasioned thereto by reason of such widening, alteration or improvement, shall be executed by the Grantees at the expense of the Corporation.

XXX.—The Corporation shall have the right of purchasing the tramways with the plant, buildings, stores, rolling stock and every thing connected therewith upon the expiration of 21 years from the commencement of this Act, upon declaring its intention so to do in writing not less than six months before the expiration of the said 21 years, and shall have a renewed right of purchase at the end of every seven years after the expiration of the said 21 years upon similar notice being given, and the consideration for such purchase shall be a cash payment of one and two-fifths of the amount of the invested capital of the Grantees, or securities of the Government of India, or securities the interest whereon shall have been guaranteed by the Secretary of State for India in Council, or debentures of the Corporation of such amount as to produce, at the rate of interest current on such securities, seven per cent. per annum on the amount of the said invested capital; and if the consideration for such purchase shall be given in such securities as aforesaid, the Grantees shall be entitled to have in addition a first mortgage of all the property, assets, and profits of the tramway or tramways which shall have been purchased from them.

Corporation to have right of purchasing tramways after 21 years.

SCHEDULE.

ARTICLES OF AGREEMENT made this second day of October 1879, BETWEEN THE CORPORATION OF THE TOWN OF CALCUTTA incorporated under Act IV of 1876 of the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, hereinafter called the said Corporation of the one part, and DILLWYN PARRISH and ALFRED PARRISH, both of London, and ROBINSON SOUTTAR, of Liverpool, hereinafter called the said Grantees of the other part. WHEREAS the said Corporation have, subject to confirmation thereof by the Government of Bengal, and to the recognition of this agreement by an Act of the Bengal Legislature, agreed to

(৪) এই ধারামতে তাঁহারা ট্রামওয়ের গাড়ী চলিবার প্রতিবন্ধকতা করিলে বা তাহা চালান বন্ধ করিয়া দিলে, যে পরিমাণ পথের উপর যত কাল গাড়ী চলা বন্ধ থাকে, উক্ত গ্রাণ্টীদের দেয় বলিয়া পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট খাজানা তদনুসারে কম করিয়া দেওয়া যাইবে ।

(৫) উক্ত রূপে রাস্তা চৌড়া কি পরিবর্ত্তিত কি ভাল করিতে যাওয়াতে কোন ট্রামওয়ের যদি স্থান পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় অথবা এরূপ কোন ক্ষতি বা হানি হয় যাহা পূরণ করা আবশ্যক, তবে সমবায়িত সমাজের খরচে গ্রাণ্টীরা ঐ পরিবর্ত্তন বা পূরণ করিবেন ।

৩০ ধারা । এই আইনের প্রচলনারম্ভ অবধি ২১ বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয় মাস পূর্ব্বে আপন অভিপ্রায় লিখিয়া ব্যক্ত করিলে, সমবায়িত সমাজ উক্ত ২১ বৎসরের পর ট্রামওয়ে তাহার সরঞ্জাম ও কোটাবাড়ী ও দ্রব্য সামগ্রী ও গাড়ী প্রভৃতি ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় দ্রব্য সমেত ক্রয় করিবার স্বত্ববান্ হইবেন, এবং উক্ত ২১ বৎসর গত হইলে পর পূর্ব্বোক্ত রূপ নোটিস দিয়া প্রতি সাত বৎসরের অন্তে পুনর্ব্বার তদ্রূপ স্বত্ববান্ হইবেন, এবং উক্ত গ্রাণ্টীদের যত প্রয়োজিত ধন থাকে উক্ত ক্রয়ের মূল্য নগদ দেওয়া গেলে তাহার ১১/২ গুণ হইবে ; বা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিকুরিটী কিম্বা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত সেক্রেটরী সাহেব যাহার প্রতিভু এরূপ সুদের সিকুরিটী কিম্বা সমবায়িত সমাজের ডেবেঞ্চর দেওয়া গেলে সুদের চলিত হারে প্রয়োজিত ধনের উপর বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা যাহাতে পোষায় তাহা সেই পরিমাণের বরিতে দিতে হইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত রূপ সিকুরিটী দ্বারা উক্ত ক্রয়ের মূল্য প্রদান করা গেলে, গ্রাণ্টীদের স্থানে যে বা যেই ট্রামওয়ে ক্রয় করা যায়, তাহার সম্পত্তির ও স্থিতির ও লাভের উপর অধিকন্ত উক্ত গ্রাণ্টীদের প্রথম বন্ধকের স্বত্ব থাকিবে ।

২১ বৎসর পরে সমবায়িত সমাজের ট্রামওয়ে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা ।

তফসীল ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৭৬ সালের ৪ আইনমতে সমবায়িত কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ (পরে উক্ত সমবায়িত সমাজ বলিয়া যাঁহারা অভিহিত হইয়াছেন) এক পক্ষ, এবং লণ্ডনের শ্রীযুত ডিলউইন পারিশ ও শ্রীযুত আলফ্রেড পারিশ সাহেব ও লিবর পুলের শ্রীযুত রাবিন্সন সুটার সাহেব (যাঁহারা পরে উক্ত গ্রাণ্টীবলিয়া অভিহিত হইয়াছেন) অপর পক্ষ, এই উভয়ের মধ্যে অদ্য ১৮৭৯ সালের ২ অক্টোবর তারিখে যে নিয়মপত্র হয় তাহার নিয়মাবলী । উক্ত সমবায়িত সমাজ বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের ও আইন দ্বারা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক এই নিয়মপত্র গ্রাহ্য করণের নিয়মাধীনে উক্ত গ্রাণ্টীদিগকে পশ্চাল্লিখিত শর্ত্ত ও নিয়মক্রমে কলিকাতায় এক

grant to the said Grantees the right to construct, maintain, and use a tramway or tramways in Calcutta, upon the terms and conditions hereinafter contained, NOW THESE PRESENTS WITNESS that in consideration of the covenants and agreements hereinafter contained and on the part of the said Corporation to be performed, the said Grantees for themselves, their heirs, executors, administrators, and assigns do and each of them for himself, his heirs, executors, administrators, and assigns doth covenant with the said Corporation, so far as the covenants and agreements hereinafter contained are to be performed by the said Grantees and their heirs, executors, administrators, and assigns, and the said Corporation for and in consideration of the covenants and agreements hereinafter contained and on the part of the said Grantees and their heirs, executors, administrators, and assigns to be performed, do hereby covenant with the said Grantees and their heirs, executors, administrators and assigns so far as the covenants and agreement hereinafter contained are to be performed by the said Corporation in manner following, that is to say :—

1. The said Corporation grant to the said Grantees and their heirs, executors, administrators, and assigns, all which persons are hereinafter included in the words "the said Grantees," the right to construct, maintain, and use a tramway or tramways with single or double lines and with all necessary sidings, turnouts, connections, and lines of whatever nature which may be required to connect the said tramway or tramways with the depôts of the said Grantees (but in the case of sidings and turnouts, only in such places as the said Corporation may sanction), on the following routes and between such other places and by such other routes as may be hereafter approved of by the said Corporation :—

1st.—A circular tramway passing round Fairlie Place, Strand Road, Koila Ghât Street, and Clive Street.

2nd.—Tramway No. 1, commencing at the junction of Cornwallis Street and Circular Road and passing along Cornwallis Street, College Street, Colootollah Street, Canning Street, Clive Row and Clive Street, effecting a double junction with the Circular Tramway at Fairlie Place.

3rd.—Tramway No. 2, passing along Upper Chitpore Road to its junction with Canning Street, where it joins Tramway No. 1.

4th.—Tramway No. 3, passing along Bow Bazar Street, Lall Bazar Street, and Dalhousie Square, effecting a double junction with the Circular Tramway in Clive Street.

[*Government Gazette 27th January* 1880.]

বা একাধিক ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা ও ব্যবহার করিবার স্বত্ব প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। একারণ এক্ষণে এই দলীল পত্র দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে উক্ত সমাজ পক্ষে নিম্নলিখিত নিয়ম ও করার পালন করিবেন এই শর্তের উপলক্ষে উক্ত গ্রান্টীরা আপনাদের পক্ষে ও আপনাদের উত্তরাধিকারী ও অছি ও ব্যবস্থাপক ও আটর্নী বা প্রতিনিধিদের পক্ষে ও প্রত্যেকে আপনার পক্ষে ও আপন ২ উত্তরাধিকারী ও অছি ও ব্যবস্থাপক ও আটর্নীদের পক্ষে পশ্চাল্লিখিত নিয়ম ও করার যত দূর পালন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে সম্বায়িত সমাজের সহিত এইং নিয়ম করিতেছেন, এবং উক্ত গ্রান্টীরা ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ও অছি ও ব্যবস্থাপক ও আটর্নীরা পশ্চাল্লিখিত নিয়ম ও করার পালন করিবেন এই শর্তের উপলক্ষে উক্ত সম্বায়িত সমাজের পক্ষে যত দূর পশ্চাল্লিখিত নিয়ম ও করার পালন করিতে হইবে উক্ত সম্বায়িত সমাজ উক্ত গ্রান্টীদের ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ও অছি ও ব্যবস্থাপক ও আটর্নীদের সহিত এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত প্রকারের এইং নিয়ম করিতেছেন, অর্থাৎ,

১।—উক্ত সম্বায়িত সমাজ গ্রান্টীদিগকে ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ও অছি ও ব্যবস্থাপক ও আটর্নীদিগকে (এই সকল ব্যক্তিই পরে "উক্ত গ্রান্টী" শব্দে গণ্য হইবেন) নিম্নলিখিত পথ দিয়া এবং অন্যান্য যে স্থান ও পথ ভবিষ্যতে উক্ত সম্বায়িত সমাজ অনুমোদন করেন সেইং স্থানের মধ্যে সেইং পথ দিয়া এক বা একাধিক ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা ও ব্যবহার করিবার স্বত্ব প্রদান করিতেছেন। ঐ ট্রামওয়ের একক কি ডবল লাইন ও সমুদয় আবশ্যক পার্শ্বপথ ও ঘুরাইবার পথ ও সংযোগস্থল এবং উক্ত গ্রান্টীদের ডেপোর সহিত ট্রামওয়ে সংযোগ করিতে যে প্রকারের যত লাইনের প্রয়োজন হয় তৎসমুদয় থাকিবে; কিন্তু উক্ত সম্বায়িত সমাজ যেং স্থানের অনুমোদন করেন, কেবল সেইং স্থানে পার্শ্বপথ ও ঘুরাইবার পথ থাকিতে পারিবে।

(১)—সরকুলার ট্রামওয়ে ফেয়রলি প্লেস ও ষ্ট্রাণ্ড রোড ও কয়লাঘাট ষ্ট্রীট ও ক্লাইব ষ্ট্রীট ঘুরিয়া যাইবে।

(২)—১ নং ট্রামওয়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও সরকুলার রোডের সংযোগস্থলে আরম্ভ হইয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও কালেজ ষ্ট্রীট ও কলুটোলা ষ্ট্রীট ও ক্যানিং ষ্ট্রীট ও ক্লাইব রো ও ক্লাইব ষ্ট্রীট দিয়া গিয়া ফেয়রলি প্লেসে সরকুলার ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

(৩)—২নং ট্রামওয়ে উত্তর চিৎপুর রোড দিয়া গিয়া উক্ত রোড ও ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে ১ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে।

(৪)—৩ নং ট্রামওয়ে বহুবাজার ষ্ট্রীট ও লাল বাজার ষ্ট্রীট ও ডালহৌসী স্কোয়ার দিয়া গিয়া ক্লাইব ষ্ট্রীটে সরকুলার ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

5th.—Tramway No. 4, commencing near Sobha Bazar Street, and passing along Strand Road to Somerset Buildings, where it terminates.

6th.—Tramway No. 5, commencing in the Circular Road at the end of Dhurrumtola Street and passing along Dhurrumtola Street, Esplanade Row, Old Court House Street, and Dalhousie Square, effecting a double junction with the Circular Tramway at Koila Ghât Street.

7th.—Tramway No. 6, commencing in the Circular Road at the end of Elliott's Road, and passing along Elliott's Road and Wellesley Street and joining Tramway No. 5 in Dhurrumtola and Tramway No. 1 in College Street.

8th.—Tramway No. 7, passing along Chowringhee and joining Tramway No. 5 at Dhurrumtola Road, with a connecting line along Bentinck Street and Chitpore Road to Tramway No. 2.

Provided that without the special sanction of the Corporation Commissioners in Special General Meeting, there shall not be a double line in the following places:—

In Tramway No. 1, Colootollah Street.
Do. No 2, the whole.
Do. No. 6, Elliott's Road.
Do. No 7, the connecting line.

These lines are particularly delineated on a plan accompanying this agreement, and signed by the Engineer to the Corporation and one of the said Grantees.

2. The said Grantees shall, moreover (subject to Clauses 3 and 4), have the exclusive right of laying, constructing, maintaining, and using a Tramway or Tramways within the limits of the Calcutta Municipality on the terms contained in these presents: provided always that if the said Grantees shall at any time or times refuse or neglect for three months to accept any proposal by the said Corporation for the construction, maintenance, and use of any Tramway or Tramways other than those mentioned in Clause 1 which the said Corporation may consider necessary or desirable, it shall be lawful for the said Corporation to employ any other person or Company for the purposes aforesaid or any of them, and to make such arrangements as they may think proper independently of the said Grantees.

3. The said Grantees shall construct in such a manner as to be available for use at least six miles of the tramways mentioned in Clause 1 within three years from the passing of the necessary Act by the Legislature, and they shall, before the expiration of the fourth year, give

(৫)—৪ নং ট্রামওয়ে সভাবাজার ষ্ট্রীটের নিকটে আরম্ভ হইয়া ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া সমরসেট বিল্‌ডিং পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইবে।

(৬)—৫ নং ট্রামওয়ে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের প্রান্তে সর্কুলর রোড আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও এস্‌প্লানেড রো ও পুরাতন কোর্ট হৌস ষ্ট্রীট ও ডালহৌসী স্কয়ার দিয়া গিয়া কয়লা ঘাট ষ্ট্রীটে সর্কুলর ট্রামওয়ের সহিত ডবল সংযোগ করিয়া মিলিবে।

(৭)—৬নং ট্রামওয়ে ইলিয়ট রোডের প্রান্তে সর্কুলর রোডে আরম্ভ হইয়া ইলিয়ট রোড ও ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট দিয়া গিয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ৫ নং ট্রামওয়ের সহিত ও কালেজ ষ্ট্রীটে ১ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে।

(৮)—৭ নং ট্রামওয়ে চৌরঙ্গী দিয়া গিয়া ধর্ম্মতলা রোডে ৫ নং ট্রামওয়ের সহিত মিলিবে, ও তাহার এক লাইন বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও চিতপুর রোড দিয়া গিয়া ২ নং ট্রামওয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে।

কিন্তু কমিশনরদের বিশেষ সাধারণ সভা হইয়া সমবায়িত সমাজের বিশেষ অনুমতি না হইলে, পশ্চাল্লিখিত স্থানে ডবল লাইন করা যাইবে না:—

১ নং ট্রামওয়ের মধ্যে কলুটোলা ষ্ট্রীট।
২ নং ট্রামওয়ের কোন স্থানে।
৬ নং ট্রামওয়ের মধ্যে ইলিয়ট রোড।
৭ নং ট্রামওয়ের মধ্যে সংযোগকারী লাইনে।

এই নিয়মপত্রের সঙ্গে যে নক্‌সা আছে যাহাতে সমবায়িত সমাজের ইঞ্জিনিয়রের ও উক্ত গ্রাণ্টীদের এক জনের স্বাক্ষর আছে, তাহাতে এই সকল লাইন বিশেষরূপে অঙ্কিত আছে।

২। আর উক্ত গ্রাণ্টীরা ৩ ও ৪ ধারার বিধান মানিয়া এই দলীলের শর্ত্ত অনুসারে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থানে এক বা একাধিক ট্রামওয়ে বসাইবার ও প্রস্তুত ও রক্ষা ও ব্যবহার করিবার অনন্যসাধারণ স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু ১ ধারার উল্লিখিত ট্রামওয়ে ভিন্ন অন্য যে বা যেং ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা সমবায়িত সমাজ আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করেন, যদি উক্ত গ্রাণ্টীরা কোন সময়ে তদ্রূপ কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা ও ব্যবহার করণার্থ উক্ত সমবায়িত সমাজের কোন প্রস্তাব তিন মাস মধ্যে গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে উক্ত সমবায়িত সমাজ পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কি কোন কার্য্য নিমিত্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে কি কোম্পানিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং উক্ত গ্রাণ্টীদিগকে ছাড়িয়া যেরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

৩। ব্যবস্থাপক সভা আবশ্যক আইন বিধিবদ্ধ করিলে পর তিন বৎসর মধ্যে উক্ত গ্রাণ্টীরা ১ ধারার উল্লিখিত ট্রামওয়ে সমূহের অন্যূন ছয় মাইল ব্যবহারোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিবেন, এবং চতুর্থ বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা পঞ্চম বৎসরে যেং লাইন প্রস্তুত করিতে চাহেন তাহার লিখিত নোটিস উক্ত সমবায়িত

notice in writing to the said Corporation of the lines they intend to construct during the fifth year, and failing the observance by the said Grantees of the terms of this Clause, it shall be lawful for the said Corporation to withdraw and cancel the concessions and rights granted by these presents to the said Grantees as regards the lines remaining unconstructed.

4. If the Grantees shall, at the expiration of five years from the date of commencement of this contract, have left any one or more of the lines hereinbefore in Clause 1 specified unconstructed, and if the said Corporation shall not have exercised the rights conferred on them by Clause 3, the said Corporation may call upon the said Grantees to construct the line or lines, and if the said Grantees do not construct the line or lines within twelve calendar months after receiving such formal notice, then their powers granted in this concession shall, so far as relates to that line, cease, and the said Corporation may make arrangements with other persons for the construction of the same, and in such last-mentioned case, the other parties, to whom the said concession or any contract shall be granted, shall have the privilege of running round the circle to be constructed by the said Grantees viz. by way of Koila Ghât Street, Strand Road Fairlie Place, and Clive Street, free of toll, and in the event of the said Grantees having failed to construct the six miles of tramway provided for in the preceding Clause, such other parties as last aforesaid shall have a like privilege of running over any part of any of the Tramways No. 1 to No. 7 above-mentioned in part constructed by the Grantees to any other part of the same tramway which may have been constructed by the said other parties: provided always that in the exercise of these privileges, they shall not interfere with or obstruct the traffic of the said Grantees, and shall conform to such rules for the regulation of that traffic, as may be drawn out by the said Grantees and approved or by the said Corporation: provided also that it shall not be lawful for the said other parties to both take up and set down the same passengers on the said Grantees' lines; provided also that if the said Grantees shall offer any obstruction or fail to afford reasonable facilities, to enable the said parties to whom any concession or contract shall be made or given as aforesaid to exercise the privilege of using the lines of the said Grantees as aforesaid, it shall be lawful for the said Corporation forthwith to make such rules with reasonable penalties for

সমাজকে দিবেন ; এবং উক্ত গ্রান্টীরা এই ধারার শর্ত্ত অনুসারে কার্য্য না করিলে, যে২ লাইন প্রস্তুত হইতে বাকী থাকে সেই২ লাইন সম্বন্ধে উক্ত গ্রান্টীদিগকে এই দলীলে যে সকল অধিকার ও স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে উক্ত সমবায়িত সমাজ তৎসমুদয় উঠাইয়া লইতে ও রহিত করিতে পারিবেন।

৪। এই চুক্তির তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর গত হইলেও যদি গ্রান্টীরা ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন এক বা একাধিক লাইন প্রস্তুত করিতে বাকী রাখেন, এবং যদি উক্ত সমবায়িত সমাজ ৩ ধারামত স্বত্বানুসারে কার্য্য না করিয়া থাকেন, তবে উক্ত সমবায়িত সমাজ ঐ লাইন বা লাইনগুলি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত গ্রান্টীদের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন। তদ্রূপ রীতিমত নোটিস পাইলেও যদি উক্ত গ্রান্টীরা দ্বাদশ মাস মধ্যে ঐ লাইন বা লাইনগুলি প্রস্তুত না করেন, তবে এই অধিকারদানপত্রে তাঁহাদিগকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ঐ লাইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে তত দূর রহিত হইবে; এবং উক্ত সমবায়িত সমাজ তাহা প্রস্তুত করণার্থে অন্য লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। তাহা করিলে, অন্য যে লোকদিগকে উক্ত অধিকার বা চুক্তিপত্র দেওয়া যায়, তাঁহারা কয়লাঘাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্রাণ্ড রোড ও ফেয়রলি প্লেস ও ক্লাইব ষ্ট্রীট দিয়া গামী উক্ত গ্রান্টীদের নির্ম্মিত চক্র ঘুরিয়া বিনা মাসুলে গাড়ী চালাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন; এবং উক্ত গ্রান্টীরা পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট ছয় মাইল ট্রামওয়ে প্রস্তুত না করিলে, পূর্ব্বোক্ত ঐ অন্য লোকে অংশতঃ গ্রান্টীদের নির্ম্মিত পূর্ব্বোক্ত ১ নং অবধি ৭ নং পর্য্যন্ত ট্রামওয়ের যেকোনটীর কোন অংশের উপর দিয়া উক্ত অন্য লোকদের নির্ম্মিত ঐ ট্রামওয়ের অন্য অংশ পর্য্যন্ত উক্তরূপ গাড়ী চলাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু উক্ত অধিকারমতে কার্য্য করিবার সময়ে তাঁহারা উক্ত গ্রান্টীদের বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিরোধ করিবেন না, এবং বাণিজ্য নিয়মিত করণার্থে উক্ত গ্রান্টীদের প্রণীত ও উক্ত সমবায়িত সমাজের অনুমোদিত যে বিধি থাকে তদনুসারে চলিবেন। পরন্তু ঐ অন্য পক্ষ উক্ত গ্রান্টীদের লাইনের উপর একই আরোহিকে তুলিয়া লইতে ও নামাইয়া দিতে পারিবেন না। আর পূর্ব্বোক্তমতে যাহাদিগকে অধিকার বা চুক্তিপত্র দেওয়া হইয়াছে উক্ত গ্রান্টীরা তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপে ঐ গ্রান্টীদের লাইন ব্যবহার করিবার অধিকারমতে কার্য্য করিতে পারিবার নিমিত্ত যুক্তিমত সুবিধা করিয়া না দিলে বা বাধা দিলে, উক্ত লাইন ব্যবহার ও তদুপরি

the breach thereof as they may think advisable for the purpose of regulating the use of the said lines and the traffic thereon.

5. Any Tramway or Tramways to be constructed under this agreement shall be constructed on the metre gauge of 3′ 3⅜″ or on such other gauge not exceeding 4′ 8½″ as may be mutually agreed upon, and especially the rails shall be laid and maintained in such manner that the uppermost surface of the rails shall be on a level with the surface of the road, and before the work of construction is begun, the drawings and specification, showing the proposed construction of each Tramway, shall be submitted to the said Corporation and be approved by them, and the cars and carriages intended to run on the said Tramways shall also be such as shall have been approved of by the Corporation.

6. If the said Corporation shall hereafter alter the level of any street or road along or across which any Tramway by this agreement authorized is laid, or authorized to be laid, the Grantees shall alter, or (as the case may be) lay their rails, so that the uppermost surface thereof shall be on a level with the surface of the road so altered: provided always that any such alteration as aforesaid shall be so made as to interfere as little as possible with the safe and convenient working of the said Tramways, and in any case so as not to stop or prevent the free use and working thereof.

7. The cars and carriages of the said Grantees on the tracks of the said Tramways shall be worked with such power, animal or mechanical, as the said Grantees may think suitable: provided that no steam carriages may be used without the special consent of the Corporation (Commissioners in Special General Meeting), and provided also that the said Corporation (Commissioners in Special General Meeting) shall have power at all times to make such regulations as to the rate of speed, number of passengers, and mode of use of the said tracks, as the convenience and safety of the public using the streets may require.

8. The sleepers, rails, materials, implements and erections placed and erected by the said Grantees or their assigns on the streets or roads under the powers hereby granted, shall be and remain the property of the said Grantees, but they shall not remove or displace the same or any of them or any part or parts thereof without the consent in writing of the said Corporation. No person other than the Grantees, or persons authorized so to do under Clause 4 hereof, may use upon any Tramway or Tramways made under

বাণিজ্য নিয়মিত করণার্থে উক্ত সমবায়িতসমাজ যদ্রূপ বিহিত বোধ করেন উল্লংঘনের যুক্তিসিদ্ধ দণ্ডসহ তদ্রূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৫। এই নিয়ম পত্রমতে যে বা যেহ ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা ৩ ফুট ৩⅜ ইঞ্চি মিটর গেজের মাপে অথবা উভয়ের সম্মতিক্রমে ৪ ফুট ৮½ ইঞ্চির অনধিক অন্য কোন গেজের মাপে প্রস্তুত করা যাইবে। বিশেষ এই যে রেলগুলি এরূপে বসাইতে ও রাখিতে হইবে যে রেলের উপরিভাগ রাস্তার সমান উচ্চ হয়; এবং প্রস্তুত করণ কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ট্রামওয়ে যেরূপে প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হয় তাহার নকশা ও বিশেষ বিবরণপত্র উক্ত সমবায়িত সমাজের নিকটে পাঠাইয়া তাঁহাদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে, এবং উক্ত ট্রামওয়ের উপর দিয়া যে সকল মালের বা আরোহিদের গাড়ী চালাইবার কল্পনা থাকে তৎসমুদয়ও সমবায়িত সমাজের অনুমোদিত হইবে।

৬। এই নিয়মপত্রমত কোন ট্রামওয়ে যে রাস্তা বা পথ দিয়া বা পার হইয়া যায় উক্ত সমবায়িত সমাজ ভবিষ্যতে তাহার মাটামমত উচ্চতা পরিবর্ত্তন করিলে, উক্ত গ্রাণ্টীরা তাঁহাদের রেলগুলি এরূপে পরিবর্ত্তন করিবেন কিম্বা (স্থানবিশেষে) বসাইবেন যেন ঐ রেলের উপরিভাগ পরিবর্ত্তিত পথের সমান উচ্চ হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন এইরূপে করিতে হইবে যে নির্ব্বিঘ্নে ও সুবিধামতে উক্ত ট্রামওয়ের কার্য্য চলিবার যত কম হইতে পারে তত কম প্রতিবন্ধকতা হয়, এবং কোন স্থলেই অবাধে তাহার ব্যবহার হওয়া বা কার্য্য চলা বন্ধ বা নিবারিত না হয়।

৭। উক্ত গ্রাণ্টীরা যেরূপ উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তদ্রূপ জন্তু বা যন্ত্রদ্বারা উক্ত ট্রামওয়ের পথের উপর দিয়া উক্ত গ্রাণ্টীদের মালের ও আরোহীদের গাড়ি চালান যাইবে। কিন্তু কমিশ্যনরদের বিশেষ সাধারণ সভা হইয়া সমবায়িত সমাজের বিশেষ অনুমতি বিনা কোন বাষ্পীয় শকট ব্যবহৃত হইবে না এবং কমিশ্যনরদের বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত সমবায়িত সমাজ রাস্তা ব্যবহারকারী সাধারণের সুবিধা ও নির্ব্বিঘ্নতা নিমিত্ত গাড়ীর বেগের ও আরোহিদের সংখ্যার ও উক্ত ট্রামওয়ে পথ যে প্রকারে ব্যবহার করিতে হইবে তাহার যেরূপ বিধান করা আবশ্যক হয় সকল সময়ে তদ্রূপ বিধান করিতে পারিবেন।

৮। এতৎক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতামতে উক্ত গ্রাণ্টীরা বা তাঁহাদের আসৈনীরা রাস্তার কি পথের উপর যে স্লীপর ও রেল ও মালমসলা ও যন্ত্র ও গাঁথনী রাখেন বা প্রস্তুত করেন, তৎসমুদয় উক্ত গ্রাণ্টীদের সম্পত্তি হইবে ও থাকিবে, কিন্তু তাঁহারা উক্ত সমবায়িত সমাজের লিখিত সম্মতি বিনা তৎসমুদয় বা তাহার কোনটী বা তদংশ উঠাইয়া লইবেন না বা স্থানান্তরিত করিবেন না। গ্রাণ্টীগণ ভিন্ন ও ৪ ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন কোন ব্যক্তি এই নিয়মপত্রক্রমে কিম্বা ইহার ৪ ধারামতে কৃত নিয়মপত্রক্রমে নির্ম্মিত

this agreement, or under any agreement entered into under Clause 4 hereof, carriages with flanged wheels or other wheels suitable only to run on the prescribed rail.

9. The said Grantees or their assigns shall have power from time to time to fix the rates of fares for carrying persons and goods in the said cars or carriages: provided that the rate of fare for each person or parcel shall for any distance not over three miles not exceed three annas and shall not for any greater distance exceed the same proportion.

10. The said Grantees may (for the purpose of constructing and maintaining any Tramways under this agreement), under such superintendence as is hereinafter specified, open and break up the soil and pavement of the several public or other streets (as defined in the Calcutta Municipal Consolidation Act, 1876), and bridges in the city of Calcutta, and therein lay sleepers and rails, and from time to time repair, alter, or remove the same, and may, for the purposes aforesaid, remove and use all earth and materials in such streets and bridges, and do in and on such streets and bridges all other acts which they shall from time to time deem necessary for constructing and maintaining such Tramways subject to the following conditions:—

1st.—They shall give to the said Corporation notice in writing of their intention to open or break up any such street or bridge, specifying the time at which they will begin to do so, and the portion of the road proposed to be opened or broken up; such notice to be given at least three days before the commencement of the work.

2nd.—They shall not open or break up or alter the level of any such street or bridge except under the superintendence and to the reasonable satisfaction of the Corporation, for which superintendence the Grantees or their assigns shall pay all reasonable expenses unless the Corporation neglect to give such superintendence at the time specified in the notice, or discontinue the same during the work.

3rd.—They shall not, without the consent of the said Corporation, open or break up at any one time a greater length than a quarter of a mile on any one line of Tramway.

4th.—They shall, with all convenient speed and in all cases within six weeks at the most, unless the said Corporation otherwise consent in writing, complete the work for which the said street or bridge shall be broken up and fill in the ground, and make good the surface, and, to the satisfaction of the said Corporation, restore

কোন ট্রামওয়ের বা ট্রামওয়ে সমূহের উপর ফ্লাঞ্জ হুইল ওয়ালা গাড়ী অথবা কেবল নির্দ্ধারিত রেলের উপরে চলিবার উপযোগী চাকাবিশিষ্ট গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৯। উক্ত গ্রাণ্টীরা বা তাঁহাদের আসৈনীরা উক্ত মালের ব আরোহীদের গাড়িতে মাল বা আরোহিদিগকে লইয়া যাইবার ভাড়ার হার সময়ে২ ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তিন মাইলের অনধিক পথ হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির বা গাঁটরির ভাড়ার হার তিন আনার অধিক হইবে না এবং অধিক পথ হইলে উক্ত হিসাবের অধিক হার হইবে না।

১০। উক্ত গ্রাণ্টীরা এই নিয়মপত্রমত কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করণার্থে নিম্ননির্দ্দিষ্ট তত্ত্বাবধারণাধীনে, কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমত কয়েকটী সাধারণ ও অন্য রাস্তার ও কলিকাতা নগরের সাঁকোর জমী ও শান খুঁড়িতে ও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন ও তথায় স্লীপর ও রেল বসাইতে ও সময়ে২ তাহা পরিবর্ত্তন করিতে বা উঠাইয়া ফেলিতে পারিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত উক্ত রাস্তার ও সাঁকোর সমুদয় মাটী ও মালমসলা উঠাইয়া লইতে বা ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে উক্ত ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করণার্থে সময়ে২ অন্য যে সকল কার্য্য আবশ্যক বিবেচনা করেন তৎ সমুদয় কার্য্য ঐ রাস্তার ও সাঁকোর মধ্যে বা উপরে করিতে পারিবেন:—

১। তাঁহারা তদ্রূপ কোন রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস সমবায়িত সমাজকে দিবেন; ঐ কার্য্য যে সময়ে তাঁহারা আরম্ভ করিবেন ও তাঁহারা রাস্তার যে অংশ খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করেন, উক্ত নোটিসে তাহা নির্দ্দেশ করিবেন; কার্য্যারম্ভের অন্যূন তিন দিন পূর্ব্বে ঐ নোটিস দিতে হইবে।

২। সমবায়িত সমাজের তত্ত্বাবধান বিনা ও উক্ত সমাজের যুক্তিসিদ্ধ হৃদ্বোধ না জন্মাইয়া দিয়া তাঁহারা তদ্রূপ কোন রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবেন না বা ভাঙ্গিবেন না বা তাহার মাটীমত উচ্চতা পরিবর্ত্তন করিবেন না। উক্ত তত্ত্বাবধান জন্য গ্রাণ্টীদের বা তাঁহাদের আসৈনীদের সমুদয় যুক্তিসিদ্ধ খরচ দিতে হইবে। কিন্তু ঐ সমাজ নোটিস নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্তরূপ তত্ত্বাবধান করিতে উপেক্ষা করিলে, অথবা কার্য্য চলিবার সময়ে তাহা বন্ধ করিলে, গ্রাণ্টীদের ঐ খরচ দিতে হইবে না।

৩। তাঁহারা সমবায়িত সমাজের সম্মতি বিনা ট্রামওয়ের কোন এক লাইনে এককালীন এক মাইলের চতুর্থাংশের অধিক খুঁড়িবেন না বা ভাঙ্গিবেন না।

৪। সমবায়িত সমাজ অন্য প্রকারে লিখিত সম্মতি না দিলে, তাঁহারা যে কার্য্য নিমিত্ত উক্ত রাস্তা বা সাঁকো ভাঙ্গেন, সুবিধামত যত শীঘ্র হইতে পারে, এবং গৌণ কল্পে সর্ব্বস্থলে ছয় সপ্তাহের মধ্যে সেই কার্য্য সমাপ্ত করিবেন এবং জমী ভরাট করিয়া সমান করিয়া দিবেন, এবং রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থায় ছিল, সমবায়িত সমাজের হৃদ্বোধ

the street or bridge to as good condition as that in which it was before it was opened or broken up, and clear away all surplus materials or rubbish occasioned thereby

মতে তাহার সেইরূপ অবস্থা করিয়া দিবেন এবং উক্ত কার্য্য জন্য যে সকল অতিরিক্ত দ্রব্য বা রাবিশ জমে তৎসমুদয় পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন।

5th.—They shall make good all damage done to the gas and water-pipes and sewers whether belonging to the Corporation or to private individuals by the disturbance thereof.

৫। তাঁহারা সমবায়িত সমাজের বা সামান্য ব্যক্তিদের গ্যাসের ও জলের নল ও নর্দ্দমা নাড়াচাড়া করাতে যে হানি হয় তাহা পূরণ করিবেন।

6th.—They shall in the meantime, when such street or bridge is opened or broken up, cause it to be fenced and watched, and to be properly lighted at night.

৬। তদ্রূপ রাস্তা বা সাঁকো খুঁড়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলা গেলে, তাঁহারা তৎকালে তথায় বেড়া দেওয়াইয়া পাহারা দেওয়াইবেন ও রাত্রিকালে নিয়মিতরূপে আলোক দেওয়াইবেন।

11. The said Grantees shall, at their own expense at all times, maintain and keep in good condition, and repair to the reasonable satisfaction of the said Corporation, the rails of which any of the Tramways shall for the time being consist, and also, so much of any such street or bridge whereon any Tramway belonging to them is laid as lies between the rails of the Tramway, and in the case of double lines or turnouts or sidings, the portion of the road between the tramways, and in every case so much of the road as extends 18″ beyond the rails of and on each side of any such Tramway, and in the course of carrying out these repairs, it shall not be necessary to give notice thereof to the said Corporation.

১১। গ্রান্টীদের ট্রামওয়েতে যৎকালে যত রেল থাকে তৎসমুদয়, এবং কোন ট্রামওয়ের রেলের মধ্যগত স্থানে কোন রাস্তার বা সাঁকোর যে অংশ পড়ে তাহা এবং ডবল লাইন বা ঘুরাইবার পথ বা পার্শ্বপথ থাকিলে ট্রামওয়ের মধ্যগত স্থানে রাস্তার যে ভাগ পড়ে তাহা, এবং প্রত্যেক স্থলে উক্তরূপ কোন ট্রামওয়ের প্রত্যেক পার্শ্বে রেলের বাহিরে ১৮ ইঞ্চি স্থানের মধ্যে রাস্তার যে অংশ পড়ে তাহা, সমবায়িত সমাজের যাহাতে যুক্তিমত সন্তোষ জন্মে, সেই প্রকারে গ্রান্টীরা আপন খরচে সকল সময়ে মেরামত করিয়া ভাল অবস্থায় রাখিবেন, এবং তদ্রূপ মেরামত করিবার সময়ে সমবায়িত সমাজে তাহার নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

12. In exercising the powers given to them by Clauses 10 or 11, the said Grantees shall arrange their work so as to afford the least possible obstruction to the ordinary traffic of the streets, and so as also to admit of as free and unrestricted entry at all times into the sewers through the man-holes and lamp-holes for the time being in use, as is possible under the circumstances, and also so as to enable proper repairs to be made to water or gas-pipes by the direction of the Corporation.

১২। ১০ বা ১১ ধারামতে তাঁহাদের প্রতি যেং ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য করিবার সময় উক্ত গ্রান্টীরা আপনাদের কার্য্যের এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে রাস্তার নিয়মিত বাণিজ্যের অতি কম প্রতিবন্ধকতা হয়, এবং যৎকালে যে ম্যানহোল ও ল্যাম্পহোল ব্যবহৃত হয় তাহা দিয়া অবস্থামত যত দূর সম্ভব হয় সকল সময়ে সহজে ও অবাধে নর্দ্দমার মধ্যে প্রবেশ করা যায়, এবং সমবায়িত সমাজের আদেশমতে জলের ও গ্যাসের নলের উপযুক্ত মেরামত করা যায়।

13. If the said Grantees shall commit any breach of Clauses 10 or 11 or 12, it shall be lawful for the said Corporation in their discretion where such breach shall be in the execution of any work or repairs at any time after seven days' notice to the said Grantees themselves to do and execute such work or repairs, and the expense incurred by the said Corporation in so doing, including the cost of superintendence, shall be repaid to them by the said Grantees, together with interest at the rate of eight per cent. per annum, and the certificate of the Engineer of the said Corporation as to such cost shall be conclusive.

১৩। উক্ত গ্রান্টীরা ১০ বা ১১ বা ১২ ধারার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে, যদি কোন কার্য্য বা মেরামত করণের সময়ে তদ্রূপ নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে উক্ত সমবায়িত সমাজ আপন ইচ্ছামতে উক্ত গ্রান্টীদিগকে সাত দিনের নোটিস দিয়া তৎপরে আপনারাই উক্ত কার্য্য বা মেরামত করিতে পারিবেন। তত্ত্বাবধানের খরচা সমেত তাহা করিতে সমবায়িত সমাজের যে ব্যয় হয় উক্ত গ্রান্টীরা বৎসর শতকরা আট টাকা সুদ সুদ্ধ তাহা পরিশোধ করিবেন, এবং ঐ খরচা সম্বন্ধে উক্ত সমবায়িত সমাজের ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

14. If any person or persons sustain any loss or damage by reason of any defect or want of repairs in any of the plant, rolling-stock

১৪। উক্ত গ্রান্টীদের কোন সরঞ্জামের কি গাড়ীপ্রভৃতির কি কল, সম্পত্তির কোন দোষ বা সংস্কারাভাব নিবন্ধন, কিম্বা উক্ত ট্রামওয়ের বা তাহার কোন

or other properties of the said Grantees or by reason of any carelessness, neglect, or misconduct of their agents or servants in the management, construction or use of the said tramways or any portion thereof, or in the exercise of the powers given by Clauses 10 or 11, the same shall be made good by the said Grantees, and in the event of any suit being instituted against the said Corporation in respect of any of the matters hereinbefore mentioned, the said Grantees shall, within fourteen days from receipt of a notice thereof from the said Corporation, settle the same; but if the said Grantees choose to defend such suit, they shall be at liberty to do so upon their undertaking to indemnify the said Corporation against all losses, damages, and expenses in respect thereof: Provided always that if the said Grantees fail to settle such suit or to indemnify the said Corporation, as is hereinbefore provided, it shall be lawful for the said Corporation to settle the same without any consent or concurrence on the part of the said Grantees, and the sum which they shall have to pay in making such settlement together with interest thereon at the rate of 8 per cent. per annum from the date of payment, and with all expenses, which they may be put to, shall be recoverable as a debt from the said Grantees.

15. If at any time after the opening of any tramway for traffic the said Grantees shall discontinue the working of such tramway or any part thereof for the space of six calendar months (such discontinuance not being occasioned by circumstances beyond the control of the Grantees), it shall be lawful for the Corporation, without any previous notice to the said Grantees, to remove the tramway or part thereof so discontinued, and the said Grantees shall pay to the Corporation the cost of such removal and of the making good of such street or bridge through which the said tramway shall have been made, and the certificate of the Engineer of the said Corporation as to such cost shall be conclusive.

16. The said Grantees will, if required by the said Corporation before opening and breaking up the soil and pavement of any street or bridge under clause 10 of these presents, deposit in an approved Bank in Calcutta in the name of the said Corporation the sum of Rs. 5,000, or, in their option, promissory notes of the Government of India or Municipal Bonds of the nominal value of Rs. 5,000, and the same will remain so deposited until the completion by the said Grantees of the lines of tramway herein sanctioned for immediate construction. But all

অংশের কার্যাধ্যক্ষতা বা নির্ম্মাণ বা ব্যবহার কালে, বা ১০ কি ১১ ধারামত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকালে তাঁহাদের কর্ম্মকারক বা চাকরদের অনবধানতা বা উপেক্ষা বা অসদাচরণ নিবন্ধন কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের ক্ষতি বা হানি হইলে, উক্ত গ্রাণ্টীরা তাহা পূরণ করিবেন, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কোন বিষয় উপলক্ষে উক্ত সমবায়িত সমাজের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, উক্ত সমবায়িত সমাজের স্থানে তদ্বিষয়ের নোটিস পাইবার চৌদ্দ দিন মধ্যে তাহা মিটাইয়া ফেলিবেন। কিন্তু উক্ত গ্রাণ্টীরা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিতে চাহেন তবে উক্ত সমবায়িত সমাজকে তৎসংক্রান্ত সমুদয় ক্ষতি ও হানি ও ব্যয় হইতে নিষ্কৃতি দিবার অঙ্গীকার করিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। পরন্তু উক্ত গ্রাণ্টীরা পূর্ব্বোক্ত বিধান মতে মোকদ্দমা না মিটাইলে বা উক্ত সমবায়িত সমাজকে নিষ্কৃতি না দিলে, উক্ত সমবায়িত সমাজ উক্ত গ্রাণ্টীদের অনুমোদন বা সম্মতি ব্যতিরেকে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিতে পারিবেন, এবং তদ্রূপে মিটাইয়া ফেলিতে তাঁহাদের যত টাকা দিতে হয়ও টাকা দিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা আট টাকা হিসাবে যত সুদ হয় ও তাঁহাদের যত ব্যয় পড়ে, তৎসমুদয় উক্ত গ্রাণ্টীদের স্থানে ঋণের ন্যায় আদায় করা যাইবে।

১৫। বাণিজ্যার্থে কোন ট্রামওয়ে খুলিবার পরে কোন সময়ে উক্ত গ্রাণ্টীরা ঐ ট্রামওয়ের বা তাহার কোন অংশের কার্য্য ইংরেজী পঞ্জিকামত ছয় মাস বন্ধ রাখিলে, যদি গ্রাণ্টীদের সাধ্যাতীত ঘটনাক্রমে ঐ রূপ বন্ধ না হইয়া থাকে, তবে উক্ত গ্রাণ্টীদিগকে পূর্ব্বে কোন নোটিস না দিয়া সমবায়িত সমাজ তদ্রূপ বন্ধ থাকা ট্রামওয়ে বা তদংশ উঠাইয়া ফেলিতে পারিবেন, এবং তাহা উঠাইয়া ফেলিতে ও যে রাস্তার বা সাঁকোর মধ্য দিয়া উক্ত ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়াছিল সেই রাস্তার বা সাঁকোর পূর্ব্বাবস্থা করিতে যে খরচা পড়ে উক্ত গ্রাণ্টীরা উক্ত সমবায়িত সমাজকে তাহা দিবেন, এবং উক্ত সমবায়িত সমাজের ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট উক্ত খরচা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১৬। এই দলীলের ১০ ধারামতে কোন রাস্তার কি সাঁকোর জমী ও শান খুঁড়িবার ও ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে উক্ত সমবায়িত সমাজ আদেশ দিলে, উক্ত গ্রাণ্টীরা উক্ত সমবায়িত সমাজের নামে কলিকাতার কোন অনুমোদিত ব্যাঙ্কে ৫০০০ টাকা, অথবা আপন ইচ্ছামতে নামত ৫০০০৲ টাকা মূল্যের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরী নোট বা মুনিসিপল বাণ্ড গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন, এবং অবিলম্বে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ইহাতে যেং ট্রামওয়ে লাইন অনুমোদন করা গেল যত কাল উক্ত গ্রাণ্টীরা তৎসমুদয় সমাপ্ত না করেন তত কাল উহা ঐ রূপে গচ্ছিত থাকিবে। কিন্তু উক্ত টাকার বা উক্ত

interest accruing on the said sum, or the said notes, shall be credited to the said Grantees and subject, as next hereinafter mentioned, be paid to them as the same shall accrue due: Provided nevertheless that the said Corporation shall be entitled to deduct out of the sum so deposited or the interest accruing on the said sum or notes or out of the proceeds of sale of the said notes all monies to which they may be entitled under any clause or clauses of these presents.

নোটের যে সুদ হয়, তাহা উক্ত গ্রাণ্টীদের নামে জমা দেওয়া যাইবে এবং তাহা পাওনা হইলে পশ্চাল্লিখিত বিধানাধীনে তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে। কিন্তু এই দলীলের কোন ধারা মতে সমবায়িত সমাজ যে সকল টাকা পাইতে অধিকারী হন, তৎসমুদয় উক্ত গচ্ছিত টাকা হইতে বা তদুৎপন্ন বা উক্ত নোট হইতে উৎপন্ন সুদ হইতে বা উক্ত নোটের বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন।

17. In consideration of the concession hereby granted, the said Grantees will pay to the said Corporation rent at the several rates hereinafter specified, viz. from the beginning of the first to the end of the ninth year, at the rate of Rs. 3,000 per annum per mile of double line and Rs. 2,000 per annum per mile of single line; from the beginning of the 10th to the end of the 13th year, a rent at the rate of Rs. 3,250 per annum per mile of double line and Rs. 2,250 per annum per mile of single line; from the beginning of the 14th year to the end of the 17th year, a rent at the rate of Rs. 3,500 per annum per mile of double line and Rs. 2,500 per annum per mile of single line; from the beginning of the 18th to the end of the 21st year, a rent at the rate of Rs. 3,750 per annum per mile of double line and Rs. 2,750 per annum per mile of single line; and from the beginning of the 22nd year, a rent at the rate of Rs. 4,000 per annum per mile of double line and of Rs. 3,000 per annum per mile of single line. And the rents aforesaid shall be payable half-yearly and shall form a first charge on the undertaking, and the date on which such rent on each line of tramways or part of a line shall begin to accrue shall be the date on which such line or part of a line of tramway shall be opened for public traffic: PROVIDED ALWAYS that no lines or sidings over which passengers or goods are not carried for hire, connecting the traffic lines with the stables, carriage sheds, or depôts or other property of the Grantees shall be included in mileage for which rent shall be payable.

১৭। এই অধিকার দান উপলক্ষে, উক্ত গ্রাণ্টীরা পশ্চাল্লিখিত কএক হারে উক্ত সমবায়িত সমাজকে খাজানা দিবেন, অর্থাৎ, প্রথম বৎসরের প্রারম্ভাবধি নবম বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাইল ডবল লাইন প্রতি বৎসর ৩,০০০৲ টাকা এবং প্রত্যেক মাইল এক লাইন প্রতি বৎসর ২০০০৲ টাকা; দশম বৎসরের প্রারম্ভ অবধি ত্রয়োদশ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাইল ডবল লাইন প্রতি বৎসর ৩,২৫০৲ টাকা ও প্রত্যেক মাইল এক লাইন প্রতি বৎসর ২,২৫০৲ টাকা; চতুর্দ্দশ বৎসরের প্রারম্ভাবধি সপ্তদশ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাইল ডবল লাইন প্রতি বৎসর ৩,৫০০৲ টাকা এবং প্রত্যেক মাইল এক লাইন প্রতি বৎসর ২,৫০০৲ টাকা; অষ্টাদশ বৎসরের প্রারম্ভাবধি একবিংশ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাইল ডবল লাইন প্রতি বৎসর ৩,৭৫০৲ টাকা ও প্রত্যেক মাইল এক লাইন প্রতি বৎসর ২৭৫০৲ টাকা এবং দ্বাবিংশ বৎসরের প্রারম্ভাবধি প্রত্যেক মাইল ডবল লাইন প্রতি বৎসর ৪,০০০৲ টাকা ও প্রত্যেক মাইল এক লাইন প্রতি বৎসর ৩০০০৲ টাকা হিসাবে খাজানা দিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত খাজানা ছয় ছয় মাসান্তে দিতে হইবে ও ট্রামওয়ের উপর প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে; এবং যে তারিখে কোন ট্রামওয়ে লাইন বা তাহার অংশ সাধারণের বাণিজ্যার্থে খোলা যায় সেই তারিখ অবধি উক্ত লাইনের বা তাহার অংশের খাজানা পাওনা হইতে আরম্ভ হইবে। কিন্তু গ্রাণ্টীদের আস্তাবল বা গাড়ীখানা বা ডেপো বা অন্য সম্পত্তির সহিত বাণিজ্যের লাইনের সংযোগকারী যে সকল লাইনের বা পাশ্ব পথের উপর ভাড়া গ্রহণ করিয়া আরোহিদিগকে বা মাল লইয়া যাওয়া হয় না, তৎসমুদয় খাজানা দিবার মাইলের হিসাবে ধরা যাইবে না।

18. If the said rent or any part thereof shall not be paid on due date, the said Grantees shall be liable to pay interest thereon at the rate of 8 per cent. per annum from the due date until payment.

১৮। নিয়মিত দিনে উক্ত খাজানা বা তাহার কিয়দংশ দেওয়া না গেলে, উক্ত নিয়মিত দিন অবধি যাবৎ না দেওয়া যায় তাহার উপর উক্ত গ্রাণ্টীদের বৎসর শতকরা আট টাকা হিসাবে সুদ দিতে হইবে।

19 In consideration of the premises the Corporation shall allow to be deducted from the rent payable under this agreement, a sum equal to the amount levied upon the Grantees, as the municipal taxes upon their horses, carriages, and tramway lines (but not on their depôts and buildings or any other property or effects).

১৯। গ্রাণ্টীদের ডেপো ও কোটি বা অন্য কোন সম্পত্তি বা মালের উপর না হইয়া তাহাদের ঘোড়ার ও গাড়ীর ও ট্রামওয়ে লাইনের উপর মুনিসিপল ট্যাক্স বলিয়া তাহাদের স্থানে যত টাকা আদায় করা যায়, পূর্ব্বলিখিত নিয়মাবলীর উপলক্ষে তত্তুল্য টাকা সমবায়িত সমাজ এই নিয়মপত্রমতে দেয় খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে দিবেন।

20. From and after the commencement of the 15th year of this contract to the end of the 21st, the said Grantees shall not be at liberty to enter upon any fresh engagements or expenditure which would increase their capital account in connection with this contract, without first notifying their intention to the said Corporation, and obtaining their approval thereof and sanction thereto in writing.

২০। উক্ত সমবায়িত সমাজের নিকটে আপনাদের অভিপ্রায় প্রথমে জ্ঞাপন না করিয়া ও তাঁহাদের লিখিত অনুমোদন ও অনুমতি না লইয়া, এই চুক্তিমত পঞ্চদশ বৎসরের প্রারম্ভাবধি একবিংশ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত গ্রান্টীরা এমন কোন নূতন চুক্তি বা ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না যাহাতে এই চুক্তি সম্বন্ধে গ্রান্টীদের মূল ধনের হিসাব বাড়িয়া যায়।

21. The Corporation shall have the right of purchasing the said tramways with the plant, buildings, stores, rolling stock and everything connected therewith upon the expiration of 21 years from the commencement of this contract upon declaring its intention so to do in writing not less than six months before the expiration of the said 21 years, and shall have a renewed right of purchase at the end of every seven years after the expiration of the said 21 years, upon similar notice being given, and the consideration for such purchase shall be a cash payment of one and two-fifths of the amount of the invested capital of the said Grantees or securities of the Government of India or securities the interest whereon shall have been guaranteed by the Secretary of State for India in Council or debentures of the said Corporation of such amount as to produce at the rate of interest current on such securities 7 per cent. per annum on the amount of the said invested capital, and if the consideration for such purchase shall be given in such securities as aforesaid, the said Grantees shall be entitled to have in addition a first mortgage of all the property, assets, and profits of the tramway or tramways which shall have been purchased from them.

২১। এই আইনের প্রচলনারম্ভ অবধি ২১ বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয়মাস পূর্ব্বে আপন অভিপ্রায় লিখিয়া ব্যক্ত করিলে, সমবায়িত সমাজ উক্ত ২১ বৎসরের পর ট্রামওয়ে তাহার সরঞ্জাম ও কোটা বাড়ী ও দ্রব্য সামগ্রী ও গাড়ী প্রভৃতি ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় দ্রব্যসমেত ক্রয় করিবার স্বত্ববান হইবেন, এবং উক্ত ২১ বৎসর গত হইলে পর পূর্ব্বোক্তরূপ নোটিস দিয়া প্রতি সাতবৎসরের অন্তে পুনর্ব্বার তদ্রূপ স্বত্ববান হইবেন, এবং উক্ত গ্রান্টীদের যত প্রযোজিত ধন থাকে উক্ত ক্রয়ের মূল্য নগদ দেওয়া গেলে তাহার ১⅖ গুণ হইবে; বা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিকুরিটী কিম্বা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত সেক্রেটরী সাহেব যাহার প্রতিভূ এরূপ সুদের সিকুরিটী কিম্বা সমবায়িত সমাজের ডেবেঞ্চর দেওয়া গেলে সুদের চলিত হারে প্রযোজিত ধনের উপর বার্ষিক শত করা ৭ টাকা যাহাতে পোষায় তাহা সেই পরিমাণের করিয়া দিতে হইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত রূপ সিকুরিটী দ্বারা উক্ত ক্রয়ের মূল্য প্রদান করা গেলে, গ্রান্টীদের স্থানে যে বা যে২ ট্রামওয়ে ক্রয় করা যায়, তাহার সম্পত্তির ও স্থিতির ও লাভের উপর অধিকন্তু উক্ত গ্রান্টীদের প্রথম বন্ধকের স্বত্ব থাকিবে।

22. In the event of the said Corporation failing to declare its intention, as above provided, to purchase the property of the said Grantees, the terms of this contract shall continue in force.

২২। উক্ত সমবায়িত সমাজ উপরিলিখিত বিধানমতে উক্ত গ্রান্টীদের সম্পত্তি ক্রয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ না করিলে, এই চুক্তিপত্রের নিয়ম বলবৎ থাকিবে।

23. The provisions hereinbefore contained shall, so far as applicable, apply to all tramways to be constructed by the said Grantees by any route or routes to be hereafter fixed by the said Corporation or under clauses 1, 3, and 4 of these presents, and to the works connected with or incidental to such tramways.

২৩। উক্ত সমবায়িত সমাজ ভবিষ্যতে যে বা যে২ পথ নিরূপণ করেন সেই বা সেই২ পথ দিয়া উক্ত গ্রান্টীরা যে সকল ট্রামওয়ে প্রস্তুত করেন এবং এই দলীলের ১ ও ৩ ও ৪ ধারামতে যে সকল ট্রামওয়ে প্রস্তুত হয় তৎসমুদয়ের প্রতি ও উক্তরূপ ট্রামওয়ে সংক্রান্ত বা তদানুষঙ্গিক সমুদয় কার্য্যের প্রতি যতদূর বর্ত্তিতে পারে পূর্ব্বগত বিধান সমূহ বর্ত্তিবে।

24. The date of the commencement of this concession shall be the date on which notice of the sanction of the Government of Bengal to the same shall be given to the said Grantees.

২৪। এই অধিকারদানপত্র সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন যে তারিখে উক্ত গ্রান্টীদিগকে দেওয়া যাইবে, সেই তারিখ এই অধিকারদানপত্রারম্ভের তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।

25. Unless the said Grantees shall have commenced the work of laying down the said tramways within twelve months from the date of the recognition of this agreement by an Act of the Bengal Legislature, the said Corporation

২৫। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন দ্বারা যে তারিখে এই নিয়মপত্র গ্রাহ্য করা যায় সেই তারিখ অবধি দ্বাদশ মাস মধ্যে উক্ত গ্রান্টীরা উক্ত ট্রামওয়ে বসাইবার কার্য্য আরম্ভ না করিলে, উক্ত সমবায়িত সমাজ

shall be at liberty to cease and determine this contract, and to enter into arrangements with any other person or persons for the construction of tramways.

26. Nothing in this agreement shall take away or affect any power which the Corporation may have by law to open, or break up, or to widen, alter, divert or improve any street or road. Provided always—

1st.—That they shall cause as little detriment or inconvenience to the Grantees as circumstances will admit.

2nd.—That they may (if absolutely necessary, but not otherwise) order the temporary stoppage of traffic on the said tramways or any of them on giving twenty-four hours' previous notice in writing to the said Grantees.

3rd.—That before they commence any work, whereby the traffic on the tramway will be interrupted, they shall (except in cases of urgency, in which cases no notice shall be necessary) give to the Grantees notice of their intention to commence such work, specifying the time at which they will begin to do so; such notice to be given eighteen hours at least before the commencement of the work.

4th.—That in the event of their so interfering with or stopping the running of any tramway under this clause, an abatement proportioned to the length of road over which, and time during which running is stopped, shall be made from the rent hereinbefore reserved and payable by the said Grantees.

5th.—That any alteration of the position of any of the tramways, or the making good of any injury or damage that may be occasioned thereto by reason of such widening, alteration or improvement shall be executed by the Grantees at the expense of the Corporation.

27. If any doubt, difference or dispute shall arise between the said Grantees and the said Corporation touching the construction of these presents or anything herein contained or touching or concerning any other matter or thing relating to these presents, then and in every such case such doubt, difference or dispute shall be referred to the arbitration of two persons, one to be chosen by the said Grantees and the other by the said Corporation within one calendar month after either of them shall have made to the other a requisition to that effect, and should the arbitrators fail to agree, they shall refer the question or questions at issue to the decision of an umpire to be chosen by the said arbitrators, and the decision of such arbitrators, if they agree, or of such

এই চুক্তিপত্র রহিত ও অন্যথা করিতে পারিবেন, এবং ট্রামওয়ে প্রস্তুত করণার্থে অন্য কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

২৬। কোন রাস্তা বা পথ খুঁড়িবার বা ভাঙ্গিবার বা চৌড়া করিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার বা অন্য দিকে লইয়া যাইবার বা ভাল করিবার যে কোন ক্ষমতা আইনমতে সমবায়িত সমাজের থাকে, এই নিয়মপত্রের কোন কথায় তাহার লোপ বা বিঘ্ন হইবে না। কিন্তু

(১) অবস্থানুসারে গ্রাণ্টীদের যত কম ক্ষতি ও অসুবিধা করিলে চলে তত কম ক্ষতি ও অসুবিধা করিবেন।

(২) নিতান্ত আবশ্যক হইলে, (স্থলান্তরে নহে) তাঁহারা চব্বিশ ঘণ্টাপূর্ব্বে উক্ত গ্রাণ্টীদিগকে নোটিস দিয়া উক্ত ট্রামওয়ে সমূহের বা কোন ট্রামওয়ের বাণিজ্য কিয়ৎকাল বন্ধ করিতে পারিবেন।

(৩) ট্রামওয়ের বাণিজ্যের যদ্দ্বারা প্রতিবন্ধকতা হয় এরূপ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যে সময়ে কার্য্যারম্ভ করিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিবার অভিপ্রায়ের নোটিস গ্রাণ্টীদিগকে দিবেন; কার্য্যারম্ভের অন্যূন ১৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ নোটিস দিতে হইবে। কিন্তু অত্যাবশ্যক স্থলে কোন নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

(৪) এই ধারামতে তাঁহারা ট্রামওয়ের গাড়ী চলিবার প্রতিবন্ধকতা করিলে বা তাহা চালান বন্ধ করিয়া দিলে, যে পরিমাণ পথের উপর যতকাল গাড়ী চলা বন্ধ থাকে উক্ত গ্রাণ্টীদের দেয় বলিয়া পুর্ব্বনির্দ্দিষ্ট খাজানা তদনুসারে কম করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৫) উক্তরূপে রাস্তা চৌড়া কি পরিবর্ত্তিত কি ভাল করিতে যাওয়াতে কোন ট্রামওয়ের যদি স্থান পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় অথবা এরূপ কোন ক্ষতি বা হানি হয় যাহা পূরণ করা আবশ্যক, তবে সমবায়িত সমাজের খরচে গ্রাণ্টীরা ঐ পরিবর্ত্তন বা পূরণ করিবেন।

২৭। যদি এই দলীলের অথবা ইহার অন্তর্গত কোন কথার অর্থকরণ লইয়া অথবা এই দলীল সম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয় বা বস্তু লইয়া উক্ত গ্রাণ্টীদের ও উক্ত সমবায়িত সমাজের মধ্যে কোন সন্দেহ বা মতভেদ বা বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে উক্ত সন্দেহ বা মতভেদ বা বিবাদ দুই ব্যক্তির সালিসীতে অর্পণ করা যাইবে। উক্ত গ্রাণ্টীরা এক জনকে মনোনীত করিবেন ও উক্ত সমবায়িত সমাজ অন্য জনকে, একপক্ষ অন্য পক্ষকে এই সম্বন্ধে আদেশ দিলে ইংরেজী পঞ্জিকামত এক মাসের মধ্যে সালীস মনোনীত করিতে হইবে। সালীসেরা একমত হইতে না পারিলে, তাঁহারা আপনাদের মনোনীত একজন মধ্যস্থের নিকটে বিবাদীয় প্রশ্ন বা প্রশ্নসমূহ নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিবেন। সালীসেরা একমত হইলে, তাঁহাদের নিষ্পত্তি এবং তাঁহারা একমত না হইলে, উক্ত মধ্যস্থের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। কোন এক পক্ষ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

umpire if they disagree, shall be final, and in case either party shall neglect or refuse to appoint an arbitrator within the specified time, the arbitrator appointed by the other party shall make a decision alone, and the decision of such arbitrators, umpire, or arbitrator, as the case may be, shall be effectual and binding upon both parties.

28. The words "the said Corporation" used in this agreement shall include the present Corporation and their successors, and also all persons empowered by the said Corporation or their successors or by other duly constituted authority to do any act or thing or exercise any powers or authorities which the said Corporation are hereinbefore authorized or empowered to do or exercise.

W. E. H. FORSYTH,
Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal,
Legislative Department.

THE following Bill was read in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for the purpose of making Laws and Regulations on the 20th December 1879, and was referred to a Select Committee, who are to report thereon in three weeks:—

A Bill for amending the Calcutta Port Improvement Act, 1870.

Preamble.

WHEREAS upon the appointment of the Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta to be Conservators of the said Port under the provisions of section 95 of Bengal Act V of 1870, the sum of Rs. 17,65,000 was amongst others due from the said Commissioners to the Secretary of State for India in Council, and it was subsequently agreed between the said Commissioners and the said Secretary of State that the former should be held liable for interest only on the said Rs. 17,65,000, and should not be called upon to repay the principal, and it is expedient to provide for payment of interest on the said sum; and whereas the said Commissioners have accumulated funds amounting to about 5½ lakhs of rupees, hereinafter called the reserve fund, to meet sudden and urgent disbursements connected with the said port, and it is expedient to exempt the same from liability for certain debts of the said Commissioners; and whereas it is expedient to empower the said Commissioners to borrow money for the estimated costs of any works hereafter to be undertaken by them, and to borrow from Government the sum of Rs. 54,22,567-3-0 in respect

[*Government Gazette, 27th January* 1880.]

একজন সালীস নিযুক্ত করিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিলে, অপর পক্ষের নিযুক্ত সালীস একাকী নিষ্পত্তি করিবেন; এবং উক্ত সালীসদের বা, স্থলবিশেষে, মধ্যস্থের বা সালীসের নিষ্পত্তি উভয় পক্ষের সম্বন্ধেই ফলবৎ ও বলবৎ হইবে।

২৮। এই নিয়মপত্রে ব্যবহৃত "উক্ত সমবায়িত সমাজ" শব্দে বর্ত্তমান সমবায়িত সমাজ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদিগকে বুঝাইবে, এবং ইহাতে উক্ত সমবায়িত সমাজের যে কোন কার্য্য বা অন্য কিছু করিবার বা যে কোন ক্ষমতা বা শক্তি চালাইবার বিধান আছে, উক্ত সমবায়িত সমাজ বা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা বা অন্য নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা করিবার বা চালাইবার ক্ষমতা যে সকল ব্যক্তিদিগকে প্রদান করেন তাহাদিগকেও বুঝাইবে।

ডবলিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ,
ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৭৯ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়, তাঁহারা তদ্বিষয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন।—

কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ ১৮৭০ সালের আইন সংশোধন করিবার নিমিত্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনরেরা যৎকালে ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৯৫ ধারার বিধানমতে উক্ত বন্দরের রক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, উক্ত কমিশ্যনরদের অন্য ঋণের সহিত ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নিকটে ১৭,৬৫,০০০, টাকা ঋণ ছিল, এবং পরে উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের সহিত উক্ত কমিশ্যনরদের এই চুক্তি হয় যে কমিশ্যনরেরা উক্ত ১৭,৬৫,০০০, টাকার সুদের জন্য কেবল দায়ী থাকিবেন, এবং আসল টাকা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতি আদেশ করা যাইবে না, এক্ষণে ঐ টাকার সুদ দিবার বিধান করা আবশ্যক। আর উক্ত বন্দর সংক্রান্ত আকস্মিক ও অত্যাবশ্যক খরচ যোগাইবার নিমিত্ত উক্ত কমিশ্যনরেরা আপনাদের তহবীলে ৫½ লক্ষ টাকা জমা করিয়াছেন, এই তহবীল পরে রিজার্ভ ফণ্ড অর্থাৎ উত্তর কালের জন্য রক্ষিত তহবীল নামে অভিহিত হইবে, এবং ইহা উক্ত কমিশ্যনরদের কোনং ঋণ দায় হইতে মুক্ত রাখা আবশ্যক। আবার উক্ত কমিশ্যনরেরা ভবিষ্যতে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহার অনুমানমত ব্যয়নির্ব্বাহার্থে ঋণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ও এপর্য্যন্ত তাঁহারা যে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের স্থানে ৫৪,২২,৫৬৭৶০ ঋণ গ্রহণ করিবার ও তৎ পরিশোধের বিধান করিবার নিমিত্ত উক্ত কমিশ্যনরদিগকে

of works hitherto undertaken by them and to provide for the repayment of the same, and to further amend Bengal Act V of 1870: It is hereby enacted as follows:—

Short title.

I.—This Act may be called "The Port Commissioners' Amendment Act, 1880."

Commencement.

It shall be read with, and taken as part of, Bengal Act V of 1870, as amended by Bengal Act VII of 1871 and Bengal Act III of 1872, and it shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Repeal of sections of Bengal Act V of 1870.

II.—Sections 6, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 82, and 90 of Bengal Act V of 1870, and Schedules A, B and C annexed thereto, are hereby repealed.

This repeal shall not affect the validity of anything done or suffered, or any right, title, obligation, or liability accrued, before the commencement of this Act.

Property of Commissioners to be held for purposes of this Act.

III.—All property vested in, or acquired or held by, and all moneys paid or payable to, the Commissioners shall be held upon trust for the purposes of this Act and not otherwise.

Commissioners may borrow from Government.

IV.—It shall be lawful for the Commissioners to borrow from the Secretary of State for India in Council the sum of Rs. 54,22,567-3-0 upon the terms hereinafter mentioned.

Repayment of principal

V.—The said sum shall be repaid by the Commissioners to the said Secretary of State by half-yearly instalments of such amount that not less than one-fifth of the whole shall be repaid within ten years, not less than one-half within twenty years, and the whole within thirty years from the commencement of this Act.

Payment of interest.

VI.—Interest at the rate of 4½ per cent. per annum upon the said amount and upon the said sum of Rs. 17,65,000 shall be paid by the Commissioners to the said Secretary of State half-yearly; the first of such payments to be made on the 30th day of June 1880.

In case of default, Government how to proceed.

VII.—In case of default of payment of any such instalment or interest, the Government may proceed to realize the same in

ক্ষমতা দেওয়া ও ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন আরো সংশোধন করা আবশ্যক। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা।—এই আইন "বন্দরের কমিশ্যনরদের আইন সংশোধন বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আরম্ভ।

এই আইন ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনদ্বারা ও ১৮৭২ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের সহিত পঠিত ও তাহারই অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে, এবং ইহা যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনসহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই তারিখ অবধি বলবৎ হইবে।

১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের কএক ধারা রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৮২, ও ৯০ ধারা এবং উক্ত আইন সংযুক্ত A, B, ও C তফসীল এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যাহা কিছু করা বা করিতে দেওয়া যায়, অথবা যে কোন স্বত্ব বা অধিকার বা কর্ত্তব্য বা দায় উৎপন্ন হয়, এই রহিতা দ্বারা তাহার সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন হইবে না।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে সম্পত্তি কমিশ্যনরদের অধিকারে রাখিবার কথা।

৩ ধারা। যে সকল সম্পত্তি কমিশ্যনরদের প্রতি বর্ত্তে বা তাঁহারা প্রাপ্ত হন বা অধিকারে রাখেন, এবং যে সকল টাকা তাঁহাদিগকে দত্ত বা দেয় হয়, তৎ সমুদয় এই আইনমত কার্য্যপক্ষে ন্যস্তধন স্বরূপ তাঁহাদের অধিকারে থাকিবে, অন্যরূপে নহে।

গবর্ণমেণ্টের স্থানে কমিশ্যনরদের ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবার কথা।

৪ ধারা। নিম্নলিখিত নিয়মে কমিশ্যনরগণ ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্থানে ৫৪,২২,৫৬৭ ৶০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আসল টাকা দিবার কথা।

৫ ধারা। কমিশ্যনরগণ উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবকে ছয় ছয় মাসের কিস্তি করিয়া উক্ত টাকা এরূপে দিবেন যে এই আইনের প্রচলনারম্ভ অবধি দশ বৎসরের মধ্যে ঐ টাকার অন্যূন পঞ্চমাংশ, বিশ বৎসরের মধ্যে অন্যূন অর্দ্ধেক, ও ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সমুদয় পরিশোধ হইবে।

সুদ দিবার কথা।

৬ ধারা। কমিশ্যনরগণ উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবকে ছয় ছয় মাসান্তে উক্ত টাকার উপর ও পূর্ব্বোক্ত ১৭,৬৫,০০০ টাকার উপর বৎসর শতকরা ৪½ টাকা হিসাবে সুদ দিবেন। ১৮৮০ সালের ৩০ জুন তারিখে প্রথমে উক্ত রূপ সুদের টাকা দেওয়া যাইবে।

দিতে ক্রটি হইলে, গবর্ণমেণ্টের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৭ ধারা। উক্তরূপ কোন কিস্তির বা সুদের টাকা দিতে ক্রটি হইলে, গবর্ণমেণ্ট এই আইনের ১৭ ও ১৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে তাহা

the manner prescribed by sections 17 and 18 of this Act, but nothing in this Act shall be deemed to confer upon Government any greater right in respect of realization than that conferred upon other creditors of the Commissioners under this Act.

আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন; কিন্তু এই আইনমতে কমিশ্যনরদের অন্য মহাজনদের প্রতি টাকা আদায় করিবার যে স্বত্ব অর্পিত হইয়াছে, এই আইনের কোন কথায় তদধিক স্বত্ব গবর্নমেন্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

Power to repay before due date.

VIII.—Notwithstanding the provisions of section 5, it shall be lawful for the Commissioners, if they think fit, out of any moneys which may come to their hands under the provisions of this Act, to repay to the Secretary of State in Council any sum which for the time being may remain due to him under the provisions of this Act for principal, although the time fixed for the repayment of the same shall not have arrived: provided always that no such repayment shall be made of any sum less than ten thousand rupees, nor of any sum not being a multiple of ten thousand rupees; and from and after any such repayment no further sum as interest shall be payable to the said Secretary of State in Council in respect of the sum which shall have been so repaid.

নিরূপিত তারিখের পূর্ব্বে টাকা দিবার কথা।

৮ ধারা। ৫ ধারার বিধান প্রবল থাকিতে ও এই আইনের বিধানমতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের তৎকালে আসল যত টাকা পাওনা থাকে সেই টাকা দিবার সময় না হইলেও এই আইনের বিধানমতে কমিশ্যনরদের হাতে যে টাকা আইসে বিহিত বোধ করিলে তাঁহারা তাহাহইতে ঐ টাকা দিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত প্রকারে একই কালে দশ সহস্রের ন্যূন কিম্বা দশ সহস্রের গুণিতক ভিন্ন দেওয়া যাইবে না। তদ্রূপে টাকা দেওয়া গেলে পর উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবকে সেই টাকার সুদ আর দিতে হইবে না।

Money to be raised for works.

IX.—If the Lieutenant-Governor of Bengal shall by an order published in the *Calcutta Gazette*, so direct, it shall be lawful for the Commissioners from time to time to raise money for the estimated cost of any works or arrangements sanctioned by him to such extent as he may from time to time direct.

উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত টাকা তুলিবার কথা।

৯ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া আজ্ঞা দিলে, তিনি সময়ে২ যে কার্য্য ও নিয়ম অনুমোদন করেন কমিশ্যনরেরা সময়ে২ তাহার আনুমানিক ব্যয়ের উপযুক্ত টাকা তুলিতে পারিবেন।

Security for loans.

X.—In such case it shall be lawful for the Commissioners to raise a loan or loans on the security of the property, other than the said reserve fund, and the interest thereon, vested in or acquired by them under this Act, or on the security of the total aggregate amount of the proceeds of all or any of the tolls, duties, rates, and charges leviable under this Act.

ঋণগ্রহণের জামিনের কথা।

১০ ধারা। এরূপ স্থলে উক্ত রিজার্ব ফণ্ড ও তাহার সুদ ছাড়া যে সম্পত্তি কমিশ্যনরদের প্রতি বর্ত্তে বা তাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা তাহা জামীন রাখিয়া, অথবা এই আইনমতে আদেয় সমুদয় বা কোন টোলের, মাসুলের, করের ও খরচের উৎপন্ন মোট টাকা জামিন রাখিয়া, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

Loans to be contracted in India.

XI. Unless the Lieutenant-Governor of Bengal, with the previous sanction of the Governor-General in Council, shall by an order published in the *Calcutta Gazette* otherwise direct, such loans shall be contracted in India and in the Indian currency, and the Commissioners shall accumulate, in the case of each of such loans, a sinking fund of such an amount as will suffice to liquidate such loan within thirty years from the date of the contracting of the same.

ভারতবর্ষে ঋণগ্রহণ করিতে হইবার কথা।

১১ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরের আদেশ না দিলে, ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের প্রচলিত মুদ্রায় উক্ত ঋণগ্রহণ করা যাইবে; এবং উক্তরূপ প্রত্যেক ঋণগ্রহণস্থলে কমিশ্যনরগণ ঈদৃশ পরিমাণের সিঙ্কিং ফণ্ড অর্থাৎ ঋণপরিশোধার্থ তহবীল জমাইতে থাকিবেন যাহাতে ঋণগ্রহণের তারিখ অবধি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে উক্ত ঋণ পরিশোধ হইতে পারে।

XII.—Such loans and the interest thereon shall be a first charge on all property acquired by the Commissioners under this Act, and on all tolls, duties, rates, and charges leviable under this Act.

Loans to be a first charge on property.

XIII.—All the moneys so to be raised shall be applied by the Commissioners upon the construction and repair of works and erections necessary or expedient for the carrying out of the purposes of this Act, and upon the acquisition of immovable and movable property requisite for such construction or repair as aforesaid, and to the payment of such salaries, fees, and expenses, and such principal and interest as may be due in respect of such construction or repair as aforesaid.

Application of funds raised.

XIV.—Whenever the half-yearly account, directed by Bengal Act V of 1870 to be laid before the Lieutenant-Governor of Bengal, shall show a surplus for the half-year of receipts over expenditure, such surplus, or so much thereof as the Lieutenant-Governor shall think fit, shall be applied by the Commissioners in paying off any of the debentures that may be issue under this Act, the principal sum due in respect whereof may be then payable; or such surplus may, if the Lieutenant-Governor shall so direct, in whole or part, be invested by the Commissioners in the purchase in their corporate name of Government securities or of their own debentures, and the interest thereof may be accumulated and invested in like manner, with power to the Commissioners at any time to dispose of any such securities or debentures, and to apply the proceeds and interest thereof, with the sanction of the Lieutenant-Governor, in or towards any of the purposes of this Act.

Application of surplus receipts.

XV.—The Commissioners may at any time, according to the provisions aforesaid, and with the approval of the Lieutenant-Governor of Bengal, raise in any of the ways aforesaid any money that may be required to pay any amount for the time being due from the Commissioners under this Act.

Payment of debentures by fresh mortgage of rates.

XVI.—All debentures which may be issued under the authority of this Act shall be in the form contained in the schedule hereto annexed, and shall be transferable by endorsement, and the right to sue in respect of the moneys secured by any of such debentures shall be vested in the holders thereof for the time being without any

Form of debenture.

১২ ধারা। এই আইনমতে কমিশনরগণ যে সকল সম্পত্তি প্রাপ্ত হন ও এই আইনমতে যে সকল টোল ও মাসুল ও কর ও খরচ আদায় করা যাইতে পারে, উক্ত ঋণের টাকা ও তাহার সুদ তৎসমুদয়ের উপর প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

ঋণের টাকা সম্পত্তির উপর প্রথম দায়মধ্যে গণ্য হইবার কথা।

১৩ ধারা। উক্ত প্রকারে যত টাকা তোলা যায়, কমিশ্যনরেরা তাহা লইয়া এই আইনের উদ্দেশ্য সকল করিবার নিমিত্ত আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় কার্য্য ও গাঁথনী নির্ম্মাণ ও মেরামত করিবেন, ও পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ম্মাণ ও মেরামত কার্য্যনিমিত্ত প্রয়োজনীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিবেন, এবং পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ম্মাণ বা মেরামত কার্য্য সম্বন্ধে যে বেতন ও ফী ও খরচ ও যে আসল টাকা ও সুদ দেয় হয় তাহা দিবেন।

যত টাকা তোলা যায় তাহার প্রয়োগের কথা।

১৪ ধারা। ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মুখে ছয়২ মাসের যে হিসাব অর্পণ করিবার আদেশ হইয়াছে তদ্দ্বারা যাণ্মাসিক ব্যয় বাদে আয়ের উদ্বৃত্ত দেখা গেলে কমিশ্যনরেরা সেই উদ্বৃত্ত লইয়া কিম্বা উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহার যে অংশ উচিত বোধ করেন সেই অংশ লইয়া এই আইনমতে দত্ত ঋণ গ্রহণপত্রের যে মূল টাকা তৎকালে দেয় থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। অথবা শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব আজ্ঞা করিলে কমিশ্যনরেরা সেই উদ্বৃত্ত টাকার সমুদয় কি একাংশ লইয়া আপনাদের সমবায়ত্ত নামে গবর্ণমেন্ট সেক্যুরিটী কিম্বা আপনাদের ঋণগ্রহণপত্র ক্রয় করিতে পারিবেন ও তাহার সুদ জমা হইলে তাহাও সেই প্রকারে প্রয়োগ করিতে পারিবেন। এবং কমিশ্যনরদের এই ক্ষমতা থাকিবে যে, উক্ত কোন সিক্যুরিটী কি ঋণগ্রহণপত্র কোন সময়ে বিক্রয় করিয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মতিক্রমে এই আইনের উদ্দিষ্ট কোন কর্ম্মে সেই টাকা ও তাহার সুদ ব্যয় করিতে পারিবেন।

অবশিষ্ট আয়ের প্রয়োগের কথা।

১৫ ধারা। এই আইনমতে কমিশ্যনরদের যৎকালে যে দেনা থাকে তাহা শোধ করিবার নিমিত্ত যত টাকার প্রয়োজন হয়, কমিশনরেরা যে কোন সময়ে পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে ও বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ কোন প্রকারে উক্ত টাকা তুলিতে পারিবেন।

কর নূতন করিয়া বন্ধক রাখিয়া ঋণপত্রের টাকা শোধ করিবার কথা।

১৬ ধারা। এই আইনের বলে যে সকল ঋণগ্রহণ পত্র দেওয়া যায় তাহা এই আইনের তফসীলের পাঠে লেখা হইবে। তাহা পৃষ্ঠলিপি দ্বারা হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে। এবং যৎকালে যিনি উক্ত কোন ঋণগ্রহণপত্রধারী হন, তৎকালে তাঁহার প্রতি ঐ পত্রে নির্দ্দিষ্ট টাকা সম্পর্কে নালিশ করিবার অধিকার বর্ত্তিবে।

ঋণগ্রহণপত্রের পাঠের কথা।

preference by reason of some of such debentures being prior in date to others

Remedy by attachment if loan not repaid.

XVII.—If any loan made under this Act, or the interest accrued thereupon, is not repaid according to the conditions of this loan, the local Government may of its own motion, and shall upon the application of lenders representing not less than one-third in value of the total of the loan of which default has been committed, attach the tolls, duties, rates, fund, or property on the security of which the loan was made. After such attachment no person, except an officer appointed by the Lieutenant-Governor, shall in any way deal with the attached toll, duty, rate, fund, or property; but such officer may do all acts in respect thereof which the borrower might have done if attachment had not taken place, and shall apply the proceeds in satisfaction of the loan and of all interest and charges due in respect thereof, and of all expenses involved by the attachment and subsequent proceedings

How attachment is to be made.

XVIII.—The attachment of any toll, duty, rate, fund, or any property held as security for the loan shall be made by a notice addressed to the Commissioners, prohibiting the collection of such toll, duty, rate, or fund, or suspending the management of such property by the Commissioners, and vesting the administration thereof in such officer as the local Government may appoint. This notice shall be published in the *Calcutta Gazette*, and otherwise as may be directed by the local Government within the local limits of the Commissioners. The moneys collected or received under such attachment shall be paid into the Government treasury, and the accounts of such moneys shall be prepared in such form as the local Government may, on the report of the Accountant-General, from time to time direct. A copy of such accounts shall be published in the *Calcutta Gazette*; and if the Government of India so direct, submitted to it.

Commissioners empowered to make bye-laws.

XIX.—The Commissioners may from time to time make such bye-laws consistent with this Act, and with the Indian Ports Act, 1875, as they may think necessary for any of the following purposes (that is to say) :—

(*a*) for regulating, declaring, and defining the wharves, quays, stages, jetties, and piers on and from which goods shall be landed from, and shipped in, vessels within the port;

এই বিষয়ে কোনঽ পত্রের তারিখ অন্য পত্রের তারিখের পুর্ব্ববর্ত্তী হইলেও তাহার অগ্রগণ্যতা হইবে না।

ঋণের টাকা না দেওয়া গেলে, ক্রোক করিয়াপ্রতিকার পাইবার কথা।

১৭ ধারা। এই আইনমতে যে ঋণগ্রহণ করা যায় ও তাহার উপর যে সুদ পাওনা হয়, তাহা ঋণপত্রের নিয়মানুসারে না দেওয়া গেলে, যে টোল বা মাস্তল বা কর বা তহবীল বা সম্পত্তি জামিন স্বরূপ রাখিয়া ঐ ঋণ লওয়া যায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপন ইচ্ছাক্রমে তাহা ক্রোক করিতে পরিবেন, এবং যে ঋণের টাকা দিতে ত্রুটি হয় তাহার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ পাইবার অধিকারী মহাজনের প্রার্থনা করিলে অবশ্য২ ক্রোক করিবেন। ক্রোক করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কার্য্যকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তি ঐ ক্রোককৃত টোল বা মাস্তুল বা কর বা তহবীল বা সম্পত্তি লইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু ক্রোক না করা গেলে ঋণী তৎসম্বন্ধে যাহা করিতে পারিতেন, উক্ত কার্য্যকারকও তাহা করিতে পারিবেন ও উৎপন্ন টাকা লইয়া ঐ ঋণ পরিশোধ করিবেন ও তৎসম্পর্কীয় সকল সুদ ও খরচ দিবেন ও ক্রোক করিবার ও তৎপরবর্ত্তি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সমস্ত খরচ দিবেন।

যেপ্রকারে ক্রোক করিতে হইবে তাহার কথা।

১৮ ধারা। কোন টোল বা মাস্তল বা কর বা তহবীল বা সম্পত্তি জামিনস্বরূপ রাখিয়া ঋণ করা গেলে, কমিশ্যনরদের নামে নোটিস দিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত টোলের বা মাস্তলের বা করের বা তহবীলের টাকা আদায় করিতে নিষেধ করিয়া কিম্বা উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কমিশ্যনরদের কার্য্যাধ্যক্ষতা স্থগিত করিয়া ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কার্য্যকারকের প্রতি ঐ সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহের ভার দিয়া, উক্ত টোল প্রভৃতি ক্রোক করা যাইবে। ঐ নোটিস কলিকাতা গেজেটে ও কমিশ্যনরদের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। উক্তরূপ ক্রোকমতে যত টাকা আদায় করা বা পাওয়া যায় তাহা গবর্ণমেণ্টের খাজানা খানায় দিতে হইবে; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আকৌণ্টাণ্ট জেনরলের রিপোর্ট ক্রমে সময়ে২ যে পাঠের আদেশ করেন, সেই পাঠে উক্ত টাকার হিসাব প্রস্তুত করা যাইবে। ঐ হিসাবের এক খণ্ড প্রতিলিপি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিলে, উক্ত গবর্ণমেণ্টে পাঠান যাইবে।

কমিশ্যনরদের উপবিধি করিতে পারিবার কথা।

১৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা আবশ্যক বোধ করিলে পশ্চাল্লিখিত কার্য্য নিমিত্ত সময়ে২ এই আইন সঙ্গত ও ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন সঙ্গত উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) মাল যে ওয়ার্ফ ও পোস্ত, ও জেটী ও ষ্টেজ ও মঞ্চ হইতে জলযানে তোলা যাইবে ও তাহা হইতে নামান যাইবে, তাহার বিধান ও নির্দ্দেশ ও নিরূপণ করিবার নিমিত্ত;

(*b*) for the safe and convenient use of such wharves, quays, stages, jetties, and piers and of landing-places, tramways, warehouses, sheds, and other works in and adjoining the same ;

(*c*) for regulating the reception and removal of goods within and from the premises of the Commissioners, and for declaring the procedure to be followed for taking charge of goods which may have been damaged before landing or may be alleged to be so damaged ;

(*d*) for the mode of payment of tolls, charges, dues, and rates levied under this Act ;

(*e*) for providing water for ships and for licensing and regulating water-boats within the port ;

(*f*) for the removal of wrecks from the port or the river, and keeping clean the port, the river, the bank of the river, and the works of the Commissioners, and for preventing filth and rubbish being thrown therein or thereon ;

(*g*) for otherwise carrying out the purposes of this Act, and from time to time to vary, alter, or make any such bye-law so made by them.

Amendment of section 39 of Bengal Act V of 1870.

XX.—In section 39 (2) of the said Bengal Act V of 1870, the words "for the conveyance of passengers and" shall be inserted after the word "appliances," and the said section shall be read and construed as if the words hereby directed to be inserted therein had been originally therein inserted.

SCHEDULE (*referred to in section* 16).

FORM OF DEBENTURE.

The Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta.

The 18

No.

BY virtue of the Act No. of 18 of the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for making Laws and Regulations, entitled "an Act to appoint Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta," we, the Commissioners for making Improvements in the Port of Calcuta, in consideration of the sum of rupees paid to us by A B of promise to pay to the said or order the said sum of rupees after the date hereof, together with interest at the rate of per centum per annum payable half-yearly on the day of and the day of

(Signatures of the Chairman or Vice-Chairman and two Commissioners).

(খ) উক্ত ওয়ার্ফ ও পোস্তা ও ষ্টেজ ও শ্রেণী ও মঞ্চ ও তন্মধ্যস্থ ও তৎপার্শ্ববর্তী ঘাট ও ট্রামওয়ে ও গুদামঘর ও শেড ও অন্য বিষয় নির্ব্বিঘ্নে ও সুবিধাজনকরূপে ব্যবহার হইবার নিমিত্ত ;

(গ) কমিশ্যনরদের ভূম্যাদির সীমার মধ্যে মাল গ্রহণ ও তথা হইতে তাহা স্থানান্তর করিবার নিমিত্ত, ও জাহাজ হইতে নামাইবার পূর্ব্বে যে মালের হানি হইয়াছে বা হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়, সেই মাল আপনাদের জিম্মায় লইতে হইলে কমিশ্যনরদের যে প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত ;

(ঘ) এই আইনমতে যে প্রকারে টোল ও মাসুল ও দেনা টাকা ও কর দেওয়া যাইবে তন্নিমিত্ত ;

(ঙ) বন্দরের মধ্যে জাহাজে জল যোগাইবার ও জলের নৌকার লাইসেন্স দিবার ও বিধান করিবার নিমিত্ত ;

(চ) বন্দর বা নদী হইতে ভগ্ন জলযান স্থানান্তর করিবার ও বন্দর ও নদী ও নদীর ধার ও কমিশ্যনরদের বিষয় পরিষ্কার রাখিবার এবং তন্মধ্যে বা তাহার উপর জঞ্জাল বা রাবিশ ফেলা নিবারণ করিবার নিমিত্ত ;

(ছ) প্রকারান্তরে এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত, উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং সময়ে২ তাঁহাদের প্রণীত উক্ত উপবিধি পরিবর্ত্তন কি ভাবান্তর কি রহিত করিতে পারিবেন ।

১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৯ ধারা সংশোধনের কথা।

২০ ধারা । ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৯ ধারার ২ প্রকরণে "রক্ষা করণার্থ" এই কথার পর "ও আরোহিদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত" এই২ কথা দিতে হইবে ; এবং উক্ত ধারায় যেই২ কথা দিতে আদেশ হইল সেইই২ কথা প্রথমে থাকিলে যেরূপ হইত, তদ্রূপে ঐ ধারার পাঠ ও অর্থ করিতে হইবে ।

(১৬ ধারার উল্লিখিত) তফসীল ।

ঋণ গ্রহণ পত্রের পাঠ ।

কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনর গণ ।

সাল তাং

নং ।

আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় প্রণীত "কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার আইন" নামে অমুক সালের অমুক আইনের বলে কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনর আমরা অমুক স্থান নিবাসি শ্রীযুত অমুকের স্থানে এত টাকা প্রাপ্ত হইলাম, অদ্যকার তারিখ অবধি এত কালের পর তাঁহার উক্ত টাকা ফিরিয়া দিব, এবং ঐ টাকার উপর ছয়২ মাসে অর্থাৎ অমুক মাসের অমুক তারিখে ও অমুক মাসের অমুক তারিখে বৎসর শতক ১ টাকা হিসাবে সুদ দিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ঋণ গ্রহণ পত্র লিখিয়া দিলাম ।

(সভাপতির কিম্বা প্রতিনিধি সভাপতির ও দুই জন কমিশ্যনরের স্বাক্ষর)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

IN consequence of the decision of the Government of India that the Port Commissioners should in future borrow only in the open market, and that, to enable them to do so, the Government should surrender its preferential lien on the Commissioners' property, it becomes necessary to amend Bengal Act V of 1870. Sections 41 and 42 of that Act having been impliedly repealed by Act XXIV of 1871, which last Act is now repealed by Act XI of 1879, it is further necessary for the local legislature to grant fresh borrowing powers to the Port Commissioners. In consequence of a portion of the existing debt due from the Commissioners to Government having been incurred under Act XXIV of 1871, it is beyond the powers of the Local Council to alter the mode of repayment of that portion, and as it is desirable that the mode of repayment of all the existing repayable Government loans should be the same, it is provided that the Commissioners should take from Government, on the terms of payment proposed, a fresh loan equal to the aggregate sum due on the existing repayable loans, and should apply the amount in discharging these loans.

In the rules under the Local Authorities' Loan Act, 1879, the Governor-General in Council will make the requisite provision for the loans under that Act being immediately paid off if necessary.

Opportunity is also taken to make a slight amendment of section 82 of Bengal Act V of 1870, relating to the power of the Commissioners to make bye-laws.

C. T. BUCKLAND.

The 13th December 1879.

W. E. H. FORSYTH,
Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে বন্দরের কমিশ্যনরেরা ভবিষ্যতে চলিত বাজারেই ঋণ-গ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহাদিগকে তৎকার্য্যকরণক্ষম করিবার নিমিত্ত কমিশ্যনরদের সম্পত্তির উপর গবর্ণমেন্টের যে অগ্রগণ্য স্বত্ব আছে গবর্ণমেন্ট সেই স্বত্ব-পরিত্যাগ করিবেন। এই কারণে ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন সংশোধন করা আবশ্যক হইতেছে। উক্ত আইনের ৪১ ও ৪২ ধারা ১৮৭১ সালের ২৪ আইন দ্বারা ভাবতঃ রহিত করা যায়, এবং শেষোক্ত আইনও ১৮৭৯ সালের ১১ আইন দ্বারা এক্ষণে রহিত করা হইয়াছে। এ নিমিত্ত স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের বন্দরের কমিশ্যনর-দিগকে ঋণগ্রহণ করিবার নূতন ক্ষমতা দেওয়াও আব-শ্যক। গবর্ণমেন্টের স্থানে গৃহীত কমিশ্যনরদের বর্ত্তমান ঋণের কিয়দংশ ১৮৭১ সালের ২৪ আইনমতে গ্রহণ করা যায় বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই অংশ পরিশোধের প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম নহেন; এবং বর্ত্তমান পরিশোধনীয় গবর্ণমেন্টের সমুদয় ঋণের টাকা শোধ করিবার একই প্রণালী হওন বাঞ্ছনীয়, এই নিমিত্ত এইরূপ বিধান করা গিয়াছে যে বর্ত্তমান পরিশোধনীয় ঋণপত্র ক্রমে মোট যত টাকা দেয় হয় পরিশোধ করিবার প্রস্তাবিত নিয়মানুসারে কমিশ্যনর-রেরা তত্তুল্য টাকার নূতন ঋণ গবর্ণমেন্টের স্থানে লইয়া উক্ত ঋণপত্রের টাকা পরিশোধার্থে প্রয়োগ করিবেন।

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের ঋণগ্রহণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমত নিয়মে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব আবশ্যক হইলে উক্তআইনমত ঋণের টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করিবার আবশ্যক বিধান করিবেন।

কমিশ্যনরদের উপবিধি করিবার ক্ষমতা সম্পর্কীয় ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৮২ ধারাও এই সুযোগে কিয়ৎপরিমাণে সংশোধন করা গিয়াছে।

সি, টি, বকলাণ্ড।

১৮৭৯ সাল ১৩ ডিসেম্বর।

ডবলিউ, ই, এস, ফর্সাইথ।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A. AND B. L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, FEBRUARY 3, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ৩ ফেব্রুয়ারি।

PART VI.

Bills of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Bill was read in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for the purpose of making Laws and Regulations on the 10th January 1880, and was referred to a Select Committee, who are to report thereon in six weeks:—

[The portions in italics indicate proposed changes in the law.]

A Bill to amend and consolidate the Law relating to local rating for the construction, charges and maintenance of roads and other means of communication, and of provincial public works.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to *amend and consolidate the law relating to local rating for the* construction, *charges and* maintenance of *district* roads and other means of communication, *and of provincial public works,* within the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal, and *to* the levy of a road cess *and a public works cess* on immovable property situate therein, and to *the*

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮০ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়; তাঁহারা তদ্বিষয়ে ছয় সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন।

পথ ও গমনাগমনের অন্যান্য উপায় ও প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য প্রস্তুত করিবার ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ ও রক্ষা করিবার স্থানীয় কর সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে জিলার পথ ও গমনাগমনের অন্যান্য উপায় ও প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য প্রস্তুত করিবার ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ ও রক্ষা করিবার স্থানীয় কর সংক্রান্ত ও উক্ত দেশান্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্ত্ত কার্য্য কর আদায় সংক্রান্ত এবং উক্ত পথকরের প্রাপ্ত টাকার অধ্যক্ষতা করণার্থ স্থানীয় কমিটী সংস্থাপন সংক্রান্ত

Constitution of local committees for the management of the proceeds *of the said road cess:* It is hereby enacted as follows:—

PRELIMINARY.

Short title and commencement.

1. This Act may be called "The Cess Acts 1879," and it shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette,* with the assent of the Governor-General.

Extent of Act.

2. *This Act may extend to all the territories under the administration of the Lieutenant-Governor of Bengal, including the Scheduled Districts of Bengal as defined by the Scheduled Districts Act,* 1874;

And it shall take effect at once in every district and part of a district in which the said Bengal Act X of 1871 *and Bengal Act II of* 1877 *were in force on the date of the commencement of this Act.*

The Lieutenant-Governor may, by notification in the Calcutta Gazette, extend its provisions to any other district or part of a district situate in the said territories which is not included within the limits of the town of Calcutta, or within the limits of any first class or second class municipality or union or station under the Bengal Municipal Act, 1876; *and this Act shall take effect accordingly from the date specified in such notification.*

Power to exempt districts from operation of Act.

The Lieutenant-Governor may, by notification in the Calcutta Gazette, exempt any district or part of a district, or any estate or tenure, from the operation of this Act or from the operation of so much of this Act as relates to the public works cess, and may at any time, by a similar notification, cancel such exemption.

Repeal of District Road Cess Act, 1871, *and Provincial Public Works Act,* 1877.

3. *Bengal Act X of* 1871 *and Bengal Act II of* 1877 *are hereby repealed. But all rules, orders, appointments and valuations in force at the commencement of this Act, which were made under the said Acts, shall, so far as they are consistent with this Act, be deemed to have been made under this Act*

And all cesses which were imposed under the said Acts, and are leviable under this Act, shall be deemed to have been imposed under this Act, and shall continue to be levied as herein provided.

[*Government Gazette,* 3rd *February* 1880.]

ব্যবস্থা সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত; এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপনাম ও আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন "কর-বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে। এই আইন যে তারিখে শ্রীযুক্ত গবর্ণর-জেনরল সাহেবের অনুমোদনক্রমে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায়, সেই তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে।

আইনের ব্যাপ্তি।

২ ধারা। তফসীলের লেখা প্রদেশবিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনমত। তফসীলের লেখা প্রদেশসমেত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন সমস্ত দেশে এই আইন প্রচলিত হইতে পারিবে।

এবং যে জিলার বা জিলার অংশে ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১০ আইন ও ১৮৭৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইন এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে বলবৎ থাকে, তথায় এই আইন আবলম্বে ফলবৎ হইবে।

কলিকাতা নগরের সীমার অন্তর্গত স্থান ভিন্ন অথবা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপলবিষয়ক আইনমত প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটীর বা গ্রাম সমাহারের বা ষ্টেশনের অন্তর্গত স্থান ভিন্ন উক্ত দেশের কোন জিলায় বা জিলার অংশে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব, কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করিয়া, এই আইন প্রচলিত করিতে পারিবেন; তাহা করা গেলে সেই জ্ঞাপনপত্রে যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই তারিখ অবধি এই আইন ফলবৎ হইবে।

আইনের বিধান হইতে কোন২ জিলা মুক্ত করিবার কথা

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আইনের বিধানহইতে অথবা এই আইনের যে অংশ পূর্ত্ত-কার্য্য কর সম্পর্কীয় সেই অংশের বিধান হইতে কোন জিলা কিম্বা কোন জিলার অংশ কিম্বা কোন মহাল কি তালুকাদি মুক্ত করিতে পারিবেন, ও কোন সময়ে তদ্রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ মুক্ত করণের আজ্ঞা রহিতও করিতে পারিবেন।

প্রদেশীয় পথকর বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন ও সাধারণের উপকারার্থ কার্য্য বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন রহিত হইবার কথা।

৩ ধারা। ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১০ আইন ও ১৮৭৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আইনদ্বয়মতে প্রণীত যে সকল বিধি ও আজ্ঞা ও নিয়োগ ও মূল্য নিরূপণ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে প্রবল থাকে, তৎসমুদয় যত দূর এই আইন সঙ্গত হয় এই আইনমতে কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

আর পূর্ব্বোক্ত আইনদ্বয়মতে সংস্থাপিত যে সকল কর এই আইনমতে আদায় করা যাইতে পারে, তৎসমুদয় এই আইনমতে সংস্থাপিত বলিয়া গণ্য হইবে ও এই আইনমতে আদায় হইতে থাকিবে।

4. In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context—

Interpretation clause.

"Annual value of land" means the total rent which is paid or, if no rent is actually paid, would be reasonably expected to be payable during the year by all the cultivating ryots thereof; or by other persons in actual use and occupation thereof.

"Annual value of land."

"Collector" includes any person vested with the powers of a Collector.

"Collector."

"Cultivating ryot" means a person cultivating *himself or through hired labourers or others* lands *held in his name for which he receives no rent in money or in kind.*

"Cultivating ryot."

"District" means the portion of territory throughout which any person vested with the powers of a Collector is authorized to exercise such powers.

"District."

"Estate" means—(1) any land or share *or interest in land* subject to the payment to Government of an annual sum, in respect of which the name of a proprietor is entered in the general register of revenue-paying lands, or in respect of which a separate account may in pursuance of section 10 or 11 of Act XI of 1859, *or of section* 70 *of Bengal Act VII of* 1876, have been opened;

"Estate."

(2) any *revenue-free property or share or interest in any such property* entered in the *general* register of revenue-free *lands;*

(3) any land the revenue or rent of which may be payable directly to the Collector or any person specially appointed by him to collect the same;

(4) any land acquired under any rules issued by or under authority of Government for the sale, grant, *lease,* or clearance of waste lands.

"Holder of an estate or tenure" means all or any of the holders thereof; and where two or more persons are jointly holders thereof, they shall be jointly or severally liable under this Act.

"Holder of an estate or tenure."

"Immovable property" includes lands, and all benefits to arise out of land and things attached to the earth, or permanently fastened to anything which is attached to the earth, but does not include crops of *any* kind, *or houses, shops, or other buildings.*

"Immovable property."

"Land" means land which is cultivated, uncultivated, or covered with water.

"Land."

৪ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা তাহান্তর অর্থ প্রকাশ না হইলে এই আইনে,

অর্থ করণের ধারা।

কোন ভূমির সকল কৃষিকারি রাইয়ৎ কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিরা নিজে ভূমি যোত ও দখল করে তাহারা বৎসর যত খাজানা দেয়, কিম্বা খাজানা না দিলেও যুক্তিমতে ঐ ভূমির যত খাজানা হইতে পারে, "ভূমির বার্ষিক মূল্য" শব্দে সেই খাজানা সমষ্টি বুঝাইবে।

"ভূমিরবার্ষিক মূল্য।"

"কালেক্টর" শব্দে কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

"কালেক্টর।"

যে ব্যক্তি স্বয়ং বা বেতন ভোগী মুজুরের বা অন্যের দ্বারা স্বনামে ভোগকৃত ভূমি চাষ করিয়া খাজানা স্বরূপ টাকা কি শস্য পায় না "কৃষিকারি রাইয়ৎ" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে।

"কৃষিকারি রাইয়ৎ।"

কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি দেশের যে অংশ ব্যাপিয়া সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে সক্ষম হন "জিলা" শব্দে দেশের সেই অংশ বুঝাইবে।

"জিলা।"

"মহাল" শব্দে—১। মালগুজারী মহালের সাধারণ রেজিস্টর নামে খ্যাত রেজিস্টরী বহীতে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক মালগুজারী যে ভূমির কি ভূমির যে অংশের বা স্বার্থের অধিকারির নাম লেখা থাকে, অথবা যাহার উপলক্ষে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ কি ১১ ধারানুসারে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭০ ধারানুসারে স্বতন্ত্র হিসাব রাখা যায় সেই ভূমি, বা অংশ বা স্বার্থ,

"মহাল।"

২। লাখেরাজ ভূমির সাধারণ রেজিস্টরী বহীতে যে লাখেরাজ সম্পত্তি কিম্বা তদ্রূপ সম্পত্তির যে অংশ কি স্বার্থ লেখা থাকে সেই সম্পত্তি কি অংশ কি স্বার্থ,

৩। যে ভূমির রাজস্ব কি খাজানা নিজ কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তাহা আদায় করণার্থে তাঁহার বিশেষমতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় সেই ভূমি,

৪। পতিত ভূমি বিক্রয় কি দান কি পাট্টা বিলি কি পরিষ্কার করণার্থে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যে বিধি করা যায় সেই বিধিমতে প্রাপ্ত ভূমি বুঝাইবে।

"মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী" শব্দে ঐ ভূমির সকল কি অন্যতর ভোগাধিকারী বুঝাইবে। দুই কি তদধিক ব্যক্তি সাধারণ অধিকারী হইলে তাঁহারা এই আইনমতে একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হইবেন।

"মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারী।"

ভূমি এবং ভূমিহইতে ও ভূমিতে সংলগ্ন দ্রব্য হইতে ও যে দ্রব্য ভূমিতে সংলগ্ন কোন দ্রব্যে চিরবদ্ধ থাকে সেই দ্রব্য হইতে উৎপন্ন কোন লাভও "স্থাবর সম্পত্তি" শব্দে গণ্য, কিন্তু এ শব্দে কোন প্রকারের ফসল কিম্বা বাটী বা দোকান বা অন্য কোটা প্রভৃতি গণ্য নয়।

"স্থাবর সম্পত্তি।"

"ভূমি" শব্দে আবাদ ও গরআবাদি ও জলময় ভূমিও বুঝাইবে।

"ভূমি।"

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৩ ফেব্রুয়ারি।]

"Part" and "Section." — *"Part" and "Section" mean respectively a part and* section of this Act.

"Tenure." — "Tenure" includes every interest in land, whether rent-paying or not, save an estate as above-defined, and save the interest of a cultivating ryot.

"অধ্যায়" ও "ধারা।" — "অধ্যায়" ও "ধারা" শব্দে যথাক্রমে এই আইনের অধ্যায় ও ধারা বুঝাইবে।

"তালুকপ্রভৃতি।" — "তালুকপ্রভৃতি" শব্দে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মহাল ভিন্ন এবং কৃষিকারি রায়তের স্বার্থভিন্ন খাজানাদায়ি বা অন্যরূপ ভূমিগত সকল স্বার্থ গণ্য।

Lieutenant-Governor may declare what are provincial public works. — 5. *The Lieutenant-Governor shall have power to declare, by notification in the Calcutta Gazette, what works are to be deemed provincial public works for the purposes of this Act.*

প্রদেশীয় পূর্ত্তকার্য্য কাহাকে বলা যাইবে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের ইহা নির্দ্দেশ করিবার কথা। — ৫ ধারা। এই আইনের কার্য্যোপলক্ষে যে প্রকারের কার্য্য প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইবেন।

All immovable property to be liable to a road cess and public works cess. — 6 From and after the commencement of this Act in any district, *or part of a district*, all immovable property situated therein shall be liable to the payment of—

(1) a road cess, to be applied to the construction and maintenance of roads and other means of communication within the said district, *or part thereof*;

(2) *a public works cess, to be applied to the construction and maintenance of provincial public works to be at the disposal of the Lieutenant-Governor for application to the construction charges and maintenance of provincial public works, or to the payment of interest on capital already expended on such works;*

and such road cess *and public works cess* shall be recoverable from the several owners and occupiers of such property in the proportions and in the manner hereinafter provided.

স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্ত্ত কার্য্য কর ধার্য্য হইতে পারিবার কথা। — ৬ ধারা। এই আইন যে সময়ে কোন জিলায় বা জিলার অংশে চলন করা যায় সেই সময়াবধি তদন্তর্গত সকল স্থাবর সম্পত্তির উপর

(১) প্রদেশীয় পথকর লাগিতে পারিবে। ঐ কর উক্ত জিলার বা অংশের মধ্যে যাতায়াত করিবার পথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও রক্ষা করণের কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইবে।

(২) পূর্ত্তকার্য্য কর লাগিতে পারিবে। ঐ কর প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য নির্ম্মাণ ও রক্ষণার্থে প্রয়োগ করা যাইবে এবং প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য নির্ম্মাণ ও রক্ষা করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ও উক্ত কার্য্যে ব্যয়িত মূল ধনের সুদদানার্থে তাহা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞাধীন থাকিবে।

যে২ ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির স্বামী ও দখিলকার হন, তাঁহাদের স্থানে নিম্নলিখিত হারে ও নিয়মানুসারে ঐ পথকর ও পূর্ত্ত কার্য্য কর আদায় করা যাইতে পারিবে।

Power to fix cess year. — 7. The Lieutenant-Governor shall, by an order published in the *Calcutta Gazette*, fix the date from which all the cesses leviable under this Act in any district, *or part of a district*, shall take effect therein, and the cess year in such district, *or part thereof*, shall run from that date.

করের বৎসর নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা। — ৭ ধারা। এই আইনমতে যে কর আদায় হইতে পারে তাহা যে তারিখ অবধি যে জিলায় বা জিলার অংশে প্রবল হইবে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া ইহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন ও উক্ত জিলার বা জিলার অংশে সেই তারিখ অবধি ঐ করের বৎসর চলিবে।

PART I.—CESS ON LAND.

Valuation.

১ অধ্যায়।—ভূমির উপর পথকর।

মূল্যনিরূপণের কথা।

Proclamation to make return of lands to be issued. — 8. *Whenever it has been decided to make a valuation of a general re-valuation of lands for the purposes of this Act in any district or part thereof,* the Collector shall cause a proclamation to be issued, requiring every holder of any estate or tenure of which the annual Government revenue or *the annual* rent shall exceed one hundred rupees, *and every holder of any revenue-free estate or rent-free tenure, the gross rental of which shall exceed one hundred rupees,* severally to lodge at the

ভূমির রিটর্ণ দিবার ঘোষণাপত্র হইবার কথা। — ৮ ধারা। এই আইনের কার্য্যোপলক্ষে কোন জিলার কিম্বা জিলার অংশে ভূমির মূল্য নিরূপণ কিম্বা সাধারণ পুনর্মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে, অবধারিত হইলে, যে২ মহালের কি তালুকপ্রভৃতির বার্ষিক সরকারী রাজস্ব বা বার্ষিক খাজানা এক শত টাকার অধিক হয়, এবং যে২ লাখেরাজ মহালের বা নিষ্কর তালুকপ্রভৃতির মোট খাজানা একশত টাকার অধিক হয়, তাহার প্রত্যেক ভোগাধিকারী এক মাসের মধ্যে কালেক্টরী কাছারীতে এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের পাঠে ঐ পাঠের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তান্ত সম্বলিত

Collector's office within one month a return of all lands comprised in his estate or tenure in the form in Schedule (A) hereto annexed, and containing the particulars in such form set forth.

Publication of proclamation.

The Collector shall cause such proclamation to be published by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the office of such Collector, in every civil court, in every police station, and in the office of every sub-divisional officer within the district.

Notice to return lands.

9. *After the publication of such proclamation, or, in the event of a partial re-valuation of lands in any district, after the Board of Revenue shall have determined the estates to be re-valued,* the Collector shall cause a notice to be served *in respect of every such estate which is to be so valued or re-valued, and also a notice in respect of every such tenure included in any such estate* which may have been named in any return lodged in pursuance of the provisions of this Act *either for the purposes of the re-valuation then contemplated,* or for the purposes *of any previous valuation,* or *which* may have been entered in any register in the Collector's office;

such notice shall be in the Form of notice No. 2 in Schedule A hereto annexed;

Penalty in case of omission or refusal.

and all holders of such estates and of such tenures who shall, without sufficient cause being shown to the satisfaction of the Collector, refuse or omit, for the space of *two* months after service of such notice, to lodge in the office of the Collector such return as hereinbefore mentioned, shall be severally liable to a fine which may extend to fifty rupees for every day after the expiration of such *two* months until such return shall be furnished, or until the value of the lands comprised in their respective estates and tenures shall have been ascertained and fixed by the Collector as hereinafter provided.

Extension of time for return.

The Collector may, upon sufficient grounds for so doing being proved to his satisfaction, from time to time extend the period for lodging any such return.

No rent to be recovered till return is made.

10. From and after the expiry of *two* months from the service of any such notice, or of any extension of such time under the provisions of the last preceding section, every holder of an estate or tenure in respect of which such notice shall have been served shall be precluded from suing for or recovering any rent in respect

আপনং মহালের ও তালুকপ্রভৃতির অন্তর্গত সমস্ত ভূমির রিটর্ণ দেন কালেক্টর সাহেব এই মর্ম্মের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন।

ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইবার কথা।

আপনার কাছারী ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ও জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতে ও প্রত্যেক পোলীস থানায় ও প্রত্যেক মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের কাছারীঘরে কালেক্টর সাহেব ঐ ঘোষণাপত্র লটকাইয়া প্রকাশ করিবেন।

ভূমির রিটর্ণ দিবার নোটিসের কথা।

৯ ধারা। সেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা গেলে পর কিম্বা কোন জিলার ভূমির আংশিক পুনর্মূল্য নিরূপণ স্থলে রেবিনিউ বোর্ড যেং মহালের পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবেন তাহা স্থির করিলে পর কালেক্টর সাহেব যে প্রত্যেক মহালের মূল্য নিরূপণ বা পুনর্মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে, তাহার পক্ষে নোটিস দেওয়াইবেন, এবং তৎকালে কল্পিত পুনর্মূল্য নিরূপণ কার্য্যোপলক্ষে অথবা পূর্ব্বের কোন মূল্যনিরূপণ কার্য্যোপলক্ষে এই আইনের বিধানানুসারে রিটর্ণ দেওয়া গেলে তন্মধ্যে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের কাছারীর কোন রেজিষ্টরী বহীতে পূর্ব্বোক্ত কোন মহালের অন্তর্গত যে তালুক প্রভৃতির নাম লেখা থাকে তাহার পক্ষেও নোটিস দেওয়াইবেন।

ঐ নোটিস এই আইন সংযুক্ত A তফসীলের ২ নং নোটিসের পাঠে হইবে।

অস্বীকার করিলে বা না দিলে দণ্ডের কথা।

এবং উক্ত মহালের ও তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীরা কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধমতে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়া ও যদি ঐ নোটিস পাইবার পর দুই মাস পর্য্যন্ত উক্ত কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে পূর্ব্বোক্ত রিটর্ণ দিতে অস্বীকার করেন কিম্বা না দেন, তবে ঐ দুই মাস গত হইলে পর যতদিন সেই রিটর্ণ না দেওয়া যায় কিম্বা কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত বিধানমতে যত দিন সেইং মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্ধার্য্য না করেন, তাহার দিনপ্রতি ঐ২ ব্যক্তির পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করিবার কথা।

কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধমতে ঐ রিটর্ণ দিবার সময়বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত কারণ থাকার প্রমাণ হইলে তিনি সময়ে২ ঐ রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

রিটর্ণ না দেওয়া পর্য্যন্ত খাজানা আদায় না হইবার কথা।

১০ ধারা। যে মহালের কিম্বা তালুকপ্রভৃতির বিষয়ে সেই প্রকারের নোটিস দেওয়া যায়, তাহার ভোগাধিকারী রিটর্ণ দিলেও তন্মধ্যে কোন এক ভূমি কি তালুক প্রভৃতি ধরা যায় নাই এমত প্রমাণ হইলে কিম্বা কোন একখণ্ড ভূমির কি তালুক প্রভৃতির পূর্ব্বোক্ত রিটর্ণ না দিলে ও কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক পশ্চাল্লিখিতমতে তাহার মূল্যনিরূপণ না করা গেলে উক্ত

of any land or tenure which shall be proved not to have been included in the return lodged by him, or in respect of which no return shall have been lodged as aforesaid or valuation made by the Collector, *as hereinafter provided*, and from recovering rent for tenures subsequently created or in excess of the sum mentioned in such return without proof of the creation of such tenure or enhancement subsequent to such lodgment.

Valuation of small estates and tenures.

11. Whenever the revenue annually payable in respect of any estate, or the rent annually payable in respect of any tenure, does not exceed the sum of one hundred rupees, the Collector may, without issuing any notice for such estate or tenure—*(a) in any case* determine the annual value of the land comprised therein to be, in a permanently settled estate or tenure, a sum not exceeding three times, and in a temporarily-settled estate or tenure, a sum not exceeding twice the amount of the annual revenue or rent payable therefor; *and (b) when the area of the said estate or tenure has been ascertained, determine the annual value of such estate or tenure to be at such rate per acre as to him shall seem fit.*

Valuation of small estates and tenures of which the acreage has been ascertained.

12. *When the area of any revenue-free estate or rent-free tenure, the gross rental of which does not exceed, or is not estimated by the Collector to exceed, the sum of one hundred rupees, has been ascertained, the Collector may, without issuing any notice for such estate or tenure, determine the annual value of such estate or tenure to be at such rate per acre as to him may seem fit.*

Computation of annual value of land comprised in a subordinate tenure.

13. When the land comprised in any estate or tenure has been valued by the Collector under section 11 or 12, the annual value of any portion of such land which is comprised within a subordinate tenure shall be taken to be a sum equal to the rent thereof increased by half the same multiple or fraction of such rent as that by which the annual value of the whole of such land determined as aforesaid exceeds the revenue or rent payable for the same; or shall be at the same rate per acre as the whole of such land:

Holder of estate or subordinate tenure may lodge return.

Provided that the holder of any such estate or tenure may, within one month from the posting of the valuation roll in respect thereof under section 24, and the holder of such subordinate tenure may within one month from the date of the first demand

নোটিস পাইবার তারিখঅবধি, কিম্বা ইহার পূর্ব্বধারার বিধানমতে সময় বৃদ্ধি হইলে সেই সময়াবধি দুইমাস গত হইলে পর, তিনি সেই ভূমি কি তালুকপ্রভৃতির খাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবেন না; এবং ঐ রিটর্ণ দিবার পশ্চাৎ কোন তালুকপ্রভৃতি সৃষ্টি করা গেলেও কিম্বা রিটর্ণে যত খাজানা লেখা থাকে তাহা বৃদ্ধি করা গেলেও ইহার প্রমাণ না করিলে তিনি সেই নূতন সৃষ্ট তালুকপ্রভৃতির খাজানা কিম্বা ঐ অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

ক্ষুদ্র২ মহালের ও তালুকপ্রভৃতির মূল্য নিরূপণের কথা।

১১ ধারা। কোন মহালের নিমিত্ত যে বাৎসরিক রাজস্ব দেওয়া যায় কিম্বা তালুকপ্রভৃতির নিমিত্তে যে বার্ষিক খাজানা দেওয়া যায় তাহা ১০০৲ টাকার অধিক না হইলে, কালেক্টর সাহেব সেই মহালের কি তালুকপ্রভৃতির পক্ষে নোটিস না দিয়া, (ক) মহালের বা তালুকপ্রভৃতির চিরকালীন বন্দোবস্ত থাকিলে ঐ ভূমির বার্ষিক রাজস্বের কি খাজানার তিন গুণের অনধিক কিম্বা মিয়াদী বন্দোবস্ত থাকিলে ঐ ভূমির রাজস্বের কি খাজানার দ্বিগুণের অনধিক ঐ ভূমির বার্ষিকমূল্য বলিয়া নির্ণয় করিতে পারিবেন; এবং (খ) উক্ত মহালের বা তালুকপ্রভৃতির আয়তন নির্ণয় করা গিয়া থাকিলে, একর প্রতি যে হার ধরা বিহিত বোধ করেন সেই হারানুসারে তাহার বার্ষিক মূল্য ধরিবেন।

যাহার একর পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে এরূপ ক্ষুদ্র২ মহালের ও তালুক প্রভৃতির মূল্য নিরূপণের কথা।

১২ ধারা। যে লাখেরাজ মহালের বা নিষ্কর তালুক প্রভৃতির মোট খাজানা এক শত টাকার অনধিক না হয় বা তদধিক বলিয়া কালেক্টর সাহেবের অনুমান না হয়, সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতির আয়তন নির্ণয় করা গিয়া থাকিলে, কালেক্টর সাহেব সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতির পক্ষে নোটিস না দিয়া একর প্রতি যে হার ধরা বিহিত বোধ করেন সেই হারানুসারে তাহার বার্ষিক মূল্য ধরিতে পারিবেন।

পেটাও তালুকের অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্য ধরিবার কথা।

১৩ ধারা। কালেক্টর সাহেব পূর্ব্ব ধারামতে কোন মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির মূল্য নির্ণয় করিলে, ঐ ভূমির যে অংশ পেটাও তালুকের অন্তর্গত থাকে তাহার বার্ষিক মূল্য এইরূপে নির্ণয় করিবেন; সম্পূর্ণ মহালের কি তালুক প্রভৃতির যত রাজস্ব কি খাজানা হয়, পূর্ব্বোক্তমতে নির্ণীত বার্ষিক মূল্য সেই রাজস্বের কি খাজানার যত গুণ কি যে ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত অধিক হয় ঐ ভূম্যংশের খাজানা সেই গুণিতকের কি সেই ভগ্নাংশের অর্দ্ধেকে বৃদ্ধি করিয়া তাহা ঐ ভূম্যংশের বার্ষিক মূল্য বলিয়া ধরা যাইবে; কিম্বা সমুদয় ভূমির একর প্রতি যে হারে মূল্য ধরা গেল ঐ ভূম্যংশের একর প্রতি সেই হারে মূল্য ধরা যাইবে।

মহালের কি পেটাও তালুকের ভোগাধিকারির রিটর্ণ দিতে পারিবার কথা।

কিন্তু ২৪ ধারামতে ঐ নিরূপিত মূল্যের ফর্দ্দ লটকাইয়া দেওয়া গেলে পর উক্ত মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী এক মাসের মধ্যে, ও সেই পেটাও তালুকের ভোগাধিকারীর উপর পথকর দিবার দাওয়া প্রথম যে তারিখে করা যায় তিনি সেই তারিখ অবধি

made on him for payment of road cess, lodge a return in the form in the said Schedule (A) contained in regard to such estate or tenure or subordinate tenure, and thereupon the annual value of the land comprised therein shall be fixed at the amount entered in such return subject to the provisions of sections 17 and 20.

Or Collector may serve notice.

Or the Collector may, if he think fit, cause a notice to be served in respect of any such estate or tenure in the form contained in the said Schedule (A), and thereupon all the provisions of this part shall apply in the same way as they would have applied if the annual Government revenue or rent thereof had exceeded one hundred rupees.

Return of plantations, &c.

14. Whenever any lands have been acquired under any rules issued by or under the authority of the Government for the sale, *lease*, grant, or clearance of waste lands, or are held directly from Government, and are used for the cultivation of tea, coffee, or cinchona, the Collector shall, in lieu of the notice to be served under section 9, but at the time, in the manner, and under the penalties therein prescribed, cause a notice to be served calling on the holder of such lands to lodge a return in the form in Schedule (B) hereto annexed, and containing the particulars in such forms set forth; and the annual value of such lands shall be fixed at ten rupees in respect of every acre therein entered as cultivated.

Fines how recoverable.

15. *Fines under clause 2, section 9, and all costs of recovery thereof shall be recoverable as provided in section* 109.

If returns not furnished, Collector to make valuation.

16. The Collector may, after the expiration of *two* months from the service of any notice mentioned in *sections* 9, 13 *or* 14, ascertain and fix, by such ways and means as to him shall seem expedient, the annual value of the lands mentioned in such notice of which no return required by such notice shall theretofore have been lodged; and all expenses incurred in making such valuation may be recovered with all costs of recovery thereof in manner as is provided by section 109.

If return of certain lands is untrue, Collector to make valuation.

17. Whenever the Collector may deem that any return required by *sections* 9, 13, *or* 14 of lands for which no rent is payable by cultivating ryots to the

এক মাসের মধ্যে ঐ মহালের কি তালুক প্রভৃতির কিম্বা পেটাও তালুকের বিষয়ে A তফসীলের পাঠে রিটর্ন দিতে পারিবেন। তাহা হইলে, ১৭ ও ২০ ধারার বিধান প্রবল রাখিয়া ঐ মহাল প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্য ঐ রিটর্ণের লিখিত টাকা অনুসারে নির্দ্ধার্য্য হইবে।

অথবা কালেক্টর সাহেবের নোটিস দিতে পারিবার কথা।

অথবা কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে উক্ত কোন মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির বিষয়ে A তফসীলের পাঠে নোটিস জারী করাইতে পারিবেন। তাহা করিলে সেই ভূমি হইতে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক রাজস্ব কি খাজানা এক শত টাকার অধিক হইলে এই অধ্যায়ের বিধান যেরূপে খাটে ঐ ভূমির প্রতি তাহা সেইরূপে খাটিবে।

পতিত ভূমি বিক্রয় কি পাট্টা বিলি কি দান কিম্বা পরিষ্কার করণার্থে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যে বিধি হইয়াছে সেই বিধিক্রমে কোন ভূমি প্রাপ্ত হওয়া গেলে, কিম্বা নিজ গবর্ণমেণ্টের স্থানে লওয়া গেলে ও তাহাতে চা কি কাফী কি সিনকনার চাষ হইলে, কালেক্টর সাহেব ৯ ধারামতে নোটিস না দিয়া ঐ ধারার নির্দ্ধারিত সময়ে ও প্রকারে ঐ ভূমির ভোগাধিকারির নামে নোটিস দেওয়াইয়া পশ্চাৎ লিখিত B তফসীলের পাঠে রিটর্ন দিবার আজ্ঞা করিবেন। ঐ রিটর্ন না দেওয়া গেলে উক্ত ধারার নির্দ্ধারিত দণ্ড হইবে। ঐ পাঠের নির্দ্দিষ্ট সকল বৃত্তান্ত ঐ রিটর্ণে লিখিতে হইবে। এবং কর্ষিত হইয়াছে বলিয়া যত ভূমি লেখা থাকে তাহার বার্ষিক মূল্য একর প্রতি দশ টাকা নির্দ্ধারিত হইবে।

১৪ ধারা। বাগান বাড়ীপ্রভৃতির রিটর্ণের কথা।

অর্থদণ্ডের টাকা যে প্রকারে আদায় করিতে হইবে, তাহার কথা।

১৫ ধারা। এই আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণমতে যে অর্থদণ্ড করা যায় তাহার টাকা ও তাহা আদায় করিবার সকল খরচ ১০৯ ধারার বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

রিটর্ন না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবকর্ত্তৃক মূল্য নিরূপণ হইবার কথা।

১৬ ধারা। ৯, ১৩ বা ১৪ ধারার উল্লিখিত নোটিস দেওয়া গেলে পর ঐ নোটিসে যে রিটর্ন দিবার আজ্ঞা হইল দুই মাস অতীত হইলেও দেওয়া না গেলে কালেক্টর সাহেব যদ্রূপে ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে ও সেই উপায়ে সেই নোটিসের উল্লিখিত ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্ধার্য্য করিবেন; ও ঐ মূল্যনিরূপণের কার্য্যঘটিত সমস্ত খরচ ও ঐ টাকা আদায় করিবার সকল খরচ ১০৯ ধারার বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

কোনং ভূমিবিষয়ক রিটর্ণ অযথার্থ হইলে কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণ করিবার কথা।

১৭ ধারা। যে ব্যক্তি রিটর্ন দেন তাঁহাকে কৃষিকারি রায়তদের যে ভূমির খাজানা দিতে না হয় তিনি ৯, ১৩ বা ১৪ ধারার আজ্ঞামতে সেই ভূমির যে রিটর্ন পাঠাইলেন কালেক্টর

person making such return is untrue or incorrect, he may, by such ways and means as to him shall seem expedient, ascertain and fix the annual value of such lands; and in case the annual value of such lands so determined by him shall exceed by one-fifth the value stated in such return, the expense of such valuation shall be paid by the person by whom such return shall have been lodged, and may be recovered in manner as is provided by section 15 for the recovery of fines, and in all other cases shall be defrayed from the District Road Fund established under this Act.

Person returned as cultivating ryot may be served with notice.

18. The Collector may, whenever he may think fit, cause a notice in the form in the said Schedule (A) to be served on any person holding any lands or possessing any interest therein, although such person may have been mentioned in any return as a cultivating ryot; and thereupon such person shall be bound to make a return *within one month from the service of such notice* in the form contained in the said Schedule (A), and the provisions contained in section 9 with regard to fines and extension of time for lodging a return shall be applicable to him.

If no return made, Collector may ascertain annual value of lands.

19. If no return is made, the Collector may proceed to ascertain the annual value of the lands held by such person; and in case it appears that the annual value of the land is greater than the rent which he pays, the expense of such valuation shall be borne by such person, and may be recovered with all costs of recovery thereof in manner as is provided by section 15 for recovery of fines, and in all other cases shall be defrayed from the said District Road Fund.

False returns.

20. If the Collector shall see ground for believing that any return made under this Act other than a return mentioned in section 17 is untrue and incorrect, he may prosecute the maker of such return under section 177 of the Indian Penal Code. And if the Magistrate convict the person so prosecuted under the said section, the Collector may proceed to make a valuation of the lands mentioned in such return by such ways and means as to him shall seem expedient.

Power of Collector in making valuation.

21. For the purpose of making any valuation of lands directed by this part, the Collector shall exercise the powers vested

সাহেব সেই রিটর্ণ অযথার্থ কিম্বা অশুদ্ধ জ্ঞান করিলে যদ্রূপে ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে ও সেই উপায়ে সেই ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্ধার্য্য করিবেন; এবং উক্ত রিটর্ণে ঐ ভূমির যে মূল্য ধরা গেল কালেক্টর সাহেব যদি তদধিক পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত মূল্য নিরূপণ করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তি ঐ রিটর্ণ দিলেন তিনি সেই মূল্যনিরূপণ কার্য্যের খরচ দিবেন, ও ১৫ ধারায় অর্থদণ্ড আদায় করিবার যে বিধি আছে সেই বিধিমতে তাঁহার স্থানে ঐ খরচ আদায় করা যাইতে পারিবে। অন্য স্থলে সেই খরচ এই আইনমত প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে দেওয়া যাইবে।

রিটর্ণে কৃষিকারি রায়ত বলিয়া কোন ব্যক্তির নাম লেখা গেলে তাহার নামে নোটিস দিবার কথা।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ভূমির যোত করিলে কিম্বা ভূমিতে তাহার কোন স্বার্থ থাকলে রিটর্ণে কৃষিকারি রায়ত বলিয়া তাঁহার নামের উল্লেখ হইলেও কালেক্টর সাহেব বিহিত বোধ করিলে তাঁহাকে A তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়াইতে পারিবেন। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঐ নোটিস পাইবার এক মাস মধ্যে A তফসীলের লিখিত পাঠে রিটর্ণ দিতে আবদ্ধ হইবেন। এবং ৯ ধারায় অর্থদণ্ডের বিষয়ে ও রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করণ বিষয়ে যেং বিধি আছে তাহাও তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে।

রিটর্ণ না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবের ভূমির বার্ষিক মূল্যনিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

১৯ ধারা। রিটর্ণ না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব ঐ ব্যক্তির যোতের ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ও সেই ব্যক্তি যত খাজানা দিয়া থাকেন ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্য তদধিক দৃষ্ট হইলে, ঐ মূল্য নিরূপণ কার্য্যের খরচ সেই ব্যক্তির দিতে হইবে। ১৫ ধারায় অর্থদণ্ড আদায় করিবার যে বিধি আছে ঐ টাকা এবং তাহা আদায় করিবার সকল খরচ সেই বিধিমতে আদায় হইতে পারিবে। অন্য স্থলে উক্ত প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে।

অযথার্থ রিটর্ণের কথা।

২০ ধারা। ১৭ ধারার উল্লিখিত রিটর্ণ ভিন্ন এই আইনমতে অন্য যে রিটর্ণ দেওয়া যায় কালেক্টর সাহেব তাহা অযথার্থ ও অশুদ্ধ জ্ঞান করিবার কারণ জানিলে, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৭ ধারামতে ঐ রিটর্ণ লেখকের নামে অভিযোগ করিতে পারিবেন। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষি নির্ণয় করিলে, কালেক্টর সাহেব যেরূপে ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদনুসারে ঐ রিটর্ণের উল্লিখিত ভূমির মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

মূল্য নিরূপণ কার্য্যে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

২১ ধারা। বঙ্গদেশীয় ১৮২২ সালের ৭ আইনের ১৯ ধারার ১ প্রকরণে ও ২৩ ধারার ১ প্রকরণে ও ২৪ ধারার ১ প্রকরণে কালেক্টর সাহেবদের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে,

in Collectors by section 19, clause 1, section 23, clause 1, and section 24, clause 1, of Regulation VII of 1822 of the Bengal Code, except so far as the said clauses authorise any inquiry into rights or interests attaching to such lands.

Power to summon witnesses and compel production of documents.

22. *For the purpose of every inquiry under this Act the Collector may summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give evidence and compel the production of documents by the same means and as far as possible in the same manner, as provided in the case of a Civil Court by the Code of Civil Procedure of* 1877.

Valuation rolls to be prepared.

23. The Collector shall cause to be prepared from the returns furnished to him, and from the valuations made by him under this part, a valuation roll of each estate within his district, and of the tenures therein comprised, noting thereon the amount of revenue annually payable to Government on which the deduction specified in clause (I) of section 33 is to be calculated, and shall, on the application of any holder of an estate or tenure or of any cultivating ryot within his district, cause to be furnished to him a copy of so much of the said roll and of the returns as relate to the lands included within his estate or tenure or ryottee holding, on being paid for the same at such rate as the Lieutenant-Governor of Bengal shall from time to time determine.

Publication of rolls.

24. On the completion of every roll prescribed under this part, the Collector shall cause a copy thereof to be posted up at the mâl cutcherry of the estate to which such roll refers, and an extract from such roll of the portion thereof relating to any tenure at the mâl cutcherry thereof: provided that if no mâl cutcherry be found, some conspicuous places on the said estate and tenure shall be selected instead.

Procedure to be followed when there is a partition.

25. *The procedure prescribed by the last two preceding sections shall be followed whenever a re-distribution of the valuation is made in consequence of a partition as contemplated in section* 26.

General valuation to be in force for five years.

26. Every valuation under this part shall remain in force for the term of five years from the date fixed as hereinbefore provided for the several cesses leviable in pursuance thereof to take effect and until a new valuation and assessment shall have been completed:

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৩ ফেব্রুয়ারি।]

এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট ভূমির মূল্য নিরূপণ করিবার কার্য্যে কালেক্টর সাহেব সেইং ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন। কিন্তু উক্ত ২ প্রকরণে ঐ ভূমি সংক্রান্ত স্বত্বের কি সম্পর্কের অনুসন্ধান লইবার যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তিনি সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন না।

সাক্ষিদিগকে সমন দিতে ও দলীল উপস্থিত করাইতে পারিবার কথা।

২২ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনে দেওয়ানী আদালতের সম্বন্ধে যেরূপ বিধান আছে, তদ্রূপ উপায়ে ও যত দূর সম্ভব তদ্রূপ প্রণালীতে কালেক্টর সাহেব এই আইনমত তদন্তের উপলক্ষে সাক্ষিদিগকে সমন দিতে ও তাহাদিগকে উপস্থিত করাইতে পারিবেন ও তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে ও দলীল উপস্থিত করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

নিরূপিত মূল্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবার কথা।

২৩ ধারা। তদ্রূপে যে সকল রিটর্ণ কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যায় ও তিনি এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে মূল্য নিরূপণ করেন তাহা দেখিয়া আপন জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক মহালের ও তদন্তর্গত তালুক প্রভৃতির নিরূপিত মূল্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন, এবং এই আইনের ২৮ ধারার ১ প্রকরণে বাদ দিবার যে টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বার্ষিক যত রাজস্বের উপর ঐ বাদ দেওয়ার হিসাব করিতে হইবে তাহা ঐ ফর্দ্দে লিখিবেন; এবং আপন জিলার অন্তর্গত কোন মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী কিম্বা কৃষিকারি রাইয়ৎ প্রার্থনা করিলে তাঁহার মহালের বা তালুক প্রভৃতির কিম্বা রায়তী যোতের ভূমির সহিত উক্ত ফর্দ্দের ও রিটর্ণের যে অংশের সম্পর্ক থাকে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং তাহার যে হার নিরূপণ করেন কালেক্টর সাহেব সেই হারানুসারে মূল্য লইয়া তাঁহাকে ঐ ফর্দ্দের ও রিটর্ণের সেই অংশ দেওয়াইবেন।

উক্ত ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

২৪ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট একং ফর্দ্দ সমাপ্ত হইলেই তাহা যে মহাল সম্পর্কীয় হয় কালেক্টর সাহেব সেই মহালের মালকাছারীতে ঐ ফর্দ্দের এক কেতা নকল লাগাইয়া দিবেন এবং উক্ত ফর্দ্দের যে অংশ কোন তালুক প্রভৃতির সম্পর্কীয় হয় সেই অংশের নকল উক্ত তালুক প্রভৃতির মালকাছারীতে লাগাইয়া দিবেন। কিন্তু মালকাছারির সন্ধান না পাওয়া গেলে ঐ মহালের ও তালুক প্রভৃতির কোন প্রকাশ্য স্থান তৎপরিবর্ত্তে মনোনীত করিয়া লইতে হইবে।

বাটওয়ারা হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহার কথা।

২৫ ধারা। ২৬ ধারার উল্লিখিত বাটওয়ারা হইয়া নিরূপিত মূল্যের নব বিভাগ হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তি দুই ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইবে।

সাধারণ মূল্য নিরূপণ পাঁচ বৎসর প্রবল থাকিবার কথা।

২৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে মূল্য নিরূপণ করা যায় তাহা পূর্ব্ব বিধানানুসারে আদের নানা প্রকারের কর প্রচলিত হইবার নির্দ্ধারিত তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর এবং মূল্য নিরূপণের ও নির্দ্ধারিত করের নূতন পত্র না হওনপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে।

Provided that in case of partition under Regulation XIX of 1814 *or Bengal Act VIII of* 1876 *of an estate after valuation, and while such valuation remains in force, the total valuation of the old estate shall be distributed proportionately under the order of the Collector over the newly-formed estates, whereupon the newly-formed estates shall, for the purpose of this Act, take the place of the old estate, the liability to pay road cess of each newly-formed estate being separate and distinct, and no liability being incurred by any one of the newly-formed estates on account of the default of another;*

Distribution of valuation in case of partition.

Provided also that if any arrear of road cess is due from the old estate when the order for partition is passed, all the newly-formed estates shall be jointly and severally liable for the same.

27. *Nothing in the last preceding section shall be held to debar the Collector, with the sanction of the Board of Revenue from making any reductions which he may think fit in the amount of cess for which any estate or tenure may be liable.*

Collector may reduce amount of cess.

28. *After the expiration of the five years from the time of the valuation of any district, part of a district, estate or tenure, or at any time within twelve months previous to such expiration,* the Collector may cause new valuation rolls under this part to be prepared *for such district or part of a district or for particular estates only, to take effect from the commencement of any cess year commencing after the expiration of the said five years,* and for that purpose may cause such proclamations and notices to be issued and served, and such returns to be made, as are hereinbefore directed, and shall have such powers and authorities as are in this part conferred.

Power after five years to make new valuation.

29. Every person who shall deem himself to be aggrieved by any valuation to be made by any Collector under the provisions of section 17 may, within one month after the posting up of a copy of such roll as abovementioned, appeal to the Commissioner of the division against such valuation, and the decision of such Commissioner shall be final and conclusive.

Appeals against valuation.

30. Every order for the levy of a fine or of expenses passed by a Collector under this Act shall be appealable to the Commissioner *of the Division* within one month from

Orders for levy of fine appealable.

কিন্তু মূল্য নিরূপণ করিবার পর উক্ত মূল্য নিরূপণ পত্র বলবৎ থাকিতেই ১৮১৪ সালের ১৯ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনমতে কোন মহালের বাটওয়ারা হইলে, পুরাতন মহালের মোট নিরূপিত কর কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞামতে নূতন মহালগুলির উপর অংশক্রমে বিলি করিয়া দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে নূতন মহালগুলি এই আইনের কার্য্যপক্ষে পুরাতন মহালের স্থান গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক নূতন মহালের পথকর দিবার দায় পৃথক্ ও স্বতন্ত্র হইবে; এবং নূতন এক মহাল অন্য মহালের ত্রুটি নিমিত্ত দায়ী হইবে না।

বাটওয়ারা হইলে নিরূপিত মূল্য বিলি করিয়া দিবার কথা।

পরন্তু যৎকালে বাটওয়ারার আজ্ঞা প্রদত্ত হয় তৎকালে পুরাতন মহালের পথকর বাকী থাকিলে, তন্নিমিত্ত সমুদয় নূতন মহালগুলি একত্র ও স্বতন্ত্ররূপে দায়ী হইবে।

২৭ ধারা। কোন মহালের বা তালুক প্রভৃতির যত টাকা কর দিতে হয়, কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহা কমাইতে পারিবেন না, পূর্ব্ব ধারার কোন কথায় এরূপ বুঝিতে হইবে না।

করের টাকা কালেক্টর সাহেবের কমাইতে পারিবার কথা।

২৮ ধারা। কোন জিলার বা জিলার অংশের বা মহালের বা তালুক প্রভৃতির যে সময়ে মূল্য নিরূপণপত্র হয়, তদবধি পাঁচ বৎসর গত হইলে অথবা গত হইবার পূর্ব্বে দ্বাদশ মাস মধ্যে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব উক্ত পাঁচ বৎসর গত হইবার পর কর সংক্রান্ত কোন বৎসরের প্রারম্ভ অবধি বলবৎ হইবার নিমিত্ত উক্ত জিলার বা তাহার কোন অংশের বা কেবল বিশেষ২ মহালের মূল্যনিরূপণের নূতন ফর্দ্দ এই অধ্যায়মতে প্রস্তুত করাইতে পারিবেন; তন্নিমিত্তে তিনি পূর্ব্ব বিধানমত ঘোষণাপত্র ও নোটিস প্রচার করাইতে ও রিটর্ণ প্রস্তুত করাইতে পারিবেন এবং এই অধ্যায়ে যে২ শক্তি ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে সেই২ শক্তি ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

পাঁচ বৎসরের পর মূল্য নিরূপণের নূতন পত্র করিবার কথা।

২৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব ১৭ ধারার বিধানমতে যে মূল্য নিরূপণ করেন কোন ব্যক্তি তদ্দ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে ঐ ফর্দ্দের নকল পূর্ব্বোক্তমতে লটকাইয়া দেওয়া যাইবার পর এক মাসের মধ্যে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে সেই নিরূপিত মূল্যের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন। ঐ কমিশ্যনর সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে।

নিরূপিত মূল্যের উপর আপীল হইবার কথা।

৩০ ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে অর্থদণ্ড কিম্বা খরচ আদায় করিবার যে আজ্ঞা করেন, ঐ অর্থদণ্ড কিম্বা খরচ আদায় করিবার প্রথম পরওয়ানা জারী হইবার সময়াবধি এক মা-

অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞার উপর আপীল হইবার কথা।

the service of the first process for the levy of such fine or expenses. Pending such appeal, and until the order of the Commissioner which shall be final, all process for such levy shall be discontinued.

Assessment and payment.

31. From and after the commencement of this Act in any district, *or part of a district*, all lands in such district *or part thereof* shall be liable to the payment of a road cess *and a public works cess at the following rates:—*

Maximum rate.

in the case of road cess, at such rate *per annum* not exceeding one-half of an anna in the rupee of the annual value of such lands as the District Committee in manner hereinafter provided *shall from year to year* determine;

in the case of public works cess, at such rate per annum not exceeding one-half of an anna in the rupee of the annual value of such lands as the Lieutenant-Governor of Bengal may, by an order published in the Calcutta Gazette, *from year to year determine.*

32. *When a recorded sharer of a joint revenue-paying estate has opened a separate account under Act XI of* 1859 *or under section* 70 *of Bengal Act VII of* 1876 *for the payment of revenue, he shall be entitled, in regard to the payment and realization of road cess and public works cess under this Act, to all the advantages of separate liability enjoyed by him under the said Act XI of* 1859 *and Bengal Act VII of* 1876 *in regard to the payment and realization of revenue, and shall be entitled to separate assessment and to the issue of separate notices under this Act. This section shall apply from the date of the opening of such accounts to the recorded proprietors of estates in respect of which such separate accounts may be opened while the valuation of the estate is in force under section* 26.

Effect of opening separate account under Act XI of 1859.

33. (1)—Every holder of an estate shall yearly pay the entire amount of the road cess *and public works cess* calculated on the annual value of the lands comprised in such estate, at the rates at which the *said cesses may be fixed respectively under this Act*, less a deduction to be calculated at one-half of the said rates for every rupee of the revenue entered in the valuation roll of such estate as payable in respect thereof.

Mode of payment of road cess and public works cess by zemindar.

(2)—Every holder of a tenure shall yearly pay to the holder of the estate or tenure within

By holder of tenure.

সের মধ্যে ঐ আজ্ঞার উপর খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তদ্রূপ আপীল হইলে যত কাল কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞা না হয়, তত কাল ঐ টাকা আদায় করিবার সকল কার্য্য স্থগিত থাকিবে। কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

কর ধার্য্য করণের ও দেওনের কথা।

৩১ ধারা। কোন জিলায় কিম্বা জিলার অংশে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি নিম্নলিখিত হারে সেই জিলার বা অংশের অন্তর্গত সমস্ত ভূমির উপর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর লওয়া যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

করের অত্যুচ্চ হারের কথা।

পথকর সম্বন্ধে, প্রাদেশীয় কমিটী পশ্চাল্লিখিতমতে বৎসর২ ঐ ভূমির যে বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করেন, তাহার উপর টাকা প্রতি আধআনার অনধিক বার্ষিক হারে;

পূর্ত্তকার্য্য কর সম্বন্ধে, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া বৎসর২ ঐ ভূমির যে বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করেন, তাহার উপর টাকাপ্রতি আধআনার অনধিক বার্ষিক হারে।

৩২ ধারা। এজমালী মালগুজারী মহালের কোন লিখিত অংশিদার রাজস্ব দিবার নিমিত্ত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭০ ধারামতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিলে, তিনি রাজস্ব দিবার ও আদায় করিবার সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ও ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে স্বতন্ত্র দায়ের যে সমস্ত ফল ভোগ করেন, এই আইনমত পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিবার ও আদায় করিবার সম্বন্ধেও সেই সমস্ত ফল ভোগ করিতে অধিকারী হইবেন, এবং এই আইনমতে তাঁহার উপর স্বতন্ত্ররূপে কর ধার্য্য হইবে ও স্বতন্ত্র নোটিস দেওয়া যাইবে এই অধিকারও প্রাপ্ত হইবেন। বাবৎ ২৬ ধারামতে মহালের মূল্য নিরূপণপত্র বলবৎ থাকে যেং মহালের সম্পর্কে উক্তরূপ স্বতন্ত্র হিসাব খোলা যায় সেইং মাহালের লিখিত স্বামির প্রতি ঐ হিসাব খুলিবার তারিখ অবধি এই ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ফলের কথা।

৩৩ ধারা। (১) কোন মহালের মূল্য নিরূপণ ফর্দ্দে যত টাকা রাজস্ব লেখা থাকে তাহার প্রত্যেক টাকার উপর এই আইনমতে যেং হারে পথ কর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধার্য্য করা যায়, ঐ মহালের প্রত্যেক অধিকারী সেইং হারের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া, ঐ মহালের অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর যত টাকা বার্ষিক পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর নিরূপণ হয় বৎসরং সেই সমুদয় টাকা দিবেন।

জমীদার যেরূপে পথকর ও পূর্ত্ত কার্য্যকর দিবেন তাহার কথা।

(২)—তালুক প্রভৃতি ভূমির প্রত্যেক ভোগাধিকারী ঐ ভূমির নিমিত্ত যত টাকা খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার

তালুকদার প্রভৃতি যেরূপে দিবেন তাহার কথা।

which the land held by him is included, the entire amount of the road cess *and public works cess* calculated on the annual value of the land comprised in his tenure at the rates at which the *said cesses may be fixed respectively under this Act*, less a deduction to be calculated at one-half of the said rates for every rupee of the rent paid by him for such tenure.

By cultivating ryot.

(3)—Every cultivating ryot shall pay to the person to whom his rent is payable one-half of the said road cess *and public works cess* calculated upon the rent payable by him or upon the annual value, ascertained under the provisions of section 16, of the land held by him.

Notice showing amount of cess payable to be served on zemindars.

34. When the rate of road cess *and public works cess* to be levied in any district shall have been determined for any year by the District Committee *and the Lieutenant-Governor respectively*, the Collector shall cause to be served on the holder of every estate within the district a notice showing the amount of road cess *and public works cess* payable by such holder, and specifying the date from which such road cess *and public works cess* shall take effect: *provided that it shall not be necessary to serve such a notice when no change has been made in the valuation of the estate or in the rate of road cess or public works cess since the issue of the last notice under this section.*

Time of payment by zemindars.

The said holder shall pay the amount of such road cess, *and public works cess* to the said Collector, by equal instalments, on the several days fixed for the payment of the instalments of the Government revenue due in respect of his estate, if revenue be payable thereon; and if no revenue be payable thereon, then upon such days as shall be for that purpose appointed by any order of the Lieutenant-Governor made under the provisions hereinafter contained.

Times of payment from subordinate tenures.

35. The payment for road cess *and public works cess* by the holder of a tenure, or by a cultivating ryot, shall be made in the proportion of the instalments of rent payable in respect of such tenure or ryottee holding; and if no rent be payable in respect thereof, then by two equal half-yearly instalments, upon such days as shall be for that purpose appointed by any order of the Lieutenant-Governor made under the provisions hereinafter contained.

প্রত্যেক টাকার উপর এই আইনমতে যেং হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধরা যায় তিনি সেই হারের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া আপনার সেই ভূমি যে মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত থাকে সেই মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে, বৎসরং আপনার তালুকপ্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর সেইং হারে সম্পূর্ণ পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর দিবেন।

কৃষিকারি রাইয়ত যে-রূপে দিবেন তাহার কথা।

(৩)—কৃষিকারি রাইয়তং যত টাকা খাজানা দিয়া থাকেন কিম্বা ১৬ ধারার বিধানমতে তাঁহার ভোগ করা ভূমির যত টাকা বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করা যায় তাহার উপর যেং হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর ধার্য্য হয় তিনি যাঁহাকে খাজানা দিয়া থাকেন তাঁহাকে সেইং হারানুসারে ঐং করের অর্দ্ধেক দিবেন।

যত কর দিতে হইবে জমীদারদিগকে তাহার নোটিস দিবার কথা।

৩৪ ধারা। কোন জিলার মধ্যে কোন বৎসরের পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর যে হারে লওয়া যাইবে প্রদেশীয় কমিটী ও শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যথাক্রমে তাহা নির্ণয় করিলেপর কালেক্টর সাহেব আপন জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক মহালের ভোগাধিকারিকে নোটিস দেওয়াইয়া তাঁহার যত টাকা পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে হইবে ও যে তারিখ অবধি ঐ পথ কর ও পূর্ত্তকার্য্য কর প্রচলিত হইবে এইং কথা জানাইবেন। কিন্তু এই ধারামত শেষ নোটিস দিবার পর মহালের মূল্য নিরূপণের বা পথকরের বা পূর্ত্তকার্য্য করের হারের পরিবর্ত্তন না হইলে উক্তরূপ নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

জমীদারদের যখন টাকা দিতে হইবে তাহার কথা।

যদি জমীদারের মালগুজারী মহাল থাকে তবে ঐ মহালের উপর গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের কিস্তি দিবার যেং দিন নিরূপণ আছে তিনি সেইং দিনে সমান কিস্তি করিয়া উক্ত কালেক্টর সাহেবকে ঐ পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর দিবেন। যদি ভূমি লাখেরাজ হয় তবে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত বিধানমতে আজ্ঞা করিয়া যেং তারিখ নিরূপণ করেন সেইং তারিখে ঐং কর দিবেন।

পেটাও তালুকপ্রভৃতির কর দিবার সময়ের কথা।

৩৫ ধারা। তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারির বা কৃষিকারি রায়তের যে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে হয় ঐ তালুকপ্রভৃতির কিম্বা রায়তী যোতের খাজানার কিস্তি যে হারানুসারে দেওয়া যায়, পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য করও সেই হারানুসারে দেওয়া যাইবে। যদি সেই ভূমির খাজানা না লাগে তবে ছয়২ মাসের দুই সমান কিস্তি করিয়া কর দিতে হইবে। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত বিধানমতে আজ্ঞা করিয়া ঐ কিস্তির যেং দিন নিরূপণ করেন তাহা সেইং দিনে দেওয়া যাইবে।

Recovery by holders of estates or tenures.

36. Every holder of an estate or tenure to whom any sums may be payable under the provisions of this Act may recover the same in the same manner and under the same penalties as if the same were arrears of rent due *to him* in respect of the land in respect of which such sums may be payable. And any shareholder in an estate or tenure, who may have paid the road cess *or public works cess* payable in respect of such estate or tenure, may recover from his co-sharers such sums as may be payable in respect of their shares as arrears of rent; or may take credit for such sums in any adjustment of accounts between himself and his co-sharers.

Payment for certain lands for which no rent is paid.

37. All lands held without payment of rent other than lands mentioned in section 14, and not being estates entered on the General Register of revenue-free lands of the district, shall, for the purposes of this Act, be deemed to form a part of the tenure within the local boundaries of which they may be included, and if they be not included within the local boundaries of any tenure, then to be a part of the estate within the local boundaries of which they are included, and if they be not included within the local boundaries of any estate, then to be a part of such conterminous estate as the Collector, in whose district such conterminous estate is situated, shall, by an order under his seal, appoint. And road cess *and public works cess* in respect of such lands shall be payable by the holder of the estate or tenure of which they are deemed to form a part, and shall be recoverable under the provisions of section 109 if due to the Collector; or under the provisions of section 36 if due to any other person: *Provided that if the cess for such lands is not paid to the holder of the estate or tenure by the due date, the holder of the estate or tenure shall be entitled to recover from the holder of such land an additional sum equal to double the amount of the cess with all costs of suit.* Or such lands may, if the Collector shall see fit, be entered on a separate register to be kept for the purposes of this Act, *as hereinafter provided,* by the Collector, and thereupon road cess *and public works cess* shall be payable thereon and shall be recoverable in respect thereof as if the same were an estate.

Remuneration for collecting cess for certain lands for which no rent is paid.

38. The person to whom any sum shall, under the provisions of the last preceding section, have been directly paid by the holder of any tenure or

মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিদের দ্বারা আদায় হইবার কথা।

৩৬ ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন মহালের কিম্বা তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিকে টাকা দিবার বিধান হইলে ঐ টাকা যে ভূমির নিমিত্ত পাওনা হয় সেই ভূমির খাজানা বাকী পড়িলে তিনি যে রূপে ও যে দণ্ডবিধানমতে তাহা আদায় করিতেন সেই রূপে ও সেই দণ্ডবিধানানুসারে ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন। কোন মহালের কি তালুকপ্রভৃতির অংশী সেই মহালের কি তালুক প্রভৃতির পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর শোধ করিলে, তিনি সহঅংশিদের স্থানে বাকী খাজানার ন্যায় তাঁহাদের দেয় সেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন। অথবা আপনার ও সহ-অংশীদের মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তির কালে ঐ টাকা জমা করিয়া লইতে পারিবেন।

যে ভূমির খাজানা নাই তাহার নিমিত্তে ঐ কর দিবার কথা।

৩৭ ধারা। ১৪ ধারার লিখিত ভূমি ভিন্ন এবং জিলার লাখেরাজ ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরে যেমহাল লেখা থাকে তদ্ভিন্ন যে ভূমি বিনা খাজানায় ভোগ হইয়া থাকে তাহা যে তালুক প্রভৃতির সীমার মধ্যে ধরা যায় এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেই তালুকপ্রভৃতির একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোন তালুক প্রভৃতির সীমার মধ্যে ধরা না যায়, তবে যে মহালের সীমার মধ্যে ধরা আছে সেই মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোন মহালের সীমার মধ্যে ধরা না যায়, তবে তাহার সন্নিহিত মহাল যে কালেক্টর সাহেবের জিলার মধ্যে থাকে তিনি আপন মোহরাঙ্কিত আজ্ঞাক্রমে ঐ ভূমি সন্নিহিত যে মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবার আদেশ করেন তাহা সেই মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহাতে উক্ত ভূমি যে মহালের কি তালুকপ্রভৃতির একাংশ বলিয়া গণ্য হয় ঐ ভূমির নিমিত্ত পথকর তাহার ভোগাধিকারির স্থানে আদায় হইবে, এবং কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইলে ১০৯ ধারার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে দিতে হইলে ৩৬ ধারার বিধানমতে ঐ টাকা আদায় হইতে পারিবে। কিন্তু মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিকে নিয়মিত তারিখে উক্ত ভূমির কর দেওয়া না গেলে মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারী উক্ত ভূমির ভোগাধিকারির স্থানে মোকদ্দমার খরচ সমেত করের টাকার দ্বিগুণের সমান অতিরিক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে অধিকারী হইবেন। অথবা কালেক্টর সাহেব বিহিত বোধ করিলে এই আইনের কার্য্যপক্ষে পশ্চাল্লিখিতমতে স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহী রাখিয়া সেই বহীতে ঐ ভূমি লিখিতে পারিবেন। তাহা হইলে মহালের ন্যায় সেই ভূমির পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দেনা হইবে ও তদ্রূপে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

যে ভূমির নিমিত্ত খাজানা নাই তাহার কর আদায় করিবার পারিশ্রমিকের কথা।

৩৮ ধারা। নিষ্কর তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তিকে টাকা দেন সেই টাকা আদায় করণে তাঁহার যে খরচ ও কষ্ট স্বীকার করিতে

tenures for which no rent is paid, may retain one-fourth thereof as and for his remuneration for costs and risk of collecting the same.

39. *The separate register referred to in section 37 shall be called the register of claims to rent-free tenures, and it shall be lawful for the Collector of any district, with the sanction of the Board of Revenue, to issue a proclamation which shall be published in the manner described in section 8.*

Collector may issue proclamation.

40. *Such proclamation shall require all persons who claim to be in actual rent-free possession of any lands in the district, other than lands already assessed to the road and public works cess as being borne on Register B, the General Register of revenue-free lands, to appear within two months at the cutcherry of the Collector, or at such other place or places as may be specified in the proclamation, and state in writing the approximate area of such lands, the number of plots of which they consist, and the mouzah or mouzahs, and thana or thanas in which each plot is situate.*

Contents of proclamation.

41. *The Collector shall enter the above details in the register of claims to rent-free tenures, but such registration shall only be binding against the claimant, and shall be evidence only of the fact of such claim having been made. Should the right to hold rent-free or the fact of the claimants being in possession be questioned in a competent court, registration will be no bar to a suit being brought at any time to contest the claim.*

Effect of registration.

42. *Should any objection to a claim be made before the Collector, he will not adjudicate on the objection, and if rival claims to be in actual rent-free possession of the same lands are preferred, he may register both or all such claims.*

Collector not to decide objections.

43. *Every person whose claim to be in rent-free possession of any lands is registered will, so long as his name remains upon the register, be liable to pay road and public works cesses according to the valuation of such lands; and in case two or more such claims shall have been registered in respect of the same land, it shall be at the discretion of the Collector to demand payment of the cesses from such of the registered claimants as he may think fit.*

Liability of persons registered to pay cesses.

[*Government Gazette, 3rd February* 1880.]

হয় তন্মধ্যে তিনি পারিশ্রমিক স্বরূপ ঐ টাকার চতুর্থাংশ রাখিতে পারিবেন।

৩৯ ধারা। ৩৭ ধারায় যে স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহীর উল্লেখ হইয়াছে তাহা নিষ্কর তালুক-প্রভৃতি সম্বন্ধীয় দাওয়ার রেজিষ্টর নামে খ্যাত হইবে, এবং কোন জিলার কালেক্টর সাহেব রেবিনিউবোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ঘোষণাপত্র দিতে পারিবেন; ঐ ঘোষণাপত্র ৮ ধারার লিখিতমতে প্রচার করিতে হইবে।

কালেক্টর সাহেবের ঘোষণাপত্র দিতে পারিবার কথা।

৪০ ধারা। লাখেরাজ তালুকপ্রভৃতির B চিহ্নিত রেজিষ্টর ভুক্ত বলিয়া যে সকল ভূমির উপর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধরা গিয়াছে, তদ্ভিন্ন জিলার যে কোন ভূমি নিষ্কররূপে ভোগদখল করিতেছেন বলিয়া যে সকল ব্যক্তি দাওয়া করেন, ঐ ঘোষণাপত্রে তাঁহাদের উপর আদেশ থাকিবে যে তাঁহারা দুই মাস মধ্যে কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে অথবা ঘোষণাপত্রে যে বা যে২ স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই বা সেই২ স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্ত তালুক প্রভৃতির সম্ভাবিত পরিমাণ, তদন্তর্গত ভূখণ্ডের সংখ্যা, ও তাহা যে বা যে২ মৌজার ও থানার মধ্যে আছে সেই বা সেই২ মৌজার ও থানার নাম লিখিয়া দিবেন।

ঘোষণাপত্রে যাহা থাকিবে তাহার কথা।

৪১ ধারা। কালেক্টর সাহেব ঐ২ কথা নিষ্কর তালুক-প্রভৃতি সম্বন্ধীয় দাওয়ার রেজিষ্টরে লিখিবেন, কিন্তু তদ্রূপ রেজিষ্টরী করণ কেবল দাওয়াদারের বিরুদ্ধেই প্রবল হইবে, এবং তদ্রূপ দাওয়া হইয়াছিল কেবল ইহারই প্রমাণ হইবে। দাওয়াদারেরা দখিলকার আছেন কিম্বা নিষ্কর রূপে ভোগ করিবার স্বত্ববান্ কি না এতৎসম্বন্ধে উপযুক্ত আদালতে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ঐ দাওয়ার বিরুদ্ধে যে কোন সময়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সম্বন্ধে উক্ত রেজিষ্টরীকরণ কোন বাধা হইবে না।

রেজিষ্টরী করণের ফলের কথা।

৪২ ধারা। কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে কোন দাওয়ার সম্বন্ধে আপত্তি করা গেলে, তিনি আপত্তির কোন মীমাংসা করিবেন না, এবং নিষ্কররূপে একই ভূমির ভোগদখল সম্বন্ধে প্রতিযোগী দাওয়া উপস্থিত হইলে তিনি উভয় কি সমুদয় তদ্রূপ দাওয়া রেজিষ্টরী করিতে পারিবেন।

কালেক্টর সাহেবের আপত্তির নিষ্পত্তি না করিবার কথা।

৪৩ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তির কোন ভূমি নিষ্কররূপে দখল করিবার দাওয়া রেজিষ্টরী করা যায়, যত কাল তাঁহার নাম রেজিষ্টরে থাকে উক্ত ভূমির নিরূপিত মূল্যানুসারে তিনি পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে দায়ী থাকিবেন ; এবং একই ভূমি সম্বন্ধে দুই বা তদধিক দাওয়া রেজিষ্টরী করা গেলে, কালেক্টর সাহেব স্বীয় বিবেচনামতে রেজিষ্টরীকৃত দাওয়াদারদের মধ্যে যাহাদের স্থানে কর লওয়া উচিত বোধ করেন তাহাদের স্থানে চাহিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরীকৃত ব্যক্তিদের কর দিবার দায়ের কথা।

Cesses payable to Collector.

44. *Such cesses shall ordinarily be payable to the Collector or to such person as he may appoint for its collection; but notwithstanding the provisions of section 37, it shall be lawful for the Collector, after the claim has been entered in the register, to declare that the tenure forms a part of any estate, and to make the cess payable through the zemindar of the estate as provided for in section 37.*

Persons may apply to be removed from register.

45. *Any person who ceases to be in rent-free possession of the lands registered in his name may apply to the Collector to remove his name from the register; and on receipt of such application the Collector shall remove his name accordingly, and his liability to pay cess shall cease from the date of such application.*

Penalty for not registering.

46. *Any person in actual rent-free possession of lands in a district in which a proclamation as above is published, who fails to register his name within two months as directed, shall be liable to a fine by the Collector not exceeding Rs. 100, and such fine shall be recoverable in the manner prescribed in section 109.*

Further liability of persons not registering.

47. *In addition to the liability to fine as above, such person shall also be liable to pay rent at the rates paid for similar lands in the neighbourhood for a period not exceeding one year preceding the date of institution of any suit for recovery of such rent, and until the holder of such land shall apply for registration under section 41.*

Who may bring suit.

48. *Such suit may be brought by any zemindar or tenure-holder who alleges that the lands in question are included in his estate or tenure, or are adjacent to the lands of his estate or tenure.*

Other zemindars, etc., may be made parties to suit.

49. *If any other zemindar or tenure-holder than the claimant of rent under the last preceding section objects that the rent of the lands in question is paid to him; or if any person objects that he holds the lands on which a claim for rent is made under the last preceding section, on payment of rent to some other zemindar or tenure-holder than the claimant under that section; the Collector shall make such other zemindar or tenure-holder a party to the suit, and shall ascertain and decide whether the lands have actually been held on such payment, and if so, shall dismiss the suit.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৩ ফেব্রুয়ারি।]

কর কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবার কথা।

৪৪ ধারা। ঐ২ কর সামান্যতঃ কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তিনি তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তিকে দিতে হইবে; কিন্তু ৩৭ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কালেক্টর সাহেব কোন দাওয়া রেজিষ্টরী বহীতে লিখিয়া লইবার পর সেই তালুক প্রভৃতি কোন মহালের অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ও ৩৭ ধারার বিধানমতে মহালের জমীদারের হস্ত দিয়া কর দিবার নিয়ম করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টর হইতে নাম উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা।

৪৫ ধারা। যাঁহার নামে ভূমি রেজিষ্টরী করা যায় নিষ্কররূপে সেই ভূমি তাঁহার দখলে না থাকিলে, তিনি রেজিষ্টর হইতে তাঁহার নাম উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। তদ্রূপ দরখাস্ত পাইলে কালেক্টর সাহেব তদনুসারে তাঁহার নাম উঠাইয়া দিবেন, এবং উক্ত দরখাস্তের তারিখ অবধি তাঁহার কর দিবার দায় থাকিবে না।

রেজিষ্টরী না করিলে অর্থদণ্ডের কথা।

৪৬ ধারা। যে জিলায় পূর্ব্বোক্তরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করা যায় সেই জিলায় নিষ্কররূপে ভূমি ভোগ দখলকারী কোন ব্যক্তি আদেশমত দুই মাস মধ্যে তাঁহার নাম রেজিষ্টরী না করিলে, কালেক্টর সাহেব তাঁহার ১০০৲ একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন, এবং উক্ত অর্থদণ্ড ১০৯ ধারার বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

যে ব্যক্তিরা রেজিষ্টরী না করে তাহাদের অতিরিক্ত দায়ের কথা।

৪৭ ধারা। উক্তরূপ অর্থদণ্ডের অতিরিক্ত নিকটস্থ তালুক প্রভৃতিতে তদ্রূপ ভূমির যে হারে খাজানা প্রদত্ত হয় সেই হারে উক্ত ব্যক্তি খাজানা দিতে দায়ী হইবে, উক্ত খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত যে তারিখে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই তারিখের পূর্ব্বগামী এক বৎসরের অনধিক কালের জন্য ও যত কাল ঐ ভূমির ভোগাধিকারী ৪১ ধারামতে রেজিষ্টরী করণার্থ প্রার্থনা না করে তত কালের জন্য উক্ত দায় থাকিবে।

কে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে, তাহার কথা।

৪৮ ধারা। যে জমীদার কি তালুকদার উক্ত ভূমি আপনার মহালের কি তালুকের অন্তর্গত বা পার্শ্ববর্ত্তী বলিয়া প্রকাশ করেন, তিনিই উক্তরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

অন্য জমীদার প্রভৃতিকে মোকদ্দমার পক্ষ করিতে পারিবার কথা।

৪৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারামত খাজানার দাওয়াদার ভিন্ন অন্য কোন জমীদার কি তালুকদার যদি উক্ত ভূমির খাজানা পাইয়া থাকেন বলিয়া আপত্তি করেন; অথবা যে ভূমির সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারামত খাজানার দাওয়া হয়, সেই ভূমির ভোগাধিকারী যদি এই বলিয়া আপত্তি করেন যে উক্ত ধারামত দাওয়াদার ভিন্ন অন্য জমীদারকে কি তালুকদারকে খাজানা দিয়া তিনি ঐ ভূমি ভোগ করেন; তবে আদালত তদ্রূপ অন্য জমীদারকে কি তালুকদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিবেন, ও উক্তরূপ খাজানা দিয়া প্রকৃতরূপে ভূমি ভোগ হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এবং তাহা হইয়া থাকিলে, মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিবেন।

50. *If more than one zemindar or tenure-holder shall make a claim for the special rent payable under section 47 in respect of the same lands, the Court shall determine, with reference to the relative positions of the estates or tenures of the claimants and of the lands hitherto held without payment of rent, and with reference to all the circumstances of the case, to which of the claimants such special rent shall be payable.*

Procedure if more than one zemindar, etc., claim special rent.

51. *Every order passed by the Collector under sections* 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 *or* 50 *shall be appealable to the Commissioner of the Division within one month from the date of such order.*

Orders appealable to Commissioner.

52. *The Collector, with the sanction of the Board of Revenue, may appoint such establishments as may be required for making valuations and revaluations under this Act, for making collections, recovering arrears, keeping accounts connected therewith, and generally for all purposes connected with such valuations, revaluations, collections, and realizations, and the payment of such establishments on bills signed by the Collector shall be the first charge on the District Road Fund constituted as hereinafter provided.*

Collector may appoint establishments.

PART II.—ROAD CESS AND PUBLIC WORKS CESS ON MINES, RAILWAYS, &c.

53. From and after the commencement of this Act in any district, *or part of a district*, every mine, quarry, tramway, or railway, or other immovable property not included within the provisions of Part I situate therein, shall be liable to the payment of a road cess *and a public works cess at the following rates:—*

Maximum rates on railways, &c.

In the case of road cess, at such rate *per annum* not exceeding one-half anna on every rupee of the annual net profits of such mine, quarry, tramway, or railway, or other property as aforesaid, as the District Committee may as hereinafter provided, *from year to year*, determine to be the rate in the rupee leviable in respect of the annual value of land under Part I;

in the case of public works cess, at such rate per annum not exceeding one-half anna on every rupee of the annual net profits of such mine, quarry, tramway, or railway, or other property as aforesaid, as the Lieutenant-Governor of Bengal may, by an order published in the Calcutta Gazette, *from year to year determine.*

[*Government Gazette, 3rd February* 1880.]

৫০ ধারা। ৪৭ ধারামতে কোন ভূমি সম্পর্কে যে বিশেষ খাজানা দেয় হয় একাধিক জমীদার কি তালুকদার তাহার দাওয়া করিলে, দাওয়াদারদের মহালের বা তালুকের ও এপর্য্যন্ত নিষ্কর ভোগকৃত ভূমির অবস্থানের প্রতি ও মোকদ্দমার সমুদয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আদালত উক্ত বিশেষ খাজানা কোন্ দাওয়াদারকে দিতে হইবে ইহা স্থির করিবেন।

একাধিক জমীদার প্রভৃতি বিশেষ খাজানার দাওয়া করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫১ ধারা। ৩৭, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, বা ৫০ ধারামতে কালেক্টর সাহেব যে কোন আজ্ঞা করেন, উক্ত আজ্ঞার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে খণ্ডের কমিশনের সাহেবের নিকটে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে।

আজ্ঞার উপর কমিশনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবার কথা।

৫২ ধারা। এই আইনমত মূল্য নিরূপণ ও পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ও তৎসংক্রান্ত কর ও বাকী আদায় করিবার ও হিসাব রাখিবার নিমিত্ত ও সাধারণতঃ উক্ত মূল্য নিরূপণ ও পুনর্মূল্য নিরূপণ ও কর আদায় ও বাকী আদায় সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব রেবিনিউবোর্ডের অনুমতি লইয়া যেরূপ আমলা সেরেস্তা আবশ্যক হয় নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং পরে যে জিলার পথের তহবীল সংস্থাপিত হইল কালেক্টর সাহেব বিল স্বাক্ষর করিয়া দিলে উক্ত সেরেস্তার বেতন সেই তহবীলের উপর প্রথম দায় হইবে।

কালেক্টর সাহেবের সেরেস্তা নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২ অধ্যায়।

খনি রেলওয়ে প্রভৃতির উপর পথকরের ও পূর্ত্তকার্য্য করের কথা।

৫৩ ধারা। এই আইন যে সময়ে কোন জিলার কি জিলার অংশে প্রচলিত হয় সেই সময়াবধি তদন্তর্গত ধাতুর ও পাতরের যে খনি ও যে ট্রামওয়ে কি রেলপথ ও অন্য স্থাবর সম্পত্তি এই আইনের ১ অধ্যায়ের বিধানের মধ্যে ধরা না যায় তাহার উপর নিম্নলিখিত হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে হইবে, অর্থাৎ,

রেলওয়ে প্রভৃতির উপর অত্যূর্দ্ধ পথকরের কথা।

পথকর সম্বন্ধে উক্ত ধাতুর বা পাতরের খনির বা ট্রামওয়ের বা রেলওয়ের বা অন্য সম্পত্তির খরচ বাদ বৎসর২ নিট যত লভ্য হয় প্রদেশীয় কমিটী ১ অধ্যায়মতে ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি বৎসর২ যে হার নিরূপণ করেন নিম্নলিখিত বিধানমতে সেই লভ্যের প্রত্যেক টাকার উপর দুই পয়সার অনধিক সেই হারে।

পূর্ত্ত কার্য্য কর সম্বন্ধে, উক্ত ধাতুর বা পাতরের খনির বা ট্রামওয়ের বা রেলওয়ের বা অন্য সম্পত্তির বার্ষিক নিট লাভের টাকা প্রতি দুই পয়সার অনধিক যে হার বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বৎসর২ নিরূপণ করেন, সেই হারে।

Provided that no railway or tramway, the property of the Government of India, nor any railway or tramway of which the dividend is guaranteed by Her Majesty's Secretary of State for India in Council, or by the Governor-General of India in Council, shall be liable to road cess *or public works cess* under the provisions of this Act without the previous consent of the said Governor-General of India in Council.

Exception.

54. At the time, in the manner, and under the penalties provided by section 9, the Collector shall cause a notice to be served upon the owner, chief agent, manager, or occupier of any property assessable under this Part: such notice shall be in the form provided by Schedule D *hereto annexed*, and shall require such owner, chief agent, manager, or occupier to send in to the office of the Collector a return of the annual net profits of such property calculated on the average of the annual net profits thereof for the last three years for which accounts were made up. The Collector may, upon sufficient grounds for so doing being proved to his satisfaction, from time to time extend the period for lodging any such return.

Notice to return profits.

55. Whenever any property assessable under this part lies in two or more districts under the Lieutenant-Governor of Bengal, the notice to furnish a return under section 54 shall be served on the owner, chief agent, manager, or occupier of such property by or through the Collector of the district where such owner, or chief agent, manager, or occupier may reside or have his chief place of business, and one return for the whole of such property shall suffice.

When property lies in different districts.

56. Whenever any property assessable under this Part lies partly within and partly outside the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal, the return sent in under section 54 shall state the total annual net profits calculated as aforesaid accruing from such property, and also the proportion of such profits which may reasonably be calculated to accrue in the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal.

When property is partly in and partly outside Bengal.

57. If such return be not furnished within the period of *two* months or any extension thereof from the date on which such notice was served, or if the Collector shall

If return not furnished or incorrect, Collector to make valuation.

কিন্তু যে রেলওয়ে কি ট্রামওয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হয়, ও যে রেলওয়ের কি ট্রামওয়ের ডিবিডেণ্ড দেওন বিষয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব প্রতিভূ হন, ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি না হইলে, এই আইনের বিধানমতে সেই রেলওয়ের বা ট্রামওয়ের উপর পথকর বা পূর্ত্তকার্য্য কর লওয়া যাইবে না ।

বর্জিত কথা ।

৫৪ ধারা । এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর টাক্স ধার্য্য হইতেপারে, কালেক্টর সাহেব এই আইনের ৯ ধারার নিরূপিত সময়ে ও প্রকারে ও সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ড বিধানমতে সেই সম্পত্তির স্বামির কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের নামে এই আইনের D তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়াইয়া ভূতপূর্ব্ব যে তিন বৎসরের হিসাব নিষ্পত্তি করা গিয়াছে তদনুসারে বার্ষিক নিট লভ্যের গড় ধরিয়া ঐ সম্পত্তির উপর খরচ বাদে বৎসর২ যত টাকা লভ্য হইয়াছে কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে ইহার রিটর্ণ পাঠাইতে আজ্ঞা করিবেন । কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধমতে সেই রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করণের উপযুক্ত কারণের প্রমাণ হইলে তিনি সময়ে২ ঐ সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন ।

লভ্যের রিটর্ণ দিবার নোটিসের কথা ।

৫৫ ধারা । এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দুই কি তদধিক জিলার অন্তর্গত থাকিলে, ঐ সম্পত্তির স্বামী কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারক কি কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা দখীলকার যে জিলায় বাস করেন কিম্বা তাঁহার কর্ম্মের প্রধান স্থান যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক কিম্বা তাঁহার দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে এই আইনের ৫৪ ধারামত রিটর্ণ দিবার নোটিস দেওয়া যাইবে । ঐ সমুদয় সম্পত্তির একই রিটর্ণ হইলে চলিতে পারিবে ।

সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলায় থাকিলে তদ্বিষয়ের কথা ।

৫৬ ধারা । এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে তাহার একাংশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে ও একাংশ বাহিরে থাকিলে, পূর্ব্বোক্তমতে হিসাব করিয়া ঐ সমুদয় সম্পত্তিহইতে বৎসর২ সর্ব্বসুদ্ধ নিট যত টাকা লাভ হয় এবং ঐ লাভের যে অংশ যুক্তিমতে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের উৎপন্ন বলিয়া ধরা যাইতে পারে এই আইনের ৫৪ ধারামতে ইহা ঐ রিটর্ণে ব্যক্ত হইবে ।

সম্পত্তির একাংশ বঙ্গদেশের সীমার মধ্যে ও একাংশ ঐ সীমার বাহিরে থাকিলে তাহার কথা ।

৫৭ ধারা । উক্ত নোটিস যে তারিখে দেওয়া যায় তদবধি দুই মাসের মধ্যে কিম্বা সময় বৃদ্ধি হইলে সেই সময়মধ্যে যদি সেই রিটর্ণ না দেওয়া যায় কিম্বা সেই নোটিসমতে রিটর্ণ দেওয়া গেলেও যদি কালেক্টর সাহেব তাহা অযথার্থ

রিটর্ণ না দেওয়া গেলে বা অশুদ্ধ হইলে কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণ করিবার কথা ।

deem that any return made in pursuance of such notice is untrue or incorrect, the Collector shall proceed to ascertain and determine, by such ways or means as to him shall seem expedient, the annual net profits of such property calculated as aforesaid, and all expenses incurred in making such valuation shall be borne by the person by whom, or the property in respect of which, the default occurred, and shall be recoverable, with all costs of recovery thereof, in manner as is provided by section 109.

কিম্বা অশুদ্ধ জ্ঞান করেন, তবে যে নিয়ম ও উপায় বিহিত বোধ করেন তদনুসারে পূর্ব্বোক্তমতে হিসাব করিয়া তিনি ঐ সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্য নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরূপণ করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। ঐ মূল্য নিরূপণ কার্য্যের যত খরচ লাগে যে ব্যক্তির কিম্বা যে সম্পত্তি সম্পর্কে উক্ত ত্রুটি হইয়া থাকে সেই ব্যক্তির বা সেই সম্পত্তি হইতে সেই খরচ দিতে হইবে ও উক্ত টাকা ও তাহা আদায় করিবার সমস্ত খরচ ১০৯ ধারার বিধানমতে আদায় হইতে পারিবে

Notice of valuation. Appeal.

58. So soon as the Collector shall have ascertained and determined the annual net profits as aforesaid of any such property, he shall cause to be served upon the owner, chief agent, manager, or occupier of such property, a notice informing him of the amount of the annual net profits so ascertained and determined by him. Any person who, having made a return under section 54, may deem himself aggrieved by any valuation made by the Collector under the last preceding section may, within one month from the service of such notice, appeal to the Commissioner of the Division, and the decision of the Commissioner on such appeal shall be final.

মূল্য নিরূপণ করিবার নোটিসের ও আপীলের কথা।

৫৮ ধারা। কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্তমতে উল্লিখিত সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্য নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরূপণ করিলেই তিনি সেই প্রকারে বৎসরের নিট কত টাকা লাভ নিশ্চয় ও নিরূপণ করিলেন, ঐ সম্পত্তির স্বামিকে কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারককে কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষকে কিম্বা দখলকারকে সেই কথার নোটিস দেওয়াইবেন। কোন ব্যক্তি ৫৪ ধারামতে রিটর্ন দিলে পর পূর্ব্ব ধারামতে কালেক্টর সাহেবের কৃত মূল্য নিরূপণদ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে তিনি ঐ নোটিস পাইবার পর এক মাসের মধ্যে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। সেই আপীলক্রমে কমিশ্যনর সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

Annual net profits.

59. If the Collector be unable to ascertain the annual net profits as aforesaid of any property assessable under this Part, he may, by such ways or means as to him shall seem expedient, ascertain and determine the value of such property, and shall thereupon determine six per centum on such value to be the annual net profits thereon. The expenses incurred under this section shall be borne by the person by whom, or the property in respect of which, the default occurred, and shall be recoverable with all costs of recovery thereof in manner provided by section 109.

বৎসরের নিট লভ্যের কথা।

৫৯ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারে সেই সম্পত্তি হইতে বৎসর২ নিট কত টাকা লভ্য হয় কালেক্টর সাহেব ইহা নিরূপণ করিতে না পারিলে যদ্রূপে ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদনুসারে ঐ সম্পত্তির মূল্য নিশ্চয় ও নির্ণয় করিয়া সেই মূল্যের উপর শতকরা ৬৲ টাকা তাহার বার্ষিক নিট লাভ ধরিবেন। এই ধারামত কার্য্য করিতে যত টাকা খরচ হয় যে ব্যক্তির কিম্বা যে সম্পত্তি সম্পর্কে উক্ত ত্রুটি হইল সেই ব্যক্তির বা সেই সম্পত্তি হইতে সেই খরচ দিতে হইবে ও তাহা এবং ঐ টাকা আদায় করিবার সমস্ত খরচ ১০৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

The Collector may from time to time, on good reason being shown to him, revise any valuation made by him under this part.

এই অধ্যায়মতে কালেক্টর সাহেব যে মূল্য নিরূপণ করেন, উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, তিনি সময়ে২ তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন।

Determination of proportion of profits when property in different districts.

60. Whenever any property assessable under this Part lies in two or more districts, the Lieutenant-Governor of Bengal shall from time to time determine out of the total annual net profits stated in the return, or in the valuation of such profits accruing in the territories subject to him, and ascertained in any manner as aforesaid, the proportions in which such property shall be assessed in each of the said districts respectively.

সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলায় থাকিলে যে জিলারপক্ষে যত লাভ নিরূপণ হইবে তাহার কথা।

৬০ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারিবে সেই সম্পত্তি দুই কি তদধিক জিলার মধ্যে থাকিলে, ঐ রিটর্নে কিম্বা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের উৎপন্ন লভ্যের নিরূপণপত্রে বৎসর২ নিট যত টাকা লাভ পূর্ব্বোক্তমতে নিশ্চিত হইয়া লেখা থাকে তাহার মধ্যে উক্ত প্রত্যেক জিলায় ঐ সম্পত্তির উপর কি হারে ঐ কর ধরিতে হইবে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ ইহা নির্ণয় করিবেন।

Notice of road cess and public works cess and recovery thereof.

61. When the rate of road cess *and public works cess* to be levied in the district upon property assessable under this Part shall have been determined for any year by the District Committee *and the Lieutenant-Governor respectively*, the Collector shall cause to be served on the owner, chief agent, manager, or occupier of every such property a notice showing the amount of road cess *and public works cess* payable *respectively* in respect of such property and specifying the date from which such cesses shall take effect. And such amount shall be payable by such owner, chief agent, manager, or occupier, to the Collector in two equal instalments, the first on the expiry of six months, the second on the expiry of nine months after the date fixed as hereinbefore provided for the commencement of the cess year. *Provided that it shall not be necessary to serve any notice under this section when no change has been made in the valuation of the property or in the rate of road cess or public works cess since the issue of the last notice under this section.*

পথকরের ও পূর্ত্তকার্য্যকরের নোটিস দিবার ও তদাদায়ের কথা।

৬১ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারে কোন বৎসরে কোন জিলার অন্তর্গত সেই সম্পত্তির উপর যে হারে পথ কর ও পূর্ত্তকার্য্য কর আদায় করা যাইবে প্রদেশীয় কমিটী ও শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যথাক্রমে তাহা নিরূপণ করিলে পর, ঐ সম্পত্তির উপর কত টাকা পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে হইবে ও সেই২ কর কোন্ তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে কালেক্টর সাহেব উক্ত প্রত্যেক সম্পত্তির স্বামিকে কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারককে কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষকে কিম্বা দখিলকারকে তাহার নোটিস দেওয়াইবেন। ও সেই স্বামী কি প্রধান কর্ম্মকারক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা দখিলকার কালেক্টর সাহেবকে সমান দুই কিস্তি করিয়া ঐ কর দিবেন অর্থাৎ পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে ঐ করের বৎসরের প্রারম্ভের যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই তারিখ অবধি ছয় মাস গত হইলে প্রথম কিস্তি ও নয় মাস গত হইলে দ্বিতীয় কিস্তি দিবেন। কিন্তু এই ধারামতে শেষ নোটিস দিবার পর সম্পত্তির নিরূপিত মূল্যের অথবা পথকরের বা পূর্ত্তকার্য্যকরের হারের পরিবর্ত্তন না হইলে, এই ধারামত নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

Deduction by occupier or owner who has paid in excess.

62. Every occupier of such property, who shall have paid in excess of half of such amount, shall be entitled to deduct such excess from the next instalment of rent payable in respect of such property; and every owner who has paid in excess of half of such amount shall be entitled to recover such excess from the occupier thereof; provided that in no case shall an occupier deduct from his annual rent more than half of the rate of the road cess *or public works cess* on every rupee thereof.

দখিলকার কি স্বামী অধিক দিয়া থাকিলে তাহা কাটিয়া লইবার কথা।

৬২ ধারা। উক্ত সম্পত্তির কোন দখিলকার সেই টাকার অর্দ্ধেকের অধিক দিলে তৎপরে ঐ সম্পত্তির খাজানার যে কিস্তি দেনা হয় তিনি তাহা হইতে ঐ অধিকাংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন। স্বামী ঐ টাকার অর্দ্ধেকের অধিক দিলে ঐ সম্পত্তির দখিলকারের স্থানে সেই অধিকাংশ ফিরিয়া পাইতে পারিবেন। কিন্তু টাকাপ্রতি যে হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধার্য্য হয়, কোন দখিলকার আপনার বার্ষিক খাজানা হইতে সেই হারের অর্দ্ধেকের অধিক কাটিয়া লইতে পারিবেন না।

Recovery of instalment.

63. If any instalment of cess which as become payable under this section shall not be paid to the Collector, the amount thereof may thereupon, at any time within three years next after the same has become payable, be recovered with all costs under the provisions contained in section 109 for so far as the same may be applicable.

কিস্তির টাকা আদায় করিবার কথা।

৬৩ ধারা। এই ধারামতে পথকরের কোন কিস্তি দেনা হইয়া কালেক্টর সাহেবকে না দেওয়া গেলে, অর্থদণ্ড আদায় করণার্থে ১০৯ ধারার বিধান যত দূর খাটিতে পারে তত দূর উক্ত টাকা দেনা হওয়ার পর তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে খরচ সমেত আদায় করা যাইতে পারিবে।

How distributed when property in different districts.

64. The total road cess *and public works cess* payable *respectively* in respect of property assessable under this Part, owned by the same person in two or more districts shall be payable to the Collector of the district where the owner, chief agent, manager, or occupier may reside or have his chief place of business, and shall be by him transmitted to the Collectors of the districts in respect of which such cesses shall be payable, in the proportion in which such Collectors, shall be severally entitled thereto.

সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলায় থাকিলে কর বিলি করিবার কথা।

৬৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারে একই ব্যক্তির সেই সম্পত্তি দুই কি তদধিক জিলার মধ্যে থাকিলে তাহার নিমিত্তে মোটে যে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর দিতে হইবে, স্বামী কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা দখিলকার যে জিলায় বাস করেন কিম্বা যে জিলায় তাঁহার কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে ঐ কর দেওয়া যাইবে। ঐ পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর যে২ জিলার পক্ষে দেনা হয় উক্ত কালেক্টর সাহেব সেই২ জিলার কালেক্টর সাহেবদের মধ্যে যাঁহার যত টাকা পাওনা হয় তাঁহাকে তত টাকা দিবেন।

New valuation under Part II.

65. New valuations under this Part shall be made by the Collector every year, and the Collector may for that purpose cause such notices to be issued and served, and such returns to be made, and shall have such powers and authorities as are in this Part mentioned and conferred.

Declaration of annual net profits by owner, &c.

Provided that whenever any return made under section 54 shall be accepted by the Collector for any year, the owner, chief agent, manager, or occupier of such property may, if he see fit, declare in writing at the time of such acceptance that the annual net profits set forth in such return shall, for the purposes of this Act, be the annual net profits for the five years then next ensuing.

Effect of acceptance by Collector of declaration.

And if the Collector shall agree to accept such declaration, no new valuation shall be made for such property until the said five years shall have expired, or until a general re-valuation be made under section 28.

Part III.—Road Cess Committees.

Constitution of District Committees.

Constitution of district committee.

66. In and for any district to which this Act shall have been extended, the Lieutenant-Governor shall from time to time appoint, or cause to be elected under such rules in regard to qualification, election, and discharge as may by him be prescribed for such period not exceeding two years as to him may seem fit, any number of the road-cess payers of such district their managers or agents, to be members of a district committee for carrying out the purpose, of the Act, *in respect of the construction and maintenance of district roads and communications.*

Removal of members.

67. The Lieutenant-Governor may, from time to time, discharge any one or more of the members of the committee so appointed, who shall desire to be discharged, or refuse or become incapable to act, or whom, for any cause which he may deem sufficient, he may think it expedient to remove.

Appointment of ex-officio members.

68. In addition to the members appointed or elected as aforesaid, the Lieutenant-Governor shall have power to direct by

২ অধ্যায়মত মূল্য নিরূপণের নূতন পত্রের কথা।

৬৫ ধারা। কালেক্টর সাহেব প্রতি বৎসর এই অধ্যায়মতে মূল্য নিরূপণ সূচক নূতন পত্র করিবেন। ও এই অধ্যায়ে যেং নোটিস দিবার ও জারী করিবার ও যেং রিটর্ণ দিবার কথা আছে ও যেং শক্তি ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইল কালেক্টর সাহেব উক্ত কার্য্যার্থে সেইং নোটিস দেওয়াইবেন ও জারী করাইবেন ও সেইং রিটর্ণ আনাইবেন ও সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

অধিপ্রভৃতির বার্ষিক নিট লভ্য নির্দ্দেশ করিবার কথা।

পরন্তু কালেক্টর সাহেব কোন বৎসর এই আইনের ৫৪ ধারামত কোন রিটর্ণ গ্রাহ্য করিলে উক্ত রিটর্ণে বার্ষিক যে নিট লভ্য প্রকাশ হইল এই আইনের কার্য্য পক্ষে আগামি পাঁচ বৎসর সেই বার্ষিক নিট লভ্য ধরিতে হইবে উক্ত সম্পত্তির স্বামী কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারক বা কার্য্যাধ্যক্ষ বা দাখলকার উচিত বোধ করিলে সেই রিটর্ণ গ্রাহ্য হওয়ার সময়ে এই মর্ম্মের নির্দ্দেশ বাক্য লিখিয়া দিতে পারিবেন।

কালেক্টর সাহেব নির্দ্দেশ বাক্য গ্রাহ্য করিলে তাহার ফলের কথা।

কালেক্টর সাহেব সেই নির্দ্দেশ বাক্য গ্রাহ্য করিলে সেই পাঁচ বৎসর গত না হওন পর্য্যন্ত অথবা ২৮ ধারামতে বারেক সাধারণ্য নূতন মূল্য নিরূপণ না করা যায় তাবৎ ঐ সম্পত্তির নূতন মূল্য নিরূপণপত্র করা যাইবে না।

---

৩ অধ্যায়।—স্থানীয় কমিটীর বিধি।

প্রদেশীয় কমিটীর সংস্থিতির কথা।

প্রদেশীয় কমিটীর সংস্থিতির কথা।

৬৬ ধারা। এই আইন যেং জিলায় প্রচলিত করা যায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং দুই বৎসরের অনধিক যত কাল বিহিত বোধ করেন তত কালের জন্যে সেইং জিলার পথকরদাতা কএক জনকে কিম্বা তাঁহাদের কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে কি গোমস্তাদিগকে জিলার পথ ও গমনাগমনের উপায়াদি প্রস্তুত ও রক্ষা করণ সম্বন্ধে এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন করণার্থ প্রদেশীয় কমিটীস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন কিম্বা আপনি তাঁহাদের যোগ্যগুণাদির ও মনোনীত ও অবসর করণ বিষয়ক বিধি করিয়া তাঁহাদিগকে সেই বিধিমতে মনোনীত করাইবেন।

কমিটীর লোকদিগকে অবসর করিবার কথা।

৬৭ ধারা। কোন ব্যক্তি তদ্রূপে কমিটীতে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম ছাড়িতে ইচ্ছা করিলে কিম্বা কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা অক্ষম হইলে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব অন্য যে কারণ উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই কারণে তাঁহাকে অবসর করা বিহিত বোধ করিলে, তিনি সময়েং ঐ কমিটীর এক বা অধিক ব্যক্তিকে কর্ম্ম হইতে অবসর করিতে পারিবেন।

যাঁহারা স্বং পদোপলক্ষে কমিটীতে থাকিবেন তাঁহাদের নিয়োগের কথা।

৬৮ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত লিপিদ্বারা এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এই আইন যেং জিলায় প্রচলিত করা যায় সেইং জিলার

any writing signed by him, that all persons holding the offices in such writing specified shall be ex-officio members of the committee for any district in which they exercise the said offices, and in which this Act shall have come into force.

Number of ex-officio members.

69. The number of members of a district committee holding salaried offices under the Government shall not be more than one-third of the total number of the said committee.

Their mode of transacting business.

Chairman and vice-chairman of committee.

70. The Collector of the district shall be the chairman of the district committee, and the vice-chairman shall be elected by the said committee.

Committee to have an office.

71. The committee shall have an office within the district in and for which they shall have been appointed, where they shall meet for the transaction of business at least once in every quarter of a year.

Chairman at meetings.

72. The chairman, or in his absence the vice-chairman, shall preside at every meeting of the committee. In the absence of both the chairman or vice-chairman the members present shall elect a president for the occasion.

Special meeting.

73. The chairman, or in his absence the vice-chairman, may, whenever he thinks fit, and shall, upon a requisition made in writing and signed by not less than one-third of the members, convene a meeting.

Notice of meeting.

74. At least ten days' notice shall be given of every meeting. Every notice shall state the business to be transacted at the meeting proposed to be called; and no business other than that so stated shall be transacted at such meeting.

Quorum.

75. The quorum necessary for the transaction of business at a meeting shall be *one-fourth* of the total number of members forming the committee at the time of the meeting.

Adjourned meeting.

76. If at the time appointed for the meeting or such time not exceeding one hour thereafter, as the

কমিটীর যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কি মনোনীত হন, সেই২ ব্যক্তিভিন্ন যাঁহারা ঐ লিপির নির্দ্দিষ্ট পদধারী হইয়া উক্ত জিলায় আপনং পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তাঁহারাও আপনং পদোপলক্ষে ঐ কমিটীর মেম্বর হইবেন।

যাঁহারা অন্য পদোপলক্ষে কমিটীতে থাকিবেন তাঁহাদের সংখ্যার কথা।

৬৯ ধারা। যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের অধীন বেতনবিশিষ্ট পদ ধারণ করিয়া উক্ত প্রদেশীয় কমিটীভুক্ত হন তাঁহাদের সংখ্যা ঐ কমিটীর মোট সংখ্যার তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না।

তাঁহাদের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার নিয়মের কথা।

কমিটীর সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতির কথা।

৭০ ধারা। জিলার কালেক্টর সাহেব প্রদেশীয় কমিটীর সভাপতি হইবেন। প্রতিনিধি সভাপতি ঐ কমিটীকর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

কমিটীর কার্য্যালয় থাকার কথা।

৭১ ধারা। কমিটী যে জিলায় ও যে জিলার নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই জিলায় তাঁহাদের কার্য্যালয় থাকিবে। সেই কার্য্যালয়ে তাঁহারা বৎসরের তিনং মাসে ন্যূনকল্পে একবার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্যে সমাগত হইবেন।

অধিবেশনকালে সভাপতির কথা।

৭২ ধারা। কমিটীর প্রত্যেক অধিবেশন কালে সভাপতি ও তাঁহার অনুপস্থানে প্রতিনিধি সভাপতি আধিপত্য করিবেন। সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি এই উভয়ের অনুপস্থানে কমিটীর যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন তাঁহারা সেই অধিবেশন কালীন সভাপতিস্বরূপ এক জনকে মনোনীত করিবেন।

বিশেষ অধিবেশনের কথা।

৭৩ ধারা। সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে প্রতিনিধি সভাপতি বিহিত বোধ করিলে কমিটীর ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া অধিবেশন করিতে পারিবেন এবং কমিটীর তৃতীয়াংশের অন্যূন সংখ্যক ব্যক্তিরা স্বাক্ষরিত লিপিদ্বারা প্রার্থনা করিলে তাহা অবশ্য করিবেন।

অধিবেশনের নোটিসের কথা।

৭৪ ধারা। অধিবেশনের পূর্ব্বে অন্যূন দশ দিন থাকিতে তাহার নোটিস দেওয়া যাইবে। প্রস্তাবিত অধিবেশনকালে যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহা নোটিসে ব্যক্ত থাকিবে। নোটিসে ব্যক্ত না থাকিলে কোন কর্ম্ম অধিবেশনকালে নির্ব্বাহ করা যাইবে না।

যত ব্যক্তির বিদ্যমানে কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা।

৭৫ ধারা। অধিবেশনকালে কমিটীর অন্তর্গত যে ব্যক্তিরা উপস্থিত হন তাঁহারা কমিটীর অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির চতুর্থাংশের ন্যূন হইলে কোন কার্য্য সম্পাদন হইতে পারিবে না।

সময়ান্তর নিরূপণ করিবার কথা।

৭৬ ধারা। সভার অধিবেশনের নিরূপিত সময়ে কিম্বা ঐ সভায় উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তি এক ঘণ্টার অনধিক যত কাল উচিত বোধ

majority of the members present shall think fit, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned till some future day, to be appointed by the chairman or vice-chairman of the committee, and ten days' notice of such adjourned meeting shall be given. The members present at such adjourned meeting shall form a quorum, whatever their number may be.

Voting: casting vote.

77. All questions which may come before the commitee at any meeting shall be decided by a majority of votes of the members present. Every member shall have one vote. In case of equality of votes, the president shall have a casting vote.

Minute book to be kept.

78. The minutes of the proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept for that purpose in the office of the committee, and any person resident in, or owning land in the district, may at all reasonable times inspect and examine such book without payment of any fee, and may obtain a certified copy of any extract therefrom on payment of such fees as the Lieutenant-Governor may direct.

Correspondence between committee and local Government.

79. All correspondence between the committee and the local Government shall pass through the Commissioner of the Division, who in all things under this Act shall be subject to the control and supervision of the Lieutenant-Governor. The committee shall furnish him with any information he may call for connected with the duties imposed upon them by this Act.

Their Functions.

Election of a vice-chairman.

80. The first meeting of a district committee shall be convened by the chairman at such time as he shall think fit, and shall proceed to the election of a vice-chairman.

Provided that the Lieutenant-Governor shall have the power to veto the election of a vice-chairman, and that no such election shall take effect till it has received his approval.

Appointment, salaries, etc., of officers by committee.

81. The committee, at a subsequent meeting to be convened by the chairman at such time as he shall think fit, may appoint, on the nomination of the chairman, and may suspend or dismiss, as they may think fit, such officers, engineers, clerks, and servants as may seem to

করেন তত কালের মধ্যে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার উপযুক্ত সংখ্যক লোক উপস্থিত না হইলে কমিটীর সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি অধিবেশনের অন্য দিন নিরূপণ করিয়া দশ দিন থাকিতে সেই অন্য দিনের নোটিস দিবেন। সেই দ্বিতীয় অধিবেশনে কমিটীর যত জন অনুপস্থিত থাকুন উপস্থিত ব্যক্তিদেরদ্বারা কার্য্য নিষ্পাদন হইতে পারিবে।

মতজ্ঞাপনের কথা ও মত প্রাধান্যের কথা।

৭৭ ধারা। কোন অধিবেশনকালে কমিটীর সম্মুখে যে প্রসঙ্গ উপস্থিত করা যায় উপস্থিত ব্যক্তিদের অধিকাংশের মতানুসারে তাহা নিষ্পত্তি করা যাইবে। প্রত্যেক জনের একবার মত জ্ঞাপন করিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি সমান সংখ্যার লোক ভিন্ন২ দুই মতের সপক্ষ হন তবে সভাপতি যে মতের সপক্ষ তাহাই প্রধান হইবে।

বৃত্তান্ত লিখিবার বহীর কথা।

৭৮ ধারা। প্রত্যেক অধিবেশনকালে যে সকল কার্য্য করা যায় ঐ কমিটীর কার্য্যালয়ে তাহার বৃত্তান্ত লিখিবার বহী থাকিবে। তাহাতে কার্য্যের বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে। জিলার মধ্যে যে ব্যক্তিরা বাস করেন কিম্বা যাঁহাদের ভূমিথাকে তাঁহারা ফী না দিয়া উপযুক্ত কোন সময়ে ঐ বহী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যত টাকা ফী নিরূপণ করেন তত টাকা দিয়া ঐ বহীহইতে গৃহীত কোন কথার সংসিত্ত প্রতিলিপি পাইতে পারিবেন।

কমিটীর ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে লিখনপঠনের কথা।

৭৯ ধারা। কমিটীর ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে পত্রাদির লিখনপঠন হয় তাহা দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা হইবে। এই আইনমত সমস্ত বিষয়ে তিনি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কর্তৃত্বের ও তত্ত্বের অধীন থাকিবেন। এই আইনদ্বারা কমিটীর প্রতি যে কর্ম্ম অর্পিত হইল কমিশনর সাহেব তদ্বিষয়ের কোন সন্ধান জানিতে চাহিলে তাঁহারা জানাইবেন।

তাঁহাদের কর্ম্মের কথা।

প্রতিনিধি সভাপতিকে মনোনীত করিবার কথা।

৮০ ধারা। সভাপতি যৎকালে বিহিত বোধ করেন তৎকালে প্রদেশীয় কমিটীর ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া প্রথম অধিবেশন করাইবেন ও তাঁহারা প্রতিনিধি সভাপতিকে মনোনীত করিবার কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবেন।

কিন্তু শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কোন প্রতিনিধি সভাপতির মনোনীত করণ অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার অনুমোদন যাবৎ প্রাপ্ত হওয়া না যায় তদ্রূপ মনোনীত করণ বলবৎ হইবে না।

কর্ম্মকারকদিগকে কমিটীর নিযুক্ত করিবার ও বেতন প্রভৃতি দিবার কথা।

৮১ ধারা। সভাপতি তৎপরে যে সময় বিহিত বোধ করেন সেই সময়ে সভার অধিবেশন করাইয়া এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যে কমিটী যে কার্য্যকারকদিগকে ও ইঞ্জিনিয়রদিগকে ও কেরাণীদিগকে ও চাকরদিগকে নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করেন সভাপতি তাহাদিগকে মনোনীত করিলে

them to be necessary for carrying out the purposes of this Act, and may pay to such officers, engineers, clerks, and servants such salaries, absentee allowances while on leave, *gratuities, and pensions* as they may from time to time determine:

Provided that the aggregate salaries and absentee allowances of such officers, engineers, clerks, and servants for any one year shall not, except with the sanction of the Commissioner of the Division, exceed one-fourth of the entire income of the committee for the said year.

Penalty on members and officers being concerned in contracts.

82. No member, officer, or servant of any committee shall be in any wise concerned or interested in any contract or work made with or executed for such committee; and if any such member, officer, or servant be so concerned or interested, he shale be incapable of afterwards continuing to be a member of such committee, or holding or continuing in any office or employment under such committee, and shall be liable on conviction thereof to a fine of five hundred rupees:

Exception.

Provided that nothing in this section shall apply to any person by reason only of his being a shareholder in any company incorporated by Act of Parliament or by Royal Charter or otherwise, or registered under any Act for the registration of Joint-Stock Companies, passed by the Parliament of the United Kingdom, or by any Indian Legislature, which may enter into any contract with such committee, or execute any work for such committee, if such person shall, at or before the time of any such contract being made or tendered for, declare to such committee the extent of his interest in such company, and if an officer or servant of the committee obtain the sanction of such committee to his continuing to be an officer or servant.

Statement of roads to be prepared.

83. The vice-chairman, within three months after his election, shall cause to be prepared a general statement of the roads, bridges, rivers, khals, and canals other than those on which tolls of any kind are collected the proceeds of which are not paid to the District Road Fund, and other than canals constructed for purposes of irrigation, to be brought within the operation of this Act within the three years then next ensuing, and the committee shall at some meeting to be held within one month after the submission of such statement, or at any

কমিটী অধিবেশন কালে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং যদ্রূপ বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে তাহাদিগকে কিয়ৎকালের কিম্বা চির কালের নিমিত্ত কর্ম্ম হইতে অবসর করিতে পারিবেন, এবং সময়ে২ ঐ২ কর্ম্মকারকের ও ইঞ্জিনিয়রের ও কেরাণীর ও চাকরের যত টাকা বেতন ও ছুটী কালীন বৃত্তি ও পুরস্কার ও পেন্‌শ্যন নির্ণয় করেন তাঁহাদিগকে তাহা দিবেন।

পরন্তু কোন বৎসর কমিটীর সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকা আয় হয় দেশখণ্ডের কমিশানর সাহেবের অনুমতি না হইলে ঐ কর্ম্মকারকদের ও ইঞ্জিনিয়রদের ও কেরাণীরদের ও চাকরদের এক বৎসরের বেতন ও ছুটীকালীন বৃত্তিসমষ্টি ঐ টাকার চতুর্থাংশের অধিক না হয়।

কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তি ও কর্ম্মকারকেরা চুক্তির অংশী হইলে দণ্ডের কথা।

৮২ ধারা। কমিটীর সঙ্গে যে চুক্তি করা যায় কিম্বা কমিটীর নিমিত্তে যে কর্ম্ম করা যায় তাহাতে কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তির কি কর্ম্মকারকের কি চাকরের সংস্রব বা স্বার্থ না থাকে। থাকিলে সেই ব্যক্তি তৎপরে কমিটীতে থাকিতে কিম্বা কমিটীর অধীন কোন পদ ধারণ কি কর্ম্ম করিতে কিম্বা সেই পদে কি কর্ম্মে থাকিতে পারিবেন না ও সেই অপরাধের প্রমাণ হইলে তাঁহার ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

বর্জ্জিত কথা।

কিন্তু পারলিয়ামেণ্টের আইন দ্বারা বা রাজকীয় চার্টর দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে যে কোম্পানি সমাবায়িত হয় কিম্বা ইঙ্গলণ্ড ও ঐরলণ্ড সংযুক্তরাজ্যের পারলিয়ামেণ্টের কিম্বা ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপকগণের দ্বারা জাইণ্ট-ষ্টাক কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার আইন প্রণীত হইয়া তদ্দ্বারা যে কোম্পানি রেজিষ্টরী করা যায় কমিটীর সঙ্গে সেই কোম্পানির চুক্তি হইলে কিম্বা কমিটীর নিমিত্তে সেই কোম্পানি কর্ম্ম করিলে, ঐ কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি সেই কোম্পানির অংশী হইলেও, সেই ব্যক্তি ঐ চুক্তি করিবার কিম্বা তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ হইবার সময়ে কিম্বা তৎপূর্ব্বে ঐ কোম্পানিতে আপনার যত দূর স্বার্থ থাকে ইহা ব্যক্ত করিলে অথবা কমিটীর কর্ম্মকারক কি চাকর হইয়া কমিটীর নিকট কর্ম্মকারক কি চাকরের পদে থাকিবার অনুমতি পাইলে ঐ কোম্পানির অংশী হইলেও এই ধারার পূর্ব্বোক্ত কথা তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

পথের বর্ণনা প্রস্তুত করিবার কথা।

৮৩ ধারা। এই আইন কোন জিলায় প্রচলিত হইলে ঐ জিলার যে২ পথ ও পুল ও নদী ও খাল এবং যে নালার উপর মাসুল আদায় হইয়া প্রদেশীয় পথের তহবীলে দেওয়া না যায় ও জল সেঁচিবার নিমিত্তে যে নালা কাটা গেল তদ্ভিন্ন যে২ নালা আগামি তিন বৎসরের মধ্যে এই আক্টের বিধানের অধীনে আনা যাইবে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে তাহার সাধারণ বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইবেন। এবং ঐ বর্ণনাপত্র অর্পণ হইবার পর এক মাসের মধ্যে কমিটী অধিবেশন করিয়া কিম্বা সেই সময় কর্ম্ম স্থগিত রাখিয়া সময়ান্তরে অধিবেশন

adjourned meeting, take such statement into consideration, and may pass any statement relating thereto which they may think fit.

Statement to be forwarded to Commissioner.

84. The committee shall thereupon forward the statement which shall be so passed to the Commissioner of the Division.

Supplemental statement.

85. The vice-chairman may in any subsequent year cause to be prepared a supplemental statement of the kind mentioned in section 83, and every such supplemental statement shall be subject to the provisions of the two last preceding sections with respect to the statement therein mentioned.

Collector to submit annual statement to committee.

86. The Collector shall, at such date as the district committee shall fix, prepare and deliver to the district committee a statement showing under separate heads the estimated proceeds, for the cess year then next ensuing, of the several road cesses at the maximum rates hereinbefore provided, and also of any sum and of any sources of revenue for the said period which the Lieutenant-Governor shall have assigned to the said district.

Annual estimate to be prepared.

87. The committee shall, at some meeting to be held in such month as the Lieutenant-Governor shall determine, prepare an estimate of the income and expenditure of the committee for the cess year then next ensuing, together with specifications and estimates of the works to be performed during such year, such works being a portion of, or included in, the works mentioned in the statement for the time being in force.

Mode of preparation.

In making such estimate the committee shall *first provide for the amount to be paid to the Collector for establishments entertained by him under section* 52, *secondly for* the amount to be appropriated to establishment and charges *of their own office, thirdly for* the amount to be appropriated to the repair of roads, bridges, rivers, khals and canals then existing, *fourthly for the amount to be set aside as a reserve in case of accidents or emergencies*, and *fifthly for* the amount to be appropriated to the construction of new roads or canals; provided that no portion of the District Road Fund of any one district shall, save with the previous sanction of the Lieutenant-Governor, be appropriated for the construction, repairs, maintenance or improvement of roads, bridges, rivers, khals or canals within any other district

করিয়া ঐ বর্ণনাপত্র বিবেচনা করণপূর্ব্বক উক্ত পথাদির বিষয়ে যে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করা উচিত বোধ করেন গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনর সাহেবের নিকট বর্ণনাপত্র পাঠাইবার কথা।

৮৪ ধারা। তদ্রূপ যে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করা যায় কমিটী দেশখণ্ডের রাজস্বের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট তাহা পাঠাইবেন।

পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্র।

৮৫ ধারা। তৎপশ্চাৎ কোন বৎসরে প্রতিনিধি সভাপতি ৮৩ ধারার লিখিত প্রকারের পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইতে পারিবেন। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারায় বর্ণনাপত্রের যে বিধান হইয়াছে এই ধারার উল্লিখিত পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্রের প্রতি সেই বিধান বর্ত্তিবে।

কমিটীর নিকট কালেক্টর সাহেবের বৎসর২ বর্ণনাপত্র দিবার কথা।

৮৬ ধারা। পূর্ব্বভাগে পথকরের যে অত্যুচ্চ হারের বিধান হয় সেই হারানুসারে পথকরের আগামি বৎসরে পথের নিমিত্তে প্রত্যেক প্রকারের করদ্বারা কত টাকা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, প্রদেশীয় কমিটী যে তারিখ নিরূপণ করেন কালেক্টর সাহেব সেই তারিখে পৃথক২ দফামতে ইহার বর্ণনাপত্র এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেই জিলার পক্ষে ঐ বৎসরে যত টাকা ও রাজস্বোৎপাদক যত বিষয় নিরূপণ করেন তাহার বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া প্রদেশীয় কমিটীকে দিবেন।

বৎসর২ অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

৮৭ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে মাস নিরূপণ করেন কমিটী সেই মাসে অধিবেশন করিয়া পথকরের আগামি বৎসরে কমিটীর কত টাকা আয় ও ব্যয় হওয়া সম্ভাবনা ইহার অনুমানপত্র এবং ঐ বৎসরে যে কার্য্য করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশপত্র ও খরচের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন। যৎকালে যে বর্ণনাপত্র প্রবল থাকে উক্ত কার্য্য যেন সেই বর্ণনাপত্রের উল্লিখিত কার্য্যের একাংশ হয় কিম্বা তন্মধ্যে ধরা যায়।

অনুমানপত্র যেরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার কথা।

উক্ত অনুমানপত্র করিতে গেলে, কালেক্টর সাহেব ৫২ ধারামতে যে আমলা সেরেস্তা রাখেন তাহাদের জন্য যত টাকা দেওয়া যাইবে কমিটী প্রথমে তাহার বিধান করিবেন দ্বিতীয়তঃ আপনাদের কার্য্যালয়ের আমলাদের জন্য ও খরচের জন্য যত টাকা লাগিবে তাহার বিধান করিবেন, তৃতীয়তঃ যেং পথ ও পুল ও নদী ও খাল ও নালা তৎকালে থাকে তাহা মেরামৎ করিবার নিমিত্ত যত টাকা দেওয়া যাইবে চতুর্থতঃ দুর্ঘটনা বা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া যত টাকা জমা করিয়া রাখিতে হইবে, ও পঞ্চমতঃ নূতন পথ কি নালা করিতে যত টাকা দেওয়া যাইবে ইহার বিধান করিবেন। পরন্তু শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি না হইলে কোন এক জিলার প্রাদেশীয় পথের তহবীলের কোন টাকা অন্য জিলার পথ কি পুল কি নদী কি খাল কি নালা প্রস্তুত কি মেরামৎ কি রক্ষা করণার্থে কিম্বা তাহার উৎকর্ষ সাধনার্থে নিরূপণ করা যাইবে না।

88. Every such estimate shall be forwarded by the Vice-Chairman to the Commissioner, and the Commissioner may approve such estimate or may return such estimate for revision in such respects as he may point out, or may alter or vary the *details or* total amount thereby proposed to be expended: Provided the Commissioner shall not alter or vary any estimate which has been approved by not less than two-thirds of the members of the committee present at the meeting at which such estimate shall have been adopted.

Commissioner may revise estimate.

89. The total amount in and by any estimate proposed to be expended in any one cess year shall not exceed the proceeds estimated to be at the disposal of the committee for that year of the several road cesses hereinbefore directed to be imposed within the district at the maximum rates at which they are respectively leviable, together with any sum, and the annual proceeds of any source of revenue which shall have been placed by the Lieutenant-Governor at the disposal of the committee, *and the estimated unexpended balance of the District Road Fund of the previous year.*

Limit of estimate.

90. Whenever any estimate shall have been altered or revised by the Commissioner as hereinbefore is provided, the committee shall cause a supplemental estimate to be prepared, and in case the amount proposed to be expended shall have been increased by such alteration or revision, shall at a meeting provide for the expenditure of such increased sum, within the limits in the next preceding section specified, and in case such sum shall have been similarly diminished, shall therein determine the works proposed in the original estimate which are to be altered or abandoned.

Supplemental estimate.

91. When and so soon as the amount for any one cess year proposed to be extended shall have been determined as hereinbefore is provided, the committee shall at a meeting, after deducting therefrom the amount which may be placed at their disposal as aforesaid, together with the estimated proceeds of any sources of revenue assigned to them, determine the several rates of *road* cess under this Act required to produce the residue, and such rates shall be the rates at which the several *road* cesses shall be respectively leviable for the ensuing year.

Calculation of annual road cess.

৮৮ ধারা। প্রতিনিধি সভাপতি কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে সেই অনুমানপত্র পাঠাইবেন। কমিশ্যনর সাহেব সেই অনুমানপত্র গ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিম্বা সংশোধন করিবার উপযুক্ত বলিয়া যেং অংশ দেখাইয়া দেন তাহা সংশোধন করিবার জন্যে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন কিম্বা তন্মধ্যে বিশেষং বা মোটে যত টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব হয় কমিশ্যনর সাহেব তাহা পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ অনুমানপত্র যে অধিবেশনকালে গ্রাহ্য করা যায়, সেই অধিবেশনকালে কমিটীর যে ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের তিন অংশের দুই অংশের অন্যূন ব্যক্তি ঐ অনুমানপত্র গ্রাহ্য করিলে কমিশ্যনর সাহেব তাহা পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিতে পারিবেন না।

কমিশ্যনরের দ্বারা সেই অনুমান পত্র সংশোধন হইবার কথা।

৮৯ ধারা। ইহার পূর্ব্বভাগে কর সংক্রান্ত কোন বৎসরে কোন জিলার নানা প্রকারের পথকর অতি উচ্চ যে হারে ধরিবার অনুমতি হইল তদনুসারে অনুমান যত টাকা উৎপন্ন হইয়া সেই বৎসর কমিটীর ব্যয়ার্থে থাকিবে এবং শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঐ কমিটীর নামে যত টাকা নিরূপণ করেন ও রাজস্বোৎপাদক যেং বিষয় অর্পণ করেন তাহাহইতে বৎসরং যত টাকা উৎপন্ন হয় ও পূর্ব্ববৎসরের পথকর তহবীলে খরচ বাদ অনুমান যত টাকা থাকে কোন অনুমানপত্রে সেই বৎসরে সর্ব্বসুদ্ধ ইহার অধিক টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব করিতে হইবে না।

অনুমান পত্রের পরিসীমার কথা।

৯০ ধারা। কমিশ্যনর সাহেব পূর্ব্ব বিধানমতে কোন অনুমানপত্র পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করিলে কমিটী পরিশিষ্ট অনুমানপত্র প্রস্তুত করাইবেন। এবং যত টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব ছিল উক্ত প্রকারে পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করণ দ্বারা তাহা বাড়িয়া গেলে কমিটী অধিবেশন করিয়া ইহার পূর্ব্বধারার নির্দ্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে সেই অধিক টাকার বিধান করিবেন। আর টাকা কমিয়া গেলে, প্রথম অনুমানপত্রে তাঁহাদের প্রস্তাবিত যে কার্য্য পরিবর্ত্তন করা বা ত্যাগ করা যাইবে তাহা নিরূপণ করিবেন।

পরিশিষ্ট অনুমানপত্রের কথা।

৯১ ধারা। পথকরের কোন এক বৎসরে যত টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব হয় ইহা পূর্ব্ববিধানমতে নিরূপণ করা গেলে পর কমিটী সভা করিয়া পূর্ব্বোক্তমতে তাঁহাদের হাতে খরচ করিবার যত টাকা দেওয়া যায় ও তাঁহাদের প্রতি রাজস্বোৎপাদক যেং বিষয় অর্পণ করা গেল তাহাহইতে যত টাকা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা তাহা খরচ করিবার প্রস্তাবিত টাকাহইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা তুলিবার নিমিত্তে এই আইনমতে কি হারে পথকর ধরিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিবেন। আগামি বৎসরে সেই জিলায় সেই হারানুসারে নানা প্রকারের পথকর আদায় করা যাইবে।

বৎসরং পথকর অনুমান করিবার কথা।

92. So soon as the said rates shall have been determined as aforesaid, the committee shall inform the Collector thereof, and the Collector shall cause a proclamation to be issued in his district declaring the same. Such proclamation shall be published in manner as in section 8 is directed. And the said rates shall be reported by every Collector to the Lieutenant-Governor, who shall forthwith cause the same to be published in the *Calcutta Gazette*.

Proclamation and publication of cesses.

Branch Committees.

93. In any district to which this Act shall have been extended, the Lieutenant-Governor shall, in addition to a district committee, form as many branch committees as he shall think fit for carrying out the purposes of this Act, and shall appoint a chairman and vice-chairman thereof respectively, and shall define the portion of such district within which any branch committee shall exercise the powers conferred and discharge the duties imposed upon them by this Act. The Lieutenant-Governor shall from time to time appoint, or cause to be elected under such rules in regard to qualification, election and discharge, as may by him be prescribed, for such period not exceeding two years as to him may seem fit, to be members of a branch committee any number of the road-cess payers of the portion of the district for which such branch committee shall be formed.

Branch committees.

The provisions of sections 67 to 69 (both inclusive) and 71 to 78 (both inclusive) respecting district committees shall apply, so far as the same are suitable, to such branch committees.

Sections which apply to them.

94. Every such branch committee shall be, except as hereinafter provided, subordinate to the district committee, and shall forward to the district committee such statements, suggestions, and estimates as it may think fit, and the district committee shall consider and have regard to such statements, suggestions, and estimates in framing the statements and estimates hereinbefore directed. And such branch committee may from time to time select any member thereof to be an additional member of the said district committee, who shall thereupon, for the space of one year, become a member thereof.

Branch committees' statements.

95. The Lieutenant-Governor may in each year assign to any branch committee so much of the road fund levied for that year in the district for portion of which such

Funds of the branch committee.

৯২ ধারা। কর যে হারে ধরিতে হইবে ইহা পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপণ করা গেলে, কমিটী কালেক্টর সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন। কালেক্টর সাহেব তাহা প্রকাশ করণার্থে আপন জিলায় ঘোষণাপত্র প্রচার করাইবেন। ঐ ঘোষণাপত্র ৮ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে প্রচার করা যাইবে। ও যে হারে কর ধরা গিয়াছে প্রত্যেক জন কালেক্টর সাহেব শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট সেই কথার রিপোর্ট করিবেন। তিনি অবিলম্বে কলিকাতা গেজেটে তাহা প্রকাশ করাইবেন।

কর ঘোষণা ও প্রকাশ করিবার কথা।

শাখা কমিটীর কথা।

৯৩ ধারা। এই আইন যেং জিলায় প্রচলিত করা যায়, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সেইং জিলায় প্রদেশীয় কমিটীভিন্ন এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যত শাখা কমিটী থাকা উচিত বোধ করেন নিযুক্ত করিবেন, ও সেইং কমিটীর সভাপতিকে ও প্রতিনিধি সভাপতিকে নিযুক্ত করিবেন। এবং শাখা কমিটীর প্রতি এই আইনমতে যেং ক্ষমতা প্রদান ও যেং কার্য্য অর্পণ করা যায় তাঁহারা উক্ত জিলার কোন্ অংশে সেই ক্ষমতামতে সেই কার্য্য নিষ্পাদন করিবেন ইহা নির্ণয় করিবেন। জিলার যে অংশে ঐ শাখা কমিটী করা যায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং সেই অংশের পথকরদায়ি ব্যক্তিদের মধ্যে কএক ব্যক্তিকে দুই বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্তে ঐ শাখা কমিটীর মেম্বরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন কিম্বা যোগ্যতার গুণাদি বিষয়ের এবং মনোনীত ও অবসর করণের বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই বিধিমতে তাঁহাদিগকে মনোনীত করাইবেন।

শাখা কমিটীর কথা।

৬৭ অবধি ৬৯ পর্য্যন্ত ও ৭১ অবধি ৭৮ পর্য্যন্ত ধারা - প্রদেশীয় কমিটীসম্পর্কীয় যেং বিধান হইয়াছে তাহা শাখা কমিটীর প্রতি যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

তাঁহাদের প্রতি যেং ধারা বর্ত্তে তাহার কথা।

৯৪ ধারা। নিম্নলিখিত যে স্থলের জন্য বিধান হইয়াছে সেই স্থল ভিন্ন উক্ত প্রত্যেক শাখা কমিটী প্রদেশীয় কমিটীর অধীন থাকিবেন, ও যেং বর্ণনাপত্র ও প্রসঙ্গ পত্র ও অনুমানপত্র উচিত বোধ করেন তাহা প্রদেশীয় কমিটীর নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রদেশীয় কমিটী পূর্ব্ববিধানমতে আপনাদের বর্ণনাপত্র ও অনুমানপত্র প্রস্তুত করণ কালে সেইং বর্ণনা ও প্রসঙ্গ ও অনুমানপত্র বিবেচনা করিবেন ও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং সেই শাখা কমিটী সময়েং আপনাদের কোন এক ব্যক্তিকে উক্ত প্রদেশীয় কমিটীর অতিরিক্ত মেম্বর স্বরূপ মনোনীত করিতে পারিবেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কমিটীতে থাকিবেন।

শাখা কমিটির বর্ণনাপত্রের কথা।

৯৫ ধারা। উক্ত প্রকারের শাখা কমিটী যে জিলার সেই জিলায় কোন বৎসর পথের তহবীলের যত টাকা আদায় হয় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট

শাখাকমিটীর তহবীলের কোন অংশে নিযুক্ত হওন কথা।

branch committee is appointed as he may think fit, not exceeding the total estimated proceeds of all *road* cesses leviable within the said portion of the district; and further, to allot to the said branch committee so much of the income of the fund from other sources as he shall think fit.

96. In any case where the Lieutenant-Governor of Bengal may declare that a branch committee shall have the full powers of a district committee within the said portion of the district, the district committee shall cease to exercise powers under sections 81, 82, 83, 87 and 90 within such portion of the district: and such powers, together with the powers specified in sections 75 and 85, shall then vest in the branch committee; and in any case where the Lieutenant-Governor of Bengal may declare that a branch committee shall have the powers of a district committee for specified works or specified purposes only, the powers of the district committee in respect of such works and such purposes only shall cease within the said portion of the district; and such powers shall then vest in the branch committee.

Powers of the branch committee.

97. Every branch committee so vested with powers as in the next preceding section provided, shall prepare an estimate in regard to their annual income, and expenditure, similar to that required by section 87 to be prepared by the district road committee.

Estimate.

98. The provisions of sections 88, 89, and 90 shall apply to such estimate: provided that the aggregate amount to be expended by the branch committee in any year shall not exceed the aggregate of the fund placed at their disposal for that year.

Limit of estimate.

PART IV.—DISTRICT ROAD FUND.

99. The District Road Fund under this Act shall consist of the amount produced by the several road cesses, and of all sums levied or recovered as fines or penalties or otherwise. *in respect of the said cesses* under this Act, and of all sums *assigned by the Government thereto, whether as a contribution from the proceeds of the public works cess towards the expenses of assessing and collecting such cess jointly with the road cess or otherwise.*

Constitution of District Road Fund.

100. The Lieutenant-Governor shall, on or before the date fixed as that from which the several

Road cess not under this Act

গবর্ণর সাহেব সেই বৎসর সেই টাকার যত অংশ উচিত বোধ করেন সেই শাখা কমিটীর প্রতি সেই অংশ নিরূপণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ জিলার সেই অংশে না না প্রকার পথ করদ্বারা অনুমান যত টাকা উৎপন্ন হইবে তাহার অধিক নিরূপণ করিবেন না। অন্যং প্রকারে ঐ তহবীলের যত আয় হয় তাহার যে অংশ বিহিত বোধ করেন উক্ত শাখা কমিটীর পক্ষে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। জিলার উক্ত অংশে শাখা কমিটী প্রদেশীয় কমিটীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কোন স্থলে এমত আজ্ঞা করিলে, প্রদেশীয় কমিটী জিলার সেই অংশে ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৭ ও ৯০ ধারামত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন না; তৎকালে সেই ক্ষমতা এবং ৭৫ ও ৮৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা শাখা কমিটীর প্রতি বর্ত্তিবে। কোন বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে কিম্বা কেবল বিশেষ অভিপ্রায়ে শাখা কমিটী প্রদেশীয় কমিটীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কোন স্থলে এমত আজ্ঞা করিলে জিলার সেই অংশে সেই কার্য্য পক্ষে ও কেবল সেই অভিপ্রায়ে প্রদেশীয় কমিটীর ক্ষমতা রহিত হইবে ও শাখা কমিটীর প্রতি ঐ২ ক্ষমতা বর্ত্তিবে।

শাখা কমিটীর ক্ষমতার কথা।

৯৭ ধারা। কোন শাখা কমিটীর প্রতি ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমত ক্ষমতা প্রদান করা গেলে, ৮৭ ধারায় প্রদেশীয় পথের কমিটীর বার্ষিক আয়ের ও ব্যয়ের যে অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ আছে ঐ শাখা কমিটীও সেই প্রকারের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন।

অনুমানপত্রের কথা।

৯৮ ধারা। উক্ত অনুমানপত্রের প্রতি ৮৮, ৮৯ ও ৯০ ধারার বিধান বর্ত্তিবে। কিন্তু কোন বৎসর শাখাকমিটীর ব্যয়ার্থে সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকা নিরূপিত হয় তাঁহাদের সেই বৎসরের ব্যয়সমষ্টি উক্ত টাকার অধিক না হয়।

অনুমানপত্রের পরিসীমার কথা।

---

৪ অধ্যায়। প্রদেশীয় পথের তহবীল।

৯৯ ধারা। নানাপ্রকারের পথকরের টাকা এবং ঐ সকল করের সম্পর্কে এই আইন মতে অর্থদণ্ড কিম্বা দণ্ডস্বরূপে কিম্বা প্রকারান্তরে যে সকল টাকা আদায় করা যায় তাহা এবং পূর্ত্তকার্য্য কর পথকরের সহিত একত্রে ধার্য্য করিবার ও আদায় করিবার ব্যয়পোষণার্থে পূর্ত্তকার্য্য করের উৎপন্ন হইতে সাহায্য স্বরূপ বা প্রকারান্তরে গবর্ণমেণ্ট যে সকল টাকা দেন তাহা লইয়া এই আইনমতে ডিষ্ট্রিকট রোডফণ্ড অর্থাৎ প্রদেশীয় পথের তহবীল হইবে।

প্রদেশীয় পথের তহবীল সংস্থাপনের কথা।

১০০ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কোন জিলায় এই আইনমতে নানা প্রকারের পথকর প্রচলিত হইবার যে তারিখ নিরূপণ করেন

এই আইন ব্যতীত যে পথকর হয় তাহার কথা।

road cesses under this Act shall take effect in any district, assign to the district committee appointed therein all such sums as may have been collected within the said district during the financial year then last completed, on account of any road cess payable otherwise than under the provisions of this Act, and such sums shall by the said committee be added to the District Road Fund.

Collector to prepare annual statement of the District Road Fund.

101. The District Road Fund shall be lodged with the Collector, and the Collector shall keep a separate account thereof, and shall cause to be prepared an annual statement of such account showing in detail therein all receipts and disbursements during the cess year. After the appointment of any branch committee in a district the Collector shall in like manner keep a separate account of the fund placed at its disposal.

Payments on account of the District Road Fund.

102. All payments on account of the District Road Fund shall be made by the Collector out of the said fund upon cheques signed by the vice-chairman for sums not exceeding one hundred rupees, or by the chairman and vice chairman for sums above that amount. When the vice-chairman is absent, or from any cause incapacitated to sign cheques, the chairman may sign cheques on behalf of the vice-chairman.

The word "chairman" in this section includes any officer for the time being in charge of the office of chairman under a written order from the chairman.

Collector's monthly account.

103. The Collector shall forward to the vice-chairman of every committee in every month an account of his receipts and disbursements on account of the District Road Fund for the previous month.

Accounts of committee.

104. Every committee shall keep regular and detailed accounts of the moneys received or applied by them under the provisions of this Act and of their application, and such accounts shall be, at all convenient seasons, open to the inspection of all members of the committee.

Annual account current and examination thereof.

105. The vice-chairman of every committee shall, in every year, prepare a detailed account current of the receipts and expenditure of the District Road Fund during the previous cess year, and such account shall within one month of the submission thereof be examined by the said vice-chairman, together with three members of the

সেই তারিখে কিম্বা তৎপূর্ব্বে এই আইনের বিধানভিন্ন প্রকারান্তরে পথের যে কর আদায় হইয়া থাকে, রাজস্ব-সংক্রান্ত যে বৎসরের অবসান হয় সেই বৎসরে কর বাবত্‌ যত টাকা উক্ত জিলায় আদায় হইল পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত প্রদেশীয় কমিটীর প্রতি সেই সকল টাকা নিরূপণ করিবেন। উক্ত কমিটী প্রদেশীয় পথের তহবীলে সেই টাকা জমা দিবেন।

প্রদেশীয় পথের তহবীলের বর্ণনাপত্র কালেক্টর সাহেবের বৎসর২ করিবার কথা।

১০১ ধারা। প্রদেশীয় পথের তহবীল কালেক্টর সাহেবের নিকট গচ্ছিত থাকিবে। তিনি তাহার স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবেন। এবং ঐ হিসাবের বার্ষিক বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইবেন। পথকর সংক্রান্ত বৎসরে যত টাকা জমা ও খরচ হয় সেই পত্রে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা লিখিবেন। কোন জিলায় শাখা কমিটী নিযুক্ত করা গেলে কালেক্টর সাহেব সেই প্রকারে ঐ কমিটীর ব্যয়ার্থ টাকার স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবেন।

প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে টাকা দিবার কথা।

১০২ ধারা। প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে টাকা দিতে হইলে যদি এক শত টাকার কম হয় তবে প্রতিনিধি সভাপতি চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিলে কিম্বা যদি এক শত টাকার অধিক হয় তবে সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিলে কালেক্টর সাহেব ঐ তহবীল হইতে সেই টাকা দিবেন। প্রতিনিধি সভাপতির অনুপস্থানে কিম্বা তিনি কোন কারণে চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিতে না পারিলে সভাপতি তাঁহার নিমিত্তে চ্যাক স্বাক্ষর করিবেন।

সভাপতির লিখিত আজ্ঞামত তাঁহার আফিসের ভার যৎকালে যে কার্য্যকারকের প্রতি অর্পিত হয়, এই ধারায় "সভাপতি" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

কালেক্টর সাহেবের মাসিক হিসাবের কথা।

১০৩ ধারা। কালেক্টর সাহেব প্রতি মাসে প্রদেশীয় পথের তহবীলের যত টাকা জমা ও খরচ করেন তাহার পর মাসে প্রত্যেক কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির নিকট তাহার হিসাব পাঠাইবেন।

কমিটীর হিসাবের কথা।

১০৪ ধারা। কমিটী এই আইনের বিধানমতে যত টাকা পান ও যে টাকা প্রয়োগ করেন ও সেই টাকা যে২ কর্ম্মে প্রয়োগ হইল ইহার বিস্তারিত হিসাব নিয়মিতরূপে রাখিবেন। ও কমিটীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি উপযুক্ত কোন সময়ে ঐ হিসাব দেখিতে পাইবেন।

বৎসরের চলিত হিসাবের ও তাহার পরীক্ষার কথা।

১০৫ ধারা। করসংক্রান্ত কোন বৎসরে প্রদেশীয় তহবীলের যত টাকা আয় ও যত টাকা খরচ হইল প্রতিনিধি সভাপতি তৎপর বৎসর তাহার বিস্তারিত হিসাব প্রস্তুত করিবেন। এবং প্রদেশীয় কমিটী আপনাদের পক্ষে আপনাদের অন্তর্গত যে তিন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন উক্ত প্রতিনিধি সভাপতি তাঁহাদিগকে লইয়া ঐ হিসাব অর্পণ করিবার পর এক মাসের মধ্যে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কমিটীর উক্ত

committee appointed in its behalf by the committee. Such members shall have power to call for all vouchers and papers they may require, and may amend, correct, and pass the said account.

The account so passed shall be submitted to a meeting of the said committee to be convened to consider the same within one month from the receipt thereof.

Annual report to be submitted to Commissioner.

106. Within one month after the account of the next preceding cess year shall have been examined as aforesaid, the committee shall submit to the Commissioner a copy of such account and a report of the work done and in progress in such year, and such account and report shall be published at the expense of the District Road Fund in the *Calcutta Gazette*, together with such remarks thereon as may have been received from the Commissioner.

Application of the District Road Fund.

107. The District Road Fund shall be applied—

in paying the necessary expenses for carrying out the provisions of this Act, including establishment and charges incurred by the Collector, *and in the offices of the Commissioner, the Accountant-General, and the Board of Revenue*;

in the payment of the staff and establishment appointed under this part;

in the construction, repair, improvement, and maintenance of roads, bridges, rivers, khals, and canals other than those on which tolls are collected, the proceeds of which are not paid to the District Road Fund, and other than canals constructed for purposes of irrigation.

Part V.—Application of Public Works Cess.

Application of proceeds and keeping of accounts.

108. *The proceeds of the public works cess shall be paid into the public treasury, and shall be applied, in the first instance, to the payment of such contributions to the District Road Fund as the Lieutenant-Governor may think proper in consideration of the said cess being assessed and collected jointly with the road cess by establishments paid from the Road Cess Fund, and, next, to the construction charges and maintenance of provincial public works in such manner as the Lieutenant-Governor may direct. Accounts of the moneys received and expended under the provisions of this Act in respect of the said cess shall be kept in such form as the Lieutenant-Governor may prescribe,*

ব্যক্তিরা যে সকল ভৌচর ও অন্য পত্র চাহেন তাহা আনাইতে ও হিসাব পরিবর্ত্তন ও সংশোধন ও গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

সেই হিসাব পাইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে তাহার বিবেচনা করিবার নিমিত্তে উক্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে ও উক্ত প্রকারে গ্রাহ্য করা সেই হিসাব তাঁহাদের সম্মুখে অর্পিত হইবে।

কমিশ্যনর সাহেবকে বৎসরের রিপোর্ট দিবার কথা।

১০৬ ধারা। করসংক্রান্ত পূর্ব্ব বৎসরের হিসাব পূর্ব্বোক্তমতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেলে পর কমিটী এক মাসের মধ্যে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট ঐ হিসাবের প্রতিলিপি এবং ঐ বৎসরে যে কার্য্য করা গিয়াছে ও যাহা চলিতেছে তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট পাঠাইবেন। ও তদ্বিষয়ে কমিশ্যনর সাহেবের মন্তব্য কথার যে লিপি পাওয়া যায় তৎসহিত সেই হিসাব ও রিপোর্ট কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করিবার খরচ প্রাদেশীয় পথের তহবীল হইতে দেওয়া যাইবে।

প্রাদেশীয় পথের তহবীলের টাকা যেং কার্য্যে ব্যয় হইবে তাহার কথা।

১০৭ ধারা। প্রাদেশীয় পথের তহবীলের টাকা এইং কর্ম্মে প্রয়োগ হইবে। যথা—

এই আইনের বিধানমতে কার্য্য করিবার আবশ্যক খরচ শোধে। ইহার মধ্যে আমলাগণের বেতন ও খরচ বলিয়া কালেক্টর সাহেব যাহা খরচ করেন এবং কমিশ্যনর সাহেবের ও আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের ও রেবিনিউ বোর্ডের আফিসে যাহা খরচ হয় তাহাও ধরিতে হইবে।

ও এই অধ্যায়মতে যে কর্ম্মকারকদিগকে ও আমলাগণকে নিযুক্ত করা যায় তাহাদের বেতন দেওনে;

ও রাস্তা ও পুল ও নদী ও খাল, ও যে নালার উপর মাসুল আদায় হইয়া তদুৎপন্ন টাকা প্রাদেশীয় কমিটীকে দেওয়া না যায় তদ্ভিন্ন এবং জল সেঁচনার নিমিত্ত যে নালা করা যায় তদ্ভিন্ন অন্য নালা প্রস্তুত ও মেরামৎ করণে ও তাহার উৎকর্ষসাধন ও সংরক্ষা কার্য্যে প্রয়োগ হইবে।

---

৫ অধ্যায়।—পূর্ত্ত কার্য্যকরের প্রয়োগের কথা।

উৎপন্ন টাকা প্রয়োগের ও হিসাব রাখার কথা।

১০৮ ধারা। পূর্ত্ত কার্য্যের নিমিত্ত করের যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা রাজকীয় খাজানাখানায় দেওয়া যাইবে, ও পথকর তহবীল হইতে বেতনপ্রাপ্ত সেরেস্তাদ্বারা পথকরের সহিত একত্রে পূর্ত্তকার্য্য কর ধার্য্য করা ও আদায় করা হয় বলিয়া প্রদেশীয় পথের তহবীলে যত টাকা সাহায্য স্বরূপ দেওয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উচিত বোধ করেন প্রথমতঃ তত টাকা দেওয়া যাইবে ও পরে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যদ্রূপে আজ্ঞা করেন তদ্রূপে প্রদেশীয় পূর্ত্তকার্য্য নির্ম্মাণ ও তাহার ব্যয়পোষণ ও রক্ষা করণার্থে প্রয়োগ করা যাইবে। উক্ত করসম্পর্কে এই আইনের বিধানমতে যত টাকা আয় ও ব্যয় হয়, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নির্দ্ধারিত পাঠে তাহার হিসাব রাখা যাইবে

and a statement showing the receipts, expenditure, and balance of the public works cess shall be published annually in the Calcutta Gazette.

PART VI.—GENERAL PROVISIONS.

Fines, &c., how to be levied.

109. ***Every amount due or which may become due to the Collector under the provisions of this Act in respect of any arrears of cess, of any expenses incurred, of any fees payable, of any notices served, of any costs payable, or of any fines imposed may be realized as arrears of revenue by any process provided by any law for the time being in force for realization of such arrears; and for the recovery of any amount so due the provisions of Act XI of 1859 and of any other Act for the time being in force for the sale of revenue-paying estates shall be applicable to revenue-free estates; and every amount so due shall be deemed to be a demand under section 1, Bengal Act VII of 1868, or any similar Act for the time being in force for the recovery of public demands; and may be realized as such.***

Or Collector may recover them out of rent.

Provided that the Collector may, if he see fit, after recording his opinion to that effect, cause a notice in form contained in Schedule (C), hereto annexed, to be served for the estate or tenure *in respect of which any such amount is due,* and thereupon every payment of rent, save to the Collector or some person by him thereunto appointed, made after such service, until further order for the Collector, shall be null and void; and the Collector may recover by any process of law *for the time being in force, by which he might recover rent due to the Government from a tenure-holder, under-tenant or ryot in an estate which is managed directly by the Collector,* the rent then or thereafter to become due from any occupier, tenure-holder, under-tenant, or ryot on the said estate or tenure until such amount with all costs shall be satisfied, whereupon the said notice shall be ordered to be revoked; and the receipt of the Collector in respect of all sums so recovered shall be, to the extent of such sums, a valid discharge in respect of rent due by such occupier, tenure-holder, under-tenant or ryot.

Collector's claim to have priority.

In case the Collector shall see fit so to proceed, the claim for arrears of road cess ***and public works cess*** due from any estate or tenure for which a notice has been served shall have priority over any other demand or claim or lien subsisting thereupon.

[*Government Gazette,* 3rd *February* 1880.]

ও পূর্ত্তকার্য্যের নিমিত্ত করসম্পর্কীয় আয়ব্যয়ের ও উদ্বৃত্ত টাকার বর্ণনাপত্র বৎসর২ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

---

৬ অধ্যায়।—সাধারণ বিধি।

অর্থদণ্ডাদি যেরূপে আদায় করিতে হইবে. তাহার কথা।

১০৯ ধারা। যে কর বাকী থাকে, যে ব্যয় পড়ে, যে ফী পাওনা হয়, যে নোটিস জারী করা যায়, যে খরচা পাওনা হয় বা যে অর্থদণ্ড করা যায়, তৎসম্পর্কে এই আইনের বিধানমতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে যে টাকা দেনা হয়, বা দেনা হইতে পারে, তাহা বাকী রাজস্ব আদায় করিবার যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে তন্নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে এবং ঐ দেনা টাকা আদায়ের নিমিত্ত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ও মালগুজারী মহাল বিক্রয়ার্থ অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধান লাখেরাজ মহালের প্রতি খাটিবে; এবং ঐ দেনা টাকা ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ১ ধারামত দাওয়া অথবা সরকারী দাওয়া আদায়ের তদ্রূপ যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনমত দাওয়া বলিয়া গণ্য হইবে ও ঐ দাওয়ার ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

অথবা খাজানা হইতে তাহা কালেক্টর সাহেবের আদায় করিতে পারিবার কথা।

অথবা যে মহালের কি তালুক প্রভৃতির সম্পর্কে ঐ টাকা দেনা হয় কালেক্টর সাহেব সেই মহালের কি তালুক প্রভৃতির বিষয়ে (গ) তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়া উচিত বোধ করিলে আপনার ঐ মত লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ নোটিস দেওয়াইবেন। দেওয়াইলে পর যত কাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করেন তত কাল কালেক্টর সাহেব ভিন্ন কিম্বা তিনি যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া গেলে তাহা অসিদ্ধ ও ব্যর্থ হইবে; এবং সমস্ত খরচ সুদ্ধ উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা যতকাল আদায় না করা যায় তত কাল উক্ত মহালের কি তালুক প্রভৃতির নিমিত্ত কোন দখিলকারের কি তালুকদারের কি পেটাও তালুকদারের কি রায়তের যত খাজানা সেই সময়ে কিম্বা তৎপশ্চাৎ দেনা হয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে মহাল কালেক্টর সাহেবের কর্তৃত্বাধীন থাকে তাহার তালুকদারের বা পেটাও তালুকদারের বা রায়তের স্থানে গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত যৎকালে যে আইনের কার্য্যপদ্ধতি প্রবল থাকে কালেক্টর সাহেব তৎকালে সেই আইন অনুসারে ঐ খাজানা আদায় করিতে পারিবেন তাহার পর সেই নোটিস রহিত করিবার আজ্ঞা হইবে এবং কালেক্টর সাহেব তদ্রূপে প্রাপ্ত টাকার যে রসীদ দেন সেই রসীদ ঐ দখিলকারের কি তালুকদারের কি পেটাও তালুকদারের কি রায়তের দেনা তত টাকা খাজানার অমোঘ মুক্তিপত্র হইবে।

কালেক্টর সাহেবের দাওয়া অগ্রগণ্য হইবার কথা।

কালেক্টর সাহেব যদি এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করা বিহিত বোধ করেন, কোন মহাল কিম্বা তালুক প্রভৃতির বাকী পথ করের ও পূর্ত্তকার্য্য করের নোটিস দেওয়া গেলে সেই বাকীর উপর কালেক্টর সাহেবের যে দাওয়া থাকে তাহা ঐ মহালের কি তালুক প্রভৃতির উপর অন্য দাবীর কি দাওয়ার কি দায়ের অগ্রগণ্য হইবে।

Evidence.

110. Every return filed by or on behalf of any person in pursuance of the provisions of this Act shall *bear the signature and address of such person* or his authorized agent, *and shall bear on it the address of the person making the return,* and shall be admissible in evidence against him, but shall not be admissible in his favour.

Service of notice.

111. Every notice in and by this Act required to be served may be served—

1.—By delivering the same to the person to whom it is directed, or on failure of such service, by posting the same on some conspicuous part of the house in which the said person resides, or by delivering the said notice to any agent authorized to appear generally for the person to whom such notice is directed; or

2.—By sending a registered letter containing such notice directed to the said person at his usual place of abode, or to the place where he may be known to reside; or

3.—By posting a copy of the notice at the mâl cutcherry of the estate or tenure; or if no such mâl cutcherry be found, on some conspicuous place on the said estate or tenure to which such notice relates, and by delivering, in the case of estates paying their annual revenue by four instalments, another copy thereof to the agent who shall have paid an instalment of revenue next after the preparation of such notice. In all cases where two or more persons are holders of an estate or tenure, service of notice under this clause shall be deemed to be good and sufficient service on each and all of such persons.

Cost of service.

112. The costs of service of all notices by this Act required to be served shall be defrayed from the District Road Fund, *and it shall be lawful for the Board of Revenue to fix from time to time the amounts of costs which shall be levied under section* 109 *in respect of each process for recovery of arrears of the cesses; and every such amount shall be deemed to be due to the Collector, but when levied by the Collector shall be credited to the District Road Fund.*

Lieutenant-Governor empowered to prescribe forms and rules.

113. The Lieutenant-Governor of Bengal may from time to time make rules for the performance of the duties of the district and branch committees, and of all persons employed under this Act, and in regard to the appointment, election, qualification, and discharge of such persons;

সাক্ষ্যের কথা।

১১০ ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন ব্যক্তি দ্বারা কি তাঁহার পক্ষে যে রিটর্ণ দেওয়া যায় তাহাতে তাঁহার কিম্বা তদীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর ও ঠিকানা থাকিবে, এবং যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহার ও ঠিকানা থাকিবে। তাহা তাঁহার বিপক্ষ প্রমাণমধ্যে গ্রাহ্য হইবে, সপক্ষ প্রমাণ মধ্যে নয়।

নোটিস দিবার কথা।

১১১ ধারা। এই আইনে যেং নোটিস দিবার আজ্ঞা হইল তাহা নিম্নলিখিত অন্যতর প্রকারে দেওয়া যাইতে পারিবে।

১। যাঁহার নামে হয় তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে। তাঁহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে, তিনি যে ঘরে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা তাঁহার যে মোক্তার সাধারণমতে তাঁহার পক্ষে উপস্থিত হইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। অথবা

২। ঐ নোটিস রেজিস্টরী পত্রে দিয়া শিরোনামায় তাঁহার নিয়ত বাসস্থান লিখিয়া কিম্বা তাঁহার যে স্থানে নিবাস জানা আছে সেই স্থান লিখিয়া পাঠান যাইবে। অথবা

৩। মহালের কিম্বা তালুকের মাল কাছারীতে ঐ নোটিসের প্রতিলিপি লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। মাল কাছারী পাওয়া না গেলে ঐ নোটিস যে মহালের কি তালুকের বিষয়ে হয় তাহার কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে এবং মহালের রাজস্ব বৎসর চারি কিস্তি করিয়া দেওয়া গেলে, ঐ নোটিস প্রস্তুত করিবার অব্যবহিত পরে যে ব্যক্তি তাঁহার নিমিত্ত কিস্তির টাকা দিয়াছিলেন ঐ নোটিসের অন্য প্রতিলিপি তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি একই মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারী হন তবে এই ধারামতে নোটিস দেওয়া গেলে উক্ত প্রত্যেক ও সকল ব্যক্তির উপর যথোচিতমতে জারী করা গেল জ্ঞান হইবে।

নোটিস দিবার খরচের কথা।

১১২ ধারা। এই আইনে যে সকল নোটিস দিবার আজ্ঞা হইল তাহা দিবার খরচ প্রদেশীয় পথের তহবীলহইতে দেওয়া যাইবে, এবং বাকী কর আদায়ের প্রত্যেকে পরওয়ানা সম্বন্ধে ১০৯ ধারামতে যত টাকা খরচ আদায় করা যাইবে, রেবিনিউ বোর্ড সময়েং ইহা ধার্য্য করিতে পারিবেন; এবং তদ্রূপ প্রত্যেক টাকা কালেক্টর সাহেবের নিকট দেনা বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু ঐ টাকা কালেক্টর সাহেব আদায় করিলে, তাহা প্রদেশীয় পথের তহবীলে জমা দেওয়া যাইবে।

ফারম ও বিধি নির্দ্দিষ্ট করিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

১১৩ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব জিলার ও শাখাকমিটীর এবং এই আইনমতে নিযুক্ত সকল ব্যক্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার এবং ঐ ব্যক্তিদের নিয়োগ ও মনোনীত করণ ও যোগ্যতার গুণ ও অবসর করণবিষয়ের যে বিধি বিহিত বোধ করেন সেই বিধি করিতে পারিবেন;

prescribing forms for the notices, returns, valuation rolls, estimates, account books, reports and statements required by this Act, and for which forms are not hereby given;

for fixing the dates for payment of instalments under sections 34 and 35;

and generally for purposes of this Act.

The Lieutenant-Governor may from time to time alter, add to, or cancel any such rules.

Such rules shall be published in the *Calcutta Gazette*, and shall thereupon have the force of law

---

SCHEDULE A.

No. 1.—*Form of return prescribed by Section* 9.

Amount of Government revenue in case of an estate: or of rent in case of a tenure: Rs. a. p.

PART I.

District Mehal No.

Details of lands in the actual occupation or cultivation of the person submitting the return:—

1	2	3	4	5
Pergunnah ...	Name of village *and thana in which the lands are situate.*	Area of land.	Deduct area of land situate within any municipal boundary.	Annual value of remaining land.

NOTE.—*Only nijjote lands and unculturable waste lands should be included in this part.*

PART II.

District Mehal No.

Details of lands held by cultivating ryots paying direct to the persons submitting the return:—

1	2	3	4	5	6
Pergunnah.	Name of village, and *thana in which the lands are situated.*	Name of ryot, *name of village, thana, and district in which he resides.*	Annual rent.	Deduct rent of land included in any municipality.	Balance of net rent assessable.

এবং এই আইন মতে যে নোটিস ও রিটর্ন ও মূল্য নিরূপণপত্র ও অনুমানপত্র ও হিসাব খাতা ও রিপোর্ট ও বর্ণনাপত্র দিতে হইবে ও যাহা লিখিবার পাঠ দেওয়া যায় নাই তিনি তাহা লিখিবার পাঠ নির্দিষ্ট করিয়া বিধি করিতে পারিবেন,

এবং ৩৪ ও ৩৫ ধারা মতে কিস্তি দিবার তারিখ নিরূপণ ও সাধারণতঃ এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করণ সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং ঐ বিধি পরিবর্ত্তন কি বৃদ্ধি কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

এই সকল বিধি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও প্রকাশ করা গেলে আইন তুল্য বলবৎ হইবে।

A তফসীল।

১ নং।—৯ ধারার নির্দিষ্ট রিটর্ন লিখিবার পাঠ।

মহাল হইলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব এত টাকা

তালুক প্রভৃতি হইলে খাজানা এত টাকা

---

১ খণ্ড।

জিলা মহাল নং

যে ব্যক্তি রিটর্ন দেন তাঁহার নিজ ভোগদখলের বা আবাদের ভূমির বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫
যে পরগনায় ভূমি থাকে	যে গ্রামে ও থানায় ভূমি থাকে তাহার নাম	ভূমির আয়তন	মুনিসিপাল নগরের সীমার মধ্যে ভূমির কোন অংশ থাকিলে তাহার পরিমাণ বাদে	অবশিষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্য

মন্তব্য।—এই খণ্ডে কেবল নিজযোত ভূমি ও কৃষিকর্ম্মের অযোগ্য যে ভূমি পতিত বলা যায় তাহাই দিতে হইবে।

---

২ খণ্ড

জিলা মহাল নং

যে ব্যক্তি রিটর্ন দেন তাঁহাকে কৃষিকারি রাইয়তেরা যে ভূমির খাজানা দেওয়া যায় তাহার বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫	৬
যে পরগনায় থাকে	যে গ্রামে ও থানায় ভূমি থাকে তাহার নাম	রায়তের নাম ও যে জিলার যে থানার যে গ্রামে থাকে	সালিয়ানা খাজানা	মুনিসিপালিটির অন্তর্গত ভূমির খাজানা বাদে	অবশিষ্ট যে খাজানার উপর পথকর ধার্য্য হইতে পারে।

[*Government Gazette*, 3rd *February* 1880.]

PART III.

District Mehal No.

Details of the tenure-holders paying to the person submitting the return:—

1	2	3	4	5	6
Name of tenure-holder and person paying rent for him borne on the books of holder of estate or tenure.	Name of village, thana, pergunnah, and district in which such persons reside.	Name of village and thana in which tenure is situated.	*Name of village and thana in which mal cutcherry is situated.*	Annual rent paid by tenure-holder.	*Amount to be deducted from that entered in column 5 on account of rent of land situated within any municipal boundary.*

PART IV.

District Mehal No.

Details of lands for which no rent is paid included in the estate or tenure of the person submitting the return so far as may be known to him:—

1	2	3	4	5
Pergunnah in which situated.	Name of village and *thana* in which situated	Name of holder.	Name of village, *thana, and district in which the holder resides*	Estimated annual value.

I, *X. Y. Z.*, do declare that the statements contained in the above return are true to the best of my knowledge, information, and belief.

Signed ———

N.B.—This return must be signed by the holder or his authorized agent.

No. 2.—Form of Notice upon an estate or tenure under Section 9.

District of

NOTICE UNDER DISTRICT CESS ACT, 1879.

The holders of estate or tenure (*description of the land to be filled in*) in the district of , and all other interested therein, are hereby required to lodge in the office of the Collector of the said district a return, in the form hereunto annexed, of all lands comprised in such estate or tenure and the rents paid therefor. Such return must be signed by such holder or his authorized agent, and be so lodged within the space of *two* months from the service of this notice (unless within the said *two* months you obtain from the Collector an extension of the said space of *two* months) under a penalty of a daily fine of fifty rupees for every day after the expiry of such period or extension thereof until such return shall

৩ খণ্ড।

জিলা মহাল নং

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহাকে যে তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিরা খাজানা দেয় তাহার বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫	৬
মহালের বা তালুক প্রভৃতির অধিকারির বহীতে যে তালুকদার প্রভৃতির নাম থাকে ও তাঁহার নিমিত্ত যে ব্যক্তি খাজানা দিয়া থাকেন তাঁহার নাম	উক্ত ব্যক্তিরা যে জিলার যে পরগনার যে থানার যে গ্রামে বাস করেন।	তালুক প্রভৃতি যে গ্রামের ও থানার অন্তর্গত তাহার নাম।	মাল কাছারি যে গ্রামের ও থানার অন্তর্গত তাহার নাম।	তালুকদার প্রভৃতিরা যত খাজানা দিয়া থাকেন।	কোন মুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত ভূমির বাবদ ৫ ঘরের লিখিত টাকা হইতে যত টাকা বাদ দিতে হইবে।

৪ খণ্ড।

জিলা মহাল নং

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহার জ্ঞানমতে তাঁহার মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত যে ভূমির খাজানা নাই তাহার বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫
যে পরগণায় থাকে তাহার নাম।	যে থানার যে গ্রামে থাকে তাহার নাম	দখলিকারের নাম	যে জিলার যে থানার যে গ্রামে দখলিকার বাস করেন	অনুমান বার্ষিক মূল্য

উক্ত রিটর্ণে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও সন্ধান ও বিশ্বাসমতে সত্য আমি শ্রী অমুক ইহা ধর্ম্মতঃ কহিলাম।

স্বাক্ষর

মন্তব্য।—এই রিটর্ণে ভূমির ভোগাধিকারির কিম্বা তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে।

২ নং।—৯ ধারামতে মহালের কি তালুক প্রভৃতির নোটিশ লিখিবার পাঠ।

অমুক জিলা।

প্রদেশীয় কর বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক (এইস্থলে বর্ণনা লিখিতে হইবে) মহালের কিম্বা তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিদিগকে ও অন্য যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহাদিগকে এই আজ্ঞা করা গেল। সেই মহালে বা তালুক প্রভৃতিতে যত ভূমি আছে ও তাহার নিমিত্তে যত খাজানা দেওয়া যায় তাঁহারা নিম্নলিখিত পাঠে ইহার রিটর্ণ লিখিয়া উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দিবেন। এই নোটিস পাইবার পর দুই মাসের মধ্যে উক্ত ভোগাধিকারির কিম্বা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের সেই রিটর্ণে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে, (কিম্বা সেই দুই মাসের মধ্যে ঐ কালেক্টর সাহেবের স্থানে সেই দুই মাসের অধিক সময় পাইলে সেই সময়ে তাহা দিতে হইবে।) না দিলে ঐ দুই মাস কিম্বা ঐ বর্দ্ধিত সময় গত হইলে পর যত দিন তাঁহারা রিটর্ণ না দেন তত দিন তাঁহাদের দিনপ্রতি পঞ্চাশ

be presented. Take notice, further, that no rents due in respect of the said estate can be recovered by suit after such period until such returns be so lodged.

(Sd.) A. B.,
Collector.

COLLECTOR'S OFFICE,
Dated

SCHEDULE B.

Form of Notice under Section 14.

District of

NOTICE UNDER DISTRICT CESS ACT, 1879.

The owner, chief agent, manager or occupier of situated in the district of is hereby required to lodge in the office of the Collector of the district of a return in the form hereunto annexed, showing the amount of land under cultivation at the date of this return in the said Such return must be signed by him and be lodged within the space of two months from the service of this notice (unless within the said three months you obtain from the Collector an extension of the said space of two months), under penalty of a daily fine of fifty rupees for every day after the expiry of such period or extension thereof until such return shall be presented.

Annexed form of Return.

District

Details of lands acquired under any rules for the sale, grant, or clearance of waste lands, or held direct from Government and used for the cultivation of tea, coffee, or cinchona under the control of the persons submitting the return :—

1	2	3	4	5	6	7
Districts	Pergunnahs and *thanas*	Designation by which the holding is known	Name of owner, agent, manager or occupier	Entire area of land	Area of lands under cultivation in acres	Aggregate value at Rs. 10 per acre of land in column 5.
In which the lands lie						

I, *X. Y. Z.*, do declare that the statements contained in the above return are true to the best of my knowledge, information, and belief.

Signed————

N. B.—This return must be signed by the owner, chief agent, manager, or occupier.

[*Government Gazette*, 3rd *February* 1880.]

টাকা দণ্ড দিতে হইবে। আরো ঐ সময়ের পর সেই রূপ উক্ত প্রকারের যত কাল না দেওয়া যায় তত কাল তাঁহারা মোকদ্দমা করিয়া উক্ত মহালের সম্পর্কে আপনাদের পাওনা খাজনা পাইতে পারিবেন না এই কথা জানিবেন।

A. B.,
কালেক্টর।

কালেক্টরী কাছারী।
তাং।

B তপসীল।

১৪ ধারামত নোটিস লিখিবার পাঠ।

অমুক জিলা।

প্রদেশীয় করবিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক বাগান প্রভৃতির স্বামির কি প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের প্রতি এই আদেশ হইল। এই রিটর্ণের তারিখে সেই বাগান প্রভৃতির যত জমী চাষ হইতেছে নিম্নলিখিত পাঠে তাহা লিখিয়া অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দিবে। এই নোটিস পাইবার পর দুই মাসের মধ্যে, (কিম্বা সেই দুই মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের স্থানে ঐ দুই মাসের অধিক সময় পাইলে সেই সময়ে) তোমার ঐ রিটর্ণে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে। না দিলে, সেই দুই মাস কিম্বা সেই বর্দ্ধিত সময় গত হইলে পর যত দিন ঐ রিটর্ণ না দাও তাহার দিন প্রতি তোমার পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

রিটর্ণ লিখিবার পাঠ এই।

জিলা

পতিত ভূমি বিক্রয় কি দান কি পরিষ্কার করিবার কোন বিধিমতে কিম্বা নিজ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত যে ভূমিতে এই রিটর্ণ লেখকদের তত্ত্বাবধানে চা বা কাফির বা সিনকনার চাষ হইয়া থাকে সেই ভূমির বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে জিলায়	যে পরগনায় ও থানায়	যোত যে নামে খ্যাত	স্বামীর বা কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের নাম।	ভূমির সম্পূর্ণ আয়তন	ভূমির কত একরে চাষ হইতেছে	৫ ঘরে যত একর লেখা আছে, একর প্রতি ১০ টাকা হিসাবে সেই ভূমির মূল্য।
ভূমি থাকে						

উক্ত রিটর্ণে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও সন্ধান ও বিশ্বাসমতে সত্য আমি শ্রী অমুক ইহা ধর্ম্মতঃ কহিলাম।

স্বাক্ষর

মন্তব্য।—এই পত্রে স্বামির বা প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের স্বাক্ষর করিতে হইবে।

Schedule C.

Form of Notice under Section 100.

District of

Notice under District Cess Act, 1879.

The occupiers and tenure-holders on estate or tenure *(description of the land to be filled in)* are hereby prohibited, until further order of the Collector, from making any payment of rent now or hereafter to become due from them in respect of any land comprised within such estate or tenure except to the Collector of the said district or to *(name of person)* hereby appointed to receive the same. The Collector will grant receipts for all sums paid, and such receipts will, under the provisions of the above Act, be a valid discharge to the extent of such sums in respect of rent due or hereafter to become due as above stated by the holder of such receipt. All payments, except to the Collector, until further order, will be null and void.

(Sd.) A. B.,
Collector.

C তফসীল।

১০০ ধারামত নোটিস লিখিবার এই পাঠ।

অমুক জিলা।

প্রদেশীয় করবিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমত নোটিস।

অমুক (এই স্থানে ভূমির বর্ণনা লিখিতে হইবে) মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির দখিলকারদের ও তালুকদার প্রভৃতির প্রতি এই নিষেধ হইল। উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত কোন ভূমির নিমত্ত তাঁহাদের যে খাজানা দেনা আছে তাহা কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের নিযুক্ত অমুক ব্যক্তিকে দেন ও কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা না পাইলে অন্য কাহাকে না দেন। উক্ত টাকা পাইলে কালেক্টর সাহেব রসীদ দিবেন। এবং ঐ রসীদ যে ব্যক্তি পান তাঁহার যে খাজানা দেনা থাকে বা হয় তৎসম্পর্কে উক্ত আইনের বিধানমতে ঐ রসীদ অমোঘ মুক্তিপত্র হইবে। কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা না পাইয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে খাজানা দিলে তাহা ব্যর্থ ও অসিদ্ধ হইবে।

কালেক্টর।

Schedule D.

Form of Notice under Section 54.

District of

Notice under District Cess Act, 1879.

The owner, chief agent, manager, or occupier of the, situated in the district of , is required to lodge in the office of the Collector of the district of a return in the form hereunto annexed, showing the net profits of the calculated on the average of the profits of the last three years for which accounts have been made up. Such return must be signed by him or his authorized agent and be lodged within the space of *two* months from service of this notice unless within the said *two* months an extension of the *time allowed is obtained from the Collector.*

(Sd.) A. B.,
Collector.

Collector's Office,
Dated

D তফসীল।

৫৪ ধারামতে যে নোটিস দেওয়া যাইবে তাহা লিখিবার পাঠ।

অমুক জিলা।

প্রদেশীয় করবিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক খনি প্রভৃতির স্বামির কি প্রধান কর্ম্মকারকের কি কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের প্রতি এই আদেশ হইল। ভূতপূর্ব্ব যে তিন বৎসরের হিসাব প্রস্তুত করা গিয়াছে সেই বৎসরের নিট লাভের গড় ধরিয়া নিম্নলিখিত পাঠে রিটর্ণ লিখিয়া অমুক জিলার কালেক্টরী কাছারিতে দিবেন; নোটিস পাইবার পর দুই মাসের মধ্যে কিম্বা সেই দুই মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের স্থানে অধিক সময় পাইলে সেই সময়ে তিনি কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করিবেন।

কালেক্টরী কাছারী।

কালেক্টর।

তারিখ

[সবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৩ ফেব্রুয়ারি।]

Annexed Form of Return.

District

Detail of yearly profits of mines, quarries, railways, and tramways in the possession or under the control of the person submitting the return :—

1	2	3	4
DISTRICTS	PERGUNNAHS	Name of holder or manager.	Annual net profits per annum on the average of the last three years for which accounts have been made up.
In which the property lies.			

I, *X. Y.. Z.*, do declare that the statements contained in the above return are true to the best of my knowledge, information, and belief.

Signed————

N.B.—This return must be signed by the owner chief agent, manager, or occupier.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

DURING the eight years that the Road Cess Act of 1871 has been in force a few points of importance have come to light on which it requires amendment.

The opportunity is taken of repealing the Provincial Public Works Act, 1877, and of consolidating into one Act the law relating to the road cess and to the provincial public works cess, both of which are assessed on the same principle, and levied according to the same procedure and by the same machinery.

H. L. DAMPIER.

The 19th December 1879.

W. E. H. FORSYTH,

Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

রিটর্ণ লিখিবার পাঠ।

জিলা।

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহার অধিকৃত কিম্বা তাঁহার তত্ত্বাধীন ধাতুর কি পাতরের খনির কি রেলওয়ের কিম্বা ট্রামওয়ের বার্ষিক লভ্যের বর্ণনা।

১	২	৩	৪
যে জিলায়	যে পরগনায়	অধিকারীর কি কার্য্যাধ্যক্ষের নাম	গত যে তিন বৎসরের হিসাব প্রস্তুত করা গিয়াছে তাহার গড় ধরিয়া বৎসরে কত টাকা নিট লাভ হইল।
সম্পত্তি থাকে।			

এই রিটর্ণে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও সন্ধান ও বিশ্বাসমতে সত্য আমি শ্রীযুক্ত ইহা ধর্ম্মতঃ কহিলাম।

স্বাক্ষর।

মন্তব্য।—এই রিটর্ণে স্বামির কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারকের কি কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখলকারের স্বাক্ষর করিতে হইবে।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

পথকর বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন যে আট বৎসর প্রচলিত রহিয়াছে তন্মধ্যে, সংশোধনের যোগ্য কয়েকটী প্রয়োজনীয় স্থল প্রকাশ হইয়াছে।

এই সুযোগে সাধারণের উপকারার্থ প্রদেশীয় কার্য্য বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন রহিত করিয়া পথকর ও প্রদেশীয় পূর্ত্তকার্য্য কর সংক্রান্ত ব্যবস্থা একই আইনে সংগ্রহ করা গেল। ঐ দুই কর একই নিয়মমত ধার্য্য করা যায়, এবং একই প্রণালীতে একই ব্যক্তিদের দ্বারা আদায় করা যায়।

এচ, এল, ডাম্পিয়র,

১৮৭৯ সাল ১৯ ডিসেম্বর।

ডবলিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L.,

Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MARCH 2, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ২ মার্চ।

PART VI.

Bill of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Bill was read in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for the purpose of making Laws and Regulations on the 25th February 1880, and was referred to a Select Committee with instructions to report at the next meeting of the Council:—

A Bill to amend the law for licensing Trades, Dealings and Industries.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to amend the law for licensing trades, dealings and industries within the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal; It is hereby enacted as follows:—

Short title.

1. This Act may be called "The Bengal License Act, 1880;"

Extent and commencement.

It extends to all the territories for the time being administered by the Lieutenant-Governor of Bengal; and it shall come into force from the date on which it may be

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

পশ্চাল্লিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া এই আদেশসহ সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয় যে সভার আগামি অধিবেশনে তাঁহারা তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন।—

ব্যবসায়ের ও কারবারের ও শিল্পকর্ম্মের লাইসেন্স দিবার আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে ব্যবসায়ের ও কারবারের ও শিল্পকর্ম্মের লাইসেন্স দিবার আইন সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "১৮৮০ সালের বঙ্গদেশীয় লাইসেন্স আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তি ও আরম্ভ।

যৎকালে যে সকল দেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন থাকে, এই আইন তৎসমুদয়ের প্রতি বর্ত্তিবে, ও শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনু-

published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Repeal of Bengal Act I of 1878.

Bengal Act I of 1878 is hereby repealed, but any money due thereunder at the time of the commencement of this Act may be recovered as if this Act had not been passed.

Interpretation clause.

2. In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context—

"Collector."

"Collector" means the Chief Officer in charge of the revenue administration of a district;

and within the local limits of the ordinary original jurisdiction of the High Court at Fort William in Bengal, such officer as the Lieutenant-Governor of Bengal may from time to time appoint in this behalf;

For the purposes of this Act the local limits of the ordinary original jurisdiction of the High Court at Fort William in Bengal shall be deemed to be a district:

"Section."

"Section" means a section of this Act.

Saving of Bengal Act IV, 1876.

3. Nothing in this Act shall be deemed to affect the tax on professions, trades and callings imposed for municipal purposes by Bengal Act IV of 1876.

'Trade,' 'dealing,' and 'industry' not to include agriculture, &c.

4. In this Act the words 'trade,' 'dealing' or 'industry' shall not be deemed to include the following, that is to say:—

(*a*) agriculture;

(*b*) the performance by a cultivator or receiver of rent in kind of any process ordinarily employed by a cultivator or receiver of rent in kind to render the produce raised or received by him fit to be taken to market;

(*c*) the sale by a cultivator or receiver of rent in kind of the produce raised or received by him, when he does not keep a shop or stall for the sale of such produce.

Annual licenses to be taken out.

5. Every person who, on or after the first day of April 1880, falls under any of the heads of the Schedule hereto annexed, and carries on (whether on behalf of himself or any other person) his trade, dealing or industry in any district situate in the territories administered by the Lieutenant-Governor of

মোদন সহ যে তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে।

১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ১ আইন রহিত হইবার কথা।

১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ১ আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল; কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে তৎক্রমে যে কোন টাকা পাওনা থাকে, তাহা এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে যেরূপে হইত সেই রূপে আদায় করা যাইতে পারিবে।

অর্থকরণের ধারা।

২ ধারা। এই আইনে বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে,

"কালেক্টর।"

জিলার রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যনিরূপণের ভার প্রধান যে কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি অর্পিত থাকে, "কালেক্টর" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে;

এবং বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তর্গত হাই কোর্টের আদৌ নিয়মিত বিচারাধিপত্যের সীমান্তবর্ত্তি স্থানের মধ্যে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এতদর্থে সময়েং যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকেও বুঝাইবে।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তর্গত হাই কোর্টের আদৌ নিয়মিত বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্বর্ত্তি স্থান একটি জিলা বলিয়া জ্ঞান হইবে।

"ধারা।"

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝিতে হইবে।

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন প্রবল রাখিবার কথা।

৩ ধারা। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে মুনিসিপাল কার্য্যের নিমিত্ত বৃত্তির ও ব্যবসায়ের ও কর্ম্মের উপর যে টাক্স ধার্য্য হইয়াছিল, এই আইনের কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

"ব্যবসায়" ও "কারবার" ও "শিল্পকর্ম্ম" শব্দে কৃষিকর্ম্মাদি না বুঝাইবার কথা।

৪ ধারা। এই আইনে "ব্যবসায়" বা "কারবার" বা "শিল্পকর্ম্ম" শব্দে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি গণ্য হইবে না, অর্থাৎ,

(ক) কৃষিকর্ম্ম;

(খ) কোন কৃষক যে শস্য উৎপাদন করেন বা খাজানা স্বরূপ শস্যগ্রাহক যে শস্য প্রাপ্ত হন, সেই শস্য হাটে লইয়া যাইবার যোগ্য করিবার নিমিত্ত সচরাচর তাঁহার যে কার্য্য করিতে হয়, তাহা;

(গ) কোন কৃষক যে শস্য উৎপাদন করেন বা খাজানাস্বরূপ শস্যগ্রাহক যে শস্য প্রাপ্ত হন, তাহা বিক্রয় করিবার দোকান কি স্থান না রাখিয়া, তৎকর্ত্তৃক সেই শস্য বিক্রয়।

বৎসরং লাইসেন্স লইতে হইবার কথা।

৫ ধারা। কোন ব্যক্তি ১৮৮০ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখে কি তৎপরে এই আইনের তফসীলের নির্দ্দিষ্ট কোন শ্রেণীর মধ্যে আইলে, ও বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশের অন্তর্গত কোন জিলায় আপনার নিমিত্ত কি অন্য ব্যক্তির পক্ষ হইয়া ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্প কর্ম্ম চালা-

Bengal, shall take out a license under this Act in such district, and shall pay for the same the annual fee specified in the same Schedule as payable by persons of the class to which he belongs;

Provided that no person whose annual earnings from his trade, dealing or industry carried on within the said territories are less than five hundred rupees shall be required to take out a license under this Act;

Provided further that, if such person carries on such trade or dealing in more than one such district, he shall take out such license in the district in which his principal place of business in the said territories is situate.

When any question arises as to what shall, for the purposes of this Act, be deemed to be the principal place of any business, the Lieutenant-Governor of Bengal, or such authority as the Lieutenant-Governor may from time to time appoint in this behalf, shall decide such question, and his or its decision thereof shall be final.

Officer to grant license.

6. Such license shall be granted by the Collector of such district, and shall be signed by him or by such officer as he may appoint in this behalf.

Particulars to be specified in the license.

7. Every such license shall specify—

(*a*) the date of the grant thereof;

(*b*) the name, father's name, residence, caste, if any, and the trade, dealing or industry of the licensee;

(*c*) the fee paid for the license;

(*d*) the place or places within the said territories at which the licensee intends to carry on his trade, dealing or industry for the ensuing year;

(*e*) the term for which such license shall remain in force;

and shall be received in evidence as *primâ facie* proof of all matters contained therein.

Commencement and expiration of license.

8. Every such license shall have effect throughout the said territories, and shall continue in force from the day of the date thereof until the thirty-first day of March next after the day of the granting thereof.

Renewal of license.

9. Every person to whom any such license has been granted, and who desires to continue to carry on his trade, dealing or industry in the said territories after the expiration thereof, shall take out a fresh license for that purpose for the following year, to expire on the day appointed in the last preceding section, and shall renew the same so long as he

হইলে, সেই জিলায় তাঁহার এই আইনমতে লাইসেন্স লইতে হইবে, ও তিনি যে শ্রেণীর লোক হন ঐ২ তফসীলমতে সেই শ্রেণীর যত ফী ধার্য্য আছে তাঁহার বৎসর২ তত ফী দিতে হইবে।

কিন্তু কোন ব্যক্তি উক্ত দেশে যে ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্প কর্ম্ম চালান তদ্দ্বারা বৎসর পাঁচ শত টাকার কম উপার্জ্জন হইলে তাঁহার এই আইনমতে লাইসেন্স লইতে হইবে না।

পরন্তু উক্ত ব্যক্তি একাধিক জিলায় তদ্রূপ ব্যবসায় বা কারবার চালাইলে, উক্ত দেশের অন্তর্গত যে জিলায় তাঁহার কর্ম্মের সদরস্থান থাকে তিনি সেই জিলায় ঐ লাইসেন্স লইবেন।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন্ স্থান কোন কর্ম্মের সদরস্থান বলিয়া গণ্য হইবে এবিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব, কিম্বা এতদর্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ যে কর্ত্তৃপক্ষকে নিযুক্ত করেন তিনি উক্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিবেন, ও তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

যে কার্য্যকারকের স্থানে লাইসেন্স পাওয়া যাইবে তাহার কথা।

৬ ধারা। সেই জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা তিনি এই কার্য্যপক্ষে যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, এই আইনমত লাইসেন্স দিবেন।

লাইসেন্সের মধ্যে বিশেষ যেং কথা লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৭ ধারা। উক্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের মধ্যে এই২ কথা বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে,

(ক) লাইসেন্স যে তারিখে দেওয়া যায়।

(খ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পিতার নাম ও নিবাস ও জাতি থাকিলে তাহা ও তাঁহার ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম্ম।

(গ) লাইসেন্সের নিমিত্ত যত ফী দেওয়া গেল।

(ঘ) আগামি বৎসরে ঐ লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ দেশের অন্তর্গত যে বা যেং স্থানে স্বীয় ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্প কর্ম্ম চালাইতে চাহেন।

(ঙ) ঐ লাইসেন্স যত কাল প্রবল থাকিবে।

ও সেই লাইসেন্সখানি আপাততঃ ঐ লাইসেন্সের লিখিত সকল কথার প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

লাইসেন্স যে অবধি চলিবে ও যে সময়ে রহিত হইবে তাহার কথা।

৮ ধারা। উক্ত প্রত্যেক লাইসেন্স উক্ত দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া, ঐ লাইসেন্স দিবার তারিখ অবধি পরবর্ত্তি মার্চ মাসের একত্রিংশ দিবস পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে।

লাইসেন্স নূতন করিয়া লইবার কথা।

৯ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তদ্রূপ কোন লাইসেন্স দেওয়া যায়, তিনি ঐ লাইসেন্সের মিয়াদ ফুরাইলে পরেও ঐ দেশের মধ্যে স্বীয় ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম্ম চালাইতে চাহিলে, আগামি বৎসরের নিমিত্ত তদ্ধেতুক নূতন লাইসেন্স লইবেন। সেই লাইসেন্সের মিয়াদও ইহার পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট দিনে ফুরাইবে। এই প্রকারে যত দিন ঐ ব্যব-

desires to carry on such trade, dealing or industry.

10. As soon as may be after the commencement of this Act, and the first day of January in every subsequent year, the Collector shall prepare a list of the persons in his district to be licensed under this Act. Such list shall state—

Collector to prepare annual list of licensees.

(*a*) the trade, dealing or industry of each of the persons therein named;
(*b*) the class under which he is charged; and
(*c*) the fee to be paid for his license.

Such list shall be in such language as the Lieutenant-Governor may direct, but a copy thereof in the language of the district shall be filed in the office of the Collector, and shall be open to public inspection at all reasonable times without any payment.

The Lieutenant-Governor of Bengal shall have power to declare what shall, for the purposes of this Act, be deemed to be the language of the district.

11. The Collector may by a notice in writing require the occupier of any house to forward to him a statement in writing signed by such occupier of the names of all persons residing in such house, and of their respective trades, dealings or industries.

Collector may require list of persons in any house.

12. The Collector shall from time to time determine under which of the classes mentioned in the Schedule hereto annexed every person required to take out a license under this Act shall be charged, and shall prepare or amend the said list accordingly.

Collector to determine class under which license is to be charged.

13. A person or firm carrying on several trades, dealings or industries shall be chargeable only under one of the classes in the said Schedule with reference to his or its total annual earnings from all such trades, dealings or industries. In the case of a firm, payment by any one of the partners shall, for the purposes of this Act, be considered payment by the firm.

Persons carrying on several trades.

14. The Collector may, subject to such rules as the Lieutenant-Governor of Bengal may lay down, remit the whole or any part of the fee payable

Power to remit fee.

সায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম্ম চালাইতে চাহেন তত দিন ঐ লাইসেন্স বৎসরং নূতন করিয়া লইবেন।

১০ ধারা। স্বীয় জিলায় যে ব্যক্তিদের লাইসেন্স লইতে হইবে, কালেক্টর সাহেব এই আইন প্রচলিত হইবার পর, ও পশ্চাৎ প্রতি-বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ সকল ব্যক্তির নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন। ঐ ফর্দ্দে এইং কথা লেখা যাইবে,

লাইসেন্স পাইবার যোগ্য ব্যক্তিদের ফর্দ্দ কালেক্টর সাহেবের বৎসরং প্রস্তুত করিতে হইবার কথা।

(ক) ঐ ফর্দ্দে লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম্ম।
(খ) তাঁহাকে যে শ্রেণীর মধ্যে ধরা গেল। ও
(গ) তাঁহার লাইসেন্সের নিমিত্ত যত ফী দিতে হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে ভাষায় ঐ ফর্দ্দ লিখিতে বলেন সেই ভাষায় লেখা যাইবে কিন্তু তাহার নকল জিলার চলিত ভাষায় কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে রাখা যাইবে, ও সাধারণ লোকেরা যুক্তিসঙ্গত যে সময়ে দেখিতে চাহেন বিনাখরচে দেখিতে পাইবেন।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে যে ভাষা জিলার চলিত ভাষা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ইহা নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইবেন।

১১ ধারা। কালেক্টর সাহেব কোন গৃহের দখীলকারের নামে এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া দিতে পারিবেন যে ঐ গৃহে যাঁহারা বাস করেন ঐ দখীলকার তাঁহাদের সকলের নাম ও প্রত্যেক জন যে ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্প-কর্ম্ম করেন তাহার এক বর্ণনা-পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার নিকটে পাঠান।

কোন গৃহে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের নামের ফর্দ্দ কালেক্টর সাহেবের চাহিয়া লইতে পারিবার কথা।

১২ ধারা। এই আইনমতে যে প্রত্যেক ব্যক্তির লাইসেন্স লইবার বিধান আছে তাঁহাকে এই আইনের তফসীলের লিখিত যে শ্রেণীর মধ্যে ধরিতে হইবে, কালেক্টর সাহেব ইহা সময়েং স্থির করিয়া তদনুসারে উক্ত ফর্দ্দ প্রস্তুত কি সংশোধন করিবেন।

লাইসেন্স পাইবার যোগ্য ব্যক্তিকে যে শ্রেণীর মধ্যে ধরিতে হইবে কালেক্টর সাহেবের ইহা নির্ণয় করিবার কথা।

১৩। ধারা। কোন ব্যক্তি বা কুঠী নানা প্রকারের ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম্ম চালাইলে, উক্ত সমুদয় ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম্ম হইতে বৎসরে তাঁহার বা তাঁহাদের মোট যত উপার্জ্জন হয় তদুপলক্ষে উক্ত তফসীলের এক শ্রেণীমতে তাঁহার ফীধার্য্য হইবে। কুঠী হইলে অংশীদের মধ্য কোন এক জন ফীদিলে এই আইনের কার্য্যপক্ষে ঐ কুঠীরই সেই ফী দেওয়া হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কোন ব্যক্তির নানা ব্যবসায় থাকিলে তদ্বিষয়ের কথা।

১৪ ধারা। কোন ব্যক্তি বৎসরের একাংশমাত্র ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্প-কর্ম্ম করিয়া থাকিলে, এই আইনমতে তাঁহার যত ফী দেওয়া উচিত, কালেক্টর সাহেব, বঙ্গদেশের শ্রীযুত

ফী ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

under this Act by any person who may carry on his trade, dealing or industry for a portion of the year only.

15. The list, or such part or parts thereof as the Collector thinks fit, shall be published in the principal bazars, and at all police-stations of all towns, and at all sub-divisional offices, police-stations and outposts in the district, and at some conspicuous place in all villages concerned, together with a notification setting forth the Schedule hereto annexed, and directing that if any person falling under any of the classes specified in the said Schedule, whether he is mentioned in such list or not, continues his trade or dealing in the said district, payment of the fee specified in the list as payable by him, or, when he is not mentioned in such list, of the fee mentioned in the said Schedule as payable by persons of the class to which he belongs, must be made by him within sixty days of the date of the publication of the notification, and within sixty days next after the first day of April of each succeeding year.

Publication of list and notification.

16. Any person mentioned in the list referred to in section ten, and objecting to the class in which he is charged, may, within thirty days after its publication, or within such further time as the Collector may in each case think fit, apply by petition to the Collector in order to establish his right to have his name transferred to another class, or altogether removed from the list.

Petition of objector.

17. The Collector shall fix a day for the hearing of the petition, and on the day so fixed, or on such subsequent day as he may from time to time direct, shall hear the same and pass such order thereon as he thinks fit;

Hearing of petition.

Provided that if in the judgment of the Collector the petitioner is able to show that the fee which has been charged exceeds two per centum upon his annual earnings in his trade, dealing or industry, such excess shall, for the purpose of section 16, be deemed a valid ground of objection, and the Collector shall thereupon order the petitioner's name to be transferred to another class, or to be altogether removed from the list.

18. There shall be no appeal from an order of a Collector under section 17; but where the order is passed by any officer subordinate to a Collector, an appeal shall lie to the Collector, or to some officer specially empowered by the Lieu-

Appeals.

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নির্দ্ধারিত বিধি প্রবল মানিয়া, ঐ ফীর একাংশ কি সমুদয় ক্ষমা করিতে পারিবেন।

১৫ ধারা। উক্ত নামের ফর্দ্দ কিম্বা কালেক্টর সাহেব তাহার যে২ অংশ প্রকাশ করা উচিত বোধ করেন তাহ, প্রধান২ বাজারে ও সকল নগরের অন্তর্গত সকল পোলীস থানায় ও জিলার সকল মহকুমার কাছারীতে ও পোলীস থানায়, ও ফাঁড়িতে, ও ঐ ফর্দ্দ সম্পর্কীয় সকল গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রচার করা যাইবে ও এই আইনের তফসীলের জ্ঞাপনপত্রও ঐ ফর্দ্দের সহিত প্রকাশ করা যাইবে ও তাহাতে এই আদেশ থাকিবে যে কোন ব্যক্তি উক্ত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট কোন শ্রেণীর মধ্যে আইলে, তাঁহার নাম ফর্দ্দে লেখা থাকুক বা না থাকুক উক্ত জিলায় আপনার ব্যবসায় কি কারবার চালাইলে, ঐ ফর্দ্দে তাঁহার যত ফী দিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে কিম্বা ফর্দ্দে তাঁহার নাম লেখা না থাকিলে তিনি যে শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের লোক হন উক্ত তফসীলমতে সেই শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের লোকদের যত ফী দেওয়া উচিত ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ৬০ ষাইট দিনের মধ্যে, ও তৎপরে প্রতি বৎসর আপ্রেল মাসের প্রথম দিবসাবধি ৬০ ষাইট দিনের মধ্যে, তাঁহার তত ফী দিতে হইবে।

ফর্দ্দ ও জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

১৬ ধারা। ১০ ধারার উল্লিখিত ফর্দ্দে কোন ব্যক্তির নামে লেখা গেলে, তাঁহাকে যে শ্রেণীভুক্ত করিয়া ফী ধরা গেল তদ্বিষয়ে তাঁহার আপত্তি থাকিলে, তিনি আপনার নাম অন্য শ্রেণীতে লেখাইবার কিম্বা একেবারে ফর্দ্দহইতে উঠাইয়া দিবার অধিকার স্থাপন করিবার জন্য, ঐ ফর্দ্দ প্রকাশ হইবার পর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে কিম্বা কালেক্টর সাহেব কোন স্থলে আর যত সময় দেওয়া উচিত বোধ করেন সেই সময়ের মধ্যে, কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

আপত্তিকারকের দরখাস্তের কথা।

১৭ ধারা। কালেক্টর সাহেব দরখাস্ত শুনিবার দিন ধার্য্য করিয়া, সেই দিনে কিম্বা তাহার পর২ সময়ে২ অন্য যে দিন ধার্য্য করেন সেই দিনে, ঐ দরখাস্ত শুনিয়া তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন।

দরখাস্ত শুনিবার কথা।

পরন্তু দরখাস্তকারী ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্প কর্ম্ম করিয়া বৎসর২ যাহা উপার্জ্জন করেন তাহার উপর শতকরা ২৲ টাকার অধিক ফী ধার্য্য হইয়াছে, কালেক্টর সাহেবের বিচারমতে ইহা দেখাইতে পারিলে, ১৬ ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ অতিরিক্ত ধরাই আপত্তির উপযুক্ত কারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে। তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব দরখাস্তকারির নাম এক শ্রেণী হইতে উঠাইয়া অন্য শ্রেণীভুক্ত করিতে, কিম্বা একেবারে ফর্দ্দহইতে উঠাইয়া দিতে আজ্ঞা করিবেন।

১৮ ধারা। কালেক্টর সাহেব ১৭ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাঁহার উপর আপীল নাই। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের অধীন কোন কর্ম্মকারক সেই আজ্ঞা করিলে কালেক্টর সাহেবের নিকট, কিম্বা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এতৎকার্য্যপক্ষে অন্য যে কর্ম্মকার-

আপীলবিষয়ক কথা।

tenant-Governor of Bengal in this behalf, whose decision shall be final. Every petition of appeal under this section shall be accompanied by a copy of the order complained of, and be presented within fifteen days of the date of such order. In computing the said period of fifteen days, the day on which the order complained of was made, and the time requisite for obtaining a copy of the same, shall be deducted.

Power of revision.

19. Subject to the control of the Lieutenant-Governor of Bengal, the Commissioner of Revenue of the division, and within the local limits of the ordinary original jurisdiction aforesaid, such officer as the Lieutenant-Governor may from time to time appoint, may in his discretion on the application of any person deeming himself aggrieved by an order passed by the Collector under section 17, call for the record of the case, and pass such order thereon as he thinks fit, and such order shall be final.

Power to summon witnesses, &c.

20. The Collector may, for the purpose of enabling him to determine under which of the said classes the petitioner should be charged, summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give evidence, and compel the production of documents, by the same means, and, as far as possible, in the same manner, as is provided in the case of a Civil Court by the Code of Civil Procedure;

Provided that the Collector shall not, in the course of any proceedings under this section, call for any evidence except at the instance of the petitioner, or in order to ascertain the correctness of facts alleged by him.

Penalty for carrying on business without a license.

21. If, after expiry of the period mentioned in the notification published under section 15 for payment of the amount specified therein, any person carries on his trade, dealing or industry without having taken out a license as required by this Act, he shall be liable by order of the Collector to pay a fine not exceeding thrice the amount payable by him in respect of such license, exclusive of the amount so payable; and on receipt of such payment the Collector shall grant him a license.

Recovery of fees and penalties.

22. All sums due under section 21 and all fees payable under this Act, shall, where the amount exceeds fifty rupees, be recoverable either as if they were arrears of land revenue, or by distress and sale of the move-

কে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁহার নিকট, আপীল হইতে পারিবে, ও তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। যে আজ্ঞার বিষয়ে নালিশ হয়, এই ধারামতে আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে সেই আজ্ঞার নকল দিতে হইবে, ও সেই আজ্ঞার তারিখ অবধি ১৫ পনের দিনের মধ্যে ঐ দরখাস্ত উপস্থিত করিতে হইবে। উক্ত ১৫ পনের দিন মিয়াদের হিসাব করিতে গেলে, ঐ আজ্ঞা যে তারিখে করা যায়, ও আজ্ঞার নকল পাইবার যত সময় আবশ্যক তাহা ধরিতে হইবে না।

সংশোধনের ক্ষমতার কথা।

১৯ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে খণ্ডের রেবিনিউ কমিশ্যনর সাহেব ও পূর্ব্বোক্ত আদৌ নিয়মিত বিচারাধিপত্যের সীমান্তবর্ত্তি স্থানের মধ্যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, ১৭ ধারামত কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিয়া কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে, স্বীয় বিবেচনামতে মোকদ্দমার নথী তলব করিয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন, ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

সাক্ষিপ্রভৃতিকে তলব করিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা। দরখাস্তকারিকে যে শ্রেণীর মধ্যে ধরিতে হইবে ইহা স্থির করিবার জন্যে, কালেক্টর সাহেব সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইনে দেওয়ানী আদালতের যে উপায়ে ও যে প্রকারে করিবার বিধান আছে, সাধ্যমতে সেই উপায়ে ও সেই প্রকারে বলপূর্ব্বক সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইতে ও তাঁহাদের সাক্ষ্য লইতে ও দলীল উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামত কোন কার্য্য করণ সময়ে, দরখাস্তকারী প্রার্থনা না করিলে, কিম্বা তিনি যে বৃত্তান্ত জানাইয়াছেন তাহার সত্যতা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত না হইলে, কালেক্টর সাহেব কোন সাক্ষ্য তলব করিবেন না।

লাইসেন্স না পাইয়া কর্ম চালাইবার দণ্ডের কথা।

২১ ধারা। ১৫ ধারামতে প্রকাশিত জ্ঞাপনপত্রে ঐ পত্রের নির্দ্দিষ্ট ফী দিবার যে মিয়াদ ধার্য্য হইল, কোন ব্যক্তি সেই মিয়াদ গত হইলেও, এই আইনমতে লাইসেন্স না লইয়া আপনার ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম্ম চালাইলে, ঐ লাইসেন্স সম্পর্কে তাঁহার যত টাকা দিতে হইত, কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞামতে তাঁহার ঐ টাকা ও তাহার তিন গুণের অনধিক জরীমানাও দিতে হইবে। সেই সকল টাকা পাইলে কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে লাইসেন্স দিবেন।

ফী ও দণ্ডের টাকা আদায় করণবিষয়ক কথা।

২২ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে ২১ ধারামতে পাওনা ও এই আইনমতে তাঁহার দেনা সকল ফী ৫০৲ টাকার অধিক হইলে, কালেক্টর সাহেবের বিবেচনামতে বাকী রাজস্বের ন্যায়, কিম্বা দায়ি ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিয়া, আদায় হইতে

able property of the person liable, at the discretion of the Collector. In all other cases they shall be recoverable by distress and sale of the moveable property of the person liable.'

পারিবে। অন্য সকল স্থলে, দায়ি ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিয়া আদায় করা যাইবে।

The provisions of sections 113, 114, 115, and 119 of Bengal Act V of 1876 shall apply as far as possible to warrants of distress and sale issued by the Collector under this section, and no tools or implements of trade or agriculture shall be distrained or sold under any such warrant.

কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে ক্রোক ও নীলাম করণের যে পরওয়ানা দেন, তৎপ্রতি যত দূর সম্ভব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১১৩, ১১৪, ১১৫, ও ১১৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবে। ও তদ্রূপ কোন পরওয়ানা ক্রমে ব্যবসায়ের কি কৃষিকার্য্যের কোন যন্ত্র কি হাতিয়ার ক্রোক বা নীলাম হইতে পারিবে না।

Limitation.

23. No proceedings for the recovery of any fees or other sums due under this Act shall be commenced after the expiry of six months from the last day of the year in respect of which they are payable.

মিয়াদের কথা।

২৩ ধারা। এই আইনমতে যে ফী কি অন্য টাকা যে বৎসরে দেয় হয়, সেই বৎসরের শেষ দিনের পর ছয় মাস গত হইলে, ঐ টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যারম্ভ করা যাইবে না।

License to be produced on demand.

24. Every person holding a license under this Act shall produce and show such license when required so to do by an officer generally or specially empowered in writing by the Collector to make such requisition;

চাহিবামাত্র লাইসেন্স দেখাইতে হইবার কথা।

২৪ ধারা। এই আইনমতে কোন ব্যক্তি লাইসেন্স পাইলে, কোন কর্ম্মকারক কালেক্টর সাহেবের লিখনক্রমে সাধারণমতে কিম্বা বিশেষ মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ঐ লাইসেন্স দেখাইতে বলিলে, তাঁহার সেই লাইসেন্স বাহির করিয়া দেখাইতে হইবে।

Prosecution to be at instance of Collector.

But no person shall be proceeded against for neglect or refusal to produce such license except at the instance of the Collector.

কালেক্টর সাহেবের উদ্যোগে নালিশ হইবার কথা।

কিন্তু ঐ লাইসেন্স দেখাইবার তাচ্ছল্য বা ত্রুটি প্রযুক্ত কেবল কালেক্টর সাহেবের প্রবৃত্তিমতে কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হইতে পারিবে, নতুবা নয়।

Courts of Wards, receivers, and managers chargeable.

25. The Court of Wards, and receivers and managers appointed by any Court in British India, shall be chargeable under this Act in respect of any trade, dealing or industry of which the income is officially in their possession or under their control.

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ও সম্পত্তি গ্রাহকদের ও কার্য্যাধ্যক্ষদের ফী দিতে হইবার কথা।

২৫ ধারা। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের, ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত গ্রাহকদের ও কার্য্যাধ্যক্ষদের পদসম্পর্কে কোন ব্যবসায়ের কি কারবারের কি শিল্প কর্ম্মের আয় তাঁহাদের অধিকারে কি তত্ত্বাধীনে থাকিলে, তৎসম্পর্কে তাঁহাদের এই আইনমতে ফী ধার্য্য হইবে।

Power to trustee, &c., to retain money for payment of fee.

26. When any trustee, guardian, curator, committee or agent is charged under this Act in such capacity, or when the Court of Wards, or any receiver or manager appointed by any Court, is charged under this Act, every Court and person so charged may, from time to time out of the money coming to its or his possession as such trustee, guardian, curator, committee or agent, or as such Court of Wards, receiver or manager, retain so much as is sufficient to pay the fee charged.

ট্রষ্টী প্রভৃতির হস্তগত টাকাহইতে ফী বাদ দিয়া দিতে পারিবার কথা।

২৬ ধারা। কোন ট্রষ্টীর কি অভিভাবকের কি সম্পত্তিরক্ষকের কি কমিটীর কি এজেন্টের পদোপলক্ষে তাঁহার এই আইনমতে ফী ধার্য্য হইলে, কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বা কোন আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত গ্রাহকের কি কার্য্যাধ্যক্ষের এই আইনমতে ফী ধার্য্য হইলে, ঐ ট্রষ্টী কি অভিভাবক কি সম্পত্তিরক্ষক কি কমিটী কি এজেন্ট কি কোর্ট ওয়ার্ডস কি গ্রাহক কি কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ তাঁহার অধিকারে যে টাকা আইসে, তাঁহাহইতে তিনি সময়েং ঐ নির্দ্ধারিত ফীর উপযুক্ত টাকা বাদ দিয়া রাখিতে পারিবেন।

Every such person or Court is hereby indemnified for every retention and payment made in pursuance of this Act.

এই আইন অনুসারে উক্ত টাকা বাদ দিয়া রাখা বা দেওয়া প্রযুক্ত উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কি কোর্টকে এতৎক্রমে ক্ষতিহইতে মুক্ত করা গেল।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০। ২ মার্চ।]

27. All or any of the powers and duties conferred and imposed by this Act on a Collector may, subject to the orders of the Collector of the district, be exercised and performed by any Assistant or Deputy Collector, or by such other officer as the Lieutenant-Governor of Bengal shall from time to time appoint in this behalf.

Powers of Collector under Act may be exercised by other officers

২৭ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যেং ক্ষমতার্পণ করা গেল ও তাঁহার যেং কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইল, জিলার কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞাধীনে কোন আসিস্টান্ট বা ডেপুটী কালেক্টর কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং এই কার্য্যপক্ষে অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনিও সেই সকল বা তন্মধ্যে কোনং ক্ষমতানুতে সেইং কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যেং ক্ষমতা আছে অন্য কার্য্যকারকদের সেইং ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

28. From the nett amount of all fees and penalties paid or recovered under this Act, after deducting the expense of collection, so much as the Governor-General in Council from time to time directs shall be applied, in such manner as the Governor-General in Council thinks fit, for the purpose of increasing the revenues available for defraying expenditure incurred or to be incurred for the relief and prevention of famine in the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal, or if the Governor-General in Council so directs, in any other part of British India.

Disposal of fees and penalties.

The residue (if any) of such nett amount shall be carried to the credit of the local Government of Bengal.

২৮ ধারা। এই আইনক্রমে যত ফী ও দণ্ডের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় করা যায়, তাহা আদায় করিবার খরচ বাদে অবশিষ্ট টাকার মধ্যে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং যত নিরূপণ করেন, তত টাকা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আজ্ঞানুসারে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে, কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব আজ্ঞা করিলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত অন্য কোন দেশে, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিদের উপকারার্থে ও দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে যে ব্যয় হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা তৎপোষণার্থ রাজস্ব বৃদ্ধি করণে প্রয়োগ করা যাইবে।

ফী ও দণ্ডের টাকা প্রয়োগ করণ বিষয়ক কথা।

ঐ নিট টাকার অবশিষ্ট থাকিলে বঙ্গদেশের স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নামে জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

29. Every person shall be legally bound to furnish information to any officer or person exercising any of the powers of a Collector under this Act when required by him to do so.

Obligation to furnish information.

২৯ ধারা। এই আইনমতে যে কোন কার্য্যকারক বা যে ব্যক্তি কালেক্টরের কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন, তিনি কোন ব্যক্তির স্থানে কোন সন্ধান জানিতে চাহিলে, সেই ব্যক্তি আইনমতে সেই সন্ধান জানাইতে বদ্ধ হইবেন।

সন্ধান জানাইতে পারিবার কথা।

30. The Lieutenant-Governor of Bengal may from time to time (*a*) exempt from the operation of this Act any portion of the territories subject to him, or any persons or class of persons in such territories, and may (*b*) make rules consistent with this Act—

Power to exempt and make rules.

(1) for defining more precisely the classes of persons liable under this Act;

(2) for regulating the time and manner of collecting the fees charged under this Act;

(3) for providing in any case or class of cases for serving notices on persons charged under this Act; and

(4) generally for the guidance of officers in all matters connected with the enforcement of this Act.

[*Government Gazette, 2nd March* 1880.]

৩০ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং (ক) তাঁহার শাসনাধীন দেশের কোন অংশ, কিম্বা উক্ত দেশবাসি কোন লোকদিগকে বা কোন শ্রেণীর লোককে এই আইনের বিধানহইতে মুক্ত করিতে ও (খ) এই আইনের সঙ্গত নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি করিতে পারিবেন।

মুক্ত করিবার ও বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

(১) এই আইনমতে যাঁহারা ফী দিবার যোগ্য হন তাঁহাদিগকে যেরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে ইহা আরো নিশ্চিতমতে নিরূপণ করিবার বিধি।

(২) এই আইনমতে যে ফী ধার্য্য হয় তাহা যে সময়ে যে প্রকারে আদায় হইবে ইহার বিধি।

(৩) এই আইনমতে বিশেষ লোকদের বা বিশেষ শ্রেণীর লোকদের যে ফী ধার্য্য হইল তাঁহাদের নামে তদ্বিষয়ের নোটিস দিবার বিধি। ও

(৪) সাধারণতঃ এই আইন প্রবলকরণ সম্পর্কীয় সকল বিষয়ে কার্য্যকারকদের কার্য্য পদ্ধতি দেখাইবার বিধি।

SCHEDULE.	Rs.	তফসীল।	
Class I.—Every person carrying on any trade, dealing or industry who shall be adjudged by the Collector to be a licensee of this class	500	১ প্রথম শ্রেণী।—ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্প কর্ম্মকারি যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কালেক্টর সাহেব এই শ্রেণীর লাইসেন্সের যোগ্য বলিয়া বিচারকরেন ...	৫০০৲
Class II.—Every person carrying on any trade, dealing or industry who shall be adjudged by the Collector to be a licensee of this class	200	২ দ্বিতীয় শ্রেণী।—ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম্মকারি যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কালেক্টর সাহেব এই শ্রেণীর লাইসেন্সের যোগ্য বলিয়া বিচার করেন ...	২০০৲
Class III.—Every person carrying on any trade, dealing or industry who shall be adjudged by the Collector to be a licensee of this class	100	৩ তৃতীয় শ্রেণী।—ব্যবসায় ব কারবার বা শিল্পকর্ম্মকারি যে প্রত্যেকব্যক্তিকে কালেক্টর সাহেব এই শ্রেণীর লাইসেন্সের যোগ্য বলিয়া বিচার করেন ...	১০০৲
Class IV.—Every person carrying on any trade, dealing or industry who shall be adjudged by the Collector to be a licensee of this class	50	৪ চতুর্থশ্রেণী।—ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম্মকারি যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কালেক্টর সাহেব এই শ্রেণীর লাইসেন্সের যোগ্য বলিয়া বিচার করেন ...	৫০৲
Class V.—Every person carrying on any trade, dealing or industry who shall be adjudged by the Collector to be a licensee of this class	20	৫ পঞ্চম শ্রেণী।—ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম্মকারি যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কালেক্টর সাহেব এই শ্রেণীর লাইসেন্সের যোগ্য বলিয়া বিচার করেন ...	২০৲
Class VI.—Every person carrying on any trade, dealing or industry who shall be adjudged by the Collector to be a licensee of this class	10	৬ ষষ্ঠ শ্রেণী।—ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম্মকারি যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কালেক্টর সাহেব এই শ্রেণীর লাইসেন্সের যোগ্য বলিয়া বিচার করেন ...	১০৲

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

THIS Bill is intended primarily to give effect to recent orders of the Government of India in respect of the license tax on trades, dealings and industries, imposed by Bengal Act I of 1878.

2. It exempts from tax all persons whose annual earnings are below five hundred rupees.

3. It exempts persons who may carry on business in more than one district, or of more than one description, from the necessity of taking out separate licenses in each such district and for each such business. One license to be taken out in the district where the licensee's principal place of business is situate will now suffice, and the fee will be fixed with reference to the licensee's total annual earnings from all his businesses.

4. The period of limitation within which the tax may be recovered by process of law having been found insufficient, it is proposed to extend it.

5. A power of revising the Collector's assessments is specifically given to the Commissioner of the division, as in the Northern India License Act.

6. The alternative procedure provided in sections 27 to 30 of the existing law for assessing and collecting the tax within municipalities and unions, and the special procedure laid down in Part IV for the town of Calcutta, not having worked satisfactorily, it is proposed to repeal those portions of Act I of 1878, and to assess and collect the tax in future by the usual Government agencies. The special schedule for Calcutta need not, under these circumstances, be maintained, and any reference to municipalities in the general schedule becomes unnecessary.

7. Various minor alterations of the law have been suggested by the experience of the last two years and are embodied in the Bill.

8. It is deemed most convenient, under the circumstances, to repeal Bengal Act I of 1878 altogether and to re-enact its provisions in their amended form.

The 21st February 1880.

A. MACKENZIE.
W. E. H. FORSYTH,
Offg. Asst. Secy. to the Govt of Bengal.

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা ব্যবসায় ও কারবার ও শিল্পকর্ম্মের উপর যে লাইসেন্স টাক্স ধার্য্য হয় তৎসম্পর্কে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে আজ্ঞা দিয়াছেন সেই আজ্ঞা ফলবতী করা এই পাণ্ডুলিপির মুখ্য উদ্দেশ্য।

২। যে সকল ব্যক্তির বার্ষিক উপার্জ্জন পাঁচ শত টাকার কম, ইহাতে তাহাদিগকে টাক্স হইতে মুক্ত করা গিয়াছে।

৩। যে সকল ব্যক্তি একাধিক জিলায় বা একাধিক প্রকারের কর্ম্ম চালান, তদ্রূপ প্রত্যেক জিলায় তদ্রূপ প্রত্যেক কর্ম্মের নিমিত্ত স্বতন্ত্র লাইসেন্স লইবার দায় হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করা গিয়াছে। যে জিলায় লাইসেন্স গৃহীতার কর্ম্মের সদর স্থান থাকে, এক্ষণে সেই জিলায় একখানমাত্র লাইসেন্স লইলেই চলিবে, এবং সমুদয় কর্ম্ম হইতে লাইসেন্স গৃহীতার বার্ষিক মোট যত টাকা উপার্জ্জন হয় তদনুসারে ফী ধার্য্য করা যাইবে।

৪। আইনমত কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা যে সময়ের মধ্যে টাক্স আদায় করা যাইতে পারে, তাহা যথেষ্ট নহে দৃষ্ট হওয়াতে বাড়াইবার প্রস্তাব করা গিয়াছে।

৫। কালেক্টর সাহেব যে টাক্স ধার্য্য করেন তাহা সংশোধন করিবার ক্ষমতা বিশেষ করিয়া খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে। উত্তর ভারতবর্ষীয় লাইসেন্স আইনেও এইরূপ বিধান আছে।

৬। বর্ত্তমান আইনের ২৭ অবধি ৩০ পর্য্যন্ত ধারায় মুনিসিপালিটীর ও গ্রাম সমাজের মধ্যে টাক্স ধার্য্য ও আদায় করিবার যে দ্বিতীয় প্রকারের কার্য্যপ্রণালীর বিধান আছে, ও চতুর্থখণ্ডে কলিকাতা নগরের নিমিত্ত যে বিশেষ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে সন্তোষজনকরূপে কার্য্য না হওয়াতে ১৮৭৮ সালের ১ আইনের ঐ২ অংশ রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত কার্য্যকারকদের দ্বারা ভবিষ্যতে টাক্স ধার্য্য ও আদায় করিবার প্রস্তাব করা গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় কলিকাতার নিমিত্ত বিশেষ তফসীল রাখিবার প্রয়োজন নাই, এবং সাধারণ তফসীলে মুনিসিপালিটীর উল্লেখও অনবশ্যক।

৭। গত দুই বৎসরের লব্ধ অভিজ্ঞতাদ্বারা আইনের সামান্য২ নানা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝা গিয়াছে ও তৎসমুদয় পাণ্ডুলিপিমধ্যে নিবদ্ধ করা গিয়াছে।

৮। এরূপ অবস্থায় ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ১ আইন সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া উহার বিধানগুলি সংশোধিতাকারে পুনর্ব্বিধিবদ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা বলিয়া বোধ হইয়াছে।

১৮৮০ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

এ, মাকেঞ্জি,
ডবলিউ ই, এচ, ফর্সাইথ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A. AND B. L., *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২ মার্চ।]
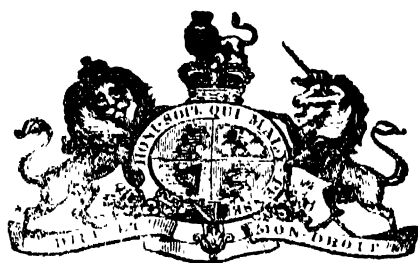
গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MARCH 30, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ৩০ মার্চ।

PART VI.

Bill of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Report of the Select Committee, together with the Bill as amended by them, is, by order of the President, published for general information :—

WE, the undersigned members of the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal to whom the Bill "to provide against the spreading of contagious diseases among animals" was referred, have the honor to make the following report :—

We have, in accordance with the wishes of Government, restricted the application of the Bill to horses, and to the diseases of glanders and farcy, empowering the local Government to extend, if necessary, hereafter the definition of disease.

We have provided that the person in possession or charge of a diseased horse shall keep the animal separate from other horses, and further that he shall within twenty-four hours give notice to the officer in charge of the nearest police station.

We have defined "Veterinary Surgeon," so as to include veterinary practitioners appointed by Government, and struck out all reference to Surgeons and Assistant Surgeons in the service of Government.

We have empowered the local Government to establish a hospital for the detention and examination of diseased horses, and to make such rules as may be deemed advisable for realizing hospital charges from the owners of the animals; the expenses of such hospital will be defrayed out of the surplus of the Hackney Carriage Fund.

We have empowered Police Officers not under the rank of Inspectors to enter upon premises where there is reason to believe a diseased animal is kept, and to take with them other Police Officers and a Veterinary Surgeon. But a certificate of a Veterinary Surgeon will be necessary in order to compel the owner of the premises to cleanse the same : the expenses of so doing are recoverable from the owner in the manner provided for the realization of fines

We have lessened the amount of fine and period of imprisonment in one or two of the penalty sections, and limited the period for prosecutions for vexatious entries to two months·

We have added two sections (13 and 14) providing for rewards to Police Officers on whose information offenders are convicted, and enacting that the proceeds of fines imposed and realized shall be applied to the expenses incurred in carrying out this Act.

We have made a few verbal alterations, and recommend that the Bill as amended be passed.

J. O'KINEALY.
SYUD AMEER HOSSEIN.
C. D. FIELD.
KRISTODAS PAL.
A. B. INGLIS.

The 20th February 1880.

[*Government Gazette*, 30*th March* 1880.]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

সিলেক্টকমিটীর পশ্চাল্লিখিত রিপোর্ট তাঁহাদের সংশোধিত পাণ্ডুলিপিসমেত শ্রীযুত প্রেসিডেন্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশিত হইল।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার নিম্ন স্বাক্ষরকারী সদস্য আমাদের প্রতি "পশুদের মধ্যে সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণার্থ" আইনের পাণ্ডুলিপি অর্পিত হইয়াছিল; আমরা তৎসম্বন্ধে সসম্ভ্রমে নিম্নলিখিত রিপোর্ট দিতেছি।

আমরা গবর্ণমেন্টের ইচ্ছানুসারে কেবল অশ্বদের প্রতি ও সরদি ও কুষ্ঠরোগের প্রতি পাণ্ডুলিপির বিধান বর্ত্তাইয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে রোগের লক্ষণের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে দিয়াছি।

আমরা বিধান করিয়াছি যে, যে ব্যক্তির অধিকারে বাজিম্মায় রোগগ্রস্ত কোন অশ্ব থাকে তিনি ঐ অশ্বকে অন্য অশ্ব হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবেন, আর নিকটস্থ পোলীস থানার অধ্যক্ষকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংবাদ দিবেন।

আমরা "পশুচিকিৎসক" শব্দের এরূপ লক্ষণ করিয়াছি যে গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত পশু চিকিৎসকেরা তদন্তর্গত হয়; এবং গবর্ণমেন্টের কর্ম্মে নিযুক্ত সর্জ্জন ও আসিস্টান্ট সর্জ্জনদের সম্বন্ধীয় সমুদয় কথা উঠাইয়া দিয়াছি।

রোগগ্রস্ত অশ্বদিগকে আটক করিয়া রাখিবার ও পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত চিকিৎসালয় স্থাপন করণার্থে ও পশুস্বামিদের নিকট চিকিৎসালয়ের খরচ আদায় করিবার নিমিত্ত যে বিধি বাঞ্ছনীয় বোধ হয় তৎপ্রণয়নার্থে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি ক্ষমতা দিয়াছি। ছকড়া গাড়ীর তহবীলের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে উক্ত চিকিৎসালয়ের খরচ দেওয়া যাইবে।

যেখানে রোগ গ্রস্ত কোন পশু রাখা হয় বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সেই বাটীতে ইনস্পেক্টরের অন্যূন পদস্থ পোলীসের কার্য্যকারকেরা অন্য পোলীস কার্য্যকারকদিগকে ও একজন পশুচিকিৎসককে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই ক্ষমতা দিয়াছি। কিন্তু বাটীর স্বামিকে তাহা পরিষ্কার করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত একজন পশুচিকিৎসকের সর্টিফিকেট আবশ্যক হইবে। উক্ত কার্য্যের খরচ অর্থদণ্ড আদায় করিবার প্রণালীমতে স্বামির নিকট আদায় করা যাইতে পারিবে।

দণ্ডসংক্রান্ত একটি কি দুইটি ধারায় আমরা অর্থদণ্ডের টাকা ও কারাদণ্ডের মিয়াদ কমাইয়াছি, এবং কষ্ট দিবার নিমিত্ত প্রবেশের অভিযোগের মিয়াদ দুই মাস ধার্য্য করিয়াছি।

পোলীসের যে কার্য্যকারকদের সন্ধানক্রমে অপরাধির অপরাধনির্ণয় হয়, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দিবার বিধান করণ ও যে অর্থদণ্ড করা যায় তাহার টাকা আদায় করা গেলে এই আইন ফলবৎ করিবার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে সেই টাকা প্রয়োগ করিবার বিধান করিয়া আমরা দুইটি ধারা (১৩ ও ১৪) যোগ করিয়াছি।

আমরা ভাষাগত কয়েকটি পরিবর্ত্তন করিয়াছি, এবং আমাদের পরামর্শ এই যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হউক।

জে, একিনেলী।
সৈয়দ আমীর হোসেন।
সি, ডি, ফিল্ড।
কৃষ্ণদাস পাল।
এ, বি, ইংলিস।

১৮৮০ সাল ২০ ফেব্রুয়ারি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৩০ মার্চ।]

AMENDED BILL.

A Bill to provide against the spreading of certain Contagious and Infectious Diseases among Horses.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to provide against the spreading of certain contagious and infectious diseases among horses: It is hereby enacted as follows:—

Short title.

1. This Act may be called "The Bengal Contagious Diseases (Animals) Act, 1880:"

Extent.

It applies to the Town of Calcutta as defined by Bengal Act IV of 1866, and to the Suburbs of the Town of Calcutta as defined by the notification of the 10th September 1877, and published in the *Calcutta Gazette* for the 26th September 1877;

Commencement.

and it shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Interpretation clause.

2. In this Act—

"Disease."

"Disease" means glanders, farcy, or any dangerous epidemic disease among horses, which the Lieutenant-Governor may from time to time, by an order published in the *Calcutta Gazette*, declare to be a disease for the purposes of this Act:

"Horse."

"Horse" includes ponies, asses, mules and jennets:

"Inspector of Police."

"Inspector of Police" includes any police officer not under the rank of an Inspector of Police:

"Section."

"Section" means a section of this Act:

"Veterinary Surgeon."

"Veterinary Surgeon" means a member of the Royal College of Veterinary Surgeons, or any veterinary practitioner appointed to be a Veterinary Surgeon for the purposes of this Act by the Lieutenant-Governor.

Owner of diseased horses to give information to the Police.

3. Every person having in his possession or under his charge any horse which he knows or has reason to believe to be affected with disease, shall as far as practicable keep such horse separate from

সংশোধিত পাণ্ডুলিপি।

অশ্বদের মধ্যে কোনং স্পর্শসঞ্চারী ও সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

অশ্বদের মধ্যে কোনং স্পর্শসঞ্চারী ও সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণের বিধান করা বাঞ্ছনীয়; অতএব এতদ্দ্বারা পশ্চাল্লিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশীয় (পশুদের) সংক্রামক রোগবিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তি।

এই আইন ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন নির্দ্দিষ্ট কলিকাতা নগরের প্রতি, এবং ১৮৭৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের যে বিজ্ঞাপন ১৮৭৭ সালের ২ অক্টোবরের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই বিজ্ঞাপন নির্দ্দিষ্ট কলিকাতা নগরের শাখানগরের প্রতি বর্ত্তিবে;

আরম্ভ।

এবং এই আইন শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহ যে তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি বলবৎ হইবে।

অর্থকরণের ধারা।

২ ধারা। এই আইনে

"রোগ।"

"রোগ" শব্দে অশ্বের সরদি রোগ ও কুষ্ঠরোগ ও অন্য যে আশঙ্কাজনক দেশব্যাপী রোগ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া এই আইনের অভিপ্রায়ানুযায়ী রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাও বুঝাইবে।

"অশ্ব।"

"অশ্ব" শব্দে টাট্টু ও গাধা ও খচ্চর ও ছোটং ঘোড়াও গণ্য হইবে।

"পোলীসের ইনস্পেক্টর।"

পোলীসের যে কোন কার্য্যকারক পোলীসের ইনস্পেক্টরের নিম্নশ্রেণীস্থ নহেন, "পোলীসের ইনস্পেক্টর" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"ধারা।"

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

"পশু চিকিৎসক।"

"পশু চিকিৎসক" শব্দে পশু চিকিৎসকদের সম্বন্ধীয় রাজকীয় কালেজের কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, অথবা যে কোন পশুচিকিৎসাব্যবসায়িকে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আইনের কার্য্যপক্ষে পশুচিকিৎসক বলিয়া নিযুক্ত করেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

রোগগ্রস্ত অশ্বের স্বামির পোলীসে সংবাদ দিবার কথা।

৩ ধারা। যে ব্যক্তির অধিকারে কি জিম্মার কোন অশ্ব থাকে, তিনি ঐ অশ্ব রোগগ্রস্ত বলিয়া জানিলে বা বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, যে সকল অশ্ব তদ্রূপ রোগগ্রস্ত নহে সেই সকল অশ্ব হইতে ঐ অশ্বকে যথাসাধ্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবেন, এবং ঐ

horses not so affected, and shall send intimation of the fact to the officer in charge of the nearest police-station within twenty-four hours from his knowledge of the same, and in default of so doing, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 500.

Penalty.

4. On receiving this intimation the officer in charge of the police-station shall have the horse examined by a Veterinary Surgeon, and if the Surgeon certifies that the animal is affected with disease, shall cause it to be forwarded to the hospital established under section 5, or if no such hospital has been established, to be slaughtered forthwith.

Police Officer to proceed on information.

An Inspector of Police may exercise the powers of an officer in charge of a station under this section.

5. The Lieutenant-Governor may from time to time make, and when made revoke, add to, and alter rules in relation to the following matters or any of them :—

Government may make rules.

(1)—For establishing and maintaining a hospital for the examination and detention of horses affected with disease ;

(2)—For prescribing and realizing from the owner of any horse detained in such hospital a reasonable sum to meet the expenses connected with the conveyance, detention and disposal of the animal ;

(3)—For determining a proper place for the burial of horses affected with disease ;

(4)—For generally carrying out the provisions of this Act.

Notice of the making of any such rules shall be published in the *Calcutta Gazette*.

6. Whenever such hospital is established in Calcutta, the expenses of the same shall, so far as may be necessary, be a first charge on the surplus of the fees levied on the registration of hackney carriages under Bengal Act V of 1866.

Expenses of hospital how to be defrayed.

7. An Inspector of Police may at any time enter any place where he has reasonable grounds for supposing that any horse affected with disease is or has lately been, and may cause such horse, if found, to be dealt with in the manner laid down in section 4, and whether such horse be found in the place or not, may, upon the certificate of a Veterinary Surgeon, cause all articles that have been

Power of entry of Inspector of Police ;

কথা জানিতে পাইবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটস্থ পোলীস থানার অধ্যক্ষকে তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবেন। না দিলে, তাঁহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

দণ্ডের কথা।

৪ ধারা। এই সংবাদ পাইলে, পোলীস থানার কার্য্যাধ্যক্ষ কোন পশুচিকিৎসক দ্বারা ঐ অশ্বের পরীক্ষা করাইবেন, এবং উক্ত পশু রোগগ্রস্ত বলিয়া উক্ত চিকিৎসক সার্টিফিকেট দিলে, তাহাকে ৫ ধারামতে সংস্থাপিত চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিবেন, অথবা তদ্রূপ চিকিৎসালয় সংস্থাপিত না হইয়া থাকিলে, তৎক্ষণাৎ নিহত করাইবেন।

সংবাদ পাইলে, পোলীসের কার্য্যকারকের কর্ত্তব্যের কথা।

পোলীসের কোন ইনস্পেক্টর এই ধারামত পোলীস থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

৫ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পশ্চাল্লিখিত সমুদয় বা কোন বিষয় সম্বন্ধে সময়ে২ বিধি প্রণয়ন করিতে ও প্রণীত হইলে তাহা রহিত কি পরিবর্দ্ধিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।—

গবর্ণমেণ্টের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

(১) রোগগ্রস্ত অশ্বদিগকে পরীক্ষা করিবার ও আটক করিয়া রাখিবার চিকিৎসালয় সংস্থাপন ও সংরক্ষণ নিমিত্ত ;

(২) উক্ত চিকিৎসালয়ে যে অশ্বকে আটক করিয়া রাখা যায় তাহাকে লইয়া যাইবার ও আটক করিয়া রাখিবার ও তৎসংক্রান্ত বিধান করিবার ব্যয় সংকুলন যুক্তমত টাকা ধার্য্য করিয়া ঐ অশ্বের স্বামির নিকট তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ;

(৩) রোগগ্রস্ত অশ্বদিগকে পুঁতিয়া ফেলিবার যথাযোগ্য স্থান নিরূপণ নিমিত্ত ;

(৪) ও সাধারণতঃ এই আইনের বিধান ফলবৎ করিবার নিমিত্ত।

এই প্রকার বিধি প্রণয়নের জ্ঞাপনপত্র কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

৬ ধারা। উক্তরূপ চিকিৎসালয় কলিকাতায় সংস্থাপন করা গেলে, ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে ছুকড়া গাড়ী রেজিষ্টরী করণার্থ যে ফী আদায় হয়, তাহার উদ্বৃত্ত টাকার উপর ঐ চিকিৎসালয়ের খরচ, যত দূর আবশ্যক হয়, প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ কিরূপে করিতে হইবে, তাহার কথা।

৭ ধারা। কোন স্থানে রোগগ্রস্ত অশ্ব আছে বা সংপ্রতি ছিল, কোন পোলীসের ইনস্পেক্টর এরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখিলে, তথায় যে কোন সময়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন ; এবং তদ্রূপ অশ্ব তথায় পাওয়া গেলে, ঐ অশ্ব লইয়া ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কার্য্য করাইতে পারিবেন, এবং উক্ত স্থানে তদ্রূপ অশ্ব পাওয়া যাউক বা না যাউক, যে সকল দ্রব্য তদ্রূপ কোন অশ্বের সংস্পর্শে ছিল বা তাহার নিকটে ব্যবহৃত

পোলীসের ইনিস্পেক্টরের প্রবেশ করিতে পারিবার কথা।

in contact with or used about any such horse to be burnt or otherwise destroyed.

The Inspector shall, if required, state in writing the grounds on which he has so entered.

If any person refuses admission to such Inspector, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 500.

Who may take with him other officers and a Veterinary Surgeon.

8. An Inspector of Police entering any premises in accordance with the last preceding section, may take with him one or more Police Officers and any Veterinary Surgeon.

Owners of infected premises bound to cleanse them.

9. Every owner or person in charge of any place as aforesaid, shall be bound, if required by an Inspector of Police, acting upon the certificate of a Veterinary Surgeon, to thoroughly cleanse and disinfect the same, and on his failing to do so within twenty-four hours from the requisition, the Inspector of Police shall cause the said place to be thoroughly cleansed and disinfected;

Expenses how recoverable.

And the expenses of so doing if not paid by the owner or person in charge within seven days from the incurring of the same, may, with all costs, be recovered as a fine adjudged by any Magistrate exercising jurisdiction in the place.

Burial of diseased horses.

10. Every person having in his possession or under his charge any horse that has died of glanders, or has been slaughtered in consequence of being affected with glanders, shall cause the same to be buried as soon as possible in its skin, which shall be slashed before burial, and to be covered with a sufficient quantity of quicklime or other disinfectant, or to be disposed of in such other manner as the Lieutenant-Governor may direct, and in default of so doing, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 200.

Penalty for allowing diseased horses in the streets.

11. Whoever voluntarily or negligently causes or permits any horse affected with disease to be worked, driven, or led on any public road or street, except for the purpose of being taken to a Veterinary Surgeon or hospital for examination, or to be slaughtered in accordance with this Act, or voluntarily or negligently causes or permits any such horse to be turned loose

হইত, পশুচিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে তৎসমুদয় পোড়াইয়া ফেলাইতে বা প্রকারান্তরে নষ্ট করাইতে পারিবেন।

উক্ত ইনস্পেক্টর আদেশপ্রাপ্ত হইলে, যে কারণে তথায় উক্ত রূপে প্রবেশ করেন তাহা লিখিয়া দিবেন।

কোন ব্যক্তি উক্ত ইনস্পেক্টরকে প্রবেশ করিতে না দিলে, ঐ ব্যক্তির ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অন্য কার্য্যকারকদিগকে ও একজন পশুচিকিৎসককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। পোলীসের কোন ইনিস্পেক্টর পূর্ব্ব ধারামতে যৎকালে কোন স্থানে প্রবেশ করেন, তৎকালে এক বা একাধিক পোলীসের কার্য্যকারককে ও কোন পশুচিকিৎসককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

রোগের স্থানাদির স্বামির তাহা পরিষ্কার করিতে হইবার কথা।

৯ ধারা। পূর্ব্বোক্ত রূপ কোন স্থানের স্বামী কিম্বা তাহা যাহার জিম্মায় থাকে তিনি পশুচিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে কার্য্যকারি পোলীসের কোন ইনস্পেক্টরের আদেশ পাইলে তাহা সম্পূর্ণরূপ পরিষ্কার করিয়া তাহার রোগসংক্রমণ দোষ নিবারণ করিবেন; এবং উক্ত আদেশ পাইয়া তিনি ২৪ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ রূপ না করিলে, ঐ পোলীসের ইনস্পেক্টর উক্ত স্থান সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করাইয়া তাহার রোগসংক্রমণ দোষ নিবারণ করাইবেন।

খরচ যে রূপে আদায় করা যাইবে তাহার কথা।

উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত যত টাকা খরচ হয়, খরচ হইবার সাত দিনের মধ্যে ঐ স্থানের স্বামী বা তাহা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তিনি সেই টাকা না দিলে, ঐ স্থানে বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের কৃত অর্থ দণ্ডের ন্যায় খরচা সমেত ঐ টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে।

রোগগ্রস্ত অশ্বদিগকে পুঁতিয়া ফেলিবার কথা।

১০ ধারা। সরদি রোগে যে অশ্বের মৃত্যু হয়, অথবা সরদি রোগ গ্রস্ত বলিয়া যাহাকে নিহত করা যায় সেই অশ্ব যে ব্যক্তির অধিকারে কি জিম্মায় থাকে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব তাহার চর্ম্ম না খুলিয়া কিন্তু পুঁতিবার পূর্ব্বে তাহা চিরিয়া ঐ অশ্বকে পোঁতাইবেন। ও তাহার উপর যথেষ্ট পরিমাণ চূণ বা অন্য রোগসঞ্চার নিবারক দ্রব্য দিয়া ঢাকা দিবেন, অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব অন্য যে প্রকারের আদেশ দেন, সেই প্রকারে ঐ অশ্ব লইয়া কার্য্য করিবেন। তাহা না করিলে, তাঁহার ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

রোগগ্রস্ত অশ্বকে রাস্তায় যাইতে দিলে দণ্ডের কথা।

১১ ধারা। পশু চিকিৎসকের নিকটে অথবা চিকিৎসালয়ে পরীক্ষার্থে কিম্বা এই আইনমতে নিহত করণার্থে লইয়া যাইবার নিমিত্ত না হইলে, কেহ যদি রোগগ্রস্ত কোন অশ্বকে কোন সরকারী রাস্তায় বা পথে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা শৈথিল্যপ্রযুক্ত খাটায় বা হাঁকায় বা চালাইয়া লইয়া যায় অথবা খাটাইতে বা হাঁকাইতে বা চালাইয়া লইয়া যাইতে দেয়, অথবা যেখান হইতে সরকারী রাস্তায় বা পথে বা সা-

or to stray or escape into any place whence such horse can escape into any public road or street or any private premises, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with a fine which may extend to Rs. 500, or with both.

Penalty for vexatious entries, searches and seizures.

12 An Inspector of Police, who vexatiously or frivolously

enters or searches any place, seizes or detains any horse on the pretence that it is affected with disease,

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with a fine which may extend to Rs. 500, or with both.

No prosecution under this section shall be instituted after the expiry of two months from the date on which the offence has been committed.

Reward to Police Officers.

13. Whenever an offender is sentenced to pay a fine under this Act, the convicting Magistrate may direct that any portion, not exceeding one-half, shall, if realized, be paid to the Police Officer on whose information the offender has been convicted.

Fines to be applied to expenses of Act.

14. Subject to the provisions of section 13, the proceeds of all fines recovered under this Act shall be applied, as the Lieutenant-Governor may direct, to expenses incurred in the execution of the same.

Power to extend Act.

15. The Lieutenant-Governor may, by an order published in the *Calcutta Gazette*, extend this Act to any town or place.

W. E. H. Forsyth,
Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

যাহা কোন ব্যক্তির বাটীতে যাইতে পারে তদ্রূপ কোন অশ্বকে এরূপ স্থানে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা শৈথিল্যপ্রযুক্ত খুলিয়া বা তাড়াইয়া বা ছাড়িয়া দেয় বা দিতে দেয়, তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইবে।

কষ্টদিবার নিমিত্ত প্রবেশ বা খানাতলাসী করিলে বা ধরিলে, দণ্ডের কথা।

১২ ধারা। পোলীসের কোন ইন্‌স্পেক্টর কষ্ট দিবার নিমিত্ত অথবা অনর্থক কোন স্থানে প্রবেশ বা খানাতলাসী করিলে কিম্বা ছলপূর্ব্বক কোন অশ্বকে রোগগ্রস্ত বলিয়া ধরিলে বা আটক করিয়া রাখিলে,

তাঁহার তিন মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইবে।

যে তারিখে অপরাধ করা যায়, তদবধি দুই মাস গত হইলে পর এই ধারামত কোন অভিযোগ উপস্থিত করা যাইবে না।

পোলীস কার্য্যকারকের পুরস্কারের কথা।

১৩ ধারা। যখন এই আইনমতে কোন অপরাধির অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করা যায়, তখন অপরাধ নির্ণয়কারী মাজিষ্ট্রেট এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, পোলীসের যে কার্য্যকারকের সন্ধানক্রমে অপরাধির অপরাধনির্ণয় হইয়াছে, অর্থদণ্ড আদায় করা গেলে, তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ সেই কার্য্যকারককে দেওয়া যায়।

অর্থদণ্ডের টাকা আইনমত ব্যয়নির্ব্বাহার্থে প্রয়োগ করিবার কথা।

১৪ ধারা। এই আইনমতে যত অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করা যায়, তৎসমুদয় ১৩ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশক্রমে এই আইন ফলবৎ করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রয়োগ করা যাইবে।

আইন চালাইতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া কোন নগরে বা স্থানে এই আইন প্রচলিত করিতে পারিবেন।

ডবলিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।
Raj Krishna Mukhopadhyaya, M.A. and B.L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 6, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ৬ আপ্রিল।

PART VI.

Bill of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Report of the Select Committee on the Bill for amending the Calcutta Port Improvement Act, 1870, is, by order of the President, published for general information, together with the Committee's further Report and the Bill as re-amended by them :—

WE, the undersigned members of the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal to whom the Bill for amending the Calcutta Port Improvement Act, 1870, was referred, have the honor to make the following report :—

In the preamble we have omitted the word "only" in the thirteenth line, and for "accumulated funds amounting to five lakhs of rupees" have substituted "purchased Government securities of the par value of five and a half lakhs of rupees."

We have stated the sum which the Commissioners are authorized to borrow as Rs. 53,40,349-3-0, the correct amount after repayment made on 31st December 1879.

We have altered the title of the Bill to that of "the Calcutta Port Improvement Act Amendment Act."

In section 5, now section 6, we have provided that the Government loan shall be repaid in equal half-yearly instalments within 30 years, empowering the Commissioners, with the sanction of Government, to postpone the period of payment of any instalment and at their discretion to prepay any instalment before its due date.

We have omitted the last sentence of section 8, as the equal half-yearly instalments are not to be affected in amount by any anticipatory repayments.

In section 11 we have provided that the sinking fund shall be accumulated by half-yearly instalments and invested in the names of two trustees in Government securities or debentures of the Commissioners, and in section 10 we have exempted it from liability for the debts of the Commissioners.

Section 12 we have slightly altered so as to make it consistent with section 10.

We have substituted section 18 of Bengal Act IX of 1871 (The Hooghly Bridge Act) for section 14.

Section 17 we have divided into two sections, providing separately the procedure for the recovery of the loan and of the interest.

In section 19, now section 20, we have empowered the Lieutenant-Governor to make bye-laws on the recommendation of the Commissioners, and provided for their publication in the *Calcutta Gazette*.

Among the purposes for which bye-laws may be made we have omitted (*e*), considering it doubtful whether the clause sufficiently empowered the Commissioners to provide and regulate the supply of water to the shipping.

In consequence of the Lieutenant-Governor being empowered to make bye-laws, we have repealed sections 83 and 84 of Bengal Act V of 1870.

We have omitted section 20, as the Commissioners' tramways are not required for passenger traffic at present.

In the schedule we have appended a more accurate form of debenture, and provided in section 16 that the Commissioners and the Lieutenant-Governor may from time to time alter it.

We have made a few verbal alterations, and recommend that the Bill be passed as amended by us.

C. T. BUCKLAND.
G. C. PAUL.
C. D. FIELD.
A. MACKENZIE.
A. B. INGLIS.
PEARY MOHUN MOOKERJEE.

The 11th February 1880.

[*Government Gazette, 6th April* 1880.]

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

কলিকাতাবন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ ১৮৭০ সালের আইন সংশোধন করিবার পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট ঐ কমিটীর অতিরিক্ত রিপোর্ট ও পুনঃ সংশোধিত পাণ্ডুলিপি সমেত প্রেসিডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার সদস্য আমাদের প্রতি কলিকাতাবন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ ১৮৭০ সালের আইন সংশোধন করিবার আইনের পাণ্ডুলিপি অর্পিত হইয়াছে। আমরা তৎসম্বন্ধে সসম্ভ্রমে নিম্নলিখিত রিপোর্ট দিতেছি।

আমরা হেতুবাদের ১০ পংক্তি হইতে "কেবল" শব্দটী উঠাইয়া দিয়াছি, এবং "আপনাদের তহবীলে ৫২ লক্ষ টাকা জমা করিয়াছেন" এইং কথার পরিবর্ত্তে "পুরা ৫২ লক্ষ টাকা মূল্যের গবর্ণমেণ্ট সিক্যুরিটী ক্রয় করিয়াছেন" এইং কথা দিয়াছি।

কমিশ্যনরদিগকে যত টাকার ঋণগ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে তাহা আমরা ৫৩, ৪০, ৩৪৯৶ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ১৮৭৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার পর ঠিক ঐ টাকাই বাকী আছে।

আমরা পাণ্ডুলিপির আখ্যা পরিবর্ত্তন করিয়া "কলিকাতাবন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ আইন সংশোধন বিষয়ক আইন" এইরূপ করিয়াছি।

৫ ধারায়, এক্ষণকার ৬ ধারায়, আমরা বিধান করিয়াছি যে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে টাকা ঋণ করা যায় তাহা সমান২ ষাণ্মাসিক কিস্তি করিয়া ৩০ বৎসর মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। কিন্তু কমিশ্যনরেরা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কোন কিস্তির টাকা দিবার সময় বাড়াইয়া লইতে ও আপন ইচ্ছামতে নিয়মিত দিনের পূর্ব্বে কোন কিস্তির টাকা দিতে পারিবেন।

আমরা ৮ ধারার শেষ বাক্যটি উঠাইয়া দিয়াছি, কারণ আগে কোন টাকা দেওয়া গেলে তাহাতে সমান ষাণ্মাসিক কিস্তির টাকার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

১১ ধারায় আমরা বিধান করিয়াছি যে সিঙ্কিং ফণ্ড ষাণ্মাসিক কিস্তি করিয়া জমা করা যাইবে, এবং তদ্দ্বারা দুই জন ট্রষ্টীর নামে গবর্ণমেণ্টের সিক্যুরিটী বা কমিশ্যনরদের ডিবেঞ্চর ক্রয় করা যাইবে। ১০ ধারায় ঐ ফণ্ড কমিশ্যনরদের ঋণদায় হইতে মুক্ত করা গিয়াছে।

১০ ধারার সহিত সঙ্গতি রাখিবার নিমিত্ত আমরা ১২ ধারার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

আমরা ১৪ ধারার পরিবর্ত্তে হুগলী নদীর সেতু বিষয়ক ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮ ধারা দিয়াছি।

ঋণের টাকা ও সুদ আদায় করিবার কার্য্যপ্রণালীর স্বতন্ত্র বিধান করিয়া আমরা ১৭ ধারা ভাঙ্গিয়া দুই ধারা করিয়াছি।

১৯ ধারায়, এক্ষণকার ২০ ধারায়, কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহাকে এই ক্ষমতা দিয়াছি ও কলিকাতা গেজেটে ঐ উপবিধি প্রকাশ করিবার বিধান করিয়াছি।

যেং কার্য্যের নিমিত্ত উপবিধি প্রণয়ন করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে আমরা (ঙ) প্রকরণটি উঠাইয়া দিয়াছি। জাহাজে জল যোগাইবার বিধান ও নিয়ম করিতে ঐ প্রকরণে কমিশ্যনরদের প্রতি প্রচুর ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে কি না এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ বোধ হইয়াছে।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উপবিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল বলিয়া, আমরা ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৮৩ ও ৮৪ ধারা রহিত করিয়াছি।

আমরা ২০ ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, কারণ এক্ষণে আরোহিদের যাতায়াত জন্য কমিশ্যনরদের ট্রামওয়ের প্রয়োজন নাই।

তফসীলে আমরা ঋণপত্রের শুদ্ধতার পাঠ দিয়াছি এবং ১৬ ধারায় বিধান করিয়াছি যে কমিশ্যনরেরা ও শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়২ উহা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

আমরা ভাষাগত কএকটি পরিবর্ত্তন করিয়াছি, এবং আমাদের পরামর্শ এই যে আমাদের কৃত সংশোধিতাকারে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হউক।

সি, টি, বকলাণ্ড।
জি, সি, পল।
সি, ডি, ফীল্ড।
এ, মাকেঞ্জি।
এ, বি, ইংলিস।
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

১৮৮০ সাল ১১ ফেব্রুয়ারি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৬ আপ্রিল।]

FURTHER REPORT.

We the Select Committee on the Bill for amending the Calcutta Port Improvement Act, 1870, to whom certain amendments suggested by the Financial Department of the Government of India were referred for consideration, have the honor to report that we have considered the recommendations of the Financial Department, and have the honor to present the Bill as now amended.

We have added a section in order to make clear the Commissioners' powers to work tramways for carrying goods.

C. T. BUCKLAND.
G. C. PAUL.
C. D. FIELD.
A. MACKENZIE.
A. B. INGLIS.
PEARY MOHUN MOOKERJEE.

The 6th March 1880.

[*Government Gazette, 6th April* 1880.]

অতিরিক্ত রিপোর্ট।

কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ ১৮৭০ সালের আইন সংশোধন করিবার পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটী স্বরূপ আমাদের প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের উদ্ভাবিত কএকটি সংশোধনের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত অর্পিত হয়। আমরা সসম্ভ্রমে রিপোর্ট করিতেছি যে আমরা রাজস্ব বিভাগের ঐ কথা গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, এবং উক্ত পাণ্ডুলিপি এক্ষণে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে তদ্রূপ আকারে তাহা উপস্থিত করা যাইতেছে।

মাল লইয়া যাইবার নিমিত্ত ট্রামওয়ের কার্য্য চালাইতে কমিশানরদের যে ক্ষমতা থাকিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য আমরা একটি ধারা যোগ করিয়াছি।

সি, টি, বকলাণ্ড।
জি, সি, পল।
সি, ডি, ফীলড।
এ, মাকেঞ্জি।
এ, বি, ইংলিস।
১৮৮০ সাল ৬ মার্চ। প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়।

RE-AMENDED BILL.

A Bill to amending the Calcutta Port Improvement Act, 1870.

Preamble.

WHEREAS upon the appointment of the Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta to be Conservators of the said Port under the provisions of section 95 of Bengal Act V of 1870, the sum of Rs. 17,65,000 was amongst others due from the said Commissioners to the Secretary of State for India in Council, and it was subsequently agreed between the said Commissioners and the said Secretary of State that the former should be held liable for interest on the said Rs. 17,65,000, and should not be called upon to repay the principal, and it is expedient to provide for payment of interest on the said sum; and whereas the said Commissioners have purchased Government securities of the par value of 5½ lakhs of rupees, hereinafter called the reserve fund, to meet sudden and urgent disbursements connected with the said Port, and it is expedient to exempt the same from liability for certain debts of the said Commissioners; and whereas it is expedient to empower the said Commissioners to borrow money for the estimated costs of any works hereafter to be undertaken by them, and to borrow from the said Secretary of State the sum of Rs. 53,40,349-3 in respect of works hitherto undertaken by them, and to provide for the repayment of the same, and to further amend Bengal Act V of 1870: It is hereby enacted as follows:—

Short title.

1. This Act may be called "The Calcutta Port Improvement Act Amendment Act;"

Commencement.

It shall be read with, and taken as part of, Bengal Act V of 1870, as amended by Bengal Act VII of 1871 and Bengal Act III of 1872, and it shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Repeal of sections of Bengal Act V of 1870.

2. Sections 6, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 82, 83, 84 and 90 of Bengal Act V of 1870, and Schedules A, B and C annexed thereto, are hereby repealed.

This repeal shall not affect the validity of anything done or suffered, or any right, title, obligation or liability accrued before the commencement of this Act.

[*Government Gazette, 6th April* 1880.]

পুনঃসংশোধিত পাণ্ডুলিপি।

কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ ১৮৭০ সালের আইন সংশোধন করিবার নিমিত্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশনরেরা যৎকালে ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৯৫ ধারার বিধানমতে উক্ত বন্দরের রক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, উক্ত কমিশনরদের অন্য ঋণের সহিত ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নিকটে ১৭,৬৫,০০০, টাকা ঋণ ছিল, এবং পরে উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের সহিত উক্ত কমিশনরদের এই চুক্তি হয় যে কমিশনরেরা উক্ত ১৭,৬৫,০০০, টাকার সুদের জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং আসল টাকা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতি আদেশ করা যাইবে না, এক্ষণে ঐ টাকার সুদ দিবার বিধান করা আবশ্যক। আর উক্ত বন্দর সংক্রান্ত আকস্মিক ও অত্যাবশ্যক খরচ যোগাইবার নিমিত্ত উক্ত কমিশনরেরা পূরা ৫½ লক্ষ টাকা মূল্যের গবর্ণমেণ্ট সিকুরিটী ক্রয় করিয়াছেন. এই তহবীল পরে রিজার্ব ফণ্ড অর্থাৎ উত্তর কাল জন্য রক্ষিত তহবীল নামে অভিহিত হইবে, এবং ইহা উক্ত কমিশনরদের কোন২ ঋণ দায় হইতে মুক্ত রাখা আবশ্যক। আবার উক্ত কমিশনরেরা ভবিষ্যতে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহার অনুমানমত ব্যয়নির্ব্বাহার্থে ঋণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ও এপর্য্যন্ত তাঁহারা যে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তজ্জন্য উক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্থানে ৫৩, ৪০, ৩৪৯৶০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার ও তৎপরিশোধের বিধান করিবার নিমিত্ত উক্ত কমিশনরদিগকে ক্ষমতা দেওয়া ও ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন আরো সংশোধন করা আবশ্যক। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ আইন সংশোধন বিষয়ক আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আরম্ভ।

এই আইন ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন ও ১৮৭২ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের সহিত পঠিত ও তাহারই অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে, এবং ইহা যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনসহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই তারিখ অবধি বলবৎ হইবে।

১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের কএক ধারা রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৮২, ৮৩, ৮৪, ও ৯০ ধারা এবং উক্ত আইনসংযুক্ত A, B, ও C তফসীল এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যাহা কিছু করা বা করিতে দেওয়া যায়, অথবা যে কোন স্বত্ব বা অধিকার বা কর্ত্তব্য বা দায় উৎপন্ন হয়, এই রহিতকরণ দ্বারা তাহার সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন হইবে না।

3. All property vested in, or acquired or held by, and all moneys paid or payable to the Commissioners shall be held upon trust for the purposes of this Act and not otherwise.

Property of Commissioners to be held for purposes of this Act, &c.

৩ ধারা। যে সকল সম্পত্তি কমিশানরদের প্রতি বর্ত্তে বা তাঁহারা প্রাপ্ত হন বা অধিকারে রাখেন, এবং যে সকল টাকা তাঁহাদিগকে দত্ত বা দেয় হয়, তৎ সমুদয় এই আইনের কার্য্যপক্ষে ন্যস্তধনস্বরূপ তাঁহাদের অধিকারে থাকিবে, অন্যরূপে নহে।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে সম্পত্তি কমিশানরদের অধিকারে রাখিবার কথা।

4. It shall be lawful for the Commissioners to borrow from the Secretary of State for India in Council the sum of Rs. 53,40,349-3 upon the terms hereinafter mentioned.

Commissioners may borrow from Government.

৪ ধারা। নিম্নলিখিত নিয়মে কমিশানরগণ ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্থানে ৫৩,৪০,৩৪৯৶০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্টের স্থানে কমিশানরদের ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবার কথা।

5. Interest at the rate of 4½ per cent. per annum upon the said sum of Rs. 53,40,349-3 and upon the said sum of Rs. 17,65,000 shall be paid by the Commissioners to the said Secretary of State half-yearly; the first of such payments to be made on the 30th day of June 1880.

Payment of interest.

৫ ধারা। কমিশানরগণ উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবকে ছয় ছয় মাসান্তে উক্ত ৫৩,৪০,৩৪৯৶০ টাকার উপর ও পূর্ব্বোক্ত ১৭,৬৫,০০০ টাকার উপর বৎসর শতকরা ৪½ টাকা হিসাবে সুদ দিবেন। ১৮৮০ সালের ৩০ জুন তারিখে প্রথমে উক্তরূপ সুদের টাকা দেওয়া যাইবে।

সুদ দিবার কথা।

6. The said sum of Rs. 53,40,349-3, together with the interest thereon, shall be repaid by the Commissioners to the said Secretary of State by equal half-yearly instalments of such amount that the whole shall be repaid within thirty years from the commencement of this Act: provided that the Lieutenant-Governor of Bengal may, upon the representation of the Commissioners, and with the sanction of the Governor-General in Council, postpone the period of re-payment.

Re-payment of principal.

৬ ধারা। কমিশানরগণ উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবকে ছয় ছয় মাসের সমান কিস্তি করিয়া সুদ সমেত উক্ত ৫৩,৪০,৩৪৯৶০ টাকা এরূপে দিবেন যে এই আইনের প্রচলনারম্ভ অবধি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সমুদয় পরিশোধ হইবে। কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কমিশানরদের অনুরোধক্রমে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক টাকা পরিশোধ করিবার মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

আসল টাকা দিবার কথা।

7. In case of default of payment of any such instalment or interest, the Lieutenant-Governor of Bengal may proceed to realize the same on behalf of the said Secretary of State in the manner prescribed by sections 17 and 18 of this Act; but nothing in this Act shall be deemed to confer upon the said Secretary of State any greater or prior right in respect of realization than that conferred upon other creditors of the Commissioners under this Act.

In case of default Government how to proceed.

৭ ধারা। উক্তরূপ কোন কিস্তির বা সুদের টাকা দিতে ত্রুটি হইলে, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের পক্ষে এই আইনের ১৭ ও ১৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে তাহা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন; কিন্তু এই আইনমতে কমিশানরদের অন্য মহাজনদের প্রতি টাকা আদায় করিবার যে স্বত্ব অর্পিত হইয়াছে, এই আইনের কোন কথায় তদধিক কি তদগ্রগণ্য স্বত্ব শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

দিতে ত্রুটি হইলে, গবর্ণমেণ্টের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

8. It shall be lawful for the Commissioners, if they think fit, out of any moneys which may come into their hands under the provisions of this Act, to repay to the said Secretary of State any sum which for the time being may remain due to him under the provisions of this Act for principal, although the time fixed for the repayment of the same shall not have arrived: provided that no such repayment shall be made of any sum less than ten thousand rupees; and that if any such re-payment

Power to repay before due date.

৮ ধারা। এই আইনের বিধানমতে উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের যে কালে আসল যত টাকা পাওনা থাকে সেই টাকা দিবার সময় না হইলেও এই আইনের বিধানমতে কমিশানরদের হাতে যে টাকা আইসে বিহিত বোধ করিলে তাঁহারা তাহা হইতে ঐ টাকা দিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত প্রকারে এককালে দশ সহস্রের কম টাকা দেওয়া যাইবে না। তদ্রূপে টাকা দেওয়া গেলে পর প্রত্যেক ষাণ্মাষিক কিস্তিতে সুদের টাকা এরূপ হিসাবে দিতে হইবে যে

নিয়মিত তারিখের পূর্ব্বে টাকা দিবার কথা।

s made, the amount of interest in each succeeding half-yearly instalment shall be adjusted so as to represent exactly the interest due on the outstanding principal.

9. If the Lieutenant-Governor of Bengal shall by an order published in the *Calcutta Gazette* so direct, it shall be lawful for the Commissioners from time to time to raise money for the estimated cost of any works or arrangements sanctioned by him to such extent as he may from time to time direct.

Money to be raised for works, &c.

10. In such case it shall be lawful for the Commissioners to raise a loan or loans on the security of all, or, with the sanction of the Lieutenant-Governor of Bengal, of any portion of the property, vested in or acquired by them under this Act, other than the said reserve fund or the sinking fund provided for by section 11 of this Act, or on the security of the total aggregate amount of the proceeds of all or any of the tolls, duties, rates and charges leviable under this Act.

Security for loans.

11. Unless the Lieutenant-Governor of Bengal with the previous sanction of the Governor-General in Council shall by an order published in the *Calcutta Gazette* otherwise direct, such loans shall be contracted in India and in the Indian currency, and the Commissioners shall accumulate by half-yearly instalments in the case of each of such loans a sinking fund of such an amount as will suffice to liquidate such loan within a period not exceeding thirty years from the date of the contracting of the same.

Loans to be contracted in India.

Such sinking fund shall be invested in the names of two trustees, one to be appointed by the Lieutenant-Governor of Bengal, and one by the Commissioners, in the promissory notes, debentures, stock and other securities of the Government of India, or in the debentures issued by the Commissioners under this Act.

12. Such loans and the interest thereon shall be a first charge on the property or on the tolls, duties, rates, and charges on the security of which such loans shall have been raised as provided by section 10 of this Act.

Loans to be a first charge on property.

13. All the moneys so to be raised shall be applied by the Commissioners to the following purposes:—

Application of funds raised.

(*a*) the construction and repair of works and erections necessary or expedient for the carrying out of the purposes of this Act;

[*Government Gazette, 6th April* 1880.]

তাহা ঠিক বাকী আসল টাকার পাওনা সুদ বলিয়া ধরা যায়।

৯ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া আজ্ঞা দিলে, তিনি সময়ে২ যে কার্য্য ও নিয়ম অনুমোদন করেন কমিশ্যনরেরা সময়ে২ তাহার আনুমানিক ব্যয়ের উপযুক্ত টাকা তুলিতে পারিবেন।

কার্য্যের নিমিত্ত টাকা তুলিবার কথা।

১০ ধারা। এরূপ স্থলে উক্ত রিজার্ব ফণ্ড ও এই আইনের ১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট সিঙ্কিং ফণ্ড ছাড়া যে সম্পত্তি এ আইনমতে কমিশনরদের প্রতি বর্ত্তে বা তাঁহারা প্রাপ্ত হন তাহার সেই সমুদয় সম্পত্তি অথবা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাহার কোন অংশ জামিন রাখিয়া, অথবা এই আইনমতে আদায় সমুদয় বা কোন টোলের, মাসুলের, করের ও খরচের উৎপন্ন মোট টাকা জামিন রাখিয়া, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ঋণগ্রহণের জামিনের কথা।

১১ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরের আদেশ না দিলে, ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের প্রচলিত মুদ্রায় উক্ত ঋণগ্রহণ করা যাইবে; এবং উক্তরূপ প্রত্যেক ঋণগ্রহণস্থলে কমিশনরগণ যাণ্মাষিক কিস্তি করিয়া ঈদৃশ পরিমাণের সিঙ্কিং ফণ্ড অর্থাৎ ঋণপরিশোধার্থ তহবীল জমাইতে থাকিবেন যাহাতে ঋণগ্রহণের তারিখ অবধি ত্রিশ বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে উক্ত ঋণ পরিশোধ হইতে পারে।

ভারতবর্ষে ঋণগ্রহণ করিতে হইবার কথা।

উক্ত সিঙ্কিংফণ্ডের টাকা দিয়া দুই জন ট্রষ্টির নামে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরী নোট ডিবেঞ্চর, ষ্টক ও অন্য সিকুরিটী অথবা এই আইনমতে প্রদত্ত কমিশনরদের ডিবেঞ্চর ক্রয় করা যাইবে। ট্রষ্টিদের একজনকে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ও এক জনকে কমিশনরেরা নিযুক্ত করিবেন।

১২ ধারা। এই আইনের ১০ ধারামতে যে সম্পত্তি বা যে সকল টোল ও মাসুল ও কর ও খরচ জামিন রাখিয়া ঋণের টাকা তোলা যায় উক্ত ঋণের টাকা ও তাহার সুদ তৎসমুদয়ের উপর প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

ঋণের টাকা সম্পত্তির উপর প্রথম দায়মধ্যে গণ্য হইবার কথা।

১৩ ধারা। উক্ত প্রকারে যত টাকা তোলা যায়, কমিশনরেরা তাহা লইয়া নিম্নলিখিত কার্য্য করিবেন।

যত টাকা তোলা যায় তাহার প্রয়োগের কথা।

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় কার্য্য ও গাঁথনী নির্ম্মাণ ও মেরামত করিবেন, ও

(*b*) the acquisition of immovable and movable property requisite for such construction or repair as aforesaid;

(*c*) the payment of such salaries, fees and expenses, and such principal and interest as may be due by the Commissioners.

Application of surplus receipts.

14. Whenever the half-yearly accounts to be laid before the Lieutenant-Governor of Bengal under the provisions of this Act show a surplus for the half-year of receipts over expenditure, such surplus, or so much, thereof as the Commissioners shall think fit, may be invested by the Commissioners in the purchase in their corporate name of promissory notes, debentures, stock, and other securities of the Government of India, and the interest thereof may be accumulated and invested in like manner, with power to the Commissioners at any time to dispose of any such securities, and to apply the proceeds and interest thereof, with the sanction of the Lieutenant-Governor of Bengal, in or towards any of the purposes of this Act.

Payment of debenture by fresh mortgage of rates

15. The Commissioners may at any time according to the provisions aforesaid, and with the approval of the Lieutenant-Governor of Bengal, raise in any of the ways aforesaid any money that may be required to pay any amount for the time being due from the Commissioners under this Act.

Form of debenture.

16. All debentures which may be issued under the authority of this Act shall be in the form contained in the Schedule hereto annexed, or in such form as may from time to time be approved by the Commissioners and the Lieutenant-Governor of Bengal, and shall be transferable by endorsement; and the right to sue in respect of the moneys secured by any of such debentures shall be vested in the holders thereof for the time being without any preference by reason of some of such debentures being prior in date to others.

Remedy by attachment if interest not paid.

17. If the interest on any loan under this Act is not paid according to the conditions of the loan, the Lieutenant-Governor of Bengal may of his own motion, and shall upon the application of lenders holding not less than one-third in value of the total of the loan in respect of the payment of the interest on which default has been committed, attach the tolls, duties, rates, fund or property on the security of which the loan was made. After

(খ) পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ম্মাণ ও মেরামত কার্য্যনিমিত্ত প্রয়োজনীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিবেন, এবং

(গ) কমিশ্যানরদের যে বেতন ও ফী ও খরচ ও যে আসল টাকা ও সুদ দেয় হয় তাহা দিবেন।

অবশিষ্ট আয়ের প্রয়োগের কথা।

১৪ ধারা। এই আইনের বিধানমতে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মুখে ছয়২ মাসের যে হিসাব অর্পণ করিতে হইবে তদ্দ্বারা ষাণ্মাসিক ব্যয় বাদে আয়ের উদ্বর্ত্ত দেখা গেলে কমিশ্যানরেরা সেই উদ্বর্ত্ত লইয়া কিম্বা তাঁহারা তাহার যে অংশ উচিত বোধ করেন সেই অংশ লইয়া আপনাদের সমবায়িত নামে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের প্রমিসরী নোট, ডিবেঞ্চুর, স্টাক ও অন্য সিক্যুরিটী ক্রয় করিতে পারিবেন ও তাহার সুদ জমা হইলে তাহাও সেই প্রকারে প্রয়োগ করিতে পারিবেন। এবং কমিশ্যানরদের এই ক্ষমতা থাকিবে যে, উক্ত কোন সিক্যুরিটী কোন সময়ে বিক্রয় করিয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মতিক্রমে এই আইনের উদ্দিষ্ট কোন কর্ম্মে সেই টাকা ও তাহার সুদ ব্যয় করিতে পারিবেন।

কর নূতন করিয়া বন্ধক রাখিয়া ঋণপত্রের টাকা শোধ করিবার কথা।

১৫ ধারা। এই আইনমতে কমিশ্যানরদের যৎকালে যে দেনা থাকে তাহা শোধ করিবার নিমিত্ত যত টাকার প্রয়োজন হয়, কমিশনরেরা যে কোন সময়ে পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে ও বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ কোন প্রকারে তত টাকা তুলিতে পারিবেন।

ঋণগ্রহণপত্রের পাঠের কথা।

১৬ ধারা। এই আইনের বলে যে সকল ডিবেঞ্চুর বা ঋণগ্রহণ পত্র দেওয়া যায় তাহা এই আইনের তফসীলের পাঠে অথবা কমিশ্যানরেরা ও বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ যে পাঠের অনুমোদন করেন, সেই পাঠে লেখা যাইবে। তাহা পৃষ্ঠলিপি দ্বারা হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে; এবং যৎকালে যিনি উক্ত কোন ঋণগ্রহণপত্রধারী হন, তৎকালে তাঁহার প্রতি ঐ পত্র নির্দ্দিষ্ট টাকা সম্পর্কে নালিশ করিবার অধিকার বর্ত্তিবে। এই বিষয়ে কোন২ পত্রের তারিখ অন্য পত্রের তারিখের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও তাহার অগ্রগণ্যতা হইবে না।

সুদ না দেওয়া গেলে, ক্রোক করিয়া প্রতিকার পাইবার কথা।

১৭ ধারা। এই আইনমতে যে ঋণের টাকার উপর যে সুদ পাওনা হয়, তাহা ঋণপত্রের নিয়মানুসারে না দেওয়া গেলে, যে টোল বা মাসুল বা কর বা তহবীল বা সম্পত্তি জামিনস্বরূপ রাখিয়া ঐ ঋণ লওয়া যায় বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব আপন ইচ্ছাক্রমে তাহা ক্রোক করিতে পারিবেন, এবং যে ঋণের টাকা দিতে ত্রুটি হয় তাহার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ পাইবার অধিকারী মহাজনেরা প্রার্থনা করিলে অবশ্য২ ক্রোক করিবেন। ক্রোক করিলে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত

such attachment, no person except an officer appointed by the Lieutenant-Governor of Bengal shall in any way deal with the attached tolls, duties, rates, fund or property; but such officer may do all acts in respect thereof which the borrower might have done if such attachment had not taken place, and shall apply the proceeds in satisfaction of the interest on the loan and charges due in respect thereof and of all expenses involved by the attachment and subsequent proceedings; and on satisfaction of such interest, charges and expenses, the property so attached shall be at once released. No default in payment of interest shall render the loan repayable.

18. If any loan made under this Act is not repaid according to the conditions of this loan, the Lieutenant-Governor of Bengal may of his own motion, and shall upon the application of lenders holding not less than one-third in value of the total of the loan on which default has been committed, attach the tolls, duties, rates, fund or property on the security of which the loan was made. After such attachment, no person except an officer appointed by the Lieutenant-Governor of Bengal shall in any way deal with the attached toll, duty, rate, fund or property; but such officer may do all acts in respect thereof which the borrower might have done if such attachment had not taken place, and shall apply the proceeds in satisfaction of the loan, and of all charges due in respect thereof, and of all expenses involved by the attachment and subsequent proceedings.

Remedy by attachment if loan not repaid.

19. The attachment of any toll, duty, rate, fund or any property held as security for any loan under this Act shall be made by a notice addressed to the Commissioners prohibiting the collection of the proceeds of such toll, duty, rate, or fund, or suspending the management of such property by the Commissioners, and vesting the administration thereof in such officer as the Lieutenant-Governor of Bengal may appoint. This notice shall be published in the *Calcutta Gazette*, and otherwise as may be directed by the Lieutenant-Governor of Bengal within the local limits of the Commissioners. The moneys collected or received under such attachment shall be paid into the Government treasury, and the accounts of such moneys shall be prepared in such form as the Lieutenant-Governor of Bengal may, on the report of the Accountant-General, from time to time direct. A copy of such accounts shall be published in the *Calcutta Gazette*, and shall, if the Governor-General in Council so direct, be submitted to him.

How attachment is to be made.

[*Government Gazette, 6th April* 1880

কার্য্যকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তি ঐ ক্রোককৃত টোল বা মাসুল বা কর বা তহবীল বা সম্পত্তি লইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু ক্রোক না করা গেলে ঋণী তৎসম্বন্ধে যাহা করিতে পারিতেন, উক্ত কার্য্যকারকও তাহা করিতে পারিবেন ও উৎপন্ন টাকা লইয়া ঐ ঋণ সম্পর্কীয় সকল সুদ ও তাহার খরচ দিবেন ও ক্রোক করিবার ও তৎপরবর্ত্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সমস্ত খরচা দিবেন। উক্ত সুদ ও খরচ খরচ দেওয়া গেলে, ঐ ক্রোককৃত সম্পত্তি একেবারে মুক্ত করা যাইবে। সুদ দিতে ত্রুটি হইলে, ঋণের টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে না।

১৮ ধারা। এই আইন মতে যে ঋণের টাকা লওয়া যায়, তাহা ঋণপত্রের নিয়মানুসারে না দেওয়া গেলে, যে টোল বা মাসুল বা কর বা তহবীল বা সম্পত্তি জামিনস্বরূপ রাখিয়া ঐ ঋণ লওয়া যায় বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব আপন ইচ্ছাক্রমে তাহা ক্রোক দিতে পারিবেন, এবং যে ঋণের টাকা দিতে ত্রুটি হয় তাহার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ পাইবার অধিকারী মহাজনের প্রার্থনা করিলে অবশ্যই করিবেন। ক্রোক করিলে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত কার্য্যকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তি ঐ ক্রোককৃত টোল বা মাসুল বা কর বা তহবীল বা সম্পত্তি লইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু ক্রোক না করা গেলে, ঋণী তৎসম্বন্ধে যাহা করিতে পারিতেন, উক্ত কার্য্যকারকও তাহা করিতে পারিবেন ও উৎপন্ন টাকা লইয়া ঐ ঋণের টাকা ও তৎসম্পর্কীয় সকল খরচ ও ক্রোক করিবার ও তৎপরিবর্ত্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের খরচা দিবেন।

ঋণের টাকা না দেওয়া গেলে ক্রোক দিয়া প্রতিকার পাইবার কথা।

১৯ ধারা। কোন টোল বা মাসুল বা কর বা তহবীল বা সম্পত্তি জামিনস্বরূপ রাখিয়া ঋণ করা গেলে, কমিশ্যনরদের নামে নোটিস দিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত টোলের বা মাসুলের বা করের বা তহবীলের টাকা আদায় করিতে নিষেধ করিয়া কিম্বা উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কমিশ্যনরদের কার্য্যাধ্যক্ষতা স্থগিত করিয়া ও বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত কার্য্যকারকের প্রতি ঐ সম্পত্তির কার্য্যনির্ব্বাহের ভার দিয়া, উক্ত টোল প্রভৃতি ক্রোক করা যাইবে। ঐ নোটিস কলিকাতা গেজেটে ও কমিশ্যনরদের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব অন্য যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। উক্তরূপ ক্রোকমতে যত টাকা আদায় করা বা পাওয়া যায় তাহা গবর্ণমেন্টের খাজানা খানায় দিতে হইবে; এবং বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব আকৌন্টান্ট জেনরলের রিপোর্ট ক্রমে সময়ে২ যে পাঠের আদেশ করেন, সেই পাঠে উক্ত টাকার হিসাব প্রস্তুত করা যাইবে। ঐ হিসাবের এক খণ্ড প্রতিলিপি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ দিলে, উক্ত গবর্ণমেন্টে পাঠান যাইবে।

যেপ্রকারে ক্রোক করিতে হইবে তাহার কথা।

20. The Lieutenant-Governor of Bengal may, on the recommendation of the Commissioners, from time to time make such bye-laws consistent with this Act and with the Indian Ports Act, 1875, as he may think necessary for any of the following purposes (that is to say) :—

Lieutenant-Governor empowered to make bye-laws.

(*a*) for regulating, declaring and defining the wharves, quays, stages, jetties and piers on and from which goods shall be landed from, and shipped in, vessels within the port;

(*b*) for the safe and convenient use of such wharves, quays, stages, jetties and piers, and of landing-places, tramways, warehouses, sheds and other works in and adjoining the same;

(*c*) for regulating the reception and removal of goods within and from the premises of the Commissioners, and for declaring the procedure to be followed for taking charge of goods which may have been damaged before landing, or may be alleged to be so damaged;

(*d*) for the mode of payment of tolls, charges, dues, and rates levied under this Act;

(*e*) for the removal of wrecks from the port or the river, and keeping clean the port, the river, the bank of the river, and the works of the Commissioners, and for preventing filth and rubbish being thrown therein or thereon;

(*f*) for otherwise carrying out the purposes of this Act;

and may from time to time, on the recommendation aforesaid, vary, alter or revoke any such bye-law so made by him.

Previous to the making, alteration or revocation of any such bye-law the recommendation of the Commissioners in respect thereof shall be published for three weeks successively in the *Calcutta Gazette*.

21. To section 39 (2) of Bengal Act V of 1870 the following words shall be added, that is to say:

Amendment of section 39 (2) of Bengal Act V of 1870.

"or carried; such tramways with the previous sanction of the Governor-General in Council, to be worked by locomotive engines or other motive power drawing or propelling carriages and wagons for the conveyance of goods therein;"

and the said section shall be read and construed as if the said words had been originally therein inserted.

২০ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কমিশনরদের অনুরোধক্রমে পশ্চাল্লিখিত কার্য্য নিমিত্ত সময়ে২ এই আইন সঙ্গত ও ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন সঙ্গত যে উপবিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের উপবিধি করিতে পারিবার কথা।

(ক) মাল যে ওয়ার্ফ ও পোস্তা ও জেটী ও ষ্টেজ ও মঞ্চ হইতে জলযানে তোলা যাইবে ও তাহা হইতে নামান যাইবে, ইহার বিধান ও নির্দ্দেশ ও নিরূপণ করিবার নিমিত্ত;

(খ) উক্ত ওয়ার্ফ ও পোস্তা ও ষ্টেজ ও জেটী ও মঞ্চ ও তৎসংলগ্ন ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ঘাট ও ট্রামওয়ে ও গুদামঘর ও শেড ও অন্য বিষয় নির্ব্বিঘ্নে ও সুবিধাজনকরূপে ব্যবহার হইবার নিমিত্ত;

(গ) কমিশনরদের ভূম্যাদির সীমার মধ্যে মাল গ্রহণ ও তথা হইতে তাহা স্থানান্তর করিবার নিমিত্ত, ও জাহাজ হইতে নামাইবার পূর্ব্বে যে মালের হানি হইয়াছে বা হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়, সেই মাল আপনাদের জিম্মায় লইতে হইলে কমিশনরদের যে প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত;

(ঘ) এই আইনমতে যে প্রকারে টোল ও মাসুল ও দেনা টাকা ও কর দেওয়া যাইবে তন্নিমিত্ত;

(ঙ) বন্দর বা নদী হইতে ভগ্ন জলযান স্থানান্তর করিবার ও বন্দর ও নদী ও নদীর ধার ও কমিশনরদের বিষয় পরিষ্কার রাখিবার এবং তন্মধ্যে বা তাহার উপর জঞ্জাল বা রাবিশ ফেলা নিবারণ করিবার নিমিত্ত;

(চ) প্রকারান্তরে এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত, উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন;

এবং সময়ে২ তাঁহাদের প্রণীত উক্ত উপবিধি পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরোধক্রমে পরিবর্ত্তন কি ভাবান্তর কি রহিত করিতে পারিবেন।

উক্তরূপ কোন উপবিধি প্রণয়ন, পরিবর্ত্তন বা রহিত করিবার পূর্ব্বে, কমিশনরদের তৎসম্পর্কীয় অনুরোধ ক্রমিক তিন সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

২১ ধারা। ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৯ ধারার ২ প্রকরণে "তুলিতে হইবে" এই কথার পর "ও লইয়া যাইতে হইবে" এই২ কথা দিতে হইবে; ও ঐ প্রকরণে এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে, যথা, "মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মাল বহনার্থ আরোহদের ও মালের গাড়ী টানিবার বা চালাইয়া লইয়া যাইবার কলের গাড়ী বা অন্য পরিচালিকা শক্তিদ্বারা ঐ ট্রামওয়ের কার্য্য সাধিত হইবে।"

১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৯ ধারার ২ প্রকরণ সংশোধনের কথা।

এবং উক্ত ধারায় যেই২ কথা দিতে আদেশ হইল সেই২ কথা প্রথমে থাকিলে যেরূপ হইত, তদ্রূপে ঐ ধারার পাঠ ও অর্থ করিতে হইবে।

(SCHEDULE *referred to in section* 16).

FORM OF DEBENTURE.

The Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta.

The 18

No.

By virtue of the Act No. of 1880 of the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for making Laws and Regulations, entitled "the Calcutta Port Improvement Act Amendment Act," we, the Commissioners for making Improvements in the port of Calcutta, in consideration of the sum of rupees paid to us by *A B* of do hereby charge all the property vested in or acquired by us under the said Act (except as provided by section 10 of the same), and the tolls, duties, and rates leviable under the said Act, (*or if any portion of the property is to be charged state the portion charged*) with the payment to the said *A B*, his executors, administrators, and assigns of the sum of , and interest thereon at the rate of per cent. per annum, which sum of is to be paid and payable to the said *A B*, his executors administrators, and assigns at the on the day of , with interest on the same at the rate of per cent. per annum, payable half-yearly at said place on every day of ; and we hereby undertake to pay the said sum of and interest aforesaid as above-mentioned.

(Signatures of the Chairman or Vice-Chairman and two Commissioners.)

W. E. H. FORSYTH,
Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal,
Legislative Department.

(১৬ ধারায় উল্লিখিত) তফসীল।

ঋণ গ্রহণ পত্রের পাঠ।

কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনরগণ।

১৮ সাল তাং

নং।

আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার প্রণীত "কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ আইন সংশোধন বিষয়ক আইন" নামে ১৮৮০ সালের অমুক আইনের বলে কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনর আমরা অমুক স্থান নিবাসি শ্রীযুত অমুকের স্থানে এত টাকা প্রাপ্ত হইলাম, এবং উক্ত আইনের ১০ ধারায় বর্জ্জিত সম্পত্তি ভিন্ন যে সকল সম্পত্তি উক্ত আইনমতে আমাদের প্রতি বর্ত্তিয়াছে বা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ও উক্ত আইনমতে যে২ টোল ও মাসুল ও কর আদায় করা যাইবে, (অথবা সম্পত্তির কোন অংশের প্রতি দায় বর্ত্তাইতে হইলে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে), তাহা হইতে উক্ত শ্রীঅমুককে ও তাঁহার অছি ও ধনাধ্যক্ষ ও আসৈনী দিগকে উক্ত টাকা ও বৎসর শতকরা এত হিসাবে সুদ দিব। ঐ টাকা উক্ত শ্রীঅমুককে ও তাঁহার অছি ও ধনাধ্যক্ষ ও আসৈনীদিগকে অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে দিতে হইবে ও দেওয়া যাইবে। উহার সুদ বৎসর শতকরা এত হিসাবে অমুক২ মাসের অমুক তারিখে ছয়২ মাসান্তে উক্ত স্থানে দিতে হইবে। আমরা উপরিলিখিতমত উক্ত টাকা ও সুদ দিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ঋণ গ্রহণ পত্র লিখিয়া দিলাম।

(সভাপতির কিম্বা প্রতিনিধি সভাপতির ও দুই জন কমিশ্যনরের স্বাক্ষর

ডবলিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ,
ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L.
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 13, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ১৩ আপ্রিল।

PART VI.

Bill of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following Bill was read in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for the purpose of making Laws and Regulations on the 20th March 1880, and was referred to a Select Committee with instructions to report in a fortnight:—

A Bill to make Vaccination compulsory.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to make vaccination compulsory in the Town and Suburbs of Calcutta, and in other municipalities and selected areas in the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal: It is hereby enacted as follows:—

PRELIMINARY.

Short title.

1. This Act may be called "The Bengal Vaccination Act, 1880:"

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮০ সালের ২০ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া দুই সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট করিবার আদেশসহ সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।

গোবীজে টিকাদান অনুল্লংঘনীয় করিবার আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

কলিকাতা নগরে ও তাহার শাখানগরে ও বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশের অন্তর্গত অন্য মুনিসিপালিটীতে ও নির্ব্বাচিত স্থানে গোবীজে টিকাদান অনুল্লংঘনীয় করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

Local extent.

It applies in the first instance only to the Town and Suburbs of Calcutta; but the Lieutenant-Governor of Bengal may extend it by a notification published in the *Calcutta Gazette* to any first or second class municipality, and to any local area within specifically defined limits in the territories subject to his control;

Commencement.

it shall come into force from the day on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General; but its operation in any place to which it applies or may hereafter be extended may at any time be suspended by the Lieutenant-Governor by notification in the said *Gazette*.

Interpretation clause.

2. In this Act—unless there be something repugnant in the subject or context—

"Parent."

"Parent" includes the father and mother of a legitimate child, and the mother of an illegitimate child:

"Guardian."

"Guardian" means any person to whom the care, nurture, or custody of any child falls by law, or by natural right or recognized usage, or who has accepted or assumed the care, nurture, or custody of any child, or to whom the care or custody of any child has been entrusted by any authority lawfully authorized in that behalf:

"Public vaccinator."

"Public vaccinator" means any vaccinator appointed under this Act, or any deputy duly authorized to act for such public vaccinator:

"Medical practitioner."

"Medical practitioner" means any person duly qualified by a diploma, degree, or license, to practise in medicine or surgery, or specially licensed by the Lieutenant-Governor to practise vaccination and grant certificates under the provisions of this Act:

"Unprotected person" and "unprotected child."

"Unprotected person" and "unprotected child" mean a person and child respectively who have not been protected from small-pox by having had that disease either naturally or by inoculation, or by having been successfully vaccinated, and who have not been certified under the provisions of this Act to be insusceptible to vaccination:

"Section."

"Section" means a section of this Act.

[*Government Gazette*, 13*th April* 1880.]

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

এই আইন প্রথমতঃ কেবল কলিকাতা নগরে ও তাহার শাখা নগরে প্রচলিত হইবে; কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মুনিসিপালিটীতে ও তাঁহার শাসনাধীন দেশের অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট সীমান্তবর্ত্তি কোনস্থানে এই আইন চালাইতে পারিবেন।

আরম্ভ।

এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায়, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে; কিন্তু যে স্থানে এই আইন প্রচলিত হয়, বা পরে চালান যায়, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে কোন সময়ে সেই স্থানে ইহার কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন।

অর্থকরণের ধারা।

২ ধারা। এই আইনে বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে,

"জনয়িতা।"

"জনয়িতা" শব্দে ঔরস সন্তানের পিতা ও মাতা ও জারজ সন্তানের মাতা বুঝাইবে।

"অভিভাবক।"

আইন বা স্বাভাবিক স্বত্ব বা প্রচলিত রীতিক্রমে যে ব্যক্তির উপর কোন শিশুর যত্ন বা পালন বা রক্ষা করিবার ভার পড়ে, অথবা যে ব্যক্তি কোন শিশুর যত্ন বা পালন বা রক্ষা করিবার ভারগ্রহণ করেন বা লন, কিম্বা আইনমতে এতদর্থে ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যক্তির প্রতি কোন শিশুর যত্ন বা রক্ষা করিবার ভার অর্পণ করেন, "অভিভাবক" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

"গোবীজের সরকারী টিকাদার।"

"গোবীজের সরকারী টিকাদার" শব্দে এই আইনমতে নিযুক্ত কোন টিকাদার বুঝাইবে, এবং যে কোন প্রতিনিধি উক্ত সরকারী টিকাদারের কর্ম্ম করিতে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"চিকিৎসক।"

"চিকিৎসক" শব্দে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী বা লাইসেন্স পাইয়া ঔষধ প্রয়োগ বা অস্ত্র চিকিৎসা করিতে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি অথবা এই আইনের বিধানমতে গোবীজের টিকা ও সর্টিফিকেট দিবার বিশেষ লাইসেন্স শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে ব্যক্তিকে দেন সেই ব্যক্তি বুঝাইবে।

"অরক্ষিত ব্যক্তি" ও "অরক্ষিত শিশু।"

আপনা আপনি অথবা বীজের বসন্ত টিকাযোগে বসন্ত রোগ না হওয়াতে অথবা গোবীজের সফলরূপ টিকা না হওয়াতে যে ব্যক্তি ও শিশু বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষিত নহে এবং যাহারা গোবীজের টিকা গ্রহণাক্ষম বলিয়া এই আইনের বিধানমতে সর্টিফিকেট পায় নাই, তাহাদিগকে যথাক্রমে "অরক্ষিত ব্যক্তি" ও "অরক্ষিত শিশু" বলা যায়।

"ধারা।"

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

VACCINATION OF CHILDREN.

Parent or guardian of children born in compulsory limits,

3. The parent or guardian of every child born in any place to which this Act applies or may hereafter be extended shall, within one year after the birth of such child; and

and of unprotected children brought to reside in such limits,

the parent or guardian of every unprotected child under the age of fourteen years brought to reside, whether temporarily or permanently, in such place aforesaid shall, within three months after such child's arrival in such place or, if the child be at the time of its arrival less than one year old, within one year after its birth; and

or living in such limits at the date of this Act coming into force,

the parent or guardian of every unprotected child living in such place at the date of this Act coming into force therein, and whose age at such date exceeds one year, but does not exceed fourteen years, shall, within six months from the said date,

must procure their vaccination.

take it, or cause it to be taken, to a public vaccinator to be vaccinated, or shall, within such period as aforesaid, cause it to be vaccinated by some medical practitioner;

Public vaccinator is bound to vaccinate all children brought to him.

and the public vaccinator to whom such child, or to whom any child under the age of fourteen years, is brought for vaccination, is hereby required, with all reasonable despatch, subject to the conditions hereinafter mentioned, to vaccinate such child.

Inspection.

4. At an appointed hour, upon the same day in the following week, after vaccination shall have been performed by a public vaccinator or a medical practitioner, or on an earlier day if the public vaccinator or medical practitioner so desires, the parent or guardian shall again take the child, or cause it to be taken, to the public vaccinator or to the medical practitioner by whom the operation was performed, that he may inspect it and ascertain the result of the operation:

Re-vaccination.

In the event of the vaccination being unsuccessful, such parent or guardian shall, if the public vaccinator or medical practitioner so direct, cause the child to be forthwith again vaccinated, and subsequently inspected as on the previous occasion.

গোবীজে শিশুদের টিকা দিবার বিধি।

নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে জাত শিশুদের,

৩ ধারা। যে কোন স্থানে এই আইন প্রচলিত হয় বা পরে চালান যায়, সেই স্থানজাত প্রত্যেক শিশুর জনয়িতা বা অভিভাবক উক্ত শিশুর জন্মের পর এক বৎসর মধ্যে; ও

উক্ত সীমার মধ্যে বাস করিবার নিমিত্ত আনীত অরক্ষিত শিশুদের,

চতুর্দ্দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক যে প্রত্যেক অরক্ষিত শিশু চিরকালের জন্য বা স্থায়িভাবে পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস করিবার নিমিত্ত আনীত হয়, তাহার জনয়িতা বা অভিভাবক উক্ত শিশুর ঐ স্থানে পঁহুছিবার পর তিন মাস মধ্যে, অথবা পঁহুছিবার সময়ে শিশুর বয়স এক বৎসরের কম হইলে, উহার জন্মের পর এক বৎসর মধ্যে; ও

বা এই আইন প্রবল হইবার তারিখে উক্ত সীমার মধ্যে যে অরক্ষিত শিশুরা থাকে তাহাদের জনয়িতা ও অভিভাবক,

এই আইন যে তারিখে উক্ত স্থানে প্রবল হয়, সেই তারিখে তথায় যে প্রত্যেক অরক্ষিত শিশু থাকে ও যাহার বয়স ঐ তারিখে এক বৎসরের অধিক কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসরের অনধিক হয়, তাহার জনয়িতা বা অভিভাবক উক্ত তারিখ অবধি ছয় মাস মধ্যে,

গোবীজে তাহাদের টিকা দেওয়াইবেন. ইহার কথা।

ঐ শিশুকে গোবীজে টিকা দিবার নিমিত্ত গোবীজের সরকারী টিকাদারের নিকট লইয়া বা লওয়াইয়া যাইবেন, অথবা পূর্ব্বোক্ত কাল মধ্যে কোন চিকিৎসক দ্বারা তাহার গোবীজের টিকা দেওয়াইবেন।

গোবীজের সরকারী টিকাদারের নিকট যে সকল শিশু আনীত হয়, তাঁহার তাহাদিগকে গোবীজে টিকা দিতে হইবার কথা।

গোবীজের যে সরকারী টিকাদারের নিকট উক্তরূপ শিশু বা চতুর্দ্দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন শিশু গোবীজে টিকাদান নিমিত্ত আনীত হয়, তাঁহার প্রতি এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে যুক্তিমত যত শীঘ্র হইতে পারে গোবীজে ঐ শিশুর টিকা দিবেন।

দেখিবার কথা।

৪ ধারা। গোবীজের সরকারী কোন টিকাদার বা কোন চিকিৎসক গোবীজের টিকা দিলে, পরবর্ত্তি সপ্তাহের সেই বারে অথবা সরকারী টিকাদারের বা চিকিৎসকের ইচ্ছামত তৎপূর্ব্ব কোন বারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্ত জনয়িতা বা অভিভাবক, যে সরকারী টিকাদার বা চিকিৎসক টিকা দেন, তিনি দেখিয়া যাহাতে উক্ত কার্য্যের ফল নির্ণয় করিতে পারেন তন্নিমিত্ত ঐ শিশুকে তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার লইয়া বা লওয়াইয়া যাইবেন।

গোবীজে পুনর্ব্বার টিকাদানের কথা।

গোবীজের টিকাদান ফলবৎ না হইয়া থাকিলে, যদি উক্ত সরকারী টিকাদার বা চিকিৎসক আদেশ করেন, উক্ত জনয়িতা বা অভিভাবক তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুকে পুনর্ব্বার গোবীজের টিকা দেওয়াইবেন ও পূর্ব্ববারের মত পরে দেখাইবেন।

5. If any public vaccinator or medical practitioner shall be of opinion that any child is not in a fit state to be vaccinated, he shall forthwith deliver to the parent or guardian of such child a certificate under his hand according to the form of Schedule A hereto annexed, or to the like effect, that the child is then in a state unfit for vaccination.

If child be unfit for vaccination, certificate in form A to be given,

The said certificate shall remain in force for two months only, but shall be renewable for successive periods of two months until a public vaccinator or medical practitioner shall deem the child to be in a fit state for vaccination, when the child shall, with all reasonable despatch, be vaccinated and a certificate of successful vaccination given in the form of Schedule C hereto annexed, according to the provisions of section 7, if warranted by the result.

which shall remain in force for two months, but shall be renewable.

At or before the end of each successive period, the parent or guardian shall take, or cause the child to be taken, to some public vaccinator or medical practitioner, who shall then examine the child and give a fresh certificate according to the said form A, so long as he deems requisite under the circumstances of the case.

When successive postponement, certificates are to be granted.

6. If any public vaccinator or medical practitioner shall find that a child whom he has three times unsuccessfully vaccinated is insusceptible of successful vaccination, or that the child brought to him for vaccination has already been successfully inoculated or had the small-pox, he shall deliver to the parent or guardian of such child a certificate under his hand, according to the form of Schedule B hereto annexed, or to the like effect, and the parent or guardian shall thenceforth not be required to cause the child to be vaccinated.

Provision for giving certificates of insusceptibility to successful vaccination.

7. Every public vaccinator or medical practitioner who shall have performed the operation of vaccination upon any child, and shall have ascertained that the same has been successful, shall deliver to the parent or guardian of such child a certificate according to the form of Schedule C hereto annexed, or to the like effect, certifying that the said child has been successfully vaccinated.

Provision for giving certificates of successful vaccination.

[*Government Gazette*, 13*th April* 1880.]

৫ ধারা। কোন শিশুর গোবীজের টিকা হইবার যোগ্য অবস্থা নয়, গোবীজের কোন সরকারী টিকাদারের বা চিকিৎসকের এরূপ মত হইলে, তিনি উক্ত শিশুর গোবীজের টিকা হইবার যোগ্য অবস্থা নয়, এই আইনের A তফসীলের পাঠে বা সেই মর্ম্মে আপন স্বাক্ষরযুক্ত এরূপ সর্টিফিকেট লিখিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুর জনয়িতাকে বা অভিভাবককে দিবেন।

শিশু গোবীজে টিকা দিবার যোগ্য না হইলে A পাঠে সর্টিফিকেট দিবার কথা।

উক্ত সর্টিফিকেট কেবল দুইমাস প্রবল থাকিবে, কিন্তু যতকাল গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার বা কোন চিকিৎসক ঐ শিশুর গোবীজের টিকা দিবার যোগ্য অবস্থা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান না করেন, ততকাল ক্রমিক দুইং মাসের নিমিত্ত ঐ সর্টিফিকেট নূতন করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। ঐ রূপ অবস্থা হইলে, ঐ শিশুর যুক্তিমত যত শীঘ্র হইতে পারে গোবীজে টিকা দেওয়া যাইবে, এবং ফল লাভ হইলে, ৭ ধারার বিধানমতে এই আইনের C তফসীলের পাঠে গোবীজের সফল টিকা হইবার সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবে।

সর্টিফিকেট দুই মাস প্রবল থাকিবার, কিন্তু নূতন করিয়া লওয়া যাইতে পারিবার কথা।

প্রত্যেক ক্রমিক দুই মাস কালের অন্তে বা তৎপূর্ব্বে উক্ত জনয়িতা বা অভিভাবক ঐ শিশুকে গোবীজের কোন সরকারী টিকাদারের বা চিকিৎসকের নিকট লইয়া বা লওয়াইয়া যাইবেন। ঐ টিকাদার বা চিকিৎসক শিশুর পরীক্ষা করিবেন ও যত কাল অবস্থা দেখিয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন, তত কাল উক্ত A পাঠমত নূতন সর্টিফিকেট দিবেন।

ক্রমিক স্থগিত থাকিলে, সর্টিফিকেট দিবার কথা।

৬ ধারা। যদি গোবীজের সরকারী টিকাদার বা চিকিৎসক কোন শিশুকে তিনবার গোবীজের টিকা দিয়া কোন ফল না পাইয়া নির্ণয় করেন যে ঐ শিশু সফলরূপ গোবীজের টিকা গ্রহণাক্ষম, অথবা যদি তিনি নির্ণয় করেন যে, তাঁহার নিকটে গোবীজের টিকা দিবার নিমিত্ত যে শিশুকে আনা গিয়াছে, তাহার বসন্ত বীজের সফলরূপ টিকা বা বসন্ত রোগ হইয়াছিল, তাহা হইলে তিনি উক্ত শিশুর জনয়িতাকে বা অভিভাবককে এই আইনের B তফসীলের পাঠে বা সেই মর্ম্মে আপন স্বাক্ষরযুক্ত সর্টিফিকেট দিবেন, এবং তদবধি উক্ত জনয়িতার বা অভিভাবকের প্রতি ঐ শিশুর গোবীজে টিকা দেওয়াইবার আজ্ঞা করা যাইবে না।

গোবীজের সফলরূপ টিকা গ্রহণাক্ষমতার সর্টিফিকেট দিবার কথা।

৭ ধারা। গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার বা কোন চিকিৎসক কোন শিশুর গোবীজে টিকা দিয়া তাহা সফল হইয়াছে জানিলে, উক্ত শিশুর গোবীজে টিকাদান সফল হইয়াছে এইরূপ শংসিত কথা লিখিয়া এই আইনের C তফসীলের পাঠে বা সেই মর্ম্ম উক্ত শিশুর জনয়িতাকে বা অভিভাবককে সর্টিফিকেট দিবেন।

গোবীজের টিকাদান সফল হইবার সর্টিফিকেট দিবার কথা।

No fee to be charged for vaccination at a public vaccine station or for certificates.

8. No fee or remuneration shall be charged by any public vaccinator to the parent or guardian of any child for any such certificate as aforesaid, nor for any vaccination done by him in pursuance of this Act at a public vaccine station:

Proviso.

But it shall be lawful for a public vaccinator to accept a fee not exceeding eight annas for vaccinating a child, by request of the parent or guardian, elsewhere than at a public vaccine station.

Fees how to be appropriated.

9. All such fees shall, in Calcutta, be paid in by the public vaccinator to the credit of the Corporation of the Town of Calcutta, and be by them appropriated for the purposes of this Act. In places outside Calcutta such fees shall be appropriated as the Lieutenant-Governor may from time to time direct.

Superintendent of Vaccination or his Assistants may inspect vaccination of child.

10. The Superintendent of Vaccination as hereinafter appointed or any of his assistants may from time to time inspect the vaccination of any child whether performed by a public vaccinator or medical practitioner, and may if he think fit, direct that such child be forthwith again vaccinated.

VACCINATION OF UNPROTECTED PERSONS.

Unprotected persons to be vaccinated.

11. Every unprotected person may, whenever the said Superintendent of Vaccination shall deem it advisable, be served with a notice in the form in Schedule D hereto annexed, requiring him within 15 days after the service of the same to submit himself to a public vaccinator or medical practitioner to be vaccinated, and every such person shall within the said period submit himself to a public vaccinator or medical practitioner for vaccination.

Former sections applicable.

12. The provisions for inspection, re-vaccination, the granting of certificates, and the charging and appropriation of fees, hereinbefore enacted in the case of unprotected children, shall apply with the necessary alterations to the case of unprotected persons.

গোবীজের টিকা দানের সরকারী ষ্টেশনে টিকা দিবার নিমিত্ত বা সর্টিফিকেটের নিমিত্ত কোন ফী না লইতে হইবার কথা।

৮ ধারা। গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার পূর্ব্বোক্ত সর্টিফিকেট নিমিত্ত অথবা এই আইনমতে গোবীজে টিকাদানের সরকারী কোন ষ্টেশনে ঐ টিকা দিবার নিমিত্ত কোন শিশুর জনয়িতার বা অভিভাবকের নিকট কোন ফী বা পারিশ্রমিক লইবেন না।

উপবিধান।

কিন্তু গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশন ছাড়া অন্য কোন স্থানে জনয়িতার বা অভিভাবকের অনুরোধক্রমে কোন শিশুর গোবীজে টিকা দিলে, গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার আট আনার অনধিক ফী গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ফী কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।

৯ ধারা। কলিকাতা নগরে উক্তরূপ সমুদয় ফী গোবীজের সরকারী টিকাদার কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজের নামে জমা করিয়া দিবেন, এবং ঐ সমাজ তাহা এই আইনের কার্য্যসাধনার্থ প্রয়োগ করিবেন। কলিকাতার বাহিরে উক্ত ফী শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে প্রয়োগ করা যাইবে।

গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বা তাঁহার সহকারী কর্ম্মকারকেরা শিশু টিকাদান দেখিতে পারিবার কথা।

১০ ধারা। পশ্চাল্লিখিতমতে নিযুক্ত গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা তাঁহার সহকারী কোন কর্ম্মকারক সময়ে২ কোন শিশুর টিকাদান কার্য্য দেখিতে পারিবেন, ঐ কার্য্য গোবীজের কোন সরকারী টিকাদারই করুন বা কোন চিকিৎসকই করুন, এবং উচিত বোধ করিলে ঐ শিশুকে তৎক্ষণাৎ গোবীজে পুনর্ব্বার টিকা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

গোবীজে অরক্ষিত ব্যক্তিদের টিকা দিবার বিধি।

অরক্ষিত ব্যক্তিদিগকে গোবীজে টিকা দিবার কথা।

১১ ধারা। গোবীজে টিকাদানের উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিহিত বোধ করিলে, এই আইনের D তফসীলের পাঠে কোন অরক্ষিত ব্যক্তির উপর নোটিস জারী করিতে পারিবেন। তাহাতে তাঁহার প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে ঐ নোটিস জারী হইবার পর ১৫ দিনের মধ্যে কোন সরকারী টিকাদারের বা চিকিৎসকের নিকট গোবীজের টিকা গ্রহণার্থে উপস্থিত হন; এবং তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত সময়ের মধ্যে কোন সরকারী টিকাদারের বা চিকিৎসকের নিকট গোবীজের টিকা গ্রহণার্থে উপস্থিত হইবেন।

পূর্ব্ব লিখিত ধারাগুলি খাটিবার কথা।

১২ ধারা। অরক্ষিত শিশুদের সম্বন্ধে দেখিবার, গোবীজে পুনর্ব্বার টিকা দিবার, সর্টিফিকেট দিবার, ও ফী লইবার ও প্রয়োগ করিবার যেং বিধান ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ তৎসমুদয় অরক্ষিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও খাটিবে।

13. The powers conferred by this Act upon the said Superintendent of Vaccination may in the case of seamen arriving in the port of Calcutta be exercised by the Health Officer of the said port immediately upon their arrival.

Health Officer of Port may vaccinate sailors on their arrival.

PROCEDURE APPLICABLE TO THE TOWN OF CALCUTTA ONLY.

Establishment.

14. For the purposes of this Act the Corporation of the Town of Calcutta (hereinafter called the Corporation) shall, subject to the approval of the Lieutenant-Governor, divide the said town into as many districts for the performance of vaccination as they shall from time to time deem fit. Each such district shall be called a "vaccination district."

Vaccination districts.

The Corporation shall appoint a public vaccinator for every vaccination district, whose name shall be registered at the Office of the Corporation, and shall appoint such places as they shall from time to time deem fit in each district to be stations for the performance of vaccination. Such stations shall be called "public vaccine stations." Every such public vaccinator shall be removable from office by the Corporation.

Appointment of public vaccinators.

Public vaccine stations.

The limits of the vaccination districts made and the positions of the public vaccine stations fixed under the provisions of this section, and the days and hours of the public vaccinator's attendance at each station, shall be published from time to time in such manner as shall be directed in rules to be framed under section 34.

Notification of districts and stations.

15. Every public vaccinator, unless specially permitted by the Corporation to reside elsewhere, shall reside within the district for which he is appointed, and shall cause his name, with the addition of the words "Public Vaccinator for the district of ," to be posted up in some conspicuous place on or near the outer door of his dwelling-house, and of every public vaccine station in his district.

The public vaccinator to live within his district.

[*Government Gazette*, 13*th April* 1880.]

১৩ ধারা। উক্ত গোবীজের টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি এই আইনক্রমে যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইল, কলিকাতা বন্দরে যে নাবিকেরা আইসে আসিবামাত্র তাহাদের সম্বন্ধে উক্ত নগরের স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব সেই২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

নাবিকেরা আসিবামাত্র বন্দরের স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের তাহাদিগকে গোবীজে টিকা দিতে পারিবার কথা।

কেবল কলিকাতা নগরের নিমিত্ত বিশেষ কার্য্যপ্রণালীর বিধি।

সেরেস্তার কথা।

১৪ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে (অতঃপর সমবায়িত সমাজ নামে অভিহিত) কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদনের অপেক্ষায়, গোবীজে টিকাদানের নিমিত্ত উক্ত নগর সময়ে২ যত পল্লীতে বিভক্ত করা উচিত বোধ করেন তত পল্লীতে বিভক্ত করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক পল্লী "গোবীজে টিকাদানের পল্লী" নামে খ্যাত হইবে।

গোবীজে টিকাদানের পল্লীর কথা।

সমবায়িত সমাজ গোবীজে টিকাদানের প্রত্যেক পল্লীর নিমিত্ত এক এক জন গোবীজের সরকারী টিকাদার নিযুক্ত করিবেন। তাঁহার নাম সমবায়িত সমাজের কার্য্যালয়ে লেখা থাকিবে। সমবায়িত সমাজ সময়ে২ প্রত্যেক পল্লীতে যে২ স্থান উচিত বোধ করেন গোবীজে টিকাদানের ষ্টেশন স্বরূপ সেই২ স্থান নিরূপণ করিবেন। উক্তরূপ ষ্টেশনগুলি "গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশন" নামে খ্যাত হইবে। সমবায়িত সমাজ গোবীজের প্রত্যেক সরকারী টিকাদারকে পদ হইতে অবসৃত করিতে পারিবেন।

গোবীজের সরকারী টিকাদার নিযুক্ত করিবার কথা।

গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশনের কথা।

এই ধারার বিধানমতে গোবীজে টিকাদানের পল্লীর যে২ সীমা ও গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশনের যে২ স্থান নির্দ্দেশ করা যায়, এবং প্রত্যেক ষ্টেশনে গোবীজের সরকারী টিকাদারের উপস্থিত থাকিবার যে২ দিন ও ঘণ্টা নিরূপণ করা যায়, ৩৪ ধারামতে প্রণীত বিধিতে যে প্রকারের আদেশ থাকে সেই প্রকারে তাহার সম্বাদ সময়ে২ প্রকাশ করা যাইবে।

পল্লীর ও ষ্টেশনের সম্বাদ দিবার কথা।

১৫ ধারা। গোবীজের প্রত্যেক সরকারী টিকাদার, সমবায়িত সমাজের নিকট অন্যত্র বাস করিবার বিশেষ অনুমতি না পাইলে, যে পল্লীর নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই পল্লীর মধ্যেই বাস করিবেন, এবং স্বীয় বাসগৃহের ও আপন পল্লীস্থ গোবীজে টিকাদানের প্রত্যেক ষ্টেশনের বহির্দ্বারের উপরে বা নিকটে কোন প্রকাশ্য স্থানে "অমুক পল্লীর গোবীজের সরকারী টিকাদার" এই২ কথার সহিত আপন নাম লিখিয়া লটকাইয়া দিবেন।

গোবীজের সরকারী টিকাদারের আপন পল্লীর মধ্যে বাস করিবার কথা।

16. No person shall be appointed a public vaccinator, or act as a deputy for a public vaccinator, who shall not possess a certificate of qualification signed by the Superintendent of Vaccination.

Qualifications of public vaccinator.

17. The Health Officer for the town of Calcutta shall be appointed Superintendent of Vaccination by the Corporation. Such officer, subject to the orders of the Lieutenant-Governor, shall have a general control over all the proceedings of public vaccinators, and shall perform such duties, in addition to those prescribed by this Act, as shall be required by the Lieutenant-Governor.

Superintendent of Vaccination.

The Superintendent shall have one or more assistants, as the Lieutenant-Governor may from time to time direct.

Assistant Superintendents.

18. The expenses of all vaccination establishments under this Act shall be defrayed by the Corporation.

Expenses of establishments to be a charge on the Corporation.

Registration.

19. On the registration of the birth of any child under the provisions of Chapter X of the Calcutta Municipal Consolidation Act, 1876, or of any other law for the time being in force, the Registrar shall deliver to the person giving information of such birth a printed notice in the form of Schedule E hereto annexed, or to the like effect, and such notice shall have attached thereto the several forms of certificates prescribed by this Act.

Registrar of Births to give notice of the requirement of vaccination.

20. Every public vaccinator or medical practitioner, who gives to any parent or guardian a certificate in any of the forms of the said Schedules A, B, and C shall, within twenty-one days after giving the same, transmit a duplicate thereof to the Registrar of Births of the district where the birth of the child on whose account such certificate was given has been registered; or if that be not known to him, or if the child was born out of the town of Calcutta, or his birth has not been registered in the said city, to the Registrar of the district within which the child was vaccinated or presented for vaccination.

Duplicates of all certificates to be transmitted to the Registrar.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮০ । ১৩ আপ্রিল ।]

১৬ ধারা । গোবীজের টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের স্বাক্ষরিত যোগ্যতার সর্টিফিকেট না পাইলে, কোন ব্যক্তি গোবীজের সরকারী টিকাদারের পদে নিযুক্ত হইবেন না, অথবা গোবীজের সরকারী টিকাদারের প্রতিনিধি স্বরূপ কর্ম্ম করিবেন না ।

গোবীজের সরকারী টিকাদারের যোগ্যতার কথা ।

১৭ ধারা । সমবায়িত সমাজ কলিকাতা নগরের স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবকে গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত করিবেন । শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞাধীনে গোবীজে সরকারী টিকাদারদের সকল কার্য্যের উপর উক্ত কার্য্যকারকের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, এবং এই আইনে যে সকল কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল, তদতিরিক্ত তিনি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশমত সমুদয় কর্ম্ম করিবেন ।

গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেন্টের কথা ।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এক বা একাধিক সহকারী কর্ম্মকারক থাকিবে ।

সহকারী সুপরিন্টেণ্ডেন্টের কথা ।

১৮ ধারা । এই আইনমত গোবীজে টিকাদানের সেরেস্তায় যত খরচ হয়, সমবায়িত সমাজ তাহা দিবেন ।

সেরেস্তার খরচ সমবায়িত সমাজের দিতে হইবার কথা ।

রেজিষ্টরীকরণের কথা ।

১৯ ধারা । কলিকাতার মুনিসিপল আইন সংগ্রহ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ১০ অধ্যায়ের বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রবল থাকে তাহার বিধানমতে কোন শিশুর জন্ম রেজিষ্টরী করা গেলে, যে ব্যক্তি ঐ জন্মের সংবাদ দেন রেজিষ্ট্রার তাঁহাকে এই আইনের E তফসীলের পাঠে অথবা সেই মর্ম্মের ছাপা নোটিস দিবেন, এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন২ সর্টিফিকেটের পাঠ ঐ নোটিসের সঙ্গে লাগান থাকিবে ।

গোবীজে টিকাদানের আবশ্যক নোটিস জন্মের রেজিষ্ট্রারের দিতে হইবার কথা ।

২০ ধারা । গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার অথবা কোন চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত A বা B বা C তফসীলের পাঠে কোন জনয়িতাকে বা অভিভাবককে সর্টিফিকেট দিলে, তাহা দিবার পর একুশ দিনের মধ্যে তাহার দোকর লিপি, যে শিশুর নিমিত্ত সর্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহার জন্ম যে পল্লীতে রেজিষ্টরী করা হইয়াছিল সেই পল্লীর জন্মের রেজিষ্ট্রারের নিকটে পাঠাইবেন ; কিম্বা ঐ কথা তাঁহার জানা না থাকিলে, অথবা কলিকাতার বাহিরে শিশুর জন্ম হইয়া থাকিলে, বা উক্ত নগরে তাহার জন্ম রেজিষ্টরী করা না হইয়া থাকিলে, যে পল্লীর মধ্যে ঐ শিশুকে গোবীজের টিকা দেওয়া যায় বা ঐ টিকা দিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা যায় সেই পল্লীর রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইবেন ।

রেজিষ্ট্রারের নিকট সমুদয় সর্টিফিকেটের দোকর লিপি পাঠাইবার কথা ।

21. The Registrar of Births shall keep a book in such form as may from time to time be prescribed by the rules made under section 34, in which he shall enter minutes of the notices of vaccination given by him as herein required, and shall also register the duplicates of certificates transmitted to him as herein provided.

Registrar to keep a Vaccination Notice and Certificate Book,

22. He shall also prepare and keep a duplicate of the Register of Births required to be kept by him under the provisions of the Calcutta Municipal Consolidation Act, 1876, or of any other law for the time being in force, with such additional columns as shall from time to time be prescribed by the rules made, under section 34, in which he shall record the date of every duplicate certificate in the form of the said Schedule B or Schedule C received by him concerning any child whose birth he has registered, and make an entry to the effect that the child has been vaccinated or is insusceptible of vaccination, as the case may be.

and also a duplicate Register of Births, with entries concerning vaccination,

23. He shall also keep a Register of Postponed Vaccinations in the form of Schedule F hereto annexed, in which he shall record the name of every child concerning whom he receives a duplicate certificate in the form of the said Schedule A, together with the date of such duplicate certificate and of each such successive duplicate certificate, if he receives more than one, and shall show the number and year of the entry, if any, in the Register of Births in which such child's birth has been registered.

and also a Register of Postponed Vaccinations.

24. Every Registrar shall transmit on the first of every month to the Superintendent of Vaccination a return, in such form as may from time to time be prescribed by the rules made, under section 34, of all cases in which duplicate certificates have not been duly received by him in pursuance of the provisions of this Act during the last preceding month.

Transmission of returns to Superintendent.

PROCEDURE APPLICABLE OUTSIDE THE TOWN OF CALCUTTA.

25. In any municipality other than the town of Calcutta, and in any local area to which this Act may hereafter be extended, the Magistrate of the district may exercise all or any of the powers by this Act conferred upon the Corporation;

Powers of Corporation may be exercised in mofussil by Magistrate of the district;

[*Government Gazette*, 13*th April* 1880.]

২১ ধারা। ৩৪ ধারামত বিধিতে সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট হয়, জন্মের রেজিষ্ট্রার সেই পাঠে একখান বহী রাখিবেন। এই আইনের আদেশমতে তিনি গোবীজে টিকাদানের যে নোটিস দেন, ঐ বহীতে তাহার চুম্বক কথা লিখিয়া রাখিবেন, এবং পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে সর্টিফিকেটের যে দোকর লিপি তাঁহার নিকট প্রেরিত হয় তাহাও ঐ বহীতে রেজিষ্টরী করিয়া রাখিবেন।

গোবীজে টিকাদানের নোটিসের ও সর্টিফিকেটের একখান বহী রেজিষ্ট্রারের রাখিবার কথা।

২২ ধারা। কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রবল থাকে তাহার বিধানমতে যে জন্মের রেজেষ্টর রাখিতে তাঁহার প্রতি আদেশ আছে, তিনি তাহার দোকর লিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন এবং ৩৪ ধারামতে প্রণীত বিধিতে সময়ে২ যে২ অতিরিক্ত ঘর দিবার আদেশ থাকে, ঐ রেজিষ্টরে সেই২ ঘর দিবেন। তাহাতে তিনি যে শিশুর জন্ম রেজিষ্টরী করেন তৎসম্বন্ধে উক্ত B কি C তফসীলের পাঠে যে সার্টিফিকেটের দোকর লিপি পান তাহার তারিখ লিখিবেন ও ঐ শিশুকে গোবীজের টিকা দেওয়া গিয়াছে অথবা, স্থলবিশেষে, সে গোবীজের টিকা গ্রহণাক্ষম এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন।

গোবীজের টিকাদানের কথাসহ জন্মের রেজিষ্টরের দোকরলিপি রাখিবার কথা।

২৩ ধারা। গোবীজে টিকাদান স্থগিত রাখা গেলে, তিনি এই আইনের F তফসীলের পাঠে তাহারও রেজিষ্টর রাখিবেন। যে প্রত্যেক শিশুসম্বন্ধে তিনি উক্ত A তফসীলের পাঠে সর্টিফিকেটের দোকর লিপি পান তাহার নাম ও ঐ দোকরলিপির তারিখ ও একাধিক দোকর লিপি পাইলে পর যে২ প্রত্যেক দোকর লিপি পান তাহার তারিখ ঐ রেজিষ্টরে লিখিবেন, এবং জন্মের রেজিষ্টরে উক্ত শিশুর জন্ম রেজিষ্টরী করা গিয়া থাকিলে তাহার নম্বর ও সাল ও লিখিতে হইবে।

গোবীজে টিকাদান স্থগিত রাখা গেলে তাহারও রেজিষ্টর রাখিবার কথা।

২৪ ধারা। পূর্ব্বমাসে এই আইনের বিধানক্রমে যে সকল স্থলে সর্টিফিকেটের দোকর লিপি নিয়মিতরূপে পাওয়া যায় নাই, ৩৪ ধারামতে প্রণীত বিধিতে সময়ে২ যেরূপ পাঠের আদেশ থাকে তদ্রূপ পাঠে প্রত্যেক রেজিষ্ট্রার প্রত্যেক মাসের প্রথম দিবসে গোবীজে টিকাদানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট সেই সকল স্থলসম্বন্ধীয় রিটর্ণ পাঠাইবেন।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট রিটর্ণ পাঠাইবার কথা।

কলিকাতা নগরের বহির্ভূত স্থানের কার্য্যপ্রণালীর বিধি।

২৫ ধারা। এই আইনে সমবায়িত সমাজের প্রতি যে সকল বা যে কোন ক্ষমতা অর্পিত হইল কলিকাতা নগর ভিন্ন কোন মুনিসিপালিটীতে ও যে কোন স্থানে ইহার পর এই আইন চালান যায় তথায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই সকল বা তদ্রূপ কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সমবায়িত সমাজের ক্ষমতাক্রমে মফঃসলে জিলার মাজেষ্টেট সাহেবের কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

and the Civil Surgeon of the district or such other officer as the Lieutenant-Governor may from time to time appoint in that behalf shall exercise the powers and perform the duties by this Act conferred upon the Superintendent of Vaccination.

and of Superintendent of Vaccination by Civil Surgeon.

PROSECUTIONS AND OFFENCES.

26. If the Superintendent of Vaccination shall give information in writing to a Magistrate that he has reason to believe that any child under the age of fourteen years is an unprotected child, and that he has given notice to the parent or guardian of such child to procure its being vaccinated, and that the said notice has been disregarded, such Magistrate may summon such parent or guardian to appear with the child before him, and if the Magistrate shall find, after such examination as he shall deem necessary that the child is an unprotected child, he may make an order directing such child to be vaccinated within a certain time.

Magistrate may make an order for the vaccination of any unprotected child under 14 years.

If at the expiration of such time the child shall not have been vaccinated, or shall not be shown to be then unfit to be vaccinated, or to be insusceptible of vaccination, the person upon whom such order shall have been made shall, unless he can show some reasonable ground for his omission to carry the order into effect, be punished with fine which may extend to fifty rupees:

Penalty for disobedience of such order.

Provided that if the Magistrate shall be of opinion that the person is improperly brought before him, and shall refuse to make an order for the vaccination of the child, he may order the informant to pay to such person such sum of money as he shall consider a fair compensation for his expenses and loss of time in attending before the Magistrate.

Proviso for costs to person improperly summoned.

27. If any parent or guardian intentionally omits to produce a child whom he has been summoned to produce under the last preceding section, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 100, and to a further fine of Rs. 25 for every day during which the offence continues;

Penalty for not producing a child.

Provided that the aggregate amount of fine for such offence shall not exceed Rs. 1,000.

আর এই আইনে গোবীজে টিকাদানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি যে২ ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যভার অর্পিত হইল জিলার সিবিল সর্জ্জন অথবা উক্ত কার্য্যপক্ষে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি সেই২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া সেই২ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

গোবীজে টিকাদানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ক্ষমতাক্রমে সিবিল সর্জ্জনের কার্য্য করিবার কথা।

অভিযোগের ও অপরাধের কথা।

২৬ ধারা। গোবীজ টিকাদার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যদি লিখিয়া কোন মাজিষ্ট্রেটকে এইরূপ সংবাদ দেন যে, চতুর্দ্দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন শিশু অরক্ষিত শিশু বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিয়া তিনি ঐ শিশুর গোবীজে টিকা দেওয়াইবার নিমিত্ত তাহার জনয়িতাকে বা অভিভাবককে নোটিস দিয়াছেন, কিন্তু উক্ত নোটিসের প্রতি অবহেলা করা গিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ শিশুর সহিত আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উক্ত জনয়িতাকে বা অভিভাবককে সমন দিতে পারিবেন, এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট যেরূপ পরীক্ষা আবশ্যক বোধ করেন সেইরূপ পরীক্ষা করিয়া উক্ত শিশুকে অরক্ষিত শিশু বলিয়া নির্ণয় করিলে ঐ শিশুকে নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ের মধ্যে গোবীজের টিকা দিবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

চতুর্দ্দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন অরক্ষিত শিশুকে গোবীজের টিকা দিবার আজ্ঞা মাজিষ্ট্রেটের করিতে পারিবার কথা।

উক্ত সময় গত হইলেও ঐ শিশুকে গোবীজের টিকা দেওয়া না গেলে অথবা সে তৎকালে গোবীজের টিকা দানের অযোগ্য বা উক্ত টিকাগ্রহণাক্ষম ইহা দেখান না গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি উক্ত আজ্ঞা করা যায় সে আজ্ঞা পালন না করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখাইতে না পারিলে তাঁহার ৫০ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিলে দণ্ডের কথা।

কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আনা হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট যদি এইরূপ বিবেচনা করেন ও ঐ শিশুকে গোবীজের টিকা দিবার আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইতে উক্ত ব্যক্তির যে অর্থব্যয় ও সময়ক্ষয় হয় তাহার ক্ষতি পূরণস্বরূপ মাজিষ্ট্রেট যত টাকা ন্যায্য বোধ করেন ঐ ব্যক্তিকে তত টাকা দিবার নিমিত্ত সম্বাদদাতার প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তিকে অন্যায় পূর্ব্বক সমন দেওয়া যায়, তাহার খরচা সংক্রান্ত উপবিধান।

২৭ ধারা। পূর্ব্বধারামতে যে শিশুকে উপস্থিত করিবার সমন দেওয়া যায়, কোন জনয়িতা বা অভিভাবক তাহাকে উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করিলে, তাঁহার ১০০৲ একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড ও তদতিরিক্ত যত দিন অপরাধ হইতে থাকে দিন প্রতি ২৫ পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

শিশুকে উপস্থিত না করিলে দণ্ডের কথা।

কিন্তু উক্ত অপরাধ জন্য মোট অর্থদণ্ড ১০০০৲ এক হাজার টাকার অধিক হইবে না।

28. Whoever, in contravention of this Act,

Penalty for neglect to be vaccinated.

(*a*) neglects without reasonable excuse to submit himself within 15 days after the service on him of the notice prescribed by section 11 to a public vaccinator or medical practitioner to be vaccinated, or after vaccination to be inspected, or

Penalty for neglect to take child to be vaccinated, &c.

(*b*) neglects without reasonable excuse to take, or cause a child to be taken to be vaccinated, or after vaccination to be inspected, or

(*c*) neglects to fill up and sign and give to the parent or guardian of any child any certificate which such parent or guardian is entitled to receive from him, or to transmit a duplicate of the same to the Registrar of Births,

shall be punished for each such offence with fine which may extend to fifty rupees.

29. Whoever wilfully signs or makes, or procures the signing or making of, a false certificate or duplicate certificate under this Act, shall be punished with imprisonment of either description, within the meaning of the Indian Penal Code, for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one hundred rupees, or with both.

Penalty for making or signing false certificate.

30. If any public vaccinator accepts, or obtains, or agrees to accept, or attempts to obtain from any person any fee or remuneration contrary to the provisions of section 8, he shall be deemed to have committed an offence punishable under section 161 of the Indian Penal Code.

Penalty for accepting illegal fee or remuneration.

31. All offences under this Act shall be cognizable by a Magistrate, subject to the provisions of any law for the time being in force for the trial of offences, but no complaint of any such offences shall be entertained unless the prosecution be instituted by order of, or under authority from, the Lieutenant-Governor or the Superintendent of Vaccination.

Cognizance of offences under this Act.

32. In any prosecution for neglect to procure the vaccination of a child, it shall not be necessary in support thereof to prove that the defendant had received notice from the Registrar or any other officer of the requirements of the law in this respect; but if the defendant produce any such certificate as hereinbefore described, or the duplicate of the Register of Births or the Register of

Prosecution for neglect

২৮ ধারা। এই আইনের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি

গোবীজের টিকাগ্রহণ করিতে উপেক্ষা করিলে দণ্ডের কথা।

(ক) ১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট নোটিস পাইয়া, যুক্তিসঙ্গত আপত্তি না থাকিলেও, ১৫ দিনের মধ্যে গোবীজের কোন সরকারী টিকাদারের বা কোন চিকিৎসকের নিকট গোবীজের টিকা গ্রহণার্থে উপস্থিত হইতে অথবা টিকা হইলে পর দেখাইতে উপেক্ষা করিলে; কিম্বা

গোবীজের টিকা দিবার নিমিত্ত শিশুকে লইয়া যাইতে উপেক্ষা করিলে, দণ্ডের কথা।

(খ) যুক্তিসঙ্গত আপত্তি না থাকিলেও, টিকা দিবার নিমিত্ত কোন শিশুকে লইয়া বা লওয়াইয়া যাইতে অথবা টিকা হইলে পর দেখাইতে উপেক্ষা করিলে; কিম্বা

(গ) কোন শিশুর জনয়িতা বা অভিভাবক তাঁহার নিকট যে কোন সর্টিফিকেট পাইবার অধিকারী তাহা লিখিয়া ও স্বাক্ষর করিয়া উক্ত জনয়িতাকে বা অভিভাবককে দিতে অথবা তাহার দোকর লিপি জন্মের রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইতে উপেক্ষা করিলে;

তাঁহার তজ্জন্য প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

মিথ্যা সর্টিফিকেট লিখিলে কি স্বাক্ষরিত করিলে, দণ্ডের কথা।

২৯ ধারা। কেহ এই আইনমতে মিথ্যা সর্টিফিকেট বা সর্টিফিকেটের দোকর লিপি ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বাক্ষরিত করিলে বা লিখিলে অথবা অন্যের দ্বারা স্বাক্ষরিত করাইলে বা লিখাইলে, তাঁহার ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অভিপ্রায়মত কোন প্রকারের ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হইবে।

অবৈধ ফী বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলে দণ্ডের কথা।

৩০ ধারা। ৮ ধারার বিধান লংঘন করিয়া গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার কোন ব্যক্তির নিকট কোন ফী বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলে বা লইলে বা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে বা লইতে চেষ্টা করিলে, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬১ ধরামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই আইনমত অপরাধের বিচার হইবার কথা।

৩১ ধারা। অপরাধের বিচার সম্বন্ধীয় যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তাহার বিধানের নিয়মাধীনে, এই আইনমত সমুদয় অপরাধ মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইবে; কিন্তু শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বা গোবীজে টিকা দানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞা বা অনুমতিক্রমে অভিযোগ উপস্থিত করা না গেলে, উক্তরূপ কোন অপরাধের নালিশ গ্রহণ করা যাইবে না।

উপেক্ষা জন্য অভিযোগের কথা।

৩২ ধারা। কোন শিশুকে গোবীজের টিকা দেওয়াইয়াতে উপেক্ষা জন্য যে অভিযোগ উপস্থিত করা যায়, তৎপ্রতিপোষণার্থ প্রতিবাদী রেজিষ্ট্রারের বা অন্য কোন কার্য্যকারকের নিকট এতৎ সম্বন্ধে আইনের আদেশের নোটিস পাইয়াছেন, ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সর্টিফিকেট উপস্থিত করিলে, অথবা উক্ত সর্টিফিকেট রেজিষ্ট্রারের রক্ষিত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট

Postponed Vaccinations kept by the Registrar as hereinbefore provided, in which such certificate shall be duly entered, the same shall be a sufficient defence for him, except in regard to the certificate according to the form of the said Schedule A, when the time specified therein for the postponement of the vaccination shall have expired before the time when the information shall have been laid.

জন্মের যে রেজিস্টরে বা গোবীজে টিকাদান স্থগিতরাখিবার যে রেজিস্টরে নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ থাকে তাহার দোকর লিপি উপস্থিত করিলে, তাহাই আত্মসমর্থনার্থ তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কিন্তু উক্ত A তফসীলের পাঠের সর্টিফিকেটে গোবীজে টিকাদান স্থগিত রাখিবার যে সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে, নালিশ করিবার পূর্ব্বে সেই সময় অতীত হইয়া থাকিলে, ঐ সর্টিফিকেটে কোন ফল হইবে না।

MISCELLANEOUS.

বিবিধ বিধি।

Annual return to be made of the number of children vaccinated, &c.

33. It shall be the duty of the Superintendent of Vaccination to show in an Annual Return the number of children successfully vaccinated, the number whose vaccination has been postponed, and the number certified to be insusceptible to successful vaccination during the year; and generally to fill up any forms that may be prescribed from time to time by the Lieutenant-Governor or the Corporation.

যতগুলি শিশুর গোবীজের টিকাপ্রভৃতি হইয়াছে, তাহার বার্ষিক রিটর্ণ দিবার কথা।

৩৩ ধারা। বৎসরের মধ্যে গোবীজে টিকাদান যতগুলি শিশুর পক্ষে সফল হইয়াছে, যতগুলির স্থগিত রাখা গিয়াছে, এবং যতগুলি সফলরূপে উক্ত টিকা গ্রহণাক্ষম বলিয়া সর্টিফিকেট দেওয়া গিয়াছে, গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব একখান বার্ষিক রিটর্ণে তাহা দেখাইবেন; এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বা সমবায়িত সমাজ সময়ে২ যে কোন পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সাধারণতঃ তাহাও পূরণ করিয়া দিবেন।

Lieutenant-Governor to make rules.

34. The Lieutenant-Governor may from time to time make rules or issue orders consistent with this Act—

(*a*) providing for the appointment of deputies of public vaccinators when necessary;

(*b*) determining the qualifications to be required of public vaccinators or their deputies, and regulating the grant of certificates of qualification under section 16;

(*c*) for regulating the gratuitous vaccination of such females as are by the custom of the country unable to attend at the public vaccine stations and are too poor to pay fees;

(*d*) providing for the supply of lymph;

(*e*) for regulating the books and forms to be kept by the public vaccinators or by registrars, and also such forms as shall be required for the signature of medical practitioners under the provisions of this Act;

(*f*) for the guidance of public vaccinators and others in all matters connected with the working of this Act.

All such rules or orders shall be published in the *Calcutta Gazette*.

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিধি প্রণয়ন করিবার কথা।

৩৪ ধারা। নিম্নলিখিত বিষয়ের নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ এই আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন ও আজ্ঞা প্রচার করিতে পারিবেন;—

(ক) আবশ্যক হইলে গোবীজের সরকারী টিকাদারের প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান করিবার নিমিত্ত।

(খ) গোবীজের সরকারী টিকাদারের ও তাঁহাদের প্রতিনিধিদের যোগ্যতা নিরূপণের নিমিত্ত ও ১৬ ধারামত যোগ্যতার সর্টিফিকেট দিবার বিধান করিবার নিমিত্ত।

(গ) যে সকল স্ত্রীলোকেরা দেশাচারমতে গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে পারে না অথচ নির্দ্ধন বলিয়া ফীও দিতে পারে না, বিনা মূল্যে গোবীজে তাহাদের টিকাদানের বিধান করিবার নিমিত্ত।

(ঘ) বীজ জোগাইবার বিধান করিবার নিমিত্ত।

(ঙ) গোবীজের সরকারী টিকাদারেরা ও রেজিষ্ট্রারেরা যে বহি ও পাঠ রাখিবেন তাহার বিধান করিবার নিমিত্ত, এবং এই আইনের বিধানমতে চিকিৎসকদের স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত যে২ পাঠ আবশ্যক হইবে সেই২ পাঠের বিধান করিবার নিমিত্ত।

(চ) এই আইনের কার্য্যসংক্রান্ত সকল বিষয়ে গোবীজের সরকারী টিকাদার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের কার্য্য পদ্ধতি প্রদর্শন নিমিত্ত।

এই সকল বিধি ও আজ্ঞা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১৩ আপ্রিল।]

SCHEDULE A.

(*See Section* 5.)

I, the undersigned, hereby certify that in my opinion , the child of , resident at , is not now in a fit and proper state to be vaccinated, and I do hereby postpone the vaccination for the period of two months from this date.—Dated this day of 18 .

(Signature of Medical Practitioner or Public Vaccinator.)

SCHEDULE B.

(*See Section* 6.)

I, the undersigned, hereby certify that I have three times unsuccessfully vaccinated , the child of , residing at (*or* that the child has already had small-pox, *as the case may be*), and I am of opinion that the said child is insusceptible of successful vaccination.—Dated this day of 18

(Signature of Medical Practitioner or Public Vaccinator.)

SCHEDULE C.

(*See Section* 7.)

I, the undersigned, hereby certify that , the child of age , resident at , has been successfully vaccinated by me.—Dated this day of 18

(Signature of Medical Practitioner or Public Vaccinator.)

SCHEDULE D.

(*See Section* 11.)

To .

Take notice that you are hereby required, under the provisions of the Bengal Vaccination Act, 1880, to submit yourself to a public vaccinator or medical practitioner within from the service of this notice for vaccination, and that in default of so doing you will be liable to a fine not exceeding Rs. 50.

The public vaccine station nearest your house is at . The days and hours for vaccination at that station are as follows :—

(*Here insert the days and hours when the public vaccinator is in attendance.*)

On your attending before a public vaccinator at the said station within the said hours on any of

A তফসীল।

(৫ ধারা দেখ।)

নিম্নস্বাক্ষরকারী আমি এতদ্দ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে, আমার মতে, অমুক স্থান বাসী শ্রীঅমুকের শিশুসন্তান শ্রীঅমুক এক্ষণে গোবীজের টিকা দিবার যোগ্য অবস্থায় নাই, এবং আমি এই তারিখ অবধি দুই মাস তাহার টিকা দেওয়া স্থগিত রাখিলাম।

১৮ সাল তাং

(চিকিৎসকের বা গোবীজের সরকারী টিকাদারের স্বাক্ষর।)

B তফসীল।

(৬ ধারা দেখ।)

নিম্নস্বাক্ষরকারী আমি এতদ্দ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে, অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুকের শিশুসন্তান শ্রীঅমুককে তিনবার গোবীজে টিকা দিয়া সফল হই নাই (অথবা, স্থলবিশেষে, ঐ শিশুর বসন্ত হইয়াছিল), এবং আমার মত এই যে উক্ত শিশু সফলরূপে গোবীজের টিকা গ্রহণাক্ষম।

১৮ সাল তাং

(চিকিৎসকের বা গোবীজের সরকারী টিকাদারের স্বাক্ষর।)

C তফসীল।

(৭ ধারা দেখ।)

নিম্নস্বাক্ষরকারী আমি এতদ্দ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে, অমুক স্থান বাসি এত বৎসর বয়স্ক শিশু শ্রীঅমুককে আমি গোবীজের যে টিকা দিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়াছে।

১৮ সাল তাং

(চিকিৎসকের বা গোবীজের সরকারী টিকাদারের স্বাক্ষর।)

D তফসীল।

(১১ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু

তোমাকে নোটিস দেওয়া যাইতেছে যে বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধানমতে তোমার প্রতি এই আদেশ হইল যে তুমি এই নোটিস পাইবার পর এত দিনের মধ্যে গোবীজের টিকা গ্রহণার্থে গোবীজের কোন সরকারী টিকাদারের নিকট অথবা কোন চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইবে, এবং তাহা না করিলে তোমার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অমুক স্থানে তোমার বাটীর অতি নিকটবর্ত্তী গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশন আছে। সেই ষ্টেশনে টিকাদানের দিন ও ঘণ্টা নিম্নলিখিত রূপ :—

(যেং দিন যেং ঘণ্টায় গোবীজের সরকারী টিকাদার উপস্থিত থাকেন, সেইং দিন ও ঘণ্টা এই স্থানে লিখ।)

উক্ত কোন দিনে ঐং ঘণ্টার মধ্যে উক্ত ষ্টেশনে, কিম্বা নগরস্থ গোবীজে টিকাদানের অন্য কোন সর-

the said days, or at any other public vaccine station in the town on the days and within the hours prescribed for public vaccination at such station, you will be vaccinated free of charge.

If you wish to be vaccinated at your own house the public vaccinator will attend there upon payment of a fee of eight annas together with any additional charge for his conveyance (if any).

Dated the of 18

Chairman of the Corporation,
or Magistrate of the district, as the case may be.

কারী ষ্টেশনে গোবীজে টিকাদানের যেং দিন ও ঘন্টা নির্দ্দিষ্ট থাকে তৎকালে তথায় গোবীজের কোন সরকারী টিকাদারের নিকটে উপস্থিত হইলে, বিনা মূল্যে তোমাকে গোবীজের টিকা দেওয়া যাইবে।

তুমি আপন গৃহে গোবীজের টিকা গ্রহণ করিতে চাহিলে, আট আনা ফী ও যানাদির নিমিত্ত যদি অতিরিক্ত খরচ লাগে তাহা দিলে গোবীজের সরকারী টিকাদার তথায় উপস্থিত হইবেন।

১৮ সাল তাং

সমবায়িত সমাজের সভাপতি।
অথবা, স্থলবিশেষে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।

SCHEDULE E.

(*See Section* 19.)

To

(*Here insert the name of the parent, guardian, or other person who gives information of the child's birth.*)

Take notice that the child of (*here enter the mother's name*), whose birth has this day been registered, must be vaccinated under the provisions of the Bengal Vaccination Act, 1880, within six months from the date of its birth, under a penalty of ten rupees.

The public vaccine station nearest to the house in which the child was born is at No.

The days and hours for vaccination at that station are as follows :—

(*Here insert the days and the hours when the Public Vaccinator is in attendance.*)

On your taking, or causing the child to be taken, to the public vaccinator at the said station within the said hours on any of the said days, or at any other public vaccine station in the city on the days and within the hours prescribed for public vaccination at such station, it will be vaccinated free of charge.

If you wish to have the child vaccinated at your own house the public vaccinator will attend there upon payment of a fee of eight annas together with any additional charge for his conveyance (if any).

You should be careful to have one of the annexed forms of certificates filled in by the public vaccinator, or, if you employ a private medical practitioner to vaccinate the child, by such medical practitioner,

---

E তফসীল।

(১৯ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু।

(যে জনয়িতা, অভিভাবক, বা অন্য ব্যক্তি শিশুর জন্মের সংবাদ দেন, এই স্থানে তাঁহার নাম দিবে।)

তোমাকে নোটিস দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীমতী অমুকের (এই স্থানে মাতার নাম দিবে) যে শিশু সন্তানের জন্ম অদ্য রেজিষ্টরী করা গেল, তাহাকে বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধানমতে জন্মের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে গোবীজের টিকা দিতে হইবে, না দিলে ১০৲ দশটাকা দণ্ড হইবে।

যে গৃহে শিশুর জন্ম হইয়াছে তাহার অতিনিকটবর্ত্তী গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশন অমুক রাস্তার এত নং বাটীতে আছে। ঐ ষ্টেশনে টিকাদানের দিন ও ঘন্টা নিম্নলিখিতমত।—

(যেং দিনে যেং ঘণ্টায় গোবীজের সরকারী টিকাদার উপস্থিত থাকেন এখানে তাহা লিখ।)

উক্ত কোন দিনে ঐ ২ ঘন্টার মধ্যে উক্ত ষ্টেশনে কিম্বা নগরস্থ গোবীজে টিকাদানের অন্য কোন সরকারী ষ্টেশনে গোবীজে টিকাদানের যেং দিন ও ঘন্টা নির্দ্দিষ্ট থাকে তৎকালে তথায় ঐ শিশুকে গোবীজের সরকারী টিকাদারের নিকট লইয়া বা লওয়াইয়া গেলে, বিনা মূল্যে গোবীজে তাহার টিকা দেওয়া যাইবে।

তুমি আপন গৃহে গোবীজে ঐ শিশুর টিকা দিতে চাহিলে আট আনা ফী ও যানাদির জন্য যদি অতিরিক্ত খরচ লাগে তাহা দিলে, গোবীজের সরকারী টিকাদার তথায় উপস্থিত হইবেন।

তুমি গোবীজের সরকারী টিকাদারের দ্বারা, কিম্বা উক্ত শিশুকে গোবীজের টিকা দিবার নিমিত্ত যদি তুমি কোন সামান্য চিকিৎসককে নিযুক্ত কর, ঐ চিকিৎসকের দ্বারা এতৎসংযুক্ত সর্টিফিকেটের এক খান পাঠ সাব-

and to keep the same in your possession. Any such certificate will be granted to you by a public vaccinator free of charge.

Dated the of 18

Registrar of Births.

SCHEDULE F.

(*See Section* 23.)

Register of Postponed Vaccinations for the District of

Consecutive number.	NAME OF CHILD.	BIRTH.		Date of certificate of postponement.		Signature of Registrar.
		Year	Number of entry in register.			
				1868.		
1	Ram Chunder Dass	1868	12	May ..	10	H. O.

থাবে পুরণ করাইয়া লইয়া আপনার নিকটে রাখিবে। গোর্ণমেন্টের কোন সরকারী টিকাদার বিনা মূল্যে তোমাকে ঐ সর্টিফিকেট দিবেন।

১৮ সাল তাং

জন্মের রেজিষ্ট্রার।

F তফসীল।

(২৩ ধারা দেখ।)

অমুক পল্লীর টিকাদান স্থগিত রাখিবার রেজিষ্টর।

ক্রমিক নম্বর।	শিশুর নাম।	জন্ম।		স্থগিত রাখিবার সর্টিফিকেটের তারিখ।	রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষর।
		বৎসর	রেজিষ্টরে লিখিত কথার নম্বর		
১	শ্রীরামচন্দ্র দাস	১৮৬৮	১২	১৮৬৮ মে। ১০	ক, চ

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

VACCINATION of children has been compulsory in the city of Bombay since the passing of Bombay Act I of 1877. The grounds upon which it is thought desirable to make it generally compulsory also in the town and suburbs of Calcutta are set forth in the following extract from a memorandum submitted to the Corporation by Dr. Charles, Superintendent General of Vaccination.

"The following propositions may be assumed as capable of proof. If any question should arise as to the advisability of accepting them without evidence, I shall be prepared to adduce the proofs when called upon.

"(*a*) The great majority of the *resident* population in Calcutta, amounting perhaps to such a high figure as one above that represented by 95 per cent., have accepted vaccination, or would accept it as a matter of course were there any children in the family, and would, if left to themselves, continue to have their children vaccinated.

"(*b*) Among the *floating* population any man, woman or child that can be caught by a vaccinator, can be, with greater or less difficulty, vaccinated. The exceptions to this proposition are so few as might possibly be represented by such a small figure as 1 per cent.

"(*c*) Besides the above classes there is a distinct and separate class, which consists chiefly of adult males among the floating population, who, from causes inseparably connected with the position, cannot be singled out or caught hold of by the vaccinators. Among this class a considerable percentage consists of unprotected persons. The percentage, though not a large one in itself, may be taken to represent a very considerable number indeed of unprotected persons, who constitute a source of great danger to Calcutta. These persons catch small-pox when it prevails, and form so many centres of contagion that it is very difficult for vaccinators to keep pace with an epidemic when it has once begun among them.

"(*d*) The vaccination, as it has been practised in Calcutta since the year 1864, though nominally only a voluntary system, has virtually amounted to compulsory vaccination. The law, it is true, does not compel a man to be vaccinated, but the Vaccination Department brings so much pressure to bear on the population that, so far as relates to any man, woman or child belonging to certain classes, their vaccination amounts almost to a certainty; the cases are few indeed in which repeated representations addressed to any unprotected persons fail in inducing them sooner or later to receive vaccination.

[*Government Gazette*, 13*th April* 1880.]

2. "Based on the knowledge of the above facts, the argument for compulsory vaccination simply amounts to this. Almost all the educated and the thinking members of the community have already accepted vaccination of their own accord. The uneducated and unthinking part of the population from one reason or another already undergo vaccination; the interests of neither will be affected by a vaccine law. The law will chiefly affect a number of adults who come to live among a vaccinated community. Although this number is small when calculated in relation to the general population, yet in itself it is so large as to constitute a very serious source of danger even to a protected population. It is chiefly these people who die during an epidemic of small-pox. A compulsory vaccination law would doubtless save some of their lives; it would do more than this: it would prevent these persons from becoming so many foci of contagion, which disseminate small-pox among a comparatively well vaccinated community, who are thus exposed to the inconveniences attending on an attack of this disease, although they have availed themselves of the only means at their command to ward off such a visitation."

Although the practice of inoculation has been prohibited by law since 1865, epidemics of small-pox have been not unfrequent, and the last which broke out in the early part of 1879 showed that further measures were necessary to protect the community against this dangerous preventible disease. The reports of the late Health Officer of the town and of the Superintendent of Vaccination in connection with this subject will be circulated as annexures to the Bill.

The measure is drafted mainly on the lines of the Bombay Act, supplemented by provisions for dealing with the case of unprotected adults and seamen. It is so arranged as to admit of the extension of its general sections to first and second class municipalities and other places in the interior. This power of extension has been introduced into the Bill at the request of Government.

It is proposed to provide, as in the Bombay Act, for the levy of a small fee in cases where the public vaccinators are required to attend at private houses. But these fees will in Calcutta be credited to the Corporation and devoted to the purposes of the Act. The Corporation will pay the cost of all vaccine establishments, but if the receipts from fees are insufficient to meet also the cost of supervision, the Government will, it is understood, contribute as at present the pay of the Assistant or Deputy Superintendents.

The Lieutenant-Governor is empowered to make rules arranging for the gratuitous vaccination of females who are prevented by their position from attending at the vaccine stations, and are too poor to pay fees.

The 13*th March* 1880. KRISTODAS PAL.

W. E. H. FORSYTH,

Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

১৮৭৭ সালের বোম্বাইয়ের ১ আইন বিধিবদ্ধ হওয়া অবধি বোম্বাই নগরে গোবীজে শিশুদের টিকাদান অমুল্লংঘনীয় হইয়াছে। কলিকাতায় ও তাহার শাখানগরে যে২ কারণে উহা সাধারণতঃ অমুল্লংঘনীয় করা বাঞ্ছনীয় বোধ হয়, গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট জেনরল ডাক্তার শ্রীযুত চার্লস্ সাহেব সমবায়িত সমাজে যে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন তাহার নিম্নোদ্ধৃত অংশে তৎসমুদয় বিবৃত আছে।

"নিম্নলিখিত কএকটি কথা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। প্রমাণ বিনা এই কথাগুলি গ্রহণ করা পরামর্শসিদ্ধ কি না, এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, আমি আদেশ পাইলেই প্রমাণ উপস্থিত করিতে প্রস্তুত থাকিব।

"(ক) কলিকাতাবাসী অধিকাংশ লোকে, বোধ হয় শতকরা ৯৫ জনেরও অধিক লোকে গোবীজের টিকা গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা গৃহে শিশুসন্তান থাকিলে গ্রহণ করিতেন, এবং আপন ইচ্ছানুসারে চলিলে স্বীয় শিশুসন্তানদিগকে গোবীজের টিকা দিতে থাকিবেন।

"(খ) নগরে য[illegible] ওকারি লোকের মধ্যে যে কোন পুরুষ কি স্ত্রী কি শিশুকে গোবীজের কোন টিকাদার ধরিতে পারে[illegible]ক কি অল্প কষ্ট করিয়া তাহাকে গোবীজের টিকা দেওয়া যাইতে পারে। এই কথার ব্যতিরেক[illegible] অল্প যে তাহা সম্ভবত শতকরা ১ জনের অধিক হইবে না।

"(গ) উক্ত দুই [illegible] লোক হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক্ আর এক শ্রেণীর লোক আছে। ইহারা প্রধানতঃ নগরে যাতায়াতকারী [illegible] প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। তাহাদের অবস্থানুষঙ্গিক হেতুবশতঃ গোবীজের টিকাদারেরা তাহাদিগকে বাছিয়া [illegible]িতে বা ধরিতে পারেন না। এই শ্রেণীর অনেকাংশ লোক [illegible]ক্ষিত। অংশতঃ বৃহৎ [illegible]ইহাও বহু সংখ্যক অরক্ষিত ব্যক্তি ইহার অন্তর্গত। ইহারা [illegible] পক্ষে বিষম বপন স্তর [illegible]। বসন্ত [illegible]গ প্রবল হইলে ইহারাই উক্ত রোগে আক্রান্ত হয় এবং রোগসঞ্চারের এত অধিক [illegible] হইয়া দাঁড়ায় [illegible] ইহাদের মধ্যে একবার মহামারী আরম্ভ হইলে পীড়ার সঙ্গে ২ চলা গোবীজের টিকাদারদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে।

"(ঘ) ১৮৬৪ সাল অবধি কলিকাতায় গোবীজে টিকাদানের যে প্রণালী চলিয়াছে, তাহা নামতঃ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত প্রণালী হইলেও কার্য্যতঃ বলপূর্ব্বক গোবীজের টিকাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্য বটে, আইনে গোবীজে টিকা দিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করিবার বিধান নাই; কিন্তু গোবীজে টিকাদানের কার্য্যবিভাগ লোকের উপর এত পীড়াপীড়ি করিয়া থাকেন, যে কোন ২ শ্রেণীর পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে তাহাদের গোবীজের টিকা গ্রহণ প্রায় নিশ্চয়; অরক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বারম্বার বলিলে তাহারা যে অগ্রপশ্চাৎ গোবীজের টিকা গ্রহণ করে না, এরূপ স্থল বাস্তবিক অল্প।

২। "উপরি লিখিত বৃত্তান্তের জ্ঞান মূল করিয়া, বলপূর্ব্বক গোবীজের টিকাদানের পক্ষে যুক্তি সামান্যতঃ এই হইতেছে। সমাজের প্রায় সমুদয় শিক্ষিত ও বিবেচক ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গোবীজে টিকাদান প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। অশিক্ষিত ও অবিবেচক লোকেও কোন না কোন কারণে গোবীজের টিকা লইয়া থাকে। সুতরাং গোবীজের টিকা বিষয়ক আইন দ্বারা উভয় দলের মধ্যে কাহারও স্বার্থহানি হইবে না। গোবীজের টিকা গ্রহণকারি সমাজের মধ্যে বাস করিবার নিমিত্ত যে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ আসিয়া থাকেন, তন্মধ্যে কতকগুলি লোক প্রধানতঃ আইনের কার্য্যদ্বারা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবেন। জন সাধারণের সহিত তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা কম হইলেও, স্ব[illegible]ঃ ঐ সংখ্যা এত অধিক যে রক্ষিত লোকদের সম্বন্ধে তাঁহারা অতি বিষম বিপত্তির মূল হইতে পারেন। বসন্তের মহামারী উপস্থিত হইলে এই সকল লোকই প্রধানতঃ মারা যায়। গোবীজে টিকা দিবার অমুল্লংঘনীয় আইন হইলে, ইহাদের মধ্যে কিয়দংশ লোকের জীবন নিঃসন্দেহ রক্ষা পাইবে। ইহাতে অধিকতর ফল হইবারও সম্ভাবনা। এই সকল ব্যক্তিগণ রোগ সঞ্চারের ভিন্ন ২ কেন্দ্র স্বরূপ হইবেন না। এই সকল কেন্দ্র হইতে অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত সমাজেও বসন্ত রোগ প্রবেশ করে। উক্ত রোগের আক্রমণ নিবারণার্থ যে উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিলেও, ঐ সমাজের এইরূপে উক্ত আক্রমণ জনিত কষ্টভোগ করিতে হয়।"

যদিও ১৮৬৫ সাল অবধি বসন্তবীজে টিকা দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, বসন্ত রোগের মহামারী বিরল হয় নাই; শেষবার ১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে যে প্রকার মহামারী হয় তাহাতে এই ভয়ঙ্কর নিবারণসাধ্য ব্যাধির আক্রমণ হইতে জন সাধারণের রক্ষা করণার্থ আরো উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, দৃষ্ট হইয়াছে। এই বিষয় সম্বন্ধে নগরের ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব ও গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে২ রিপোর্ট করেন, এই পাণ্ডুলিপির সঙ্গে সেই২ রিপোর্ট প্রেরণ করা যাইবে।

[*Government Gazette*, 13th *April* 1880.]

এই পাণ্ডুলিপি সাধারণতঃ বোম্বাইর আইন অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত করা গিয়াছে, ও অরক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ও নাবিকদের সম্বন্ধীয় বিধান তাহাতে যোগ করা গিয়াছে। আইনের বিধানগুলি এরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, ইহার সাধারণ ধারাগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটীতে ও মফঃসলের অন্য স্থানে চালান যায়। এই প্রকার চালাইবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া গিয়াছে।

সামান্য কোন ব্যক্তির গৃহে গোবীজের সরকারী টিকাদারকে উপস্থিত হইতে আদেশ দেওয়া গেলে, বোম্বাইর আইনের ন্যায় কিঞ্চিৎ ফী আদায় করিবার বিধান করণার্থ প্রস্তাব করা গিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা নগরে এই ফী সংবায়িত সমাজের নামে জমা দেওয়া যাইবে ও আইনের উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রয়োগ করা যাইবে। সমবায়িত সমাজ গোবীজে টিকাদানের সমস্ত সেরেস্তার খরচ দিবেন; কিন্তু প্রাপ্ত ফী হইতে তত্ত্বাবধানের খরচেরও সঙ্কুলান না হইলে, গবর্ণমেণ্ট এক্ষনকার ন্যায় আসিস্টাণ্ট বা ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের বেতন দিবেন, ইহা বুঝিতে হইবে।

যে স্ত্রীলোকেরা আপনাদের পদ মর্য্যাদানুসারে গোবীজে টিকাদানের কোন ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে পারে না অথচ এত নির্দ্ধন যে ফী দিতেও পারে না, বিনা মূল্যে গোবীজে তাহাদের টিকা দিবার বিধান করিয়া বিধি প্রণয়ন করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ক্ষমতা অর্পিত হইল।

কৃষ্ণদাস পাল।

১৮৮০ সাল ১৩ মার্চ।

ডবলিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 20, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ২০ আপ্রিল।

PART VI.

Bill of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following report of the Select Committee, together with the Bill as amended by them, is, by order of the President, published for general information:—

WE, the members of the Select Committee appointed to consider the Bill to amend the Howrah Bridge Act, 1871, have the honor to make the following report:—

We have considered the Bill and made a few verbal alterations.

We recommend that the Bill be passed.

A. MACKENZIE.
J. O'KINEALY.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

সিলেক্ট কমিটীর পশ্চাল্লিখিত রিপোর্ট তাঁহাদের সংশোধিত পাণ্ডুলিপিসমেত শ্রীযুত প্রেসিডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।

হাবড়ার সেতুবিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটীর সভ্য আমরা তৎসম্বন্ধে সসম্ভ্রমে নিম্নলিখিত রিপোর্ট দিতেছি।

আমরা পাণ্ডুলিপি বিবেচনা করিয়া দেখিয়া ভাষাগত কএকটি পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

আমাদের পরামর্শ এই যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হউক।

এ, মাকেঞ্জি,
জে, ওকিনেলী।

THE following Bill was read in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for the purpose of making Laws and Regulations on the 25th March 1880, and was referred to a Select Committee with instructions to report at the next meeting of the Council :—

A Bill to amend the Howrah Bridge Act, 1871.

Preamble.

WHEREAS under the sanction of the Lieutenant-Governor of Bengal the Commissioners for making improvements in the Port of Calcutta, being the Commissioners appointed under Bengal Act IX of 1871, have for some time past been running steamers from Calcutta to Howrah and back, and carrying passengers and goods therein, and employing tugs and other boats in towing vessels through the bridge and generally in the service of the bridge, and it is expedient that they should continue to own and work such steamers, tugs, and boats for the purposes aforesaid, and also that the said Commissioners should have power to build, purchase, provide, or procure steam-vessels and tugs and other craft and employ the same for any purposes aforesaid: It is hereby enacted as follows :—

To be part of Bengal Act IX, 1871.

1.—This Act shall be, and shall be deemed to have always been, a part of Bengal Act IX of 1871.

Commissioners may procure or build and run steam vessels, &c., in the port of Calcutta;

2.—It shall be lawful for the Commissioners, with the sanction of the Lieutenant-Governor of Bengal, to build or acquire in any manner whatsoever such steam or other vessels as they may think fit, and to employ the same or any of them in towing vessels through the bridge and generally in the service of the bridge, and also in carrying goods, merchandize, and passengers to and from such places in Calcutta and Howrah as may from time to time be fixed by the Lieutenant-Governor, and to book and receive goods, merchandize, and passengers at any such places, and to make and levy such fees and charges as may from time to time be prescribed by the Lieutenant-Governor for the aforesaid duties and services.

and may book goods and passengers.

[*Government Gazette, 20th April* 1880.]

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮০ সালের ২৫ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া মন্ত্রিসভার পরবর্ত্তি অধিবেশনে রিপোর্ট দিবার আদেশসহ সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।

হাবড়ার সেতুবিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতিক্রমে কলিকাতা বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনরগণ ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমতে নিযুক্ত কমিশ্যনরস্বরূপ কলিকাতা হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত ও হাবড়া হইতে কলিকাতাপর্য্যন্ত কিয়ৎকালাবধি বাষ্পীয় পোত চালাইতেছেন, ও তাহাতে আরোহী ও মাল লইয়া যাইতেছেন, ও সেতুর নীচে দিয়া জাহাজাদি টানিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত ও সাধারণতঃ সেতুর কর্ম্মে টগ ও অন্যরূপ নৌকা নিয়োজিত রাখিয়াছেন; এবং তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ঐ২ কার্য্য নিমিত্ত উক্তরূপ বাষ্পীয় পোত ও টগ ও নৌকার স্বামী থাকিয়া তাহা চালাইতে থাকেন, এবং বাষ্পীয় পোত ও টগ ও অন্য নৌকা নির্ম্মাণ করিতে বা ক্রয় করিতে বা যোগাইতে বা পাইতে পারেন ও তাহা পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের একাংশস্বরূপ হইবার কথা।

১ ধারা। এই আইন ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের একাংশস্বরূপ হইবে ও নিয়ত ঐ আইনের একাংশস্বরূপ ছিল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কলিকাতাবন্দরে কমিশ্যনরদের বাষ্পীয় পোতাদি পাইতে বা নির্ম্মাণ করিতে ও চালাইতে পারিবার কথা।

২ ধারা। কমিশ্যনরগণ, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতিক্রমে, যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ বাষ্পীয় বা অন্য পোত নির্ম্মাণ করিতে অথবা যে কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এবং তৎসমুদয় বা তন্মধ্যে কোন খান সেতুর নীচে দিয়া জাহাজাদি টানিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত ও সাধারণতঃ সেতুর কর্ম্মে ও শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ কলিকাতার ও হাবড়ার যে২ স্থান নির্দ্ধারিত করেন সেই২ স্থান হইতে বা পর্য্যন্ত মাল ও বাণিজ্যদ্রব্য ও আরোহী লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিয়োজিত রাখিতে পারিবেন এবং ঐ২ স্থানে মাল ও বাণিজ্যদ্রব্য ও আরোহী লিখিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন ও পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ও কর্ম্মনিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ যে ফী ও খরচ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই ফী ও খরচ ধার্য্য ও আদায় করিতে পারিবেন।

মাল ও আরোহী লিখিয়া লইতে পারিবার কথা।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

The Commissioners for the Hooghly Bridge under Act IX of 1871 have for years under Government sanction maintained the steam ferry between Armenian Ghât and Howrah, which is used when the bridge is open and which carries goods for the East Indian Railway Company at other times. They also employ tugs for hauling vessels through the bridge. The present Act gives them no power to spend money on such objects; and in connection with traffic arrangements rendered necessary by the transfer of the Armenian Ghât premises from the East Indian Railway Company to the Commissioners, it is deemed desirable to declare formally that the Commissioners have the powers they now exercise under a mere executive sanction.

A. Mackenzie.

The 25th March 1880.

W. E. H. Forsyth,
Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

১৮৭১ সালের ৯ আইনমত হুগলী নদীর সেতুর কমিশ্যনরগণ গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে আর্ম্মাণীঘাট ও হাবড়ার মধ্যে কয়েক বৎসর বাষ্পায় খেয়ার নৌকা রাখিয়াছেন। সেতু খুলিয়া ফেলিলে ঐ নৌকার ব্যবহার হয় ও অন্য সময়ে তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মাল লইয়া যাতায়াত করে। কমিশ্যনরগণ আবার সেতুর নীচে দিয়া জাহাজাদি টানিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত টগ নিয়োজিত করিয়া থাকেন। এই সকল কার্য্যে অর্থব্যয় করিবার কোন ক্ষমতা এই আইনে তাঁহাদের প্রতি অর্পিত হইতেছে না; এবং আর্ম্মাণীঘাটের বাটীপ্রভৃতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে কমিশ্যনরদের হস্তে আসাতে বাণিজ্যের যেং বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ইহা যথারীতি ব্যক্ত করা বাঞ্ছনীয় বোধ হয় যে কমিশ্যনরেরা এক্ষণে কেবল একজেকিটিব গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যেং ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের সেইং ক্ষমতা আছে।

এ, মাকেঞ্জি।

১৮৮০ সাল ২৫ মার্চ।

ডবলিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M. A. and B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 27, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ২৭ আপ্রিল।

PART VI.

Bill of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE following report of the Select Committee, together with the Bill as amended by them, is, by order of the President, published for general information :—

WE, the undersigned members of the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal, to whom *The Bill to make Vaccination compulsory* was referred, have the honor to make the following report.

We were favoured with the attendance of Drs. Charles and McLeod, and Mr. Beverley, the Chairman of the Corporation.

We have extended the application of the Act in the first instance to the Port of Calcutta, and as regards its extension hereafter we have adopted a section from the Punjab Municipal Act, 1873, which it is understood will also be embodied in the Vaccination Bill now pending before the Governor-General's Council. This section gives every inhabitant of a town or area, in respect of which Government has declared its intention of extending the Act, power to object to such extension, and the local Government is bound thereupon to consider such objection. We have provided that the notification of extension shall be published in the Gazette, and proclaimed in the vernacular of the place affected in such manner as the Lieutenant-Governor may direct.

We have given definitions of the town, port, and suburbs of Calcutta. To meet the case of unprotected children who have no parents or guardians, we have made it clear that they come under the definition of unprotected persons.

In section 3 we have changed "three months" into "six months," and "within one year" to "within one year and three months."

In the last clause of the same section we have inserted words to show that a child may be vaccinated by a public vaccinator at its own dwelling.

In section 4 we have provided that a public vaccinator shall be bound to visit children for purposes of inspection and free of charge.

We have omitted the last clause of section 5 as unnecessary.

In section 6 we have required the endorsement of the Superintendent of Vaccination to the certificate of insusceptibility of vaccination.

In section 13 we have given the Health Officer the powers of the Superintendent of Vaccination in respect of all unprotected persons arriving in the port of Calcutta.

In section 14 we have given the Corporation of Calcutta a general power to appoint public vaccine stations and public vaccinators, and in the following section we have empowered them to make rules for certain purposes.

In case the work thrown on Registrars of Births, by sections 19 to 23, should prove too onerous, we have given the Lieutenant-Governor power to entrust their duties in connection with vaccine registration to other officers.

In section 26 we have made it clear that the Magistrate may, whether the child is produced or not before him, order it to be vaccinated, and that if the child is vaccinated in his presence the parent or guardian thereof may be fined a sum not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette*, *27th April* 1880.]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

সিলেক্ট কমিটীর পশ্চাল্লিখিত রিপোর্ট তাঁহাদের সংশোধিত পাণ্ডুলিপি সমেত শ্রীযুত প্রেসিডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার নিম্নস্বাক্ষরকারী সদস্য আমাদের হস্তে গোবীজের টিকাদান অনুল্লংঘনীয় করিবার আইনের পাণ্ডুলিপি অর্পিত হয়; আমরা সসম্ভ্রমে তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত রিপোর্ট দিতেছি।—

ডাক্তর শ্রীযুত চার্লস সাহেব ও মাকলিয়ড সাহেব ও সমবায়িত সমাজের সভাপতি শ্রীযুত বেবরলী সাহেব অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আমরা আইনের ব্যাপ্তি স্থূল বৃদ্ধি করিয়া ইহা প্রথমেই কলিকাতা বন্দরের প্রতি বর্ত্তাইয়াছি, এবং পরে ইহার ব্যাপ্তি বাড়াইবার সম্বন্ধে আমরা ১৮৭৩ সালের পঞ্জাব মুনিসিপল আইনের একটি ধারা গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় এক্ষণে গোবীজে টিকাদানের যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত আছে, ঐ ধারাটি তাহারও অঙ্গীভূত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। যে নগরে বা স্থানে গবর্ণমেণ্ট এই আইন চালাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এই ধারায় সেই নগরের বা স্থানের প্রত্যেক অধিবাসীকে ঐ আইন চালান সম্বন্ধে আপত্তি করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে। আপত্তি হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে বাধ্য হইবেন। আমরা বিধান করিয়াছি যে আইন চালাইবার বিজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে আইন চালাইবার স্থানের চলিত ভাষায় তাহার ঘোষণা করা যাইবে।

আমরা কলিকাতা নগরের ও বন্দরের ও কলিকাতার শাখানগরের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি। যে সকল অরক্ষিত শিশুদের জনয়িতা বা অভিভাবক নাই, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি যে তাহারা অরক্ষিত ব্যক্তিদের লক্ষণের অন্তর্গত।

৩ ধারায় আমরা "তিন মাস" কথার পরিবর্ত্তে "ছয় মাস" করিয়াছি, এবং "এক বৎসর মধ্যে" এই কথার পরিবর্ত্তে "এক বৎসর তিন মাস মধ্যে" এই পাঠ করিয়াছি।

কোন শিশুকে তাহার গৃহেই গোবীজের সরকারী টিকাদার টিকা দিতে পারেন, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা ঐ ধারার শেষ প্রকরণে কএকটি শব্দ বসাইয়াছি।

৪ ধারায় আমরা বিধান করিয়াছি যে, গোবীজের সরকারী টিকাদার শিশুদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত বিনামূল্যে তাহাদিগকে দেখিতে যাইবেন।

আমরা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া ৫ ধারার শেষ প্রকরণটি উঠাইয়া দিয়াছি।

৬ ধারায় আমরা গোবীজের টিকাগ্রহণাক্ষমতার সর্টিফিকেটে গোবীজে টিকাদানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পৃষ্ঠলিপি করিবার আদেশ করিয়াছি।

কলিকাতাবন্দরে যে সকল অরক্ষিত ব্যক্তি আইসে, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা ১৩ ধারায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের প্রতি গোবীজে টিকাদানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা দিয়াছি।

১৪ ধারায় আমরা কলিকাতার সমবায়িত সমাজের প্রতি গোবীজে টিকাদানের সরকারী স্টেশন স্থাপন ও গোবীজের সরকারী টিকাদার নিয়োগ করিবার সাধারণক্ষমতা অর্পণ করিয়াছি, এবং পরবর্ত্তি ধারায় কোন ২ কার্য্যনিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদিগকে দিয়াছি।

১৯ অবধি ২৩ পর্য্যন্ত ধারায় জন্মের রেজিষ্ট্রারদের প্রতি যে কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত গুরু হইয়া উঠিলে, গোবীজের টিকাদান রেজিষ্টরীকরণ সম্বন্ধে তাহাদের যে ২ কর্ম্ম করিতে হয়, অন্য কার্য্যকারকদের প্রতি সেই ২ কর্ম্মের ভার অর্পণ করিবার ক্ষমতা আমরা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে দিয়াছি।

২৬ ধারায় আমরা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছি যে, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে শিশুকে উপস্থিত করা যাউক বা না যাউক, তিনি গোবীজে তাহার টিকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার সম্মুখে গোবীজে ঐ শিশুর টিকা দেওয়া গেলে, জনয়িতার বা অভিভাবকের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৭ আপ্রিল।]

We have limited the period of a prosecution under section 28, to twelve months from the commission of the offence.

We have struck out section 30.

In section 33 we have omitted (*a*), and empowered the Lieutenant-Governor to regulate the fees to be paid outside Calcutta, the Corporation being empowered, under section 15, to fix the scale in the town of Calcutta.

We have made a few verbal alterations, and recommend that the Bill as amended by us be passed.

A. MACKENZIE.
KRISTODAS PAL.
J. B. KNIGHT.
PEARY MOHUN MOOKERJEE.
C. D. FIELD.
J. O'KINEALY.
SYED AMEER HOSEIN.

The 25th March 1880.

২৮ ধারামতে যে অভিযোগ করা যায়, আমরা অপরাধ করণাবধি বার মাস পর্য্যন্ত তাহার মিয়াদের সীমা করিয়াছি।

আমরা ৩০ ধারা উঠাইয়া দিয়াছি।

৩১ ধারায় আমরা (ক) প্রকরণটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং কলিকাতার বাহিরে যে ফী দিতে হইবে তাহার বিধান করিবার ক্ষমতা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবকে দিয়াছি। কলিকাতা নগরে যে হার হইবে, তাহা ধার্য্য করিবার ক্ষমতা ১৫ ধারায় সমবায়িত সমাজের প্রতি অর্পিত হইয়াছে।

আমরা ভাষাগত কএকটি পরিবর্ত্তন করিয়াছি, এবং আমাদের পরামর্শ এই যে পাণ্ডুলিপি আমাদের কৃত সংশোধিতাকারে বিধিবদ্ধ হউক।

এ, মাকেঞ্জি
কৃষ্ণদাস পাল।
জে, বি, নাইট।
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।
সি, ডি, ফীল্ড।
জে, ওকিনেলী।
সৈয়দ আমীর হোসেন।

১৮৮০ সাল ২৫ মার্চ।

A Bill to make Vaccination compulsory.

Preamble.

Whereas it is expedient to make vaccination compulsory in the Town, Port, and Suburbs of Calcutta, and in other towns and selected local areas in the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal, to which this Act may be hereafter extended: It is hereby enacted as follows:—

Preliminary.

Short title.

1. This Act may be called "The Bengal Vaccination Act, 1880;"

Extent.

It applies in the first instance only to the Town, Port, and Suburbs of Calcutta as hereinafter defined.

Power to extend Act to towns and local areas.

But the Lieutenant-Governor may, by notification published in the *Calcutta Gazette*, declare his intention to extend this Act, or any of its provisions, to any town or selected local area in the territories administered by him.

Any inhabitant of such town or area objecting to such extension may, within six weeks from the said publication, send his objection in writing to the Secretary to the Government of Bengal, and the Lieutenant-Governor shall take such objection into consideration.

When six weeks from the said publication have expired, the Lieutenant-Governor, if no such objections have been sent as aforesaid, or (where such objections have been so sent in) if in his opinion they are insufficient, may by like notification effect the proposed extension.

The Lieutenant-Governor shall cause the substance of any notification mentioned in this section to be proclaimed and notified within the town or area affected by the same, in the vernacular of such town or area, by such means, and in such manner as he may direct.

Commencement.

This Act shall come into force from the day on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General; but its operation in any place may at any time be suspended by the Lieutenant-Governor by notification in the said *Gazette*.

[*Government Gazette*, 27*th April* 1880.]

গোবীজে টিকাদান অনুল্লংঘনীয় করিবার আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

কলিকাতা নগরে ও বন্দরে ও কলিকাতার শাখানগরে ও বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশের অন্তর্গত অন্য যে নগরে ও নির্ব্বাচিত স্থানে এই আইন পরে চালান যায় তথায় গোবীজে টিকাদান অনুল্লংঘনীয় করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

এই আইন প্রথমতঃ কেবল পশ্চাল্লিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট কলিকাতা নগরে ও বন্দরে ও কলিকাতার শাখা নগরে প্রচলিত হইবে;

কোন নগরে বা স্থানে আইন চালাইতে পারিবার কথা।

কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার শাসনাধীন দেশের অন্তর্গত কোন নগরে বা নির্ব্বাচিত স্থানে এই আইন কিম্বা ইহার কোন বিধান চালাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিবেন।

ঐ আইন চালাইবার সম্বন্ধে উক্ত নগর বা স্থানবাসী কাহারও আপত্তি থাকিলে, তিনি উক্ত কথা প্রকাশ হওনাবধি ছয় সপ্তাহ মধ্যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের নিকট আপত্তি লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন, এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

উক্ত কথা প্রকাশ হওনাবধি ছয় সপ্তাহ গত হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আপত্তি পাঠান না গেলে, অথবা তদ্রূপ আপত্তি পাঠান গেলেও শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মতে তাহা যথেষ্ট না হইলে, তিনি পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞাপন পত্র দ্বারা আইন চালাইবার প্রস্তাব ফলবৎ করিতে পারিবেন।

এই ধারার উল্লিখিত কোন বিজ্ঞাপন যে নগর বা স্থান সম্পর্কীয় হয়, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঐ বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম সেই নগরের বা স্থানের চলিত ভাষায় তথায় যে উপায়ে ও যে প্রকারে ঘোষণা ও প্রচার করিবার আজ্ঞা করেন সেই উপায়ে ও সেই প্রকারে ঘোষণা ও প্রচার করাইবেন।

আরম্ভ।

এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায়, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে; কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে কোন সময়ে কোন স্থানে ইহার কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন।

2. In this Act—unless there be something repugnant in the subject or context—

Interpretation clause.

"Town of Calcutta" includes all places within the local limits of the ordinary original jurisdiction of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal:

"Town of Calcutta."

"Port of Calcutta" means the Port of Calcutta subject to the jurisdiction of the Commissioners appointed under Bengal Act V of 1870:

"Port of Calcutta."

"Suburbs of Calcutta" means the suburbs defined by the notification of the 10th September 1877, and published in the *Calcutta Gazette* of the 26th September 1877:

"Suburbs of Calcutta."

"Parent" includes the father and mother of a legitimate child, and the mother of an illegitimate child:

"Parent."

"Guardian" means any person to whom the care, nurture, or custody of any child falls by law, or by natural right or recognized usage, or who has accepted or assumed the care, nurture, or custody of any child, or to whom the care or custody of any child has been entrusted by any authority lawfully authorized in that behalf:

"Guardian."

"Public vaccinator" means any vaccinator appointed under this Act, or any person duly authorized to act for such public vaccinator:

"Public vaccinator."

"Medical practitioner" means any person duly qualified by a diploma, degree, or license, to practise in medicine or surgery, or specially licensed by the Lieutenant-Governor to practise vaccination and grant certificates under the provisions of this Act:

"Medical practitioner."

"Unprotected child" means a child who has not been protected from small-pox by having had that disease either naturally or by inoculation, or by having been successfully vaccinated, and who has not been certified under the provisions of this Act to be insusceptible of vaccination:

"Unprotected child."

"Unprotected person" includes a child who has no parent or guardian, and means a person who has not been protected from small-pox by having had that disease either naturally or by inocula-

"Unprotected person."

২ ধারা। এই আইনে বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে,

অর্থকরণের ধারা।

"কলিকাতা নগর" শব্দে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদৌ নিয়মিত বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত সমুদয় স্থান গণ্য।

"কলিকাতা নগর।"

"কলিকাতা বন্দর" শব্দে ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে নিযুক্ত কমিশানরদের আধিপত্যাধীন কলিকাতা বন্দর বুঝাইবে।

"কলিকাতার বন্দর।"

"কলিকাতার শাখানগর" শব্দে ১৮৭৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের যে বিজ্ঞাপন ১৮৭৭ সালের ২ অক্টোবরের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায়, সেই বিজ্ঞাপনের নির্দ্দিষ্ট শাখানগর বুঝাইবে।

"কলিকাতার শাখানগর।"

"জনয়িতা" শব্দে ঔরস সন্তানের পিতা ও মাতা ও জারজ সন্তানের মাতা বুঝাইবে।

"জনয়িতা।"

আইন বা স্বাভাবিক স্বত্ব বা প্রচলিত রীতিক্রমে যে ব্যক্তির উপর কোন শিশুর যত্ন বা পালন বা রক্ষা করিবার ভার পড়ে, অথবা যে ব্যক্তি কোন শিশুর যত্ন বা পালন বা রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন বা লন, কিম্বা আইনমতে এতদর্থে ক্ষমতাপন্ন কোন কর্তৃপক্ষ যে ব্যক্তির প্রতি কোন শিশুর যত্ন বা রক্ষা করিবার ভার অর্পণ করেন, "অভিভাবক" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

"অভিভাবক।"

"গোবীজের সরকারী টিকাদার" শব্দে এই আইনমতে নিযুক্ত কোন টিকাদার বুঝাইবে, এবং যে কোন ব্যক্তি উক্ত সরকারী টিকাদারের কর্ম্ম করিতে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"গোবীজের সরকারী টিকাদার।"

"চিকিৎসক" শব্দে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী বা লাইসেন্স পাইয়া ঔষধ প্রয়োগ বা অস্ত্র চিকিৎসা করিতে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি অথবা এই আইনের বিধানমতে গোবীজের টিকা ও সার্টিফিকেট দিবার বিশেষ লাইসেন্স শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে ব্যক্তিকে দেন সেই ব্যক্তি বুঝাইবে।

"চিকিৎসক।"

আপনা আপনি অথ। বসন্ত বীজের টিকাযোগে বসন্ত রোগ না হওয়াতে অথবা গোবীজের সফলরূপ টিকা না হওয়াতে যে শিশু বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষিত নহে এবং যে গোবীজের টিকা গ্রহণাক্ষম বলিয়া এই আইনের বিধানমতে সার্টিফিকেট পায় নাই, তাহাকে "অরক্ষিত শিশু" বলা যায়।

"অরক্ষিত শিশু।"

যে শিশুর জনয়িতা বা অভিভাবক নাই "অরক্ষিত ব্যক্তি" শব্দে সেই শিশু গণ্য, এবং আপনা আপনি অথবা বসন্ত বীজের টিকাযোগে বসন্তরোগ না হওয়াতে যে ব্যক্তি বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষিত নহে ও যে

"অরক্ষিত ব্যক্তি।

tion, or by having been successfully vaccinated, and who has not been certified under this Act to be insusceptible of vaccination:

"Section"

'Section" means a section of this Act.

VACCINATION OF CHILDREN.

Parent or guardian of children born in compulsory limits,

3. The parent or guardian of every child born in any place to which this Act applies as above provided or may hereafter be extended shall, within one year after the birth of such child; and

and of unprotected children brought to reside in such limits,

the parent or guardian of every unprotected child under the age of fourteen years brought to reside, whether temporarily or permanently, in such place aforesaid shall, within six months after such child's arrival in such place, or, if the child be at the time of its arrival less than one year old, within one year and three months after its birth; and

or living in such limits at the date of this Act coming into force,

the parent or guardian of every unprotected child living in such place at the date of this Act coming into force therein, and whose age at such date exceeds one year, but does not exceed fourteen years, shall, within six months from the said date,

must procure their vaccination.

take it, or cause it to be taken, to a public vaccine station to be vaccinated, or shall, within such period as aforesaid, cause it to be vaccinated by some medical practitioner or public vaccinator,

Public vaccinator is bound to vaccinate all children brought to him.

and any public vaccinator to whom such child, or to whom any child under the age of fourteen years, is brought for vaccination, at such vaccine station, or who is requested to vaccinate such child elsewhere than at a public vaccine station, is hereby required, with all reasonable despatch, subject to the conditions hereinafter mentioned, to vaccinate such child.

Inspection.

4. At an appointed hour, upon the same day in the following week, after vaccination shall have been performed by a public vaccinator or a medical practitioner, or on an earlier day if the public vaccinator or medical practitioner so desires, the parent or guardian shall cause the child to be inspected by the public vaccinator or medical

গোবীজের টিকা গ্রহণাক্ষম বলিয়া এই আইনের বিধানমতে সর্টিফিকেট পায় নাই, তাহাকে "অরক্ষিত ব্যক্তি" বলা যায়।

"ধারা।"

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

গোবীজে শিশুদের টিকা দিবার বিধি।

নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে জাত শিশুদের,

৩ধারা। যে কোন স্থানে এই আইন পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে প্রচলিত হয় বা পরে চালান যায়, সেই স্থানজাত প্রত্যেক শিশুর জনয়িতা বা অভিভাবক উক্ত শিশুর জন্মের পর এক বৎসর মধ্যে; ও

উক্ত সীমার মধ্যে বাস করিবার নিমিত্ত আনীত অরক্ষিত শিশুদের,

চতুর্দ্দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক যে প্রত্যেক অরক্ষিত শিশু কিয়ৎকালের জন্য বা স্থায়িভাবে পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস করিবার নিমিত্ত আনীত হয়, তাহার জনয়িতা বা অভিভাবক উক্ত শিশুর ঐ স্থানে পঁহুছিবার পর ছয় মাস মধ্যে, অথবা পঁহুছিবার সময়ে শিশুর বয়স এক বৎসরের কম হইলে, উহার জন্মের পর এক বৎসর তিন মাস মধ্যে; ও

বা এই আইন প্রবল হইবার তারিখে উক্ত সীমার মধ্যে যে অরক্ষিত শিশুরা থাকে তাহাদের জনয়িতা ও অভিভাবক,

এই আইন যে তারিখে উক্ত স্থানে প্রবল হয়, সেই তারিখে তথায় যে প্রত্যেক অরক্ষিত শিশু থাকে ও যাহার বয়স ঐ তারিখে এক বৎসরের অধিক কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসরের অনধিক হয়, তাহার জনয়িতা বা অভিভাবক উক্ত তারিখ অবধি ছয় মাস মধ্যে,

গোবীজে তাহাদের টিকা দেওয়াইবেন ইহার কথা।

ঐ শিশুকে গোবীজে টিকা দিবার নিমিত্ত গোবীজে টিকাদানের কোন সরকারী ষ্টেশনে লইয়া বা লওয়াইয়া যাইবেন, অথবা পূর্ব্বোক্ত কালমধ্যে কোন চিকিৎসক বা গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার দ্বারা তাহার গোবীজের টিকা দেওয়াইবেন।

গোবীজের সরকারী টিকাদারের নিকট যে সকল শিশু আনীত হয়, তাঁহার তাহাদিগকে গোবীজে টিকা দিতে হইবার কথা।

ঐ প্রকার গোবীজে টিকাদানের ষ্টেশনে গোবীজের যে সরকারী টিকাদারের নিকট উক্তরূপ শিশু বা চতুর্দ্দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন শিশু গোবীজে টিকাদান নিমিত্ত আনীত হয়, অথবা গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশন ছাড়া অন্যত্র উক্তরূপ শিশুকে টিকা দিবার নিমিত্ত যাঁহার নিকট অনুরোধ হয়, তাঁহার প্রতি এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে যুক্তিমত যত শীঘ্র হইতে পারে গোবীজে ঐ শিশুর টিকা দিবেন।

দেখিবার কথা।

৪ধারা। গোবীজের সরকারী কোন টিকাদার বা কোন চিকিৎসক গোবীজের টিকা দিলে, পরবর্ত্তি সপ্তাহের সেই বারে অথবা সরকারী টিকাদারের বা চিকিৎসকের ইচ্ছামত তৎপূর্ব্ব কোন বারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্ত জনয়িতা বা অভিভাবক, যে সরকারী টিকাদার বা চিকিৎসক টিকা দেন, তিনি যাহাতে উক্ত কার্য্যের ফল নির্ণয় করিতে পারেন তন্নিমিত্ত তাঁহার দ্বারা ঐ

practitioner by whom the operation was performed, that the result of the operation may be ascertained; and it shall be the duty of any public vaccinator who has vaccinated a child elsewhere than at a public vaccine station to visit the child at the time and for the purpose abovementioned, whether he is requested to do so or not.

Repetition of vaccination.

In the event of the vaccination being unsuccessful, such parent or guardian shall, if the public vaccinator or medical practitioner so direct, cause the child to be forthwith again vaccinated and subsequently inspected as on the previous occasion.

No fee shall be charged by a public vaccinator for anything done by him under this section.

If child be unfit for vaccination, certificate in form A to be given,

5. If any public vaccinator or medical practitioner shall be of opinion that any child is not in a fit state to be vaccinated, he shall forthwith deliver to the parent or guardian of such child a certificate under his hand according to the form of Schedule A hereto annexed, or to the like effect, that the child is then in a state unfit for vaccination.

which shall remain in force for three months, but shall be renewable.

The said certificate shall remain in force for three months only, but shall be renewable for successive periods of three months until a public vaccinator or medical practitioner shall deem the child to be in a fit state for vaccination, when the child shall, with all reasonable despatch, be vaccinated and a certificate of successful vaccination given in the form of Schedule C hereto annexed, according to the provisions of section 7, if warranted by the result.

Provision for giving certificates of insusceptibility of successful vaccination.

6. If any public vaccinator or medical practitioner shall find that a child whom he has three times unsuccessfully vaccinated is insusceptible of successful vaccination, or that the child brought to him for vaccination has already been successfully inoculated or had the small-pox, he shall deliver to the parent or guardian of such child a certificate under his hand, according to the form of Schedule B hereto annexed, or to the like effect, and if the Superintendent of Vaccination be satisfied that such child is insusceptible of successful vaccination, he shall endorse such certificate, and the parent or guardian shall thenceforth not be required to cause the child to be vaccinated.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৭ আপ্রিল।]

শিশুর পরীক্ষা করাইবেন। গোবীজের টিকাদানের সরকারী ষ্টেশন ছাড়া অন্যত্র গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার গোবীজে কোন শিশুর টিকা দিলে, তাঁহাকে অনুরোধ করা যাউক বা না যাউক, পূর্ব্বোক্ত সময়ে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য নিমিত্ত তাঁহার ঐ শিশুকে দেখিতে হইবে।

গোবীজে পুনর্ব্বার টিকাদানের কথা।

গোবীজের টিকাদান ফলবৎ না হইয়া থাকিলে, যদি উক্ত সরকারী টিকাদার বা চিকিৎসক আদেশ করেন, উক্ত জনয়িতা বা অভিভাবক তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুকে পুনর্ব্বার গোবীজের টিকা দেওয়াইবেন ও পূর্ব্ববারের মত পরে দেখাইবেন।

এই ধারামতে গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার যাহা কিছু করেন, তজ্জন্য কোন ফী লইবেন না।

শিশু গোবীজে টিকা দিবার যোগ্য না হইলে A পাঠে সর্টিফিকেট দিবার কথা।

৫ ধারা। কোন শিশুর গোবীজের টিকা হইবার যোগ্য অবস্থা নয়, গোবীজের কোন সরকারী টিকাদারের বা চিকিৎসকের এরূপ মত হইলে, তিনি উক্ত শিশুর গোবীজের টিকা হইবার যোগ্য অবস্থা নয়, এই আইনের A তফসীলের পাঠে বা সেই মর্ম্মে আপন স্বাক্ষরযুক্ত এরূপ সর্টিফিকেট লিখিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুর জনয়িতাকে বা অভিভাবককে দিবেন।

সর্টিফিকেট তিন মাস প্রবল থাকিবার, কিন্তু নূতন করিয়া লওয়া যাইতে পারিবার কথা।

উক্ত সর্টিফিকেট কেবল তিন মাস প্রবল থাকিবে, কিন্তু যত কাল গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার বা কোন চিকিৎসক ঐ শিশুর গোবীজের টিকা দিবার যোগ্য অবস্থা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান না করেন, ততকাল ক্রমিক তিন২ মাসের নিমিত্ত ঐ সর্টিফিকেট নূতন করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। ঐ রূপ অবস্থা হইলে, ঐ শিশুর যুক্তিমত যত শীঘ্র হইতে পারে গোবীজে টিকা দেওয়া যাইবে, এবং ফল হইলে, ৭ ধারার বিধানমতে এই আইনের C তফসীলের পাঠে গোবীজের সফল টিকা হইবার সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবে।

গোবীজের সফলরূপ টিকা গ্রহণাক্ষমতার সর্টিফিকেট দিবার কথা।

৬ ধারা। যদি গোবীজের সরকারী টিকাদার বা চিকিৎসক কোন শিশুকে তিনবার গোবীজের টিকা দিয়া কোন ফল না পাইয়া নির্ণয় করেন যে ঐ শিশু সফলরূপ গোবীজের টিকা গ্রহণাক্ষম, অথবা যদি তিনি নির্ণয় করেন যে, তাঁহার নিকটে গোবীজের টিকা দিবার নিমিত্ত যে শিশুকে আনা গিয়াছে, তাহার বসন্ত বীজের সফলরূপ টিকা বা বসন্ত রোগ হইয়াছিল, তাহা হইলে তিনি উক্ত শিশুর জনয়িতাকে বা অভিভাবককে এই আইনের B তফসীলের পাঠে বা সেই মর্ম্মে আপন স্বাক্ষরযুক্ত সর্টিফিকেট দিবেন, এবং ঐ শিশু সফলরূপ গোবীজের টিকাগ্রহণাক্ষম, গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তিনি ঐ সর্টিফিকেটের পৃষ্ঠলিপি লিখিবেন, এবং তদবধি উক্ত জনয়িতার বা অভিভাবকের প্রতি ঐ শিশুর গোবীজে টিকা দেওয়াইবার আজ্ঞা করা যাইবে না।

7. Every public vaccinator or medical practitioner who shall have performed the operation of vaccination upon any child and shall have ascertained that the same has been successful, shall deliver to the parent or guardian of such child a certificate according to the form of Schedule C hereto annexed, or to the like effect, certifying that the said child has been successfully vaccinated.

Provision for giving certificates of successful vaccination.

8. No fee or remuneration shall be charged by any public vaccinator to the parent or guardian of any child for any such certificate as aforesaid, nor for any vaccination done by him in pursuance of this Act at a public vaccine station:

No fee to be charged for vaccination at a public vaccine station or for certificates.

But when a public vaccinator attends at the request of the parent or guardian elsewhere than at a public vaccine station for the purpose of vaccinating a child, he shall be paid a fee not exceeding eight annas, such fee to be devoted to the purpose in the next succeeding section mentioned.

9. All such fees shall, in Calcutta, be paid in by the public vaccinator to the credit of the Corporation of the Town of Calcutta, and be by them appropriated for the purposes of this Act. In places outside Calcutta such fees shall be appropriated as the Lieutenant-Governor may from time to time direct.

Fees how to be appropriated.

10. The Superintendent of Vaccination as hereinafter appointed or any of his assistants may from time to time inspect the vaccination of any child whether performed by a public vaccinator or medical practitioner, and may, if he think fit, direct that such child be forthwith again vaccinated.

Superintendent of Vaccination or his Assistants may inspect vaccination of child.

VACCINATION OF UNPROTECTED PERSONS.

11. Every unprotected person may, whenever the said Superintendent of Vaccination shall deem it advisable, be served with a notice in the form in Schedule D hereto annexed, requiring him within 15 days after the service of the same to submit himself to a public vaccinator or medical practitioner to be vaccinated, and every such person

[*Government Gazette, 27th April* 1880.]

৭ ধারা। গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার বা কোন চিকিৎসক কোন শিশুর গোবীজে টিকা দিয়া তাহা সফল হইয়াছে জানিলে, উক্ত শিশুর গোবীজে টিকাদান সফল হইয়াছে এইরূপ শংসিত কথা লিখিয়া এই আইনের C তফসীলের পাঠে বা সেই মর্ম্মে উক্ত শিশুর জনয়িতাকে বা অভিভাবককে সর্টিফিকেট দিবেন।

গোবীজে টিকাদান সফল হইবার সর্টিফিকেট দিবার কথা।

৮ ধারা। গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার পূর্ব্বোক্ত সর্টিফিকেট নিমিত্ত অথবা এই আইনমতে গোবীজে টিকাদানের সরকারী কোন ষ্টেশনে ঐ টিকা দিবার নিমিত্ত কোন শিশুর জনয়িতার বা অভিভাবকের নিকট কোন ফী বা পারিশ্রমিক লইবেন না।

গোবীজের টিকা দানের সরকারী ষ্টেশনে টিকা দিবার নিমিত্ত বা সর্টিফিকেটের নিমিত্ত কোন ফী না লইতে হইবার কথা।

কিন্তু গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশন ছাড়া অন্য কোন স্থানে জনয়িতার বা অভিভাবকের অনুরোধক্রমে কোন শিশুর গোবীজে টিকা দিতে গেলে, তাঁহাকে আট আনার অনধিক ফী দেওয়া যাইবে। ঐ ফী পশ্চাদ্বর্ত্তি ধারার লিখিত কার্য্যে ব্যয় করা যাইবে।

৯ ধারা। কলিকাতা নগরে উক্তরূপ সমুদয় ফী গোবীজের সরকারী টিকাদার কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজের নামে জমা করিয়া দিবেন, এবং ঐ সমাজ তাহা এই আইনের কার্য্যসাধনার্থে প্রয়োগ করিবেন। কলিকাতার বাহিরে উক্ত ফী শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে প্রয়োগ করা যাইবে।

ফী কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।

১০ ধারা। পশ্চাল্লিখিতমতে নিযুক্ত গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা তাঁহার সহকারী কোন কর্ম্মকারক সময়েং কোন শিশুর টিকাদান কার্য্য দেখিতে পারিবেন, ঐ কার্য্য গোবীজের কোন সরকারী টিকাদারই করুন বা কোন চিকিৎসকই করুন, এবং উচিত বোধ করিলে ঐ শিশুকে তৎক্ষণাৎ গোবীজে পুনর্ব্বার টিকা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বা তাঁহার সহকারী কর্ম্মকারকের শিশু টিকাদান দেখিতে পারিবার কথা।

গোবীজে অরক্ষিত ব্যক্তিদের টিকা দিবার বিধি।

১১ ধারা। গোবীজে টিকাদানের উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিহিত বোধ করিলে, এই আইনের D তফসীলের পাঠে কোন অরক্ষিত ব্যক্তির উপর নোটিস জারী করিতে পারিবেন। তাহাতে তাঁহার প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে ঐ নোটিস জারী হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে কোন সরকারী টিকাদারের বা চিকিৎসকের নিকট গোবীজের টিকা গ্রহণার্থে উপস্থিত হন; এবং

অরক্ষিত ব্যক্তিদিগকে গোবীজের টিকা দিবার কথা।

shall within the said period submit himself to a public vaccinator or medical practitioner for vaccination.

Former sections applicable.

12. The provisions of sections 3 to 10 (both inclusive) shall apply with the necessary alterations to the case of unprotected persons.

Health Officer of Port may cause vaccination of unprotected persons on their arrival.

13. The powers conferred by sections 11 and 30 upon the said Superintendent of Vaccination may in the case of unprotected persons arriving in the port of Calcutta be exercised by the Health Officer of the said Port immediately upon their arrival.

Procedure applicable to the Town of Calcutta only.

Establishment.

Public vaccine stations.

14. For the purposes of this Act the Corporation of the Town of Calcutta (hereinafter called the Corporation) shall, subject to the approval of the Lieutenant-Governor, appoint such stations for the performance of vaccination as they shall from time to time deem fit. Such stations shall be called "public vaccine stations."

Appointment of public vaccinators, &c.

The Corporation shall appoint such public vaccinators and vaccination establishments for carrying out the purpose of this Act as they shall from time to time deem fit.

Notification of districts and stations.

The positions of the public vaccine stations fixed under the provisions of this section, and the days and hours of the public vaccinator's attendance at each station, shall be published from time to time in such manner as the Corporation may direct.

Power of Corporation to make rules.

15. The Corporation may from time to time make such rules, consistent with this Act, as they may deem fit, for regulating the expenses of such vaccination establishments aforesaid, the payment of public vaccinators, and the realization and scale of fees under this Act.

Superintendent of Vaccination.

16. The Health Officer for the town of Calcutta shall be *ex-officio* Superintendent of Vaccination for the said Town. Such officer, subject to the orders of the Lieutenant-Governor shall have a general control over all the proceedings of public vaccinators, and shall perform such duties, in connection with public

তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত সময়ের মধ্যে কোন সরকারী টিকাদারের বা চিকিৎসকের নিকট গোবীজের টিকা গ্রহণার্থে উপস্থিত হইবেন ।

পূর্ব্ব লিখিত ধারাগুলি খাটিবার কথা ।

১২ ধারা । ৩ অবধি ১০ পর্য্যন্ত সমুদয় ধারার বিধান আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ অরক্ষিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও খাটিবে ।

অরক্ষিত ব্যক্তিরা আসিবামাত্র বন্দরের স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের তাহাদিগকে গোবীজে টিকা দিতে পারিবার কথা ।

১৩ ধারা । উক্ত গোবীজের টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি ১১ ও ৩০ ধারায় যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইল, কলিকাতা বন্দরে যে অরক্ষিত ব্যক্তিরা আইসে আসিবামাত্র তাহাদের সম্বন্ধে উক্ত নগরের স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব সেই২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন ।

কেবল কলিকাতা নগরের নিমিত্ত বিশেষ কার্য্যপ্রণালীর বিধি ।

সেরেস্তার কথা ।

গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশনের কথা ।

১৪ ধারা । এই আইনের কার্য্যপক্ষে (অতঃপর সমবায়িত সমাজ নামে অভিহিত) কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ, শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদনের অপেক্ষায়, গোবীজে টিকাদানের নিমিত্ত যে২ ষ্টেশন সময়২ উপযুক্ত বোধ করেন সেই২ ষ্টেশন নিরূপণ করিবেন । উক্তরূপ ষ্টেশনগুলি "গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশন" নামে খ্যাত হইবে ।

সরকারী টিকাদারাদির নিয়োগের কথা ।

সমবায়িত সমাজ সময়ে২ যেরূপ উচিত বোধ করেন, এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করণার্থ তদ্রূপ গোবীজের সরকারী টিকাদারদল ও গোবীজে টিকাদানের সেরেস্তা নিযুক্ত করিবেন ।

পল্লীর ও ষ্টেশনের সম্বাদ দিবার কথা ।

এই ধারার বিধানমতে গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশনের যে২ স্থান নির্দ্দেশ করা যায়, এবং প্রত্যেক ষ্টেশনে গোবীজের সরকারী টিকাদারের উপস্থিত থাকিবার যে২ দিন ও ঘণ্টা নিরূপণ করা যায়, সমবায়িত সমাজ যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে তাহার সম্বাদ সময়ে২ প্রকাশ করা যাইবে ।

সমবায়িত সমাজের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা ।

১৫ ধারা । গোবীজে টিকাদানের পূর্ব্বোক্ত সেরেস্তার ব্যয়ের ও গোবীজের সরকারী টিকাদারদের প্রাপ্তির ও এই আইনমত ফী আদায় করণের ও তাহার হারের বিধান নিমিত্ত সমবায়িত সমাজ যেরূপ উচিত বোধ করেন, সময়ে২ এই আইন সঙ্গত তদ্রূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কথা ।

১৬ ধারা । কলিকাতা নগরের স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে উক্ত নগরের গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন । শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞাধীনে গোবীজে সরকারী টিকাদারদের সকল কার্য্যের উপর উক্ত কার্য্যকারকের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, এবং এই আইনে যে সকল কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল

vaccination in addition to those prescribed by this Act, as shall be required by the Lieutenant-Governor.

তদতিরিক্ত তিনি গোবীজের সরকারী টিকাদান সম্বন্ধে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশমত সমুদয় কর্ম্ম করিবেন।

Assistant Superintendents.

The Lieutenant-Governor may appoint, if necessary, one or more assistants to be Superintendent, and from time to time remove any such assistant.

সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কথা।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব, আবশ্যক হইলে, সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এক বা এতাধিক সহকারী কর্ম্মকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও সময়ে২ তদ্রূপ কোন সহকারী কর্ম্মকারককে অবসৃত করিতে পারিবেন।

Expenses of establishments to be a charge on the Corporation.

17. The expenses of all vaccination establishments under this Act and of the supply of lymph in Calcutta, shall, unless the Lieutenant-Governor otherwise direct, be dferayed by the Corporation.

সেরেস্তার খরচ সমবায়িত সমাজের দিতে হইবার কথা।

১৭ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, এই আইনমত গোবীজে টিকাদানের সেরেস্তার ও কলিকাতায় বীজ যোগাইবার সমস্ত খরচ সমবায়িত সমাজ দিবেন।

Registration.

রেজিষ্টরীকরণের কথা।

Registrar of Births to give notice of the requirement of vaccination.

18. On the registration of the birth of any child under the provisions of Chapter X of the Calcutta Municipal Consolidation Act, 1876, or of any other law for the time being in force, the Registrar shall deliver to the person giving information of such birth a printed notice in the form of Schedule E hereto annexed, or to the like effect, and such notice shall have attached thereto the several forms of certificates prescribed by this Act.

গোবীজে টিকাদানের আবশ্যক নোটিস জন্মের রেজিষ্ট্রারের দিতে হইবার কথা।

১৮ ধারা। কলিকাতার মুনিসিপল আইন সংগ্রহ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ১০ অধ্যায়ের বা তৎকালে অন্য যে আইন প্রবল থাকে তাহার বিধানমতে কোন শিশুর জন্ম রেজিষ্টরী করা গেলে, যে ব্যক্তি ঐ জন্মের সংবাদ দেন রেজিষ্ট্রার তাঁহাকে এই আইনের E তফসীলের পাঠে অথবা সেই মর্ম্মের নোটিস দিবেন, এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন২ সর্টিফিকেটের পাঠ ঐ নোটিসের সঙ্গে লাগান থাকিবে।

Duplicates of all certificates to be transmitted to the Registrar.

19. Every public vaccinator or medical practitioner, who gives to any parent or guardian a certificate in any of the forms of the said Schedules A, B, and C shall, within twenty-one days after giving the same, transmit a duplicate thereof to the Registrar of Births of the district where the birth of the child on whose account such certificate was given has been registered; or if that be not known to him, or if the child was born out of the town of Calcutta, or his birth has not been registered in the said city, to the Registrar of the district within which the child was vaccinated or presented for vaccination.

রেজিষ্ট্রারের নিকট সমুদয় সর্টিফিকেটের দোকর লিপি পাঠাইবার কথা।

১৯ ধারা। গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার অথবা কোন চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত A বা B বা C তফসীলের পাঠে কোন জনপিতাকে বা অভিভাবককে সর্টিফিকেট দিলে, তাহা দিবার পর একুশ দিনের মধ্যে তাহার দোকর লিপি, যে শিশুর নিমিত্ত সর্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহার জন্ম যে পল্লীতে রেজিষ্টরী করা হইয়াছিল সেই পল্লীর জন্মের রেজিষ্ট্রারের নিকটে পাঠাইবেন; কিম্বা ঐ কথা তাঁহার জানা না থাকিলে অথবা কলিকাতার বাহিরে শিশুর জন্ম হইয়া থাকিলে বা উক্ত নগরে তাহার জন্ম রেজিষ্টরী করা না হইয়া থাকিলে, যে পল্লীর মধ্যে ঐ শিশুকে গোবীজের টিকা দেওয়া যায় বা ঐ টিকা দিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা যায় সেই পল্লীর রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইবেন।

Registrar to keep a Vaccination Notice and Certificate Book.

20. The Registrar of Births shall keep a book in such form as may from time to time be prescribed by the rules made under section 33, in which he shall enter minutes of the notices of vaccination given by him as herein required, and shall also register the duplicates of certificates transmitted to him as herein provided.

গোবীজে টিকাদানের নোটিসের ও সর্টিফিকেটের একখান বহী রেজিষ্ট্রারের রাখিবার কথা।

২০ ধারা। ৩৩ ধারামত বিধিতে সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট হয়, জন্মের রেজিষ্ট্রার সেই পাঠে একখান বহী রাখিবেন এই আইনের আদেশমতে তিনি গোবীজে টিকাদানের যে নোটিস দেন, ঐ বহীতে তাহার চুম্বক কথা লিখিয়া রাখিবেন, এবং এই আইনের বিধানমতে সর্টিফিকেটের যে দোকর লিপি তাঁহার নিকট প্রেরিত হয় তাহাও ঐ বহীতে রেজিষ্টরী করিয়া রাখিবেন।

[*Government Gazette*, 27*th April* 1880.]

21. He shall also prepare and keep a duplicate of the Register of Births required to be kept by him under the provisions of the Calcutta Municipal Consolidation Act, 1876, or of any other law for the time being in force, with such additional columns as shall from time to time be prescribed by the rules made, under section 33, in which he shall record the date of every duplicate certificate in the form of the said Schedule B or Schedule C received by him concerning any child whose birth he has registered, and make an entry to the effect that the child has been vaccinated or is insusceptible of vaccination, as the case may be.

and also a duplicate Register of Births, with entries concerning vaccination,

22. He shall also keep a Register of Postponed Vaccinations in the form of Schedule F hereto annexed, in which he shall record the name of every child concerning whom he receives a duplicate certificate in the form of the said Schedule A, together with the date of such duplicate certificate and of each such successive duplicate certificate, if he receives more than one, and shall show the number and year of the entry, if any, in the Register of Births in which such child's birth has been registered.

and also a Register of Postponed Vaccinations

23. Every Registrar shall transmit on or before the fifteenth of every month to the Superintendent of Vaccination a return, in such form as may from time to time be prescribed by the rules made, under section 33, of all cases in which duplicate certificates have not been duly received by him in pursuance of the provisions of this Act during the last preceding month

Transmission of returns to Superintendent

24. The Lieutenant-Governor may direct that the duties imposed on the Registrar of Births under sections 19, 20, 21, 22 and 23, shall be performed by any other person appointed by the Lieutenant-Governor.

Lieutenant-Governor may direct any person to perform duties of Registrar

PROCEDURE APPLICABLE OUTSIDE THE TOWN OF CALCUTTA.

25. In any municipality other than the town of Calcutta, and in any local area to which this Act may hereafter be extended, the Magistrate of the district may exercise all or any of the powers by this Act conferred upon the Corporation,

Powers of Corporation may be exercised in mofussil by Magistrate of the district

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮০ । ২৭ আপ্রিল ।]

২১ ধারা । কলিকাতার মুনিসিপল আইন সংগ্রহ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের বা তৎকালে অন্য যে আইন প্রবল থাকে তাহার বিধানমতে যে জন্মের রেজেষ্টর রাখিতে তাঁহার প্রতি আদেশ আছে, তিনি তাহার দোকর লিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন এবং ৩৩ ধারামতে প্রণীত বিধিতে সময়েং যেং অতিরিক্ত ঘর দিবার আদেশ থাকে, ঐ রেজিষ্টরে সেইং ঘর দিবেন। তাহাতে তিনি যে শিশুর জন্ম রেজিষ্টরী করেন তৎসম্বন্ধে উক্ত B কি C তফসীলের পাঠে যে সার্টিফিকেটের দোকর লিপি পান তাহার তারিখ লিখিবেন ও ঐ শিশুকে গোবীজের টিকা দেওয়া গিয়াছে অথবা, স্থলবিশেষে, সে গোবীজের টিকাগ্রহণাক্ষম এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন।

গোবীজের টিকাদানের কথাসহ জন্মের রেজিষ্টরের দোকরলিপি রাখিবার কথা।

২২ ধারা। গোবীজে টিকাদান স্থগিত রাখা গেলে, তিনি এই আইনের F তফসীলের পাঠে তাহারও রেজিষ্টর রাখিবেন। যে প্রত্যেক শিশু-সম্বন্ধে তিনি উক্ত A তফসীলের পাঠে সর্টিফিকেটের দোকর লিপি পান তাহার নাম ও ঐ দোকরলিপির তারিখ ও একাধিক দোকর লিপি পাইলে পরং যে প্রত্যেক দোকর লিপি পান তাহার তারিখ ঐ রেজিষ্টরে লিখিবেন, এবং জন্মের রেজিষ্টরে উক্ত শিশুর জন্ম রেজিষ্টরী করা গিয়া থাকিলে তাহার নম্বর ও সালও লিখিতে হইবে।

গোবীজে টিকাদান স্থগিত রাখা গেলে তাহারও রেজিষ্টর রাখিবার কথা।

২৩ ধারা। পূর্ব্ব মাসে এই আইনের বিধানক্রমে যে সকল স্থলে সর্টিফিকেটের দোকর লিপি নিয়মিতরূপে পাওয়া যায় নাই, ৩৩ ধারামতে প্রণীত বিধিতে সময়েং যেরূপ পাঠের আদেশ থাকে তদ্রূপ পাঠে প্রত্যেক রেজিষ্ট্রার প্রত্যেক মাসের ১৫ তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে গোবীজ টিকাদানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট সেই সকল স্থলসম্বন্ধীয় রিটর্ণ পাঠাইবেন।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট রিটর্ণ পাঠাইবার কথা।

২৪ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, ১৯, ২০, ২১, ২২, ও ২৩ ধারামতে জন্মের রেজিষ্ট্রারের প্রতি যে সকল কর্ম্ম করিবার আদেশ হইল, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি সেই সকল কর্ম্ম করিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের যে কোন ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্ররের কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

কলিকাতা নগরের বহির্ভূত স্থানের কার্য্যপ্রণালীর বিধি।

২৫ ধারা। এই আইনে সমবায়িত সমাজের প্রতি যে সকল বা যে কোন ক্ষমতা অর্পিত হইল কলিকাতা নগর ভিন্ন কোন মুনিসিপালিটীতে ও যে কোন স্থানে ইহার পর এই আইন চালান যায় তথায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই সকল বা তদ্রূপ কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সমবায়িত সমাজের ক্ষমতাক্রমে মফঃসলে জিলার মাজেষ্টেট সাহেবের কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

and the Civil Surgeon of the district or such other officer as the Lieutenant-Governor may from time to time appoint in that behalf shall exercise the powers and perform the duties by this Act assigned to the Superintendent of Vaccination.

and of Superintendent of Vaccination by Civil Surgeon.

আর এই আইনে গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি যে ২ ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যতার অর্পিত হইল জিলার সিবিল সর্জন অথবা উক্ত কার্য্যাপক্ষে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি সেই২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া সেই২ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

গোবীজে টিকাদানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ক্ষমতাক্রমে সিবিল সর্জনের কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

PROSECUTIONS AND OFFENCES.

অভিযোগের ও অপরাধের কথা।

26. If the Superintendent of Vaccination shall notify in writing to a Magistrate that he has reason to believe from the statement of informant or otherwise that any child under the age of fourteen years is an unprotected child, and that he has given notice to the parent or guardian of such child to procure its being vaccinated, and that the said notice has been disregarded, such Magistrate may summon such parent or guardian to appear with the child before him, and if the Magistrate shall find, after such enquiry as he shall deem necessary that the child is an unprotected child, he may, whether the child has been produced or not, make an order directing such child to be vaccinated within a certain time. If the child is at any time produced before him the Magistrate may, unless the child is certified under section 5 to be in a state unfit for vaccination, order it to be vaccinated forthwith in his presence, and in that case may punish such parent or guardian for any recusancy under this clause with a fine which shall not exceed Rs. 5.

Magistrate may make an order for the vaccination of any unprotected child under 14 years.

২৬ ধারা। গোবীজে টিকাদানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যদি লিখিয়া কোন মাজিষ্ট্রেটকে এইরূপ সংবাদ দেন যে, চতুর্দ্দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন শিশু অরক্ষিত শিশু বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিয়া তিনি ঐ শিশুর গোবীজে টিকা দেওয়াইবার নিমিত্ত তাহার জনয়িতাকে বা অভিভাবককে নোটিস দিয়াছেন, কিন্তু উক্ত নোটিসের প্রতি অবহেলা করা গিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ শিশুর সহিত আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উক্ত জনয়িতাকে বা অভিভাবককে সমন দিতে পারিবেন, এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট যেরূপ তদন্ত আবশ্যক বোধ করেন সেইরূপ তদন্ত লইয়া উক্ত শিশুকে অরক্ষিত শিশু বলিয়া নির্ণয় করিলে, ঐ শিশুকে উপস্থিত করা যাউক বা না যাউক, তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ের মধ্যে গোবীজের টিকা দিবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন। যদি কোন সময়ে ঐ শিশুকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তবে ঐ শিশু গোবীজের টিকাদানের যোগ্য অবস্থায় নাই ৫ ধারামতে এই সর্টিফিকেট না থাকিলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট আপনার সম্মুখে তৎক্ষণাৎ গোবীজে ঐ শিশুর টিকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও তাহা করিলে এই প্রকরণমত আজ্ঞাবহেলন নিমিত্ত উক্ত জনয়িতার বা অভিভাবকের ৫৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন।

চতুর্দ্দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন অরক্ষিত শিশুকে গোবীজের টিকা দিবার আজ্ঞা মাজিষ্ট্রেটের করিতে পারিবার কথা।

If at the expiration of the time appointed by the Magistrate the child shall not have been vaccinated, or shall not be shown to be then unfit to be vaccinated, or to be insusceptible of vaccination, the person upon whom such order shall have been made shall, unless he can show some reasonable ground for his omission to carry the order into effect, be punished with fine which may extend to fifty rupees:

Penalty for disobedience of such order.

উক্ত সময় গত হইলেও ঐ শিশুকে গোবীজের টিকা দেওয়া না গেলে অথবা সে তৎকালে গোবীজের টিকা দানের অযোগ্য বা উক্ত টিকাগ্রহণাক্ষম ইহা দেখান না গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি উক্ত আজ্ঞা করা যায় আজ্ঞা পালন না করিবার যুক্তি সিদ্ধ কারণ দেখাইতে না পারিলে তাঁহার ৫০ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিলে দণ্ডের কথা।

Provided that if the Magistrate shall be of opinion that the person is improperly brought before him, and shall refuse to make an order for the vaccination of the child, he may direct the said Superintendent to disclose the name of his informant, if any, and may order such informant to pay to such person such sum of money as the Magistrate shall consider a fair compensation for expenses and loss of time in attending before him.

Proviso for costs to person improperly summoned.

কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আনা হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট যদি এইরূপ বিবেচনা করেন ও ঐ শিশুকে গোবীজের টিকা দানের আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি সম্বাদদাতা থাকিলে তাহার নাম প্রকাশ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, ও মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইতে উক্ত ব্যক্তির যে অর্থব্যয় ও সময়ক্ষয় হয় তাহার ক্ষতি পূরণস্বরূপ মাজিষ্ট্রেট যত টাকা ন্যায্য বোধ করেন ঐ ব্যক্তিকে তত টাকা দিবার নিমিত্ত সম্বাদদাতার প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তিকে অন্যায়পূর্ব্বক সমন দেওয়া যায়, তাহার খরচা সংক্রান্ত উপবিধান।

[*Government Gazette, 27th April* 1880.]

Penalty for not producing a child.

27. If any parent or guardian intentionally omits to produce a child whom he has been summoned to produce under the last preceding section, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 100, and to a further fine of Rs. 25 for every day during which the offence continues;

Provided that the aggregate amount of fine for such offence shall not exceed Rs. 1,000.

Penalty for neglect to be vaccinated.

28. Whoever, in contravention of this Act,

(*a*) neglects without reasonable excuse to submit himself within 15 days after the service on him of the notice prescribed by section 11 to a public vaccinator or medical practitioner to be vaccinated, or after vaccination to be inspected, or

Penalty for neglect to take child to be vaccinated, &c.

(*b*) neglects without reasonable excuse to take, or cause a child to be taken to be vaccinated, or after vaccination to be inspected, or

(*c*) neglects to fill up and sign and give to the parent or guardian of any child any certificate which such parent or guardian is entitled to receive from him, or to transmit a duplicate of the same to the Registrar of Births,

shall be punished for each such offence with fine which may extend to fifty rupees.

No prosecution under this section shall be instituted after the expiry of twelve months from the date on which the offence has been committed.

Penalty for making or signing false certificate.

29. Whoever wilfully signs or makes, or procures the signing or making of, a false certificate or duplicate certificate under this Act, shall be punished with imprisonment of either description, within the meaning of the Indian Penal Code, for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one hundred rupees, or with both.

Cognizance of offences under this Act.

30. All offences under this Act shall be cognizable by a Magistrate, subject to the provisions of any law for the time being in force for the trial of offences, but no complaint of any such offences shall be entertained unless the prosecution be instituted by order of, or under authority from, the Lieutenant-Governor or the Superintendent of Vaccination.

Prosecution for neglect

31. In any prosecution for neglect to procure the vaccination of a child, it shall not be necessary in support thereof to prove that the defendant had

শিশুকে উপস্থিত না করিলে দণ্ডের কথা।

২৭ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে যে শিশুকে উপস্থিত করিবার সমন দেওয়া যায়, কোন জনয়িতা বা অভিভাবক তাহাকে উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করিলে, তাঁহার ১০০৲ একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড ও তদতিরিক্ত যত দিন অপরাধ হইতে থাকে দিন প্রতি ২৫ পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কিন্তু উক্ত অপরাধ জন্য মোট অর্থদণ্ড ১০০০৲ এক হাজার টাকার অধিক হইবে না।

গোবীজের টিকাগ্রহণ করিতে উপেক্ষা করিলে দণ্ডের কথা।

২৮ ধারা। এই আইনের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি

(ক) ১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট নোটিস পাইয়া, যুক্তিসঙ্গত আপত্তি না থাকিলেও, ১৫ দিনের মধ্যে গোবীজের কোন সরকারী টিকাদারের বা কোন চিকিৎসকের নিকট গোবীজের টিকা গ্রহণার্থে উপস্থিত হইতে অথবা টিকা হইলে পর দেখাইতে উপেক্ষা করিলে; কিম্বা

গোবীজের টিকা দিবার নিমিত্ত শিশুকে লইয়া যাইতে উপেক্ষা করিলে, দণ্ডের কথা।

(খ) যুক্তিসঙ্গত আপত্তি না থাকিলেও, টিকা দিবার নিমিত্ত কোন শিশুকে লইয়া বা লওয়াইয়া যাইতে অথবা টিকা হইলে পর দেখাইতে উপেক্ষা করিলে; কিম্বা

(গ) কোন শিশুর জনয়িতা বা অভিভাবক তাঁহার নিকট যে কোন সর্টিফিকেট পাইবার অধিকারী তাহা লিখিয়া ও স্বাক্ষর করিয়া উক্ত জনয়িতাকে বা অভিভাবককে দিতে অথবা তাহার দোকর লিপি জন্মের রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইতে উপেক্ষা করিলে;

তাঁহার তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ অবধি ১২ মাস গত হইলে পর এই ধারামত কোন অভিযোগ উপস্থিত করা যাইবে না।

মিথ্যা সর্টিফিকেট লিখিলে কি স্বাক্ষরিত করিলে, দণ্ডের কথা।

২৯ ধারা। কেহ এই আইনমতে মিথ্যা সর্টিফিকেট বা সর্টিফিকেটের দোকর লিপি ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বাক্ষরিত করিলে বা লিখিলে অথবা অন্যের দ্বারা স্বাক্ষরিত করাইলে বা লিখাইলে, তাঁহার ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অভিপ্রায়মত কোন প্রকারের ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

এই আইনমত অপরাধের বিচার হইবার কথা।

৩০ ধারা। অপরাধের বিচার সম্পর্কীয় যে কালে যে আইন প্রবল থাকে তাহার বিধানের নিয়মাধীনে, এই আইনমত সমুদয় অপরাধ মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইবে; কিন্তু শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট-গবর্ণর সাহেবের বা গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞা বা অনুমতিক্রমে অভিযোগ উপস্থিত করা না গেলে, উক্তরূপ কোন অপরাধের নালিশ গ্রহণ করা যাইবে না।

উপেক্ষা জন্য অভিযোগের কথা।

৩১ ধারা। কোন শিশুকে গোবীজের টিকা দেওয়াইয়াতে উপেক্ষা জন্য যে অভিযোগ উপস্থিত করা যায়, তৎপ্রতিপোষণার্থ প্রতিবাদী রেজিষ্ট্রারের বা অন্য কোন কার্য্যকারকের নিকট এতৎ

received notice from the Registrar or any other officer of the requirements of the law in this respect; but if the defendant produce any such certificate as hereinbefore described, or the duplicate of the Register of Births or the Register of Postponed Vaccinations kept by the Registrar as hereinbefore provided, in which such certificate shall be duly entered, the same shall be a sufficient defence for him, except in regard to the certificate according to the form of the said Schedule A, when the time specified therein for the postponement of the vaccination shall have expired before the time when the information shall have been laid.

MISCELLANEOUS.

Annual return to be made of the number of children vaccinated, &c.

32. It shall be the duty of the Superintendent of Vaccination to show in an Annual Return the number of children successfully vaccinated, the number whose vaccination has been postponed, and the number certified to be insusceptible to successful vaccination during the year; and generally to fill up any forms that may be prescribed from time to time by the Lieutenant-Governor or the Corporation.

Lieutenant-Governor to make rules.

33. The Lieutenant-Governor may from time to time make rules or issue orders consistent with this Act—

(*a*) determining the qualifications to be required of public vaccinators;

(*b*) regulating the scale of fees to be paid outside the Town of Calcutta;

(*c*) regulating the gratuitous vaccination of such females as are by the custom of the country unable to attend at the public vaccine stations and are too poor to pay fees;

(*d*) providing for the supply of lymph,

(*e*) regulating the books and forms to be kept by the public vaccinators or by registrars, and also such forms as shall be required for the signature of medical practitioners under the provisions of this Act; and generally

(*f*) for the guidance of public vaccinators and others in all matters connected with the working of this Act.

All such rules or orders shall be published in the *Calcutta Gazette*.

SCHEDULE A.

(*See Section* 5)

I, the undersigned, hereby certify that in my opinion , the child of resident at , is not now in

সম্বন্ধে আইনের আদেশের নোটিস পাইয়াছেন, ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সর্টিফিকেট উপস্থিত করিলে, অথবা উক্ত সর্টিফিকেট রেজিষ্ট্রারের রক্ষিত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট জন্মের যে রেজিষ্টরে বা গোবীজে টিকাদান স্থগিত রাখিবার যে রেজিষ্টরে নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ থাকে তাহার দোকর লিপি উপস্থিত করিলে, তাহাই আত্মসমর্থনার্থ তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কিন্তু উক্ত A তফসীলের পাঠের সর্টিফিকেটে গোবীজে টিকাদান স্থগিত রাখিবার যে সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে, নালিশ করিবার পূর্ব্বে সেই সময় অতীত হইয়া থাকিলে, ঐ সর্টিফিকেটে কোন ফল হইবে না।

বিবিধ বিধি।

যতগুলি শিশুর গোবীজের টিকাপ্রভৃতি হইয়াছে, তাহার বার্ষিক রিটর্ণ দিবার কথা।

৩২ ধারা। বৎসরের মধ্যে গোবীজে টিকাদান যতগুলি শিশুর পক্ষে সফল হইয়াছে, যতগুলির স্থগিত রাখা গিয়াছে, এবং যতগুলি সফলরূপে উক্ত টিকা গ্রহণাক্ষম বলিয়া সর্টিফিকেট দেওয়া গিয়াছে, গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একখান বার্ষিক রিটর্ণে তাহা দেখাইবেন; এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বা সমবায়িত সমাজ সময়ে২ যে কোন পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সাধারণতঃ তাহাও পূরণ করিয়া দিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিধি প্রণয়ন করিবার কথা।

৩৩ ধারা। নিম্নলিখিত বিষয়ের নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ এই আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন ও আজ্ঞা প্রচার করিতে পারিবেন;—

(ক) গোবীজের সরকারী টিকাদারের যোগ্যতা নিরূপণের নিমিত্ত

(খ) কলিকাতা নগরের বাহিরে যে হারে ফী দিতে হইবে, তাহার বিধান করিবার নিমিত্ত।

(গ) যে সকল স্ত্রীলোক দেশাচারমতে গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে পারে না অথচ নির্দ্ধন বলিয়া ফীও দিতে পারে না, বিনা মূল্যে গোবীজে তাহাদের টিকাদানের বিধান করিবার নিমিত্ত।

(ঘ) বীজ যোগাইবার বিধান করিবার নিমিত্ত।

(ঙ) গোবীজের সরকারী টিকাদারেরা ও রেজিষ্ট্রেরেরা যে বহী ও পাঠ রাখিবেন তাহার বিধান করিবার নিমিত্ত, এবং এই আইনের বিধানমতে চিকিৎসকদের স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত যে২ পাঠ আবশ্যক হইবে সেই২ পাঠের বিধান করিবার নিমিত্ত। ও সাধারণতঃ

(চ) এই আইনের কার্য্যসংক্রান্ত সকল বিষয়ে গোবীজের সরকারী টিকাদার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের কার্য্য পদ্ধতি প্রদর্শন নিমিত্ত।

এই সকল বিধি ও আজ্ঞা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

A তফসীল।

(৫ ধারা দেখ।)

নিম্নস্বাক্ষরকারী আমি এতদ্দ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে, আমার মতে, অমুক স্থান বাসী শ্রীঅমুকের

a fit and proper state to be vaccinated, and I do hereby recommend that the vaccination be postponed for the period of three months from this date.—Dated this day of 18 .

(Signature of Medical Practitioner or Public Vaccinator.)

শিশুসন্তান শ্রীঅমুক এক্ষণে গোবীজের টিকা দিবার যোগ্য অবস্থায় নাই, এবং আমি এই তারিখ অবধি তিন মাস তাহার টিকা দেওয়া স্থগিত রাখিলাম।

১৮ সাল তাং

(চিকিৎসকের বা গোবীজের সরকারী টিকাদারের স্বাক্ষর।)

SCHEDULE B.

(*See Section* 6)

I, the undersigned, hereby certify that I have three times unsuccessfully vaccinated , the child of , residing at (*or* that the child has already had small-pox, *as the case may be*). and I am of opinion that the said child is insusceptible of successful vaccination.—Dated this day of 18 .

(Signature of Medical Practitioner or Public Vaccinator.)

(Endorsement by Superintendent of Vaccination.)

B তফসীল।

(৬ ধারা দেখ।)

নিম্নস্বাক্ষরকারী আমি এতদ্দ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে, অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুকের শিশুসন্তান শ্রীঅমুককে তিনবার গোবীজে টিকা দিয়া সফল হই নাই (অথবা, স্থলবিশেষে, ঐ শিশুর বসন্ত হইয়াছিল), এবং আমার মত এই যে উক্ত শিশু সফলরূপে গোবীজের টিকা গ্রহণাক্ষম।

১৮ সাল তাং

(চিকিৎসকের বা গোবীজের সরকারী টিকাদারের স্বাক্ষর।)

(গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পৃষ্ঠলিপি।)

SCHEDULE C.

(*See Section* 7.)

I, the undersigned, hereby certify that the child of , age , resident at, , has been successfully vaccinated by me.—Dated this day of 18 .

(Signature of Medical Practitioner or Public Vaccinator.)

C তফসীল।

(৭ ধারা দেখ।)

নিম্নস্বাক্ষরকারী আমি এতদ্দ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে, অমুক স্থান বাসি শ্রীঅমুকের এত বৎসর বয়স্ক শিশুসন্তান শ্রীঅমুককে আমি গোবীজের যে টিকা দিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়াছে।

১৮ সাল তাং

(চিকিৎসকের বা গোবীজের সরকারী টিকাদারের স্বাক্ষর।)

SCHEDULE D.

(*See Section* 11.)

To

Take notice that you are hereby required, under the provisions of the Bengal Vaccination Act, 1880, to submit yourself to a public vaccinator or medical practitioner within from the service of this notice for vaccination, and that in default of so doing you will be liable to a fine which may amount to Rs 50.

The public vaccine station nearest your house is at . The days and hours for vaccination at that station are as follows:—

(*Here insert the days and hours when the public vaccinator is in attendance.*)

On your attending before a public vaccinator at the said station within the said hours on any of

D তফসীল।

(১১ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

তোমাকে নোটিস দেওয়া যাইতেছে যে বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধানমতে তোমার প্রতি এই আদেশ হইল যে তুমি এই নোটিস পাইবার পর এত দিনের মধ্যে গোবীজের টিকা গ্রহণার্থে গোবীজের কোন সরকারী টিকাদারের নিকট অথবা কোন চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইবে, এবং তাহা না করিলে তোমার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অমুক স্থানে তোমার বাটীর অতি নিকটবর্ত্তী গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশন আছে। সেই ষ্টেশনে টিকাদানের দিন ও ঘণ্টা নিম্নলিখিত রূপ:—

(যেং দিন যেং ঘটায় গোবীজের সরকারী টিকাদার উপস্থিত থাকেন, সেইং দিন ও ঘণ্টা এই খানে লিখ।)

উক্ত কোন দিনে ঐং ঘণ্টার মধ্যে উক্ত ষ্টেশনে, কিম্বা নগরস্থ গোবীজে টিকাদানের অন্য কোন সর-

the said days, or at any other public vaccine station in the town on the days and within the hours prescribed for public vaccination at such station, you will be vaccinated free of charge.

If you wish to be vaccinated at your own house the public vaccinator will attend there upon payment of a fee of .

Dated the of 18 .

Superintendent of Vaccination,
or Civil Surgeon, as the case may be.

SCHEDULE E.

(*See Section* 18.)

To

(*Here insert the name of the parent, guardian, or other person who gives information of the child's birth.*)

Take notice that the child of (*here enter the mother's name*), whose birth has this day been registered, must be vaccinated under the provisions of the Bengal Vaccination Act, 1880, within one year from the date of its birth, under penalty.

The public vaccine station nearest to the house in which the child was born is at No.

The days and hours for vaccination at that station are as follows :—

(*Here insert the days and the hours when the public vaccinator is in attendance.*)

On your taking, or causing the child to be taken, to the public vaccinator at the said station within the said hours on any of the said days, or at any other public vaccine station in the city on the days and within the hours prescribed for public vaccination at such station, it will be vaccinated free of charge.

If you wish to have the child vaccinated at your own house the public vaccinator will attend there upon payment of a fee of

You should be careful to have one of the annexed forms of certificates filled in by the public vaccinator, or, if you employ a private medical practitioner to vaccinate the child by such medical practitioner, and to keep the same in your possession. Any such certificate will be granted to you by a public vaccinator free of charge.

Dated the of 18 .

Registrar of Births.

[*Government Gazette, 27th April* 1880.]

কারী ষ্টেশনে গোবীজের সরকারী টিকাদানের যেং দিন ও ঘন্টা নির্দ্দিষ্ট থাকে তৎকালে তথায় গোবীজের কোন সরকারী টিকাদারের নিকটে উপস্থিত হইলে, বিনা মূল্যে তোমাকে গোবীজের টিকা দেওয়া যাইবে।

তুমি আপন গৃহে গোবীজের টিকা গ্রহণ করিতে চাহিলে, এত ফী দিলে গোবীজের সরকারী টিকাদার তথায় উপস্থিত হইবেন।

১৮ সাল তাং

গোবীজে টিকাদানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব,
অথবা, স্থলবিশেষে, সিবিল সর্জ্জন।

E তফসীল ।

(১৮ ধারা দেখ ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু ।

(যে জনয়িতা, অভিভাবক, বা অন্য ব্যক্তি শিশুর জন্মের সংবাদ দেন, এই স্থানে তাঁহার নাম দিবে ।)

তোমাকে নোটিস দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীমতী অমুকের (এই স্থানে মাতার নাম দিবে) যে শিশু সন্তানের জন্ম অদ্য রেজিষ্টরী করা গেল, তাহাকে বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধানমতে জন্মের তারিখ অবধি এক বৎসর মধ্যে গোবীজের টিকা দিতে হইবে, না দিলে দণ্ড হইবে।

যে গৃহে শিশুর জন্ম হইয়াছে তাহার অতি নিকটবর্ত্তী গোবীজে টিকাদানের সরকারী ষ্টেশন অমুক রাস্তার এত নং বাটীতে আছে। ঐ ষ্টেশনে টিকাদানের দিন ও ঘন্টা নিম্নলিখিতমত।—

(যেং দিনে যেং ঘন্টায় গোবীজের সরকারী টিকাদার উপস্থিত থাকেন এখানে তাহা লিখ।)

উক্ত কোন দিনে ঐ ২ ঘন্টার মধ্যে উক্ত ষ্টেশনে কিম্বা নগরস্থ গোবীজে টিকাদানের অন্য কোন সরকারী ষ্টেশনে গোবীজের সরকারী টিকাদানের যেং দিন ও ঘন্টা নির্দ্দিষ্ট থাকে তৎকালে তথায় ঐ শিশুকে গোবীজের সরকারী টিকাদারের নিকট লইয়া বা লওয়াইয়া গেলে, বিনা মূল্যে গোবীজে তাহার টিকা দেওয়া যাইবে।

তুমি আপন গৃহে গোবীজে ঐ শিশুর টিকা দিতে চাহিলে, এত ফী দিলে গোবীজের সরকারী টিকাদার তথায় উপস্থিত হইবেন।

তুমি গোবীজের সরকারী টিকাদারের দ্বারা, কিম্বা উক্ত শিশুকে গোবীজের টিকা দিবার নিমিত্ত যদি তুমি কোন সামান্য চিকিৎসককে নিযুক্ত কর, ঐ চিকিৎসকের দ্বারা এতৎসংযুক্ত সর্টিফিকেটের এক খান পাঠ সাবধানে পূরণ করাইয়া লইয়া আপনার নিকটে রাখিবে। গোবীজের কোন সরকারী টিকাদার বিনা মূল্যে তোমাকে ঐ সর্টিফিকেট দিবেন।

১৮ সাল তাং

জন্মের রেজিষ্ট্রার।

SCHEDULE F.

(*See Section* 22.)

Register of Postponed Vaccinations for the District of

Consecutive number.	NAME OF CHILD.	BIRTH.		Date of certificate of postponement.		Signature of Registrar.
		Year.	Number of entry in register.			
				1878.		
1	Ram Chunder Dass.	1878	12	May...	10	H. O.

W. E. H. FORSYTH,

Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

F তফসীল।

(২২ ধারা দেখ।)

অমুক পল্লীর টিকাদান স্থগিত রাখিবার রেজিষ্টর।

ক্রমিক নম্বর।	শিশুর নাম।	জন্ম।		স্থগিত রাখিবার সর্টিফিকেটের তারিখ।	রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষর।
		বৎসর	রেজিষ্টরে লিখিত কথার নম্বর		
১	শ্রীরামচন্দ্র দাস	১৮৭৮	১২	১৮৭৮ মে। ১০	ক, চ

ডবলিউ, ই, এচ, ফরসাইথ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

THE following report of the Select Committee, together with the Bill as amended by them, is, by order of the President, published for general information:—

WE, the undersigned members of the Select Committee to whom *The Bill to amend the law for the Recovery of certain Public Demands* was referred, have the honor to make the following report.

We have struck out the words which gave the Bill operation within the local limits of the Ordinary Original Jurisdiction of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal.

We have provided that a certificate made (1) for a balance of arrears of land revenue not realized by the sale of the estate upon which such arrears accrued, or (2) for arrears of revenue due by a farmer, may be contested in the Civil Court on the ground that no such arrears were due, if the judgment-debtor under the Certificate has paid the amount to the Collector within *one month* after service of notice or within *fifteen* days after any objection made by him has been rejected by the Revenue Authorities. Practically this is the existing law under the unrepealed section 12 of Regulation III of 1794. We have in consequence included this section in the schedule of repeals. The necessary result of this change is that a Certificate of the above description will be no longer absolute in the first instance. We have therefore dispensed with the terms "Absolute" and "Conditional."

We have retained the provisions by which rents in estates managed by the Court of Wards or the Revenue Authorities are recoverable under the provisions of the Bill: but we have provided the following safeguards in applying the Special Procedure to this class of cases: —

(1.) When these rents are payable, not to the Collector direct, but to a Manager, the Certificate, though made by the Collector, will be made upon the responsibility of the Manager.

(2.) The notice sent to the Collector, and on which the Certificate is made, must be verified as a plaint.

(3.) A court-fee will be payable on such notice as upon a plaint for the recovery of the same amount of rent. This was necessary to protect the public revenue from loss.

(4.) The judgment-debtor under such Certificate will be, not the Secretary of State for India, but the private individual on behalf of whom the estate is managed; and when he is a minor or lunatic, then such minor or lunatic by his next friend.

(5.) The protection given to the Collector and other public officers is not extended to managers, and the result of this and No. (4) will be, that the Secretary of State for India in Council will incur no liability in respect of either the making of such Certificates or of anything done under them.

(6.) We have excluded this class of cases from the operation of the provisions as to the attachment of movables when the Collector is satisfied that the judgment-debtor is likely to conceal, or remove, or dispose of his movable property.

We have made it clear by express language that a Certificate may not be made for any demand, the recovery of which is barred by any law of Limitation for the time being in force.

We have made more clear the procedure under which petitions of objection referred to the Revenue Authorities are to be heard and determined.

We have provided that petitions of objection may be referred for hearing to Assistant Commissioners and Extra Assistant Commissioners as well as to Deputy Collectors.

We have given the Collector (or Deputy Collector, &c.) power to deal with resistance to execution. This will enable him to dispose of objections made by persons dispossessed of immovable property by the execution proceedings.

We have provided that when a Certificate is set aside by a competent Civil Court, such Court may also set aside a sale of immovable property made in execution of such Certificate, directing the refund of the purchase-money with or without interest, as the Court may think fit; but only if the purchaser has been made or added as a party to such suit and so has had an opportunity of being heard. We think that the rule laid down in *Jan Ali* v. *Jan Ali Chaudhri* (1 B. L. R., A. C. 56) ought not to govern a sale made otherwise than under the regular provisions of the Code of Civil Procedure.

We have provided for a general power of supervision and control by Commissioners and the Board of Revenue.

We have made a few other minor alterations.

We recommend that the Bill as amended be passed.

H. L. DAMPIER.
J. O'KINEALY.
KRISTODAS PAL.*
PEARY MOHUN MOOKERJEE.
AMEER HOSSEIN.
C. D. FIELD.

The 26th March 1880.

* Dissenting as to the extension of the provisions of the Bill to Wards' estates.

সিলেক্ট কমিটীর পশ্চাল্লিখিত রিপোর্ট তাঁহাদের সংশোধিত পাণ্ডুলিপিসমেত শ্রীযুত প্রেসিডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।

সিলেক্ট কমিটীর নিয়মস্থ কারকারী সভা আমাদের প্রতি কোনং রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করিবার আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি অর্পিত হয়। আমরা সসম্ভ্রমে তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত রিপোর্ট দিতেছি।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদিম নিয়মিত বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত স্থানের মধ্যে যেং কথায় পাণ্ডুলিপি কার্য্যকর হইবার বিধান ছিল, আমরা সেই কথাগুলি উঠাইয়া দিয়াছি।

আমরা বিধান করিয়াছি যে, (১) যে মহালের ভূমির রাজস্ব বাকী পড়ে সেই মহাল বিক্রয় দ্বারা বাকী টাকা আদায় করা না গেলে, ঐ টাকার নিমিত্ত ও (২) ইজারদারের স্থানে পাওনা বাকি রাজস্ব নিমিত্ত যে সর্টিফিকেট লেখা যায়, সর্টিফিকেটমত খাতক নোটিস পাইবার পর এক মাসের মধ্যে অথবা রাজস্ব বিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষেরা তৎকৃত আপত্তি অগ্রাহ্য করিবার পর পনের দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবকে ঐ টাকা দিলে তদ্রূপ কোন টাকা পাওনা নাই বলিয়া দেওয়ানী আদালতে সেই সর্টিফিকেট প্রতিবাদ করিতে পারিবেন। ১৭৯৪সালের ৩ আইনের যে ১২ ধারা রহিত করা যায় নাই, তৎক্রমে কার্য্যতঃ ইহাই বর্ত্তমান ব্যবস্থা। এই নিমিত্ত আমরা রহিত করিবার তফসীলে এই ধারা ধরিয়াছি। এই পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে উক্ত প্রকারের সর্টিফিকেট আর একেবারে চূড়ান্ত হইবে না। আমরা এই নিমিত্ত "চূড়ান্ত" ও "অনিবার্য্য" এই দুইটী শব্দ উঠাইয়া দিয়াছি।

[*Government Gazette, 27th April 1880.*]

কোর্ট অব ওয়ার্ডেদের বা রাজস্ববিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষদের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীন মহালের খাজানা এই পাণ্ডুলিপির বিধানমতে আদায় করিবার বিধান আমরা রাখিয়াছি; কিন্তু এই শ্রেণীর মোকদ্দমায় উক্ত বিশেষ কার্য্যপ্রণালী প্রয়োগ সম্বন্ধে আশঙ্কা নিবারণার্থে নিম্নলিখিত বিধান করিয়াছি।—

(১) এই খাজানা যখন কালেক্টর সাহেবকে দিতে হয় [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষকে দিতে হয়, কালেক্টর সাহেব দ্বারা সর্টিফিকেট লিখিত হইলেও, তাহা কার্য্যাধ্যক্ষের মাতব্বরিতে লিখিত হইবে।

(২) কালেক্টর সাহেবকে যে নোটিস পাঠান যায়, ও যাহা অবলম্বন করিয়া সর্টিফিকেট লেখা যায় আবেদনপত্রের ন্যায় তাহাতে সকল পাঠ লিখিতে হইবে।

(৩) তত টাকা খাজানা আদায় করিবার আবেদন পত্রে যে কোর্টফী লাগে উক্ত নোটিসে সেই কোর্টফী দিতে হইবে। সরকারী রাজস্বের ক্ষতি নিবারণার্থ এইটি আবশ্যক হইয়াছিল।

(৪) ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব উক্ত সর্টিফিকটমতে খাতক হইবেন না, যে সামান্য ব্যক্তির পক্ষে মহালের কার্য্যাধ্যক্ষতা করা যায় সেই ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্ত হইলে, আসন্নবন্ধু সংযোগে ঐ অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তি হইবেন।

(৫) কালেক্টর সাহেবকে ও অন্য রাজকীয় কার্য্যকারকদিগকে যে আশ্রয় দেওয়া গিয়াছে, কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে সেই আশ্রয় দেওয়া যায় নাই, এই ও ৪ দফার ফল এই হইবে যে, ঐ সর্টিফিকেট লিখন সম্বন্ধে ও তৎক্রমে যাহা করা যায় তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেটসেক্রেটরী সাহেব কোন রূপে দায়ী হইবেন না।

(৬) ডিক্রীমত খাতক তাহার অস্থাবর সম্পত্তি লুকাইবার বা স্থানান্তরিত করিবার বা বিক্রয়াদি করিবার সম্ভাবনা, কালেক্টর সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে বিধান। আছে সেই বিধানের কার্য্য হইতে আমরা এই প্রকারের মোকদ্দমা মুক্ত করিয়াছি।

আমরা স্পষ্টরূপে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছি যে, মিয়াদবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদ্দ্বারা যে প্রাপ্য আদায়ের বাধা হয়, সেই প্রাপ্য নিমিত্ত সর্টিফিকেট লেখা যাইবে না।

রাজস্ব বিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষদের প্রতি আপত্তির দরখাস্ত অর্পণ করা গেলে, যে প্রণালীমতে তাহা শুনিয়া নিষ্পত্তি করা যাইবে, আমরা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি।

আমরা বিধান করিয়াছি যে, আপত্তির দরখাস্ত শুনিবার নিমিত্ত তাহা আসিস্টেন্ট কমিশ্যনর ও অতিরিক্ত আসিস্টান্ট কমিশ্যনর ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রতি অর্পিত হইতে পারিবে।

জারীকরণকার্য্যে বাধা দিলে, আমরা কালেক্টর সাহেবকে (বা ডেপুটী কালেক্টর প্রভৃতিকে তদ্বিষয়ের বিচারাদি করিবার ক্ষমতা দিয়াছি। টিফিকেট জারী করিবার আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে যে ব্যক্তিরা স্থাবর সম্পত্তিচ্যুত হয়, এই বিধান বলে তিনি তাহাদের আপত্তির মীমাংসা করিতে পারিবেন।

আমরা বিধান করিয়াছি যে উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক কোন সর্টিফিকেট অসিদ্ধ করা গেলে, ঐ আদালত উক্ত সর্টিফিকেট জারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ও অসিদ্ধ করিতে পারিবেন; ঐ আদালত যে রূপ উচিত বোধ করেন, সুদ সহিত বা সুদবিনা ক্রয়ের টাকা ফিরাইয়া দিবার আদেশ করিবেন; কিন্তু ক্রেতাকে একপক্ষ করা গেলে বা একপক্ষ স্বরূপ যোগ করা গেলে ও এইরূপে তাঁহার কথা শুনিবার সুযোগ হইলেই, এইরূপ হইবে। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের নিয়মিত বিধানক্রমে না হইয়া প্রকারান্তরে যে বিক্রয় হয়, আমরা বিবেচনা করি সেই বিক্রয় বেঙ্গল ল রিপোর্টারের ১ বালামের আপীলের মোদ্দমার ৫৬ পৃষ্ঠায় জানআলি ও মানআলি চৌধুরীর মোকদ্দমায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার নিয়মাধীন থাকা উচিত নয়।

আমরা কমিশ্যনরদের ও বোর্ডে দ্বারা সাধারণতঃ তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব হইতে পারিবার বিধান করিয়াছি।

আমরা আর কএকটী সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

আমাদের পরামর্শ এই যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হউক।

এচ, এল, ডাম্পিয়র।
জে, ওকিনেলী।
কৃষ্ণদাস পাল।*
প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়।
আমীর হোসেন।
সি, ডি, ফীলড।

---

* রাজানুপালিতদের মহালে পাণ্ডুলিপির বিধান বর্ত্তাইবার সম্বন্ধে ভিন্নমত।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৭ আপ্রিল।]

ARRANGEMENT OF SECTIONS.

[Government Gazette, 27th April 1880.]

ধারার নির্ঘণ্ট

AMENDED BILL.

A Bill to amend the Law for the Recovery of certain Public Demands.

Preamble.

WHEREAS it is expedient to amend the law for the recovery of certain dues and debts demandable by Public Officers: It is hereby enacted as follows:—

Short Title.

1. This Act may be called "The Public Demands' Recovery Act, 1880."

Extent.

It extends to all the territories for the time being administered by the Lieutenant-Governor of Bengal.

Commencement.

It shall come into operation on and after the date on which it shall be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Construction of this Act.

2. This Act, so far as is consistent with the tenor thereof, shall be construed as one with Act XI of 1859, passed by the Governor-General in Council, and Act VII of 1868, passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council. The powers given by this Act shall be deemed to be in addition to, and not in derogation of, any powers conferred by *any Act now being in force for the recovery of any due, debt, or demand to which the provisions of this Act are applicable.*

Repeal of Acts in Schedule.

3. The Acts specified in the first Schedule annexed to this Act are hereby repealed from and after the commencement of this Act, to the extent specified in the third column of that Schedule: provided that this repeal shall not affect—

(*a*) the past operation of any enactment hereby repealed, nor anything duly done or suffered thereunder:

(*b*) any liability created under any enactment hereby repealed.

Certificate under Act VII (B.C.) of 1868 to be enforced under this Act.

Every Certificate made under the provisions hereby repealed of Act VII of 1868, passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, may be enforced under the provisions of this Act.

Definitions.

4. In this Act, unless the context otherwise requires, *but not in the other Acts mentioned in Section 2,*

[*Government Gazette, 27th April* 1880.]

সংশোধিত পাণ্ডুলিপি।

কোন২ রাজকীয় প্রাপ্য আদায়ের আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

অনুবাদ।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের দাওয়াযোগ্য কোন২ প্রাপ্য ও ঋণের টাকা আদায় করিবার আইন সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "রাজকীয় প্রাপ্য আদায়বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তি।

এই আইন বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে২ দেশ থাকে তৎসমুদয়ের প্রতি বর্ত্তিবে।

আরম্ভ।

এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায়, সেই তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে।

এই আইনের অর্থ করণের কথা।

২ ধারা। এই আইনের ভাবের সহিত যতদূর সঙ্গত হয়, এই আইন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের অঙ্গীভূত বলিয়া ইহার অর্থ করিতে হইবে। যে কোন দেনা বা ঋণ বা প্রাপ্যের প্রতি এই আইনের বিধান বর্ত্তে, তাহা আদায় করণার্থ একণে যে কোন আইন বলবৎ আছে, এই আইনক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা সেই আইনক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে, তদ্বিরুদ্ধ বলিয়া নহে।

তফসীলের লিখিত আইনগুলি রহিত হইবার কথা।

৩ ধারা।—এই আইনের প্রচলনারম্ভাবধি এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলির যে পরিমাণ ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে নির্দ্দিষ্ট হইল সেই পরিমাণ রহিত হইল। কিন্তু এই প্রকারে রহিত হওয়াতে,

(ক) যে কোন আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল তাহার গত কার্য্যের বা তৎক্রমে নিয়মিতরূপে যাহা কিছু করা বা করিতে দেওয়া গিয়াছে তাহার, বা

(খ) যে কোন আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল তৎক্রমে সৃষ্ট কোন দায়ের, কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় আইনক্রমে প্রদত্ত সর্টিফিকেট এই আইনমতে প্রবল করিতে পারিবার কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের যে২ বিধান এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল তৎক্রমে প্রদত্ত প্রত্যেক সর্টিফিকেট এই আইনের বিধানমতে প্রবল করা যাইতে পারিবে।

পরিভাষা।

৪ ধারা। পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তরের প্রয়োজন না হইলে, এই আইনে, (কিন্তু ২ ধারার উল্লিখিত অন্য কোন আইনে নহে),

"Collector"

"*Collector" means (a) the Collector of a District or any Officer specially appointed by the Lieutenant-Governor to perform the functions of a Collector under this Act; and (b) any Officer in charge of a Sub-division of a District whom the Collector of such District, with the sanction of the Commissioner, authorizes to perform such functions as aforesaid:*

"Section."

"Section" means a section of this Act.

"কালেক্টর।"

"কালেক্টর" শব্দে (ক) জিলার কালেক্টর সাহেবকে অথবা এই আইনমতে কালেক্টরের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বিশেষরূপে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে এবং (খ) পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেব কমিশনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক মহকুমার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত যে কোন কার্য্যকারকের প্রতি ক্ষমতার্পণ করেন তাঁহাকে বুঝাইবে।

"ধারা।"

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

5. In the following cases, that is to say—

৫ ধারা। পশ্চাল্লিখিত স্থলে, অর্থাৎ,

When an estate or tenure has been sold for its own arrears; and the sale-proceeds are insufficient to liquidate the same; or

(1) when, under the provisions of Act XI of 1859, passed by the Governor-General in Council, or of Act VII of 1868 passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, an estate or tenure has been sold for the recovery of arrears of revenue due thereupon, and, after deducting the expenses of such sale, the balance of the sale-proceeds remaining is insufficient to liquidate the arrears of revenue in discharge of which such sale-proceeds may under the aforesaid provisions be applied;

কোন মহাল বা ভূসম্পর্ক তাহার বাকী রাজস্ব নিমিত্ত বিক্রীত হইলে ও বিক্রয়োৎপন্ন টাকায় তাহা শোধ না হইলে বা

(১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে কোন মহাল বা ভূসম্পর্ক তাহার বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত বিক্রীত হইলে, এবং বিক্রয়ের খরচ বাদ দিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকার যাহা অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারা যে বাকী রাজস্ব দেবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে উক্ত বিক্রয়োৎপন্ন টাকার প্রয়োগ হইতে পারে সেই বাকী রাজস্ব শোধ না হইলে;

when arrears of revenue due from a farmer are not paid on latest date of payment,

(2) when arrears of revenue due from a farmer on account of an estate held by him in farm are not paid on the latest day of payment fixed under the provisions of Section 3 of Act XI of 1859, passed by the Governor-General in Council;

ইজারদারের স্থানে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব টাকা দিবার শেষ দিনে দেওয়া না গেলে;

(২) কোন ইজারদারের দখলে যে মহাল থাকে তন্নিমিত্ত তাঁহার স্থানে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে নির্দ্দিষ্ট টাকা দিবার শেষ দিনে দেওয়া না গেলে;

the Collector of the district may make a certificate of the unpaid arrears.

the Collector may make under his hand, and in form No. 1 in the second Schedule annexed to this Act, a certificate of the amount of arrears so remaining unpaid, and may cause the same to be filed in his office.

জিলার কালেক্টর সাহেবের বাকী টাকার সর্টিফিকেট লিখিতে পারিবার কথা।

যত টাকা দিতে বাকী থাকে, কালেক্টর সাহেব এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১ নম্বর পাঠে আপন স্বাক্ষরযুক্ত তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া আপনার আফিসে গাঁথাইয়া রাখিতে পারিবেন।

Such certificate shall have the force and effect of a decree of a Civil Court as regards the remedies for enforcing it.

6. (a) Subject to the provisions of this Act, every certificate *made under the provisions of Section 5* shall, *as regards the remedies for enforcing the same and so far only*, have the force and effect of a decree of a Civil Court, and *the Secretary of State for India in Council* shall be deemed to be the decree-holder, and the person therein named as debtor shall be deemed to be the judgment-debtor.

উক্ত সর্টিফিকেট প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবার কথা।

৬ ধারা। (ক) এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে ৫ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত প্রত্যেক সর্টিফিকেট, উহা প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে যতদূর হইতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে এবং ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব ডিক্রীদার বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং ঐ সর্টিফিকেটে ঋণী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে তিনি ডিক্রীমত খাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৭ আপ্রিল।]

Judgment-debtor may bring a suit in the Civil Court to contest his liability, if he has deposited the amount of the Certificate.

(b) Such judgment-debtor may at any time within one year after the service upon him of such notice as is mentioned in Section 10, bring a suit in the Civil Court to have the said Certificate cancelled on the ground that the arrears stated therein were not due by him; but no such suit shall be entertained unless such judgment-debtor has paid such amount to the Collector within one month after being served with the said notice, or, in any case in which he has filed a petition of objection under Section 12, then within fifteen days after such petition has been heard and determined.

If no such suit brought within one year, or if brought and decided against judgment-debtor, the Certificate to become absolute, and have effect of a decree of the Civil Court to all intents and purposes.

(c) If no such suit is instituted within the said period of one year, or if any such suit having been so instituted, is decided against such judgment-debtor, such certificate shall become absolute, and shall have to all intents and purposes the effect of a final decree of a Civil Court.

When any arrear of a Public Demand is unpaid by the person liable to pay the same,

7. When any arrears of the following Public Demands are unpaid by the person liable to pay the same, that is to say—

(1) any sum of money which by any law for the time being in force is declared to be recoverable or realizable as an arrear of revenue or land revenue, or by the process prescribed for the recovery of arrears of revenue or of the public or Government revenue:

(2) any sum of money due from the sureties of a farmer in respect of the revenue of the estate farmed by him:

(3) any such demand, money, fee, duty, arrear, fine, or costs as is mentioned in the following sections of the following Acts passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, that is to say—in Act VI of 1873, Section 50; in Act IV of 1875, Section 1; in Act V of 1875, Section 57; in Act III of 1876, Section 42, Section 73 and Section 85; in Act VII of 1876, Section 82; in Act VIII of 1876, Section 138; or in Act VII of 1878, Section 36:

(4) in the case of a person to whom the collection of tolls has been farmed under the provisions of Section 8 of "The Canals Act, 1864," or of the sureties of such person—any sum of money due in respect of such farm:

সর্টিফিকেটের লিখিত টাকা জমা করিয়া দিলে, ডিক্রীমত খাতকের স্বীয় দায়ে প্রতিবাদ করণার্থ দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

(খ) তদ্রূপ ডিক্রীমত খাতকের উপর ১০ ধারার উল্লিখিত নোটিস জারী করা গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে তিনি সর্টিফিকেটের লিখিত বাকী টাকা তাঁহার দেন নহে বলিয়া উক্ত সর্টিফিকেট রদ করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্ত নোটিস পাইবার পর এক মাসের মধ্যে অথবা ১২ ধারামতে তিনি আপত্তির দরখাস্ত করিয়া থাকিলে, ঐ দরখাস্ত শুনা গিয়া নিষ্পত্তি হইলে পর পনের দিনের মধ্যে, ডিক্রীমত খাতক উক্ত টাকা কালেক্টর সাহেবকে না দিলে, তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে না।

এক বৎসরের মধ্যে তদ্রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে অথবা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে, সর্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবার ও সর্ব্বপ্রকারে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ হইবার কথা।

(গ) উক্ত এক বৎসর মিয়াদের মধ্যে তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে, অথবা তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে উক্ত সর্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবে, এবং সর্ব্বপ্রকারে দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ হইবে।

রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী সেই ব্যক্তি তাহা না দিলে,

৭ ধারা। নিম্নলিখিত রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী সেই ব্যক্তি তাহা না দিলে, অর্থাৎ

(১) যে কোন টাকা রাজস্বের বা ভূরাজস্বের বাকীর ন্যায় অথবা রাজস্বের বা রাজকীয় বা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের বাকী আদায় করিবার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী মতে আদায়করা বা প্রাপ্তব্য হইতে পারে বলিয়া প্রচলিত কোন আইনে নির্দ্দেশ থাকে, সেই টাকা;

(২) কোন ইজারদারের যে মহালের ইজারা লন তাহার রাজস্ব সম্বন্ধে ঐ ইজারদারের জামিনদের স্থানে যে কোন টাকা পাওনা হয় সেই টাকা;

(৩) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্ন লিখিত আইনের নিম্নলিখিত ধারায়, অর্থাৎ, ১৮৭৩ সালের ৬ আইনের ৫০ ধারায়, ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ১ ধারায়, ১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৫৭ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৩ আইনের ৪ ও ৭৩ ও ৮৫ ধারায় ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৮২ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৩৮ ধারায়, বা ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৩৬ ধারায়, যে কোন প্রাপ্য বা টাকা বা ফী বা মাশুল বা বাকীর জরিমানা বা খরচ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা;

(৪) জলপ্রণালী বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইনের ৮ ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তিকে টোল ইজারা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, তাঁহার ও তাঁহার জামিনদের বেলা, ঐ ইজারা সম্পর্কীয় যে কোন টাকা পাওনা থাকে তাহা;

(5) in the case of a person having charge of a ferry subjected to the payment of a yearly rent—any arrear of such rent ascertained and certified as provided in Regulation VI of 1819, Section 10:

(6) any arrears of revenue or rent payable to the Secretary of State for India in Council from any ryot, or from any person holding any interest in land, pasturage, forest rights, fisheries, and the like, whether such interest is or is not transferable:

(7) in the case of property which, under the provisions of any law for the time being in force, *has been taken under the charge of, or* is managed by, the Court of Wards or the Revenue Authorities on behalf of a private individual—any arrears of rent *or of other demands recoverable as rent*, whether such arrears became due before or after the management devolved upon such Court or such Authorities.

(8) any sum payable to a Public Officer of Government in respect of which the person liable to pay the same has agreed by a written instrument duly registered that it shall be recoverable under the provisions of this Act:

(9) any fee, duty, tax, or other demand, which by any Act passed hereafter shall be declared to be recoverable under the provisions of this Act.

the Collector of the district may make under his hand, and in form No. 2 in the second Schedule annexed to this Act, a Certificate of the amount of such arrears so remaining unpaid, and may cause the same to be filed in his Office: *provided that no such Certificate shall be made in respect of any such demand, the recovery of which is barred by any law of Limitation for the time being in force.*

The Collector of the district may make a Certificate of the unpaid demand.

8. (a) Subject to the provisions of this Act, every Certificate made under the provisions of Section 7 shall, as regards the remedies for enforcing the same, and so far only, have the force and effect of a decree of a Civil Court. *In the cases other than case 7 mentioned in the said Section 7, the Secretary of State for India in Council, and in the said case 7 the private individual therein mentioned, or, if such private individual be a Minor, Lunatic or Ward of Court, then such Minor, Lunatic or Ward of Court by his next*

Such Certificate shall have the same effect as a decree of a Civil Court, as regards the remedies for enforcing the same.

(৫) বার্ষিক খাজানা দিবার নিয়মাধীন খেয়াঘাটের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বেলা, ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার বিধানমতে ঐ খাজানার কোন বাকী টাকা নিরূপিত হইয়া তাহার সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, ঐ টাকা,

(৬) কোন রায়তের নিকট বা ভূমি, চরাণীজমি, বনকর, জলকর প্রভৃতিতে যে ব্যক্তির কোন স্বার্থ থাকে, ঐ স্বার্থ হস্তান্তরযোগ্য হউক বা না হউক, সেই ব্যক্তির নিকট যা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের যে কোন বাকী রাজস্ব বা খাজানা পাওনা হয়, তাহা,

(৭) প্রচলিত আইনের বিধানমতে সামান্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বা রাজস্ব বিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষের যে কোন সম্পত্তির ভার গ্রহণ বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করেন, সেই সম্পত্তির বেলা বাকী খাজানা বা খাজানার ন্যায় আদেয় অন্য কোন প্রাপ্য, উক্ত কোর্টের বা কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার অর্পিত হইবার পূর্ব্বে দেনা হইয়া থাকুক বা পরে হইয়া থাকুক;

(৮) গবর্ণমেণ্টের রাজকীয় কার্য্যকারকের পাওনা যে টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী সেই টাকা এই আইনের বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে সেই ব্যক্তি নিয়মিতরূপে রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রদ্বারা এই বিষয়ে সম্মতি দিলে, ঐ টাকা।

(৯) ইহার পর প্রণীত কোন আইনে যে কোন ফী বা মাসুল বা টাক্স বা অন্য প্রাপ্য এই আইনের বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে বলিয়া নির্দ্দেশ থাকিবে তাহা;

জিলার কালেক্টর সাহেব, এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ২ নম্বর পাঠে, তদ্রূপ যে বাকী টাকা দেওয়া না যায় স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া আপনার আফিসে গাথাইয়া রাখিতে পারিবেন, কিন্তু যৎকালে মিয়াদ বিষয়ক যে আইন চলিত থাকে, তদ্দ্বারা যাহা আদায় করিবার বাধা হয়, তদ্রূপ কোন প্রাপ্য সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন সর্টিফিকেট লেখা যাইবে না।

জিলার কালেক্টর সাহেবের অদত্ত প্রাপ্য টাকার সর্টিফিকেট লিখিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। (ক) এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে ৭ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত প্রত্যেক সর্টিফিকেট, উহা প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে যতদূর হইতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত, দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে। উক্ত ৭ ধারার ৭ প্রকরণের উল্লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, এবং উক্ত ৭ প্রকরণের লিখিত স্থলে উল্লিখিত সামান্য ব্যক্তি, অথবা ঐ ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্ত বা কোর্টের অনুপালিত হইলে, উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্ত বা কোর্টের অনুপালিত ব্যক্তি আসন্ন

সর্টিফিকেট প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ফলবৎ হইবার কথা।

friend, shall be deemed to be the decree-holder, and in all the cases mentioned the person therein named as debtor shall be deemed to be the judgment-debtor.

Judgment-debtor may bring a suit in the Civil Court to contest the Certificate. If no such suit within one year, or if brought and decided against the judgment-debtor, Certificate to become absolute.

(*b*) *Such judgment-debtor may at any time* within one year after the service upon him of such notice as is mentioned in Section 10 bring a suit in the Civil Court to contest his liability to pay the amount stated in the said Certificate, and to have such Certificate cancelled. If no such suit is instituted within the said period of one year, or if any such suit having been instituted is decided against such judgment-debtor, such Certificate shall become absolute, and shall have to all intents and purposes the same force and effect as a final decree of a Civil Court.

In case of arrears of public demand payable to Officer other than Collector, such Officer may give notice to Collector.

9. (*a*) When any arrears of any of the public demands specified in Section 7 is unpaid by any person liable to pay such public demand to a Public Officer other than a Collector, *or when any such demand as is specified in the seventh clause of the said section is unpaid by any person liable to pay the same to a Manager appointed by the Court of Wards*, such Officer *or such Manager may* give to the Collector of the district, in which such person resides, *or in which such demand is payable*, a notice in writing in form No. 3 in the second Schedule annexed to this Act: *provided that no such notice may be given in respect of any such demand, the recovery of which is barred by any law of Limitation for the time being in force.*

Such notice given by a Manager to be verified and stamped as a plaint.

(*b*) *Every such notice given by a Manager shall be verified by such Manager in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure as to the verification of plaints, and there shall be payable in respect thereof a Court-fee of the same amount as is payable under the Court-fee Act for the time being in force in respect of a plaint for the recovery of a sum of money equal to that stated in such notice.*

Collector may on receipt of such notice make a Certificate.

(*c*) On receipt of such notice, such Collector, *if* satisfied that such demand is justly recoverable, may make under his hand, and in the form No. 2 in the second Schedule annexed to this Act, a Certificate of

বন্ধুর সহযোগে, ডিক্রীদার বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং উল্লিখিত সকল স্থলে সর্টিফিকেটে ঋণী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা যায় তিনিই ডিক্রীমত খাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

সর্টিফিকেটের প্রতিবাদ করণার্থে ডিক্রীমত খাতকের দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার ও এক বৎসর মধ্যে তদ্রূপ মোকদ্দমা করা না গেলে অথবা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে, সর্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবার কথা।

(খ) উক্ত ডিক্রীমত খাতকের উপর ১০ ধারার উল্লিখিত নোটিস জারী করা গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে তিনি উক্ত সর্টিফিকেটের লিখিত টাকা দিবার দায়ের প্রতিবাদ করণার্থ ও উক্ত সর্টিফিকেট রহিত করণার্থ দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। উক্ত এক বৎসর মিয়াদের মধ্যে তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে, অথবা তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে, ঐ সর্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবে, এবং সর্ব্ব প্রকারে দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে।

কালেক্টর সাহেব ভিন্ন অন্য কার্য্যকারকের নিকট দেয় রাজকীয় প্রাপ্য বাকী থাকিলে উক্ত কার্য্যকারকের কালেক্টর সাহেবকে নোটিস দিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। (ক) ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী, তিনি তাহা কালেক্টর সাহেব ভিন্ন অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে না দিলে, অথবা উক্ত ধারার ৭ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট কোন প্রাপ্য দিতে যে ব্যক্তি দায়ী তিনি তাহা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষকে না দিলে, উক্ত কার্য্যকারক বা কার্য্যাধ্যক্ষ যে জিলায় উক্ত ব্যক্তি বাস করেন বা উক্ত প্রাপ্য টাকা দেয় হয়, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৩ নম্বর পাঠে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কিন্তু যৎকালে মিয়াদ বিষয়ক যে আইন চলিত থাকে, তদ্দ্বারা যাহার বাধা হয়, এরূপ কোন প্রাপ্য সম্বন্ধে উক্তরূপ কোন নোটিস দেওয়া যাইবে না।

কোন কার্য্যাধ্যক্ষ ঐ নোটিস দিলে, তাহাতে আবেদনপত্রের ন্যায় সত্য পাঠ ও ইষ্টাম্প সংযোগ করিবার কথা।

(খ) কোন কার্য্যাধ্যক্ষ তদ্রূপ নোটিস দিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের আবেদনপত্রের সত্য পাঠ লিখন সম্বন্ধীয় বিধানমতে ঐ নোটিসে সত্য পাঠ লিখিবেন, এবং উক্ত নোটিসে যত টাকা লেখা থাকে তত্তুল্য টাকা আদায় করণার্থ আবেদনপত্র সম্বন্ধে আদালতের রসুম বিষয়ক প্রচলিত আইনমতে যত টাকার কোর্ট ফী দিতে হয় তত টাকার কোর্ট ফী দিতে হইবে।

ঐ নোটিস পাইলে কালেক্টর সাহেবের সর্টিফিকেট লিখিতে পারিবার কথা।

(গ) উক্তরূপ নোটিস পাইলে, উক্ত প্রাপ্য যথার্থই আদায় করণযোগ্য কালেক্টর সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তিনি এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ২ নম্বর পাঠে, যে বাকী টাকা দেওয়া যায় নাই, স্বীয় স্বাক্ষর

the amount of such arrears so remaining unpaid, and shall cause the same to be filed in this office.

(*d*) The provisions of Section 8 shall apply to every such Certificate.

When Certificate filed, notice to be given to judgment-debtor. Upon service of notice, Certificate to bind immovable property of judgment-debtor.

10. When a Certificate has been filed in the Office of a Collector under the provisions of Section 5, or Section 7, or Section 9, such Collector shall issue to the judgment-debtor *a copy of such Certificate and* a notice in form No. 4 in the second Schedule annexed to this Act. From and after the service of such notice, such Certificate shall bind all immovable property of such judgment-debtor situate within the jurisdiction of such Collector in the same manner and with like effect as if such immovable property had been attached under the provisions of Section 274 of the Code of Civil Procedure. A copy of such Certificate *may be transmitted by post to any other Collector* for the purpose of being filed in his Office, and as soon as it is so filed, such Certificate shall, if the aforesaid notice has been served, bind in like manner all immovable property of such judgment-debtor situate within the jurisdiction of such last-mentioned Collector.

Copy of Certificate may be sent to Collector of another district to be filed in his office, and, upon its being filed, Certificate shall bind immovable property situate in such district.

Movable property of person, against whom Certificate has been made, may be attached at any time, if Collector satisfied that such person is likely to conceal, remove, or dispose of such property.

11. If *in any case other than the case mentioned in clause 7 of Section* 7, the Collector is satisfied that any person against whom a Certificate has been filed under the provisions of Section 5, or Section 7, or Section 9, is likely to conceal, or remove, or dispose of the whole or any part of his movable property, and that the realization of the amount of such Certificate will in consequence be delayed or obstructed, he may at any time after making such Certificate direct an attachment of the whole or any part of the movable property of such person. Such attachment shall be made in the manner provided in the Code of Civil Procedure for attaching movable property, *and subject to the provisions of Section* 266 *of the same Code.* Such property may be sold for the purpose of satisfying such Certificate, if no petition of objection is filed under Section 12,

যুক্ত তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া আপনার আফিসে গাঁথাইয়া রাখিতে পারিবেন।

(ঘ) তদ্রূপ প্রত্যেক সর্টিফিকেটের প্রতি ৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গেলে, ডিক্রীমত খাতককে নোটিস দিবার ও নোটিস জারী করা গেলে, সর্টিফিকেটক্রমে ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ হইবার কথা।

১০ ধারা। ৫ কি ৭ কি ৯ ধারার বিধানমতে কোন কালেক্টর সাহেবের আফিসে কোন সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গেলে উক্ত কালেক্টর সাহেব ডিক্রীমত খাতককে ঐ সর্টিফিকেটের একখণ্ড প্রতিলিপি ও এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৪ নম্বর পাঠে একখান নোটিস দিবেন। ঐ নোটিস জারী করা গেলে, উক্ত কালেক্টর সাহেবের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ডিক্রীমত খাতকের যে সকল স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৭৪ ধারার বিধানমতে ক্রোক করা গেলে যে প্রকারে ও যাদৃশ ফল সহ ঐ সমস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ হইত, ঐ সর্টিফিকেটের বলেও সেই প্রকারে ও তাদৃশ ফলসহ আবদ্ধ হইবে। ঐ সর্টিফিকেটের এক খণ্ড প্রতিলিপি অন্য কোন কালেক্টরের আফিসে গাঁথিয়া রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ডাকযোগে পাঠান যাইতে পারিবে, এবং তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে ঐ সর্টিফিকেটক্রমে, পূর্ব্বোক্তরূপ নোটিস জারী করা গেলে পর, শেষোক্ত কালেক্টরের বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত উক্ত ডিক্রীমত খাতকের সমুদয় সম্পত্তিও উক্তরূপে আবদ্ধ হইবে।

অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে গাঁথিয়া রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি পাঠাইবার ও তাহা গাঁথিয়া রাখা গেলে সর্টিফিকেটক্রমে ঐ জিলার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ হইবার কথা।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্টিফিকেট লেখা যায়, সেই ব্যক্তি স্বীয় অস্থাবর সম্পত্তি লুকাইবে বা স্থানান্তর করিবে বা বিক্রয়াদি করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মিলে কোন সময়ে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারিবার কথা।

১১ ধারা। ৭ ধারার ৭ প্রকরণের উল্লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য কোন স্থলে, যদি কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মে যে ৫ কি ৭ কি ৯ ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি আপনার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ লুকাইবে কি স্থানান্তর করিবে কি বিক্রয়াদি করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে এবং তন্নিবন্ধন উক্ত সর্টিফিকেটের লিখিত টাকা আদায় করিতে বিলম্ব কি বাধা হইবে, তাহা হইলে তিনি সর্টিফিকেট লিখিবার পর যে কোন সময়ে উক্ত ব্যক্তির সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে প্রকার বিধান আছে তদনুসারে ও উক্ত আইনের ২৬৬ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে ঐ ক্রোক করণ কার্য্য করিতে হইবে। ১২ ধারামতে আপত্তির দরখাস্ত দেওয়া না গেলে, অথবা তদ্রূপ দরখাস্ত দেওয়া গেলেও

or if any such petition is filed, then as soon as it has been heard and determined.

তাহার শুনানি হইয়া নিষ্পত্তি হইলে, ঐ সর্টিফিকেটের টাকা পরিশোধার্থ উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে

12. If any person, who has been served with a notice under Section 10, denies his liability to pay the whole or any part of the amount for which such Certificate has been made and filed against him, he may at any time within thirty days after service of such notice file a petition, denying his liability as aforesaid, before the Collector by whom such Certificate has been made. Such petition shall be in, or as nearly as possible in, the form No. 5 in the second Schedule annexed to this Act.

Any person served with notice under Section 10 may file a petition of objection.

১১ ধারা। যে কোন ব্যক্তির উপর ১০ ধারামত নোটিস জারী করা যায়, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যে সর্টিফিকেট লিখিয়া গাঁথিয়া রাখা যায় তাহার সমস্ত কি কিয়দংশ টাকা দিতে আপনার দায় অস্বীকার করিলে, ঐ নোটিস জারী হইবার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে যেকোন সময়ে যে কালেক্টর সাহেব ঐ সর্টিফিকেট লিখেন তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত দায় অস্বীকার করণসূচক দরখাস্ত দিতে পারিবেন। ঐ দরখাস্ত এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৫ নম্বর পাঠে বা যত দূর সম্ভব তদ্রূপ পাঠে লিখিতে হইবে।

যে ব্যক্তির উপর ১০ ধারামত নোটিস জারী করা যায়, তাঁহার আপত্তি দরখাস্ত দিতে পারিবার কথা।

13. Such Collector shall fix a day for hearing any such petition so filed, and upon such day, or any subsequent day to which such hearing may be adjourned, shall determine whether such petitioner is liable for the whole or any part of the amount for which such Certificate was made, and may set aside or modify or vary the Certificate accordingly. Every such Collector shall, for the purpose of hearing any such petition and determining as aforesaid, exercise all *or any of the powers of a Civil Court in respect of summoning, causing the attendance of, and examining witnesses and in respect of causing the production of documents; and the provisions of the Code of Civil Procedure applicable to these matters shall apply to a Collector exercising these powers.*

Day to be fixed for hearing such petition. Collector to determine the liability of the petitioner. Certain provisions of the Code of Civil Procedure to apply to the inquiry.

১৩ ধারা। উক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্ত শুনিবার দিন ধার্য্য করিবেন, এবং ঐ দিনে অথবা তাহা শুনিবার জন্য পরবর্ত্তি অন্য যে দিন স্থির করা যায় সেই দিনে, ঐ সর্টিফিকেটে যত টাকা লেখা থাকে তৎ সমুদয়ের বা তাহার কোন অংশের নিমিত্ত দরখাস্তকারী দায়ী কি না ইহা নিরূপণ করিবেন ও তদনুসারে উক্ত সর্টিফিকেট রহিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। তদ্রূপ কোন দরখাস্ত শুনিয়া নিষ্পত্তি করণার্থে তদ্রূপ প্রত্যেক কালেক্টর সাহেব সাক্ষিগণকে সমন দেওয়া ও উপস্থিত করাইবার ও পরীক্ষা করিবার ও দলীল আনাইবার সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের সমুদয় বা কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন এবং এই সকল বিষয় সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে বিধান আছে, এই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকারি কালেক্টর সাহেবের প্রতি সেই বিধান খাটিবে।

দরখাস্ত শুনিবার দিন ধার্য্য করিবার ও কালেক্টর সাহেবের দরখাস্ত কারির দায় নিরূপণ করিবার ও তদন্তের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোন২ বিধান বর্ত্তিবার কথা।

14. The Collector shall have full power to direct that the costs of such petition and of the hearing thereof shall be paid by the petitioner, and in any case in which a Collector directs the payment of such costs by any such petitioner, the amount thereof shall, if such petitioner be the judgment-debtor, be added to the amount entered in the Certificate, and shall be recoverable as if the same had been originally entered therein.

Collector may direct costs of such petition to be paid by the petitioner. Such costs how realized.

১৪ ধারা। দরখাস্তকারী উক্ত দরখাস্তের ও তাহার শুনানির খরচা দিবেন, কালেক্টর সাহেবের এরূপ আদেশ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে, এবং তদ্রূপ কোন দরখাস্তকারী ঐ খরচা দিবেন কালেক্টর সাহেব কোন স্থলে এরূপ আদেশ করিলে, দরখাস্তকারী যদি ডিক্রীমত খাতক হন, ঐ খরচার টাকা সর্টিফিকেটের লিখিত টাকার যোগ করা যাইবে, এবং তাহা তথায় প্রথমে লেখা থাকিলে যেরূপে আদায় করা যাইত সেইরূপে আদায় করা যাইতে পারিবে।

দরখাস্তকারী দরখাস্তের খরচা দিবেন কালেক্টর সাহেবের এরূপ আদেশ করিতে পারিবার কথা। কিরূপে খরচা আদায় করা যাইবে, তাহার কথা।

[*Government Gazette, 27th April* 1880.]

15. The Collector of a district may refer to any Deputy Collector or Assistant Commissioner, or Extra Assistant Commissioner subordinate to him any such petition as is mentioned in Section 12, and such Deputy Collector or Assistant Commissioner or Extra Assistant Commissioner shall hear and determine such petition accordingly. The provisions of Sections 13 and 14 shall be applicable to any such Deputy Collector *or Assistant Commissioner or Extra Assistant Commissioner* to whom any such petition has been so referred.

Collector may refer petition for hearing to Deputy Collector, Assistant Commission, &c., who shall have the same powers to hear it as the Collector

16. An appeal from any order of a Deputy Collector *or Assistant Commissioner or Extra Assistant Commissioner* may be preferred to the Collector within fifteen days, and an appeal from any original order of a Collector may be preferred to the Commissioner within thirty days after the making of such order respectively. *Pending the decision of such appeal, execution may be stayed, if the Appellate Authority so direct, but not otherwise.*

Appeal from Deputy Collector, Assistant Commissioner, &c., to Collector, and from Collector to Commissioner. Stay of execution.

17. There shall no appeal, as of right, lie from any order of a Collector passed on appeal from an order of a Deputy Collector, *or Assistant Commissioner or Extra Assistant Commissioner*. The Commissioner may in any case, in which he thinks fit, revise any order passed by a Collector or Deputy Collector, *or Assistant Commissioner, or Extra Assistant Commissioner.*

Power of revision

18. Every Certificate made under the provisions of Section 5, or Section 7, or Section 9, may be enforced and executed, *upon the expiry of one month after service of the notice mentioned in Section 10, or when any such petition as is mentioned in Section 12 has been filed, then as soon as such petition has been heard and determined.*

Certificate may be enforced after one month from notice, or when petition of objection disposed of.

19. Such certificate may be so enforced and executed by all or any of the ways and means mentioned and provided in and by *The Code of Civil Procedure* for the enforcement and execution of decrees for money, and all the practice and procedure provided by the said *Code of Civil Procedure*

Certificate may be enforced under the provisions of the Code of Civil Procedure as a decree for money

১৫ ধারা। জিলার কালেক্টর সাহেব আপনার অধীন কোন ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের হস্তে ১২ ধারার উল্লিখিত দরখাস্ত সমর্পণ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে উক্ত ডেপুটী কালেক্টর কি আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বা অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ঐ দরখাস্ত শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। উক্ত দরখাস্ত যে কোন ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের হস্তে সমর্পণ করা যায়, তৎপ্রতি ১৩ ও ১৪ ধারার বিধান খাটিবে।

ডেপুটী কালেক্টর আসিষ্টাণ্ট কমিশনর প্রভৃতি কালেক্টর সাহেবের দরখাস্ত শুনিবার নিমিত্ত সমর্পণ করিতে পারিবার ও তাঁহারা কালেক্টর সাহেবের মত ক্ষমতাক্রমে তাহা শুনিবার কথা।

১৬ ধারা। ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের আজ্ঞার উপর আপীল আজ্ঞা করিবার পর পনের দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, এবং কালেক্টর সাহেবের মূল আজ্ঞার উপর আপীল আজ্ঞা করিবার পর এক মাসের মধ্যে কমিশনর সাহেবের নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। আপীলী কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলে, (নচেৎ নহে) যাবৎ উক্ত আপীলের নিষ্পত্তি না হয় আজ্ঞা জারী স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কালেক্টর আসিষ্টাণ্ট কমিশনর প্রভৃতির নিকট হইতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে ও কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে কমিশনর সাহেবের নিকটে আপীল হইবার ও জারী করণ স্থগিত রাখিবার কথা।

১৭ ধারা। কোন ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, কালেক্টর সাহেব যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল করিবার অধিকার থাকিবে না। কমিশনর সাহেব কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে কালেক্টর সাহেবের কি ডেপুটী কালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কি অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের আজ্ঞা সংশোধন করিতে পারিবেন।

সংশোধনের কথা।

১৮ ধারা। ১০ ধারার উল্লিখিত নোটিস জারী করিবার পর এক মাস গত হইলে, অথবা যদি ১২ ধারার উল্লিখিত দরখাস্ত দেওয়া যায়, তবে ঐ দরখাস্ত শুনিয়া নিষ্পত্তি হইলে, ৫ কি ৭ কি ৯ ধারার বিধানমতে লিখিত সার্টিফিকেট প্রবল ও জারী করা যাইতে পারিবে।

নোটিস দিবার একমাস পরে অথবা আপত্তির দরখাস্তের নিষ্পত্তি হইলে, সার্টিফিকেট প্রবল করিতে পারিবার কথা।

১৯ ধারা। টাকার ডিক্রী প্রবল ও জারী করণার্থ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বা যে কোন পন্থা ও উপায় উল্লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সকল বা তাহার কোন পন্থা ও উপায় অবলম্বন করিয়া উক্ত সার্টিফিকেট প্রবল ও জারী করা যাইতে পারিবে, এবং উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনে

টাকার ডিক্রীর ন্যায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধানমতে সার্টিফিকেট প্রবল করিতে পারিবার কথা।

in respect of sales in execution of decrees; *in respect of raising the amount of a decree otherwise than by sale of immovable property under the provisions of Sections* 305, 320, 322, 323 *and* 324 *of the said Code:* in respect of arrests in execution of decrees for money; in respect of the execution of decrees by imprisonment; *in respect of insolvent judgment-debtors;* in respect of claims to attached property; in respect of resistance to execution; and in respect of the execution of decrees out of the jurisdiction of the Courts by which they were passed,

shall apply to every execution issued to enforce such Certificate and realize the amount recoverable thereunder, save that all the duties, powers and authorities by the said Code imposed or conferred on the Court shall be exercised by the Collector in whose office any such Certificate, or any copy thereof transmitted for execution under the provisions of Section 223 of the said Code, has been filed. *Subject to the control of the Collector and save and except in respect of the provisions relating to insolvent judgment-debtors, any of the said duties, powers, and authorities may be exercised by any Deputy Collector subordinate to such Collector.*

ও জারীক্রমে বিক্রয় সম্বন্ধে; ও উক্ত আইনের ৩০৫, ৩২০, ৩২২, ৩২৩ ও ৩২৪ ধারার বিধানমতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় ভিন্ন অন্য প্রকারে ডিক্রীর টাকা তুলিবার সম্বন্ধে; ও টাকার ডিক্রী জারীক্রমে ধৃতকরণ সম্বন্ধে; ও কারাদণ্ড দ্বারা ডিক্রীজারী করণ সম্বন্ধে; ও যাহারা দেউলিয়া ডিক্রীমত খাতকদের সম্বন্ধে, ও ক্রোককৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত দাওয়ার সম্বন্ধে, ও ডিক্রী জারীকরণের বাধা দিবার সম্বন্ধে, ও যে আদালত ডিক্রী দিলেন সেই আদালতের এলাকার বাহিরে ডিক্রী জারী করণ সম্বন্ধে যে সকল রীতির ও কার্য্যপ্রণালীর বিধান আছে, উক্ত সর্টিফিকেট প্রবল করণার্থ ও তৎক্রমে প্রাপ্য টাকা আদায় করণার্থ যে জারী করণের পরওয়ানা দেওয়া যায়, তাহার প্রতি সেই সকল রীতি ও কার্য্যপ্রণালী বর্ত্তিবে।-প্রভেদ এই যে, ঐ আইনে যে২ কর্ম্ম ও ক্ষমতা ও শক্তি আদালতের প্রতি অর্পিত বা প্রদত্ত হইয়াছে, যে কালেক্টর সাহেবের আফিসে ঐ সর্টিফিকেট, অথবা উক্ত আইনের ২২৩ ধারার বিধানমতে জারীকরণার্থে প্রেরিত ঐ সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি গাঁথিয়া রাখা যায়, তিনি সেই২ ক্ষমতা ও শক্তিক্রমে সেই২ কর্ম্ম করিবেন। কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে, যে দেউলিয়া ডিক্রীমত খাতকদের সম্বন্ধীয় বিধান সম্পর্কে না হইলে কালেক্টর সাহেবের অধীন কোন ডেপুটী কালেক্টর উক্তরূপ কোন ক্ষমতা ও শক্তিক্রমে তদ্রূপ কোন কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

Sale of immovable property may be set aside, if certificate is set aside by a competent Court. Proviso.

20. *If any immovable property is sold in execution of a Certificate under the provisions of Section* 18, *and if such certificate is subsequently set aside by a competent Court, such Court may set aside such sale of such immovable property, and in any case in which such sale is so set aside, such Court shall direct that the amount of the purchase-money be refunded to the purchaser with or without interest, as such Court thinks fit: provided that no such sale shall be so set aside unless such purchaser has been made or added as a party to the suit brought to set aside such Certificate.*

উপযুক্ত আদালতে সর্টিফিকেট অসিদ্ধ করা গেলে, স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারিবার কথা।

উপবিধান।

২০ ধারা। ১৮ ধারার বিধানমতে কোন সর্টিফিকেট জারীকরণক্রমে কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা গেলে, যদি উপযুক্ত আদালতে পরে ঐ সর্টিফিকেট অসিদ্ধ করা যায়, তবে উক্ত আদালত উক্ত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, এবং যে স্থলে তদ্রূপ বিক্রয় অসিদ্ধ করা যায়, সেই স্থলে উক্ত আদালত যেরূপ উচিত বোধ করেন, সুদ সহিত বা সুদ বিনা ক্রয়ের টাকা ক্রেতাকে ফিরাইয়া দিবার আদেশ করিবেন; কিন্তু উক্ত সর্টিফিকেট অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহাতে ক্রেতাকে একপক্ষ করা বা একপক্ষস্বরূপ যোগ করা না গেলে, ঐ বিক্রয় উক্তরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না।

Register of Certificates to be kept in Collector's office and to be open to inspection on payment of fee of eight annas.

21 Every Collector shall cause to be kept in his office a Register in such form as may from time to time be prescribed by *Board of Revenue*, and shall cause to be entered in such Register the particulars of every certificate made under this Act, which, or a copy of which, has been filed in his office. Such Register shall be open during office hours to the inspection of

সর্টিফিকেটের রেজিষ্টর কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাখিবার ও আট আনা ফী দিলে তাহা দেখিতে পাইবার কথা।

২১ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন সেই পাঠে কালেক্টর সাহেব আপন আফিসে এক খান রেজিষ্টর রাখাইবেন, এবং এই আইনমতে লিখিত যে প্রত্যেক সর্টিফিকেট বা তাহার প্রতিলিপি তাঁহার আফিসে গাঁথিয়া রাখা যায়, তাহার বিশেষ বিবরণ ঐ রেজিষ্টরে লিখাইবেন। যে কএক ঘণ্টা আফিস খোলা থাকে সেই সময়ে ঐ রেজিষ্টর কেহ দেখিতে চাহিলে দেখিতে পাইবেন, এবং দেখিবার নিমিত্ত আট আনা

any one desiring to inspect the same, and a fee of eight annas, *or such fee not exceeding eight annas as the Board of Revenue may prescribe*, shall be chargeable for such inspection.

ফী অথবা আট আনার অনধিক যে ফী বোর্ড নির্দ্দিষ্ট করেন সেই ফী দিতে হইবে।

Payment of sum due under a Certificate may be made by instalments. Payment of instalments to be entered in Register.

22. (*a*) *Payment of the amount due under a Certificate may be made by instalments, if the Collector who made such Certificate so direct. The payment of any instalment shall be entered in the Register mentioned in Section* 21.

সর্টিফিকেটমত দেনা টাকা কিস্তি করিয়া দিতে পারিবার ও কিস্তির টাকা প্রদান রেজিষ্টরে লিখিবার কথা।

২২ ধারা। (ক) যে কালেক্টর সাহেব সর্টিফিকেট লিখেন তিনি আদেশ করিলে সর্টিফিকেটমত দেনা টাকা কিস্তি করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন কিস্তির টাকা দেওয়া গেলে, সেই কথা ২১ ধারার উল্লিখিত রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে।

When total amount satisfied, Collector to enter satisfaction on certificate and in Register;

(*b*) When the total amount due under a Certificate has been paid and satisfied, the Collector in whose office such Certificate was originally filed shall enter satisfaction upon such certificate under his hand and signature; and shall cause the same to be entered in the Register mentioned in Section 21.

সমুদয় টাকা পরিশোধ হইলে পরিশোধের কথা সর্টিফিকেটের উপর ও রেজিষ্টরে কালেক্টর সাহেবের লিখিবার কথা।

(খ) সর্টিফিকেটমত সমুদয় দেনা টাকা দেওয়া ও পরিশোধ করা গেলে, যে কালেক্টর সাহেবের আফিসে ঐ সর্টিফিকেট প্রথমে গাঁথিয়া রাখা যায় তিনি সর্টিফিকেটের উপর টাকা পরিশোধ হইবার কথা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন; এবং ২১ ধারার উল্লিখিত রেজিষ্টরেও ঐ কথা লিখাইবেন।

and to communicate it to other Collector in whose office a copy of such Certificate has been filed.

(*c*) When a copy of such Certificate has been transmitted to another Collector, or when such Certificate has been made under the provisions of Section 9 upon notice from a Public Officer other than a Collector *or from a Manager appointed by the Court of Wards*, such satisfaction shall be communicated to such other Collector or to such Officer, or to such Manager.

অন্য যে কালেক্টর সাহেবের আফিসে সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি গাঁথিয়া রাখা গিয়াছে, তাঁহাকে পরিশোধের বিবরণ জানাইবার কথা।

(গ) ঐ সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি অন্য কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকিলে, অথবা কালেক্টর সাহেব ভিন্ন অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিযুক্ত কোন কার্য্যাধ্যক্ষের স্থানে নোটিস পাইয়া ৯ ধারার বিধানমতে ঐ সর্টিফিকেট লিখিত হইয়া থাকিলে, ঐ পরিশোধের কথা সেই অন্য কালেক্টর সাহেবকে বা সেই কার্য্যকারককে বা কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে।

Sum levied by Collector to whom copy of Certificate sent to be transmitted to Collector who made Certificate.

(*d*) When a sum has been levied or received by a Collector in respect of a Certificate, a copy of which has been transmitted to him and filed in his office, such Collector shall send such sum to the office in which such Certificate was originally made.

সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি যে কালেক্টরের নিকটে পাঠান যায় তিনি যে টাকা আদায় করেন তাহা সর্টিফিকেট লেখক কালেক্টরের নিকট পাঠাইবার কথা।

(ঘ) যে সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়া গাঁথিয়া রাখা যায় সেই সর্টিফিকেট সম্পর্কীয় কোন টাকা আদায় করিলে বা পাইলে, তিনি যে আফিসে ঐ সর্টিফিকেট প্রথমে লিখিত হয় সেই আফিসে ঐ টাকা পাঠাইবেন।

Collector, Deputy Collector, Assistant Commissioner, Extra Assistant Commissioner and Public Officer to be deemed to be acting judicially in the discharge of his duties under this Act.

23. Every Collector, *Deputy Collector, Assistant Commissioner and Extra Assistant Commissioner and every such Public Officer* as is mentioned in Section 9 *shall, in the discharge of his functions under this Act, be deemed to be a person acting judicially within the meaning of Act XVIII of* 1850, *passed by the Governor-General in Council.*

এই আইনমতে কর্ম্ম করিবার সময়ে কালেক্টর, ডেপুটী কালেক্টর, আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর ও রাজকীয় কার্য্যকারক বিচারকস্বরূপ কার্য্য করিতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

২৩ ধারা। প্রত্যেক কালেক্টর সাহেব ও ডেপুটী কালেক্টর ও আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর ও অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর ও ৯ ধারার উল্লিখিত প্রত্যেক রাজকীয় কার্য্যকারক, এই আইনমতে কর্ম্ম করিবার সময়ে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫০ সালের ১৮ আইনের অভিপ্রায়মতে বিচারকস্বরূপ কার্য্য করিতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

24. *All Collectors, Deputy Collectors, Assistant Commissioners, and Extra Assistant Commissioners shall, in the performance of their duties under this Act be subject to the general supervision and control of the Commissioners and the Board of Revenue.*

Collectors, &c. to be subject to the supervision and control of Commissioners and Board in discharge of their duties under this Act.

২৪ ধারা। সমুদয় কালেক্টর সাহেব ও ডেপুটী কালেক্টর ও আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও অতিরিক্ত অসিষ্টাণ্ট কমিশনরেরা, এই আইন মতে কার্য্য করিবার সময়ে, কমিশনরদের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্বের অধীন হইবেন।

এই আইনমতে আপন কর্ম্ম করিবার সময়ে কালেক্টর প্রভৃতি কমিশনরদের ও বোর্ডের তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্বের অধীন হইবার কথা।

First Schedule.—*See* Section 3.

Number and year.	Subject of Act.	Extent of repeal.
	Acts passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council	
VII of 1868	An Act to make further provision for the Recovery of Arrears of Land Revenue and Public Demands recoverable as Arrears of Land Revenue.	In section 1 from and including the words "The word 'Demand' means" to the close of the section. In section 2 the words "not being a sale made under, and by virtue of any execution issued upon a certificate made as hereinafter is provided." In section 6 the words "or persons liable to any demands," "or persons ... er any demands" "or persons," "or to any persons," "or persons" and "or of such demands." Sections 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28
VI of 1873	An Act to amend the law relating to Embankments and Water courses.	Section 50, from and including the words "under the provisions" to the end of the section.
I of 1875	An Act for the Realization of Arrears in Government Estates	The whole Act
IV of 1875	An Act to provide for the summary realization of sums due on account of loans made by the Government during the late famine operations.	Section 1, from and including the words "within the meaning" to the end of the section
V of 1875	An Act to provide for the Survey and Demarcation of Land.	In section 57, from and including the words "under section 2" to the end of the section. In section 12, from and including the words "under [illegible]" to the end of the section.

প্রথম তফসীল।—৩ ধারা দেখ।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল
	মন্ত্রিসভা ঘটিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত আইন।	
১৮৬৮ সা. ৭ আ।	ভূমির বাকী রাজস্ব এবং সরকারী যে প্রাপ্য ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে সেই প্রাপ্য আদায় করিবার অধিক বিধান করণার্থ আইন।	১ ধারায় "রাজকীয় প্রাপ্য যে বাকী" এই কথা হইতে আরম্ভ করিয়া ধারার শেষ পর্য্যন্ত। ২ ধারায় "পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে সার্টিফিকেট অনুযায়ি কার্য্য সাধনের বল ও শক্তিক্রমে যে নিক্রয় হইতে পারে, তদ্ভিন্ন" এই কথা। ৬ ধারায় "কি ব্যক্তিদের" "কি কোন দাওয়ার টাকা" "কিম্বা উক্ত দাবি ব্যক্তিদিগকে" "কি ব্যক্তিদের" "কি অন্য টাকা" "কি অন্য টাকার" এই২ কথা। ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ও ২৮ ধারা।
১৮৭৩ সা. ৬ আ।	বাঁধের ও পয়নালার বিধান বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন।	৫০ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা হইতে আরম্ভ করিয়া "বিধানমতে" এই কথা পর্য্যন্ত।
১৮৭৫ সা. ১ আ।	গবর্ণমেণ্টের মহালের বাকী আদায় করিবার নিমিত্ত আইন।	সমুদয় আইন।
১৮৭৫ সা. ৪ আ।	বিগত দুর্ভিক্ষজন্য কার্য্য করণ কালে গবর্ণমেণ্ট যাহা ধার দিলেন তাহার পাওনা টাকা সরাসরীমতে আদায় করণার্থ আইন।	১ ধারায় "বঙ্গদেশীয় ১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "মর্ম্মানুযায়ি" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও ঐ আইনের" এই কথা অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।
১৮৭৫ সা. ৫ আ।	ভূমি জরীপ করিবার ও সীমার চিহ্ন দিবার বিধান করণার্থ আইন।	৫৭ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "২ ধারামতে" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও উক্ত [illegible]" এই কথা অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।

[*Government Gazette, 27th April* 1880.]

Number and year.	Subject of Act.	Extent of repeal.	সন ও নম্বর।	বিষয়।	যে পর্য্যন্ত রহিত হইল।
III of 1876 ..	An Act to provide for Irrigation in the Provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal.	In section 73 from and including the words "under the provisions" to the end of the section. In section 85 from and including the words "under the provisions" to the end of the section.	১৮৭৬ সা. ৩ আ।	বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন প্রদেশে জলসেচনের বিধান করণার্থ আইন।	[illegible] ধারায় "কালেক্টরী রাজস্ব" অবধি "১ ধারার বিধানমত" এই কথা পর্য্যন্ত। ৭৩ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "তাহার বিধানমত" এই কথা পর্য্যন্ত। ৮৫ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "বিধানমতে" এই কথা পর্য্যন্ত।
VII of 1876 .	An Act to provide for the Registration of Revenue-paying and Revenue-free lands, and of the proprietors and managers thereof.	In section 82, from and including the words "under section" to the end of the section.	১৮৭৬ সা. ৭ আ।	রাজস্বদায়ী ও নিষ্কর ভূমি ও ভূম্যাধিকারিদের ও কার্য্যাধ্যক্ষদের নাম রেজিষ্টরী করিবার বিধান করণার্থ আইন।	৮২ ধারায় "১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি "১ ধারামত" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও তদনুসারে" অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।
VIII of 1876	An Act to make better provision for the Partition of Estates.	In section 138, from and including the words "under section" to the end of the section.	১৮৭৬ সা. ৮ আ।	মহাল বণ্টন করিবার সুবিধান করণার্থ আইন।	১৩৮ ধারায় '১৮৬৮ সালের" এই কথা অবধি '১ ধারামতে" এই কথা পর্য্যন্ত এবং "ও তদনুসারে" এই কথা অবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত।
VII of 1878	An Act to consolidate and amend the law relating to the Excise Revenue in the Presidency of Fort William in Bengal	In section 36 from and including the words "or by the process" to the end of the section	১৮৭৮ সা. ৭ আ।	বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে আবকারী রাজস্ব বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন	৩৬ ধারায় 'কিম্বা ১৮৬৮' এই কথা অবধি "কার্য্যপ্রণালীমতে" এই কথা পর্য্যন্ত।
	Regulations of the Bengal Code			বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা।	
III of 1794	A Regulation for exempting proprietors of land (with certain exceptions) from being confined for arrears of Revenue, and for prescribing the process by which tehsildars are to demand payment of arrears; and for enabling the Collectors to recover from Native officers employed under them public money or papers which they may embezzle or retain, &c.	Section 12. Sections 16, 17, 18, 19, and 20, so far as they relate to the recovery of money belonging to Government	১৭৯৪ সা. ৩ আ।	কোন২ বিশেষ ভূম্যধিকারি ছাড়া অন্য ভূম্যধিকারিদিগকে মালগুজারীর বাকীর কারণ কয়েদ না করণের এবং সেই বাকী যে প্রকারে তহসীলদারেরা তলব করিবেন তাহার বিবরণের এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তরফ এদেশীয় আমলারা সরকারের মালগুজারীর টাকা যাহা তসরূপ করে ও যেই কাগজপত্র তাহারদিগের স্থানে রহে তাহা বুঝিয়া লওনের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবদিগের শক্তি অর্পণাদির আইন।	১২ ধারা। ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ ধারা যতদূর গবর্ণমেণ্টের টাকা আদায় করণের সহিত সম্পর্ক রাখে, ততদূর।

SECOND SCHEDULE.

Form No. 1 (*See* Section 5.)

rtificate of Arrears of Revenue filed in the Office of the Collector of the District of (name of District.)

No. of certificate.	Name of Debtor	Address of Debtor.	Amount of Arrears of Revenue for which this Certificate is made, and period for which such Arrears are due.	Estate or tenure for which Arrears of Revenue due.

I hereby certify that the above-mentioned sum of Rs. is due to the Secretary of State for India in Council from the above-named

Dated this day of 18 . A. B.
Collector of .

Form No. 2 (*See* Sections 7 and 9.)

Certificate of Arrears of Public Demands filed in the Office of the Collector of the District of (name of District)

No of certificate	Name of Debtor.	Address of Debtor.	Amount of the Public Demand for which this Certificate is made	Particulars of Public Demand for which this Certificate is made, and Public Officer [*or* Manager, *and of what estate*] to whom due

I hereby certify that the above-mentioned sum of Rs. is due to the Secretary of State for India in Council [*or* to A. B. Manager of the estate of C. D. a Ward of Court *or* a Lunatic, *or* as it may be] from the above-named

Dated this day of 18 . A. B.
Collector of

Form No. 3 (*See* Section 9).

Notice of Demand.

To the Collector of the District of

Name of Debtor.	Address of Debtor	Amount of Public Demand for which this Notice is given.	Nature of the Public Demand for which this Notice is given.

The above sum of Rs. is due from the said in respect of

Certified this day of

A. B.

[*Government Gazette, 27th April* 1880.]

দ্বিতীয় তফসীল।

১ নম্বর পাঠ (৫ ধারা দেখ)

অমুকজিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্বের যে সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা যায়।

সর্টিফিকেটের নম্বর।	খাতকের নাম।	খাতকের ঠিকানা।	যত বাকী রাজস্বের নিমিত্ত সর্টিফিকেট লেখা গেল, এবং যতকালের বাকী।	যে মহাল বা ভূসম্পর্কের নিমিত্ত রাজস্ব বাকী পড়ে।

আমি এতদ্দ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে উক্ত অমুকের স্থানে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের উপরি লিখিত এত টাকা পাওনা আছে।

১৮ সাল তাং ক, খ,
অমুক জিলার কালেক্টর

২ নম্বর পাঠ (৭ ও ৯ ধারা দেখ।)।

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাজকীয় প্রাপ্যের বাকী টাকার যে সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা যায়।

সর্টিফিকেটের নম্বর।	খাতকের নাম।	খাতকের ঠিকানা।	রাজকীয় যত প্রাপ্যের নিমিত্ত সর্টিফিকেট লেখা গেল।	যে রাজকীয় প্রাপ্যের নিমিত্ত এই সর্টিফিকেট লেখা গেল তাহার বিশেষ বিবরণ, এবং কাহার (কার্য্যাধ্যক্ষের (বা কোন মহালের ও অমুকের) নিমিত্ত পাওনা।

আমি এতদ্দ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে উক্ত অমুকের স্থানে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের (অথবা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অনুপালিত বা ক্ষিপ্ত বা অন্য যেরূপ হউক অমুকের মহালের কার্য্যাধ্যক্ষ অমুকের) উপরি লিখিত এত টাকা পাওনা আছে।

ক খ।

১৮ সাল তাং
অমুক জিলার কালেক্টর।

৩ নম্বর পাঠ (৯ ধারা দেখ।)।

প্রাপ্যের নোটিস।

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

খাতকের নাম।	খাতকের ঠিকানা।	রাজকীয় যত প্রাপ্য নিমিত্ত এই নোটিস দেওয়া গেল।	যে প্রকারের রাজকীয় প্রাপ্য নিমিত্ত এই নোটিস দেওয়া গেল।

উক্ত শ্রী অমুকের স্থানে এই বিষয় উপলক্ষে উপরি লিখিত এত টাকা পাওনা আছে অদ্য অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এই সর্টিফিকেট দেওয়া গেল।

ক খ

FORM No. 4 (*See* Section 10).

NOTICE.

To (*Insert name of judgment-debtor.*)

You are hereby informed that a Certificate for Rs. due from you on account of has been this day made by me against you under the provisions of Section of Act of 1880 passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council, and that such certificate has been filed in this office. If you deny your liability to pay the said sum of Rs. , you may within thirty days show cause why such Certificate should not be executed. If you fail to show cause within thirty days, or do not show sufficient cause, such Certificate will be executed in the same manner as if it were a decree of a Civil Court for the said sum of Rs. unless you pay the amount into this Office. Until such amount is paid, you are hereby prohibited from alienating your immovable property or any part of it by sale, gift, mortgage, or otherwise.

A copy of the Certificate above-mentioned is hereto annexed.

Dated this *day of* 18 . A. B

Collector of

FORM No. 5 (*See* Section 10.)

To

THE COLLECTOR OF THE DISTRICT OF

The humble petition of *name of petitioner*) of (*address*).

SHEWETH—

That a Certificate No. for the sum of Rs. has been filed against your petitioner in your Office under the provisions of section of Act of 1880 passed by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council.

That your petitioner respectfully denies his liability to pay the said sum of Rs. (*or, where the liability to pay part is admitted,* denies his liability to pay more than Rs.), and this for the following reasons :—

That the facts above stated are true to the best of your petitioner's knowledge and belief.

Your petitioner therefore respectfully prays that the said Certificate may be set aside (*or* modified *or* varied).

W. E. H. FORSYTH,

Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৭ আপ্রিল।]

৪ নম্বর পাঠ (১০ ধারা দেখ।)

নোটিস।

শ্রী অমুক (এই স্থানে ডিক্রীমত খাতকের নাম দিবে)

সমীপেষু।

তোমাকে এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৮০ সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানমতে অদ্য আমি তোমার বিরুদ্ধে অমুক হিসাবে তোমার স্থানে পাওনা এত টাকার সর্টিফিকেট লিখিয়াছি, এবং ঐ সর্টিফিকেট এই আফিসে গাঁথাইয়া রাখা গিয়াছে। যদি তুমি উক্ত টাকা দিতে তোমার দায়িত্ব অস্বীকার কর, উক্ত সর্টিফিকেট কেন জারী করা যাইবে না ত্রিশদিনের মধ্যে ইহার কারণ দেখাইতে পার। ত্রিশদিনের মধ্যে তুমি কারণ দেখাইতে ত্রুটি করিলে, অথবা যথোপযুক্ত কারণ না দেখাইলে, যদি ঐ টাকা এই আফিসে না দেও, তবে উক্ত টাকার দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে ঐ সর্টিফেকট জারী করা যাইবে। তোমাকে এতদ্বারা নিষেধ করা যাইতেছে যে, যাবৎ উক্ত টাকা দেওয়া না যায়, তাবৎ তোমার স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় বা দান বা বন্ধকক্রমে বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

উল্লিখিত সর্টিফিকেটের এক খণ্ড প্রতিলিপি এতৎসঙ্গে দেওয়া গেল।

ক, খ,

১৮ সাল তাং

অমুক জিলার কালেক্টর।

৫ নম্বর পাঠ (১০ ধারা দেখ।)

শ্রীযুত অমুক

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীঅমুক সাং অমুক দরখাস্ত পত্রমিদং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৮০ সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানমতে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে আপনার আফিসে এত টাকার এত নম্বরের সর্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গিয়াছে।

সসম্ভ্রমে দরখাস্তকারির বক্তব্য এই যে, সে উক্ত টাকা দিতে দায়ী নহে (অথবা, কিয়ৎ পরিমাণ দায় স্বীকার করা গেলে, সে এত টাকার অধিক টাকা দিতে দায়ী নহে)। দায়ী নহে কেন তাহার হেতু নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।—

উপরিলিখিত বৃত্তান্ত দরখাস্তকারির জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

অতএব সসম্ভ্রমে দরখাস্তকারির প্রার্থনা এই যে উক্ত সর্টিফিকেট অসিদ্ধ (বা পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত) করিতে আজ্ঞা হয়।

ডবলিউ, ই, এচ, ফরসাইথ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L.,

Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 27, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ২৭ জুলাই।

PART VI.

Bill of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

CESS BILL.

TABLE OF CONTENTS.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

করসম্পর্কীয় আইনের পাণ্ডুলিপি।

ধারার নির্ঘণ্ট।

PART I.

CHAPTER I.

IMPOSITION AND APPLICATION OF THE CESSES.

PART II.

MODE OF ASSESSMENT.

CHAPTER II.—*Valuation of Lands.*

প্রথম খণ্ড।

১ অধ্যায়।

কর সংস্থাপনের ও প্রয়োগের বিধি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কর ধার্য্য করিবার প্রণালী।

২ অধ্যায়।—ভূমির মূল্য নিরূপণের কথা।

[*Government Gazette*, 27th *July* 1880.]

Sections.

PART III.

CONSTITUTION AND ADMINISTRATION OF THE DISTRICT ROAD FUND.

CHAPTER VIII.—*Constitution and Application of the District Road Fund.*

CHAPTER IX.—*The District Road Committee.*

Their mode of transacting business.

Their Functions.

ধারা।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রদেশীয় পথের তহবীল সংস্থাপন ও তাহার কার্য্যের বিধান।

৮ অধ্যায়।—প্রদেশীয় পথের তহবীল সংস্থাপনের ও তাহার টাকা প্রয়োগের বিধি।

৯ অধ্যায়।—প্রদেশীয় পথের কমিটীর কথা।

তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিয়মের কথা।

তাঁহাদের কর্ম্মের কথা।

[*Government Gazette, 27th July* 1880.]

Sections.

CHAPTER X.—*Branch Committees.*

CHAPTER XI.—*Disbursement and Accounts of the District Road Fund.*

CHAPTER XII.—*Miscellaneous.*

PART IV.

CHAPTER XIII.—*General.*

SCHEDULES.

ধারা।

১০ অধ্যায়।—শাখাকমিটীর কথা।

১১ অধ্যায়।—প্রদেশীয় পথের তহবীলের ব্যয়ের ও হিসাবের কথা।

১২ অধ্যায়।—বিবিধ।

৪ খণ্ড।

১৩ অধ্যায়।—সাধারণ বিধি।

তফসীল।

The following Bill, as settled in Council, is, by order of the President, published for general information :—

A Bill to amend and consolidate the law relating to rating for the construction charges and maintenance of district communications and other works of public utility, and of provincial public works.

Preamble.

Whereas it is expedient to amend and consolidate the law relating to rating for the construction charges and maintenance of district roads and other means of communication, and of provincial public works, within the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal, and to the levy of a road cess and a public works cess on immovable property situate therein, and to the constitution of local committees for the management of the proceeds of the said road cess, and also to provide for the construction and maintenance of other works of public utility out of the proceeds of the said road cess : It is hereby enacted as follows :—

PRELIMINARY.

Short title and commencement.

1. This Act may be called "The Cess Act, 1880 ;" and it shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Extent.

2. This Act shall take effect at once in every district and part of a district in which Bengal Act X of 1871 *(an Act to provide for local rating for the construction and maintenance of roads and other means of communication)* and Bengal Act II of 1877 *(an Act to provide for the levy of a cess for the construction charges and maintenance of provincial public works)* may be in force on the date of the commencement of this Act :

The Lieutenant-Governor may, by notification in the *Calcutta Gazette*, extend its provisions to any other district or part of a district situate in the territories for the time being administered by him, and this Act shall take effect accordingly therein from the date specified in such notification ;

Proviso.

Provided that nothing herein contained shall be deemed to affect any immovable property within the limits of the ordinary original jurisdiction of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, or within the limits of any first or second class Municipality under The Bengal Municipal Act, 1876.

[*Government Gazette, 27th July* 1880.]

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি, যে আকারে মন্ত্রিসভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত প্রেসিডেন্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশিত হইল।

জিলার বর্ত্ম্যাদি ও সাধারণের হিতকর অন্যান্য কার্য্য ও প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য প্রস্তুত করিবার ব্যয় নির্ব্বাহ ও তৎ সমুদয় রক্ষা করিবার স্থানীয় কর সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে জিলার পথ ও গমনাগমনের অন্যান্য উপায় ও প্রদেশীয় পূর্ত্ত কার্য্য প্রস্তুত করিবার ব্যয় নির্ব্বাহ ও তৎ সমুদয় রক্ষা করিবার স্থানীয় কর সংক্রান্ত ও উক্ত দেশান্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্ত্ত কার্য্য কর আদায় সংক্রান্ত এবং উক্ত পথকরের প্রাপ্ত টাকার অধ্যক্ষতা করণার্থ স্থানীয় কমিটী সংস্থাপন সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংশোধন ও সংগ্রহ করা এবং উক্ত পথকরের উৎপন্ন টাকা হইতে সাধারণের হিতকর অন্যান্য কার্য্য প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার বিধান করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম ও আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন "কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

এই আইন যে তারিখে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনক্রমে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায়, সেই তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে।

ব্যাপ্তি।

২ ধারা। যে জিলায় বা জিলার অংশে পথ ও গমনাগমনের অন্যং উপায় প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার জন্যে স্থানীয় করের বিধান করণার্থ ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১০ আইন ও সাধারণের উপকারার্থ বিষয় নির্ম্মাণ ও তাহার ব্যয়পোষণ ও রক্ষা করণার্থে কর আদায় করিবার বিধান করণার্থ ১৮৭৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইন এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে বলবৎ থাকে, তথায় এই আইন অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের কোন জিলায় বা জিলার অংশে উক্ত সাহেব, কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া, এই আইন প্রচলিত করিতে পারিবেন; তাহা করা গেলে সেই জ্ঞাপনপত্রে যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই তারিখ অবধি এই আইন বলবৎ হইবে।

উপবিধান।

কিন্তু বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তর্গত হাই কোর্টের আদৌ নিয়মিত বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত স্থানের মধ্যে, অথবা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল বিষয়ক আইনমত প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটীর মধ্যে, যে কোন স্থাবর সম্পত্তি থাকে তৎপ্রতি এই আইনের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

Power to exempt districts from operation of Act.

The Lieutenant-Governor may, by notification in the *Calcutta Gazette*, exempt any district or part of a district, or any estate or tenure, from the operation of this Act, or from the operation of so much thereof as relates to the road cess, or as relates to the public works cess, and may at any time, by a similar notification, revoke such exemption.

আইনের বিধান হইতে কোন২ জিলা মুক্ত করিতে পারিবার কথা।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আইনের বিধানহইতে অথব এই আইনের যে অংশ পথকর সম্পর্কীয় অথবা যে অংশ পূর্ত্ত কার্য্য কর সম্পর্কীয় সেই অংশের বিধান হইতে কোন জিলা কিম্বা কোন জিলার অংশ কিম্বা কোন মহাল কি তালুকাদি মুক্ত করিতে পারিবেন, ও কোন সময়ে তদ্রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ মুক্ত করণের আজ্ঞা রহিতও করিতে পারিবেন।

Repeal of District Road Cess Act, 1871, and Provincial Public Works Act, 1877.

3. The said Bengal Act X of 1871 and the said Bengal Act II of 1877 are hereby repealed; but this repeal shall not affect the past operation of such Acts, or anything duly done or suffered, or any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued, or incurred thereunder;

প্রদেশীয় পথকর বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন ও সাধারণের উপকারার্থ কার্য্য বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন রহিত হইবার কথা।

৩ ধারা। উক্ত ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ১০ আইন ও উক্ত ১৮৭৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল। কিন্তু এই রহিতা দ্বারা ঐ২ আইন পূর্ব্বে প্রচলিত থাকিবার অথবা তৎক্রমে নিয়মিত রূপে যাহা কিছু করা যায় বা করিতে দেওয়া যায় না যে কোন স্বত্ব বা অধিকার লব্ধ বা কর্ত্তব্য উৎপন্ন বা দায় উপস্থিত হয় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

And all rules, orders, appointments, and valuations in force at the commencement of this Act which were made under the said Acts, shall, so far as they are consistent with this Act, be deemed to have been made under this Act;

আর পূর্ব্বোক্ত আইনদ্বয়মতে প্রণীত যে সকল বিধি ও আজ্ঞা ও নিয়োগ ও মূল্যনিরূপণ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে প্রবল থাকে, তৎ সমুদয় যত দূর এই আইন সঙ্গত হয় এই আইনমতে কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

And all cesses which were imposed under the said Acts shall be deemed to have been imposed under this Act, and every sum due to the Collector in respect of arrears of cess, of expenses incurred, of fees or costs payable, of notices served, or of fines imposed under either of the said Acts, shall be deemed to be due on such accounts under this Act;

আর পূর্ব্বোক্ত আইনদ্বয়মতে যে সকল কর সংস্থাপিত তৎ সমুদয় এই আইনমতে সংস্থাপিত বলিয়া গণ্য হইবে ও উক্ত কোন আইনমতে যে কর বাকী পড়ে বা যে ব্যয় করা যায় বা যে ফী বা খরচা দেয় হয় বা যে নোটিস জারী বা যে অর্থদণ্ড করা যায়, তৎসম্পর্কে কালেক্টর সাহেবের নিকট যে টাকা দেয় হয়, তাহা ঐ২ হিসাবে এই আইনমতে দেয় বলিয়া গণ্য হইবে।

And all cesses so imposed and every sum so due may be levied as herein provided.

এবং উক্তরূপে সংস্থাপিত সমুদয় কর ও তদ্রূপে দেয় টাকা এই আইনমতে আদায় হইতে থাকিবে।

Interpretation clause.

4. In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context—

অর্থ করণের ধারা

৪ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে এই আইনে,

"Annual value of land, &c."

"Annual value of any land, estate, or tenure" means the total revenue or rent which is payable, or if no revenue or rent is actually payable, would on a reasonable assessment be payable during the year by all the cultivating ryots of such land, estate, or tenure, or by other persons in the actual use and occupation thereof:

"ভূমির বার্ষিক মূল্য প্রভৃতি।"

কোন ভূমির বা মহালের বা তালুকাদির সকল কৃষিকারি রায়ত কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিরা নিজে ভূমি ষোত ও দখল করে তাহারা বৎসরত যত রাজস্ব বা খাজানা দেয়, কিম্বা রাজস্ব বা খাজানা না দিলেও যুক্তিমতে ঐ ভূমির যত রাজস্ব বা খাজানা হইতে পারে, "ভূমির বা মহালের বা তালুকাদির বার্ষিক মূল্য" শব্দে সেই রাজস্ব বা খাজানা সমষ্টি বুঝাইবে।

"Commissioner."

"Commissioner" means the Commissioner of the Division:

"কমিশ্যনর।"

"কমিশ্যনর" শব্দে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবকে বুঝাইবে।

"Cultivating ryot."

"Cultivating ryot" means a person cultivating land and paying rent therefor not exceeding one hundred rupees per annum:

"কৃষিকারি রায়ত।"

যে ব্যক্তি ভূমি চাষ করিয়া বৎসর একশত টাকার অনধিক খাজানা দিয়া থাকে "কৃষিকারি রায়ত।" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে।

When rent is payable in kind the money value thereof shall for the purposes of this Act be

শস্য দ্বারা খাজনা দেওয়া গেলে, ভূম্যধিকারী শস্যের যে ভাগ পান এই আইনমত মূল্য নিরূপণ বা পুনঃ-

taken to be the annual value of the landlord's share of the crop calculated on an average of the three years next preceding any valuation or revaluation under this Act:

"District." "District" means the local area to which a Collector is appointed, and no lands situate beyond the limits of such local area shall be deemed to form part of a district by reason of their forming part of an estate paying revenue to the Collector thereof:

"Estate." "Estate" means—(1) land included under one entry in the general registers of revenue-paying lands and of revenue-free lands prepared and maintained by the Collector of a district under the "Land Registration Act, 1876," or any similar law for the time being in force;

(2) any land other than the holding of a cultivating ryot, the revenue or rent of which may be payable directly to the Collector or any person specially appointed by him to collect the same;

(3) any land acquired under any rules issued by, or under authority of, Government for the sale, grant, lease, or clearance of waste lands:

"Holder of an estate or tenure." "Holder of an estate or tenure" means all or any of the holders thereof; and where two or more persons are jointly holders thereof; they shall be jointly and severally liable under this Act:

"Holding." "Holding" means the land held by a cultivating ryot:

"Immovable property." "Immovable property" includes lands and all benefits to arise out of land and things attached to the earth, or permanently fastened to anything which is attached to the earth, but does not include crops of any kind, or houses, shops, or other buildings:

"Land" "Land" means land which is cultivated, uncultivated, or covered with water, and does not include houses or buildings:

"Part," "Chapter" and "Section." "Part," "Chapter," and "Section" mean respectively a part, chapter, and section of this Act:

"Schedule." "Schedule" means a schedule to this Act annexed, and every such schedule shall be read as part of this Act:

"Tenure." "Tenure" includes every interest in land, whether rent-paying or not, save and except an estate as above defined, and save and except the interest of a cultivating ryot:

[*Government Gazette, 27th July* 1880.]

মূল্য নিরূপণ হইবার পূর্ব্ব তিন বৎসরে গড়ে তাহার যত টাকা মূল্য হয় সেই মূল্যই এই আইনের কার্য্যপক্ষে বার্ষিক মূল্য বলিয়া গণ্য হইবে।

"জিলা।" যে স্থানের নিমিত্ত এক জন কালেকটর সাহেব নিযুক্ত হন, "জিলা" শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে এবং যে ভূমি ঐ স্থানের বাহিরে থাকে তাহা ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকট রাজস্ব দায়ি মহালের অংশ হইলেও জিলার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে না।

"মহাল।" "মহাল" শব্দে—১। ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনক্রমে অথবা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে জিলার কালেকটর সাহেব মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যেং সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন তাহাতে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায় সেই ভূমি,

২। কৃষিকারী রায়তের যোত ভিন্ন যে ভূমির রাজস্ব কি খাজানা নিজ কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তাহা আদায় করণার্থে তাঁহার বিশেষমতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় সেই ভূমি,

৩। পতিত ভূমি বিক্রয় কি দান কি পাট্টা বিলি কি পরিষ্কার করণার্থে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কিম্বা গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে যে বিধি করা যায় সেই বিধিমতে প্রাপ্ত ভূমি বুঝাইবে।

"মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী।" "মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী" শব্দে ঐ ভূমির সকল কি অন্যতর ভোগাধিকারী বুঝাইবে। দুই কি তদধিক ব্যক্তি সাধারণ অধিকারী হইলে তাঁহারা এই আইনমতে একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হইবেন।

"যোত" শব্দে কৃষিকারী রায়তের ভোগকৃত ভূমি বুঝাইবে।

"স্থাবর সম্পত্তি।" ভূমি এবং ভূমি হইতে ও ভূমিতে সংলগ্ন দ্রব্য হইতে ও যে দ্রব্য ভূমিতে সংলগ্ন কোন দ্রব্যে চিরবদ্ধ থাকে সেই দ্রব্য হইতে উৎপন্ন কোন লাভও "স্থাবর সম্পত্তি" শব্দে গণ্য, কিন্তু ঐ শব্দে কোন প্রকারের ফসল কিম্বা বাটী বা দোকান বা অন্য কোটা প্রভৃতি গণ্য নয়।

"ভূমি।" "ভূমি" শব্দে আবাদ বা গয়আবাদি বা জলমগ্ন ভূমি বুঝাইবে, এবং বাটী বা কোটা প্রভৃতি বুঝাইবে না।

"খণ্ড" ও "অধ্যায়" ও "ধারা." "খণ্ড" ও "অধ্যায়" ও "ধারা" শব্দে যথাক্রমে এই আইনের খণ্ড ও অধ্যায় ও ধারা বুঝাইবে।

"তফসীল।" "তফসীল" শব্দে এই আইন সংযুক্ত তফসীল বুঝাইবে, এবং তদ্রূপ প্রত্যেক তফসীল এই আইনের অংশ বলিয়া পঠিত হইবে।

"তালুক প্রভৃতি।" "তালুক প্রভৃতি" শব্দে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মহাল ভিন্ন এবং কৃষিকারী রায়তদের স্বার্থ ভিন্ন খাজানাদায়ি বা অন্যরূপ ভূমিগত সকল স্বার্থ গণ্য।

"The Collector." "The Collector" means—

I.—When used in reference to revenue-paying estates and lands comprised therein, to all proceedings connected therewith, and to the assessment and levy of taxes in respect thereof,

the Collector or other similar officer on whose revenue-roll such estate is borne;

II.—When used in reference to revenue-free estates and lands comprised therein, to all proceedings connected therewith, and to the assessment and levy of taxes in respect thereof,

the Collector or other similar officer on whose general register of revenue-free lands such lands are borne:

"The Collector of the district" means the officer in charge of the revenue administration of a district:

Explanation.—The terms "The Collector" and "The Collector of the district" include any person specially invested with the powers of a Collector for the purposes of this Act:

"The Committee." "The Committee" means the District Road Committee of any district:

"Year." "Year" means the cess year as determined by the Lieutenant-Governor under section 11.

PART I.

Chapter I.

Imposition and Application of the Cesses.

All immovable property to be liable to a road cess and public works cess.

5. From and after the commencement of this Act in any district or part of a district, all immovable property situate therein, except as otherwise in sections 2 and 8 provided, shall be liable to the payment of a road cess and a public works cess.

Cesses how to be assessed.

6. The road cess and the public works cess shall be assessed on the annual value of lands and on the annual net profits from mines, quarries, tramways, railways, and other immovable property, ascertained respectively as in this Act prescribed;

and the rates at which such cesses respectively shall be levied for each year shall be determined for such year in the manner in this Act prescribed;

Provided that the rate at which each such cess shall be levied for any one year shall not exceed the rate of one-half anna on each rupee of such annual value and annual net profits respectively.

"কালেক্টর।"

১।—মালগুজারী মহাল ও তদন্তর্গত ভূমি ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য ও তৎসম্পর্কীয় টাক্স ধার্য্য ও আদায় করণ সম্বন্ধে "কালেক্টর" শব্দের ব্যবহার হইলে,

উক্ত মহাল যে কালেক্টর সাহেবের বা তদ্রূপ অন্য যে কার্য্যকারকের তৌজীভুক্ত হয় তাঁহাকে বুঝাইবে।

২।—লাখেরাজ মহাল ও তদন্তর্গত ভূমি ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য ও তৎসম্পর্কীয় টাক্স ধার্য্য ও আদায় করণ সম্বন্ধে "কালেক্টর" শব্দের ব্যবহার হইলে,

উক্ত ভূমি যে কালেক্টর সাহেবের বা তদ্রূপ অন্য যে কার্য্যকারকের লাখেরাজ ভূমির সাধারণ রেজিষ্টর ভুক্ত হয় তাঁহাকে বুঝাইবে।

"জিলার কালেক্টর সাহেব" শব্দে কোন জিলার রাজস্ববিষয়ক কার্য্য সম্পাদনের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই আইনের কার্য্যপক্ষে যে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া কালেক্টরের ক্ষমতা দেওয়া যায়, "কালেক্টর" ও "জিলার কালেক্টর" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"কমিটী।" "কমিটী" শব্দে কোন জিলার প্রদেশীয় পথের কমিটী বুঝাইবে।

"বৎসর।" ১১ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব করসংক্রান্ত যে বৎসর নিরূপণ করেন, "বৎসর" শব্দে সেই বৎসর বুঝাইবে।

প্রথম খণ্ড।

১ অধ্যায়।

কর সংস্থাপনের ও প্রয়োগের বিধি।

স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর ধার্য্য হইতে পারিবার কথা।

৫ ধারা। এই আইন যে সময়ে কোন জিলায় বা জিলার অংশে প্রচলিত হয়, সেই সময়াবধি ২ ও ৮ ধারার প্রকারান্তরের বিধানমতে বর্জ্জিত না হইলে উক্ত জিলার বা জিলার অংশের অন্তর্গত সমুদয় স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর ধার্য্য হইতে পারিবে।

কর যেরূপে ধরা যাইবে তাহার কথা।

৬ ধারা। এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে যথাক্রমে ভূমির যে বার্ষিক মূল্য ও ধাতুর ও পাতরের খনির ও ট্রামওয়ের ও রেলওয়ের ও অন্য স্থাবর সম্পত্তির যে বার্ষিক নিট লভ্য নির্ণীত হয়, তাহার উপর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর ধরা যাইবে।

এবং যে২ হারে কোন বৎসর ঐ২ কর আদায় করা যাইবে, সেই হার উক্ত বৎসরের নিমিত্ত এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে নিরূপণ করা যাইবে।

কিন্তু তন্মধ্যে কোন কর কোন বৎসর যে হারে লওয়া যায়, সেই হার যথাক্রমে উক্ত বার্ষিক মূল্যের ও বার্ষিক নিট লভ্যের টাকা প্রতি দুই পয়সার অধিক হইবে না।

7. Nothing in this Act contained shall be deemed to require the payment by the Lieutenant-Governor of Bengal, from the public revenues, of any sum as road cess in excess of such sums as may have been paid as such cess to the Collector of each district by persons liable to pay the same.

Public revenues not liable for more road cess than has been paid to Collector by persons liable.

৭ ধারা। যে সকল ব্যক্তি পথ কর দিতে দায়ী তাঁহারা জিলার কালেক্টর সাহেব দিগকে ঐ কর বলিয়া যত টাকা দেন, তদতিরিক্ত কোন টাকা পথকর বলিয়া সরকারী রাজস্ব হইতে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব দিবেন, এই আইনের কোন কথা দ্বারা এরূপ জ্ঞান হইবে না।

করদায়ি ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবকে যত পথকর দেন, সরকারী রাজস্ব হইতে তদধিক না দিতে হইবার কথা।

8. No railway or tramway, the property of the Government of India, and no railway or tramway of which the dividend is guaranteed by Her Majesty's Secretary of State for India in Council, or by the Governor-General of India in Council, or by the Lieutenant-Governor of Bengal, shall be liable to road cess or public works cess under the provisions of this Act without the previous consent of the Governor-General of India in Council.

Government and guaranteed railways not liable to the cesses without consent of Governor-General in Council.

৮ ধারা। যে রেলওয়ে কি ট্রামওয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি ও যে রেলওয়ের কি ট্রামওয়ের ডিবিডেণ্ড দেওন বিষয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব বা ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব প্রতিভূ হন, ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি না হইলে, এই আইনের বিধানমতে সেই রেলওয়ের বা ট্রামওয়ের উপর পথকর বা পূর্ত্তকার্য্য কর লওয়া যাইবে না।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি না হইলে, গবর্ণমেন্টের ও গারান্টী করা রেলওয়ের উপর কর না ধরিবার কথা।

9. The proceeds of the road cess in each district shall be paid into the District Road Fund of such district, and, together with other assets of such fund, shall be applied to the purposes mentioned in section 111.

Application of proceeds of road cess.

৯ ধারা। প্রত্যেক জিলার পথকরের উৎপন্ন টাকা ঐ জিলার প্রদেশীয় পথের তহবীলে দেওয়া যাইবে এবং তাহা ঐ তহবীলের অন্যান্য টাকাসহ ১১১ ধারার লিখিত কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইবে।

পথকরের উৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।

10. The proceeds of the public works cess shall be paid into the public treasury, and shall be applied —(1) to the payment of such contributions to the District Road Fund as the Lieutenant-Governor may think proper in consideration of the said cess being assessed and collected jointly with the road cess by establishments paid from the District Road Fund; and (2) to the construction, charges and maintenance of provincial public works, and to the payment of interest on capital which may have been expended, or which may hereafter be expended, on such works in such manner as the Lieutenant-Governor may direct.

Application of proceeds of public works cess.

১০ ধারা। পূর্ত্তকার্য্যের নিমিত্ত করের যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা রাজকীয় খাজানাখানায় দেওয়া যাইবে, ও নিম্নলিখিতমতে তাহা প্রয়োগ করা যাইবে, অর্থাৎ, (১) পথকর তহবীল হইতে বেতনপ্রাপ্ত সেরেস্তাদারা পথকরের সহিত একত্রে পূর্ত্তকার্য্য কর ধার্য্য করা ও আদায় করা হয় বলিয়া প্রদেশীয় পথের তহবীলে যত টাকা সাহায্যস্বরূপ দেওয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উচিত বোধ করেন তত টাকা দেওয়া যাইবে ও (২) শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যদ্রূপে আজ্ঞা করেন তদ্রূপে প্রদেশীয় পূর্ত্তকার্য্য নির্ম্মাণ ও তাহার ব্যয়পোষণ ও রক্ষা করণার্থে ও উক্ত কার্য্যে যত মূলধন ব্যয়িত হইয়াছে বা পরে হইবে তাহার সুদ দিবার নিমিত্তে প্রয়োগ করা যাইবে।

পূর্ত্তকার্য্য করের উৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।

11. The Lieutenant-Governor shall, by an order published in the *Calcutta Gazette*, fix the date from which the cesses leviable under this Act in any district or part of a district shall take effect therein, and may fix and from time to time alter the date from which the cess year shall run in any district or part thereof.

Power to fix cess year.

১১ ধারা। এই আইনমতে যে কর আদায় হইতে পারে তাহা যে তারিখ অবধি যে জিলায় বা জিলার অংশে প্রবল হইবে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন ও কোন জিলায় বা জিলার অংশে যে তারিখ অবধি করের বৎসর চলিবে, তাহা অবধারিত করিতে ও সময়ে২ পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

করের বৎসর নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা।

PART II.

MODE OF ASSESSMENT.

CHAPTER II.—*Valuation of Lands.*

Lieutenant-Governor may order valuation

12. Upon the commencement of this Act in any district or part of a district the Lieutenant-Governor may order that a valuation shall be made of such district or part of a district;

and revaluation.

and from time to time, after the expiration of the term of five years from the beginning of the cess year in which the levy of the cesses took effect in accordance with any such valuation, or with any revaluation as hereafter provided in this section, or at any time within twelve months previous to the expiration of such term,

the Lieutenant-Governor may, if he think fit, order that a revaluation shall be made of any such district or part of a district, and such revaluation shall take effect from the beginning of such cess year as the Lieutenant-Governor may direct.

After five years holder of estate or tenure may apply to Collector for revaluation.

13. Whenever the term of five years shall have expired from the beginning of the cess year in which the levy of the cesses took effect in any estate or tenure in accordance with any valuation under this Act, or Bengal Act X of 1871, the holder of any such estate or tenure may apply to the Collector to revalue his estate or tenure, and for such purpose shall lodge in the office of the Collector returns in the form in Schedule (A) contained; and thereupon the Collector shall proceed to revalue such estate or tenure, and if he make any alteration in the valuation of any such tenure shall give notice of such alteration to the holder of the estate or superior tenure in which such tenure is included, and shall alter the valuation of such estate accordingly;

Provided that no revaluation or reduction of the amount of cesses previously payable by any estate or tenure, in consequence of a revaluation under this section, shall take effect until the beginning of the cess year commencing next after such revaluation, unless the application for revaluation shall have been made, and the returns necessary lodged in the Collector's office within three months of the beginning of a cess year, in which case such revaluation and reduction, if any, shall take effect from the commencement of such year.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কর ধার্য্য করিবার প্রণালী ।

২ অধ্যায় ।—ভূমির মূল্য নিরূপণের কথা ।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মূল্যনিরূপণ

১২ ধারা । কোন জিলায় বা জিলার অংশে এই আইন প্রচলিত হইলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ঐ জিলার বা জিলার অংশের ভূমির মূল্য নিরূপণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন;

ও পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা ।

এবং তদ্রূপ কোন মূল্য নিরূপণমতে অথবা এই ধারার পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট পুনর্মূল্য নিরূপণমতে যে বৎসর কর আদায় ফলবৎ হয় সেই বৎসরের প্রারম্ভাবধি পাঁচ বৎসর গত হইলে পর সময়ে, কিম্বা উক্ত কাল গত হইবার পূর্ব্ব বার মাস মধ্যে কোন সময়ে,

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্টগবর্ণর সাহেব উচিত বোধ করিলে, তদ্রূপ কোন জিলার বা জিলার অংশের ভূমির পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার ও তিনি যে করসংক্রান্ত বৎসর নির্দ্দেশ করেন তাহার প্রারম্ভাবধি ঐ পুনর্মূল্য নিরূপণ ফলবৎ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

পাঁচ বৎসরের পর মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারির পুনর্মূল্য নিরূপণ নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা ।

১৩ ধারা । এই আইনমত কিম্বা ১৮৭১ সালের ১০ আইনমত কোন মূল্য নিরূপণক্রমে কোন মহালে বা তালুকাদিতে যে বৎসর কর আদায় ফলবৎ হয় সেই কর সংক্রান্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি পাঁচ বৎসর গত হইলে পর, উক্ত মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারী তাঁহার মহালের বা তালুকাদির পুনর্মূল্য নিরূপণ নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং সেই অভিপ্রায়ে কালেক্টর সাহেবের আফিসে A তফসীলের পাঠে রিটর্ণ দিতে পারিবেন । তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব উক্ত মহালের বা তালুকাদির পুনর্মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং তিনি তদ্রূপ কোন তালুকাদির নিরূপিত মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন করিলে ঐ তালুকাদি যে মহালের অথবা উর্দ্ধতন ভূসম্পত্তির অন্তর্গত হয় তাহার ভোগাধিকারিকে নোটিস দিয়া তদনুসারে ঐ মহালের নিরূপিত মূল্য পরিবর্ত্তন করিবেন ।

কিন্তু যে কোন পুনর্মূল্যনিরূপণ হয় তাহা কিম্বা এই ধারামতে পুনর্মূল্য নিরূপণ হওয়াতে কোন মহালের বা তালুকের পূর্ব্বদেয় করের টাকা কম হইলে তাহা পুনর্মূল্য নিরূপণ হইবার পর করসংক্রান্ত যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরের পূর্ব্বে ফলবৎ হইবে না । পরন্তু কর সংক্রান্ত কোন বৎসর আরম্ভ হইবার তিনমাস মধ্যে পুনর্মূল্য নিরূপণের প্রার্থনাপত্র ও আবশ্যক রিটর্ণ কালেক্টর সাহেবের আফিসে দেওয়া গেলে, উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ পুনর্মূল্য নিরূপণ ও যদি টাকা কম করা গিয়া থাকে তাহা ফলবৎ হইবে ।

Proclamation to make return of lands to be issued.

14. Whenever the Lieutenant-Governor has ordered that a valuation or a revaluation of any district or part of a district shall be made for the purposes of this Act, the Collector shall cause a proclamation to be issued requiring every holder of any estate or tenure which is liable to pay an annual amount of revenue or an annual amount of rent exceeding one hundred rupees, and every holder of a revenue-free estate or rent-free tenure the gross rental of which exceeds one hundred rupees, severally to lodge at the Collector's office within one month a return of all lands comprised in his estate or tenure in the form in Schedule (A) contained, giving the particulars in such form set forth.

Publication of proclamation.

The Collector shall cause such proclamation to be published by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the office of such Collector, in every civil court, in every police station, and in the office of every sub-divisional officer within the district, and in any other manner which the Lieutenant-Governor may from time to time direct.

Revaluation may be of particular estates or tenures only.

15. At any time at which the Lieutenant-Governor might order a revaluation of a district or part of a district to be made as provided by section 12, he may, if he think fit, instead of so ordering, make an order that particular estates or tenures only in such district or part of a district shall be revalued.

Notice to return lands.

Proclamation of such revaluation.

16. Whenever any proclamation has been published, as mentioned in section 14, in any district, and whenever the Lieutenant-Governor has made an order, under the last preceding section, that a revaluation of particular estates and tenures only shall be made, the Collector shall cause a notice to be served in respect of every estate and tenure which is to be valued or revalued, and in respect of which no return shall have been lodged in accordance with the requirement of such proclamation, requiring every holder of such estate or tenure severally to lodge at the Collector's office the return mentioned in section 14; and shall also cause a similar notice to be served in respect of every tenure included in any

ভূমির রিটর্ণ দিবার ঘোষণাপত্র হইবার কথা।

১৪ ধারা। এই আইনের কার্য্যোপলক্ষে কোন জিলার কিম্বা জিলার অংশের ভূমির মূল্য নিরূপণ কিম্বা পুনর্মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এইরূপ আজ্ঞা করিলে, যেং মহালের কি তালুকপ্রভৃতির বার্ষিক সরকারী রাজস্ব বা বার্ষিক খাজানা এক শত টাকার অধিক হয়, এবং যেং লাখেরাজ মহালের বা নিষ্কর তালুকপ্রভৃতির মোট খাজানা একশত টাকার অধিক হয়, তাহার প্রত্যেক ভোগাধিকারী এক মাসের মধ্যে কালেক্টরী কাছারিতে এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের পাঠে ঐ পাঠের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তান্ত সম্বলিত আপনং মহালের ও তালুকপ্রভৃতির অন্তর্গত সমস্ত ভূমির রিটর্ণ দেন কালেক্টর সাহেব এই মর্ম্মের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন।

ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইবার কথা।

কালেক্টর সাহেব আপনার কাছারী ঘরের ও জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতের ও প্রত্যেক পোলীস থানার ও প্রত্যেক মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের কাছারী ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ ঘোষণাপত্র লটকাইয়া এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে তাহা প্রকাশ করিবেন।

বিশেষং মহালের বা তালুকাদির পুনর্মূল্য-নিরূপণ হইতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা। যে সময়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১২ ধারার বিধানমতে কোন জিলার বা জিলার অংশের ভূমির পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন, সেই সময়ে তিনি উচিত বোধ করিলে তাহা না করিয়া উক্ত জিলার বা জিলার অংশের অন্তর্গত বিশেষং মহালের বা তালুকাদির পুনর্মূল্য নিরূপণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ভূমির রিটর্ণ দিবার নোটিসের কথা।

পুনর্মূল্যনিরূপণের ঘোষণাপত্রের কথা।

১৬ ধারা। কোন জিলায় ১৪ ধারার লিখিত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা গেলে পর এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব পূর্ব্বধারামতে বিশেষং মহালের তালুকাদির পুনর্মূল্য-নিরূপণ হইবার আজ্ঞা করিলে পর, কালেক্টর সাহেব যে প্রত্যেক মহালের ও তালুকাদির মূল্য নিরূপণ বা পুনর্মূল্যনিরূপণ করিতে হইবে, এবং যৎসম্বন্ধে উক্ত ঘোষণাপত্রমত রিটর্ণ দেওয়া যায় নাই তাহার পক্ষে নোটিস দেওয়াইয়া উক্ত মহালের বা তালুকাদির প্রত্যেক ভোগাধিকারিকে ১৪ ধারার লিখিত রিটর্ণ কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দাখিল করিবার আদেশ করিবেন, এবং তৎকালে কল্পিত মূল্যনিরূপণ বা পুনর্মূল্য নিরূপণ কার্য্যোপলক্ষে অথবা পূর্ব্বের কোন মূল্যনিরূপণ বা পুনর্মূল্যনিরূপণ কার্য্যোপলক্ষে এই আইনের বা ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১০ আইনের বিধানানুসারে রিটর্ণ দেওয়া গেলে তন্মধ্যে যে তালুক

such estate or tenure which may have been named in any return lodged in pursuance of the provisions of this Act, or of Bengal Act X of 1871, either for the purposes of the valuation or revaluation then contemplated, or for the purposes of any previous valuation or revaluation, or of which the existence may in any other way have come to his knowledge.

প্রভৃতির নাম লেখা থাকে বা প্রকারান্তরে যাহার কথা তিনি জানিতে পান তাহার পক্ষেও নোটিস দেওয়াইবেন।

Form of notice and time for lodging returns.

17. The notice mentioned in the last preceding section shall be in the form in Schedule (B I) or in Schedule (B II) contained, as the case may be, and shall require every holder of the estate or tenure severally to lodge the return within the time specified below, viz —

In the case of revenue-paying estates and rent-paying tenures.

If the return relate to an estate or tenure which is liable to the payment of annual revenue or of rent not exceeding Rs. 500, or to any share or interest in such estate or tenure;	Within six weeks of the service of the notice.
If the return relate to any other estate or tenure, or to any share or interest therein;	Within three months of the service of the notice.

In the case of revenue-free estates and rent-free tenures.

If the return relate to any estate or tenure of which the gross annual rental does not exceed Rs. 500, or to any share or interest in such estate or tenure;	Within six weeks of the service of the notice.
If the return relate to any other estate or tenure, or to any share or interest therein;	Within three months of the service of the notice.

The Collector may in his discretion extend the time allowed for lodging any such return.

নোটিসের পাঠের ও রিটর্ন দাখিল করিবার সময়ের কথা।

১৭ ধারা। পূর্ব্বধারার উল্লিখিত নোটিস (১) B অথবা স্থলবিশেষে (২) B চিহ্নিত তফসীলের পাঠে হইবে, এবং তাহাতে প্রত্যেক মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারির প্রতি নিম্ন-নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে স্বতন্ত্র২ রিটর্ন দাখিল করিবার আজ্ঞা থাকিবে, অর্থাৎ,

রাজস্বদায়ি মহাল ও খাজানাদায়ি তালুকাদি হইলে।

যে মহালের বা তালুকাদির ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক বার্ষিক রাজস্ব বা খাজানা দিতে হয় তৎসম্পর্কীয়, কিম্বা তাহার কোন অংশ বা স্বার্থ সম্পর্কীয় রিটর্ন হইলে,	নোটিস জারী হইবার ছয় সপ্তাহ মধ্যে।
অন্য কোন মহাল বা তালুকাদি সম্পর্কীয় বা তাহার কোন অংশ বা স্বার্থ সম্পর্কীয় রিটর্ন হইলে,	নোটিস জারী হইবার তিন মাস মধ্যে।

লাখেরাজ মহাল ও নিষ্কর তালুকাদি হইলে,

যে মহালের বা তালুকাদির বার্ষিক মোট খাজানা ৫০০৲ পাঁচশত টাকার অনধিক তৎসম্পর্কীয় বা তাহার কোন অংশ বা স্বার্থসম্পর্কীয় রিটর্ন হইলে,	নোটিস জারী হইবার ছয় সপ্তাহ মধ্যে।
অন্য কোন মহাল বা তালুকাদি সম্পর্কীয় বা তাহার কোন অংশ বা স্বার্থসম্পর্কীয় রিটর্ন হইলে,	নোটিস জারী হইবার তিন মাস মধ্যে।

কালেক্টর সাহেব স্বীয় বিবেচনামতে উক্তরূপ কোন রিটর্ন দাখিল করিবার সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

Penalty for omitting to make return.

18. All holders of estates or tenures in respect of which such notice has been served who shall, without sufficient cause being shown to the satisfaction of the Collector, refuse or omit to lodge the required return in the office of such Collector within the time allowed by such notice in respect of the estate or tenure which they hold, or within any extended time which may have been allowed by the Collector for lodging such return, shall be severally liable to a fine which may extend to fifty rupees for every day after the expiration of such time or extended time until such return is furnished, or until the

রিটর্ন না দিলে দণ্ডের কথা।

১৮ ধারা। যে মহালের ও তালুক প্রভৃতির সম্বন্ধে ঐ নোটিস জারী করা যায়, সেই মহালের ও তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীরা কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধমতে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়াও যদি তাহাদের ভোগকৃত মহাল বা তালুক প্রভৃতি সম্পর্কীয় নোটিসে যে সময় দেওয়া যায় সেই সময় মধ্যে, কিম্বা কালেক্টর সাহেব রিটর্ন দাখিল করিবার সময় বাড়াইয়া দিলে সেই বর্দ্ধিত সময় মধ্যে উক্ত কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে পূর্ব্বোক্ত রিটর্ন দিতে অস্বীকার করেন কিম্বা না দেন, তবে ঐ সময় বা বর্দ্ধিত সময় গত হইলে পর যত দিন সেই রিটর্ন না দেওয়া যায় কিম্বা কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত বিধানমতে যত দিন প্রকারান্তরে সেই২ মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্ধার্য্য

value of the lands comprised in their respective estates and tenures shall have been otherwise ascertained and determined by the Collector as hereinafter provided.

The amount of such fine accruing due from time to time may be levied by the Collector as provided in section 100 or 101, and the fact of an appeal against such fine being pending shall not avail to prevent the levy of any such fine pending the disposal of the appeal, unless the Commissioner shall otherwise direct.

Whenever the amount levied in respect of any such fine exceeds five hundred rupees, the Collector shall report the case specially to the Commissioner; and no further levy for such default shall be made otherwise than by authority of the Commissioner.

No rent to be recovered till return is made.

19. From and after the expiry of the time allowed by the notice, or of any extended time under the provisions of section 17, every holder of an estate or tenure in respect of which such notice has been served shall be precluded from suing for or recovering rent for any land or tenure situate in any estate or tenure in respect of which no return has been lodged as aforesaid.

The Collector may send a list to the civil court of all such holders so making default in lodging returns as aforesaid, and such court shall take judicial notice of the same.

Whenever the required return is lodged in respect of any estate or tenure, or whenever the valuation of any such estate or tenure has been otherwise completed, the disability imposed on the holder thereof by this section shall cease; and if such estate or tenure shall have been included in any list as aforesaid, the Collector shall forthwith give notice to the civil court of the cessation of such disability.

No rent to be recovered for land, &c., not mentioned in return.

20. Every holder of an estate or tenure in respect of which a return has been made as required by this chapter shall be precluded from suing for or recovering—

(*a*) any rent whatsoever for any land, holding, or tenure forming part of the estate or tenure to which such return relates, but which has not been mentioned in such return, unless it be proved that the holding or tenure for the rent of which the rent is claimed was created subsequently to the lodging of such return;

(*b*) rent at any higher rate than is mentioned in such return for any land, holding, or tenure included in such return, unless it be proved that

না করেন, তাহার দিনপ্রতি প্রত্যেক ভোগাধিকারির পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

সময়ে২ ওরূপ অর্থদণ্ডের যত টাকা পাওনা হয় তাহা কালেক্টর সাহেব ১০০ বা ১০১ ধারার বিধানমতে আদায় করিতে পারিবেন এবং কমিশ্যনর সাহেব প্রকারান্তরের আদেশ না দিলে উক্ত অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল হইলেও আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অর্থদণ্ড আদায় নিবারণ হইবে না।

উক্তরূপ কোন অর্থদণ্ড উপলক্ষে যে টাকা আদায় করা যায় তাহা পাঁচশত টাকার অধিক হইলে, কালেক্টর সাহেব উক্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট বিশেষ রিপোর্ট করিবেন; এবং কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি বিনা উক্ত ত্রুটি নিমিত্ত আর টাকা আদায় করা যাইবে না।

রিটর্ণ না দেওয়া পর্য্যন্ত খাজানা আদায় না হইবার কথা।

১৯ ধারা। নোটিসে যে সময় দেওয়া যায় তাহা কিম্বা ১৭ ধারার বিধানমতে বর্দ্ধিত সময় অতীত হইলে পর, যে মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির বিষয়ে সেই প্রকারের নোটিস দেওয়া যায়, তাহার ভোগাধিকারী কোন মহালের কি তালুক প্রভৃতির পূর্ব্বোক্ত রিটর্ণ না দিলে তিনি উক্ত মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত কোন ভূমির বা তালুকের খাজনার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবেন না।

পূর্ব্বোক্ত রিটর্ণ দাখিল করিতে যে ভোগাধিকারিদের উক্তরূপ ত্রুটি হয়, কালেক্টর সাহেব তাঁহাদের নামের ফর্দ্দ দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে পারিবেন, এবং ঐ আদালত বিচার কালে ঐ ফর্দ্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

কোন মহাল বা তালুকাদি সম্বন্ধীয় আবশ্যক রিটর্ণ দাখিল করা গেলে, অথবা ওরূপ কোন মহালের বা তালুকাদির ভূমির মূল্য নিরূপণকার্য্য প্রকারান্তরে সম্পন্ন হইলে, এই ধারাক্রমে ভোগাধিকারির প্রতি যে অক্ষমতা বর্ত্তিয়াছিল তাহার নিবৃত্তি হইবে; এবং ঐ মহাল বা তালুকাদি পূর্ব্বোক্ত কোন ফর্দ্দে ধরা গিয়া থাকিলে, কালেক্টর সাহেব উক্ত অক্ষমতা নিবৃত্তি হইবার সংবাদ তৎক্ষণাৎ ঐ দেওয়ানী আদালতে দিবেন।

যে ভূমি প্রভৃতি রিটর্ণের মধ্যে না ধরা যায় তাহার খাজানা আদায় না হইতে পারিবার কথা।

২০ ধারা। এই অধ্যায়ের আদেশমতে কোন মহালের বা তালুকাদির সম্বন্ধে রিটর্ণ দেওয়া গেলে ঐ মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারী,

(ক) উক্ত রিটর্ণ যে মহাল বা তালুকাদি সম্পর্কীয় হয় তদন্তর্গত কোন ভূমি বা যোত বা তালুক যদি ঐ রিটর্ণে উল্লিখিত না হইয়া থাকে, তবে যে যোত বা তালুকের খাজানার দাওয়া হয় তাহা ঐ রিটর্ণ দাখিল করিবার পর সৃষ্ট হইয়াছে ইহার প্রমাণ দিতে না পারিলে, ঐ ভূমি ও যোত প্রভৃতির খাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবেন না।

(খ) উক্ত রিটর্ণে যে কোন ভূমি বা যোত বা তালুকাদি ধরা যায় ঐ রিটর্ণ দাখিল করিবার পর সেই ভূমির বা তালুকাদির খাজানা আইন অনুসারে বৃদ্ধি করা

the rent of such land or tenure has been lawfully enhanced subsequently to the lodging of such return;

দিয়াছে ইহার প্রমাণ দিতে না পারিলে, ঐ রিটর্ণে ঐ ভূম্যাদির খাজানার যে হারের উল্লেখ থাকে, তদধিক হারে খাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবেন না।

Provided that the Collector may at his discretion, at any time within six months from the presentation of any return made under this Part, receive a petition correcting any such return;

কিন্তু কালেক্টর সাহেব এই খণ্ডমতে কোন রিটর্ণ দেওনাবধি ছয় মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে স্বীয় বিবেচনামতে তদ্রূপ কোন রিটর্ণ সংশোধন করিবার দরখাস্ত লইতে পারিবেন;

and on the acceptance of such petition, and on payment of the amount of cess due from the date when the corrected valuation came into force, rent at the rate shown in the corrected return may be recovered. Such notices as the Collector may direct shall be served upon the parties affected by such petition at the expense of the person lodging the return as aforesaid.

ঐ দরখাস্ত লওয়া গেলে, এবং সংশোধিত মূল্য নিরূপণ যে তারিখে প্রবল হইয়াছে সেই তারিখ অবধি পাওনা করের টাকা দেওয়া গেলে, সংশোধিত রিটর্ণে যে হার দেখা যায়, সেই হারে খাজানা আদায় করা যাইতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত রিটর্ণ যে ব্যক্তি দাখিল করেন তাঁহার খরচে কালেক্টর সাহেব যে নোটিস দিবার আদেশ করেন ঐ দরখাস্তে যাঁহাদের স্বার্থ থাকে তাঁহাদের উপর সেই নোটিস জারী করা যাইবে।

21. If no return shall have been lodged in respect of any lands for which notice under section 16 has been issued, the Collector may, after the expiration of the time allowed by the notice, or of such extended time as is mentioned in section 17, ascertain and fix by such ways and means as to him shall seem expedient the annual value of any estate, tenure, or lands mentioned in such notice; and all expenses incurred in making such valuation may be recovered with all costs of recovery thereof as provided in sections 100 and 101.

If returns not furnished, Collector to make valuation.

২১ ধারা। ১৬ ধারামতে যে ভূমির নিমিত্ত নোটিস দেওয়া যায়, সেই ভূমি সম্পর্কীয় কোন রিটর্ণ দেওয়া না গেলে, কালেক্টর সাহেব ঐ নোটিসে যে সময় দেওয়া যায় তাহা বা ১৭ ধারার উল্লিখিত বর্দ্ধিত সময় গত হইলে পর যদ্রূপে ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে ও সেই উপায়ে সেই নোটিসের উল্লিখিত মহালের বা তালুকাদির বা ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্ধার্য্য করিবেন ও ঐ মূল্য নিরূপণের কার্য্য ঘটিত সমস্ত খরচ ও ঐ টাকা আদায় করিবার সকল খরচ ১০০ ও ১০১ ধারার বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

রিটর্ণ না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক মূল্য নিরূপণ হইবার কথা।

22. Whenever the maker of any return under this Act has been convicted on a prosecution under section 96 of making a false return relating to any lands, the Collector may, by such ways and means as to him shall seem expedient, ascertain and fix the annual value of such lands;

After conviction of making false returns, Collector may make valuation.

and the expense of such valuation may be recovered from the maker of such return as provided in sections 100 and 101.

২২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমত কোন রিটর্ণ মিথ্যা করিয়া দিলে, কোন ভূমি সম্পর্কীয় মিথ্যা রিটর্ণ দিয়াছে বলিয়া ৯৬ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইয়া তাহার দোষ নির্ণয় হইলে কালেক্টর সাহেব যেরূপে ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদনুসারে ঐ রিটর্ণের উল্লিখিত ভূমির মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন।

মিথ্যা রিটর্ণ দিবার দোষ প্রমাণ হইলে কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

ঐ মূল্য নিরূপণের কার্য্যঘটিত সমস্ত খরচ ঐ রিটর্ণদাতার স্থানে ১০০ ও ১০১ ধারার বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

23. Whenever the Collector may deem that any return lodged relating to lands for which no rent is payable by cultivating ryots to the person making such return is untrue or incorrect, he may, whether any prosecution as mentioned in section 96 shall have been instituted or not, by such ways and means as to him shall seem expedient, ascertain and fix the annual value of such lands; and in case the annual value of such lands so determined by him shall exceed by one-fifth the value stated in such

In certain cases of incorrect returns, Collector to make valuation without previous conviction.

২৩ ধারা। যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহাকে কৃষিকারি রায়তদের যে ভূমির খাজানা দিতে না হয় তিনি সেই ভূমির যে রিটর্ণ পাঠান কালেক্টর সাহেব সেই রিটর্ণ অযথার্থ কিম্বা অশুদ্ধ জ্ঞান করিলে ৯৬ ধারার উল্লিখিত অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়া থাকুক বা না থাকুক, যদ্রূপে ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে ও সেই উপায়ে সেই ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন; এবং উক্ত রিটর্ণে ঐ ভূমির যে মূল্য ধরা যায় কালেক্টর সাহেব যদি তদধিক পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত মূল্য নিরূপণ করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তি ঐ রিটর্ণ দেন

কোনং ভূমিবিষয়ক রিটর্ণ অযথার্থ হইলে দোষ প্রমাণ না হইলেও কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণ করিবার কথা।

return, the expense of such valuation may be recovered from the person by whom such return was lodged, as provided in sections 100 and 101, and in all other cases the said expense shall be borne by the District Road Fund established under this Act as hereinafter provided.

তাঁহার স্থানে সেই মূল্যনিরূপণ কার্য্যের খরচ ১০০ ও ১০১ ধারার বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে। অন্য সকল স্থলে সেই খরচ এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে সংস্থাপিত প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে দেওয়া যাইবে।

Person returned as cultivating ryot may be served with notice.

24. The Collector may, whenever he may think fit, cause a notice in the form in Schedule (B I) contained to be served on any person holding any lands or possessing any interest therein, although such person may have been mentioned in any return as a cultivating ryot; and thereupon such person shall be bound to make a return of the annual value of such lands within one month from the service of such notice in the form in Schedule (A) contained, and the provisions of sections 17 and 18 regarding extension of time for lodging a return and regarding fines shall be applicable to such person.

রিটর্ণে কৃষিকারি রায়ত বলিয়া কোন ব্যক্তির নাম লেখা গেলে তাহার নামে নোটিস দিবার কথা।

২৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ভূমির ভোগ করিলে কিম্বা ভূমিতে তাহার কোন স্বার্থ থাকিলে রিটর্ণে কৃষিকারি রায়ত বলিয়া তাঁহার নামের উল্লেখ হইলেও কালেক্টর সাহেব বিহিত বোধ করিলে তাঁহাকে (১) B, তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়াইতে পারিবেন। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঐ নোটিস পাইবার এক মাস মধ্যে A তফসীলের লিখিত পাঠে উক্ত ভূমির বার্ষিক মূল্যের রিটর্ণ দিতে আবদ্ধ হইবেন; এবং ১৭ ও ১৮ ধারায় রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করণ বিষয়ে ও অর্থ দণ্ডের বিষয়ে যে২ বিধান আছে তাহাও তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে।

If no return made, Collector may ascertain annual value of lands.

25. If no return is made by any person on whom a notice has been served as provided in the last preceding section, the Collector may proceed by such ways and means as to him shall seem expedient to ascertain the annual value of the lands held by such person; and in case it appears that such annual value is greater than the rent paid by such person, the expense of such valuation shall be borne by such person, and may be recovered with all costs of recovery thereof as provided in sections 100 and 101, but in all other cases shall be defrayed from the said District Road Fund.

রিটর্ণ না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবের ভূমির বার্ষিক মূল্যনিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

২৫ ধারা। পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তিকে নোটিস দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি রিটর্ণ না দিলে, কালেক্টর সাহেব যদ্রূপে ও যে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে ও সেই উপায়ে ঐ ব্যক্তির ভোগকৃত ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ও সেই ব্যক্তি যত খাজানা দিয়া থাকেন ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্য তদধিক দৃষ্ট হইলে, ঐ মূল্যনিরূপণ কার্য্যের খরচ সেই ব্যক্তির দিতে হইবে। ঐ টাকা এবং তাহা আদায় করিবার সকল খরচ ১০০ ও ১০১ ধারার বিধানমতে আদায় হইতে পারিবে। অন্য সকল স্থলে উক্ত প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে।

Collector may correct classification in returns.

26. If it shall appear to the Collector that any person on whom a notice has been served under section 24 has been wrongly classed in the return as a cultivating ryot, the Collector may direct that the entry be corrected and that such person be classed as a tenure-holder;

রিটর্ণে যে শ্রেণীবন্ধন থাকে, কালেক্টর সাহেবের তাহা সংশোধন করিতে পারিবার কথা।

২৬ ধারা। যে ব্যক্তিকে ২৪ ধারামতে নোটিস দেওয়া যায়, অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃষিকারি রায়ত বলিয়া রিটর্ণে ধরা গিয়াছে, কালেক্টর সাহেবের এইরূপ প্রতীতি হইলে, তিনি ঐ কথা সংশোধন করিবার ও ঐ ব্যক্তিকে তালুকদার শ্রেণীমধ্যে ধরিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

and thereupon such person shall be deemed to be a tenure-holder for the purposes of the assessment and levy of the cesses in respect of the lands held by him.

তাহা হইলে তাঁহার ভোগকৃত ভূমি সম্পর্কীয় কর ধার্য্য ও আদায় করণ কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তিকে তালুকদার বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

[*Government Gazette, 27th July* 1880.]

Summary valuation of small revenue-paying estates and tenures.

27. Whenever the revenue annually payable in respect of any estate, or the rent annually payable in respect of any tenure, does not exceed the sum of one hundred rupees, the Collector may, without issuing any notice for such estate or tenure—

(*a*) in any case, determine the annual value of the land comprised therein to be in a permanently-settled estate or tenure, a sum not exceeding three times, and in a temporarily-settled estate or tenure, a sum not exceeding twice, the amount of the annual revenue or rent payable therefor; or

(*b*) when the area of the said estate or tenure has been ascertained, determine the annual value of such estate or tenure to be at such rate per acre as to him shall seem fit.

ক্ষুদ্রং রাজস্বদায়ী মহালের ও তালুকপ্রভৃতির মূল্য নিরূপণের কথা।

২৭ ধারা। কোন মহালের নিমিত্ত যে বাৎসরিক রাজস্ব দেওয়া যায় কিম্বা তালুক প্রভৃতির নিমিত্তে যে বার্ষিক খাজানা দেওয়া যায় তাহা ১০০৲ টাকার অধিক না হইলে কালেক্টর সাহেব সেই মহালের কি তালুকপ্রভৃতির পক্ষে নোটিস না দিয়া,

(ক) মহালের বা তালুকপ্রভৃতির চিরকালীন বন্দোবস্ত থাকিলে ঐ ভূমির বার্ষিক রাজস্বের বা খাজানার তিন গুণের অনধিক কিম্বা মিয়াদী বন্দোবস্ত থাকিলে ঐ ভূমির রাজস্বের বা খাজানার দ্বিগুণের অনধিক ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্য বলিয়া নির্ণয় করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) উক্ত মহালের বা তালুকপ্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় করা গিয়া থাকিলে, একর প্রতি যে হার ধরা বিহিত বোধ করেন সেই হারানুসারে তাহার বার্ষিক মূল্য ধরিবেন।

Summary valuation of small revenue-free estates and rent-free tenures of which the area has been ascertained.

28. When the area of any revenue-free estate or rent-free tenure, the gross rental of which does not exceed, or is not estimated by the Collector to exceed, the sum of one hundred rupees has been ascertained, the Collector may, without issuing any notice for such estate or tenure, determine the annual value of such estate or tenure to be at such rate per acre as to him may seem fit.

যাহার পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে এরূপ ক্ষুদ্রং লাখেরাজ মহালের ও নিষ্কর তালুকপ্রভৃতির সংক্ষেপে মূল্য নিরূপণের কথা।

২৮ ধারা। যে লাখেরাজ মহালের বা নিষ্কর তালুকপ্রভৃতির মোট খাজানা এক শত টাকার অনধিক না হয় বা তদধিক বলিয়া কালেক্টর সাহেবের অনুমান না হয়, সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় করা গিয়া থাকিলে কালেক্টর সাহেব সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতির পক্ষে নোটিস না দিয়া একর প্রতি যে হার ধরা বিহিত বোধ করেন সেই হারানুসারে তাহার বার্ষিক মূল্য ধরিতে পারিবেন।

Computation of annual value of land comprised in a subordinate tenure in a summarily valued estate or tenure.

29. When the land contained in any estate or tenure has been summarily valued by the Collector in the manner provided by clause (*a*) of section 27, the annual value of any portion of such land which is comprised within a tenure subordinate to such estate or tenure shall be determined according to the following rules:—

(1).—When the subordinate tenure comprises the whole of the estate or superior tenure, the annual value of the subordinate tenure shall be taken to be the same as that of the estate or superior tenure.

(2).—When the subordinate tenure comprises a part only of the land constituting the estate or superior tenure—

(*a*) The difference between the annual value of the estate or superior tenure, and the revenue or rent payable in respect of such estate or superior tenure shall first be ascertained;

(*b*) Next, the ratio which such difference bears to such revenue or rent shall be ascertained;

(*c*) Then the amount which bears the same ratio to the rent payable in respect of the subordinate tenure shall be ascertained;

যে মহাল বা তালুক প্রভৃতির সংক্ষেপে মূল্য নিরূপণ করা যায় তাহার পেটাও তালুকের অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্য ধরিবার কথা।

২৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব সংক্ষেপে ২৭ ধারার (ক) প্রকরণমতে কোন মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির মূল্য নির্ণয় করিলে, ঐ ভূমির যে অংশ উক্ত মহালের বা তালুকাদির অধীন পেটাও তালুকের অন্তর্গত থাকে তাহার বার্ষিক মূল্য এইরূপে নির্ণয় করিবেন;

(১) সমস্ত মহাল বা ঊর্দ্ধ্বতন তালুক লইয়া পেটাও তালুক হইলে, ঐ মহালের বা ঊর্দ্ধ্বতন তালুকের যে বার্ষিক মূল্য হয়, তাহাই পেটাও তালুকের বার্ষিক মূল্য বলিয়া ধরা যাইবে।

(২) মহালের বা ঊর্দ্ধতন তালুকের কিয়দংশ ভূমি লইয়া পেটাও তালুক হইলে,

(ক) প্রথমতঃ ঐ মহালের বা ঊর্দ্ধতন তালুকের বার্ষিক মূল্য হইতে ঐ মহালের বা ঊর্দ্ধ্বতন তালুকের নিমিত্ত যে রাজস্ব বা খাজানা দেওয়া যায় তাহা বাদ দিলে যত টাকা থাকে ইহা নির্ণয় করিতে হইবে।

(খ) পরে ঐ টাকা উক্ত রাজস্বের বা খাজানার যে অংশ হয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

(গ) তদনন্তর পেটাও তালুকের নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হয়, তাহার সেই অংশ হইলে যত টাকা হয় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

(*d*) Half of the amount so ascertained shall be added to the rent payable in respect of the subordinate tenure, and

the result shall be taken to be the annual value of the subordinate tenure.

Examples—

A.—An estate paying a revenue of Rs. 80 is summarily valued by the Collector, under clause (*a*) of section 27, at Rs. 200. The whole estate is let in patni for a rent of Rs. 120. The annual value of the patni tenure will be Rs. 200.

B.—An estate paying a revenue of Rs. 120 is summarily valued by the Collector, under clause (*a*) of section 27, at Rs 200. A part only of the estate is let in patni for a rent of Rs. 75.

The difference between the annual value of the estate (Rs. 200) and the revenue paid in respect of it (Rs. 120) is Rs. 80. This difference bears a ratio of two-thirds to the revenue (Rs. 120).

The amount which bears the same ratio (two-thirds) to the rent payable in respect of the patni (Rs. 75) is Rs. 50;

add half of Rs. 50 to the rent payable in respect of the patni tenure, and the result (Rs. 75 + 25 = (Rs. 100 will be the annual value of the patni tenure.

C.—Within the patni tenure paying a rent of Rs 75, as in example B, is a darpatni tenure paying a rent of Rs. 54.

The difference between the annual value of the patni ascertained as above (Rs. 100) and the rent payable in respect of the patni (Rs. 75) is Rs. 25, which bears a ratio of one-third to the said rent.

The amount which bears the same ratio (one-third) to the rent payable in respect of the darpatni (Rs. 54) is Rs. 18;

add half of Rs. 18 to the rent payable in respect of the darpatni, and the result (Rs. 54 +9=) Rs. 63 will be the annual value of the darpatni tenure.

When such land may be valued according to rate per acre.

30. When the land contained in any estate or tenure has been summarily valued according to a rate per acre, under clause (*b*) of section 27, or under section 28, the annual value of the land comprised in any subordinate tenure shall be taken at the same rate per acre as that of the estate or superior tenure.

Holder of summarily valued estate or tenure may lodge return.

31. The holder of any estate, tenure, or subordinate tenure which has been summarily valued under section 27 or 28 may, within one month from the posting of the valuation roll in respect thereof under section 32, lodge a return in the form in Schedule (A)

(ঘ) পেটাও তালুকের নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হয় তাহাতে এই নির্ণীত টাকার অৰ্দ্ধেক যোগ করিতে হইবে, এবং

ফল যাহা হইবে তাহাই পেটাও তালুকের বার্ষিক মূল্য বলিয়া ধরা যাইবে।

উদাহরণ

ক।—৮০ টাকা রাজস্ব দায়ি কোন মহালের মূল্য কালেক্টর সাহেব ২৭ ধারার (ক) প্রকরণমতে সংক্ষেপে ২০০৲টাকা বলিয়া ধরিলেন। ১২০৲টাকা খাজানায় সমস্ত মহাল পত্তনী দেওয়া গেল। পত্তনী তালুকের বার্ষিক মূল্য ২০০ টাকা হইবে।

খ।—১২০৲টাকা রাজস্ব দায়ি কোন মহালের মূল্য কালেক্টর সাহেব ২৭ ধারার (ক) প্রকরণমতে সংক্ষেপে ২০০৲টাকা বলিয়া ধরিলেন। ৭৫৲ টাকা খাজানায় মহালের কিয়দংশ পত্তনী দেওয়া গেল।

মহালের বার্ষিক মূল্য ২০০৲টাকা হইতে উহার দেয় রাজস্ব ১২০৲ টাকা বাদ দিলে ৮০৲টাকা থাকে। ঐ ৮০৲ টাকা রাজস্ব ১২০৲টাকার দুই তৃতীয়াংশ।

পত্তনী তালুকের নিমিত্ত যে ৭৫৲ টাকা খাজানা দিতে হয় তাহার দুই তৃতীয়াংশ ৫০৲টাকা।

ঐ পত্তনী তালুকের নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হয় তাহাতে ৫০৲টাকার অৰ্দ্ধেক যোগ কর, এবং ফল (৭৫ + ২৫ =) ১০০ টাকা পত্তনী তালুকের বার্ষিক মূল্য হইবে।

গ।—৭৫ টাকা খাজানা দায়ি পত্তনী তালুকের মধ্যে, খ উদাহরণের অনুরূপ, ৫৪ টাকা খাজানা দায়ি দরপত্তনী তালুক আছে।

উপরি লিখিতমতে নির্ণীত পত্তনী তালুকের বার্ষিক-মূল্য ১০০ টাকা হইতে ঐ পত্তনী তালুকের দেয় খাজানা ৭৫ টাকা বাদ দিলে ২৫ টাকা থাকিবে, ঐ ২৫ টাকা উক্ত খাজানার এক তৃতীয়াংশ।

দরপত্তনীর নিমিত্ত যে ৫৪ টাকা খাজানা দিতে হয় তাহার এক তৃতীয়াংশ ১৮ টাকা।

দরপত্তনীর নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হয় তাহাতে ১৮ টাকার অৰ্দ্ধেক যোগ কর, এবং ফল (৫৪ × ৯ =) ৬৩ টাকা ঐ দরপত্তনী তালুকের বার্ষিক মূল্য হইবে।

একর প্রতি হার ধরিয়া যে স্থলে উক্ত ভূমির মূল্য নিরূপণ হইতে পারিবে, তাহার কথা।

৩০ ধারা। ২৭ ধারার (খ) প্রকরণ বা ২৮ ধারামতে একর প্রতি কোন হারানুসারে কোন মহালের বা তালুকাদির অন্তর্গত ভূমির মূল্য সংক্ষেপে নিরূপণ করা গেলে, উক্ত মহালের বা উৰ্দ্ধতন তালুকের বার্ষিক মূল্য একর প্রতি যে হারে ধরা যায় কোন পেটাও তালুকের অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্যও সেই হারে ধরা যাইবে।

যে মহালের বা তালুকের মূল্য সংক্ষেপে নিরূপণ করা যায়, তাহার ভোগাধিকারির রিটর্ণ দিতে পারিবার কথা।

৩১ ধারা। ২৭ বা ২৮ ধারামতে যে মহালের বা তালুকাদির বা পেটাও তালুকের মূল্য সংক্ষেপে নিরূপণ করা যায়, তাহার ভোগাধিকারী ৩২ ধারামতে ঐ নিরূপিত মূল্যের ফৰ্দ্দ লটকাইয়া দেওয়া গেলেপর এক মাসের মধ্যে ঐ মহালের কি তালুকপ্রভৃতির কিম্বা

contained in regard to such estate, tenure, or subordinate tenure, and thereupon such return shall be deemed to be a return made as required by section 16 and shall be dealt with accordingly.

Collector may value small estate or tenure by regular process.

32. Instead of proceeding to value any estate or tenure summarily under the provisions of section 27 or 28, the Collector may, if he think fit, cause a notice to be served in respect of any such estate or tenure in the form in Schedule (BI) or Schedule (BII) contained, as the case may be, and thereupon all the provisions of this Part shall apply in the same way as they would have applied if the annual Government revenue or rent payable in respect of such estate or tenure had exceeded one hundred rupees.

Lands used for Tea, Coffee, or Cinchona.

Return of plantations, &c.

33. In the case of lands acquired under any rules issued by, or under the authority of, the Government for the sale, lease grant, or clearance of waste lands, or held directly from Government, and used for the cultivation of tea, coffee, or cinchona, the Collector shall, in lieu of the notice prescribed by section 16, cause a notice to be served calling on the holder of such lands to lodge within two months of the service of such notice, a return in the form in Schedule (C) contained giving the particulars in such form set forth; and the annual value of such lands shall be fixed at ten rupees in respect of every acre therein entered as cultivated, unless the Board of Revenue shall in any particular case prescribe a lower rate. The provisions of sections 18 and 21 shall apply to all lands in respect of which a notice has been issued under this section.

Publication of Valuation Rolls and Duration of Valuations.

Valuation rolls to be prepared.

34. Whenever any valuation or revaluation is made under this Part, the Collector shall cause to be prepared from the returns furnished to him and from the valuations made by him in accordance with this Act a valuation roll of each estate within his district and of the tenures therein comprised, noting thereon for each estate the amount of revenue annually payable to Government on which the deduction specified in section 41 is to be calculated.

On the application of any holder of an estate or tenure or holding within his district, and on payment of such copying fee as the Board of Revenue shall from time to time deter-

পেটাও তালুকের বিষয়ে A তফসীলের পাঠে রিটর্ণ দিতে পারিবেন। তাহা হইলে, ঐ রিটর্ণ ১৬ ধারার আদেশমতে প্রদত্ত রিটর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে ও তদনুসারে তাহা লইয়া কার্য্য হইবে।

নিয়মিত প্রণালীমতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষুদ্র২ মহালের বা তালুকাদির মূল্য নিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা। ২৭ বা ২৮ ধারার বিধানমতে কোন মহালের বা তালুকাদির মূল্য সংক্ষেপে নিরূপণ না করিয়া কালেক্টরসাহেব উচিত বোধ করিলে উক্ত কোন মহালের কিম্বা তালুকাদির বিষয়ে (১) B বা (২) B তফসীলের পাঠে নোটিস জারী করাইতে পারিবেন। তাহা করিলে সেই ভূমি হইতে গবর্ণমেন্টের বার্ষিক রাজস্ব কি খাজানা এক শত টাকার অধিক হইলে এই খণ্ডের বিধান যেরূপে খাটিত ঐ ভূমির প্রতি তাহা সেইরূপে খাটিবে।

চা বা কাফী বা সিনকনার নিমিত্ত ব্যবহৃত ভূমির কথা।

বাগান বাড়ীপ্রভৃতির রিটর্ণের কথা।

৩৩ ধারা। পতিত ভূমি বিক্রয় কি পাট্টা বিলি কি দান কিম্বা পরিষ্কার করণার্থে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যে বিধি হইয়াছে কোন ভূমি সেই বিধিক্রমে প্রাপ্ত হওয়া গেলে, কিম্বা নিজ গবর্ণমেণ্টের স্থানে লওয়া গেলে ও তাহাতে চা কি কাফী কি সিনকনার চাষ হইলে, কালেক্টর সাহেব ১৬ ধারামতে নোটিস না দিয়া ঐ ভূমির ভোগাধিকারির নামে এই রূপ নোটিস দেওয়াইবেন যে নোটিস পাইবার পর দুই মাস মধ্যে C তফসীলের পাঠে রিটর্ণ দিবেন, ঐ পাঠের নির্দ্দিষ্ট সকল বৃত্তান্ত ঐ রিটর্ণে লিখিতে হইবে। এবং রেবিনিউ বোর্ড কোন বিশেষ স্থলে নিম্নতর হার নির্দ্দেশ না করিলে, কর্ষিত হইয়াছে বলিয়া যত ভূমি ঐ রিটর্ণে লেখা থাকে তাহার বার্ষিক মূল্য একর প্রতি দশ টাকা নির্দ্ধারিত হইবে। এই ধারামতে যে ভূমি সম্পর্কে নোটিস দেওয়া যায় তৎপ্রতি ১৮ ও ২১ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

নিরূপিত মূল্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবার ও তাহা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।

নিরূপিত মূল্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবার কথা।

৩৪ ধারা। এই খণ্ড মতে কোন ভূমির মূল্য নিরূপণ বা পুনর্মূল্য নিরূপণ করা গেলে, কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে রিটর্ণ পান ও যে মূল্য নিরূপণ করেন তাহা দেখিয়া আপন জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক মহালের ও তদন্তর্গত তালুকপ্রভৃতির নিরূপিত মূল্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন, এবং এই আইনের ৪১ ধারায় বাদ দিবার যে টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বার্ষিক যত রাজস্বের উপর ঐ বাদ দিবার হিসাব করিতে হইবে তাহা ঐ ফর্দ্দে লিখিবেন।

আপন জিলার অন্তর্গত কোন মহালের কিম্বা তালুকপ্রভৃতির বা যোতের ভোগাধিকারী প্রার্থনা করিলে তাঁহার মহালের বা তালুকপ্রভৃতির কিম্বা যোতের ভূমির সহিত উক্ত ফর্দ্দের ও রিটর্ণের যে অংশের সম্পর্ক

mine, the Collector shall cause to be furnished to such holder a copy or corrected copy of so much of any such returns, and of any such roll as relates to the lands included within his estate, tenure, or holding.

Publication of rolls.

35. On the completion of every roll prescribed under this Part, the Collector shall cause a copy thereof to be posted up at the mâl cutcherry of the estate to which such roll refers, and shall cause extracts of such portions of any such roll as refer to any tenure to be posted up at the mâl cutcherry of such tenure; provided that, if no such mâl cutcherry be found, such roll and such extracts shall be posted up at some conspicuous places on the estate and tenures respectively to which they refer.

To be attested by two persons.

The person who is entrusted with the publication of any such return shall obtain an acknowledgment in writing signed by two persons, who may be either respectable residents of the neighbourhood, or chowkidars, or other officers of Government, to the effect that such return was duly published on the spot, and shall give in such acknowledgment to the Collector.

Valuation to be in force for five years.

36. Except as otherwise in this Part expressly provided, every valuation and every revaluation made under this chapter shall remain in force for the term of five years from the date fixed by the Lieutenant-Governor under section 11 as the date from which the cess leviable in pursuance thereof shall take effect, and thereafter, until another revaluation and assessment in substitution therefor shall have been ordered and completed.

Collector may reduce valuation

37. Nothing in section 36 contained shall be held to debar the Collector, with the sanction of the Board of Revenue, from making at any time any reduction which he may think fit in the valuation of any estate or tenure;

and may value and assess omitted and newly-found estates and tenures.

or from making a valuation of and assessing and levying cess under the rules laid down in this Part upon any estate or tenure which for any reason whatever has been omitted from the valuations and assessments for the time being in force, or which was not in existence when such valuation or assessment was made.

[*Government Gazette*, *27th July* 1880.]

থাকে রেবিনিউ বোর্ড সময়েং তাহার নকল লইবার ফীর যে হার নিরূপণ করেন কালেক্টর সাহেব সেই হারানুসারে মূল্য লইয়া তাঁহাকে ঐ ফর্দ্দের ও রিটর্ণের সেই অংশের নকল বা সংশোধিত নকল দেওয়াইবেন।

উক্ত ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

৩৫ ধারা। এই খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট এক২ ফর্দ্দ সমাপ্ত হইলেই তাহা যে মহাল সম্পর্কীয় হয় কালেক্টর সাহেব সেই মহালের মালকাছারীতে ঐ ফর্দ্দের এককেতা নকল লাগাইয়া দিবেন এবং উক্ত ফর্দ্দের যে অংশ কোন তালুকপ্রভৃতির সম্পর্কীয় হয়, সেই অংশের নকল উক্ত তালুকপ্রভৃতির মালকাছারীতে লাগাইয়া দিবেন। কিন্তু মালকাছারির সন্ধান না পাওয়া গেলে ঐ মহালের ও তালুক প্রভৃতির কোন প্রকাশ স্থানে ঐ ফর্দ্দের বা অংশের নকল লাগাইয়া দিতে হইবে।

দুইজন সাক্ষী থাকিবার কথা।

যে ব্যক্তিকে উক্তরূপ কোন ফর্দ্দাদি প্রকাশ করিবার ভার দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি নিকটবাসি ভদ্রলোক বা চৌকিদার বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এরূপ দুই জন লোকের স্বাক্ষরিত এই মর্ম্মের স্বীকারপত্র আনিবেন যে ঐ ফর্দ্দাদি নিয়মিতরূপে ঐ স্থানে প্রকাশ করা গিয়াছে, ও ঐ পত্র আনিয়া কালেক্টর সাহেবকে দিবেন।

মূল্য নিরূপণ পাঁচ বৎসর প্রবল থাকিবার কথা।

৩৬ ধারা। এই খণ্ডে প্রকারান্তরের স্পস্ট বিধান না থাকিলে, এই অধ্যায়মতে যে মূল্যনিরূপণ বা পুনর্মূল্য নিরূপণ করা যায় তাহা তদনুযায়ী করপ্রচলিত হইবার যে তারিখ শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১১ ধারামতে নির্দ্ধারিত করেন সেই তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর এবং তাহার পর মূল্য নিরূপণের ও নির্দ্ধারিত করের নূতন পত্র করিবার আজ্ঞা হইয়া যত কাল ঐ পত্র সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হয় তত কাল প্রবল থাকিবে।

নিরূপিত মূল্য কালেক্টর সাহেবের কমাইতে পারিবার কথা।

৩৭ ধারা। কোন মহালের বা তালুক প্রভৃতির যে মূল্য নিরূপিত হয়, কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে রেবেনিউ বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা যে কমাইতে পারিবেন না,

যে মহাল ও তালুকাদি পূর্ব্বে ধরা যায় নাই ও যাহা নূতন প্রকাশ হইয়াছে, কালেক্টর সাহেবের তাহার মূল্যনিরূপণ ও কর নির্দ্ধারণ করিতে পারিবার কথা।

অথবা যে মূল্য নিরূপণের ও কর নির্দ্ধারণের পত্র যৎকালে প্রবল থাকে, তাহাতে কোন কারণে কোন মহাল বা তালুকাদি না উঠিয়া থাকিলে, কিম্বা ঐ মহাল প্রভৃতি উক্ত মূল্যনিরূপণ বা কর নির্দ্ধারণ হইবার সময়ে বর্ত্তমান না থাকিলে, কালেক্টর সাহেব যে এই খণ্ডের বিধিমতে তাহার মূল্য নিরূপণ ও কর নির্দ্ধারণ ও আদায় করিতে পারিবেন না, ৩৬ ধারার কোন কথায় এরূপ বুঝিতে হইবে না।

CHAPTER III.—*Rating and Levy of the Cesses.*

Rate at which road cess shall be levied, how to be fixed.

38. The road cess for each year shall be assessed and levied in each district as provided in section 6, and, subject to the maximum rate in that section mentioned, at such rate as may be determined for such year by the Committee of such district with the approval of the Commissioner under section 152 or 153, or with the approval of the Lieutenant-Governor under section 155, as the case may be, or at such rate as the Lieutenant-Governor may order under section 155.

Rate at which public works cess shall be levied, how to be fixed.

39. The public works cess for each year shall be assessed and levied in each district as provided in section 6, and, subject to the maximum rate in that section mentioned, at such rate as the Lieutenant-Governor may determine for such year.

Notice showing amount of cess payable to be served on zemindars.

40. When the rate of road cess and public works cess to be levied in any district shall have been determined for any year and published in the *Calcutta Gazette* as provided in section 157, the Collector

shall cause the rate so determined to be published by affixing a notification in some conspicuous place in the office of the said Collector, in every civil court, in every police station, and in the office of every sub-divisional officer within the district,

and shall cause such rate to be proclaimed by beat of drum throughout the district,

and shall cause to be served on the holder of every estate and of every tenure within the district paying rent directly to the Collector a notice showing the amount of road cess and public works cess payable in respect of his estate or tenure, and specifying the date from which such road cess and public works cess will take effect;

Provided that it shall not be necessary to serve such notice when no change has been made in the valuation of the estate or tenure or in the rate of road cess or public works cess since the issue of the last notice under this section.

Mode of payment of road cess and public works cess by holder of estate.

41. (1)—Except as otherwise in this Act provided every holder of an estate shall yearly pay to the Collector the entire amount of the road cess and public works cess calculated on the annual value of the lands comprised in such estate, at the rate or

৩ অধ্যায়।—কর ধার্য্য ও আদায় করিবার বিধি

যে হারে পথকর লওয়া যাইবে, তাহা কিরূপে ধার্য্য হইবে ইহার কথা।

৩৮ ধারা। প্রত্যেক বৎসরের পথকর ৬ ধারার বিধান মতে প্রত্যেক জিলায় ধার্য্য ও আদায় করা যাইবে এবং উক্ত ধারার লিখিত অত্যুচ্চ হারের নিয়মাধীনে ১৫২ বা ১৫৩ ধারামতে কমিশ্যনর সাহেবের অথবা স্থলবিশেষে ১৫৫ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদনক্রমে উক্ত জিলার কমিটী ঐ বৎসরের যে হার নিরূপণ করেন সেই হারে, কিম্বা ১৫৫ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে হারের আজ্ঞা করেন সেই হারে, ঐ কর ধার্য্য ও আদায় করা যাইবে।

যে হারে পূর্ত্তকার্য্যকর লওয়া যাইবে, তাহা কিরূপে ধার্য্য হইবে, ইহার কথা।

৩৯ ধারা। প্রত্যেক বৎসরের পূর্ত্তকার্য্য কর ৬ ধারার বিধানমতে প্রত্যেক জিলায় ধার্য্য ও আদায় করা যাইবে, এবং উক্ত ধারার লিখিত অত্যুচ্চ হারের নিয়মাধীনে উক্ত বৎসরের নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে হার নিরূপণ করেন সেই হারে ঐ কর ধার্য্য ও আদায় করা যাইবে।

যত কর দিতে হইবে জমীদারদিগকে তাহার নোটিস দিবার কথা।

৪০ ধারা। কোন জিলার মধ্যে কোন বৎসরের পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর যে হারে লওয়া যাইবে তাহা নির্ণীত হইয়া ১৫৭ ধারার বিধানমতে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলে পর কালেক্টর সাহেব

আপনার আফিসের ও আপন জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতের ও পোলীস থানার ও মহকুমার কাছারী ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞাপন লাগাইয়া দিয়া ঐ নিরূপিত হার প্রকাশ করাইবেন,

ও সমস্ত জিলায় ঢেঁড়রা দিয়া ঐ হার ঘোষণা করাইবেন; ও

আপন জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক মহালের ও তালুক প্রভৃতির যে ভোগাধিকারী নিজ কালেক্টর সাহেবকেই খাজানা দেন, সেই ভোগাধিকারিকে নোটিস দেওয়াইয়া তাঁহার যত টাকা পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে হইবে ও যে তারিখ অবধি ঐ পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর প্রচলিত হইবে এই২ কথা জানাইবেন।

কিন্তু এই ধারামত শেষ নোটিস দিবার পর মহালের বা তালুকপ্রভৃতির মূল্য নিরূপণের বা পথকরের বা পূর্ত্তকার্য্য করের হারের পরিবর্ত্তন না হইলে উক্তরূপ নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

মহালের ভোগাধিকারী যেরূপে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিবেন তাহার কথা।

৪১ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, কোন মহালের মূল্য নিরূপণ পর্চ্চে যত টাকা রাজস্ব লেখা থাকে তাহার প্রত্যেক টাকার উপর এই আইনের বিধানমতে যে বৎসর যে হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধার্য্য করা যায়, ঐ মহালের প্রত্যেক অধিকারী সেই

rates which may have been determined for such cesses respectively for the year as in this Act provided, less a deduction to be calculated at one-half of the said rates for every rupee of the revenue entered in the valuation roll of such estate as payable in respect thereof.

By holder of tenure.

(2)—Every holder of a tenure shall yearly pay to the holder of the estate or tenure within which the land held by him is included, the entire amount of the road cess and public works cess calculated on the annual value of the land comprised in his tenure at the rate or rates which may have been determined for such cesses respectively for the year as in this Act provided, less a deduction to be calculated at one-half of the said rates for every rupee of the rent payable by him for such tenure.

By cultivating ryot.

(3)—Every cultivating ryot shall pay to the person to whom his rent is payable one-half of the said road cess and public works cess calculated at the said rate or rates respectively upon the rent payable by him, or upon the annual value ascertained under the provisions of section 24 or 25 of the land held by him.

Time of payment by holder of an estate.

42. (1)—Every holder of a revenue-paying estate shall pay the amount of road cess and public works cess due by him in equal instalments on the several days fixed for the payment of the instalments of the Government revenue due in respect of his estate, or if such revenue be payable in one annual sum then on the day fixed for the payment of such sum;

(2)—Every holder of a revenue-free estate shall pay the amount of road cess and public works cess due by him in two equal instalments or in one annual payment upon such days or day as shall be for that purpose appointed by any order of the Lieutenant-Governor;

By tenure-holder and ryot.

(3)—Every holder of a rent-paying tenure and every cultivating ryot shall pay the amount of road cess and public works cess due by him in instalments in the proportion of the instalments of rent payable in respect of the tenure or holding of such tenure-holder or ryot;

Provided that, in cases in which, according to local usage or to the terms of any agreement, no part of such rent falls due before the end of the year on account of which it is payable, the tenure-holder or ryot shall pay the amount of

হারের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া ঐ মহালের অন্তর্গত ভুমির বার্ষিক মূল্যের উপর যত টাকা বার্ষিক পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর নিরূপণ হয় বৎসর২ সেই সমুদয় টাকা দিবেন।

তালুকদারপ্রভৃতি যে রূপে দিবেন তাহার কথা।

(২) তালুকপ্রভৃতি ভুমির প্রত্যেক ভোগাধিকারী ঐ ভুমির নিমিত্ত যত টাকা খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক টাকার উপর এই আইনের বিধানমতে যে বৎসর যেং হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধরা যায় তিনি সেই২ হারের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া আপনার সেই ভুমি যে মহালের কি তালুকপ্রভৃতির অন্তর্গত থাকে সেই মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিকে বৎসর২ আপনার তালুকপ্রভৃতির অন্তর্গত ভুমির বার্ষিক মূল্যের উপর সেই২ হারে যত টাকা পথ কর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে হয় বৎসর২ সেই সমুদয় দিবেন।

কৃষিকারি রায়ত যে রূপে দিবেন তাহার কথা।

(৩) কৃষিকারি রায়ত যত টাকা খাজানা দিয়া থাকেন কিম্বা ২৪ বা ২৫ ধারার বিধানমতে তাঁহার ভোগ করা ভুমির যত টাকা বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করা যায় তাহার উপর যেং হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধার্য্য হয় তিনি যাঁহাকে খাজানা দিয়া থাকেন তাঁহাকে সেই২ হারানুসারে ঐ২ করের অর্দ্ধেক দিবেন।

মহালের ভোগাধিকারির যখন টাকা দিতে হইবে তাহার কথা।

৪২ ধারা (১)। মালগুজারী মহালের ভোগাধিকারী ঐ মহালের উপর গবর্ণমেন্টের রাজস্বের কিস্তি দিবার যেং দিন নিরূপণ থাকে সেই২ দিনে সমান কিস্তি করিয়া কিম্বা রাজস্বের টাকা বার্ষিক একবার দেওয়া গেলে উক্ত টাকা দিবার যে দিন নিরূপণ থাকে সেই দিন পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকরের টাকা দিবেন।

(২) লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারী আপনার দেয় পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর সমান দুই কিস্তি করিয়া কিম্বা বৎসর একবার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব আজ্ঞা করিয়া যেং বা যে তারিখ নিরূপণ করেন সেই২ বা সেই তারিখে দিবেন।

তালুকদার ও রায়তের কর দিবার সময়ের কথা।

(৩) খাজানা দারি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারির বা কৃষিকারি রায়তের যে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে হয় ঐ তালুক প্রভৃতির কিম্বা যোতের খাজানার কিস্তি যে হারানুসারে দেওয়া যায় পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য করও সেই হারানুসারে দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় রীতি বা কোন নিয়মপত্রের নিয়ম অনুসারে বৎসর শেষ না হইলে যেং স্থলে ঐ বৎসরের খাজানা দিতে হয় না, সেই২ স্থলে তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারী বা রায়ত দুই সমান কিস্তি করিয়া কর দিবেন। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব আজ্ঞা

road cess and public works cess due by him in two equal instalments upon such days as shall be for that purpose appointed by any order of the Lieutenant-Governor.

Distribution of valuation in case of partition.

43. In case of partition of an estate being effected under Regulation XIX of 1814, or Bengal Act VIII of 1876, or any similar Act, after valuation of such estate and while such valuation remains in force, the total valuation of the original estate shall be distributed proportionately under the order of the Collector over the newly-formed estates, whereupon the newly-formed estates shall, for the purposes of this Act, take the place of the original estate, the liability to pay cess in respect of each newly-formed estate being separate and distinct from the liability to pay cess in respect of any other of such newly-formed estates.

Such separate liability shall take effect from the same date as the separate liability of the newly-formed estates respectively in respect of land-revenue.

Procedure to be followed when there is a partition.

The procedure prescribed by sections 34 and 35 shall be followed whenever a redistribution of the valuation is made in consequence of a partition as mentioned in the last preceding section.

Effect of opening separate account under Act XI of 1859 or Act VII of 1876.

44. When a recorded sharer of a joint revenue-paying estate has opened a separate account under Act XI of 1859, or under section 70 of Bengal Act VII of 1876, or any similar law for the time being in force for the regulation of the opening and maintaining of such separate accounts, he shall be entitled, in regard to the payment and realization of road cess and public works cess under this Act, to all the advantages of separate liability enjoyed by him under the said Act XI of 1859, and Bengal Act VII of 1876, in regard to the payment and realization of revenue, and shall be entitled to separate assessment and to the issue of separate notices under this Act from the date on which such advantages shall take effect in respect of the demand of Government revenue.

Penalty for default of payment of instalments.

45. If any instalment of road cess or public works cess or part thereof payable to the Collector shall not be paid within fifteen days from the date on which the same becomes due, the amount of such instalment or part thereof may be recovered at any time within three years

করিয়া ঐ কিস্তির যেং দিন নিরূপণ করেন তাহা সেইং দিনে দেওয়া যাইবে।

বাটওয়ারা হইলে নিরূপিত মূল্য বিলি করিয়া দিবার কথা।

৪৩ ধারা। মূল্য নিরূপণ করিবার পর উক্ত মূল্য-নিরূপণ পত্র বলবৎ থাকিতেং ১৮১৪ সালের ১৯ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনমতে বা তদ্রূপ কোন আইনমতে কোন মহালের বাটওয়ারা হইলে, পুরাতন মহালের মোট নিরূপিত কর কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা-মতে নূতন মহালগুলির উপর অংশক্রমে বিলি করিয়া দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে নূতন মহালগুলি এই আইনের কার্য্য পক্ষে পুরাতন মহালের স্থান গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক নূতন মহালের কর দিবার দায় তদ্রূপ অন্য নূতন মহালের কর দিবার দায় হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র হইবে।

ভূরাজস্ব সমন্ধে উক্ত নূতন মহালগুলির স্বতন্ত্র দায় যে তারিখে বর্ত্তে সেই তারিখ অবধি ঐ করসম্বন্ধীয় স্বতন্ত্র দায় বর্ত্তিবে।

বাটওয়ারা হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কথা।

পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত বাটওয়ারা নিবন্ধন নিরূপিত মূল্য নূতন করিয়া বিলি করিতে হইলে, ৩৪ ও ৩৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের ৭ আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ফলের কথা।

৪৪ ধারা। এজমালী মালগুজারী মহালের কোন লিখিত অংশিদার ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭০ ধারামতে অথবা স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ও তাহা রক্ষা করিবার বিধানার্থ যৎকালে তদ্রূপ যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিলে, তিনি রাজস্ব দিবার ও আদায় করিবার সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ও ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে স্বতন্ত্র দায়ের যে সমস্ত ফল ভোগ করেন, এই আইন-মত পথ কর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিবার ও আদায় করিবার সমন্ধেও সেই সমস্ত ফল ভোগ করিতে অধিকারী হইবেন, এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের দাওয়া সমন্ধে যে তারিখ অবধি উক্ত ফল ভোগ আরম্ভ হয়, সেই তারিখ অবধি এই আইনমতে তাঁহার উপর স্বতন্ত্ররূপে কর ধার্য্য হইবে ও স্বতন্ত্র নোটিস দেওয়া যাইবে এই অধিকারও প্রাপ্ত হইবেন।

কিস্তির টাকা না দিলে দণ্ডের কথা।

৪৫ ধারা। পথকরের বা পূর্ত্তকার্য্যকরের কোন কিস্তি বা তাহার কোন অংশ কালেক্টর সাহেবের নিকট দেয় হইয়া দেয় হইবার তারিখ অবধি ১৫ দিন মধ্যে না দেওয়া গেলে, ঐ কিস্তির বা অংশের টাকা দেয় হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে উক্ত কিস্তির টাকা দেয় হইবার তারিখ অবধি হিসাব

after it became due, with interest at the rate of twelve per centum per annum calculated from the date on which such instalment became due, and with all costs of recovering the same.

46. (1)—In any district to which the Lieutenant-Governor may specially order that the provisions of this section shall be extended, it shall be lawful for the Collector to keep a separate account in respect of the amount of cesses payable and paid by any holder of a revenue-free estate who is recorded in Part I of the Collector's general register of revenue-free lands as proprietor or manager of any specified share or interest in any revenue-free property.

With permission of the Lieutenant-Governor Collector may keep separate account of cesses payable by registered holders of revenue-free estates.

(2)—Such separate account shall be opened and kept under such rules as to the levy of fees and other matters, and subject to such conditions and in such manner as the Board of Revenue may from time to time prescribe, and the Board of Revenue may at any time order that any separate account which has been so opened shall be closed from such time as they may direct, and no longer kept as a separate account.

(3)—As long as any separate account shall remain open as provided in the preceding section, and no longer, the joint liability of the holders of such revenue-free estate for payment of the entire amount payable in respect of such estate shall cease; and the Collector shall recover the amount of cess or other demand due in respect of each share or interest for which an account has been so separately kept from the holder or holders of such share or interest only; and, if the Collector shall think fit to proceed under section 101, he shall take action under that section against the share or interest only in respect of which the sum demanded is due and the rents thereof.

47. Every holder of an estate or tenure to whom any sum may be payable under the provisions of this Act may recover the same with interest at the rate of twelve per centum per annum in the same manner and under the same penalties as if the same were arrears of rent due to him.

Recovery by holders of estates or tenures.

48. Any shareholder in an estate or tenure who may have paid the road cess or public works cess payable in respect of such estate or tenure, or any part thereof in excess of the amount proportionate to his own interest in

Recovery from co-shareholders.

করিয়া বৎসর শতকরা ১২ টাকা হারে সুদ ও আদায় করিবার খরচ সমেত আদায় করা যাইতে পারিবে।

৪৬ ধারা। (১)—যে জিলায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণর সাহেব এই ধারার বিধান বর্ত্তাইবার বিশেষ আজ্ঞা করেন, সেই জিলায় কোন লাখেরাজ সম্পত্তির কোন নির্দ্দিষ্ট অংশের বা স্বার্থের অধিকারী বা কার্য্যাধ্যক্ষ বলিয়া লাখেরাজ ভূমি সম্পর্কীয় কালেক্টরের সাধারণ রেজিষ্টরের প্রথম খণ্ডে যাঁহার নাম লেখা থাকে এরূপ লাখেরাজ মহালের কোন ভোগাধিকারির দেয় ও দত্ত করের টাকা সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব সতন্ত্র হিসাব খুলিয়া রাখিতে পারিবেন।

লাখেরাজ মহালের রেজিষ্টরী করা ভোগাধিকারিদের দেয় করের স্বতন্ত্র হিসাব শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতিক্রমে কালেক্টর সাহেবের রাখিতে পারিবার কথা।

(২)—রেবিনিউ বোর্ড সময়ে২ ফী আদায় ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কীয় যে বিধিমতে ও যে নিয়মাধীনে ও যে প্রকারে ঐ স্বতন্ত্র হিসাব খুলিয়া রাখিবার আদেশ করেন, সেই বিধিমতে ও সেই নিয়মাধীনে ও সেই প্রকারে উক্ত হিসাব খুলিয়া রাখা যাইবে, এবং রেবিনিউ বোর্ড যে কোন সময়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, যে স্বতন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে তাহা তাঁহারা যে সময়ের আদেশ করেন সেই সময়াবধি বন্ধ করা যায় ও তাহা আর স্বতন্ত্র হিসাব করিয়া না রাখা হয়।

(৩)—পূর্ব্ব প্রকরণের বিধানমতে যত দিন স্বতন্ত্র হিসাব খোলা থাকে. কেবল তত দিন পর্য্যন্ত উক্ত লাখেরাজ মহাল সম্পর্কে মোট যত টাকা দিতে হয় তজ্জন্য ঐ মহালের ভোগাধিকারিরা একত্র দায়ী থাকিবেন না; এবং যে অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র হিসাব রাখা গিয়াছে, তৎসম্পর্কীয় করের বা অন্য দাওয়ার টাকা পাওনা হইলে, কালেক্টর সাহেব কেবল ঐ অংশের বা স্বার্থের ভোগাধিকারির বা ভোগাধিকারিদের স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবেন; এবং কালেক্টর সাহেব ১০১ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করা উচিত বোধ করিলে, যে টাকার দাওয়া হয় তাহা যে অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে পাওনা হয়, কেবল সেই অংশের বা স্বার্থের বিরুদ্ধে ও তাহার খাজানার বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

৪৭ ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে টাকা দিবার বিধান হইলে ঐ টাকা যে ভূমির নিমিত্ত পাওনা হয় সেই ভূমির খাজানা বাকী পড়িলে তিনি যে রূপে ও যে দণ্ডবিধানমতে তাহা আদায় করিতেন সেই রূপে ও সেই দণ্ডবিধানানুসারে ঐ টাকা বৎসর শতকরা ১২ টাকা সুদসহিত আদায় করিতে পারিবেন।

মহালের কি তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিদের দ্বারা আদায় হইবার কথা।

৪৮ ধারা। কোন মহালের কি তালুক প্রভৃতির অংশী সেই মহালের কি তালুকপ্রভৃতির পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর শোধ করিলে, অথবা উক্ত মহাল বা তালুকপ্রভৃতিগত স্বীয় স্বার্থানুসারে তাঁহার যত টাকা দিতে হয় তদতিরিক্ত ঐ২ করের কিয়দংশ

সহ অংশিদের স্থানে আদায় হইবার কথা।

such estate or tenure, may recover from his co-sharers such sums as he may have paid on account of their respective shares and interests, in the same manner and under similar penalties, or may take credit for such sums in any adjustment of accounts between himself and his co-sharers.

Recovery by recorded shareholders from their co-sharers by certificate process.

49. Whenever any shareholder in an estate who is recorded in the general register of revenue-paying and revenue-free lands maintained by the Collector, or whenever any shareholder in an estate the extent of whose share or interest in such estate is recorded in any other register of lands paying revenue or rent to the Collector direct, which is kept up by the Collector, shall have paid the road cess or public works cess payable in respect of such estate, or any part thereof in excess of the amount proportionate to his own interest in such estate, he may, within fifteen days of such payment being made, move the Collector to make a certificate as provided by any law for the time being in force for the recovery of Public Demands, specifying the amount which has been paid in by such shareholder as cess in respect of the recorded share or interest of any other shareholder in the estate;

and thereupon such Collector may if he think fit shall make such certificate, and such certificate shall have the same effect as a certificate made for the recovery of a Public Demand; and the same notices shall be issued and the same proceedings may be taken thereon by the Collector as in case of such certificate;

Provided that the person in whose favour the certificate has been made shall be deemed to be the decree-holder for the sum mentioned in the certificate; and all proceedings taken by the Collector for the recovery of the sums mentioned in the certificate shall be taken at the instance of the person in whose favour the certificate has been made, and at his cost, and on his responsibility, and not otherwise;

Provided also that if any person against whom such certificate has been made shall object that the amount of the cesses for the recovery of which the certificate has been made is greater than the amount which the applicant for the certificate would recover from such person in a civil court as being equitably payable in respect of such person's share or interest in the estate or tenure, and if in the opinion of the Collector there is probable ground for such

দিলে, তিনি যে২ সহঅংশির অংশ ও স্বার্থের নিমিত্ত যত টাকা দিয়াছেন সেইং সহ অংশির স্থানে পূর্ব্বোক্তমতে ও পূর্ব্বোক্তরূপ দণ্ডবিধানানুসারে তাঁহাদের দেয় সেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন, অথবা আপনার ও সহঅংশীদের মধ্যে হিসাবনিষ্পত্তির কালে ঐ টাকা জমা করিয়া লইতে পারিবেন।

লিখিত অংশিদের সহ অংশিদের স্থানে সর্টিফিকেট প্রণালীমতে টাকা আদায় করিবার কথা।

৪৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব মালগুজারী ও লাখেরাজ ভূমির যে সাধারণ রেজিস্টর রাখেন তাহাতে কোন মহালের অংশী বলিয়া যাঁহার নাম লেখা থাকে তিনি, অথবা নিজ কালেক্টর সাহেবকে যে ভূমির রাজস্ব বা খাজানা দেওয়া যায় কালেক্টর সাহেব সেই ভূমির অন্য কোন রেজিস্টর রাখিলে তাহাতে কোন মহালের যে অংশির অংশের বা স্বার্থের পরিমাণ লেখা থাকে তিনি, উক্ত মহালের দেয় পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিলে, অথবা ঐ মহালগত স্বীয় স্বার্থানুসারে তাঁহার যত টাকা দিতে হয় তদতিরিক্ত ঐ ২ করের কিয়দংশ দিলে, উক্ত টাকা দিবার পর পনের দিনের মধ্যে রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করণার্থ যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে সেই আইনের বিধানমত সর্টিফিকেট লিখিয়া দিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। উক্ত অংশী ঐ মহালের অন্য অংশির লিখিত অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে কর স্বরূপ যত টাকা দিয়াছেন, ঐ সর্টিফিকেটে তাহা লিখিতে হইবে।

তাহা হইলে উক্ত কালেক্টর সাহেব উচিত বিবেচনা করিলে ঐ সর্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন, এবং উক্ত সর্টিফিকেট রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করণার্থে লিখিত সর্টিফিকেটের ন্যায় ফলবৎ হইবে; এবং শেষোক্ত প্রকারের সর্টিফিকেট হইলে, কালেক্টর সাহেব যেং নোটিস দিতেন ও যেং কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিতেন, সেইং নোটিস দিবেন ও সেইং কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তির পক্ষে সর্টিফিকেট লিখিয়া দেওয়া যায়, তিনি সর্টিফিকেটের লিখিত টাকার ডিক্রীদার বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং সর্টিফিকেটের লিখিত টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করেন, যাঁহার পক্ষে সর্টিফিকেট লিখিয়া দেওয়া যায়, তাঁহারই আবেদনমতে ও তাঁহারই ব্যয়ে ও তাঁহারই দায়িত্বে সেই সকল কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে, প্রকারান্তরে নয়।

পরন্তু যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্টিফিকেট লিখিয়া দেওয়া যায়, তিনি যদি এরূপ আপত্তি করেন যে, উক্ত মহালে বা তালুকপ্রভৃতিতে তাঁহার যে অংশ বা স্বার্থ আছে তৎসম্বন্ধে ন্যায়ানুসারে তাঁহার যত টাকা দেয় বলিয়া সর্টিফিকেটের প্রার্থনাকারি দেওয়ানী আদালত দ্বারা তাঁহার স্থানে আদায় করিতে পারিতেন, তদধিক টাকা কর আদায় করিবার নিমিত্ত সর্টিফিকেট লিখিয়া দেওয়া গিয়াছে, এবং যদি কালেক্টর সাহেবের মতে উক্তরূপ আপত্তির সম্ভাবিত হেতু আছে বোধ হয়, তবে কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে ঐ সর্টিফিকেট রহিত

objection, the Collector may, if he see fit, cancel such certificate, and leave the applicant to his remedy in the civil court.

CHAPTER IV.—*Valuation and assessment of lands held rent-free and payment and recovery of Cess in respect thereof.*

Rent-free lands in what estates or tenures to be included for the purposes of this Act.

50. All lands held without payment of rent other than lands mentioned in section 33, and other estates entered on the general register of revenue-free lands of the district, shall, for the purposes of this Act, be deemed to form a part of the tenure within the local boundaries of which they are contained; and if they are not contained within the local boundaries of any tenure, then to form a part of the estate within the local boundaries of which they are contained; and if they are not contained within the local boundaries of any estate, then to form a part of the estate in which they were included at the original settlement of such estate; and if there be any doubt as to the estate in which they were so included, then to form a part of such conterminous estate as the Collector, in whose district such conterminous estate is situate, shall by an order under his seal appoint.

Holders of estates and tenures to pay cess at half rates for rent-free lands included therein.

51. Every holder of an estate or tenure who is required by this Act to submit a return in the form in Schedule (A) contained shall be bound to enter in such return all lands of the nature of those specified in section 50 according to the tenor thereof; and shall be bound to pay road cess and public works cess on the annual value of such lands, at one-half of the rates fixed under this Act for the levy of such cesses respectively in the district generally for the year.

Notice and extracts of valuation-roll to be published by Collector in respect of such rent-free lands.

52. Whenever any land held rent-free shall have been included in the return of any estate or tenure as provided in the last preceding section, the Collector shall, on publication of the valuation-roll of such estate or tenure as provided in section 35, cause to be published a notice in the form in Schedule (D) contained, to which notice shall be annexed such extracts from the valuation-roll of such estate or tenure as relate to such land.

Such publication may be lawfully made by affixing one copy of such notice and extracts at some conspicuous place in the village within which such land is situate,

[*Government Gazette*, 21*th July* 1880.]

করিয়া প্রার্থনাকারিকে দেওয়ানী আদালতে প্রতিকার প্রার্থী হইতে দিবেন।

৪ অধ্যায়।—বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির মূল্য নিরূপণ ও কর নির্দ্ধারণ করিবার ও তৎসম্পর্কীয় করের টাকা দিবার ও আদায় করিবার বিধি।

যে ভূমির খাজানা নাই তাহা এই আইনের কার্য্য পক্ষে কোন্ মহালের বা তালুকাদির অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে, ইহার কথা।

৫০ ধারা। ৩৩ ধারার লিখিত ভূমি ভিন্ন এবং জিলার লাখেরাজ ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরে যে মহাল লেখা থাকে তদ্ভিন্ন যে ভূমি বিনা খাজানায় ভোগ হইয়া থাকে তাহা যে তালুকপ্রভৃতির স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে এই আইনের কার্য পক্ষে সেই তালুক প্রভৃতির একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোন তালুক-প্রভৃতির স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে, তবে যে মহালের সীমার মধ্যে থাকে সেই মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোন মহালের স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে তবে মহালের প্রথম বন্দোবস্ত সময়ে যে মহালের মধ্যে ধরা গিয়াছিল সেই মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে। আর যে মহালের মধ্যে তদ্রূপে ধরা গিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে তাহার সন্নিহিত মহাল যে কালেক্টর সাহেবের জিলার মধ্যে থাকে তিনি আপন মোহরাঙ্কিত আজ্ঞাক্রমে ঐ ভূমি সন্নিহিত যে মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবার আদেশ করেন তাহা সেই মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

মহালের বা তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত নিষ্কর ভূমির নিমিত্ত মহালাদির ভোগাধিকারিদের অর্দ্ধেক হারে কর দিতে হইবার কথা।

৫১ ধারা। কোন মহালের বা তালুকাদির যে ভোগাধিকারির প্রতি এই আইনমতে A তফসীলের পাঠে রিটর্ণ দিবার আদেশ হয়, তিনি ৫০ ধারার মর্ম্মানুসারে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারের সমুদয় ভূমি ঐ রিটর্ণে লিখিতে বাধ্য থাকিবেন; এবং সাধারণতঃ যে জিলায় যে বৎসর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর আদায় করিবার যে২ হার ধার্য্য হয় সেই২ হারের অর্দ্ধেক হিসাবে উক্ত ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর ঐ২ কর দিতে বাধ্য থাকিবেন।

বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমি সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের নোটিস ও মূল্যনিরূপণ পত্রের উদ্ধৃতাংশ প্রচার করিবার কথা।

৫২ ধারা। বিনা খাজানায় ভোগকৃত কোন ভূমি পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কোন মহালের বা তালুকাদির রিটর্ণমধ্যে ধরা গেলে, কালেক্টর সাহেব ৩৫ ধারার বিধানমতে উক্ত মহালের বা তালুকাদির মূল্যনিরূপণের ফর্দ্দ প্রকাশ হইলে পর, B তফসীলের পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন; ঐ নোটিসে উক্ত মহালের বা তালুকাদির মূল্যনিরূপণের ফর্দ্দ হইতে উক্ত ভূমিসম্পর্কীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইবে।

উক্ত নোটিসের ও উদ্ধৃত অংশের এক কেতা নকল ঐ ভূমি যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া,

by depositing another copy of the same at any police-station, registration office, or other Government office in the neighbourhood for the inspection of all concerned,

and by proclamation as herein next provided.

The proclamation shall be made by beat of drum throughout such village, and shall be to the effect that such extracts have been so affixed and deposited, and that the owner or holder of such land is required to inform himself, by inspection of such extracts, of the valuation put upon his land, and to pay yearly to the holder of the estate or tenure of which such land is, according to the provisions of section 50, to be deemed to form a part the cesses which shall be payable in respect of such land under the provisions of this Act.

53. Within a reasonable time not exceeding thirty days after the issue of any process for the recovery of any sum due from him as cess under this chapter, the owner, holder, or occupier of any such land may make before the Collector an objection to the valuation of his land as entered in the valuation-roll so published, and on such objection being made, the Collector shall, by such ways and means as to him shall seem expedient, ascertain and fix the annual value of the land in the possession of such owner, holder, or occupier, and may alter such roll accordingly, and shall give notice of any such alteration to the holder of the estate or tenure to which such roll relates;

Holder of rent-free land may object to valuation.

Provided that nothing in this section shall be taken to authorize the Collector to alter any return so as to show any area of land as held rent-free which the maker of such return can show to be accounted for by him in the return as rent-paying land.

54. In the following cases, that is to say—

Notice to be published by holders of estate in certain cases.

(1) when a new valuation or revaluation takes effect in any district or part of a district;

(2) when the rate fixed for the levy of the road cess or of the public works cess in any year is changed from the rate at which such cess was levied in the preceding year; and

(3) when the dates fixed by the Lieutenant-Governor under section 57 for payment of instalments of the cesses by holders of rent-free land are changed,

এবং আর এক কেতা নকল নিকটবর্ত্তী পোলীস থানায় বা রেজিস্টরী আফিসে বা অন্য গবর্ণমেণ্ট আফিসে তদ্বিষয়ে যাহাদের স্বার্থ থাকে তাহাদের সকলের দেখিবার নিমিত্ত রাখিয়া,

এবং পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ঘোষণাপত্র দিয়া, ঐ নোটিস প্রভৃতি আইনমতে প্রচার করা যাইতে পারিবে।

ঐ গ্রামের সর্ব্বত্র ঢেঁড়রা দিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও তাহাতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা থাকিবে, অর্থাৎ, উক্ত উদ্ধৃত অংশগুলি পূর্ব্বোক্তরূপে লাগাইয়া ও রাখিয়া দওয়া হইয়াছে এবং উক্ত ভূমির স্বামী বা ভোগাধিকারী উক্ত উদ্ধৃত অংশগুলি দেখিয়া তাঁহার ভূমির যে মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহা জানিয়া লইবেন এবং ৫০ ধারার বিধানমতে ঐ ভূমি যে মহালের বা তালুকাদির এক অংশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে সেই মহাল বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে এই আইনের বিধানমতে ঐ ভূমিসম্বন্ধে করের যে অংশ দিতে হয় বৎসর২ সেই অংশ দিবেন, তাঁহার প্রতি এই আদেশ হইল।

৫৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে কর বলিয়া পাওনা কোন টাকা আদায় করিবার কোন পরওয়ানা দিবার পর ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমন যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উক্তরূপ কোন ভূমির স্বামী বা ভোগাধিকারী বা দখিলকার উক্তরূপে প্রচারিত মূল্য নিরূপণের ফর্দ্দে তাঁহার ভূমির যে মূল্য লেখা থাকে তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট আপত্তি করিতে পারিবেন এবং ঐ আপত্তি করা গেলে কালেক্টর সাহেব যে উপায়ে ও যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই উপায়ে ও সেই প্রকারে উক্ত স্বামীর বা ভোগাধিকারির বা দখিলকারের অধিকারগত ভূমির বার্ষিক মূল্য নির্ণয় ও ধার্য্য করিয়া তদনুসারে ঐ ফর্দ্দ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন এবং ঐ ফর্দ্দ যে মহাল বা তালুকাদি সম্পর্কীয় হয় তাহার ভোগাধিকারিকে ঐ পরিবর্ত্তনের সংবাদ দিবেন।

বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির ভোগাধিকারির মূল্যনিরূপণ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু রিটর্ণদাতা যে ভূমি রিটর্ণে খাজানাদায়ী বলিয়া ধরিয়াছেন দেখাইতে পারেন, কালেক্টর সাহেব রিটর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমি বলিয়া যে দেখাইতে পারেন, তাঁহার প্রতি এই ধারার কোন কথায় তদ্রূপ ক্ষমতা অর্পিত হইল এরূপ জ্ঞান হইবে না।

৫৪ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে, অর্থাৎ।

কোন২ স্থলে মহালের ভোগাধিকারিদের নোটিস দিতে হইবার কথা।

(১) যখন কোন জিলায় বা জিলার অংশে নূতন মূল্য নিরূপণপত্র বা পুনর্ম্মূল্য নিরূপণপত্র ফলবৎ হয়;

(২) পূর্ব্ব বৎসর যে হারে পথকর বা পূর্ত্তকার্য্য কর আদায় হইত, সেই হার পরিবর্ত্তন করিয়া কোন বৎসর যখন ঐ কর আদায়ের নূতন হার ধরা যায়; ও

(৩) বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির ভোগাধিকারিদের করের যে২ কিস্তির টাকা দিতে হয় ৫৭ ধারামতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক অবধারিত সেই২ কিস্তির তারিখ যখন পরিবর্ত্তিত হয়,

the holder of every estate or tenure to whom any cesses are payable in respect of lands held free of rent shall cause a notice to be published in every village in which any such lands are situate, informing all concerned of the rate which has been fixed for the levy of such cesses respectively; and requiring every holder and owner of any such land of which the cesses are payable to the person who causes the notice to be published to pay the amount of the cesses specified in such notice as it falls due, until a similar notice of change of the amount shall be given.

Such notice shall contain the following information in respect of each holding of rent-free land which is entered separately in the Collector's valuation-roll :—

(1) a specification of the land in respect of which the cesses are payable;

(2) the name of the owner, holder, or occupier of such lands, if known;

(3) the annual value of such land as entered in the Collector's valuation-roll;

(4) the rate on each rupee of the value which has been fixed under the Act for the levy of the road cess and public works cess respectively for the year;

(5) the amount of the cesses payable in respect of each holding, calculated at such rates; and

(6) the dates fixed by the Lieutenant-Governor under section 57 for the payment of each instalment and the amount of each instalment.

55. Publication of the notice abovementioned may be lawfully made by affixing one copy of the same at some conspicuous place in the village in which such land is situate;

Mode of publication.

by depositing another copy thereof to be available for general inspection at any mâl cutcherry the estate or tenure in which such land is included,

or at any other convenient place in the neighbourhood;

and by proclamation as herein next provided.

The proclamation shall be made by beat of drum throughout such village, and shall be to the effect that such notice has been so affixed and so deposited, that it is open to inspection at the mâl cutcherry or other convenient place as abovementioned, and that every owner and holder of rent-free land is required to inform himself of the contents of such notice and to pay the amount of the cesses due by him accordingly.

[*Government Gazette*, 27*th July* 1880.]

বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমি সম্বন্ধে কোন মহালের বা তালুক প্রভৃতির যে ভোগাধিকারিকে কোন কর দিতে হয়, তিনি উক্ত ভূমি যে গ্রামে থাকে তথায় নোটিস দেওয়াইয়া সম্পর্কযুক্ত সকল লোককে ঐ কর আদায়ের যে হার ধার্য্য হইয়াছে তাহা জানাইবেন, এবং নোটিস দায়ি ব্যক্তির নিকট যে২ ভূমির কর দিতে হয় সেই২ ভূমির প্রত্যেক স্বামী ও ভোগাধিকারিকে এই আদেশ করিবেন যে, যাবৎ টাকা পরিবর্ত্তনের তদ্রূপ নোটিস না দেওয়া যায়, নোটিসের নির্দ্দিষ্ট করের টাকা দিবার সময় হইলেই তাহা দিতে হইবে।

কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণপত্রে স্বতন্ত্র করিয়া বিনা খাজানায় ভোগকৃত যে ভূমি লেখা থাকে তাহার প্রত্যেক তালুক ও যোত সম্বন্ধে নোটিসে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিবে।—

(১) যে ভূমি সম্বন্ধে কর দিতে হইবে তাহার বিশেষ বিবরণ।

(২) ঐ ভূমির স্বামির বা ভোগাধিকারির বা দখিলকারের নাম জানা থাকিলে, তাহা।

(৩) কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণপত্রের লিখনমতে উক্ত ভূমির বার্ষিক মূল্য।

(৪) ঐ বৎসর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর আদায়ের নিমিত্ত আইনমতে নিরূপিত মূল্যের টাকা প্রতি যে২ হার ধার্য্য করা গিয়াছে।

(৫) ঐ২ হারে হিসাব করিয়া প্রত্যেক ভূখণ্ডের সম্বন্ধে যত টাকা কর দিতে হইবে।

(৬) শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ৫৭ ধারামতে প্রত্যেক কিস্তির টাকা দিবার যে তারিখ ধার্য্য করেন ও প্রত্যেক কিস্তিতে যত টাকা হয় তাহা।

৫৫ ধারা। উক্ত নোটিসের এক কেতা নকল ঐ ভূমি যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া,

যে প্রকারে প্রচার করিতে হইবে, তাহার কথা।

এবং ঐ ভূমি যে মহালের বা তালুক প্রভৃতির মধ্যে ধরা যায় তাহার কোন মাল কাছারিতে বা নিকটবর্ত্তী অন্য কোন সুবিধামত স্থানে সর্ব্বসাধারণের দেখিতে পাইবার নিমিত্ত আর এক কেতা নকল রাখিয়া,

এবং পশ্চাল্লিখিত বিধান মত ঘোষণাপত্র দিয়া, ঐ নোটিস আইনমতে প্রচার করা যাইতে পারিবে।

ঐ গ্রামের সর্ব্বত্র ঢেঁড়রা দিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও তাহাতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা থাকিবে; অর্থাৎ উক্ত নোটিস পূর্ব্বোক্ত রূপে লাগাইয়া রাখিয়া দেওয়া গিয়াছে, উহা পূর্ব্বোল্লিখিত মাল কাছারিতে বা অন্য সুবিধামত স্থানে দেখা যাইতে পারিবে, এবং বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির প্রত্যেক স্বামী ও ভোগাধিকারী ঐ নোটিসে যাহা লেখা আছে তাহা জানিয়া লইবেন ও তদনুসারে আপনার দেয় করের টাকা দিবেন তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ হইল।

Owner of rent-free land bound to pay cess at full rate.

56. After publication of the extracts from the roll as provided in section 52, and in cases in which publication of the notice mentioned in section 54 is required, after publication of such notice, and not otherwise, every owner and holder of any rent-free land included in such extract shall be bound to pay year by year to the holder of the estate or tenure on which the land held by him is deemed to form a part, the amount of the road cess and public works cess which may thereafter become due to such holder, calculated on the annual value of such land as entered in such extracts, or on any other annual value which may have been determined by the Collector under section 53, at the full rate or rates which may have been fixed under this Act for the levy of such cesses respectively in the district generally for the year.

Instalments to be fixed by Lieutenant-Governor.

57. The payment of the cesses for each year by the holder of any land which is held rent-free shall be made by two equal instalments, upon such days as shall be for that purpose appointed by the Lieutenant-Governor.

If instalments not paid within a month, treble the amount may be recovered.

58. When an instalment of the cesses due on any rent-free land is not paid to the holder of the estate or tenure of which such land is deemed to form a part within one month of the date on which such instalment is payable, the holder of such estate or tenure shall be entitled to recover a sum equal to double the amount of such instalment due to him under sections 56 and 57, with interest on such sum calculated at the rate of twelve per centum per annum from the date on which such instalment was payable, and with all costs of suit;

Provided that such holder shall have paid to the Collector all sums due to such Collector up to date in respect of road cess and public works cess, and not otherwise.

Holders of estates, &c., may send in supplementary returns in respect of rent-free lands.

59. If the holder of any estate or tenure shall have omitted to enter in his return any rent-free land, which under section 51 he was bound to enter in such return, and has failed to enter any such land in his return lodged with the Collector under the provisions of the "District Road Cess Act, 1871," such holder may at any time after the passing of this Act give in to the Collector a Supplementary Return showing the necessary particulars in respect of the land so omitted or not entered, and he shall thereupon pay to the Col-

বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির স্বামির পূর্ণ হারে কর দিতে হইবার কথা।

৫৬ ধারা। ৫২ ধারার বিধানমতে ফর্দ্দের উদ্ধৃত অংশ প্রকাশ হইলে পর এবং যে স্থলে ৫৪ ধারার উল্লিখিত নোটিস প্রচার করা আবশ্যক সেই স্থলে উক্ত নোটিস প্রচার করা গেলে পর (অন্যথা নহে),—ঐ উদ্ধৃত অংশের মধ্যে বিনা খাজানায় ভোগকৃত যে ভূমি ধরা যায় তাহার প্রত্যেক স্বামী ও ভোগাধিকারী তাঁহাদের ভোগকৃত ভূমি যে মহালের বা তালুক প্রভৃতির একাংশ বলিয়া গণ্য করা যায়, সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে উক্ত উদ্ধৃত অংশের লিখনমত ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্য অথবা ৫৩ ধারামতে কালেক্টর সাহেব কর্তৃক নিরূপিত অন্য কোন বার্ষিক মূল্য ধরিয়া, ঐ বৎসর সাধারণতঃ ঐ জিলায় পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর আদায়ের যে বা যে২ হার এই আইনমতে ধার্য্য করা যায় সেই বা সেই২ পূর্ণহারে হিসাব করিলে যত টাকা দেয় হয়, বৎসর২ তত টাকা দিবেন।

কিস্তির দিন শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ধার্য্য করিবার কথা।

৫৭ ধারা। বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির ভোগাধিকারী প্রতি বৎসর যে কর দেন তাহা দুই সমান কিস্তি করিয়া, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তদর্থে যে২ দিন নিরূপণ করেন, সেই২ দিনে দেওয়া যাইবে।

কিস্তির টাকা একমাস মধ্যে না দেওয়া গেলে, তিনগুণ টাকা আদায় হইতে পারিবার কথা।

৫৮ ধারা। বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমি যে মহালের বা তালুক প্রভৃতির একাংশ বলিয়া গণ্য করা যায় তাহার ভোগাধিকারিকে ঐ ভূমির করের কোন কিস্তির টাকা যে তারিখে দিতে হয় সেই তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে না দেওয়া গেলে ৫৬ ও ৫৭ ধারামতে ঐ কিস্তির বাবদ তাঁহার যত টাকা পাওনা হয় তিনি কিস্তির টাকা দিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা ১২ টাক হিসাবে সুদ সমেত ও মোকদ্দমার খরচা সহিত তাহার দ্বিগুণ টাকা আদায় করিয়া লইবার অধিকারী হইবেন।

কিন্তু ঐ তারিখ পর্য্যন্ত পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য করের বাবদ কালেক্টর সাহেবকে যত টাকা দিতে হয়, উক্ত ভোগাধিকারির তত টাকা দেওয়া চাই, নতুবা ঐ অধিকার বর্ত্তিবে না।

নিষ্কর ভূমিসম্বন্ধে মহাল প্রভৃতির ভোগাধিকারিদের পরিশিষ্ট রিটর্ণ পাঠাইতে পারিবার কথা।

৫৯ ধারা। কোন মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারী ৫১ ধারামতে আপন রিটর্ণে বিনা খাজানায় ভোগকৃত যে ভূমি লিখিতে বাধ্য ছিলেন তাহা লিখিতে ত্রুটি করিয়া থাকিলে অথবা প্রদেশীয় পথকর বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনের বিধানমতে কালেক্টর সাহেবকে যে রিটর্ণ দেন তাহাতে ঐ ভূমি না লিখিয়া দিয়া থাকিলে, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কোন সময়ে কালেক্টর সাহেবকে পরিশিষ্ট রিটর্ণ দিতে পারিবেন। উক্ত রূপে যে ভূমি লিখিতে ত্রুটি হয় বা যাহা লেখা যায় নাই, সেই ভূমিসম্পর্কীয় আবশ্যক বিশেষ বিবরণ ঐ রিটর্ণে দিবেন। পূর্ব্ব তিন বৎসরের নিমিত্ত অথবা মহালের

lector the amount of the cesses which would have been payable by him in respect of such land for the three years next preceding, or for any shorter period which may have elapsed since the estate or tenure was last valued.

Such Supplementary Return shall to all intents and purposes have the same effect as a return duly made under the provisions of section 51.

Certain sections applicable.

60. Sections 51, 52, 53, and 54 shall be applicable to and in respect of any rent-free land included in a supplementary return as provided in the last preceding section.

Sections applicable to amounts payable by owner, &c., of rent-free land.

61. The provisions of sections 57 and 58 shall be applicable to every amount which, as provided in section 56, may become payable by the owner and holder of any such rent-free land to the holder of any such estate or tenure after the fulfilment of the requirements in sections 52, 53, and 54 contained.

Section 58 not applicable to such amounts until sections 52, 53 and 54 are complied with.

62. The provisions of section 58 shall not be applicable to any such amount which may have become so payable under the provisions of Bengal Act X of 1871 or of this Act before the fulfilment of the requirements of the sections 52, 53, and 54; but when any instalment of cess which may have become payable before the fulfilment of such requirements has not been paid to the holder of such estate or tenure on the date on which such instalment was payable, the holder of such estate or tenure may recover the amount of such instalment, together with interest at the rate of twelve per centum per annum on such amount, and with all costs of suit;

Provided that no holder of an estate or tenure shall recover any amount under the provisions of this section, unless he has paid to the Collector all sums which became payable by him to such Collector on account of road cess and public works cess, at any date within the year in which the amount sought to be recovered became payable to such holder of an estate or tenure.

Owner of rent-free land liable to pay cess in future.

63. As soon as the said requirements shall have been fulfilled, the owner, or person in receipt of the rents and profits, or in possession and enjoyment of such rent-free land, shall be liable to pay the cesses thereafter falling

বা তালুকাদির শেষ মূল্য নিরূপণাবধি তদপেক্ষা অল্পকাল গত হইয়া থাকিলে ঐ কালের নিমিত্ত ঐ ভূমি সম্বন্ধে উক্ত ভোগাধিকারির যত টাকা কর দিতে হইত, ঐ রিটর্ণ দিয়া তিনি কালেক্টর সাহেবকে তত টাকা দিবেন।

উক্ত পরিশিষ্ট রিটর্ণ সর্ব্ব প্রকারে ৫১ ধারার বিধানমতে নিয়মিতরূপে প্রদত্ত রিটর্ণের তুল্য ফলবৎ হইবে।

কোন২ ধারা বর্ত্তিবার কথা।

৬০ ধারা। পূর্ব্বধারার বিধানমত পরিশিষ্ট রিটর্ণে বিনা খাজানায় ভোগকৃত যে ভূমি ধরা যায়, তৎপ্রতি ও তৎসম্বন্ধে ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

নিষ্কর ভূমির স্বামি প্রভৃতির দেয় টাকার প্রতি কোন২ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

৬১ ধারা। ৫২, ৫৩ ও ৫৪ ধারার লিখিত আদেশ পালন হইলে পর উক্তরূপ কোন মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে বিনা খাজানায় ভোগকৃত উক্তরূপ কোন ভূমির স্বামির ও ভোগাধিকারির ৫৬ ধারার বিধানমতে যে টাকা দিতে হয়, তৎপ্রতি ৫৭ ও ৫৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

৫২, ৫৩ ও ৫৪ ধারার আদেশ পালন না হইলে উক্ত টাকার প্রতি ৫৮ ধারার বিধান না বর্ত্তিবার কথা।

৬২ ধারা। উক্ত ৫২, ৫৩ ও ৫৪ ধারার লিখিত আদেশ পালন না হইলে, ১৮৭১ সালের ১০ আইনের কিম্বা এই আইনের বিধানমতে উক্তরূপ যে কোন টাকা ঐ রূপে দিতে হয়, তৎপ্রতি ৫৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবে না। কিন্তু উক্ত আদেশ পালন হইবার পূর্ব্বে করের কোন কিস্তির টাকা দেয় হইয়াও কিস্তির তারিখে উক্ত মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারিকে দেওয়া না গেলে, ঐ মহালের বা তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারী ঐ কিস্তির টাকা বৎসর শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে সুদ ও মোকদ্দমার খরচা সহিত আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

কিন্তু যে টাকা আদায় করিতে চেষ্টা হয় সেই টাকা মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে যে বৎসর দেয় হয়, সেই বৎসর কোন তারিখে কালেক্টর সাহেবকে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য করের বাবদ যে সমুদয় টাকা দিতে হয় উক্ত ভোগাধিকারী কালেক্টর সাহেবকে সেই সমুদয় টাকা না দিয়া থাকিলে, এই ধারার বিধানমতে কোন টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন না।

নিষ্কর ভূমির স্বামির ভবিষ্যতে কর দিতে হইবার কথা।

৬৩ ধারা। উক্ত আদেশ পালন হইলেই, বিনা খাজানায় ভোগকৃত উক্ত ভূমির স্বামী অথবা যিনি উহার খাজানা ও লাভ পান তিনি, বা যিনি উহা দখল ও ভোগ করেন তিনি, উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগ

due on such land to the holder of the estate or tenure, as provided in sections 56 and 57, and subject to the penalty for default mentioned in section 58.

Additional return may be lodged.

Additional return of rent-free land entered in return under Act X of 1871 may be made.

64. (1.)—Every holder of an estate or tenure who has included any rent-free lands in any return made to the Collector in respect of his estate or tenure under the provisions of the "District Road Cess Act, 1871," and has paid to the Collector any cess payable under the said Act, or under the "Provincial Public Works Act, 1877," in respect of the said rent-free lands, may at any time after the commencement of this Act lodge with such Collector an additional return in the form given in Part IV of Schedule (A).

Additional return to be deemed supplementary return.

(2.)—Such additional return shall be deemed to be a supplementary return within the meaning of section 59, and from the date of the inclusion of any such lands in such additional return the same consequences shall ensue, and the same rights and obligations accrue to the Collector and to the holder of such estate or tenure, and the same liabilities shall attach to the owner, holder and occupier of such lands as would have attached to them respectively if such lands had been included in a supplementary return given in under section 59.

Holders of estates, &c., how to recover from holders of rent-free lands.

65. All sums due to the holder of any estate or tenure under the provisions of this chapter in respect of any land held rent-free may be recovered by such holder from any owner or holder of such rent-free land, or from any occupier of the same, by any means and any process by which the amount might be recovered if it were due on account of rent of a transferable tenure or holding, and subject to the same rules as to limitation;

Provided that if any such objection as is mentioned in Section 53 has been made before the Collector, no proceedings shall be commenced, and no proceedings which have been commenced shall be continued, for recovery of cess in respect of the lands which are the subject of such objection, until such objection shall have been disposed of by the Collector.

ধিকারিকে তদবধি যে কর দেয় হয়, তাহা ৫৬ ও ৫৭ ধারার বিধান মতে ও ৫৮ ধারার উল্লিখিত ত্রুটিবিষয়ক দণ্ডবিধানের নিয়মাধীনে দিতে দায়ী হইবেন।

অতিরিক্ত রিটর্ণ দিতে পারিবার কথা।

১৮৭১ সালের ১০ আইন মত রিটর্ণে লিখিত নিষ্কর ভূমির অতিরিক্ত রিটর্ণ দিতে পারিবার কথা।

৬৪ ধারা। (১)—কোন মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী প্রদেশীয় পথকর বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনের বিধানমতে আপনার মহাল বা তালুকপ্রভৃতির সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবকে যে কোন রিটর্ণ দেন, তন্মধ্যে বিনা খাজানায় ভোগকৃত তদ্রূপ কোন ভূমি ধরিয়া থাকিলে ও ঐ ভূমি সম্বন্ধে উক্ত আইনমতে অথবা সাধারণের উপকারার্থে প্রদেশীয় কার্য্য বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে দেয় কোন কর কালেক্টর সাহেবকে দিয়া থাকিলে, এই আইন প্রচলিত হইবার পর উক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট A তফসীলের চতুর্থ খণ্ডের পাঠে অতিরিক্ত রিটর্ণ দাখিল করিতে পারিবেন।

অতিরিক্ত রিটর্ণ পরিশিষ্ট রিটর্ণ বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

(২)—ঐ অতিরিক্ত রিটর্ণ ৫৯ ধারার অর্থমত পরিশিষ্ট রিটর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ৫৯ ধারামতে প্রদত্ত পরিশিষ্ট রিটর্ণে ঐ ভূমি ধরা গেলে, যেরূপ ফল হইত, এবং কালেক্টর সাহেবের ও উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোধিকারির যে২ স্বত্ব ও কর্ত্তব্য উৎপন্ন হইত এবং উক্ত ভূমির স্বামী, ভোগাধিকারী ও দখিলকারের প্রতি যে সকল দায় বর্ত্তিত, উক্ত অতিরিক্ত রিটর্ণে ঐ ভূমি ধরিবার তারিখ অবধি সেইরূপ ফল হইবে এবং কালেক্টর সাহেবের ও উক্ত মহালের বা তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারির সেই২ স্বত্ব ও কর্ত্তব্য উৎপন্ন হইবে এবং উক্ত ভূমির স্বামী, ভোগাধিকারী ও দখিলকারের প্রতি সেই সকল দায় বর্ত্তিবে।

নিষ্কর ভূমির ভোগাধিকারিদের স্থানে মহাল প্রভৃতির ভোগাধিকারিরা যে রূপে আদায় করিবেন, তাহার কথা।

৬৫ ধারা। বিনা খাজানায় ভোগকৃত কোন ভূমিসম্বন্ধে এই আইনের বিধানমতে কোন মহালের বা তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিকে যত টাকা দিতে হয়, তাহা কোন হস্তান্তরযোগ্য তালুক বা যোতের দেনা খাজানা হইলে যে উপায়ে ও যে প্রণালীমতে ও মিয়াদ সম্বন্ধীয় যে বিধির নিয়মাধীনে আদায় করা যাইতে পারিত, উক্ত ভোগাধিকারী সেই উপায়ে ও সেই প্রণালীমতে ও সেই নিয়মাধীনে ঐ টাকা বিনা খাজানায় ভোগকৃত উক্ত ভূমির স্বামির বা ভোগাধিকারির বা দখিলকারের স্থানে আদায় করিতে পারিবেন।

কিন্তু কালেক্টর সাহেবের নিকটে ৫৩ ধারার উল্লেখমত কোন আপত্তি করা গিয়া থাকিলে, যাবৎ তিনি ঐ আপত্তির মীমাংসা না করেন, উক্ত আপত্তির বিষয়ীভূত ভূমি সম্বন্ধীয় কর আদায় করণার্থ কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে না ও উপস্থিত করা গিয়া থাকিলেও চালান যাইবে না।

66. In every suit for the recovery of any such sum the person to whom the sum is due may proceed at his option either against the owner or holder of the rent-free land in respect of which such amount is due, or against the occupier thereof; and any decree obtained in such suit against any occupier of such land shall have the same effect and be followed by the same consequences in respect of the execution of such decree against the owner or holder of such land, and in respect of the sale of such land in such execution as if the suit had been brought and the decree given against such owner or holder of such land, but shall have effect against such occupier personally so long only as he remains in occupation of such land, and no longer.

Owner or holder of rent-free lands may be sued.

৬৬ ধারা। উক্তরূপ কোন টাকা আদায় করিবার প্রত্যেক মোকদ্দমায় যাঁহাকে ঐ টাকা দেয় হয় তিনি আপন ইচ্ছাক্রমে হয় বিনা খাজানায় ভোগ কৃত যে ভূমি সম্বন্ধে ঐ টাকা দেয় হয় সেই ভূমির স্বামির বা ভোগাধিকারির বিরুদ্ধে নয় তাহার দখিলকারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন; এবং ঐ মোকদ্দমায় উক্ত ভূমির দখিলকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে যদি ঐ ভূমির স্বামির বা ভোগাধিকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইয়া ডিক্রী হইত, তবে ঐ স্বামির বা ভোগাধিকারির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী সম্বন্ধে এবং ঐ ভূমির বিক্রয় সম্বন্ধে ঐ ডিক্রীর যেরূপ কার্য্য হইত ও তৎক্রমে যেরূপ ফল হইত, তাহার সেইরূপ কার্য্য হইবে ও তৎক্রমে সেইরূপ ফল হইবে, কিন্তু উক্ত দখিলকারের দখলে যত কাল ঐ ভূমি থাকে তত কাল মাত্র এ ডিক্রী তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্যকর হইবে, তৎপরে নহে।

নিষ্কর ভূমির স্বামির বা ভোগাধিকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইতে পারিবার কথা।

67. Whenever any occupier of land which is held rent-free by the owner thereof shall have paid any sum as cess due in respect of such land to any holder of an estate or tenure to whom such cess is payable, such occupier shall be entitled to deduct the sum so paid by him from the rent next thereafter payable by him to the owner of such land, until such sum is fully adjusted.

Occupier may deduct cess paid from rent.

৬৭ ধারা। যে ভূমির স্বামী তাহা বিনা খাজানায় ভোগ করেন, সেই ভূমির কোন দখিলকার সেই ভূমি সম্বন্ধে দেয় কোন কর কোন মহালের বা তালুকপ্রভৃতির যে ভোগাধিকারিকে দিতে হয় তাঁহাকে কর স্বরূপ কোন টাকা দিয়া থাকিলে, যাবৎ ঐ টাকা শোধ না হয়, তাবৎ ঐ ভূমির স্বামিকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয় তাহা হইতে ঐ টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন।

দখিলকার যে কর দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

68. Notwithstanding anything in this Chapter contained, the Collector may at any time cause a notice as mentioned in section 16 to be served on the holder of any rent-free land which he shall consider not to have been entered in the return of any estate or tenure in which such land should have been included under the provisions of section 51. Such notice shall require the holder of such land to lodge at the office of the said Collector a return in the form in Schedule (A) contained in respect of such land;

Notice to be served on holder of rent-free land requiring him to lodge return.

৬৮ ধারা। বিনা খাজানায় ভোগকৃত যে ভূমি ৫১ ধারার বিধানমতে যে মহালের বা তালুকাদির রিটর্ণে ধরা উচিত ছিল, সেই ভূমি সেই রিটর্ণে লেখা হয় নাই, কালেক্টর সাহেব এইরূপ বিবেচনা করিলে, এই অধ্যায়ে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, ঐ ভূমির ভোগাধিকারিকে যে কোন সময়ে ১৬ ধারার উল্লিখিত নোটিস দেওয়াইতে পারিবেন। ঐ নোটিসে ঐ ভূমির ভোগাধিকারির প্রতি আদেশ থাকিবে যে তিনি কালেক্টর সাহেবের আফিসে A তফসীলের পাঠে উক্ত ভূমি সম্পর্কীয় রিটর্ণ দিবেন।

রিটর্ণ দিবার আদেশসূচক নোটিস নিষ্কর ভূমির ভোগাধিকারিকে দিতে হইবার কথা।

and on service of such notice the provisions of this Chapter shall no longer apply to such lands; but the same consequences shall ensue, and the same liabilities shall attach to the holder of such land as would have ensued and would have attached if such lands had constituted a revenue-free estate.

ঐ নোটিস জারী হইলে ঐ ভূমি সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের বিধান আর খাটিবে না। কিন্তু উক্ত ভূমি লাখেরাজ মহাল হইলে যেরূপ ফল হইত ও উক্ত ভূমির ভোগাধিকারির প্রতি যে দায় বর্ত্তিত, সেইরূপ ফল হইবে ও সেই দায় বর্ত্তিবে।

If the Collector has reason to believe that any land in respect of which he determines to serve such notice has been included in the return of any estate or tenure, he shall give notice of his intention to the holder of such estate or tenure, and shall alter such return as may be requisite,

কালেক্টর সাহেব যে ভূমি সম্বন্ধে ঐ রূপ নোটিস দিবার সঙ্কল্প করেন, তাহা কোন মহালের বা তালুকাদির রিটর্ণে ধরা গিয়াছে, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, তিনি উক্ত মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারিকে আপন অভিপ্রায়ের নোটিস দিবেন, এবং রিটর্ণের প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিবেন, এবং উক্ত

and shall correct the valuation and assessment of such estate or tenure as may be required.

If no notice served, such holder bound to notify omission to Collector.

69. If within one year of the commencement of this Act no notice has been served on the holder of any rent-free land as mentioned in section 68 requiring him to lodge a return in the office of the Collector, and if such land has not been included in any extracts from the returns of estates and tenures published by the Collector under section 52 or other similar section, the holder of such rent-free land shall be bound within one month of the expiration of such year to give information of such omission to the Collector, together with a description of the said land, a specification of the village or villages within which it is situate, the area in each village, and the amount of rent payable to him thereupon.

Collector thereupon to require such holder to make return.

70. On receipt of such information whether within the time prescribed or after the expiration thereof, the Collector may, by an order in writing, require such owner or holder to make a return of his land in the form in Schedule (A) contained, or, if the gross rental of such land does not exceed one hundred rupees, may order that such land shall be summarily valued under section 27 or section 28, and may proceed to make such valuation.

Such orders shall have the same effect and be followed by the same consequences as the issue of a notice by the Collector under section 68.

Liability of such holder to pay cesses

71. As soon as any rent-free land has been valued by the Collector after the issue of a notice as provided in section 68, or after an order made under section 70, the holder of such land shall become liable to pay to the Collector the road cess and the public works cess due on such land, in accordance with such valuation, for the three years last preceding such valuation, at the full rates at which such cesses were respectively levied for each such year in the district generally, with interest calculated at twelve per centum per annum on each instalment from the date on which such instalment would have been payable if the land had been so valued at the last valuation of the district or part of a district.

Penalty for neglecting to give information to Collector.

72. Every holder of rent-free land who, being required by section 69 to give information to the Collector, voluntarily or negligently omits to give such information within the prescribed time

মহালের বা তালুকাদির মূল্য নিরূপণ ও কর নির্দ্ধারণ-পত্রের যে রূপ সংশোধন আবশ্যক হয়, সেইরূপ সংশোধন করিবেন।

নোটিস না দেওয়া গেলে, উক্ত ভোগাধিকারির কালেক্টর সাহেবকে ত্রুটি হইবার সংবাদ দিবার কথা।

৬৯ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইলে এক বৎসর মধ্যে কালেক্টর সাহেবের অফিসে রিটর্ণ দাখিল করিবার আদেশ-সূচক ৬৮ ধারার উল্লিখিত নোটিস বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির ভোগাধিকারিকে না দেওয়া গেলে, এবং ৫২ ধারামতে বা তদ্রূপ অন্য ধারামতে কালেক্টর সাহেব মহালের ও তালুকপ্রভৃতির রিটর্ণ হইতে যে কোন উদ্ধৃতাংশ প্রচার করেন তন্মধ্যে ঐ ভূমি ধরা না গেলে, ঐ ভূমির ভোগাধিকারী উক্ত বৎসর গত হইলে পর এক মাস মধ্যে উক্তরূপ ত্রুটি হইবার সম্বাদ কালেক্টর সাহেবকে দিবেন ও তৎসঙ্গে উক্ত ভূমির বর্ণনা, ও ঐ ভূমি যে বা যে২ গ্রামে থাকে সেই বা সেই২ গ্রামের বিশেষ বিবরণ, ও প্রত্যেক গ্রামে যত ভূমি আছে, ও তিনি তজ্জন্য যত টাকা খাজানা পান তাহা লিখিয়া দিতে হইবে।

তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের ঐ ভোগাধিকারিকে রিটর্ণ দিবার আদেশ করিবার কথা।

৭০ ধারা। উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হউক অথবা তাহা অতীত হইলেই হউক কালেক্টর সাহেব, ঐ সংবাদ পাইলে, লিখিত আজ্ঞা দিয়া উক্ত স্বামির বা ভোগাধিকারির প্রতি A তফসীলের পাঠে রিটর্ণ দিবার আদেশ করিতে পারিবেন অথবা ঐ ভূমির মোট খাজানা ১০০৲ একশত টাকার অধিক না হইলে ২৭ বা ২৮ ধারামতে ঐ ভূমির মূল্য নিরূপণ হইবার আজ্ঞা করিয়া সেই মূল্য নিরূপণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

৬৮ ধারামতে কালেক্টর সাহেব নোটিস দিলে, তাহা যেরূপ কার্য্যকর ও তৎক্রমে যেরূপ ফল হয়, ঐ আজ্ঞা তদ্রূপ কার্য্যকর ও তৎক্রমে তদ্রূপ ফল হইবে।

ঐ ভোগাধিকারির কর দিবার দায়ের কথা।

৭১ ধারা। ৬৮ ধারার বিধানমত নোটিস দিবার পর অথবা ৭০ ধারামতে আজ্ঞা করিবার পর কালেক্টর সাহেব বিনা খাজানায় ভোগকৃত কোন ভূমির মূল্য নিরূপণ করিলেই, উক্ত ভূমির ভোগাধিকারী উক্ত মূল্য নিরূপণানুসারে মূল্য নিরূপণের পূর্ব্ব তিন বৎসরের পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর কালেক্টর সাহেবকে দিতে দায়ী হইবেন। যে জিলায় ঐ ভূমি থাকে সেই জিলায় সাধারণতঃ তদ্রূপ প্রত্যেক বৎসর ঐ২ কর যে২ হারে আদায় করা যায় সেই২ হারে পূর্ণমাত্রায় ঐ কর দিতে হইবে। জিলার বা জিলার অংশের ভূমির শেষ মূল্য নিরূপণ সময়ে ঐ ভূমির উক্তরূপ মূল্য নিরূপণ হইলে যে তারিখে কোন কিস্তির টাকা দিতে হইত সেই তারিখ অবধি ঐ টাকার উপর বৎসর শত করা ১২ টাকা হিসাবে সুদও দিতে হইবে।

কালেক্টর সাহেবকে সংবাদ দিতে উপেক্ষা করিলে দণ্ডের কথা।

৭২ ধারা। বিনা খাজানায় ভোগকৃত কোন ভূমির ভোগাধিকারী, ৬৯ ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবকে সংবাদ দিতে বাধ্য হইলেও, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা উপেক্ষাবশতঃ ঐ সংবাদ না দিলে, ঐ ত্রুটি নিমিত্ত

shall be liable for such omission to such fine as the Collector shall think fit to impose, not exceeding fifty rupees, for such omission;

Provided that no such fine shall be imposed by the Collector for such omission on any holder of rent-free land who at any time after the expiration of the time prescribed shall of his own motion and otherwise that after the issue of any notice by the Collector in respect of his lands give such information to the Collector.

Such holder is not liable to pay cesses except to Collector or Deputy.

73. No owner or holder of rent-free land on whom a notice has been served by the Collector under section 68, or in respect of whose land an order has been made by the Collector under section 70, shall be liable to have the land to which such notice or order refers included in any return of an estate or tenure or to pay any amount as road cess or public works cess otherwise than to the Collector or to some person appointed by him in that behalf, unless, on a revaluation of any estate or tenure being made, the Collector shall by an order direct that for the future such land shall be included within such estate or tenure for the purposes of this Act;

and upon such order being made the provisions of this Chapter, in so far as they are applicable, shall apply to the assessment and payment of road cess and public works cess in respect of such land.

CHAPTER V.—*Valuation, assessment, and levy of cesses on mines, railways, and other immovable property.*

Notice to return profits.

74. On the commencement of this Act in any district, and thereafter before the close of each cess year, the Collector shall cause a notice to be served upon the owner, chief agent, manager or occupier of every mine, quarry, tramway, railway and other immovable property not included within the provisions of Chapter II, and not being one of the tramways or railways mentioned in section 8; such notice shall be in the form in Schedule (E) contained, and shall require such owner, chief agent, manager or occupier to lodge in the office of the Collector within two months a return of the annual net profits of such property, calculated on the average of the annual net profits thereof for the last three years for which accounts have been made up.

The Collector may in his discretion extend the time allowed for lodging such return.

[*Government Gazette, 27th July* 1880.]

কালেক্টর সাহেব ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা অর্থ দণ্ড করা উচিত বোধ করেন, ঐ ভোগাধিকারির তত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কিন্তু বিনা খাজানায় ভোগকৃত কোন ভূমির ভোগাধিকারী নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে ও ঐ ভূমিসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের কোন নোটিস না পাইয়া কালেক্টর সাহেবকে ঐ সংবাদ দিলে, ঐ ত্রুটি নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব তাহার কোন অর্থদণ্ড করিবেন না।

ঐ ভোগাধিকারির কালেক্টর সাহেব বা তাঁহার প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কাহাকেও কর না দিতে হইবার কথা।

৭৩ ধারা। বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির যে স্বামিকে বা ভোগাধিকারিকে কালেক্টর সাহেব ৬৮ ধারামতে নোটিস দিয়াছেন, অথবা যাঁহার ভূমি সম্পর্কে কালেক্টর সাহেব ৭০ ধারামত আজ্ঞা করিয়াছেন, ঐ নোটিস বা আজ্ঞা যে ভূমি সম্পর্কীয় হয়, তাঁহার সেই ভূমি কোন মহালের বা তালুক প্রভৃতির রিটর্ণে ধরা যাইবে না এবং তজ্জন্য পথকর বা পূর্ত্তকার্য্য কর স্বরূপ কোন টাকা কালেক্টর সাহেব কিম্বা তদর্থে কলক্টর সাহেবের নিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেওয়া যাইবে না। কিন্তু কোন মহাল বা তালুকপ্রভৃতির পুনর্ম্মূল্য নিরূপণ করা গেলে, কালেক্টর সাহেব আজ্ঞা করিয়া এই আদেশ দিতে পারিবেন যে, ভবিষ্যতে এই আইনের কার্য্যপক্ষে ঐ ভূমি উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির মধ্যে ধরা যাইবে।

উক্ত আজ্ঞা করা গেলে, উক্ত ভূমিসম্পর্কীয় পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধার্য্যকরণ ও দেওন সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের বিধান যত দূর খাটিতে পারে তত দূর খাটিবে।

৫ অধ্যায়।—
খনি ও রেলওয়ে ও অন্য স্থাবর সম্পত্তির মূল্য নিরূপণের ও তাহার উপর কর ধার্য্য ও আদায় করণের বিধি।

লভ্যের রিটর্ণ দিবার নোটিসের কথা।

৭৪ ধারা। এই আইন কোন জিলায় প্রচলিত হইলে, ও তদনন্তর করসংক্রান্ত প্রত্যেক বৎসর শেষ হওবার পূর্ব্বে, কালেক্টর সাহেব, যাহা ২ অধ্যায়ের বিধান মধ্যে ধরা যায় নাই ও যাহা ৮ ধারার উল্লিখিত কোন ট্রামওয়ে বা রেলওয়ে নহে, এরূপ ধাতুর ও প্রস্তরের খনি ও ট্রামওয়ে ও রেলওয়ে ও অন্য স্থাবর সম্পত্তির স্বামির কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিল কারের নামে এই আইনের E তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়াইয়া ভূতপূর্ব্ব যে তিন বৎসরের হিসাব নিষ্পত্তি করা গিয়াছে তদনুসারে বার্ষিক নিট লভ্যের গড় ধরিয়া ঐ সম্পত্তির উপর খরচ বাদে বৎসর২ যত টাকা লভ্য হইয়াছে কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে ইহার রিটর্ণ দুই মাস মধ্যে পাঠাইতে আজ্ঞা করিবেন।

কালেক্টর সাহেব স্বীয় বিবেচনামতে সেই রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

75. Whenever any property assessable under this Chapter lies in two or more districts, under the Lieutenant-Governor of Bengal, the notice to furnish a return under section 74 shall be served on the owner, chief agent, manager or occupier of such property by or through the Collector of the district in which such owner, chief agent, manager or occupier may reside or have his chief place of business, and one return for the whole of such property shall suffice.

When property lies in different districts.

76. Whenever any property assessable under this Chapter lies partly within and partly outside the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal, the return furnished as required by section 74 shall state the total annual net profits calculated as aforesaid accruing from such property, and also the proportion of such profits which may reasonably be calculated to accrue in the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal.

When property is partly in and partly outside Bengal.

77. If such return be not furnished within the period of two months from the date on which such notice was served, or within any extended time allowed by the Collector, or if the Collector shall deem that any return made in pursuance of such notice is untrue or incorrect, the Collector shall proceed to ascertain and determine, by such ways or means as to him shall seem expedient, the annual net profits of such property calculated as aforesaid.

If return not furnished or incorrect, Collector to make valuation.

78. If the Collector be unable to ascertain the annual net profits as aforesaid of any property assessable under this chapter, he may, by such ways or means as to him shall seem expedient, ascertain and determine the value of such property, and shall thereupon determine six per centum on such value to be the annual net profits thereon.

Valuation on value of property.

79. The expenses incurred in making any valuation under section 77 or section 78 may be recovered with all costs of the recovery thereof as provided in section 100 from the person who was bound to make such return or who made the incorrect return.

Cost of valuation from whom to be recovered

80. So soon as the Collector shall have ascertained and determined the annual net profits as aforesaid of any such property, he shall cause to be served upon the owner, chief agent, manager or

৭৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দুই কি তদধিক জিলার অন্তর্গত থাকিলে, ঐ সম্পত্তির স্বামী কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারক কি কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা দখিলকার যে জিলায় বাস করেন কিম্বা তাঁহার কর্ম্মের প্রধান স্থান যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক কিম্বা তাঁহার দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে এই আইনের ৭৪ ধারামত রিটর্ণ দিবার নোটিস দেওয়া যাইবে। ঐ সমুদয় সম্পত্তির একই রিটর্ণ হইলে চলিতে পারিবে।

সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলায় থাকিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৭৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে তাহার একাংশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে ও একাংশ বাহিরে থাকিলে, পূর্ব্বোক্তমতে হিসাব করিয়া ঐ সমুদয় সম্পত্তিহইতে বৎসর২ সর্ব্বসুদ্ধ নিট যত টাকা লাভ হয় এবং ঐ লাভের যে অংশ যুক্তিমতে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের উৎপন্ন বলিয়া ধরা যাইতে পারে এই আইনের ৭৪ ধারামতে ইহা ঐ রিটর্ণে ব্যক্ত হইবে।

সম্পত্তির একাংশ বঙ্গদেশের সীমার মধ্যে ও একাংশ ঐ সীমার বাহিরে থাকিলে তাহার কথা।

৭৭ ধারা। উক্ত নোটিস যে তারিখে দেওয়া যায় তদবধি দুই মাসের মধ্যে কিম্বা সময় বৃদ্ধি হইলে সেই সময়মধ্যে যদি সেই রিটর্ণ না দেওয়া যায় কিম্বা সেই নোটিসমতে রিটর্ণ দেওয়া গেলেও যদি কালেক্টর সাহেব তাহা অযথার্থ কিম্বা অশুদ্ধ জ্ঞান করেন, তবে যে নিয়ম ও উপায় বিহিত বোধ করেন তদনুসারে পূর্ব্বোক্তমতে হিসাব করিয়া তিনি ঐ সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্য নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরূপণ করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

রিটর্ণ না দেওয়া গেলে বা অশুদ্ধ হইলে কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণ করিবার কথা।

৭৮ ধারা। এই আইনমতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্তমতে সেই সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্য নির্ণয় করিতে না পারিলে, তিনি যে নিয়ম ও উপায় বিহিত বোধ করেন, তদনুসারে ঐ সম্পত্তির মূল্য নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরূপণ করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে উক্ত মূল্যের শত করা ছয় টাকা বার্ষিক নিট লভ্য বলিয়া নিরূপণ করিবেন।

সম্পত্তির মূল্য ধরিয়া বার্ষিক মূল্য নিরূপণের কথা।

৭৯ ধারা। ৭৭ বা ৭৮ ধারামত মূল্য নিরূপণের খরচ ১০০ ধারার বিধানমতে তাহা আদায় করিবার খরচসহ, যে ব্যক্তি রিটর্ণ দিতে বাধ্য ছিলেন তাঁহার স্থানে অথবা যিনি অশুদ্ধ রিটর্ণ দেন তাঁহার স্থানে আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

মূল্যনিরূপণের খরচ কাহার স্থানে আদায় করিয়া লইতে হইবে, ইহার কথা।

৮০ ধারা। কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্তমতে উল্লিখিত সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্য নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরূপণ করিলেই তিনি সেই প্রকারে বৎসরের নিট কত টাকা লাভ নিশ্চয় ও নিরূপণ

মূল্য নিরূপণ করিবার নোটিসের কথা।

occupier of such property a notice informing him of the amount of the annual net profits so ascertained and determined by him.

Valuations under this Chapter to be annual.

81. New valuations under this Chapter shall be made by the Collector every year, and the Collector may for that purpose cause such notices to be issued and served, and such returns to be made, and shall have such powers and authorities as are in this Part mentioned and conferred;

Declaration of annual net profits by owner for five years.

Provided that whenever any return made under section 74 shall be accepted by the Collector for any year, the owner, chief agent, manager or occupier of such property may, if he see fit, declare in writing at the time of such acceptance that the annual net profits set forth in such return may, for the purposes of this Act, be deemed to be the annual net profits for each of the five years then next ensuing;

Effect of acceptance by Collector of declaration.

And if the Collector shall agree to accept such declaration, no new valuation shall be made of such property until the said five years shall have expired, or until a general revaluation of the district or part of a district be made under section 13, or until the revaluation of such property be specially ordered under section 15.

Notice of rate of cess and dates of payments.

82. When the rate of road cess and public works cess to be levied in the district upon property assessable under this Chapter shall have been determined for any year as in this Act provided, the Collector shall cause to be served on the owner, chief agent, manager or occupier of every such property a notice showing the amount of road cess and public works cess respectively payable in respect of such property, and specifying the date from which such cesses shall take effect. And such amount shall be payable by such owner, chief agent, manager or occupier to the Collector in two equal instalments—the first on the expiry of six months, the second on the expiry of nine months, after the date fixed as hereinbefore provided for the commencement of the cess year.

Recovery by occupier or owner who has paid in excess.

83. In any case in which the occupier of such property is a different person from the owner, and has paid in excess of half of the sum due as road cess and public works cess on account of any instalment, such occupier shall be entitled to deduct the amount of such excess from the next and subsequent instalments of rent payable in respect of such property; and every

করিলেন, ঐ সম্পত্তির স্বামিকে কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারককে কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষকে কিম্বা দখিলকারকে সেই কথার নোটিস দেওয়াইবেন।

এই অধ্যায়মতে বৎসরং মূল্যনিরূপণ হইবার কথা।

৮১ ধারা। কালেক্টর সাহেব প্রতি বৎসর এই অধ্যায়মতে মূল্যনিরূপণসূচক নূতন পত্র করিবেন। ও এই খণ্ডে যেং নোটিস দিবার ও জারী করিবার ও যেং রিটর্ন দিবার কথা আছে ও যেং শক্তি ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইল কালেক্টর সাহেব উক্ত কার্য্যার্থে সেইং নোটিস দেওয়াইবেন ও জারী করাইবেন ও সেইং রিটর্ন আনাইবেন ও সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত স্বামিপ্রভৃতির বার্ষিক নিট লভ্য নির্দ্দেশ করিবার কথা।

পরন্তু কালেক্টর সাহেব কোন বৎসরের নিমিত্ত এই আইনের ৭৪ ধারামতে কোন রিটর্ন গ্রাহ্য করিলে উক্ত রিটর্ণে বার্ষিক যে নিট লভ্য প্রকাশ হইল এই আইনের কার্য্য পক্ষে আগামি পাঁচ বৎসর সেই বার্ষিক নিট লভ্য ধরিতে হইবে, উক্ত সম্পত্তির স্বামী কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারক বা কার্য্যাধ্যক্ষ বা দখিলকার উচিত বোধ করিলে সেই রিটর্ণ গ্রাহ্য হইবার সময়ে এই মর্ম্মের নির্দ্দেশবাক্য লিখিয়া দিতে পারিবেন।

কালেক্টর সাহেব নির্দ্দেশ বাক্য গ্রাহ্য করিলে তাহার ফলের কথা।

কালেক্টর সাহেব সেই নির্দ্দেশবাক্য গ্রাহ্য করিলে, যাবৎ সেই পাঁচ বৎসর গত না হয় অথবা ১৩ ধারামতে যাবৎ জিলার বা জিলার অংশের সাধারণে পুনর্মূল্য নিরূপণ না করা যায় অথবা যাবৎ ১৫ ধারামতে ঐ সম্পত্তির পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার বিশেষ আজ্ঞা হয়, তাবৎ ঐ সম্পত্তির নূতন মূল্য নিরূপণপত্র করা যাইবে না।

করের হারের নোটিস দিবার ও আদায়ের তারিখের কথা।

৮২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারে কোন বৎসরে কোন জিলার অন্তর্গত সেই সম্পত্তির উপর যে হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর আদায় করা যাইবে এই আইনের বিধানমতে তাহা নিরূপণ করা গেলে পর, ঐ সম্পত্তির উপর কত টাকা পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে হইবে ও সেইং কর কোন্ তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে কালেক্টর সাহেব উক্ত প্রত্যেক সম্পত্তির স্বামিকে কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারককে কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষকে কিম্বা দখিলকারকে ইহার নোটিস দেওয়াইবেন ও সেই স্বামী কি প্রধান কর্ম্মকারক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা দখিলকার কালেক্টর সাহেবকে সমান দুই কিস্তি করিয়া ঐ কর দিবেন অর্থাৎ পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে ঐ করের বৎসরের প্রারম্ভের যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই তারিখ অবধি ছয় মাস গত হইলে প্রথম কিস্তি ও নয় মাস গত হইলে দ্বিতীয় কিস্তি দিবেন।

দখিলকার কি স্বামী অধিক দিয়া থাকিলে তাহা কাটিয়া লইবার কথা।

৮৩ ধারা। যে স্থলে স্বামী ও দখিলকার ভিন্নং ব্যক্তি, সেই স্থলে উক্ত সম্পত্তির কোন দখিলকার পথকরের ও পূর্ত্তকার্য্য করের কোন কিস্তির অর্দ্ধেকের অধিক টাকা দিলে তৎপরে ঐ সম্পত্তির খাজানার যেং কিস্তি দেনা হয় তিনি তাহা হইতে ঐ অধিকাংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন। স্বামী ঐ টাকার অর্দ্ধেকের অধিক দিলে ঐ সম্পত্তির দখিলকারের স্থানে সেই অধিকাংশ ফিরিয়া পাইতে পারিবেন। কিন্তু টাকা-

respect of such revenue-free estate on the holder of the other estate to which it is under the provisions of section 87 annexed.

Collector may revoke orders passed under section 87.

92. The Collector may at any time, with the sanction of the Commissioner, revoke any order passed under section 87, and shall give notice of such revocation both to the holder of the revenue-free estate affected and to the holder of the other estate to which such revenue-free estate was annexed.

CHAPTER VII.—*Miscellaneous.*

Collector may appoint certain establishments.

93. The Collector, with the sanction of the Board of Revenue, may appoint such establishments as may be required for making valuations and revaluations under this Act, for making collections, recovering arrears, keeping accounts connected therewith, and generally for all purposes connected with such valuations, revaluations, collections, and recoveries, and other purposes of this Act, and may incur such other expenses as are requisite for such purposes, and the payment of such establishments and other charges on bills signed by the Collector shall be the first charge on the District Road Fund constituted as hereinafter provided.

Powers of Collector in making valuation.

94. For the purpose of making any valuation of lands directed by this Part, the Collector shall exercise the powers vested in Collectors by clause I of section 23, and clause I of section 24 of Regulation VII of 1822, except so far as the said clauses authorize any enquiry into rights or interests attaching to such lands.

Commissioner or Board may revise valuation.

95. Every valuation under this Part shall be open to revision by the Commissioner or Board of Revenue, and not otherwise.

False returns.

96. Any person who is bound to make any return under this Part shall be deemed to be legally bound to give notice and to furnish information to a public servant in respect of the same. If the Collector shall see ground for believing that any return made is false, he may prosecute the maker accordingly. And if the person so prosecuted is convicted, the Collector may proceed to make a valuation of the lands mentioned in such return by such ways and means as to him shall seem expedient.

কারিকে উক্ত লাখেরাজ মহালসম্বন্ধে সেইরূপ বৃত্তান্ত সম্বলিত নোটিশও দেওয়াইবেন।

৮৭ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় কালেক্টর সাহেবেরা তাহা রহিত করিতে পারিবার কথা।

৯২ ধারা। কালেক্টর সাহেব কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যে কোন সময়ে ৮৭ ধারামত কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন, এবং ঐ রূপ রহিত করিবার আজ্ঞা হইবার নোটিস ঐ লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারিকে ও উক্ত লাখেরাজ মহাল অন্য যে মহাল সংযুক্ত করা যায় সেই মহালের ভোগাধিকারিকে দিবেন।

৭ অধ্যায়।—বিবিধ বিধি।

কালেক্টর সাহেবের সেরেস্তা নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৯৩ ধারা। এই আইনমত মূল্যনিরূপণ ও পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ও তৎসংক্রান্ত কর ও বাকী আদায় করিবার ও হিসাব রাখিবার নিমিত্ত ও সাধারণতঃ উক্ত মূল্য নিরূপণ ও পুনর্মূল্য নিরূপণ ও কর আদায় ও বাকী আদায় সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য নিমিত্ত ও এই আইনমত অন্য কার্য্য নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি লইয়া কালেক্টর সাহেব যেরূপ আমলা সেরেস্তা আবশ্যক হয় নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং উক্ত কার্য্য নিমিত্ত অন্য যে খরচ আবশ্যক হয় তাহাও করিতে পারিবেন, এবং পরে যে জিলার পথের তহবীল সংস্থাপিত হইল কালেক্টর সাহেব বিল স্বাক্ষর করিয়া দিলে উক্ত সেরেস্তার বেতন ও অন্য খরচ সেই তহবীলের উপর প্রথম দায় হইবে।

মূল্য নিরূপণ কার্য্যে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৯৪ ধারা। বঙ্গদেশীয় ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ১ প্রকরণে ও ২৪ ধারার ১ প্রকরণে কালেক্টর সাহেবদের প্রতি যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, এই খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট ভূমির মূল্য নিরূপণ করিবার কার্য্যে কালেক্টর সাহেব সেই২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন। কিন্তু উক্ত কএক প্রকরণে ঐ ভূমি সংক্রান্ত স্বত্বের কি সম্পর্কের অনুসন্ধান লইবার যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তিনি সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন না।

কমিশ্যনর সাহেবের বা বোর্ডের মূল্য নিরূপণপত্র সংশোধন করিতে পারিবার কথা।

৯৫ ধারা। এই খণ্ডমত প্রত্যেক মূল্য নিরূপণপত্র কমিশ্যনর সাহেবের ও রেবিনিউ বোর্ডের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

মিথ্যা রিটর্ণের কথা।

৯৬ ধারা। এই খণ্ডমতে যে কোন ব্যক্তি কোন রিটর্ণ দিতে বাধ্য হন, তিনি আইনমতে তৎসম্বন্ধে কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে নোটিস ও সংবাদ দিতেও বাধ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে। এনিমিত্ত কোন রিটর্ণ মিথ্যা বলিয়া কালেক্টর সাহেব বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, রিটর্ণদাতার নামে অভিযোগ করিতে পারিবেন; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, কালেক্টর সাহেব যে নিয়ম ও উপায় বিহিত বোধ করেন, সেই নিয়মে ও উপায়ে ঐ রিটর্ণের লিখিত ভূমির মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

97. Every return filed by or on behalf of any person in pursuance of the provisions of this Part shall bear the signature and address of such person, or his authorized agent, and shall be admissible in evidence against such person, but shall not be admissible in his favour.

Evidence.

৯৭ ধারা। এই খণ্ডের বিধানমতে কোন ব্যক্তি দ্বারা কি তাঁহার পক্ষে যে রিটর্ণ দেওয়া যায় তাহাতে তাঁহার কিম্বা তদীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর ও ঠিকানা থাকিবে; তাহা তাঁহার বিপক্ষ প্রমাণমধ্যে গ্রাহ্য হইবে, সপক্ষ প্রমাণ মধ্যে নয়।

সাক্ষ্যের কথা।

98. Every notice under this Part required to be served, except as otherwise expressly provided, may be served—

Service of notices under this Part.

(1) by delivering the same to the person to whom it is directed, or on failure of such service, by posting the same on some conspicuous part of the house in which the said person resides, or by delivering the said notice to any agent authorized to appear generally for the person to whom such notice is directed; or

(2) by sending a registered letter containing such notice directed to the said person at his usual place of abode, or to the place where he may be known to reside; or

(3) by posting a copy of the notice at the mâl cutcherry of the estate or tenure to which the notice relates, or, if no such mâl cutcherry be found, on some conspicuous place on such estate or tenure; and by delivering in the case of estates paying their annual revenue by four instalments, another copy thereof to the agent who shall have paid an instalment of revenue next after the preparation of such notice. In all cases where two or more persons are holders of an estate or tenure, service of notice under this clause shall be deemed to be good and sufficient service on each and all of such persons.

৯৮ ধারা। এই খণ্ডে যেং নোটিস দিবার আজ্ঞা হইল তাহা প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে নিম্নলিখিত অন্যতর প্রকারে দেওয়া যাইতে পারিবে।

এই খণ্ডমতে নোটিস দিবার কথা।

১। যাঁহার নামে হয় তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে। তাঁহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে, তিনি যে ঘরে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা তাঁহার যে মোক্তার সাধারণমতে তাঁহার পক্ষে উপস্থিত হইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। অথবা

২। ঐ নোটিস রেজিষ্টরী পত্রে দিয়া শিরোনামায় তাঁহার নিয়ত বাসস্থান লিখিয়া কিম্বা তাঁহার যে স্থানে নিবাস জানা আছে সেই স্থান লিখিয়া পাঠান যাইবে। অথবা

৩। মহালের কিম্বা তালুকের মাল কাছারীতে ঐ নোটিসের প্রতিলিপি লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। মাল কাছারী পাওয়া না গেলে, ঐ নোটিস যে মহালের কি তালুকের বিষয়ে হয় তাহার কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে এবং মহালের রাজস্ব বৎসর চারি কিস্তি করিয়া দেওয়া গেলে, ঐ নোটিস প্রস্তুত করিবার অব্যবহিত পরে যে ব্যক্তি তাঁহার নিমিত্ত কিস্তির টাকা দিয়াছিলেন ঐ নোটিসের অন্য প্রতিলিপি তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি একই মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী হন তবে এই ধারামতে নোটিস দেওয়া গেলে উক্ত প্রত্যেক ও সকল ব্যক্তির উপর যথোচিতমতে জারী করা গেল জ্ঞান হইবে।

99. The costs of service of every notice and process by this Act required to be served shall in the first instance be defrayed from the District Road Fund, and subject to such rules as may be made by the Board of Revenue under section 100, shall be recoverable either from the person to whom such notice or process is addressed, or from the person owing to whose default such notice or process is issued, as the Collector may think fit; and every such amount shall be deemed to be due to the Collector, but when levied by the Collector shall be credited to the District Road Fund;

Costs of service.

৯৯ ধারা। এই আইনে যে সকল নোটিস দিবার আজ্ঞা হইল তাহা দিবার খরচ প্রথমে প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে দেওয়া যাইবে, এবং ১০০ ধারামতে রেবিনিউ বোর্ড যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধির নিয়মাধীনে ঐ খরচ যাঁহার নামে নোটিস বা পরওয়ানা দেওয়া যায় তাঁহার স্থানে, অথবা কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে যাঁহার ত্রুটিবশতঃ ঐ নোটিস বা পরওয়ানা দেওয়া যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে; এবং তদ্রূপ প্রত্যেক টাকা কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেনা বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু ঐ টাকা কালেক্টর সাহেব আদায় করিলে, তাহা প্রদেশীয় পথের তহবীলে জমা দেওয়া যাইবে।

নোটিস দিবার খরচের কথা।

Provided that no costs or other expenses whatever shall be recovered from any person in respect of the publication or issue of any proclamation or notice calling for any return, or giving intimation of any amount payable by

No costs for notice to be recovered unless notice is necessary.

কিন্তু যে করের টাকা দেনা হয় সেই টাকা দিবার দাওয়ার নোটিস না হইলে, কোন রিটর্ণ দিবার আদেশসূচক অথবা এই আইনমতে কোন ব্যক্তির যে টাকা দিতে হয় তাহার জ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্র বা নোটিস প্রচার

নোটিস দেওয়া আবশ্যক না হইলে, নোটিস দিবার কোন খরচ আদায় না করা যাইবার কথা।

owner who has paid in excess of half of such sum due shall be entitled to recover the amount of such excess from the occupier thereof; provided that in no case shall an occupier deduct from his annual rent more than half of the rate of the road cess and public works cess on every rupee thereof.

84. The total of the cesses payable in respect of property assessable under this Chapter, owned or occupied by the same person in two or more districts, shall be payable to the Collector of the district where the owner, chief agent, manager or occupier may reside or have his chief place of business, and shall be by him transmitted to the Collectors of the districts in respect of which such cesses shall be payble in the proportion in which the Committees of each district shall be severally entitled thereto, as provided in section 85.

How distributed when property in different districts.

85. Whenever any property assessable under this Chapter lies in two or more districts subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, the Lieutenant-Governor shall from time to time determine out of the total annual net profits stated in the return, or in the valuation of such profits accruing in the territories subject to him, and ascertained in any manner as aforesaid, the proportions in which such property shall be assessed in each of the said districts respectively, and the proportion of the road cess due thereon which shall be assigned to the Committee of each district concerned.

Determination of proportion of profits when property in different districts.

86. Every notice under this Chapter may be served—

Service of notices under this Chapter.

(*a*) by leaving it at the registered office (if any) of such owner, chief agent, manager or occupier; or

(*b*) by sending it by post in a letter addressed to such owner, chief agent, manager or occupier at his office, or, if he have more offices than one, at his principal office; or

(*c*) by giving it to such owner, chief agent, manager or occupier.

CHAPTER VI.—*Special provisions for Orissa and Midnapore.*

87. In any district of the province of Orissa and in the district of Midnapore, the Collector may at any time, with the sanction of the Commissioner, order that any revenue-free estate not exceeding 500 standar

Collectors in Orissa and Midnapore may order certain revenue-free estates to be annexed to other estates for purposes of payment of cess.

প্রতি যে হারে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর ধার্য্য হয়, কোন দখিলকার আপনার বার্ষিক খাজানাহইতে সেই হারের অর্দ্ধেকের অধিক কাটিয়া লইতে পারিবেন না।

৮৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারে একই ব্যক্তির সেই সম্পত্তি দুই কি তদধিক জিলার মধ্যে থাকিলে তাহার নিমিত্তে মোটে যে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর দিতে হইবে স্বামী কিম্বা প্রধান কর্ম্মকারক কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা দখিলকার যে জিলায় বাস করেন কিম্বা যে জিলায় তাঁহার কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে ঐ কর দেওয়া যাইবে। ঐ পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর যে২ জিলার পক্ষে দেনা হয় উক্ত কালেক্টর সাহেব সেই২ জিলার কালেক্টর সাহেবদিগকে ৮৫ ধারার বিধানমতে প্রত্যেক জিলার কমিটীর যত টাকা পাওনা হয় তত টাকা দিবেন।

সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলায় থাকিলে কর বিলি করিবার কথা।

৮৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারিবে সেই সম্পত্তি বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দুই কি তদধিক জিলার মধ্যে থাকিলে, ঐ রিটর্ণে কিম্বা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের উৎপন্ন লভ্যের নিরূপণপত্রে বৎসর২ নিট যত টাকা লাভ পূর্ব্বোক্তমতে নিশ্চিত করিয়া লেখা থাকে তাহার মধ্যে উক্ত প্রত্যেক জিলায় ঐ সম্পত্তির উপর যে হারে ঐ কর ধরিতে হইবে, এবং পথকরের যে অংশ প্রত্যেক জিলার কমিটীকে দেওয়া যাইবে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ তাহা নির্ণয় করিবেন।

সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলায় থাকিলে যে জিলারপক্ষে যত লাভ নিরূপণ হইবে তাহার কথা।

৮৬ ধারা। এই অধ্যায়মত প্রত্যেক নোটিস (ক) উক্ত স্বামির বা প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের কোন রেজিষ্টরী করা আফিস থাকিলে তথায় রাখিয়া দিয়া; অথবা

এই অধ্যায়মত নোটিস জারী করিবার কথা।

(খ) উক্ত স্বামির বা প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের নামে তাঁহার আফিসের ঠিকানায়, কিম্বা তাঁহার একাধিক আফিস থাকিলে, প্রধান আফিসের ঠিকানায় ডাকযোগে পত্রদ্বারা পাঠাইয়া; অথবা

(গ) উক্ত স্বামিকে বা প্রধান কার্য্যকারককে বা কার্য্যাধ্যক্ষকে বা দখিলকারকে দিয়া,

ঐ নোটিস জারী করা যাইতে পারিবে।

৬ অধ্যায়।

উড়িষ্যা মেদিনীপুরের নিমিত্ত বিশেষ বিধান।

৮৭ ধারা। উড়িষ্যা প্রদেশের কোন জিলায় ও মেদিনীপুর জিলায় কালেক্টর সাহেব যে কোন সময়ে কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কষ্টিমত ৫০০ বিঘার অনধিক পরিমাণের কোন লাখেরাজ

কর দিবার কার্য্যপক্ষে কোন২ লাখেরাজ মহাল অন্য মহাল সংযুক্তকরণার্থ উড়িষ্যায় ও মেদিনীপুরে কালেক্টরদের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

bighas in extent, of which the valuation shall have been completed, shall, for the purpose of payment and levy of the cesses due in respect thereof, be annexed to any other estate within the ambit of which it is situate or which it adjoins.

Notice to be given to holder of estate of which such revenue-free estate is annexed.

88. Notice of such order shall be given by the Collector to the holder of the estate to which such revenue-free estate is ordered to be so annexed, and to such notice shall be appended a copy of the valuation-roll of the said revenue-free estate, and thereupon such holder shall be liable to pay annually to the Collector on account of such revenue-free estate, road cess and public works cess at one-half of the rates which may be fixed under this Act for the levy of the said cesses respectively in the district generally for each year.

Notice to be given to holder of revenue-free estate.

89. Notice of such order shall also be given by the Collector to the holder of the said revenue-free estate, and such notice shall require him to pay annually, and he shall thereupon be bound to pay to the holder of such other estate, road cess and public works cess at the full rates which may be fixed under this Act for the levy of the said cesses respectively in the district generally for each year.

Cesses payable by holder of revenue-free estates in such instalments as Lieutenant-Governor may direct.

90. Such cesses shall be so payable by the holder of the said revenue-free estates in two equal instalments on such dates as may be fixed by the Lieutenant-Governor under section 42 for the payment of cess by the holders of revenue-free estates, or in such other instalments and on such other dates as the Lieutenant-Governor may direct, or, if the Lieutenant-Governor shall so order, the whole amount so payable on account of such cesses for each year shall be payable in a single sum on any such date as the Lieutenant-Governor may appoint.

In default of payment as hereby required, the provisions of section 47 shall be applicable.

Notices to be served.

91. Whenever the service of a notice on the holder of a revenue-free estate is required by the provisions of section 40, the Collector shall cause such notice to be served, notwithstanding that the revenue-free estate may have been annexed to another estate as hereinbefore provided;

and the Collector shall further cause a notice containing the same particulars to be served in

মহালের মূল্যনিরূপণ সমাপ্ত হইলে, উক্ত মহাল অন্য যে মহালের সীমার অন্তর্গত বা পার্শ্ববর্ত্তী হয়, কর দিবার ও আদায় করিবার কার্য্যপক্ষে সেই মহাল সংযুক্ত করা যাইবে।

ঐ লাখেরাজ মহাল যে মহাল সংযুক্ত করা যায় সেই মহালের ভোগাধিকারিকে নোটিস দিবার কথা।

৮৮ ধারা। যে মহালে উক্ত লাখেরাজ মহাল সংযুক্ত করিবার আজ্ঞা হয়, সেই মহালের ভোগাধিকারিকে কালেক্টর সাহেব উক্ত আজ্ঞা হইবার নোটিস দিবেন, এবং ঐ নোটিসে উক্ত লাখেরাজ মহালের ভূমির মূল্য নিরূপণপত্রের এক কেতা নকল লাগাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে প্রতিবৎসর সাধারণতঃ জিলায় এই আইনমতে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য কর আদায় করিবার যে২ হার ধার্য্য হয়, সেই২ হারের অর্দ্ধেক হারে ঐ ভোগাধিকারী কালেক্টর সাহেবকে উক্ত লাখেরাজ মহালের নিমিত্ত বৎসর২ ঐ২ কর দিতে দায়ী হইবেন।

লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারিকে নোটিস দিবার কথা।

৮৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব উক্ত লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারিকেও ঐ আজ্ঞা হইবার নোটিস দিবেন এবং তাহাতে তাঁহার প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, প্রতি বৎসর সাধারণতঃ জিলায় এই আইনমতে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর আদায় করিবার যে২ হার ধার্য্য হয় সেই২ হারে পূর্ণমাত্রায় তিনি উক্ত অন্য মহালের ভোগাধিকারিকে ঐ২ কর দিবেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ভোগাধিকারিকে উক্তরূপে ঐ কর দিতে বাধ্য হইবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে২ কিস্তির আদেশ করেন সেই২ কিস্তিক্রমে লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারির কর দিতে হইবার কথা।

৯০ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ৪২ ধারামতে লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারিদের কর দিবার যে২ তারিখ অবধারিত করেন সেই২ তারিখে সমান দুই কিস্তি করিয়া উক্ত লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারির ঐ২ কর দিতে হইবে, অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব অন্য যে২ কিস্তি ও তারিখের আদেশ করেন সেই২ কিস্তিমতে সেই২ তারিখে দিতে হইবে, অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আদেশ করিলে, ঐ২ করের নিমিত্ত প্রতি বৎসর মোট যত টাকা দিতে হয়, তাহা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে তারিখ নিরূপণ করেন সেই তারিখে একেবারে দিতে হইবে।

এই ধারার আদেশমত টাকা দিতে ত্রুটি হইলে, ৪৭ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

নোটিস জারী করিবার কথা।

৯১ ধারা। ৪০ ধারার বিধানমতে কোন লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারিকে নোটিস দিবার আদেশ থাকিলে, পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে ঐ লাখেরাজ মহাল অন্য কোন মহাল সংযুক্ত করা গেলেও, কালেক্টর সাহেব ঐ নোটিস দেওয়াইবেন;

এবং ঐ লাখেরাজ মহাল ৮৭ ধারার বিধানমতে অন্য যে মহাল সংযুক্ত করা যায়, সেই মহালের ভোগাধি-

any person as cess under this Act other than notices of demand to pay any amount of cess which has become due.

100. Every amount due, or which may become due, to the Collector under the provisions of this Act in respect of any arrears of cess, of any expenses incurred, of any fee or costs payable, of any notices served, of any fines imposed, or on any other account, may be realized by such Collector by any process provided by any law for the time being in force for the realization of Public Demands; and shall be deemed to be a Public Demand under such law;

Dues under the Act how to be levied.

Provided that the District Road Committee shall indemnify the Collector for all expenses incurred, and for all costs and damages for which such Collector may become liable (whether in connection with suits before the civil courts or otherwise) in respect of any proceedings for the recovery of any such dues as aforesaid.

101. Instead of proceeding as provided by the last preceding section for the recovery of any sum due under this Act, or if after so proceeding the Collector shall have failed to find property belonging to the person from whom any such sum is due, by the sale of which such sum may be fully recovered, the Collector may, if he see fit, after recording his opinion to that effect, cause a notification in form in Schedule (F) contained to be served for the estate or tenure in respect of which any such amount is due. Such notification shall be published by beat of drum in every village containing any land to which such notification relates, and a copy thereof shall be posted in a conspicuous place in every such village and at the mâl cutcherry of the estate or tenure to which such notification relates, if such cutcherry be found.

Collector may recover dues out of rent.

On the publication of such notification every payment of rent, save and except to the Collector or some person by him thereunto appointed, made after such publication until further order from the Collector, shall be null and void;

and the Collector may recover by any process of law for the time being in force, by which he might recover rent due to the Government from a tenure-holder, under-tenant or ryot in an estate which is managed directly by the Collector, the rent then or thereafter to become due from any occupier, tenure-holder, under-tenant or ryot on

বা জারী করণ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির স্থানে কোন খরচ বা অন্য খরচা আদায় করা যাইবে না।

১০০ ধারা। যে কর বাকী থাকে, যে ব্যয় পড়ে, যে ফী বা খরচা পাওনা হয়, যে নোটিস জারী করা যায়, বা যে অর্থদণ্ড করা যায়, তৎসম্পর্কে বা অন্য কোন হিসাবে এই আইনের বিধানমতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে যে টাকা দেনা হয়, বা দেনা হইতে পারে, তাহা রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করিবার যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে তন্নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে আদায় করা যাইতে পারিবে, এবং তাহা উক্ত আইনমত রাজকীয় প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

আইনমত দেনা টাকা যেরূপে আদায় করিতে হইবে, তাহার কথা।

কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ কোন দেনা টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমা সংক্রান্ত অথবা প্রকারান্তরের কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপলক্ষে কালেক্টর সাহেবের যে টাকা ব্যয় হয় ও তিনি যে খরচার ও ক্ষতিপূরণের টাকার দায়ী হন, প্রদেশীয় পথের কমিটী তজ্জন্য কালেক্টর সাহেবের ক্ষতিনিষ্কৃতি বিধান করিবেন।

১০১ ধারা। এই আইনমত দেনা টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বধারার বিধানমতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য না করিয়া, অথবা তাহা করিয়াও ঐ টাকা যে ব্যক্তির দেনা হয় সেই ব্যক্তির এমন কোন সম্পত্তি যদি কালেক্টর সাহেব না পান যাহা বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা সম্পূর্ণরূপ শোধ হয়, যে মহালের কি তালুক প্রভৃতির সম্পর্কে ঐ টাকা দেনা হয় কালেক্টর সাহেব সেই মহালের কি তালুক প্রভৃতির বিষয়ে F তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়া উচিত বোধ করিলে আপনার ঐ মত লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ নোটিস দেওয়াইবেন। ঐ নোটিস যে ভূমি সম্পর্কীয় হয় সেই ভূমি যে কোন গ্রামে থাকে তথায় ঢেঁড়রা দিয়া ঐ নোটিস জারী করা যাইবে, এবং নোটিসের এক কেতা নকল তদ্রূপ প্রত্যেক গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে ও ঐ নোটিস যে মহাল বা তালুকাদি সম্পর্কীয় হয় তাহার মাল কাছারী পাওয়া গেলে সেই কাছারিঘরে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

দেনা টাকা খাজানা হইতে কালেক্টর সাহেবের আদায় করিতে পারিবার কথা।

দেওয়াইলে পর যত কাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করেন ততকাল কালেক্টর সাহেব ভিন্ন কিম্বা তিনি যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া গেলে তাহা অসিদ্ধ ও ব্যর্থ হইবে;

এবং সমস্ত খরচ সুদ্ধ উক্ত দেনা টাকা যতকাল আদায় না করা যায় তত কাল উক্ত মহালের কি তালুক প্রভৃতির নিমিত্ত কোন দখিলকারের কি তালুকদারের কি পেটাও তালুকদারের কি রায়তের যত খাজানা সেই সময়ে কিম্বা তৎপশ্চাৎ দেনা হয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে মহাল কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকে তাহার তালুকদারের বা পেটাও তালুকদা

the said estate or tenure until the amount due to the Collector with all costs, shall be satisfied, whereupon the said notification shall be revoked.

রের বা রায়তের স্থানে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত যৎকালে যে আইনের কার্য্য পদ্ধতি প্রবল থাকে কালেক্টর সাহেব তৎকালে সেই আইন অনুসারে ঐ খাজানা আদায় করিতে পারিবেন। তাহার পর সেই নোটিস রহিত করিবার আজ্ঞা হইবে

The receipt of the Collector in respect of all sums paid to him as rent or so recovered shall be, to the extent of such sums, a valid discharge in respect of rent due by the occupier, tenure-holder, under-tenant or ryot, to whom such receipt is given.

কালেক্টর সাহেব তদ্রূপে যত টাকার যে রসীদ দেন সেই রসীদ ঐ দখিলকারের কি তালুকদারের কি পেটাও তালুকদারের কি রায়তের দেনা তত টাকা খাজানার অমোঘ মুক্তিপত্র হইবে।

Collector's claim to have priority.

In case the Collector shall see fit so to proceed, the claim for arrears of road cess and public works cess due from any estate or tenure for which a notice has been served as above provided shall have priority over any other demand or claim or lien subsisting thereupon other than the demand of Government revenue.

কালেক্টর সাহেবের দাওয়া অগ্রগণ্য হইবার কথা।

কালেকুটর সাহেব যদি এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করা বিহিত বোধ করেন, কোন মহাল কিম্বা তালুক প্রভৃতির বাকী পথ করের ও পূর্ত্তকার্য্য করের নোটিস দেওয়া গেলে সেই বাকীর উপর কালেকুটর সাহেবের যে দাওয় থাকে তাহা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের দাওয়া ভিন্ন ঐ মহালের কি তালুক প্রভৃতির উপর অন্য দাবীর কি দাওয়ার কি দায়ের অগ্রগণ্য হইবে।

Lieutenant-Governor may invest any person with Collectors' powers.

102. The Lieutenant-Governor may at any time invest any person with the powers of a Collector under this Act to be exercised by such person under the control or supervision of the Collector, or independently of such control and supervision, as the Lieutenant-Governor shall direct.

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর সাহেবের কোন ব্যক্তিকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

১০২ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে কোন সময়ে কোন ব্যক্তিকে এই আইনমত কালেকটরের ক্ষমতা দিতে পারিবেন। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে ঐ ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিয়া অথবা স্বাধীনভাবে তদ্রূপ কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে না থাকিয়া উক্ত ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

Collector may delegate powers.

103. The Collector may, with the sanction of the Commissioner, delegate all or any of his powers and functions under this Act to be exercised, under the control and supervision of the Collector, by any Deputy Collector, Assistant Collector, Sub-Deputy Collector or other officer of like rank;

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

১০৩ ধারা। কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কালেক্টর সাহেব কোন ডেপুটী কালেক্টরের বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরের বা সব-ডেপুটী কালেক্টরের বা তদ্রূপ পদস্থ অন্য কোন কার্য্যকারকের প্রতি এই আইনমত আপনার সমুদয় বা কোন ক্ষমতা ও কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারিবেন। তাঁহারা কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানাধীনে উক্ত ক্ষমতামতে ঐ কর্ম্ম করিবেন।

Provided that every order passed by such Deputy Collector, Assistant Collector, Sub-Deputy Collector or other officer, shall be appealable to the Collector within fifteen days of such order being passed.

কিন্তু উক্ত ডেপুটী কালেক্টর বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর বা সব-ডেপুটী কালেক্টর বা অন্য কার্য্যকারক যে কোন আজ্ঞা করেন, আজ্ঞা করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট তাহার আপীল হইতে পারিবে।

Appeals against valuation.

104. Every person who shall deem himself to be aggrieved by any valuation made by the Collector under the provisions of sections 21, 22, 25, 27 or 28, may, within one month after the posting up of a copy of the valuation-roll as mentioned in section 35;

নিরূপিত মূল্যের উপর আপীল হইবার কথা।

১০৪ ধারা। কালেক্টর সাহেব ২১, ২২, ২৫, ২৭, বা ২৮ ধারার বিধানমতে যে মূল্য নিরূপণ করেন কোন ব্যক্তি তদ্দ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে ঐ ফর্দ্দের নকল ৩৫ ধারার উল্লিখিতমতে লটকাইয়া দেওয়া যাইবার পর এক মাসের মধ্যে,

and every person who shall deem himself to be aggrieved by any valuation made by a Collector under the provisions of section 77 or 78 may, within one month after the issue of the notice mentioned in section 80,

এবং কালেক্টর সাহেব ৭৭ বা ৭৮ ধারার বিধানমতে যে মূল্য নিরূপণ করেন কোন ব্যক্তি তদ্দ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে ৮০ ধারার উল্লিখিত নোটিস দেওয়া যাইবার পর এক মাসের মধ্যে,

prefer his objections to the Collector, and if such objections, or any of them, are disallowed, may, within one month of such disallowance, appeal to the Commissioner against such valuation, and the decision of the Commissioner shall be final and conclusive.

105. Every order for the levy of a fine or of expenses passed by a Collector under this Act shall be appealable to the Commissioner within one month from the service of the first process for the levy of such fine or expenses. Except as otherwise provided in section 18, pending such appeal, and until the order of the Commissioner which shall be final, all process for such levy shall be discontinued.

Orders for levy of fine appealable.

106. Every order passed by the Collector under any of the following sections, that is to say sections 19, 20, 49, 50, 51, 53, 100 or 101, shall be appealable to the Commissioner within one month from the date of such order.

Orders appealable to Commissioner.

107. Notwithstanding anything hereinbefore contained, all proceedings of the Collector or of any officer of a lower grade under this Part shall be subject to the general control and supervision of the Commissioner and of the Board of Revenue, and all such proceedings of the Commissioner shall be subject to the general control and supervision of the Board of Revenue.

Collector's proceedings subject to supervision of Commissioner and Board.

108. The Board of Revenue may from time to time make, and when made, from time to time alter, add to, or cancel, any rules —

Board may make rules.

(*a*) prescribing forms for the notices, returns, and valuation-rolls required by this Act to be issued or made;

(*b*) prescribing the amounts which shall be levied in respect of the issue of each notice and process under this Act;

(*c*) prescribing the fee to be levied in respect of supplying extracts and copies of returns and valuation rolls as provided in section 34;

(*d*) regulating the opening, keeping, and closing of separate accounts in respect of amounts of cess payable by recorded shareholders in revenue-free estates as provided in section 46.

কালেক্টর সাহেবের নিকট আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন, এবং তদ্রূপ সমুদয় বা কোন আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে অগ্রাহ্য হইবার পর এক মাসের মধ্যে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে সেই নিরূপিত মূল্যের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন। ঐ কমিশ্যনর সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে।

১০৫ ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে অর্থদণ্ড কিম্বা খরচ আদায় করিবার যে আজ্ঞা করেন, ঐ অর্থদণ্ড কিম্বা খরচ আদায় করিবার প্রথম পরওয়ানা জারী হইবার সময়াবধি এক মাসের মধ্যে ঐ আজ্ঞার উপর খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে। ১৮ ধারার প্রকারান্তরের বিধান স্থল ছাড়া তদ্রূপ আপীল হইলে যত কাল কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞা না হয়, ততকাল ঐ টাকা আদায় করিবার সকল কার্য্য স্থগিত থাকিবে। কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞার উপর আপীল হইবার কথা।

১০৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত কোন ধারামতে, অর্থাৎ ১৯, ২০, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ১০০ বা ১০১ ধারামতে, কোন আজ্ঞা করিলে, আজ্ঞা করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে।

আজ্ঞার উপর কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবার কথা।

১০৭ ধারা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও এই খণ্ডমতে কালেক্টর সাহেবের বা তন্নিম্ন শ্রেণীর কোন কার্য্যকারকের সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য কমিশ্যনর সাহেবের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানাধীন থাকিবে, এবং কমিশ্যনর সাহেবের এই প্রকার সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানাধীন থাকিবে।

কালেক্টর সাহেবের আনুষ্ঠানিক কার্য্য কমিশ্যনর সাহেবের ও বোর্ডের তত্ত্বাবধানাধীন থাকিবার কথা।

১০৮ ধারা। নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ড সময়ে২ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ও প্রণয়ন করা গেলে সময়ে২ তাহা পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা রহিত করিতে পারিবেন;

বোর্ডের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

(ক) এই আইনের আদেশমত নোটিসের ও রিটর্ণের ও মূল্য নিরূপণপত্রের পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত।

(খ) এই আইনমতে যে কোন নোটিস বা পরওয়ানা দেওয়া যায় তজ্জন্য যত টাকা লইতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত।

(গ) ৩৪ ধারার বিধানমত রিটর্ণের ও মূল্যনিরূপণপত্রের উদ্ধৃতাংশ ও নকল দিতে হইলে যত ফী লইতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত।

(ঘ) ৪৬ ধারার বিধানমতে লাখেরাজ মহালের লিখিত অংশিদের যত টাকা কর দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ও রাখিবার ও বন্ধ করিবার বিধান করিবার নিমিত্ত।

(*e*) regulating the proceedings of Collectors under Chapter V;

and otherwise providing for the proper execution of this Act in respect of valuations, of the assessment, and of the levy of the cesses and other sums due under the same.

All rights in immovable property saved unless affected by this Act.

109. Nothing in this Part contained, and nothing done in accordance with this Act, shall be deemed to affect the rights of any person in respect of any immovable property or of any interest therein except as otherwise expressly provided in this Act.

PART III.

CONSTITUTION AND ADMINISTRATION OF THE DISTRICT ROAD FUND.

CHAPTER VIII.—*Constitution and Application of the District Road Fund.*

Constitution of District Road Fund.

110. The District Road Fund of every district under this Act shall consist of the amount produced by the road cess,

of all sums levied or recovered as fines, penalties or otherwise in respect of the cesses under this Act,

of all sums assigned by the Government thereto, whether as a contribution from the proceeds of the public works cess towards the expenses of assessing and collecting such cess jointly with the road cess or otherwise, and

of all sums whatsoever which may be at the disposal of the District Road Committee as hereinafter appointed

Application of District Road Fund.

111. The District Road Fund of every district shall be applicable to the following objects and in the following order:—

First.—To the payment of the cost of establishment entertained and expenses incurred by the Collector as mentioned in section 93;

to the indemnification of the Collector with the sanction of the Commissioner, for any other costs or damages which he may have incurred, or for which he may have become liable, in the course of the proceedings for the assessment and collection of the cesses under this Act;

and to the payment of such sums as may be determined by the Lieutenant-Governor for the purposes mentioned in section 183, subject to the limit imposed in that section:

Secondly.—To the payment of establishments entertained and expenses incurred by the District Road Committee, as hereinafter provided for the

(ঙ)। ৫ অধ্যায়মতে কালেক্টরদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান করিবার নিমিত্ত।

এবং মূল্যনিরূপণ ও করনির্দ্ধারণ ও কর ও এই আইনমত অন্য দেনা টাকা আদায় সম্বন্ধে এই আইন নিয়মিতরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার বিধান করিবার নিমিত্ত।

এই আইনের সহিত সম্পর্ক না থাকিলে স্থাবর সম্পত্তিগত সমুদয় স্বত্ব সংরক্ষণের কথা।

১০৯ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, এই খণ্ডের কোন কথা ক্রমে এবং এই আইনমতে যাহা কিছু করা যায় তৎক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বা তদন্তর্গত কোন স্বার্থ সম্পর্কে কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন হানি হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রাদেশীয় পথের তহবীল সংস্থাপন ও তাহার কার্য্যের বিধান।

৮ অধ্যায়।—প্রদেশীয় পথের তহবীল সংস্থাপনের ও তাহার টাকা প্রয়োগের বিধি।

প্রদেশীয় পথের তহবীল সংস্থাপনের কথা।

১১০ ধারা। পথকরের টাকা এবং এই আইনমত করের সম্পর্কে অর্থদণ্ড কিম্বা দণ্ডস্বরূপে কিম্বা প্রকারান্তরে যে সকল টাকা আদায় করা যায় তাহা,

এবং পূর্ত্তকার্য্য কর পথকরের সহিত একত্রে ধার্য্য করিবার ও আদায় করিবার ব্যয়পোষণার্থে পূর্ত্তকার্য্য করের উৎপন্ন হইতে সাহায্যস্বরূপ বা প্রকারান্তরে গবর্ণমেণ্ট যে সকল টাকা দেন তাহা,

এবং পশ্চাল্লিখিত নিয়োগক্রমে প্রদেশীয় পথের কমিটীর হস্তে যে কোন টাকা দেওয়া যায় তাহা

লইয়া এই আইনমতে প্রত্যেক জিলার ডিষ্ট্রিক্ট রোড-ফণ্ড অর্থাৎ প্রদেশীয় পথের তহবীল হইবে।

প্রদেশীয় পথের তহবীলের টাকা প্রয়োগের কথা।

১১১ ধারা। প্রত্যেক জিলার প্রদেশীয় পথের তহবীলের টাকা নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিতক্রমে প্রয়োগ করা যাইবে।

(১) ৯৩ ধারার উল্লিখিতমতে কালেক্টর সাহেব যে সেরেস্তা রাখেন তাহার খরচ ও অন্য যে খরচ পড়ে তাহা দিবার নিমিত্ত,

এই আইনমত কর ধার্য্য ও আদায় করণার্থ আনুষ্ঠানিক কার্য্যকালে কালেক্টর সাহেবের অন্য যে খরচ দিতে বা ক্ষতিপূরণ করিতে হয় বা যাহার জন্য তিনি দায়ী হন, তৎসম্বন্ধে কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কালেক্টর সাহেবকে নিষ্কৃতি দিবার নিমিত্ত,

এবং ১৮৩ ধারার লিখিত কার্য্যার্থে ঐ ধারার নিয়মাধীনে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যত টাকা নিরূপণ করেন তাহা দিবার নিমিত্ত।

(২) এই আইনের কার্য্যপক্ষে ও এই আইনমতে দেয় ছুটিকালীন বৃত্তির বা পারিতোষিকের বা পেন্স্যনের কার্য্যপক্ষে পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রদেশীয় পথের কমিটি

purposes of this Act, and of any leave allowances, gratuities, or pensions which may be payable under this Act :

যে সেরেস্তা রাখেন ও যে খরচ করেন তাহার টাকা দিবার নিমিত্ত।

Thirdly.—To the payment of any sums which the Committee may under this Act from time to time have undertaken to pay as interest on capital expended on any works which may directly improve the means of communication within the district or between the district and adjacent districts :

(৩) যে কার্য্যদ্বারা কোন জিলার অন্তর্গত বর্ত্মাদির অথব ঐ জিলা হইতে অন্য জিলায় যাইবার বর্ত্মাদির উৎকার্ষ সাধন হয় তাহার উপর ব্যয়িত মূলধনের সুদস্বরূপ যে টাকা দিতে উক্ত কমিটী এই আইনমতে সময়ে২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সেই টাকা দিবার নিমিত্ত।

Fourthly.—To the repair and maintenance of roads, bridges, water-channels and other means and appliances for facilitating communications which have been taken charge of by the Committee under this Act, or towards which they may have agreed to contribute :

(৪) যে সকল পথ ও সেতু ও পয়ঃপ্রণালী ও গমনাগমনের সুবিধাজনক যে সকল উপায়াদি কমিটি এই আইনমতে আপন হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন. অথবা যন্নিমিত্ত তাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন, তৎসমুদয় মেরামত ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত।

Fifthly.—To the construction of new roads, bridges, water-channels and other means of communication;

(৫) নূতন পথ ও সেতু ও পয়ঃপ্রণালী ও গমনাগমনের অন্যান্য উপায় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত;

to the construction, provision, repair and maintenance of any means and appliances for facilitating communication within the district or between the district and adjacent districts which the Committee may determine to construct or to take charge of, or towards which they may determine to contribute;

জিলার অন্তর্গত অথবা ঐ জিলা ও পার্শ্ববর্ত্তি জিলার মধ্যগত গমনাগমনের সুবিধা করণার্থে যে উপায়াদি কমিটী প্রস্তুত করিতে বা সহস্তে গ্রহণ করিতে সংকল্প করেন বা যন্নিমিত্ত অর্থ সাহায্য করিতে সংকল্প করেন, তাহার নির্ম্মাণ ও বিধান ও সংস্কার ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত;

to the planting of trees by the roadside; and to the construction and maintenance of any means and appliances for improving the supply of drinking-water, or for providing or improving drainage; and

পথের ধারে বৃক্ষ বসাইবার নিমিত্ত; এবং পানীয় জল যোগানের উৎকর্ষসাধনার্থ এবং জলনিঃসরণের ব্যবস্থা করণার্থ বা উৎকৃষ্ট করণার্থ কোন উপায়াদি প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত।

Sixthly.—To investment in any local debenture loans issued by the Government of India or the Lieutenant-Governor for the construction of productive works, which may directly improve the means of communication within the district, or between the district and adjacent districts;

(৬) জিলার অন্তর্গত অথবা ঐ জিলা ও পার্শ্ববর্ত্তি জিলার মধ্যগত গমনাগমনের উপায়ের উৎকর্ষ সাধনার্থ লাভজনক পূর্ত্ত কার্য্য নির্ম্মাণোদ্দেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের স্থানীয় ঋণপত্র ক্রয় করিয়া রাখিবার নিমিত্ত।

Provided—

কিন্তু

(1)—that no sum shall be expended from the District Road Fund in the construction of any channel for the purposes of irrigation,

(১) জলসেচন কার্য্যের কোন নালা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত,

or for the purposes of drainage connected with any irrigation works in charge of public officers,

অথবা রাজকীয় কার্য্যকারকের অধ্যক্ষতাধীন জলসেচন কার্য্য সংক্রান্ত জল নিঃসরণের কার্য্য নিমিত্ত,

or for the improvement or maintenance of any water-channel on which tolls are levied, when the proceeds of such tolls are not paid into the District Road Fund;

অথবা যে পয়োনালায় টোল লওয়া যায় ও টোলের উৎপন্ন টাকা প্রদেশীয় পথের তহবীলে দেওয়া যায় না, সেই পয়োনালার উৎকর্ষসাধন ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত,

প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে কোন টাকা ব্যয় করা যাইবে না।

(2)—that no part of the District Road Fund of any district shall be applied in the construction or maintenance of any road within any first or second class municipality under the Bengal Municipal Act, 1876, unless such road shall have been expressly excluded from the operation of the said Act under section 32 thereof; and

(২) বঙ্গদেশীয় মুনিসিপলবিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমত প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত কোন পথ উক্ত আইনের ৩২ ধারামতে ঐ আইনের কার্য্য বহির্ভূত বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা না গেলে, ঐ পথ প্রস্তুত বা রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রদেশীয় পথের তহবীলের কোন অংশ ব্যয় করা যাইবে না; এবং

(3)—that no part of the District Road Fund of any district shall be expended on any work or for any purpose without the limits of such district, unless the special sanction of the Lieutenant-Governor to such expenditure shall have been obtained, as being for the benefit of the district charged.

Committee may guarantee sums for District Road Fund as interest on capital.

112. With the sanction of the Lieutenant-Governor, the Committee may from time to time undertake to guarantee the annual payment from the District Road Fund of such sums as they shall think fit, as interest on capital expended on any works which may directly improve the means of communication within the district or between the district and other districts.

Lieutenant-Governor may apportion costs of works extending over more than one district.

113. Whenever any works to which any portion of the Road Fund of any district is applicable under the last preceding section extend over more than one district, the Lieutenant-Governor may decide the proportions in which the Road Fund of each district concerned shall contribute towards the cost or interest upon the cost of such works.

CHAPTER IX.—*The District Road Committee.*

Constitution of District Road Committee.

114. For the administration of the District Road Fund, and for the construction, repair and maintenance of district roads, bridges, water-channels and other works as aforesaid under this Act, the Lieutenant-Governor shall from time to time appoint, or cause to be elected, under such rules in regard to qualification, election, and discharge, as may by him be prescribed, any number of the payers of road cess of such district, their managers or agents, to be members of a District Road Committee.

Members may hold office for five years.

Resignation of member.

115. Every member of the Committee may hold office for five years from the date of his appointment or election, and the Lieutenant-Governor may at any time before the expiration of such term of five years accept the resignation of such member.

Removal of member.

116. The Lieutenant-Governor may remove any member appointed or elected under this Act, if such member shall have been guilty of misconduct in the discharge of his duties, or of any disgraceful conduct.

[*Government Gazette, 27th July* 1880.

(৩) যে জিলা হইতে টাকা লওয়া যায় সেই জিলার উপকারার্থ বলিয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট ব্যয় করিবার বিশেষ অনুমতি পাওয়া না গেলে ঐ জিলার বহির্ভূত স্থানের কোন কার্য্যে বা কোন উদ্দেশে ঐ জিলার প্রদেশীয় পথের তহবীলের কোন অংশ ব্যয় করা যাইবে না।

প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে মূলধনের সুদের টাকা দিতে কমিটীর অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে পারিবার কথা।

১১২ ধারা। জিলার অন্তর্গত অথবা ঐ জিলা ও অন্য জিলার মধ্যগত গমনাগমনের উপায়ের উৎকর্ষ সাধনার্থ কোন কার্য্যে ব্যয়িত মূলধনের সুদস্বরূপ যত টাকা দেওয়া কমিটী উচিত বোধ করেন, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রদেশীয় পথের তহবীলহইতে বৎসর২ তত টাকা দিবার নিমিত্ত সময়েং অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে পারিবেন।

একাধিক জিলা ব্যাপিয়া কোন পূর্ত্ত কার্য্য থাকিলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের তাহার খরচ বিলি করিয়া দিতে পারিবার কথা।

১১৩ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে যে পূর্ত্তকার্য্যে কোন জিলার প্রদেশীয় পথের তহবীলের কোন অংশ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সেই পূর্ত্তকার্য্য একাধিক জিলা ব্যাপিয়া থাকিলে, ঐ কার্য্যে যে টাকা খরচ হয় ও ঐ টাকার যে সুদ হয়, তাহার পোষণার্থে কোন্ জিলার প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে কি পরিমাণে টাকা দেওয়া যাইবে ইহা শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব স্থির করিবেন।

৯ অধ্যায়।—প্রদেশীয় পথের কমিটীর কথা।

প্রদেশীয় পথের কমিটীর সংস্থিতির কথা।

১১৪ ধারা। প্রদেশীয় পথের তহবীলের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে এবং এই আইনমত পূর্ব্বোক্ত জিলায় পথ ও সেতু ও পয়ঃপ্রণালী ও অন্যান্য কার্য্য প্রস্তুত ও মেরামত ও রক্ষা করণার্থে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং সেই জিলার পথকরদাতা কএক জনকে কিম্বা তাঁহাদের কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে কি গোমস্তাদিগকে প্রদেশীয় কমিটীর মেম্বরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন কিম্বা আপনি তাঁহাদের যোগ্যতা ও মনোনীত ও অবসর করণ বিষয়ক বিধি করিয়া তাঁহাদিগকে সেই বিধিমতে মনোনীত করাইবেন।

মেম্বরদের পাঁচ বৎসর পদস্থ থাকিতে পারিবার কথা।

মেম্বরের পদ ত্যাগের কথা।

১১৫ ধারা। উক্ত কমিটীর প্রত্যেক মেম্বর নিযুক্ত বা মনোনীত হইবার তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর স্বপদে থাকিতে পারিবেন, এবং শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঐ পাঁচ বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে উক্ত মেম্বরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কোন মেম্বরকে অবসর করিবার কথা।

১১৬ ধারা। এই আইনমতে নিযুক্ত বা মনোনীত কোন ব্যক্তি স্বকার্য্য সাধন কালে অসদাচরণ করিলে অথবা কোন কলঙ্কজনক কার্য্য করিলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর করিতে পারিবেন।

117. Any member who, without having obtained permission from the Committee, shall have omitted to attend six consecutive meetings of the Committee,

Member who neglects to attend meetings, or is sentenced to imprisonment, to cease to be member.

and any member who shall have been sentenced to imprisonment,

shall cease to be a member of the Committee.

118. In addition to the members appointed or elected as aforesaid, the Lieutenant-Governor may appoint any officer of Government to be a member of the Committee, and may direct, by a writing signed by him, that all persons holding the offices in such writing specified shall be *ex-officio* members of the Committee for any district in which they exercise the said offices, and in which this Act shall have come into force;

Appointment of ex-officio members.

Provided that the number of members of the Committee holding salaried offices under the Government shall not be more than one-third of the total number of the Committee.

Members holding salaried offices under Government not to exceed one-third.

119. No act or proceedings of the Committee shall be invalidated by reason that at the time of doing such act or taking such proceedings the number of members of the Committee as then existing, who were holding salaried offices under the Government, was greater than the proportion mentioned in the last preceding section; and no act or proceedings of any meeting shall be invalidated by reason of the proportion of members holding such salaried offices as aforesaid present at the same being greater than as provided by the said section.

Proceedings not to be invalidated by reason of excessive proportion of officials.

Their mode of transacting business.

120. The Collector of the district shall be the Chairman of the Committee, and the Vice-Chairman shall be appointed as provided in section 131.

Chairman and Vice-Chairman of Committee.

121. The Committee shall have an office within the district in and for which they shall have been appointed, and shall meet for the transaction of business at least once in every quarter of a year.

Committee to have an office.

122. There shall be two kinds of meetings for the transaction of business, namely, special meetings and ordinary meetings.

Two kinds of meetings.

১১৭ ধারা । কোন মেম্বর কমিটীর অনুমতি না লইয়া কমিটীর ক্রমিক ছয় অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে,

কোন মেম্বর অধিবেশন কালে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করিলে, অথবা কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার মেম্বরের পদে না থাকিতে পারিবার কথা।

এবং কোন মেম্বরের প্রতি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তিনি আর কমিটীর মেম্বর থাকিতে পারিবেন না।

১১৮ ধারা। কমিটীর যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কি মনোনীত হন, সেই২ ব্যক্তি ভিন্ন শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারিকে কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত করিয়া আপনার স্বাক্ষরিত লিপিদ্বারা এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এই আইন যে২ জিলায় প্রচলিত করা যায় সেই২ জিলায় যাঁহারা ঐ লিপির নির্দ্দিষ্ট পদধারী হইয়া উক্ত জিলায় আপন২ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তাঁহারাও আপন২ পদোপলক্ষে ঐ কমিটীর মেম্বর হইবেন।

যাঁহারা স্ব২ পদোপলক্ষে কমিটীতে থাকিবেন তাঁহাদের নিয়োগের কথা।

কিন্তু যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের অধীন বেতনবিশিষ্ট পদ ধারণ করিয়া উক্ত প্রদেশীয় কমিটীভুক্ত হন তাঁহাদের সংখ্যা ঐ কমিটীর মোট সংখ্যার তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের অধীন বেতনবিশিষ্ট পদধারী মেম্বরের সংখ্যা তৃতীয়াংশের অধিক না হইবার কথা।

১১৯ ধারা। কোন কর্ম্ম বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিবার সময়ে যত জন মেম্বর কমিটী ভুক্ত থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগি পদধারির সংখ্যা পূর্ব্বধারার লিখিত তৃতীয়াংশের অধিক হইলে, তন্নিমিত্ত কমিটীর ঐ কর্ম্ম বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না; এবং কমিটীর কোন অধিবেশনে পূর্ব্বোক্তরূপ বেতনবিশিষ্ট পদধারী মেম্বরের সংখ্যা উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট অংশ অপেক্ষা অধিক হইলে, তন্নিমিত্ত ঐ অধিবেশনের কোন কর্ম্ম বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

রাজকর্ম্মচারিদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ না হইবার কথা।

তাঁহাদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিয়মের কথা।

১২০ ধারা। জিলার কালেক্টর সাহেব কমিটীর সভাপতি হইবেন। প্রতিনিধি সভাপতি ১৩১ ধারার বিধানমতে নিযুক্ত হইবেন।

কমিটীর সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতির কথা।

১২১ ধারা। কমিটী যে জিলার ও যে জিলার নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই জিলায় তাঁহাদের কার্য্যালয় থাকিবে। সেই কার্য্যালয়ে তাঁহারা বৎসরের তিন২ মাসে ন্যূনকল্পে একবার কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার জন্যে সমাগত হইবেন।

কমিটীর কার্য্যালয় থাকার কথা।

১২২ ধারা। কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত দুইপ্রকার অধিবেশন হইবে, অর্থাৎ, বিশেষ অধিবেশন ও নিয়মিত অধিবেশন।

দুইপ্রকার অধিবেশনের কথা।

123. Meetings of the following description shall be special meetings:—

What are special meetings.

(1) For the election of a Vice-Chairman under section 131;

(2) For determining the salary of the Engineer under section 133;

(3) For the election of an Engineer under section 134;

(4) For determining the details of establishment, and the salaries to be attached to each office under section 135;

(5) For making rules for leave of absence under section 136, and for pensions and gratuities under section 140;

(6) For considering and passing the general statement under section 143 or 144;

(7) For preparing and framing an estimate of income and expenditure, and for determining the rate of road cess for the coming year under sections 149 and 150;

(8) Any meeting convened by the Chairman under section 125;

(9) For receiving and considering the annual report and accounts.

All other meetings shall be ordinary meetings.

124. The Chairman, or, in case of his absence at the time appointed for the meeting, the Vice-Chairman, shall preside at every meeting of the Committee. In the absence of both the Chairman or Vice-Chairman, the members present may choose one of their number to be President of such meeting.

President at meetings.

125. The Chairman, or, in case of his absence, the Vice-Chairman, may, whenever he thinks fit, and shall, upon a requisition made in writing and signed by not less than one-third of the members, convene a meeting.

Meeting to be called on requisition.

126. At least ten days' notice shall be given of every meeting. Every notice shall state the business to be transacted at the meeting proposed to be called; and no business other than that so stated shall be transacted at such meeting, except with the permission of the meeting.

Notice of meeting.

127. (1)—No business shall be transacted at any special meeting unless at least one-fourth of the total number of members forming the Committee at the time of the meeting are present at

Quorum.

১২৩ ধারা। পশ্চাল্লিখিত প্রকারের অধিবেশনগুলি বিশেষ অধিবেশন হইবে।—

বিশেষ অধিবেশনের কথা।

(১) ১৩১ ধারামতে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করণার্থ।

(২) ১৩৩ ধারামতে ইঞ্জিনিয়রের বেতন নিরূপণার্থ।

(৩) ১৩৪ ধারামতে ইঞ্জিনিয়র মনোনীত করণার্থ।

(৪) ১৩৫ ধারামতে সেরেস্তায় কি প্রকারের কত লোক থাকিবে ও প্রত্যেক পদের কি বেতন হইবে, ইহা নিরূপণ করণার্থ।

(৫) ১৩৬ ধারামতে ছুটীর ও ১৪০ ধারামতে পেন্‌শ্যনের ও পারিতোষিকের বিধি প্রণয়নার্থ।

(৬) ১৪৩ বা ১৪৪ ধারামতে সাধারণ বর্ণনাপত্র বিবেচনা করিয়া অনুমোদন করণার্থ।

(৭) ১৪৯ ও ১৫০ ধারামতে আয় ব্যয়ের অনুমানপত্র প্রস্তুত করণার্থ ও আগামী বৎসরের পথকরের হার নিরূপণার্থ।

(৮) ১২৫ ধারামতে সভাপতি কোন সভা আহ্বান করিলে।

(৯) বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব গ্রহণ ও বিবেচনা করণার্থ।

অন্য সমুদয় অধিবেশন নিয়মিত অধিবেশন হইবে।

১২৪ ধারা। কমিটীর প্রত্যেক অধিবেশন কালে সভাপতি ও তাঁহার অনুপস্থানে প্রতিনিধি সভাপতি আধিপত্য করিবেন। সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি এই উভয়ের অনুপস্থানে কমিটীর যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন তাঁহারা সেই অধিবেশন কালীন সভাপতিস্বরূপ এক জনকে মনোনীত করিবেন।

অধিবেশন কালে সভাপতির কথা।

১২৫ ধারা। সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে প্রতিনিধি সভাপতি বিহিত বোধ করিলে কমিটীর ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া অধিবেশন করিতে পারিবেন এবং কমিটীর তৃতীয়াংশের অন্যূন সংখ্যক ব্যক্তিরা স্বাক্ষরিত লিপিদ্বারা প্রার্থনা করিলে তাহা অবশ্য করিবেন।

প্রার্থনামতে অধিবেশনের কথা।

১২৬ ধারা। অধিবেশনের পূর্ব্বে অন্যূন দশ দিন থাকিতে তাহার নোটিস দেওয়া যাইবে। প্রস্তাবিত অধিবেশনকালে যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহা নোটিসে ব্যক্ত থাকিবে। নোটিসে ব্যক্ত না থাকিলে অধিবিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম অধিবেশনকালে নির্ব্বাহ করা যাইবে না।

অধিবেশনের নোটিসের কথা।

১২৭ ধারা। (১) বিশেষ অধিবেশনকালে যে কার্য্য হয় তাহার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি সময়ে কমিটীর অন্তর্গত যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন তাঁহারা কমিটীর অন্তর্গত সমস্ত

যত ব্যক্তি বিদ্যমানে কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা।

the commencement and close of such business; and no business shall be transacted at an ordinary meeting unless at least three members are so present.

(2)—The Committee may delegate any of their powers to Sub-Committees consisting of such member or members of their body as they think fit. Any Sub-Committee so formed shall, in the exercise of the powers delegated, conform to any regulations that may be imposed on them by the Committee.

Delegation of powers to Sub-Committees.

(3)—The Committee may hold meetings and adjourn as they think proper. Questions at any meeting shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equal division of votes, the President shall have a second or casting vote.

Adjournment, voting, &c., of Committee.

128. If at the time appointed for a special meeting, or within one hour thereafter, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned till some future day to be appointed by the Chairman or Vice-Chairman of the Committee, and ten days' notice of such adjourned meeting shall be given. The members present at such adjourned meeting shall form a quorum, whatever their number may be.

Adjourned meeting.

129. The minutes of the proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept for that purpose in the office of the Committee, and any person resident in, or owning or holding land in, the district, may at all reasonable times inspect and examine such book without payment of any fee, and may obtain a certified copy of any extract therefrom on payment of such fees as the Lieutenant-Governor may direct.

Minute-book to be kept.

At the request of any member of the Committee who is not acquainted with the English language, the Chairman shall cause to be delivered to such member an abstract of the minutes of any meeting in the vernacular of the district.

130. All correspondence between the Committee and the Lieutenant-Governor shall pass through the office of the Commissioner, who in all things under this Part shall be subject to the control and supervision of the Lieutenant-Governor.

Correspondence between Committee and Lieutenant-Governor.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০।২৭ জুলাই।]

ব্যক্তির চতুর্থাংশের ন্যূন হইলে কোন কার্য্য সম্পাদন হইতে পারিবে না; এবং অন্যূন তিন জন মেম্বর উক্ত প্রকারে উপস্থিত না থাকিলে, নিয়মিত অধিবেশনে কোন কার্য্য করা যাইবে না।

(২) কমিটী যেরূপ উচিত বোধ করেন, এক বা একাধিক মেম্বরকে সব কমিটী স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া ঐ সব কমিটীর প্রতি আপনাদের কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। উক্ত রূপে নিযুক্ত কোন সব কমিটী সম্বন্ধে কমিটী যে নিয়ম করেন, ঐ সব কমিটী অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরিবার সময়ে সেই নিয়মানুসারে চলিবেন।

সব কমিটীর প্রতি ক্ষমতার্পণ করিবার কথা।

(৩) কমিটী অধিবেশন করিতে অথবা বিহিত বোধ করিলে অধিবেশনের সময়ান্তর নিরূপণ করিতে পারিবেন। কোন অধিবেশনকালে কমিটীর সম্মুখে যে প্রসঙ্গ উপস্থিত করা যায় উপস্থিত ব্যক্তিদের অধিকাংশের মতানুসারে তাহা নিষ্পত্তি করা যাইবে। যদি সমান সংখ্যার লোক ভিন্ন২ দুই মতের সপক্ষ হন তবে সভাপতি যে মতের সপক্ষ তাহাই প্রধান হইবে।

কমিটীর সময়ান্তর নিরূপণ ও মত জ্ঞাপন প্রভৃতির কথা।

১২৮ ধারা। সভার বিশেষ অধিবেশনের নিরূপিত সময়ে কিম্বা তৎপরে এক ঘন্টার মধ্যে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার উপ যুক্ত সংখ্যক লোক উপস্থিত না হইলে কমিটীর সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি অধিবেশনের অন্য দিননিরূপণ করিয়া দশ দিন থাকিতে সেই অন্য দিনের নোটিস দিবেন। সেই দ্বিতীয় অধিবেশনে কমিটীর যত জন উপস্থিত থাকুন তাঁহাদের দ্বারা কার্য্য নিষ্পাদন হইতে পারিবে।

সময়ান্তরে অধিবেশনের কথা।

১২৯ ধারা। প্রত্যেক অধিবেশনকালে যে সকল কার্য্য করা যায় ঐ কমিটীর কার্য্যালয়ে তাহার বৃত্তান্ত লিখিবার বহী থাকিবে। তাহাতে কার্য্যের বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে। জিলার মধ্যে যে ব্যক্তিরা বাস করেন কিম্বা যাঁহারা বা ভূমির স্বামীর বা ভোগাধিকারী হন তাঁহারা ফী না দিয়া উপযুক্ত কোন সময়ে ঐ বহী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন; এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যত টাকা ফী নিরূপণ করেন তত টাকা দিয়া ঐ বহীহইতে গৃহীত কোন কথার সংসিদ্ধ প্রতিলিপি পাইতে পারিবেন।

বৃত্তান্ত লিখিবার বহীর কথা।

ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ কমিটীর কোন মেম্বর প্রার্থনা করিলে, সভাপতি ঐ জিলার চলিত ভাষায় ঐ মেম্বরকে কোন অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের চুম্বক দেওয়াইবেন।

১৩০ ধারা। কমিটীর ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে যে পত্রাদির লিখনপঠন হয় তাহা সেইখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের আফিস দিয়া যাইবে। এই খণ্ডমত সমস্ত বিষয়ে তিনি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের কর্তৃত্বের ও তত্ত্বাবধানের অধীন থাকিবেন।

কমিটীর ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে লিখন পঠনের কথা।

The Committee shall furnish the Lieutenant-Governor and the Commissioner respectively with any information for which they may call connected with the duties imposed upon them by this Act.

Committee to furnish information.

Their Functions.

131. The first meeting of the Committee shall be convened by the Chairman at such time as he shall think fit, and shall proceed to nominate one of the members of the Committee to be Vice-Chairman of the Committee, and shall submit to the Lieutenant-Governor the name of the person so nominated; whereupon the Lieutenant-Governor may, if he think fit, appoint such person to be Vice-Chairman of the Committee, or may require the Committee to nominate and to submit to him the name of some other person, and whenever the office of Vice-Chairman shall be vacant, a Vice-Chairman shall be nominated and appointed in the manner abovementioned;

Appointment of Vice-Chairman.

Provided that whenever the office of Vice-Chairman shall become vacant, the Chairman may, with the approval of the Commissioner, appoint any member of the Committee to be Vice-Chairman thereof *ad interim* until the vacancy shall have been filled up by appointment as above provided.

Vice-Chairman may be appointed *ad interim*.

The Vice-Chairman may hold office for a period not exceeding two years, and at the expiration of that time may be renominated by the Committee and reappointed to the office by the Lieutenant-Governor.

Vice-Chairman may hold office for two years.

132. The Lieutenant-Governor may, if he thinks fit, upon the recommendation of two-thirds of the members voting at any special meeting, remove the Vice-Chairman, and any member entitled to vote may give a proxy in writing to any other member for the above purpose.

Removal of Vice-Chairman.

Such proxy shall be produced at the time of voting, and shall entitle the member to whom it is given to vote as authorized by the tenor of such proxy.

Proxies allowed.

133. The Committee at a special meeting shall determine the salary which they are prepared to give to the District Engineer, and shall report the same to the Lieutenant-Governor, who may approve of

Salary of District Engineer.

[Government Gazette, 27th July 1880.]

এই আইনদ্বারা কমিটীর প্রতি যে কর্ম্মের ভার অর্পিত হইল শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ও কমিশ্যনর সাহেব তদ্বিষয়ের কোন সন্ধান জানিতে চাহিলে তাঁহারা জানাইবেন।

কমিটীর সন্ধান জানাইতে হইবার কথা।

তাঁহাদের কর্ম্মের কথা।

১৩১। সভাপতি যৎকালে বিহিত বোধ করেন তৎকালে প্রদেশীয় কমিটীর ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া প্রথম অধিবেশন করাইবেন ও তাঁহারা আপনাদের মধ্যহইতে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং মনোনীত ব্যক্তির নাম শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। তাহা হইলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে উক্ত কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, অথবা কমিটীরপ্রতি অন্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাঁহার নাম পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন। প্রতিনিধি সভাপতির পদ শূন্য হইলে, পূর্ব্বোক্তরূপে একজন প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত ও নিযুক্ত করা যাইবে।

প্রতিনিধি সভাপতিকে মনোনীত করিবার কথা।

কিন্তু প্রতিনিধি সভাপতির পদ শূন্য হইলে, যতকাল পূর্ব্বোক্ত বিধানমত নিয়োগ দ্বারা শূন্যপদ পূর্ণ করা না যায়, সভাপতি কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনক্রমে কমিটীর কোন মেম্বরকে তত কালের নিমিত্ত প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কিয়ৎকালের নিমিত্ত প্রতিনিধি সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

প্রতিনিধি সভাপতি দুই বৎসরের অনধিক কাল স্বপদে থাকিতে পারিবেন, এবং ঐ কাল গত হইলে কমিটী তাঁহাকে পুনর্ব্বার মনোনীত ও শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ঐ পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

প্রতিনিধি সভাপতির দুইবৎসর স্বপদে থাকিতে পারিবার কথা।

১৩২ ধারা। কোন বিশেষ অধিবেশনে যত জন মেম্বর মত দেন, তাঁহাদের তিন ভাগের দুই ভাগ লোকের অনুরোধক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উচিত বোধ করিলে প্রতিনিধি সভাপতিকে অবসৃত করিতে পারিবেন এবং যে কোন মেম্বরের মত দিবার অধিকার থাকে তিনি উক্ত কার্য্য নিমিত্ত অন্য কোন মেম্বরকে ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন।

প্রতিনিধি সভাপতিকে অবসৃত করিতে পারিবার কথা।

উক্ত ক্ষমতাপত্র মত দিবার সময়ে উপস্থিত করিতে হইবে, এবং উহা যে মেম্বরকে দেওয়া যায় তিনি ঐ ক্ষমতাপত্রের মর্ম্মানুসারে মত দিতে পারিবেন।

ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবার কথা।

১৩৩ ধারা। কমিটী বিশেষ অধিবেশন করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রকে যত বেতন দিতে প্রস্তুত আছেন ইহা স্থির করত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে, জানাইবেন। তিনি ঐ বেতন অনুমোদন করিতে

ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের বেতনের কথা।

such salary, or require the Committee to increase or to reduce the same. In determining such salary regard shall be had in each district to the character of the works and the nature of the duties required therein. The salary so determined and approved may from time to time be altered by the Committee with the approval of the Lieutenant-Governor.

Appointment of Engineer.

134. (1)—Whenever the office of District Engineer shall be vacant, the Committee shall represent the occurrence of such vacancy to the Lieutenant-Governor, who shall thereupon cause a list of qualified officers, not being less than three in number, to be laid before the Committee, and the Committee shall proceed to elect a District Engineer from the persons named in such list.

Existing appointments to hold good for two years only.

(2)—All appointments of District Engineers existing at the time of the commencement of this Act shall hold good for a period not exceeding two years from such commencement, and on the expiration of such time every office of District Engineer to which the last appointment shall have been made before the commencement of this Act shall be deemed to be vacant, and a District Engineer shall be appointed in manner above prescribed;

Provided that if the Lieutenant-Governor and the Committee are satisfied that no change is required, any person holding the appointment of District Engineer at the time of the commencement of this Act may, with the sanction of the Lieutenant-Governor, be reappointed by the Committee to be District Engineer.

Engineer may be suspended or dismissed by Lieutenant-Governor.

(3)—The District Engineer may be suspended, removed, or dismissed, from his office by the Lieutenant-Governor.

Establishments and salaries how to be fixed.

135. The Committee, subject to the limit of cost imposed by section 104, may, with the sanction of the Commissioner, determine, and from time to time alter, the details of the establishment of officers (other than the District Engineer), clerks, and servants to be employed by them or by any Branch Committee, as hereinafter appointed for the purposes of this Act, and the salary to be paid to each such officer, clerk, or servant; provided that no salary exceeding Rs. 200 a month shall be attached to any office without the express sanction of the Lieutenant-Governor.

অথবা কমিটীকে উহা বাড়াইবার বা কমাইবার আদেশ দিতে পারিবেন। কোন জিলায় ঐ বেতন স্থির করিবার সময়ে, তথায় যে প্রকারের পূর্ত্তকার্য্যের প্রয়োজন ও যাদৃশ কর্ম্ম করিতে হইবে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উক্তরূপে যে বেতন স্থিরীকৃত হইয়া অনুমোদিত হয় তাহা কমিটী শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদনক্রমে সময়ে২ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত করিবার কথা।

১৩৪ ধারা। (১)—ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের পদ শূন্য হইলে, কমিটী উক্ত ঘটনার কথা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে জানাইবেন। তাহা হইলে তিনি তিন জনের অন্যূন যোগ্য কার্য্যকারকদের নামের ফর্দ্দ কমিটীর সম্মুখে স্থাপন করাইবেন, এবং ঐ ফর্দ্দে যে সকল ব্যক্তির নাম থাকে তাঁহাদের মধ্য হইতে কমিটী একজন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র মনোনীত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

বর্ত্তমান নিয়োগ কেবল দুইবৎসর সিদ্ধ থাকিবার কথা।

(২)—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের পদে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের নিয়োগ ঐ সময়াবধি দুই বৎসরের অনধিক কাল সিদ্ধ থাকিবে, এবং উক্ত কাল গত হইলে যে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের পদে শেষ নিয়োগ এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহা শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রকারে একজন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত করা যাইবে।

কিন্তু পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ও কমিটীর এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে ব্যক্তি ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের পদে নিযুক্ত থাকেন, কমিটী শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ইঞ্জিনিয়রকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবার কথা।

(৩)—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রকে স্থগিত বা অবসৃত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

সেরেস্তা ও বেতন কিরূপে ধার্য্য করিতে হইবে ইহার কথা।

১৩৫ ধারা। কমিটী বা এই আইনের কার্য্যপক্ষে পশ্চাল্লিখিত মতে নিযুক্ত কোন শাখা কমিটী ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র ছাড়া যত জন কার্য্যকারক, কেরাণী ও চাকরের সেরেস্তা রাখিবেন, ও তদ্রূপ প্রত্যেক কার্য্যকারক, কেরাণী বা চাকরকে যত বেতন দিবেন, কমিটী ইহা ১০৪ ধারার নির্দ্ধারিত খরচের নিয়মাধীনে কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নিরূপণ করিতে ও সময়ে২ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। কিন্তু শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে কোন পদের মাসে ২০০৲ টাকার অধিক বেতন ধার্য্য করা যাইবে না।

Appointments how to be made.

Appointments to offices on the establishment so determined shall be made as follows:—

to every office of which the salary does not exceed Rs. 50 per mensem, by the Chairman of the Committee or of the Branch Committee, as the case may be;

to every office of which the salary exceeds such amount, by the Committee or the Branch Committee, as the case may be, with the approval of the Commissioner.

Any such officer, clerk, or servant as aforesaid may be suspended or dismissed by the authority appointing him, subject to an appeal to the Commissioner, whose decision shall be final.

Leave of absence to officers.

136. The Committee shall make such rules as to leave of absence and absentee allowances as they from time to time may think fit for their own officers and servants, as well as for those of any Branch Committee;

Provided that in the case of District Engineers, drawing a salary of Rs. 200 or upwards per mensem, leave of absence on medical certificate shall be granted in accordance with the rules contained in Supplement F of the Civil Leave Code, or of any other rules for the time being in force for uncovenanted officers.

Salaries not to exceed one-fourth of income.

137. The aggregate salaries and absentee allowances of the engineers, officers, clerks and servants aforesaid, entertained by any District Road Committee and by all Branch Committees in any district, together with the expenses of the Collector's establishments under section 63, and the amount which such District Road Committee is required to pay under section 183 shall not for any one year, without the express sanction of the Lieutenant-Governor, exceed one-fourth of the income of the Committee for the said year, exclusive of the balance of the previous year.

Appointment of Divisional Superintendent of Works

138. The Lieutenant-Governor may, on the application of two-thirds of the Committees in any division, appoint a Divisional Superintendent of Works, with the necessary office establishment, for the control and supervision of the executive works establishment in all districts of such division, and may determine the proportion of the cost payable by each district in the division in respect of the same.

[*Government Gazette*, 27*th July* 1880.]

নিয়োগ কিরূপে করিতে হইবে, ইহার কথা।

উক্তরূপে নিরূপিত সেরেস্তার ভিন্ন২ পদে নিয়োগ নিম্নলিখিতমতে করা যাইবে।

যে পদের মাসিক বেতন ৫০৲ টাকার অধিক নহে, তাহাতে কমিটীর বা স্থল বিশেষে শাখা কমিটীর সভাপতি নিয়োগ করিবেন।

যে পদের বেতন উক্ত টাকার অধিক, তাহাতে কমিটী বা স্থল বিশেষে শাখা কমিটী কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া নিয়োগ করিবেন।

যে কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বোক্তরূপ কোন কার্য্যকারক, কেরাণী বা চাকরকে নিযুক্ত করেন, সেই কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন। তাহা করিলে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

কার্য্যকারকদিগকে ছুটী দিবার কথা।

১৩৬ ধারা। কমিটী আপনাদের ও শাখা কমিটীর কার্য্যকারক ও চাকরদের ছুটী ও ছুটীকালীন বৃত্তি বিষয়ে সময়ে২ যেরূপ বিহিত বোধ করেন সেইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

কিন্তু ২০০৲ বা তদধিক টাকা মাসিক বেতন ভোগী ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের সম্বন্ধে, চিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে ছুটী সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর F চিহ্নিত পরিশিষ্ট বিধিমতে অথবা অচিহ্নিত কার্য্যকারকদের নিমিত্ত যৎকালে অন্য যে বিধি প্রচলিত থাকে সেই বিধিমতে দেওয়া যাইবে।

বেতন আয়ের চতুর্থাংশের অধিক না হইবার কথা।

১৩৭ ধারা। কোন প্রদেশীয় পথের কমিটী ও সমুদয় শাখা কমিটী পূর্ব্বোক্তরূপ যত জন ইঞ্জিনিয়র, কার্য্যকারক, কেরাণী ও চাকর রাখেন, তাহাদের মোট বেতন ও ছুটীকালীন বৃত্তি ও ৬৩ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের সেরেস্তার খরচ ও ১৮৩ ধারামতে প্রদেশীয় পথের কমিটীর যে টাকা দিতে হয় তাহা কোন বৎসর শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে পূর্ব্ব বৎসরের বাকী বাদে উক্ত বৎসর কমিটীর যে আয় হয় তাহার চতুর্থাংশের অধিক হইবে না।

খণ্ডস্থ কার্য্যের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৩৮ ধারা। কোন খণ্ডের কমিটীসমূহের তিন ভাগের দুই ভাগ প্রার্থনা করিলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত খণ্ডের সমুদয় জিলার কার্য্য সম্পাদক সেরেস্তার উপর কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আমলা সেরেস্তাসহ খণ্ডস্থ কার্য্যের একজন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিতে, এবং তৎসম্পর্কীয় খরচের যে অংশ উক্ত খণ্ডের প্রত্যেক জিলা হইতে দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

139. The Lieutenant-Governor may, on the application of any number of districts, whether forming part of the same division or otherwise, appoint a Superintendent of Works and establishment as aforesaid for such districts, and determine the proportion of the cost payable by each such district in respect of the same.

Appointment of Superintendent of Works for group of districts.

140. The Committee may, with the approval of the Lieutenant-Governor, make rules for pensions and gratuities to be granted and paid out of the District Road Fund to their officers and servants, and to those of any Branch Committee, and may from time to time, with such approval, repeal, alter, or add to such rules;

Pensions, gratuities, &c.

Provided that no officer shall be entitled to any pension or gratuity under this Act from the Road Fund of any district in respect of any period during which he was not serving under the Committee of such district, or under the Collector of such district on an establishment entertained under section 93 for the purposes of this Act;

Provided also that no officer lent by Government and contributing from his salary to any pension fund shall be entitled to claim any pension from the District Road Fund.

141. The Committee may through their Chairman or Vice-Chairman enter into and execute any contract necessary for the purposes of this Act;

Mode of executing contracts.

Provided that every contract made on behalf of the Committee in respect of any sum exceeding five hundred rupees, or which shall involve a value exceeding five hundred rupees, shall be sanctioned by the Committee and shall be in writing and signed by at least two of the members of the Committee, one of whom shall be the Chairman or Vice-Chairman:

Unless so executed, such contract shall not be binding on the Committee.

142. No member, officer or servant of the Committee shall be in anywise pecuniarily interested in any contract or work made with, or executed for, the Committee; and if any such member, officer or servant be so interested, he shall be incapable of afterwards continuing to be a member of the Committee, or holding or continuing in any office or employment under the Committee, and shall be liable on conviction thereof to a fine of five hundred rupees;

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৭ জুলাই।]

১৩৯ ধারা। একই খণ্ডের অন্তর্গত হউক আর না হউক, কএক জিলা হইতে প্রার্থনাপত্র পাইলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঐ২ জিলার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সেরেস্তাসহ পূর্ত্তকার্য্যের একজন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিতে ও তৎসম্পার্কীয় খরচের যে অংশ প্রত্যেক জিলা হইতে দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

কএক জিলার নিমিত্ত কার্য্যের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৪০ ধারা। কমিটী শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদন ক্রমে আপনাদের ও কোন শাখা কমিটীর কার্য্যকারক ও চাকরদিগকে প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে পেন্‌শ্যন ও পারিতোষিক দিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ও উক্তরূপ অনুমোদন ক্রমে সময়ে২ ঐ বিধি রহিত বা পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিবেন।

পেন্‌শ্যন ও পারিতোষিকাদির কথা।

কিন্তু কোন কার্য্যকারক যে সময়ে এই আইনের কার্য্যপক্ষে ৯৩ ধারামতে নিযুক্ত কোন সেরেস্তায় কোন জিলার কমিটীর বা কালেক্টর সাহেবের অধীনে কর্ম্ম না করেন, সেই সময় সম্বন্ধে উক্ত জিলার পথের তহবীল হইতে এই আইনমতে কোন পেন্‌শ্যন বা পারিতোষিক পাইতে পারিবেন না।

পরন্তু গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত যে কার্য্যকারক আপনার বেতন হইতে কোন পেন্‌শ্যনের তহবীলে চাঁদা দেন, তিনি প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে কোন পেন্‌শ্যনের দাওয়া করিতে পারিবেন না।

১৪১ ধারা। কমিটী আপনাদের সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি দ্বারা এই আইনের কার্য্যপক্ষে প্রয়োজনীয় কোন চুক্তি করিতে ও তাহা সাধন করিতে পারিবেন।

যে প্রকারে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে, তাহার কথা।

কিন্তু পাঁচশত টাকার অধিক টাকা সম্পার্কীয়, কিম্বা পাঁচশত টাকার অধিক মূল্যঘটিত যে চুক্তি কমিটীর পক্ষে করা যায়, তদ্বিষয়ে কমিটীর অনুমোদন লইতে হইবে, এবং তাহা লিখিত হইবে ও তাহাতে কমিটীর ন্যূন দুইজন মেম্বরের স্বাক্ষর থাকিবে, তন্মধ্যে একজন সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি হওয়া চাই।

উক্ত প্রকারে সম্পাদন করা না গেলে, কমিটী তদ্রূপ চুক্তিদ্বারা আবদ্ধ হইবেন না।

১৪২ ধারা। কমিটীর সঙ্গে যে চুক্তি করা যায় কিম্বা কমিটীর নিমিত্তে যে কর্ম্ম করা যায় তাহাতে কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তির কি কর্ম্মকারকের কি চাকরের সংস্রব বা স্বার্থ না থাকে। থাকিলে সেই ব্যক্তি তৎপরে কমিটীতে থাকিতে কিম্বা কমিটীর অধীন কোন পদ ধারণ কি কর্ম্ম করিতে কিম্বা সেই পদে কি কর্ম্মে থাকিতে পাইবেন না ও সেই অপরাধের প্রমাণ হইলে তাঁহার ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তি ও কর্ম্মকারকেরা চুক্তির অংশী হইলে দণ্ডের কথা।

Penalty on members and officers being interested in contracts.

Exception.

Provided that nothing in this section shall apply to any person by reason only of his being a shareholder in any company incorporated by Act of Parliament or by Royal Charter or otherwise, or registered under any Act for the registration of Joint-Stock Companies, passed by the Parliament of the United Kingdom, or by any Indian Legislature, which may enter into any contract with the Committee, or execute any work for the Committee, if such person shall, at or before the time of any such contract being made or tendered for, declare to the Committee the extent of his interest in such company, and, if he be an officer or servant of the Committee, obtain the sanction of the Committee to his continuing to be such officer or servant.

Statement of communications to be prepared.

143. On the commencement of this Act in any district or part of a district, the Vice-Chairman, within three months after his election, shall cause to be prepared a general statement of the roads, bridges, water-channels and other means of communication to be brought within the operation of this Act within the three years then next ensuing, and the Committee shall at some meeting to be held within one month after the submission of such statement, or at any adjourned meeting, take such statement into consideration, and may pass such statement, or may make such alteration or addition therein as it shall think fit. Such statement shall be prepared with due advertence to the provisions of section 111.

Statement to be forwarded to Commissioner.

144. The Committee shall forward the statement which shall be passed as provided in the last preceding section to the Commissioner for transmission to the Lieutenant-Governor.

Supplemental statement.

145. The Vice-Chairman may in any subsequent year cause to be prepared a supplemental statement of the kind mentioned in section 143 or a revised statement, and every such supplemental or revised statement shall be subject to the provisions of the last two preceding sections with respect to the statement therein mentioned.

Lieutenant-Governor may include or exclude any works in or from statement.

146. The Lieutenant-Governor may at any time order that any road, bridge, water-channel, or other means of communication as abovementioned be included in, added to, or excluded from, any statement or supplementary or revised statement prepared as mentioned in section 143 or 145.

[*Government Gazette*, 27*th July* 1880.]

বর্জ্জিত কথা।

কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের আইন দ্বারা বা রাজকীয় চার্টর দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে যে কোম্পানি সমাবায়িত হয় কিম্বা ইংলণ্ড ও আয়রলণ্ডসংযুক্ত রাজ্যের পার্লিয়ামেণ্টের কিম্বা ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপকগণের দ্বারা জাইণ্ট-ষ্টক কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার আইন প্রণীত হইয়া তদ্দ্বারা যে কোম্পানি রেজিষ্টরী করা যায় কমিটীর সঙ্গে সেই কোম্পানির চুক্তি হইলে কিম্বা কমিটীর নিমিত্ত সেই কোম্পানি কর্ম্ম করিলে, ঐ কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি সেই কোম্পানির অংশী হইলে, সেই ব্যক্তি ঐ চুক্তি করিবার কিম্বা তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ হইবার সময়ে কিম্বা তৎপূর্ব্বে ঐ কোম্পানিতে আপনার যত দূর স্বার্থ থাকে তাহা ব্যক্ত করিলে অথবা কমিটীর কর্ম্মকারক কি চাকর হইয়া কমিটীর নিকট কর্ম্মকারক কি চাকরের পদে থাকিবার অনুমতি পাইলে ঐ কোম্পানির অংশী হইলেও এই ধারার পূর্ব্বোক্ত কথা তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

পথের বর্ণনা প্রস্তুত করিবার কথা।

১৪৩ ধারা। এই আইন কোন জিলায় বা জিলার অংশে প্রচলিত হইলে ঐ জিলার যে২ পথ ও পুল ও জলপ্রণালী ও গমনাগমনের অন্যান্য উপায় আগামি তিন বৎসরের মধ্যে এই আইনের বিধানের অধীনে আনা যাইবে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে তাহার সাধারণ বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইবেন। এবং ঐ বর্ণনাপত্র অর্পণ হইবার পর এক মাসের মধ্যে কমিটী অধিবেশন করিয়া কিম্বা সেই সময় কর্ম্ম স্থগিত রাখিয়া সময়ান্তরে অধিবেশন করিয়া ঐ বর্ণনাপত্র বিবেচনাকরণপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। অথবা যেরূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপে তাহা পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিবেন। ১১১ ধারার বিধানের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়া ঐ বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে।

কমিশ্যনর সাহেবের নিকট বর্ণনাপত্র পাঠাইবার কথা।

১৪৪ ধারা। পূর্ব্বধারার বিধানমতে যে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করা যায় কমিটী তাহা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে প্রেরণ নিমিত্ত কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্র।

১৪৫ ধারা। তৎপশ্চাৎ কোন বৎসর প্রতিনিধি সভাপতি ১৪৩ ধারার লিখিত প্রকারের পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্র কিম্বা সংশোধিত বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইতে পারিবেন। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারায় বর্ণনাপত্রের যে বিধান হইয়াছে এই ধারার উল্লিখিত পরিশিষ্ট বা সংশোধিত বর্ণনাপত্রের প্রতি সেই বিধান বর্ত্তিবে।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কোন কার্য্য বর্ণনাপত্র মধ্যে ধরিতে অথবা তাহা হইতে বাদ দিতে পারিবার কথা।

১৪৬ ধারা। ১৪৩ বা ১৪৫ ধারার লিখিতমতে যে কোন বর্ণনাপত্র বা পরিশিষ্ট বা সংশোধিত বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করা যায়, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর [illegible] কোন সময়ে কোন পথ বা পুল বা জলপ্রণালী বা গমনাগমনের অন্য উপায় সেই বর্ণনাপত্রের মধ্যে ধরিবার কিম্বা তাহাতে যোগ করিবার অথবা তাহা হইতে বাদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

Estimates; rate and publication thereof.

Collector to submit annual statement to Committee of estimated assets for coming year.

147. The Collector shall, at such date as the Committee shall fix, prepare and deliver to the Committee a statement showing under separate heads the estimated proceeds for the cess year then next ensuing, of the road cess at the maximum rate hereinbefore provided, and also of any sum and of any sources of revenue for the said year which the Lieutenant-Governor shall have assigned to the said district, or which may be otherwise at the disposal of the Committee.

Annual estimate to be prepared.

148. The Committee shall, at some meeting to be held in such month as the Lieutenant-Governor shall determine, prepare an estimate of the income and expenditure of the Committee for the cess year then next ensuing.

Works not to be constructed until estimates passed or execution sanctioned.

149. Notwithstanding that any work has been included in such estimate, the Committee shall not begin the construction of any work until detailed specifications and estimates of the same have been passed, or until the execution of the work shall have been otherwise sanctioned by any authority whose sanction to the execution of such work is required under any rules made by the Lieutenant-Governor on that behalf as hereinafter provided.

Committee to determine rate of road cess.

150. In making the estimate of income as by the last section required, the Committee shall take into consideration any sum and the proceeds of any source of revenue which shall have been placed at their disposal by the Lieutenant-Governor, or which may otherwise be available to them, and any unexpended balance of the District Road Fund of the previous year which is expected to be available for expenditure in the year of estimate; and shall proceed to determine the rate at which it will be necessary to levy the road cess for the last-mentioned year, so as to provide the further amount estimated to be required for expenditure in the said year.

Limit of estimate.

151. The total amount proposed to be expended in any one cess year in and by any estimate prepared as required by section 149, shall not exceed the proceeds estimated to be at the disposal of the Committee for that year from the road cess, if levied within the district at the maximum rate at which

অনুমান পত্র ও তাহার হার ও প্রকাশ করণের কথা।

কমিটীর নিকট কালেক্টর সাহেবের বৎসর২ আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়ের বর্ণনাপত্র দিবার কথা।

১৪৭ ধারা। পূর্ব্বে পথকরের যে অত্যুচ্চ হারের বিধান করা গিয়াছে সেই হারানুসারে পথকরের আগামি বৎসরে পথ করদ্বারা কত টাকা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, প্রদেশীয় কমিটী যে তারিখ নিরূপণ করেন কালেক্টর সাহেব সেই তারিখে পৃথক২ দফামতে ইহার বর্ণনাপত্র এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সেই জিলার পক্ষে সেই বৎসরে যত টাকা ও রাজস্বোৎপাদক যত বিষয় নিরূপণ করেন, অথবা যাহা প্রকারান্তরে কমিটীর হস্তে আইসে, তাহার বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া প্রদেশীয় কমিটীকে দিবেন।

বৎসর ২ অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

১৪৮ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে মাস নিরূপণ করেন কমিটী সেইমাসে অধিবেশন করিয়া পথকরের আগামি বৎসরে কমিটীর কত টাকা আয় ও ব্যয় হইবার সম্ভাবনা ইহার অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন।

যাবৎ অনুমানপত্র গ্রাহ্য বা কার্য্য সম্পাদনের অনুমতি প্রদত্ত না হয়, কার্য্যারম্ভ না করিবার কথা।

১৪৯ ধারা। ঐ অনুমানপত্র মধ্যে কোন কার্য্য ধরা গেলেও যতকাল তাহার বিস্তারিত বিবরণ ও অনুমান পত্র গ্রাহ্য করা না যায়, অথবা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে তদর্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্টগবর্ণর সাহেবের প্রণীত বিধিক্রমে ঐ কার্য্য সম্পাদনার্থ যে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি আবশ্যক যত কাল সেই কর্ত্তৃপক্ষ প্রকারান্তরে উক্ত কার্য্য সম্পাদনের অনুমতি না দেন; তত কাল কমিটী ঐ কার্য্য আরম্ভ করিবেন না।

কমিটীর পথকরের হার নিরূপণ করিবার কথা।

১৫০ ধারা। পূর্ব্বধারামত আয়ের অনুমানপত্র করিতে হইলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কমিটীর হাতে যত টাকা ও রাজস্বোৎপাদক যে২ বিষয় অর্পণ করেন, অথবা যাহা প্রকারান্তরে তাঁহাদের ব্যবহারে আসিতে পারে, এবং পূর্ব্ব বৎসরের প্রদেশীয় পথের তহবীলের অব্যয়িত যে অংশ অনুমানপত্রঘটিত বৎসরে ব্যয় করিতে পারা যায়, তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ বৎসরের অনুমানপত্রমতে অতিরিক্ত যত টাকা আবশ্যক হয়, তত টাকা তুলিবার নিমিত্তে এই আইনমতে কি হারে পথকর ধরিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিবেন।

অনুমান পত্রের পরিসীমার কথা।

১৫১ ধারা। ৬ ধারার উল্লিখিতমতে করসংক্রান্ত কোন বৎসরে কোন জিলার পথকর অতি উচ্চ যে হারে ধরিবার অনুমতি হইল তদনুসারে অনুমান যত টাকা উৎপন্ন হইয়া সেই বৎসর কমিটীর ব্যয়ার্থে থাকিবে এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঐ কমিটীর নামে যত টাকা নিরূপণ করেন ও

such cess is leviable as mentioned in section 6, together with any sum, and the annual proceeds of any source of revenue which shall have been placed by the Lieutenant-Governor at the disposal of the Committee, or which may be otherwise at their disposal, and with the estimated unexpended balance of the District Road Fund of the previous year as abovementioned.

Commissioner may revise estimate.

152. Every such estimate prepared by the Committee under section 148 shall be forwarded by the Vice-Chairman through the Collector to the Commissioner, and the Commissioner may approve such estimate and the rate determined by the Committee.

Commissioner may under certain circumstances alter estimate.

153. If such estimate shall have been approved by any number being less than two-thirds of the members of the Committee present at the meeting at which such estimate was adopted, the Commissioner may, before approving of such estimate, make such alterations as he shall think fit in the details or total of such estimate, or may return such estimate to the Committee with instructions to make any such alterations in such details or total;

Provided that the Commissioner shall not make, and shall not require the Committee to make, otherwise than with their own consent, any such alterations as shall have the effect of raising the total of such estimate above the total of the sum estimated to be at the disposal of the Committee for expenditure during the year in question, the cess being levied at the rate which may have been determined for such year by the Committee under section 150:

On receipt of such instructions the Committee shall proceed to make such alterations, and shall resubmit the estimate to the Commissioner, who shall thereupon approve of the estimate and of the rate determined by the Committee.

Procedure where estimate has been approved by not less than two-thirds of Committee.

154. (1)—If any estimate prepared under section 148 shall have been approved by any number not being less than two-thirds of the members of the Committee present at the meeting at which such estimate was adopted, the Commissioner may, before approving of such estimate, make a communication to the Committee bringing to

রাজস্বোৎপাদক যে২ বিষয় অর্পণ করেন অথবা যাহা প্রকারান্তরে কমিটীর ব্যবহারে আসিতে পারে, তাহা-হইতে বৎসর২ যত টাকা উৎপন্ন হয় ও পূর্ব্ববৎসরের পথ কর তহবীলে খরচ বাদ অনুমান যত টাকা থাকে ১৪৯ ধারামতে প্রস্তুত কোন অনুমানপত্রে সেই বৎসরে সর্ব্ব-সুদ্ধ ইহার অধিক টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব করিতে হইবে না।

কমিশ্যনর দ্বারা সেই অনুমানপত্র সংশোধন হইবার কথা।

১৫২ ধারা। ১৪৮ ধারামতে কমিটী যে অনুমানপত্র প্রস্তুত করেন, প্রতিনিধি সভাপতি কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে সেই অনুমানপত্র পাঠাইবেন। কমিশ্যনর সাহেব সেই অনুমানপত্র ও কমিটীর নিরূপিত হার গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কোন২ স্থলে কমিশ্যনর সাহেবের অনুমানপত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার কথা।

১৫৩ ধারা। ঐ অনুমানপত্র যে অধিবেশন কালে গ্রাহ্য করা যায়, সেই অধিবেশনকালে কমিটীর যে ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের তিন অংশের দুই অংশের ন্যূন ব্যক্তি ঐ অনুমানপত্র অনুমোদন করিলে, কমিশ্যনর সাহেব তাহা অনুমোদন করিবার পূর্ব্বে যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপে তন্মধ্যে বিশেষ২ বা মোটে যত টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব হয় তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ বিশেষ২ বা মোট টাকার কি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহার উপদেশ সহিত ঐ অনুমানপত্র কমিটীকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু ঐ বৎসরের জন্য ১৫০ ধারামতে কমিটী যে হার নিরূপণ করেন, সেই হারে কর আদায় করা গেলে, ঐ বৎসর ব্যয়ার্থে কমিটীর হাতে মোট যত টাকা থাকিবার সম্ভাবনা বলিয়া অনুমান হয়, সেই টাকা যাহাতে বাড়িয়া যায়, কমিশ্যনর সাহেব কমিটীর সম্মতি না লইয়া ঐ অনুমানপত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন করিবেন না বা করিবার নিমিত্ত কমিটীর প্রতি আদেশ দিবেন না।

কমিটী উক্তরূপ উপদেশ পাইলে তদ্রূপ পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং অনুমানপত্র পুনর্ব্বার কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। তাহা হইলে তিনি উক্ত অনুমানপত্র ও কমিটীর নিরূপিত হার অনু-মোদন করিবেন।

কমিটীর তিন ভাগের অন্যূন দুই ভাগলোকে অনুমানপত্র অনুমোদন করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৫৪ ধারা। (১)—১৪৮ ধারামতে প্রস্তুত কোন অনুমানপত্র কমিটীর যে অধিবেশনে গ্রাহ্য করা যায় সেই অধিবেশনে যত জন মেম্বর উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের তিন ভাগের দুই ভাগের অন্যূন ব্যক্তিরা ঐ অনুমানপত্র অনুমোদন করিলে, কমিশ্যনর সাহেব যদি দেখেন যে ঐ অনুমানপত্রের বিশেষ২ বা মোট টাকার কোন২ পরিবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয়, তবে

their notice any alterations which it appears to him to be desirable to make in the details or total of such estimate;

and on receipt of such communication, the Committee shall proceed to reconsider such suggestions, and may either,

(*a*) adopt such suggestions or any of them and revise their estimate accordingly, and, if necessary, the rate determined by them as that at which the cess shall be leviable during the coming year, and submit such revised estimate and rate for the sanction of the Commissioner; or

(*b*) may adhere to their original estimate, and resubmit it to the Commissioner with their reasons for adhering to the same.

(2)—On receipt of such estimate so resubmitted the Commissioner may either sanction the estimate and rate as determined by the Committee or may submit such estimate, together with the reasons recorded by the Committee for adhering to the same, to the Lieutenant-Governor.

When estimate is submitted by Commissioner, Lieutenant-Governor may pass orders thereon.

155. Whenever any such estimate shall be so submitted by the Commissioner, the Lieutenant-Governor may approve of such estimate, or pass such orders as he shall think fit, in respect to the alteration of the details or of the total of such estimate;

Provided that the Lieutenant-Governor shall not make any such alterations or require the Road Committee to make any such alterations as shall have the effect of raising the total of such estimate above the total of the sum estimated to be at the disposal of the Committee for expenditure during the year in question, the cess being levied at the rate which may have been determined for such year by the Committee under section 150, unless such rate shall in his opinion be insufficient to provide for the proper maintenance of such works as are contained in the statement prepared under section 143 or 145.

If it shall appear to the Lieutenant-Governor that the proceeds of the cess at the rate so determined will not suffice for such purpose, the Lieutenant-Governor may order that the cess shall be levied for the year in question at such rate as he may deem sufficient for such purpose, subject to the limit in section 6 provided.

Rate determined to be reported to Lieutenant-Governor.

156. When the estimate prepared and the rate determined by the Committee shall have been approved by the Commissioner under section 152, 153 or 154, the rate so determined and approved shall be reported

তিনি তাহা অনুমোদন করিবার পূর্ব্বে ঐ ২ পরিবর্ত্তনের কথা জানাইবার নিমিত্তে কমিটীকে পত্র লিখিতে পারিবেন।

ঐ পত্রপাইলে, কমিটী ঐ২ কথার পুনঃ বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং হয়

(ক) ঐ সকল বা তন্মধ্যে কোন কথা গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে আপনাদের অনুমান পত্র, ও আবশ্যক হইলে আগামী বৎসরে কর আদায় করিবার যে হার নিরূপণ করিয়া থাকেন তাহা, সংশোধন করিবেন, এবং ঐ সংশোধিত অনুমানপত্র ও হার কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনার্থে পাঠাইবেন; নয়

(খ) আপনাদের মূল অনুমানপত্র বজায় রাখিয়া বজায় রাখিবার হেতুসহ তাহা কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পুনর্ব্বার পাঠাইবেন।

(২) উক্তরূপে পুনঃপ্রেরিত অনুমানপত্র প্রাপ্ত হইলে, কমিশ্যনর সাহেব কমিটীর ধার্য্যকৃত অনুমানপত্র ও হার অনুমোদন করিতে পারিবেন; কিম্বা ঐ অনুমানপত্র বজায় রাখিবার নিমিত্ত কমিটী যে২ যুক্তি লিপিবদ্ধ করেন সেই২ যুক্তি সহ ঐ পত্র শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

কমিশ্যনর সাহেব অনুমান পত্র পাঠাইলে তৎসম্বন্ধে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৫৫ ধারা। কমিশ্যনর সাহেব উক্তরূপ কোন অনুমান পত্র ঐ রূপে পাঠাইলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঐ অনুমান পত্র অনুমোদন করিতে পারিবেন, অথবা ঐ অনুমানপত্রের বিশেষ২ বা মোট টাকার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু ঐ বৎসরের জন্য ১৫০ ধারামতে কমিটী যে হার নিরূপণ করেন, সেইহারে কর আদায় করা গেলে, ঐ বৎসর বয়ার্থে কমিটীর হাতে মোট যত টাকা থাকিবার সম্ভাবনা বলিয়া অনুমান হয়, সেই টাকা যাহাতে বাড়িয়া যায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঐ অনুমানপত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন করিবেন না বা করিবার নিমিত্ত কমিটীর প্রতি আদেশ দিবেন না। কিন্তু ১৪৩ বা ১৪৫ ধারামতে প্রস্তুত বর্ণনাপত্রে যে২ কার্য্য ধরা যায়, সেই২ কার্য্য যথাবিধি রক্ষা করিবার বিধান নিমিত্ত উক্ত হার তাঁহার মতে অপ্রচুর হইলে, এই নিষেধ খাটিবে না।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের যদি প্রতীতি জন্মে যে, উক্তরূপ নিরূপিত হারে কর লইলে তদুৎপন্ন টাকা উক্ত কার্য্য সাধনের উপযোগী হইবে না, তবে তিনি ৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট অত্যুচ্চ হারের নিয়মাধীনে উক্ত কার্য্য সাধন নিমিত্ত যে হার উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই হারে ঐ বৎসর উক্ত কর আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নিরূপিত হার সম্বন্ধে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

১৫৬ ধারা। কমিটী যে অনুমানপত্র প্রস্তুত করেন ও যে হার নিরূপণ করেন, তাহা ১৫২, ১৫৩ বা ১৫৪ ধারামতে কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করিলে, তিনি উক্ত নিরূপিত ও অনুমোদিত হার বিষয় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর

by the Commissioner to the Lieutenant-Governor, who shall forthwith cause the same to be published in the *Calcutta Gazette.*

Rate to be published in Gazette.

157. When the Lieutenant-Governor shall have approved of any estimate submitted to him as provided by section 154 and of the rate determined by the Committee under section 150, or under clause (*a*) of section 154 in connection with such estimate, or when the Lieutenant-Governor shall under section 155 have ordered that the cess shall be levied at any other rate, the Lieutenant-Governor shall cause such rate as finally fixed by him to be published in the *Calcutta Gazette.*

Rate published to be rate in force for year.

158. The rate published in the said *Gazette* as provided in either of the last two preceding sections shall be the rate at which the road cess shall be leviable for the year in respect of which such rate is so published, and the Collector shall cause such rate to be published and proclaimed throughout the district and notice be given thereof as in section 40 is provided.

Estimates may be amended.

159. Any estimate prepared under section 148 and approved as hereinbefore provided may be amended or revised at any time with the sanction of the authority who originally approved of such estimate; provided that the total of the estimate of expenditure as amended shall not exceed the total of the sums estimated to be available for expenditure during the year.

CHAPTER X.—*Branch Committees.*

Branch Committees.

160. In any district to which this Act shall have been extended, the Lieutenant-Governor may, in addition to a District Road Committee, form as many Branch Committees as he shall think fit for carrying out the purposes of this Act, and shall appoint a Chairman and Vice-Chairman thereof respectively, and shall define the portion of such district within which any Branch Committee shall exercise the powers conferred and discharge the duties imposed upon them by this Act;

Provided that whenever the office of Vice-Chairman of any Branch Committee shall become vacant, the Chairman thereof may, with the approval of the Commissioner, appoint any member of such Branch Committee to be Vice-Chairman thereof *ad interim,* until the vacancy shall have been filled up by the Lieutenant-Governor.

[*Government Gazette, 27th July* 1880.]

সাহেবের নিকট রিপোর্ট পাঠাইবেন। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অবিলম্বে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করাইবেন।

ঐ হার গেজেটে প্রকাশ করিবার কথা।

১৫৭ ধারা। ১৫৪ ধারার বিধানমতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট যে কোন অনুমানপত্র পাঠান যায় ও ঐ অনুমানপত্র সম্বন্ধে ১৫০ ধারামতে কিম্বা ১৫৪ ধারার (ক) প্রকরণমতে কমিটী যে হার নিরূপণ করেন, তিনি তাহা অনুমোদন করিলে, অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৫৫ ধারামতে অন্য কোন হারে কর আদায় করিবার আজ্ঞা দিলে, তিনি যে হার চূড়ান্তরূপে ধার্য্য করেন তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করাইবেন।

প্রকাশিত হার ঐ বৎসর প্রবল হইবার কথা।

১৫৮ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারার বিধানমতে উক্ত গেজেটে যে হার প্রকাশ করা যায়, তাহা যে বৎসর সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়, সেই বৎসর উক্ত হারে পথকর আদায় করা যাইবে, এবং কালেক্টর সাহেব ৪০ ধারার বিধানমতে জিলার সমুদয় স্থানে ঐ হার প্রকাশ করাইবেন ও তাহার নোটিস দেওয়াইবেন।

অনুমানপত্র সংশোধন করিতে পারিবার কথা।

১৫৯ ধারা। ১৪৮ ধারামতে প্রস্তুত কোন অনুমানপত্র পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে অনুমোদিত হইলে, তাহা যে কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে অনুমোদন করেন, সেই কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক যে কোন সময়ে ঐ অনুমানপত্র পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করা যাইতে পারিবে। কিন্তু সংশোধন করিয়া মোট যত ব্যয়ের অনুমানপত্র হয়, তাহা ঐ বৎসর ব্যয় করা যাইতে পারে বলিয়া মোট যত টাকা ধরা গিয়াছে তদধিক না হয়।

১০ অধ্যায়।—শাখা কমিটীর কথা।

শাখাকমিটীর কথা।

১৬০ ধারা। এই আইন যেং জিলায় প্রচলিত করা যায়, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সেইং জিলায় প্রদেশীয় পথের কমিটী ভিন্ন এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যত শাখা-কমিটী থাকা উচিত বোধ করেন নিযুক্ত করিতে পারিবেন ও সেইং কমিটীর সভাপতিকে ও প্রতিনিধি সভাপতিকে নিযুক্ত করিবেন, এবং শাখা কমিটীর প্রতি এই আইনমতে যেং ক্ষমতা প্রদান ও যেং কার্য্য অর্পণ করা যায় তাঁহারা উক্ত জিলার কোন্ অংশে সেইং ক্ষমতামতে সেইং কার্য্য নিষ্পাদন করিবেন ইহা নির্ণয় করিবেন।

কিন্তু কোন শাখাকমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদ শূন্য হইলে, যতকাল শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঐ শূন্যপদ পূর্ণ না করেন, ঐ শাখা কমিটীর সভাপতি কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনক্রমে ঐ কমিটীর কোন মেম্বরকে তত কাল প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

Sections which apply to them.

161. The provisions of sections 111 to 119 (both inclusive), of sections 121 to 130 (both inclusive), and of sections 141 and 142 respecting District Road Committees, shall apply, so far as the same are applicable, to such Branch Committees.

Chairman and Vice-Chairman of Branch Committee may be removed.

162. The Lieutenant-Governor may remove the Chairman or Vice-Chairman of a Branch Committee whenever he shall think fit.

Member of Branch Committee may be additional member of District Committee.

163. Every Branch Committee may from time to time select any member thereof to be an additional member of the District Road Committee, and such member shall thereupon, for the space of one year, become a member of the said Committee.

Branch Committees' statements.

164. Every such Branch Committee shall be, except as hereinafter provided, subordinate to the District Road Committee, and shall forward to the Committee such statements, suggestions and estimates as it may think fit, and the Committee shall consider and have regard to such statements, suggestions and estimates in framing the statements and estimates hereinbefore directed.

Branch Committee may require statement to be submitted to Lieutenant-Governor.

165. Any such Branch Committee may require that any such statement, suggestion or estimate, shall be submitted to the Commissioner for his consideration and for that of the Lieutenant-Governor.

Funds of the Branch Committee.

166. The Lieutenant-Governor may in each year assign to any Branch Committee so much of the Road Fund levied for that year in the district, for portion of which such Branch Committee is appointed, as he may think fit, not exceeding the total estimated proceeds of the road cess leviable within the said portion of the district; and further, may allot to the said Branch Committee so much of the income of the District Road Fund from other sources as he shall think fit.

Special powers of the Branch Committee.

167. The Lieutenant-Governor may in any case declare that a Branch Committee shall have the full powers of a District Road Committee within the said portion of the district, and whenever the Lieutenant-Governor shall so have declared, the District

তাঁহাদের প্রতি যেং ধারা বর্ত্তে তাহার কথা।

১৬১ ধারা। ১১১ অবধি ১১৯ পর্য্যন্ত ও ১২১ অবধি ১৩০ পর্য্যন্ত ও ১৪১ অবধি ১৪২ পর্য্যন্ত ধারায় প্রদেশীয় কমিটীসম্পর্কীয় যেং বিধান হইয়াছে তাহা শাখাকমিটীর প্রতি যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

শাখা কমিটীর সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতিকে অবসৃত করিতে পারিবার কথা।

১৬২ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যখন উচিত বোধ করেন কোন শাখা কমিটীর সভাপতিকে বা প্রতিনিধি সভাপতিকে অবসৃত করিতে পারিবেন।

শাখা কমিটীর মেম্বর প্রদেশীয় কমিটীর অতিরিক্ত মেম্বর হইতে পারিবার কথা।

১৬৩ ধারা। প্রত্যেক শাখা কমিটী আপনাদের কোন মেম্বরকে প্রদেশীয় পথের কমিটীর অতিরিক্ত মেম্বরস্বরূপ মনোনীত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ মেম্বর এক বৎসর কাল উক্ত কমিটীর মেম্বর থাকিবেন।

শাখা কমিটীর বর্ণনাপত্রের কথা।

১৬৪ ধারা। নিম্নলিখিত যে স্থলের অন্য বিধান হইয়াছে সেই স্থল ভিন্ন উক্ত প্রত্যেক শাখাকমিটী প্রদেশীয় কমিটীর অধীন থাকিবেন, ও যেং বর্ণনাপত্র ও প্রসঙ্গপত্র ও অনুমানপত্র উচিত বোধ করেন তাহা প্রদেশীয় কমিটীর নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রদেশীয় কমিটী পূর্ব্ববিধানমতে আপনাদের বর্ণনাপত্র ও অনুমানপত্র প্রস্তুত করণ কালে সেইং বর্ণনা ও প্রসঙ্গ ও অনুমানপত্র বিবেচনা করিবেন ও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বর্ণনাপত্র শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত শাখা কমিটীর অনুরোধ করিতে পারিবার কথা।

১৬৫ ধারা। তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র বা প্রসঙ্গপত্র বা অনুমানপত্র কমিশ্যনর সাহেবের ও শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিবেচনা নিমিত্ত কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পাঠান যায়, কোন শাখা কমিটী এইরূপ অনুরোধ করিতে পারিবেন।

শাখা কমিটীর তহবীলের কথা।

১৬৬ ধারা। উক্ত প্রকারের শাখাকমিটী যে জিলার কোন অংশে নিযুক্ত হন সেই জিলায় কোন বৎসর পথের তহবীলের যত টাকা আদায় হয় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেই বৎসর সেই টাকার যত অংশ উচিত বোধ করেন সেই শাখা কমিটীর প্রতি সেই অংশ নিরূপণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ জিলার সেই অংশে পথ করদ্বারা অনুমান যত টাকা উৎপন্ন হইবে তাহার অধিক নিরূপণ করিবেন না। অন্যং প্রকারে ঐ তহবীলের যত আয় হয় তাহার যে অংশ বিহিত বোধ করেন উক্ত শাখা কমিটীর পক্ষে অর্পণ করিতে পারিবেন।

শাখা কমিটীর বিশেষ ক্ষমতার কথা।

১৬৭ ধারা। জিলার উক্ত অংশে শাখা কমিটী প্রদেশীয় পথের কমিটীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কোন স্থলে এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন; করিলে, প্রদেশীয় পথের কমিটী জিলার সেই অংশে ১৩৫, ১৪১, ১৪৩ ১৪৫, ১৪৮, ১৫২ ১৫৩ ও ১৫৮ ধারামত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন না; তৎকালে

Road Committee shall cease to exercise powers under sections 135, 141, 143, 145, 148, 152, 153 and 158, within such portion of the district; and such powers shall then vest in the Branch Committee; and in any case in which the Lieutenant-Governor may declare that a Branch Committee shall have the powers of a District Road Committee for specified works or specified purposes only, the powers of the District Road Committee in respect of such works and such purposes only shall cease within the said portion of the district, and such powers shall then vest in the Branch Committee.

Their estimates.

168. Every Branch Committee so vested with powers as in the last preceding section provided shall prepare an estimate in regard to their annual income and expenditure similar to that required by section 148 to be prepared by the District Road Committee.

Limit of estimates.

169. The provisions of sections 152, 153, 154, 155, 156, and 157 shall, as f. r as they are applicable, apply to such estimate; provided that the aggregate amount to be expended by the Branch Committee in any year shall not exceed the aggregate of the fund placed at their disposal for that year.

Lieutenant-Governor may assign functions of Chapter XI to Branch Committee.

170. The Lieutenant-Governor may at any time order that any of the functions hereafter mentioned or referred to in Chapter XI shall be discharged by any Branch Committee instead of by the District Road Committee in respect of any portion of the district for which such Branch Committee has been appointed.

Lieutenant-Governor may revoke order forming Branch Committee.

171. The Lieutenant-Governor may at any time revoke an order forming any Branch Committee, or an order declaring that a Branch Committee shall exercise the full powers or any special powers of a District Road Committee.

CHAPTER XI.—*Disbursement and Accounts of the District Road Fund.*

Collector to prepare annual statement of the District Road Fund.

172. The District Road Fund shall be lodged with the Collector and the Collector shall keep a separate account thereof, and shall cause to be prepared an annual statement of such account, showing in detail therein all sums paid into and all disbursements made from the treasury on account of the District Road Fund during the cess year.

[*Government Gazette, 27th July* 1880.]

সেই ক্ষমতা শাখা কমিটীর প্রতি বর্ত্তিবে। কোন বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে কিম্বা কেবল বিশেষ অভিপ্রায়ে শাখা কমিটী প্রদেশীয় পথের কমিটীর ক্ষমতা প্রা[illegible] হইবেন বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কোন স্থলে এমত আজ্ঞা করিলে জিলার সেই অংশে সেই কার্য্যপক্ষে ও কেবল সেই অভিপ্রায়ে প্রদেশীয় পথের কমিটীর ক্ষমতা রহিত হইবে ও শাখা কমিটীর প্রতি ঐ২ ক্ষমতা বর্ত্তিবে।

অনুমান পত্রের কথা।

১৬৮ ধারা। কোন শাখা কমিটীর প্রতি ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে ক্ষমতা প্রদান করা গেলে, ১৪৮ ধারায় প্রদেশীয় পথের কমিটীর বার্ষিক আয়ের ও ব্যয়ের যে প্রকারের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ আছে ঐ শাখা কমিটীও সেই প্রকারের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন।

অনুমানপত্রের পরিসীমার কথা।

১৬৯ ধারা। উক্ত অনুমানপত্রের প্রতি ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ও ১৫৭ ধারার বিধান যত দূর বর্ত্তিতে পারে, বর্ত্তিবে। কিন্তু কোন বৎসর শাখাকমিটীর ব্যয়ার্থে সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকা নিরূপিত হয় তাঁহাদের সেই বৎসরের ব্রসমষ্টি উক্ত টাকার অধিক না হয়।

১১ অধ্যায়ের লিখিত কর্ম্ম শাখা কমিটীর প্রতি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

১৭০ ধারা। জিলার যে অংশের নিমিত্ত কোন শাখা কমিটী নিযুক্ত করা যায়, সেই অংশসম্বন্ধে প্রদেশীয় পথের কমিটীর পরিবর্ত্তে ঐ শাখা কমিটী ১১ অধ্যায়ের পশ্চাৎ লিখিত বা উল্লিখিত কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে কোন সময়ে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

শাখা কমিটী সংস্থাপন সূচক আজ্ঞা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের রহিত করিতে পারিবার কথা।

১৭১ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে কোন সময়ে কোন শাখা কমিটী সংস্থাপন সূচক আজ্ঞা অথবা শাখা কমিটীর প্রতি প্রদেশীয় পথের কমিটীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা বা বিশেষ কোন ক্ষমতা প্রদানসূচক আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

১১ অধ্যায়।—প্রদেশীয় পথের তহবীলের ব্যয়ের ও হিসাবের কথা।

প্রদেশীয় পথের তহবীলের বর্ণনাপত্র কালেক্টর সাহেবের বৎসরং করিবার কথা।

১৭২ ধারা। প্রদেশীয় পথের তহবীল কালেক্টর সাহেবের নিকট গচ্ছিত থাকিবে তিনি তাহার স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবেন। এবং ঐ হিসাবের বার্ষিক বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইবেন। পথকর সংক্রান্ত বৎসরে খাজানাখানা হইতে প্রদেশীয় পথের তহবীলের হিসাবে যত টাকা জমা ও খরচ হয় সেই পত্রে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা লিখিবেন।

After the appointment of any Branch Committee in a district, the Collector shall in like manner keep a separate account of the fund placed at the disposal of such Branch Committee.

Payments on account of the District Road Fund.

173. All payments on account of the District Road Fund shall be made by the Collector out of the said fund upon cheques signed by the Vice-Chairman for sums not exceeding one hundred rupees. When the Vice-Chairman is absent, or from any cause incapacitated from signing, the Chairman may sign such cheques on behalf of the Vice-Chairman:

Cheques for sums exceeding one hundred rupees shall be signed by the Chairman and the Vice-Chairman. When the Vice-Chairman is absent or from any cause incapacitated from signing, such cheques shall be signed by any *ex-officio* member of the Committee other than the Chairman, on behalf of such Vice-Chairman.

The word "Chairman" in this section includes any officer for the time being in charge of the office of Chairman under a written order from the Chairman.

Collector's monthly account.

174. The Collector shall forward to the Vice-Chairman of every Committee, as soon as possible after the close of each month, an account of his receipts and disbursements on account of the District Road Fund during such month.

Accounts of Committee.

175. Every Committee shall keep regular and detailed accounts of the moneys received or applied by them under the provisions of this Act and of their application, and such accounts shall be, at all convenient times, open to the inspection of all members of the Committee.

Committee to appoint a Sub-Committee to audit accounts.

176. Every Committee shall appoint a standing Sub-Committee consisting of the Vice-Chairman and not less than two other members for the audit of their accounts; and the accounts of each month shall be laid before the Sub-Committee as soon as possible after the close of such month; whereupon the said Sub-Committee shall proceed to audit the said accounts in such manner as the Lieutenant-Governor may direct, and to pass or to amend and correct the said accounts as may be necessary, and to pass them as so amended and corrected.

Sub-Committee may call for vouchers and papers;

177. For the purposes of every audit and examination of accounts under this Act, such Sub-Committee shall have power to call for all vouchers and papers which they may require.

কোন জিলায় শাখা কমিটী নিযুক্ত করা গেলে কালেক্টর সাহেব সেই প্রকারে ঐ কমিটীর ব্যয়ার্থ টাকার স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবেন।

প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে টাকা দিবার কথা।

১৭৩ ধারা। প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে টাকা দিতে হইলে যদি এক শত টাকার কম হয় তবে প্রতিনিধি সভাপতি চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিলে কালেক্টর সাহেব ঐ তহবীল হইতে সেই টাকা দিবেন। প্রতিনিধি সভাপতির অনুপস্থানে কিম্বা তিনি কোন কারণে চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিতে না পারিলে সভাপতি তাঁহার নিমিত্তে চ্যাক স্বাক্ষর করিবেন।

একশত টাকার অধিক হইলে সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি চ্যাক স্বাক্ষর করিবেন। প্রতিনিধি সভাপতির অনুপস্থানে কিম্বা তিনি কোন কারণে চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিতে না পারিলে, সভাপতি ছাড়া যে কোন ব্যক্তি কোন পদোপলক্ষে কমিটীর মেম্বর হন তিনি প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

সভাপতির লিখিত আজ্ঞামত তাঁহার আফিসের ভার যৎকালে যে কার্য্যকারকের প্রতি অর্পিত হয়, এই ধারায় "সভাপতি" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

কালেক্টর সাহেবের মাসিক হিসাবের কথা।

১৭৪ ধারা। কালেক্টর সাহেব প্রতি মাসে প্রদেশীয় পথের তহবীলের যত টাকা জমা ও খরচ করেন তাহার পর মাসে যত শীঘ্র পারেন প্রত্যেক কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির নিকটে তাহার হিসাব পাঠাইবেন।

কমিটীর হিসাবের কথা।

১৭৫ ধারা। কমিটী এই আইনের বিধানমতে যত টাকা পান ও যত টাকা প্রয়োগ করেন ও সেই টাকা যেং কর্ম্মে প্রয়োগ হইল ইহার বিস্তারিত হিসাব নিয়মিতরূপে রাখিবেন। কমিটীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি উপযুক্ত কোন সময়ে ঐ হিসাব দেখিতে পাইবেন।

হিসাব পরীক্ষার্থে কমিটীর সবকমিটী নিযুক্ত করিবার কথা।

১৭৬ ধারা। প্রত্যেক কমিটী আপনাদের হিসাব পরীক্ষা নিমিত্ত প্রতিনিধি সভাপতি ও অন্যূন দুই জন মেম্বরকে লইয়া একটি স্থায়ী সব কমিটী নিযুক্ত করিবেন। প্রত্যেক মাসের হিসাব ঐ মাস শেষ হইবার পর যত শীঘ্র হইতে পারে সবকমিটীতে দিতে হইবে। তাহা হইলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে উক্ত সবকমিটী ঐ হিসাব পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং হয় ঐ হিসাব গ্রাহ্য করিবেন নয় প্রয়োজনমতে তাহা সংশোধন ও শুদ্ধ করিয়া সংশোধিত ও শুদ্ধ আকারে গ্রাহ্য করিবেন।

সব কমিটীর বৌচর ও কাগজপত্র চাহিতে পারিবার কথা।

১৭৭ ধারা। এই আইনমত হিসাব পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ কমিটী আপনাদের প্রয়োজনমত সমুদয় বৌচর ও কাগজপত্র চাহিতে পারিবেন।

178. When such Sub-Committee shall have audited and passed the accounts of any month as above provided, they shall certify the result and the correctness of the accounts as passed by them in such form as the Lieutenant-Governor may direct.

and certify correctness of accounts.

179. The accounts of each month audited, passed and certified as in the last preceding section provided, shall be submitted by the Committee, not later than the twenty-fifth day of the following month, to such officer as the Lieutenant-Governor may direct.

Accounts to be submitted to officer directed by the Lieutenant-Governor.

180. As soon as possible after the close of each cess year, the Vice-Chairman of every Committee shall prepare a detailed account of the receipts and expenditure of the District Road Fund during such year; and also a report of the work done and in progress during such year, whether under the directions of the District Road Committee or of any Branch Committee other than a Branch Committee which has been vested with the full powers of a District Road Committee under section 167

Vice-Chairman to prepare account of receipts and a report.

181. The annual accounts so prepared by the Vice-Chairman shall be examined and certified by the Sub-Committee of audit, and after such examination and certification, shall be laid with the said annual report before a special meeting of the Committee to be held within two months of the close of such year; and the Committee shall submit a copy of the said accounts with a similar report to the Commissioner for transmission to the Lieutenant-Governor, who shall cause such accounts, with an abstract of such report, together with such remarks as the Commissioner may have made thereon, to be published in the *Calcutta Gazette.*

Accounts to be certified by Sub-Committee and transmitted to Lieutenant-Governor.

182. Every District Road Committee may from time to time make, and when made, alter, add to, or cancel bye-laws not inconsistent with the provisions of this Act, for all or any of the following purposes, that is to say:—

The Committee may make bye-laws with approval of Lieutenant-Governor.

(1) regulating the traffic and providing for the safety and convenience of

১৭৮ ধারা। উপরিলিখিত বিধানমতে ঐ সবকমিটী কোন মাসের হিসাব পরীক্ষা করিয়া গ্রাহ্য করিলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে পাঠের আদেশ করেন সেই পাঠে তাঁহারা পরীক্ষার ফলের ও গ্রাহ্য কৃত হিসাবের শুদ্ধতার সর্টিফিকেট দিবেন।

ও হিসাবের শুদ্ধতার সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

১৭৯ ধারা। প্রত্যেক মাসের হিসাব পরীক্ষিত হইয়া গ্রাহ্য হইলে ও পূর্ব্বধারার বিধানমত তাহার সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, ঐ হিসাব শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে কার্য্যকারকের নিকট পাঠাইবার আদেশ করেন কমিটী পরবর্ত্তী মাসের ২৫ তারিখে বা তৎপূর্ব্বে উহা সেই কার্য্যকারকের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশমত কার্য্যকারকের নিকট হিসাব পাঠাইতে হইবার কথা।

১৮০ ধারা। করসংক্রান্ত কোন বৎসরে প্রদেশীয় তহবীলের যত টাকা আয় ও যত কাটা খরচ হইল প্রতিনিধি সভাপতি তৎপর বৎসর যত শীঘ্র পারেন তাহার বিস্তারিত হিসাব প্রস্তুত করিবেন; এবং প্রদেশীয় পথের কমিটীর আজ্ঞাধীনেই হউক অথবা ১৬৭ ধারামতে প্রদেশীয় পথের কমিটীর সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাখা কমিটী ভিন্ন অন্য কোন শাখা কমিটীর আজ্ঞাধীনেই হউক, ঐ বৎসর যে কার্য্য করা গিয়াছে বা চলিয়াছে তাহারও রিপোর্ট দিবেন।

প্রতিনিধি সভাপতির আয়ব্যয়ের হিসাব ও রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার কথা।

১৮১ ধারা। প্রতিনিধি সভাপতি উক্তরূপে যে বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহা হিসাবপরীক্ষক সব কমিটী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সর্টিফিকেট দিবেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে পর ঐ বৎসর শেষ হইবার সময় অবধি দুই মাস মধ্যে ঐ হিসাব উক্ত বার্ষিক রিপোর্টের সহিত কমিটীর বিশেষ অধিবেশনে দিতে হইবে; এবং কমিটী শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের সমীপে প্রেরণ নিমিত্ত কমিশ্যনর সাহেবের নিকট ঐ হিসাবের প্রতিলিপি এবং সেই প্রকারের রিপোর্ট পাঠাইবেন ও তদ্বিষয়ে কমিশ্যনর সাহেবের মন্তব্য কথার যে লিপি পাওয়া যায় তৎ সহিত সেই হিসাব ও রিপোর্টের চুম্বক শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করাইবেন।

সবকমিটী হিসাব বিষয়ে সর্টিফিকেট দিলে তাহা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবার কথা।

১৮২ ধারা। নিম্নলিখিত সমুদয় বা কোন কার্য্যের নিমিত্ত সময়ে২ প্রত্যেক প্রদেশীয় পথের কমিটী এই আইনের বিধানের সহিত অনৈক্য না হয় এরূপ উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ও প্রণীত হইলে তাহা পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা রহিত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদন ক্রমে কমিটীর উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

(১) কমিটীর কর্ত্তৃত্বাধীনে যে কোন পথ বা জলপ্রণালী বা গমনাগমনের অন্য উপায় থাকে তাহার

passengers on any road, water-channel or other means of communication, under the charge of the Committee;

(2) providing for the preservation of such roads, water-channels and other means of communication,

Fines may be imposed for the breach of any such bye-laws, provided that no fine exceeds for any offence the sum of Rs. 10, or, in the case of a continuing offence, the sum of Rs. 2 for every day during which such offence is continued.

Fines.

Any bye-law so made, and every alteration of, addition to, and cancellation of, such bye-law shall require the sanction of the Lieutenant-Governor;

and, on such sanction being given, such bye-law shall be published in the *Calcutta Gazette* and in the vernacular of the district, as the Lieutenant-Governor may direct;

Bye-laws to be published in Gazette.

and on such publication such bye-law shall have the force of law.

CHAPTER XII.—*Miscellaneous.*

183. The Lieutenant-Governor may from time to time direct that such establishments shall be entertained, and such expenses incurred, in the offices of the Board of Revenue and of the Commissioners of Divisions, in any other office of control, in any office of account, and in any treasury, or that such special officers shall be employed and such expenses incurred by them as may be necessary

Lieutenant-Governor may give directions as to establishments, expenses, &c.

for the exercise of proper control over the proceedings of the Collectors and District Road Committees and Branch Committees in the discharge of their duties under this Act,

for the proper examination and checking of estimates furnished and accounts kept under this Act, and for the proper audit of such accounts,

and for the performance of the duties connected with the cash transactions of the District Road Committees:

and the Lieutenant-Governor may make rules providing for the recovery of the cost of the establishments so entertained, the officers so employed, and the expenses so incurred, from the several District Road Committees, in such proportions as he may think fit; provided that the total amount which any District Road Committee is required to pay under this section shall not in any year exceed two per centum on the income of such Committee for such year.

বাণিজ্যের বিধান ও যাত্রিদের নির্বিঘ্নতা ও সুবিধা সম্পাদন নিমিত্ত।

(২) উক্ত পথ ও জল প্রণালী ও গমনাগমনের অন্য উপায় রক্ষা করিবার বিধান নিমিত্ত।

উক্তরূপ কোন উপবিধি লঙ্ঘন নিমিত্ত অর্থদণ্ড করা যাইতে পারিবে। কিন্তু কোন অপরাধে ১০৲ দশ টাকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না; এবং ক্রমাগত অপরাধ হইতে থাকিলে, যত দিন অপরাধ হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ২৲ দুই টাকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না।

অর্থদণ্ডের কথা।

উক্তরূপ কোন উপবিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, অথবা তাহা পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত বা রহিত করিতে হইলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতির প্রয়োজন হইবে।

উক্ত অনুমতি প্রদত্ত হইলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে ঐ উপবিধি কলিকাতা গেজেটে ও জিলার চলিত ভাষায় প্রকাশ করা যাইবে।

উপবিধি গেজেটে প্রকাশ করিবার কথা।

উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে ঐ উপবিধি আইনতুল্য বলবৎ হইবে।

১২ অধ্যায়।—বিবিধ।

১৮৩ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, এই আইনমত কর্ম্মসম্পাদন বিষয়ে কালেক্টর সাহেবদের ও প্রদেশীয় পথের কমিটী ও শাখা কমিটীদের কার্য্যের নিয়মিত তত্ত্বাবধান নিমিত্ত,

সেরেস্তা ও ব্যয়াদি বিষয়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ দিতে পারিবার কথা।

এই আইনমতে যে অনুমানপত্র দেওয়া ও হিসাব রাখা যায় তাহা নিয়মিতরূপে দেখিয়া মিলাইবার নিমিত্ত ও ঐ হিসাব নিয়মমতরূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত,

এবং প্রদেশীয় পথের কমিটীর নগদ টাকা সংক্রান্ত কর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত,

যেরূপ আবশ্যক হয়, রেবিনিউ বোর্ডের ও খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবদের আফিসে ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত অন্য কোন আফিসে ও হিসাব সংক্রান্ত কোন আফিসে ও কোন খাজানাখানায় সেইরূপ সেরেস্তা রাখিতে ও খরচ করিতে হইবে এবং সেইরূপ বিশেষ কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে ও সেইরূপ ব্যয় করিতে হইবে।

এইরূপে যে সেরেস্তা রাখা যায়, যে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করা যায়, ও যে ব্যয় করা যায়, তৎ সংক্রান্ত খরচ নানা প্রদেশীয় পথের কমিটীর স্থানে যেরূপ হারাহারিমতে আদায় করা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উচিত বোধ করেন, তাহার বিধান করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কোন বৎসর কোন প্রদেশীয় পথের কমিটীর উপর মোট যত টাকা দিবার আদেশ হয়, তাহা কমিটীর ঐ বৎসরের আয়ের শত করা দুই টাকার অধিক হইবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৭ জুলাই।]

PART IV.

CHAPTER XIII.—*General.*

184. The Lieutenant-Governor may from time to time make, and when made, from time to time alter, add to, or cancel any rules not inconsistent with the provisions of this Act,

Lieutenant-Governor empowered to prescribe forms and rules.

(*a*) regulating the performance of the duties of the District Road Committees and Branch Committees, and of all persons employed under this Act, and in regard to the qualification, appointment, election and discharge of such person;

(*b*) prescribing the authorities by whom the execution of works of different classes respectively may be authorized and sanctioned;

(*c*) prescribing forms for the estimates, accounts, reports and statements required by this Act to be kept or made by the District Road Committee;

(*d*) prescribing forms of accounts to be kept by the Collector under this Act;

(*e*) providing for the submission and checking of any estimates or accounts as aforesaid; and for the audit of any accounts as aforesaid;

(*f*) fixing the dates for payment of instalments of cess under sections 42 and 57;

(*g*) determining the amount of fees to be levied for supplying copies of proceedings of any District Road Committee or Branch Committee as provided in section 129;

(*h*) fixing the month in which the meeting mentioned in section 148 shall be held;

(*i*) and generally for the purposes of this Act.

Such rules shall be published in the *Calcutta Gazette,* and shall thereupon have the force of law.

SCHEDULE A.

Form of Return prescribed by Section 14.

Amount of Government revenue or rent payable by the estate or tenure: Rs. A. P.

PART I.

District

Name by which the estate or tenure is known, and the number which it bears on the Collector's

৪ খণ্ড।

১৩ অধ্যায়।—সাধারণ বিধি।

১৮৪ ধারা। নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হয় এরূপ বিধি সময়েং প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং প্রণীত হইলে তাহা সময়ে২ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা রহিত করিতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের পাঠ ও বিধি নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবার কথা।

(ক) প্রদেশীয় পথের কমিটীর ও শাখা কমিটীর এবং এই আইনমতে নিযুক্ত সকল ব্যক্তির কর্ম্ম সম্পাদনের এবং ঐ ব্যক্তিদের যোগ্যতা নিরূপণ ও নিয়োগ ও মনোনীত করণও অবসর করণ বিষয়ের বিধান করিবার নিমিত্ত।

(খ) যে ২ কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন ২ শ্রেণীর যে ২ কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা ও অনুমতি দিতে পারিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত।

(গ) এই আইনমতে প্রদেশীয় পথের কমিটীর যে অনুমানপত্র ও হিসাবপত্র ও রিপোর্ট ও বর্ণনাপত্র দিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত।

(ঘ) এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে হিসাব রাখিতে হইবে তাহার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত;

(ঙ) পূর্ব্বোক্তরূপ কোন অনুমানপত্র বা হিসাব পাঠাইবার ও মিলাইয়া দেখিবার ও পূর্ব্বোক্তরূপ কোন হিসাব পরীক্ষা করিবার বিধান করিবার নিমিত্ত;

(চ) ৪২ ও ৫৭ ধারামতে করের কিস্তির টাকা দিবার দিন ধার্য্য করিবার নিমিত্ত।

(ছ) ১২৯ ধারার বিধানমতে কোন প্রদেশীয় পথের কমিটীর বা শাখা কমিটীর কার্য্য বিবরণের নকল লইতে হইলে যত টাকা ফী দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত।

জ) ১৪৮ ধারার লিখিত অধিবেশন যে মাসে হইবে তাহা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত।

(ঝ) এবং সাধারণতঃ এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত।

এই সকল বিধি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও প্রকাশ করা গেলে আইন তুল্য বলবৎ হইবে।

A তফসীল।

১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট রিটর্ণ লিখিবার পাঠ।

মহাল হইলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব এত টাকা

তালুক প্রভৃতি হইলে খাজানা এত টাকা

---

১ খণ্ড।

জিলা

মহাল বা তালুক প্রভৃতি যে নামে খ্যাত এবং কালেক্টর সাহেবের সাধারণ রেজিষ্টরে বা কালেক্টর সাহেব

general register, or on any other register kept by the Collector—

Details of lands in the actual occupation or cultivation of the person submitting the return:—

1	2	3	4	5
Parganah.	Name of village and thana in which the lands are situate.	Area of land.	Deduct area of land situate within any municipality.	Annual value of remaining land.

NOTE.—*Only nijjote lands and unculturable unlet lands should be included in this Part.*

PART II.

District

Name and number of estate or tenure as in Part I.

Details of lands held by cultivating ryots paying direct to the persons submitting the return:—

1	2	3	4	5	6	7
Parganah.	Name of village and thana in which the lands are situate.	Name of ryot, name of village, thana, and district in which he resides.	Area occupied.	Annual rent.	Deduct rent of land included in any municipality.	Balance of net rent assessable.

PART III.

District

Name and number of estate or tenure as in Part I.

Details of the tenure-holders paying to the person submitting the return:—

1	2	3	4	5	6	7	8
Name of tenure-holder and person paying rent for him borne on the books of estate or tenure.	Name of village, thana, and district in which such person resides.	Name of village and thana in which tenure is situated.	Name of village and thana in which mál cutcherry is situate.	Area, if known.	Annual rent paid by tenure-holder.	Deduct rent of land included in any municipality.	Balance of net rent assessable.

অন্য কোন রেজিষ্টর রাখিলে তাহাতে ঐ মহাল বা তালুক প্রভৃতির নম্বর।

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহার নিজ ভোগদখলের বা আবাদের ভূমির বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫
পরগণা।	যেগ্রামে ও থানায় ভূমি থাকে তাহার নাম।	ভূমির পরিমাণ।	মুনিসিপাল নগরের সীমার মধ্যে ভূমির একাংশ থাকিলে তাহার পরিমাণ বাদে।	অবশিষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্য।

মন্তব্য।— এইখণ্ডে কেবল নিজযোত ভূমি ও কৃষি কর্ম্মের অযোগ্য যে ভূমি পাট্টা বিলি করা যায় নাই তাহা দিতে হইবে।

---

২ খণ্ড।

জিলা

১ খণ্ডের ন্যায় মহাল বা তালুক প্রভৃতির নাম ও নম্বর।

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহাকে কৃষিকারি রায়তদের ভোগকৃত যে ভূমির খাজানা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেওয়া যায় তাহার বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পরগনা।	যে গ্রামে ও থানায় ভূমি থাকে তাহার নাম।	রায়তের নাম ও যে জিলার যে থানার যে গ্রামে থাকে।	যে পরিমাণ ভূমি দখলে আছে।	সালিয়ানা খাজানা।	মুনিসিপালিটির অন্তর্গত ভূমির খাজানা বাদে।	অবশিষ্ট যে খাজানার উপর কর ধার্য্য হইতে পারে।

---

৩ খণ্ড।

জিলা

১ খণ্ডের ন্যায় মহালের বা তালুকপ্রভৃতির নাম ও নম্বর।

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহাকে যে তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিরা খাজানা দেয় তাহাদের বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মহালের বা তালুক প্রভৃতির অধিকারির বহীতে যে তালুকদার প্রভৃতির নাম থাকে ও তাঁহার নিমিত্ত যে ব্যক্তি খাজানা দিয়া থাকেন তাঁহার নাম।	উক্ত ব্যক্তি যে জিলার যে থানার যে গ্রামে বাস করেন।	তালুক প্রভৃতি যে গ্রামের ও থানার অন্তর্গত তাহার নাম।	মাল কাছারী যে গ্রামের ও থানার অন্তর্গত তাহার নাম	পরিমাণ জানা থাকিলে তাহা।	তালুকদার প্রভৃতি বৎসর যত খাজানা দিয়া থাকেন।	মুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত ভূমির খাজানা বাদ।	অবশিষ্ট যে খাজানার উপর কর ধার্য্য হইতে পারে।

PART IV.

District

Name and number of estate or tenure as in Part I.

Details of lands for which no rent is paid included in the estate or tenure of the person submitting the return so far as may be known to him :—

1	2	3	4	5	6	7
Pargannah in which situate.	Name of village and thana in which situated.	Name of holder, and owner, if known.	Name of village, thana, and district in which the holder resides.	Area, if known.	Deduct area of land included in any municipality.	Annual value of remaining land.

I, X. Y. Z., do declare that the statements contained in the above return are true to the best of my knowledge, information and belief.

Signed———

N.B.—This return must be signed by the holder or his authorized agent, whose address must also be given.

SCHEDULE B.—I.

Form of notice upon a revenue-paying estate or rent-paying tenure under Section 17.

District of

NOTICE UNDER SECTION 17 OF THE CESS ACT, 1880.

The holders of estate or tenure (*description of the land to be filled in*) in the district of and all others interested therein, are hereby required to lodge in the office of the Collector of the said district a return, in the form hereunto annexed, of all lands comprised in such estate or tenure and the rents paid therefor. Such return must be signed by such holder or his authorized agent, and be so lodged within the time mentioned below under a penalty of a daily fine which may amount to fifty rupees on each such holder for every day after the expiry of such time or of any extended time which may be allowed by the Collector on application made to him, until such return shall be lodged. Notice is hereby given that no rents due to the holders of the said estate (or tenure can be recovered by suit after such time until such returns be so lodged.

If the annual amount of revenue or rent payable on the estate or tenure to which this notice

[*Government Gazette, 27th July* 1880.]

৪ খণ্ড।

জিলা

১ খণ্ডের ন্যায় মহাল বা তালুক প্রভৃতির নাম ও নম্বর।

যে ব্যক্তি রিটর্ণ দেন তাঁহার জ্ঞানমতে তাঁহার মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত যে ভূমির খাজানা নাই তাহার বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে পরগনায় থাকে তাহার নাম।	যে থানায় যে গ্রামে থাকে তাহার নাম।	ভোগাধিকারির ও স্বামির নাম জানা থাকিলে তাহা।	যে জিলার যে থানার যে গ্রামে ভোগাধিকারী বাস করেন।	পরিমাণ জানা থাকিলে তাহা।	কোন মুনিসপালিটীর মধ্যে যত ভূমি থাকে তাহা বাদ।	অবশিষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্য।

উক্ত রিটর্ণে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও সন্ধান ও বিশ্বাসমতে সত্য আমি শ্রীঅমুক ইহা ধর্ম্মতঃ কহিলাম।

স্বাক্ষর

মন্তব্য।—এই রিটর্ণে ভূমির ভোগাধিকারির কিম্বা তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে, এবং তাঁহার ঠিকানাও দিতে হইবে।

(১)—B তফসীল।

রাজস্বদায়ি মহালের ও খাজানাদায়ি তালুকপ্রভৃতির উপর ১৭ ধারামতে যে নোটিস দেওয়া যায় তাহার পাঠ।

অমুক জিলা।

কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ১৭ ধারামত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক২ (এইস্থলে ভূমির বর্ণনা লিখিতে হইবে) মহালের কিম্বা তালুকপ্রভৃতির ভোগাধিকারিদিগকে ও অন্য যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহাদিগকে এই আজ্ঞা করা গেল। সেই মহালে বা তালুকপ্রভৃতিতে যত ভূমি আছে ও তাহার নিমিত্তে যত খাজানা দেওয়া যায় তাঁহারা এতৎ সংযুক্ত পাঠে ইহার রিটর্ণ লিখিয়া উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দিবেন। এই নোটিস পাইবার পর নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে কিম্বা উক্ত সময় অতীত না হইতে ঐ কালেক্টর সাহেবের স্থানে প্রার্থনা করিয়া অধিক সময় পাইলে সেই বর্দ্ধিত সময়ে উক্ত ভোগাধিকারির কিম্বা তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের সেই রিটর্ণে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে, না দিলে ঐ সময় কিম্বা বর্দ্ধিত সময়গত হইলে পর যত দিন তাঁহারা রিটর্ণ না দেন তত দিন তাঁহাদের দিন প্রতি পঞ্চাশ টাকা দণ্ড দিতে হইবে। ঐ সময়ের পর সেই রিটর্ণ উক্ত প্রকারে যত কাল না দেওয়া যায় তত কাল তাঁহারা মোকদ্দমা করিয়া উক্ত মহাল (বা তালুক প্রভৃতি) সম্পর্কে আপনাদের পাওনা খাজানা পাইতে পারিবেন না এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া গেল।

যে মহাল বা তালুক প্রভৃতি সম্পর্কে এই নোটিস দেওয়া যায়, তাহার বার্ষিক রাজস্ব বা খাজানা ৫০০৲ টাকার

refers does not exceed Rs. 500, the holders are required to lodge the return within six weeks of the service of this notice.

If such amount exceeds Rs. 500, within three months of such service.

If for any good reason the holders will be unable to lodge the return within the time allowed, they should apply to the Collector for extension of such time.

(Sd.) A. B.,
COLLECTOR'S OFFICE, *Collector.*
Dated

N.B.—To this notice shall be annexed forms of Parts I, II, III, and IV of the return which is mentioned in Schedule A.

SCHEDULE B —II.

Form of notice upon a revenue-free estate or rent-free tenure under Section 17.

District of

NOTICE UNDER SECTION 17 OF THE CESS ACT, 1880.

The holder of the revenue-free estate or rentfree tenure (*description of the land to be filled in*) in the district of and all others interested therein are hereby required to lodge in the office of the Collector of the said district a return, in the form hereunto annexed, of all lands comprised in such estate or tenure. Such return must be signed by such holder or his authorized agent, and be so lodged within the time mentioned below under a penalty of a daily fine which may amount to fifty rupees on each such holder for every day after the expiry of such time or of any extended time which may be allowed by the Collector on application made to him, until such return shall be lodged.

Notice is hereby given that no rents due to the holders of the said estate (or tenure) can be recovered by suit after such time until such return be so lodged.

If the gross annual rental of the estate or tenure to which this notice refers does not exceed Rs. 500, the holders are required to lodge the return within six weeks of the service of this notice.

If the gross rental exceeds Rs. 500, within three months of such service.

If for any good reason the holders will be unable to lodge the return within the time allowed, they should apply to the Collector for extension of such time.

(Sd) A. B.,
COLLECTOR'S OFFICE, *Collector.*
Dated

N.B.—To this notice shall be annexed forms of Parts I, II, III and IV of the return which is mentioned in Schedule A.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৭ জুলাই।]

অধিক না হইলে, এই নোটিস পাইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ মধ্যে উক্ত ভোগাধিকারিরা রিটর্ণ দিবেন, এই আদেশ হইল।

উহা ৫০০ টাকার অধিক হইলে, তিন মাস মধ্যে রিটর্ণ দিবেন।

যে সময় দেওয়া গেল সেই সময়ের মধ্যে ভোগাধিকারিরা কোন বিশিষ্ট কারণে রিটর্ণ দিতে না পারিলে, সময় বৃদ্ধি করিয়া লইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

কালেক্টরী কাছারী।　　(স্বাক্ষর) ক, খ।
তাং　　　কালেক্টর।

মন্তব্য।—A তফসীলের লিখিত রিটর্ণের ১, ২, ৩ ও ৪ খণ্ডের পাঠ এই নোটিসের সঙ্গে দিতে হইবে।

(২)—B তফসীল।

লাখেরাজ মহালের বা নিষ্কর তালুক প্রভৃতির উপর ১৭ ধারামতে যে নোটিস দেওয়া যায় তাহার পাঠ।

অমুক জিলা।

কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ১৭ ধারামত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক (এই স্থলে ভূমির বর্ণনা লিখিতে হইবে) লাখেরাজ মহালের বা নিষ্করতালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে ও অন্য যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহাদিগকে এই আজ্ঞা করা গেল। সেই মহালে বা তালুকপ্রভৃতিতে যত ভূমি আছে তাঁহারা এতৎ সংযুক্ত পাঠে ইহার রিটর্ণ লিখিয়া উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দিবেন। এই নোটিস পাইবার পর নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে, কিম্বা উক্ত সময় অতীত না হইতে ঐ কালেক্টর সাহেবের স্থানে প্রার্থনা করিয়া অধিক সময় পাইলে সেই বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে, উক্ত ভোগাধিকারির কিম্বা তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের সেই রিটর্ণে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে। না দিলে ঐ সময় বা বর্দ্ধিত সময় গত হইলে পর যতদিন তাঁহারা রিটর্ণ না দেন তত দিন তাঁহাদের দিন প্রতি পঞ্চাশ টাকা অর্থ দণ্ড দিতে হইবে।

ঐ সময়ের পর সেই রিটর্ণ উক্ত প্রকারে যত কাল না দেওয়া যায় ততকাল উক্ত ভোগাধিকারিরা মোকদ্দমা করিয়া উক্ত মহাল (বা তালুক প্রভৃতি) সম্পর্কে আপনাদের পাওনা খাজানা পাইতে পারিবেন না, এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল।

যে মহাল বা তালুক প্রভৃতি সম্পর্কে এই নোটিস দেওয়া যায়, তাহার বার্ষিক মোট খাজনা ৫০০৲ টাকার অধিক না হইলে, এই নোটিস পাইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ মধ্যে উক্ত ভোগাধিকারিরা রিটর্ণ দিবেন, এই আদেশ হইল।

মোট খাজানা ৫০০৲ টাকার অধিক হইলে, তিন মাস মধ্যে রিটর্ণ দিবেন।

যে সময় দেওয়া গেল সেই সময়ের মধ্যে ভোগাধিকারিরা কোন বিশিষ্ট কারণে রিটর্ণ দিতে না পারিলে, সময় বৃদ্ধি করিয়া লইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

কালেক্টরী কাছারী।　　(স্বাক্ষর) ক, খ।
তাং　　　কালেক্টর।

মন্তব্য।—A তফসীলের লিখিত রিটর্ণের ১, ২, ৩ ও ৪ খণ্ডের পাঠ এই নোটিসের সঙ্গে দিতে হইবে।

SCHEDULE C.

Form of Notice under Section 33.

District of

NOTICE UNDER SECTION 33 OF THE CESS ACT, 1880.

The owner, chief agent, manager or occupier of (*give the name by which the concern or property is known*) situated in the district of is hereby required to lodge in the office of the Collector of the district of a return in the form hereunto annexed, showing the amount of land under cultivation at the date of this return in the said Such return must be signed by him and be lodged within the space of two months from the service of this notice (unless within the said two months such owner, chief agent, manager, or occupier obtain from the Collector an extension of the said space of two months), under penalty of a daily fine of fifty rupees for every day after the expiry of such period or extension thereof until such return shall be presented.

Form of Return to be annexed to the notice.

Distric

Details of lands acquired under any rules for the sale, lease, grant, or clearance of waste lands, or held direct from Government and used for the cultivation of tea, coffee, or cinchona, under the control of the persons submitting the return :—

1	2	3	4	5	6	7
Districts	Pergunnahs and thanas	Designation by which the estate, lot, or grant is known, and the number it bears on any register kept by the Collector.	Name of owner, agent, manager, or occupier.	Entire area of land.	Area or areas of lands under cultivation.	Aggregate value at Rs. 10 per acre of land in column 5.
In which the lands lie.						

I, *X. Y. Z.*, do declare that the statements contained in the above return are true to the best of my knowledge, information and belief.

Signed————

N.B.—This return must be signed by the owner, chief agent, manager, or occupier.

SCHEDULE D.

Form of notice under Section 52.

NOTICE TO HOLDERS OF LANDS HELD RENT-FREE UNDER SECTION 52 OF THE CESS ACT, 1880.

Notice is hereby given to all concerned that the lands specified in the annexed extracts from

C তফসীল।

৩৩ ধারামত নোটিস লিখিবার পাঠ।

অমুকজিলা।

করবিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৩৩ ধারামত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক সম্পত্তির (বিষয় বা সম্পত্তি যে নামে খ্যাত এই খানে তাহা লিবে) স্বামির বা প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের প্রতি এই আদেশ হইল। এই রিটর্ণের তারিখে সেই সম্পত্তির কত জমী চাষ হইতেছে এতৎ সংযুক্ত পাঠে তাহা লিখিয়া অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দিতে হইবে। এই নোটিস পাইবার পর দুই মাসের মধ্যে কিম্বা সেই দুই মাসের মধ্যে উক্ত স্বামী বা প্রধান কর্ম্মকারক বা কার্য্যাধ্যক্ষ বা দখিলকার কালেক্টর সাহেবের স্থানে ঐ দুই মাসের অধিক সময় পাইলে সেই সময়ে তাঁহার ঐ রিটর্ণে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে। না দিলে, সেই দুই মাস কিম্বা সেই বর্দ্ধিত সময় গত হইলে পর যত দিন ঐ রিটর্ণ না দেওয়া যায় তত দিন দিন প্রতি তাঁহার পঞ্চাশ টাকা অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

রিটর্ণ লিখিবার পাঠ এই।

জিলা

পতিত ভূমি বিক্রয় কি পাট্টা বিলি কি দান কি পরিষ্কার করিবার কোন বিধিমতে কিম্বা নিজ গবর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত যে ভূমিতে এই রিটর্ণ লেখকদের তত্ত্বাধীনে চা বা কাফীর বা সিনকনার চাষ হইয়া থাকে সেই ভূমির বর্ণনা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে জিলায়	যে পরগনায় ও থানায়	মহাল, লাট বা দানভূমি যে নামে খ্যাত এবং কালেক্টর সাহেবের কোন রেজিষ্টরে তাহার যে নম্বর থাকে।	স্বামির বা কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের নাম।	ভূমির সম্পূর্ণ পরিমাণ	ভূমির কত একরের চাষ হইতেছে	৫ ঘরে যত একর লেখা আছে, একর প্রতি ১০ টাকা হিসাবে সেই ভূমির মূল্য।
ভূমি থাকে						

উপরি লিখিত রিটর্ণে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও সন্ধান ও বিশ্বাসমতে সত্য আমি শ্রী অমুক ইহা ধর্ম্মতঃ কহিলাম।

স্বাক্ষর

মন্তব্য।—এই রিটর্ণে স্বামির বা প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের স্বাক্ষর করিতে হইবে।

D তফসীল।

৫২ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির ভোগাধিকারিদের প্রতি কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের।

৫২ ধারামত নোটিস।

যাঁহাদের কোন সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। মহাল ও তালুক প্রভৃতির

valuation-rolls of estates and tenures have been entered by the holders of such estates and tenures in the valuation returns of their estates and tenures under the Cess Act, 1880, and have been valued as shown in the extracts.

Every owner and holder of any land entered in these extracts may appear before the Collector within one month of the publication of this notice, and may object to the amount at which his land has been valued.

If no such objection is made, the owners and holders of lands will be bound to pay year by year to the holder of the estate or tenure in which his land has been entered the amount of road cess and public works cess calculated on the annual value of such land as entered in these extracts at the full rate which may be fixed for the year in the district.

If any instalment of the cess due upon any of the lands included in these extracts is not paid to the holder of the estate or tenure on or before the date which the Lieutenant-Governor may fix for the payment of such instalment, the holder of the estate or tenure will be entitled to recover three times the amount due with all costs of suit.

SCHEDULE E.

Form of notice under Section 74.

District of

NOTICE UNDER SECTION 74 OF THE CESS ACT, 1880.

The owner, chief agent, manager, or occupier of the (*give the designation of the property*) situated in the district of is required to lodge in the office of the Collector of the district of a return in the form hereunto annexed, showing the net profits of the calculated on the average of the profits of the last three years for which accounts have been made up. Such return must be signed by him or his authorized agent, and be lodged within the space of three months from service of this notice, unless within the said three months an extension of the time allowed is obtained from the Collector.

(Sd.) A. B.,
Collector.

COLLECTOR'S OFFICE,
Dated

Annexed Form of Return

District

Detail of yearly profits of mines, quarries, railways, and tramways, or other immovable

মূল্য নিরূপণের ফর্দ্দহইতে উদ্ধৃত ভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা উক্ত মহালের ও ভোগাধিকারির, কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনমতে আপনাদের মহাল ও তালুক প্রভৃতি নিরূপণের রিটর্ণ মধ্যে ধরিয়াছেন. এবং উদ্ধৃত অংশে যেরূপ প্রদর্শিত হইল ঐ ভূমির সেইরূপ মূল্য নিরূপণ হইয়াছে।

এই সকল রিটর্ণে যে কোন ভূমি ধরা গিয়াছে তাহার স্বামী ও ভোগাধিকারী এই নোটিস জারী হইবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভূমির যত টাকা মূল্য ধার্য্য হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিবেন।

উক্তরূপ আপত্তি না করা গেলে, যে মহালের বা তালুক প্রভৃতির মধ্যে ঐ ভূমি ধরা গিয়াছে, সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে উক্ত ভূমির স্বামির ও ভোগাধিকারির বৎসর২ পথকরের ও পূর্ত্তকার্য্য করের টাকা দিতে হইবে। এই সকল উদ্ধৃত অংশে ঐ ভূমির যে বার্ষিক মূল্য ধরা গিয়াছে, কোন বৎসর জিলায় যে হার ধার্য্য হয় সেই হারের পূর্ণমাত্রায় সেই বার্ষিক মূল্য ধরিয়া ঐ টাকার হিসাব করিতে হইবে।

এই সকল উদ্ধৃত অংশের মধ্যে যে কোন ভূমি ধরা গিয়াছে, তাহার করের কোন কিস্তির টাকা দিবার যে দিন শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ধার্য্য করেন সেই দিনে বা তৎপূর্ব্বে ঐ কিস্তির টাকা ঐ মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে না দেওয়া গেলে, ঐ মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী মোকদ্দমার খরচ সহিত পাওনা টাকার তিনগুণ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

E তফসীল।

৭৪ ধারামতে যে নোটিস দেওয়া যাইবে তাহা লিখিবার পাঠ।

অমুক জিলা

কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৭৪ ধারা মত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক সম্পত্তির (সম্পত্তির নাম দিতে হইবে) স্বামির কি প্রধান কর্ম্মকারকের কি কার্য্যাধ্যক্ষের কি দখিলকারের প্রতি এই আদেশ হইল। ভূতপূর্ব্ব যে তিন বৎসরের হিসাব প্রস্তুত করা গিয়াছে সেই তিন বৎসরের নিট লাভের গড় করিয়া এতৎসংযুক্ত পাঠে রিটর্ণ লিখিয়া অমুক জিলার কালেক্টরী কাছারীতে দিবেন। নোটিস পাইবার পর তিন মাসের মধ্যে কিম্বা সেই তিন মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের স্থানে অধিক সময় পাইলে সেই সময়ে তিনি কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করিবেন।

কালেক্টরী কাছারী।

কালেক্টর।

তারিখ

রিটর্ণসংযুক্ত পাঠ।

অমুক জিলা।

যিনি রিটর্ণ দেন তাঁহার দখলে বা কর্ত্তৃত্বাধীনে যে পাথুরে ও পাতরের খনি ও রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে বা অন্য স্থাবর

property in the possession or under the control of the person submitting the return :—

1	2	3	4
DISTRICTS	PARGANAHS	Name of holder or manager.	Annual net profits per annum on the average of the last three years for which accounts have been made up.
In which the property lies.			

I, *X. Y. Z.*, do declare that the statements contained in the above return are true to the best of my knowledge, information and belief.

Signed————

N.B.—This return must be signed by the owner, chief agent, manager or occupier.

SCHEDULE F.

Form of notice under Section 101.

District of

NOTICE UNDER SECTION 101 OF THE CESS ACT, 1880.

The occupiers, tenure-holders, under-tenants and ryots on estate or tenure (*the estate, tenure or lands to be here clearly designated*) are hereby prohibited, until further order of the Collector, from making any payment of rent now or hereafter to become due from them in respect of any land comprised within such estate or tenure except to the Collector of the said district, or to (*name of person*) hereby appointed to receive the same. The Collector will grant receipts for all sums paid, and such receipts will, under the provisions of the above Act, be a valid discharge to the extent of the sums covered by such receipts, for rent due, or hereafter to become due as above stated, by the holders of such receipts. All payments, except to the Collector, until further order, will be null and void.

(Sd.) A. B.,

Collector.

W. E. H. FORSYTH,

Offg. Asst. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 27th July* 1880.]

সম্পত্তি থাকে তাহার বার্ষিক লভ্যের বিস্তারিত বর্ণনা।

১	২	৩	৪
যে জিলায়	যে পরগনায়	ভোগাধিকারির বা কার্য্যাধ্যক্ষের নাম।	ভূত পূর্ব্ব যে তিন বৎসরের হিসাব প্রস্তুত করা গিয়াছে সেই তিন বৎসরের গড় ধরিয়া বার্ষিক নিট লভ্য।
সম্পত্তি থাকে।			

উপরিলিখিত রিটর্ণে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও সন্ধান ও বিশ্বাসমতে সত্য আমি শ্রীঅমুক ইহা ধর্ম্মতঃ কহিলাম।

স্বাক্ষর।

মন্তব্য।—এই রিটর্ণে স্বামির বা প্রধান কর্ম্মকারকের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা দখিলকারের স্বাক্ষর করিতে হইবে।

F তফসীল।

১০১ ধারামত নোটিস লিখিবার এই পাঠ।

অমুক জিলা।

করবিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন নং ১০১ ধারামত

নোটিস।

অমুক (এই স্থানে মহাল, তালুক প্রভৃতি বা ভূমির স্পষ্ট বর্ণনা লিখিতে হইবে) মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির দখিলকারদের ও তালুকদার ও পেটাও তালুকদার ও রায়তদের প্রতি এই নিষেধ হইল। উক্ত মহাল বা তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত কোন ভূমির নিমিত্ত তাহাদের যে খাজানা দেনা আছে বা পরে দেনা হয় তাহা উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা এতৎ জন্য নিযুক্ত অমুককে (নাম দিতে হইবে) ব্যক্তিকে দেন ও কালেকটর সাহেবের আজ্ঞা না পাইলে অন্য কাহাকে না দেন। উক্ত টাকা পাইলে কালেকটর সাহেব রসীদ দিবেন। এবং ঐ রসীদ যে ব্যক্তি পান তাহার যে খাজানা দেনা থাকে বা হয় তৎসম্পর্কে উক্ত আইনের বিধানমতে ঐ রসীদ অমোঘ মুক্তিপত্র হইবে। কালেকটর সাহেবের আজ্ঞা না পাইয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে খাজানা দিলে তাহা ব্যর্থ ও অসিদ্ধ হইবে।

কালেকটর।

ডবলিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং

আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L.,

Bengali translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 10, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ১০ আগষ্ট।

PART VI.

Bill of the Bengal Council.

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

GOVERNMENT OF BENGAL.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

A Bill to provide for the Drainage and Improvement of Lands.

TABLE OF CONTENTS.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

ভূমির জলনিঃসরণের ও উৎকর্ষসাধনের বিধানার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

ধারার নির্ঘণ্ট।

PART III.

Expenditure and Apportionment.

তৃতীয় খণ্ড।

খরচ ও ব্যয়বণ্টনের বিধি।

Sections.

PART IV.

Recovery of sums due to the Collector.

PART V.

Recovery by Landholders or Superior tenants of the cost of the works from persons holding land under them.

PART VI.

Miscellaneous.

ধারা।

চতুর্থ খণ্ড।

কালেক্টর সাহেবের পাওনা টাকা আদায়ের বিধি।

পঞ্চম খণ্ড।

কার্য্যসম্পাদনের খরচ অধীনস্থ ভূমিভোগকারি ব্যক্তিদের স্থানে ভূম্যধিকারিদের ও উপরিস্থ প্রজাদের আদায় করিবার বিধি।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বিবিধ বিধান।

PART VII. / সপ্তম খণ্ড ।

Special Provisions for works carried out under Bengal Act V of 1871. / ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে সম্পাদিত কার্য্য-সংক্রান্ত বিশেষ বিধি ।

THE following Bill, as settled in Council on the 3rd April, is, by order of the President, published for general information :—

A Bill to provide for the Drainage and Improvement of Lands.

Preamble.

WHEREAS it is expedient that provision should be made for the better drainage and improvement of lands in the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal: It is hereby enacted as follows :—

PRELIMINARY.

Short title.

1. This Act may be called "The Bengal Drainage Act, 1880 :"

Extent.

It extends to all the territories for the time being under the administration of the Lieutenant-Governor of Bengal;

Commencement.

and it shall come into force from the date on which it may be published in the *Calcutta Gazette* with the assent of the Governor-General.

Repeal of Bengal Act V of 1871.

2. Bengal Act V of 1871 (*The Hughli and Burdwan Drainage Act*) shall be repealed on and from the date upon which this Act comes into force, but, subject to the provisions of this Act, this repeal shall not affect the past operation of such Act, or anything duly done or suffered, or any right, privilege, obligation or liability, acquired, accrued or incurred thereunder.

Interpretation clause.

3. In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context—

"The Collector."

"The Collector" means the officer in charge of the revenue jurisdiction of the district within which the lands which form the subject of a scheme under this Act, or the greater portion of such lands, are situate. If any doubt arises as to whether the greater portion of the lands is situate within one of two or more districts, the Board of Revenue shall decide the point, and such decision shall be final :

"The Commissioners."

"The Commissioners" mean the Drainage Commissioners to be appointed under this Act :

"Estate."

"Estate" means land included under one entry in the General Registers of revenue-paying lands and revenue-free lands, prepared and maintained

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি, ৩ আপ্রিল তারিখে যে আকারে মন্ত্রিসভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, শ্রীযুত প্রেসিডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশিত হইল।—

ভূমির জলনিঃসরণের ও উৎকর্ষ সাধনের বিধানার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত প্রদেশে ভূমির জল নিঃসরণের ও উৎকর্ষসাধনের উৎকৃষ্টতর বিধান করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশের পয়োনালা বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে;

ব্যাপ্তি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যেং দেশ থাকে সেইং দেশে এই আইন বর্ত্তিবে;

আরম্ভ।

এবং ইহা যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনসহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। যে তারিখে এই আইন প্রচলিত হয়, সেই তারিখ অবধি হুগলী ও বর্দ্ধমানের পয়োনালা বিষয়ক ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন রহিত হইবে। কিন্তু এই রহিতকরণ দ্বারা উক্ত আইনের বিগত কার্য্যের অথবা তৎক্রমে যাহা কিছু যথাবিধি করা বা করিতে দেওয়া গিয়াছে কিম্বা যে কোন স্বত্ব বা অধিকার লব্ধ বা কর্ত্তব্য উৎপন্ন বা দায় উপস্থিত হইয়াছে তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

অর্থকরণের ধারা।

৩ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিপরীত ভাব দৃষ্ট না হইলে, এই আইনে,

"কালেক্টর।"

"কালেক্টর" শব্দে এই আইনমত কল্পনাপত্রের বিষয়ীভূত সমুদয় বা অধিকাংশ ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলায় রাজস্ববিষয়ক বিচারাধিপত্যে ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইবে। দুই কিম্বা তদধিক জিলার মধ্যে কোন্ জিলায় অধিকাংশ ভূমি আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে রেবিনিউ বোর্ড সেই কথার নিষ্পত্তি করিবেন এবং ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

"কমিশ্যনর।"

এই আইনমতে যাঁহারা পয়োনালা সম্পর্কীয় কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইবেন, "কমিশ্যনর" শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে।

"মহাল।"

প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যেং সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন সেইং রেজিষ্টরে একই দফার

under the law for the time being in force by any Collector of a district, or a share of, or interest in, such land :

"Proprietor" means a person who as owner is solely or jointly in possession of an estate :

"Proprietor."

"Tenure" means—

"Tenure."

(1) a permanent rent-paying interest in land immediately subordinate to that of a proprietor, and superior to that of a ryot, extending to not less than one hundred standard bighas affected or to be affected by any works under this Act ;

(2) a permanent revenue-free or rent-free interest in land affected or to be affected by any works under this Act, when there exists no rent-paying interest in the same land between the proprietary interest in the estate and such revenue-free or rent-free interest :

"Undertenure" means—

"Undertenure."

(1) a permanent rent-paying interest in land subordinate to that of a tenure-holder and superior to that of a ryot, extending to not less than one hundred standard bighas affected or to be affected by any works under this Act ;

(2) a revenue-free or rent-free interest in land affected or to be affected by any works under this Act, when there exists a rent-paying interest in the same land between the proprietary interest in the estate and such revenue-free or rent-free interest :

EXPLANATION.—The term "permanent" is used with reference to the tenure or undertenure itself, and not with reference to the person who happens to hold such tenure or undertenure for the time being. A tenure or undertenure is none the less permanent although held by a Hindú widow, a Sebait, or a person subject to the Mitakshara law.

"Landholder" and "Holder of Land"

"Landholder" and "Holder of land" mean—

(1) any person who as owner of an estate is solely or jointly in possession thereof ;

(2) any person who as owner of a tenure or undertenure is solely or jointly in possession thereof :

Where two or more persons are joint landholders, they shall be jointly and severally liable under this Act, except as is otherwise expressly provided herein :

মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বা তাহার কোন অংশ বা তদন্তর্গত কোন স্বার্থ বুঝাইবে ।

যে ব্যক্তি মালিক স্বরূপ একাকী বা সংসৃষ্ট ভাবে কোন মহাল ভোগ দখল করেন, "ভূস্বামী বা জমীদার" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে ।

"ভূস্বামী বা জমীদার।"

"তালুক।"

"তালুক" শব্দে

(১) এই আইনমত কোন কার্য্যদ্বারা যাহার উপকার হইয়াছে বা হইবে, এরূপ কল্পিত অন্যূন এক শত বিঘা পরিমিত, নিজ ভূস্বামির অধীন ও রায়তের ঊর্দ্ধতম খাজানাদায়ী চিরকালীন ভূসম্পর্ক বুঝাইবে ।

(২) এই আইনমত কোন কার্য্যদ্বারা যাহার উপকার হইয়াছে বা হইবে, এরূপ কোন চিরকালীন ভূসম্পর্ক রাজস্ব বা খাজানার দায়ে মুক্ত থাকিলে, যদি মহালের ভূস্বামির স্বার্থ ও উক্ত রাজস্বমুক্ত বা খাজানামুক্ত ভূসম্পর্ক এই উভয়ের মধ্যে ঐ ভূমিতে কোন খাজানা দায়ী স্বার্থ না থাকে, তবে "তালুক" শব্দে উক্ত ভূসম্পর্কও বুঝাইবে ।

"পেটাও তালুক" শব্দে

"পেটাও তালুক।"

(১) এই আইনমত কোন কার্য্যদ্বারা যাহার উপকার হইয়াছে বা হইবে, এরূপ কল্পিত অন্যূন একশত বিঘা-পরিমিত, কোন তালুকদারের অধীন ও রায়তের ঊর্দ্ধতন, খাজানাদায়ী চিরকালীন ভূসম্পর্ক বুঝাইবে ।

(২) এই আইনমত কোন কার্য্য দ্বারা যাহার উপকার হইয়াছে বা হইবে, এরূপ কোন চিরকালীন ভূসম্পর্ক রাজস্ব বা খাজানার দায়ে মুক্ত থাকিলে, যদি মহালের ভূস্বামির স্বার্থ ও উক্ত রাজস্বমুক্ত বা খাজানামুক্ত ভূসম্পর্ক এই উভয়ের মধ্যে ঐ ভূমিতে কোন খাজানাদায়ী স্বার্থ থাকে, তবে "পেটাওতালুক" শব্দে উক্ত ভূসম্পর্কও বুঝাইবে ।

ব্যাখ্যা ।—তালুক বা পেটাও তালুক সম্বন্ধেই "চিরকালীন" শব্দের ব্যবহার হইল, যৎকালে যিনি উক্ত তালুকের বা পেটাও তালুকের ভোগাধিকারী হন তৎসম্বন্ধে নহে । কোন হিন্দু বিধবা বা সেবায়েত বা মিতাক্ষরার ব্যবস্থাধীন কোন ব্যক্তি ভোগদখল করিতে থাকিলেও, তালুক বা পেটাও তালুক চিরকালীন ভূসম্পর্ক হইতে পারে ;

"ভূম্যধিকারী ও ভূমির অধিকারী।"

"ভূম্যধিকারী" ও "ভূমির অধিকারী" শব্দে

(১) যে ব্যক্তি কোন মহালের মালিক স্বরূপ একাকী বা সংসৃষ্টভাবে তাহা ভোগদখল করেন, তাঁহাকে বুঝাইবে ;

(২) যে ব্যক্তি কোন তালুকের বা পেটাও তালুকের মালিক স্বরূপ একাকী বা সংসৃষ্ট ভাবে তাহা ভোগ দখল করেন, তাঁহাকে বুঝাইবে ।

দুই কিম্বা তদধিক ব্যক্তি সংসৃষ্টভাবে ভূম্যধিকারী হইলে, যদি এই আইনে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকে, তাঁহারা এই আইনমতে সংসৃষ্টরূপে ও স্বতন্ত্ররূপে দায়ী হইবেন ।

"Reclaimed land" means land which was unfit for cultivation before the execution of any works under this Act, but which has been rendered productive by such works :

"Reclaimed land."

"Improved land" means land which was more or less fit for cultivation before the execution of any works under this Act, but of which the productive powers have been increased by such works :

"Improved land."

"Part" and "Section" mean respectively a part and section of this Act.

"Part" and "Section."

PART I.

APPOINTMENT OF COMMISSIONERS AND CONDUCT OF BUSINESS.

Lieutenant-Governor to appoint Commissioners.

4. Whenever it appears expedient to the Lieutenant-Governor to carry out any scheme and plans for the drainage and improvement of any tract of land, the Lieutenant-Governor may appoint any number of persons not less than seven, of whom the majority shall be qualified by being holders of lands to be affected by the works mentioned in the said scheme and plans, or managers on behalf of such holders, to be Drainage Commissioners for carrying out the provisions of this Act;

and the Lieutenant-Governor may from time to time remove, or accept the resignation of, any such Commissioner, or may add to the number of the Commissioners, and may appoint another person in the place of any such Commissioner dying, resigning, being removed or ceasing to reside in the district in which such lands are situate, but so as that the majority of the Commissioners shall always be persons qualified as aforesaid.

No act done or proceeding taken by the Commissioners shall be invalid merely on the ground that at the time of doing such act or of taking such proceeding the majority of the Commissioners were not persons qualified as aforesaid.

Lieutenant-Governor to appoint Chairman. Commissioners may sue and be sued in his name.

5. The Lieutenant-Governor shall from time to time appoint one of the persons so appointed Commissioners as aforesaid to be Chairman of the Commissioners, and may at any time, if he see fit, revoke such appointment and appoint another of such persons to be Chairman.

এই আইনমত কোন কার্য্যসম্পাদনের পূর্ব্বে যে ভূমি কৃষিকর্ম্মের অনুপযোগী ছিল, কিন্তু উক্ত কার্য্য দ্বারা উৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, "কৃষিযোগ্যকৃত ভূমি" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

"কৃষিযোগ্যকৃত ভূমি।"

এই আইনমত কোন কার্য্যসম্পাদনের পূর্ব্বে যে ভূমি ন্যূনাধিক পরিমাণে কৃষিকর্ম্মের উপযোগী ছিল, কিন্তু উক্ত কার্য দ্বারা যাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, "উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমি" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

"উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমি।"

"খণ্ড" ও "ধারা" শব্দে যথাক্রমে এই আইনের খণ্ড ও ধারা বুঝাইবে।

"খণ্ড" ও "ধারা।"

প্রথম খণ্ড।

কমিশ্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার ও কার্য্য চালাইবার বিধি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের দ্বারা কমিশ্যনরদের নিয়োগের কথা।

৪ ধারা। কোন ভূখণ্ডের জল নিঃসরণের ও উৎকর্ষসাধনের কল্পনাপত্র ও নকশা অনুসারে কার্য্য সম্পাদন করা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের হিতকর বোধ হইলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আইনের বিধান সকল করণার্থ পয়োনালার কমিশ্যনর বলিয়া সাত জনের অন্যূন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। উক্ত কল্পনাপত্রে ও নকশায় যে২ কার্য্যের উল্লেখ হইয়াছে সেই২ কার্য্যদ্বারা যে ভূমির উপকার হইতে পারিবে উক্ত সাত জনের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি সেই ভূমির অধিকারী কিম্বা উক্ত ভূম্যধিকারিদের কার্য্যাধ্যক্ষ হইবেন।

এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ পয়োনালার উক্ত কমিশ্যনরদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে অবসর করিতে কিম্বা তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে কিম্বা তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, এবং কোন কমিশ্যনর মরিলে কি কর্ম্মত্যাগী কি অবসৃত হইলে কিম্বা উক্ত ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলা ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে গেলে তিনি তাহার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। পরন্তু যাঁহারা পূর্ব্বোক্তমতে যোগ্য হন তাঁহারাই সর্ব্বদা ঐ কমিশ্যনরদের অধিকাংশ লোক হইবেন।

কোন কর্ম্ম করিবার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অবলম্বন করিবার সময়ে কমিশ্যনরদের অধিকাংশ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে যোগ্য ছিলেন না বলিয়া কমিশ্যনরদের ঐ কর্ম্ম বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

সভাপতিকে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত করিবার এবং সভাপতির নামে কমিশ্যনরদের দ্বারা ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইবার কথা।

৫ ধারা। যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে কমিশ্যনরী পদে নিযুক্ত হন, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তিকে কমিশ্যনরদের সভাপতি পদে নিযুক্ত করিবেন, এবং কোন সময়ে উচিত বোধ করিলে উক্ত নিয়োগ রহিত করিয়া তাঁহাদের অন্য কোন ব্যক্তিকে

The Commissioners may sue and be sued in the name of their Chairman.

Meetings of Commissioners and quorum.

6. The Commissioners shall ordinarily meet for the transaction of business once at least in every quarter. Such meeting shall be held upon such day and at such hour as the Commissioners shall from time to time determine. No business shall be transacted at any meeting unless at least three members are present at the commencement and close of such business.

Extraordinary meetings.

7. The Chairman of the Commissioners may, whenever he thinks fit, and shall, upon request made in writing by three of the Commissioners, call an extraordinary meeting of the Commissioners.

Presidency of meetings.

8. The Chairman shall preside at every meeting of the Commissioners, but in case of his absence at the time appointed for holding a meeting, the Commissioners present may choose one of their number to be President of such meeting.

Transaction of business at meetings.

9. (1)—All questions at any meeting, including the question of adjourning such meeting, shall be decided by a majority of votes of the members present. In case of an equality of votes, the President for the time being of such meeting shall have a second or casting vote.

Delegation of powers to Committee.

(2)—The Commissioners may delegate any of their powers to Committees consisting of such member or members of the body as they think fit. Any Committee so formed shall, in the exercise of the powers delegated, conform to any regulations that may be imposed on them by the Commissioners.

Election of Chairman of Committee.

(3)—A Committee may elect a Chairman at their meetings. If no such Chairman is elected, or if he is not present at the time appointed for holding the same, the members present shall choose one of their number to be Chairman of the such meeting.

Adjournment, voting, &c., of Committee.

(4)—A Committee may meet and adjourn as they think proper. Questions at any meeting shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of

সভাপতি পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সভাপতির নামে কমিশ্যনরদের দ্বারা ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইতে পারিবে।

কমিশ্যনদের অধিবেশনের কথা ও কতজন উপস্থিত হইলে কার্য্য চলিতে পারিবে তাহার কথা।

৬ ধারা। কমিশ্যনরেরা ন্যূন কল্পে তিন২ মাসান্তর একবার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্যে অধিবেশন করিবেন। তাঁহারা সময়ে২ যে দিন ও যে ঘণ্টা নিরূপণ করেন সেই দিনে সেই ঘণ্টায় অধিবেশন হইবে। কোন কার্য্য আরম্ভ ও সমাপনকালে কমিশ্যনরদের অধিবেশনে অন্যূন তিন জন মেম্বর উপস্থিত না হইলে কার্য্য চলিতে পারিবে না।

বিশেষ অধিবেশনের কথা।

৭ ধারা। কমিশ্যনরদের সভাপতি যখন উচিত বোধ করেন তখন কমিশ্যনরদিগকে বিশেষ অধিবেশনে আহ্বান করিতে পারিবেন; এবং কমিশ্যনরদের মধ্যে তিন জন লিখিয়া অনুরোধ করিলে অবশ্য আহ্বান করিবেন।

অধিবেশনের আধিপত্যের কথা।

৮ ধারা। কমিশ্যনরদের প্রত্যেক অধিবেশনকালে সভাপতি আধিপত্য করিবেন। সভাপতির অনুপস্থানে যে কমিশ্যনরেরা অধিবেশনে উপস্থিত হন তাঁহারা আপনাদের এক ব্যক্তিকে আধিপত্য করণার্থে মনোনীত করিবেন।

অধিবেশন কালে কার্য্য চালাইবার কথা।

৯ ধারা। (১)—অধিবেশন কালে যত জন মেম্বর উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মতক্রমে অধিবেশনের দিনান্তর নিরূপণের প্রশ্ন সমেত সমুদয় প্রশ্নের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইয়া দুই দিকে সমান সংখ্যক লোক হইলে, যৎকালে যিনি সভাপতি থাকেন তিনি যাঁহাদের পক্ষ হন তাঁহাদের মতই প্রবল হইবে।

কমিটীর প্রতি ক্ষমতার্পণ করিবার কথা।

(২)—কমিশ্যনরেরা আপনাদের যে মেম্বরকে বা মেম্বরদিগকে উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে কমিটী স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া ঐ কমিটীর প্রতি আপনাদের কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। উক্তরূপে নিযুক্ত কোন কমিটী অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণ কালে কমিশ্যনরদের নির্দ্ধারিত নিয়ম পালন করিবেন।

কমিটীর সভাপতি মনোনীত করিবার কথা।

(৩)—কমিটী অধিবেশনকালে আধিপত্য করিবার নিমিত্ত একজন সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবেন। তদ্রূপ কোন সভাপতি মনোনীত করা না গেলে, অথবা তিনি অধিবেশনকালে উপস্থিত না থাকিলে, যে সকল মেম্বর উপস্থিত থাকেন তাঁহারা আপনাদের এক জনকে উক্ত অধিবেশনকালীন সভাপতি মনোনীত করিবেন।

কমিটীর সময়ান্তর নিরূপণ ও মত প্রদান প্রভৃতির কথা।

(৪)—কমিটী যেরূপ উচিত বোধ করেন, সেইরূপে অধিবেশন করিতে বা অধিবেশনের সময়ান্তর নিরূপণ করিতে পারিবেন। অধিবেশন কালে যে সকল মেম্বর উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মত ক্রমে সমু-

an equal division of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.

Power to appoint servants.

10. The Chairman of the Commissioners may by an order in writing appoint and dismiss such servants and officers other than Engineers and their subordinates, as may be required for the purposes of this Act, and he may control them as he shall see fit. There shall be paid to such servants and officers respectively such salaries as may appear to the Commissioners to be proper.

When objects of their appointment fulfilled, Lieutenant-Governor may direct their powers and functions to cease.

11. The Lieutenant-Governor may, when satisfied that the objects of their appointment have been fulfilled, direct that the powers and functions of the Commissioners shall cease.

PART II.

DRAINAGE SCHEME.

Commissioners to cause a notification of the scheme to be published.

12. The Commissioners shall within three months after their appointment cause a notification in the language of the district to be published by beat of drum in every village in which may be situate any portion of the lands to be affected by the works proposed in such scheme and plans. Every such notification shall be in the form in Schedule (A) hereto annexed, and shall further be published by posting the same at the office of the Collector and of the Sub-divisional Officer and in some conspicuous part of the village aforesaid, and at the Court of the Munsif within whose jurisdiction, and at the thana within the limits of which, such village is situate.

List of persons assenting or objecting, to be published.

13. After the date named in such notification, a list of the persons who may have given their assent or made any objection in writing in accordance with such notification shall be, prepared and published in the manner provided in section 12 for the information of all concerned. Such list shall contain a specification of the land in respect of which such persons claim to vote as landholders, and of the titles in virtue of which they claim to vote respectively: and there shall be appended thereto a notice that objections to the right of voting so claimed must be lodged with the Commissioners within one month after the publication of the said list.

[*Government Gazette, 10th August* 1880.]

দয় প্রশ্নের মীমাংসা হইবে, এবং মতভেদ হইয়া দুই দিকে সমান সংখ্যক লোক হইলে সভাপতি যাঁহাদের পক্ষ হন তাঁহাদের মতই প্রবল হইবে।

চাকরদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।

১০ ধারা। এই আইনের কার্য্যোপলক্ষে যেং চাকর দিগকে ও কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করা আবশ্যক কমিশ্যনরদের সভাপতি লিখিত আজ্ঞা দিয়া ইঞ্জিনিয়র ও তাঁহাদের অধীন কর্ম্মকারক ভিন্ন সেইং চাকরদিগকে ও কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে ও কর্ম্ম হইতে ছাড়াইতে এবং বিহিত বোধ করিলে তাহাদিগকে কর্তৃত্বাধীন রাখিতে পারিবেন। কমিশ্যনরেরা যত বেতন উচিত বোধ করেন উক্ত চাকর ও কর্ম্মকারকদিগকে তত বেতন দেওয়া যাইবে।

কমিশ্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্য সফল হইলে, তাঁহাদের ক্ষমতা ও কর্ম্মশেষ হইবার আজ্ঞা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের দিতে পারিবার কথা।

১১ ধারা। যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ কমিশ্যনরদিগকে নিযুক্ত করা যায় সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তিনি কমিশ্যনরদের ক্ষমতা ও কর্ম্ম শেষ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পয়ঃনালার কল্পনাপত্র বিষয়ক বিধি।

কল্পনাপত্র কমিশ্যনরদের প্রকাশ করাইবার কথা।

১২ ধারা। কমিশ্যনরদিগকে নিযুক্ত করা গেলে পর তিন মাস মধ্যে সেই কল্পনাপত্রে ও নকশায় যে কার্য্য করিবার প্রস্তাব হয় সেই কার্য্যদ্বারা যেং ভূমির উপকার হইতে পারে সেইং ভূমি যেং গ্রামের অন্তর্গত থাকে কমিশ্যনরেরা ঐ কল্পনাপত্রাদির জ্ঞাপনপত্র জিলার চলিত ভাষায় উক্ত প্রত্যেক গ্রামে প্রকাশ করাইবেন। সেই জ্ঞাপনপত্র A চিহ্নিত তফসীলের পাঠে লিখিতে হইবে এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে ও মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারিতে ও উক্ত গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে এবং ঐ গ্রাম যে মুনসেফের বিচারাধিপত্যের ও যে থানার সীমার মধ্যে থাকে সেই মুনসেফের কাছারী ঘরে ও সেই থানায় লটকাইয়া ঐ পত্র প্রকাশ করা যাইবে।

সম্মত কি আপত্তিকারি ব্যক্তিদের ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

১৩ ধারা। উক্ত বিজ্ঞাপনে যে তারিখ লিখিত থাকে তাহার পর, ঐ বিজ্ঞাপন অনুসারে যে সকল ব্যক্তি লিখিয়া সম্মতি দান করেন কি আপত্তি করেন তাঁহাদের নামের ফর্দ্দ সম্পর্কযুক্ত সমুদয় লোকের অবগতি নিমিত্ত ১২ ধারার বিধানমতে প্রকাশ করা যাইবে, ও তৎসঙ্গে উক্ত ব্যক্তিরা যেং ভূমির সম্পর্কে ভূম্যাধিকারী বলিয়া মত দিবার দাওয়া করেন, ও যেং স্বত্বক্রমে তাঁহারা দাওয়া করেন, ইহারও নির্দ্দেশ থাকিবে। এবং ঐ ফর্দ্দের সহিত এই নোটিস থাকিবে যে, উক্তরূপে মত দিবার স্বত্বের যে দাওয়া হয়, তাহার বিরুদ্ধ আপত্তি উক্ত ফর্দ্দ প্রকাশ হইবার পর এক মাসের মধ্যে কমিশ্যনরদের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

14. (1)—The Commissioners may, at some meeting to be held not less than one month after such list has been published under the provisions of section 13, proceed to ascertain whether the holders of half of the lands to be reclaimed or improved have assented in writing to the adoption of the scheme. For the purpose of so ascertaining, the Commissioners shall take into account the vote of not more than one landholder in respect of any one portion of the area affected, and, whenever more than one landholder shall have given his vote in respect of the same portion of such area, the Commissioners shall take into account the vote of the landholder who holds the lowest interest in respect of such area, and shall not take into account, in respect of such area, the vote of any superior landholder who may have voted.

Commissioners how to ascertain what proprietors have assented.

Example—

A gives his vote as proprietor of 5,000 bighas;

B as patnidar of 2,000 bighas included in A's proprietary of 5,000 bighas;

C as mokarraridar of 100 bighas included in B's patni;

D as holding a permanent jama of 500 bighas included in A's proprietary of 5,000 bighas, but not in B's patni of 2,000 bighas.

The Commissioners shall take into account the votes of the respective landholders in respect of the following areas:—

D	for	... ...	500 bighas.
C	,,	... ...	100 ,,
B	,, (2,000—100=)	...	1,900 ,,
A	,, (5,000—2,000—500=)	...	2,500 ,,
		Total...	5,000 ,,

(2)—One vote only shall be allowed in respect of an estate, tenure or undertenure belonging to two or more co-sharers. In order to ascertain whether this vote shall be taken as assenting or objecting to the adoption of the scheme, regard shall be had to the votes of the co-sharers individually, and account shall be taken of those only who actually vote. If the majority assent, a vote of assent shall be deemed to have been given in respect of the estate, tenure or undertenure. If the majority object, a vote of objection shall be deemed to have been given. If the number assenting and the number objecting are equal, no vote shall be deemed to have been given in respect of such estate, tenure or undertenure.

Vote for estate, tenure, &c., held by two or more co-sharers.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০। ১০ আগষ্ট।]

১৪ ধারা। ১৩ ধারার বিধানমতে উক্ত ফর্দ্দ প্রকাশ করণের অন্যূন এক মাস পরে কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া, এই কথা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন যে, যে ভূমি কৃষিযোগ্য কি উৎকর্ষিত করিতে হইবে, তাহার অর্দ্ধেকের অধিকারিগণ কল্পনাপত্র অবলম্বন সম্বন্ধে লিখিয়া সম্মতি দিয়াছেন কি না। এই কথা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত কমিশ্যনরেরা কোন ভূখণ্ড সম্পর্কে একাধিক ভূম্যধিকারির মত গ্রহণ করিবেন না; এবং একই ভূখণ্ড সম্পর্কে একাধিক ভূম্যধিকারী মত দিলে পর উক্ত ভূখণ্ডে যাঁহার নিম্নতম স্বার্থ থাকে, কমিশ্যনরেরা সেই ভূম্যধিকারির মত গ্রহণ করিবেন, এবং উক্ত ভূখণ্ড সম্পর্কে উপরিস্থ যে ভূম্যধিকারী মত দিয়া থাকেন, তাঁহার মত গ্রহণ করিবেন না।

যে২ ভূম্যধিকারী সম্মত হইয়াছেন কমিশ্যনরেরা ইহা কিরূপে নির্ণয় করিবেন, তাহার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ ৫০০০ বিঘার জমীদার স্বরূপ মত দিলেন।

বলরাম আনন্দের ৫০০০ বিঘা জমীদারির অন্তর্গত ২০০০ বিঘার পত্তনীদার স্বরূপ, চন্দ্র বলরামের পত্তনীর অন্তর্গত ১০০ বিঘার মকররীদার স্বরূপ, ও দিননাথ আনন্দের ৫০০০ বিঘা জমীদারির অন্তর্গত, কিন্তু বলরামের পত্তনীর অন্তর্গত নহে, এরূপ ৫০০ বিঘার কায়েম-জমাভোগী স্বরূপ মত দিলেন।

কমিশ্যনরের পশ্চাল্লিখিত ভূখণ্ড সম্পর্কে ঐ২ ভূম্যধিকারির মত গ্রহণ করিবেন;

দিননাথের	... ...	৫০০	বিঘা
চন্দ্রের	... ...	১০০	,,
বলরামের	(২,০০০—১০০=) ...	১,৯০০	,,
আনন্দের	(৫,০০০—২০০০—৫০০=)	২,৫০০	,,
মোট	... ...	৫,০০০	

(২) কোন মহালের বা তালুকের বা পেটাও তালুকের দুই বা তদধিক অংশী থাকিলেও তৎসম্বন্ধে কেবল একটি মত দেওয়া যাইবে। ঐ মত কল্পনাপত্র অবলম্বন বিষয়ে সম্মতিসূচক কি আপত্তিসূচক বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, প্রত্যেক অংশীর মতের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং যাঁহারা বাস্তবিক মত দেন কেবল তাঁহাদেরই মত ধরিতে হইবে। তাঁহাদের অধিকাংশ লোকে সম্মতি দিলে, উক্ত মহাল, তালুক বা পেটাও তালুক সম্বন্ধে সম্মতিসূচক মত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে। অধিকাংশ লোকে আপত্তি করিলে আপত্তিসূচক মত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে। সম্মতিদাতা ও আপত্তিকারীদের সংখ্যা সমান হইলে, ঐ মহাল বা তালুক বা পেটাও তালুক সম্বন্ধে কোন মত দেওয়া হয় নাই বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

দুই বা তদধিক অংশীদের ভোগবৃত্ত মহাল ও তালুক প্রভৃতি সম্বন্ধে মতের কথা।

15. The Commissioners may in their discretion refuse to take into account the vote of any person who, after being required to do so, fails to specify the extent of land held by him, and the nature of the interest which he has in such land.

Persons voting to specify the extent of their lands.

16. (1)—Whenever the right of any person to vote as a holder of any land shall be disputed, the Commissioners shall determine whether the vote of such person shall or shall not be accepted in respect of such land, and their determination shall be final for the purposes of section 17; provided that any "recorded proprietor," as defined by section 3 of "The Land Registration Act, 1876," shall be entitled to vote in respect of any property of which he is the recorded proprietor.

Commissioners to decide who is entitled to vote.

(2)—In the case of a landholder who is a proprietor disqualified to manage his own property under the provisions of "The Court of Wards' Act, 1879," or any similar law for the time being in force, or who is a minor or a lunatic, the right to vote shall be exercised by any manager of the property of such disqualified proprietor or minor or lunatic, appointed by the Court of Wards or by the Civil Court under the provisions of any law for the time being in force, or, where no such manager has been appointed, by any person who, in the opinion of the Commissioners, duly represents the interests of such minor or lunatic.

Vote for property held by a minor or lunatic.

(3)—Where the holder of any land cannot be found, such land shall be altogether excluded in any computation that may be made in order to determine whether the landholders of not less than half of the area to be reclaimed or improved have assented to the adoption of the scheme.

Case of landholder not found.

17. If the landholders of not less than half of the area to be reclaimed or improved, ascertained as above provided, shall have assented to the adoption of the scheme, and not otherwise, the Commissioners shall proceed to consider such scheme, together with the plans and estimates for carrying out the same, and shall further consider such objections as have been made thereto; and may adopt such schemes, plans and estimates, or may alter and modify the same, and adopt the scheme, plans and estimates so altered or modified, or may disapprove or reject the same.

If half of landholders agree, Commissioners to consider the scheme submitted.

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

১৫ ধারা। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার ভোগাক্রত ভূমির পরিমাণ ও ঐ ভূমিতে তাঁহার যে স্বার্থ থাকে তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই, কমিশ্যনরেরা স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

যাঁহারা মত দেন তাঁহাদের ভূমির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইবার কথা।

১৬ ধারা। (১)—কোন ভূমির অধিকারিস্বরূপ মত দান সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির স্বত্ব লইয়া বিবাদ হইলে, ঐ ভূমি সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তির মত গ্রহণ করা যাইবে কি না, কমিশ্যনরেরা স্বাধীনমতে ইহা নির্ণয় করিবেন, এবং ১৭ ধারার কার্য্য পক্ষে তাঁহাদের নির্ণয় চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারামতে "লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারী" যে ভূসম্পত্তির লিপিবদ্ধ অধিকারী হন সেই সম্পত্তি সম্পর্কে মত দিতে পারিবেন।

কে মত দিতে স্বত্ববান, ইহা কমিশ্যনরদের নির্ণয় করিবার কথা।

(২)—যে ভূম্যধিকারী কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের অথবা তদ্রূপ প্রচলিত অন্য কোন আইনের বিধানমতে আপনার সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে অক্ষম, অথবা যিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্তমনা, কোর্ট-অব ওয়ার্ডস বা দেওয়ানী আদালত প্রচলিত কোন আইনের বিধানমতে তাঁহার সম্পত্তির যে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন, সেই কার্য্যাধ্যক্ষ মত দিবার স্বত্বানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, অথবা তদ্রূপ কোন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, কমিশ্যনরদের মতে যে ব্যক্তি স্বার্থসম্বন্ধে উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্তমনা ভূম্যধিকারির উপযুক্ত প্রতিনিধি হন সেই ব্যক্তি উক্ত স্বত্বানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তির ভোগকৃত সম্পত্তি সম্বন্ধে মতের কথা।

(৩) কোন ভূমির অধিকারিকে পাওয়া না গেলে, যে ভূখণ্ড কৃষিযোগ্য বা উৎকর্ষিত করিতে হইবে তাহার অন্যূন অর্দ্ধেকের ভূম্যধিকারিরা কল্পনাপত্র অবলম্বন বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন কি না ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যে হিসাব ধরিতে হয়, তাহা হইতে ঐ ভূমি একেবারে বাদ দেওয়া যাইবে।

ভূম্যধিকারিকে না পাওয়া গেলে, ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

১৭ ধারা। যে পরিমাণের ভূমি কৃষিযোগ্য বা উৎকর্ষিত করিতে হইবে অন্যূন তাহার অর্দ্ধেকের অধিকারিরা কল্পনাপত্রে সম্মত হইয়াছেন পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমতে নির্ণীত হইলে (স্থলান্তরে নহে,) কমিশ্যনরেরা সেই কল্পনাপত্র ও তাহা সফল করণার্থ নকশা ও অনুমানপত্র ও তদ্বিষয়ক সকল আপত্তি বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন এবং তাঁহারা তাহা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিম্বা তাহা পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর করিয়া সেই পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত কল্পনাপত্র ও নকশা ও অনুমানপত্র গ্রাহ্য করিতে কিম্বা তাহা অনুমোদন না করিতে বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

অর্দ্ধেক ভূম্যধিকারিরা সম্মত হইলে, অর্পিত কল্পনাপত্র কমিশ্যনরদের বিবেচনা করিবার কথা।

Power to proceed with portion of scheme.

18. If the landholders of half of the area to be reclaimed and improved do not assent to such scheme, but the landholders of half of the area to be affected by some portion of such scheme assent thereto, the Commissioners may resubmit such portion of the scheme to the Lieutenant-Governor, and may, with his approval, proceed thereupon in manner aforesaid.

Scheme approved by Commissioners to be laid before the Lieutenant-Governor.

19. If the Commissioners adopt such scheme, plans and estimates, or any modification or alteration thereof, they shall, within one month after such scheme, plans and estimates, or some modification or alteration thereof, have been adopted by them, cause the same to be laid before the Lieutenant-Governor, and the Lieutenant-Governor may sanction the scheme, plans and estimates so adopted, or any portion thereof, as to him shall seem fit.

Power to reconsider scheme and modify it.

20. (1)—The Commissioners may, with the previous assent of the Lieutenant-Governor, at any time reconsider any scheme, plans or estimates adopted by them, and add to, alter or modify the same;

and when any addition, modification or alteration has been adopted by them, they shall cause the same to be laid before the Lieutenant-Governor:

the Lieutenant-Governor may sanction such addition, alteration or modification, or any portion thereof, as he may think fit,

and thenceforth the provisions of this Act shall apply to such addition, modification or alteration, as if it had been a portion of the original scheme, plans or estimates; and every such addition, modification or alteration, after it has been adopted, shall be published by the Commissioners as to them shall seem fit.

No such addition, modification or alteration shall be adopted at a meeting at which the majority of the members present are not qualified as provided by section 4.

Publication of modified scheme.

(2)—No addition, modification or alteration under clause (1) to or of any scheme which affects any lands other than those which would be affected by some scheme theretofore published, shall be adopted by the Commissioners until the same has been published for not less than fifteen days, according to the provi-

কল্পনাপত্রের একাংশ মতে কার্য্য করিবার কথা।

১৮ ধারা। যত ভূমির জল নিঃসরণ ও উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে তাহার অর্দ্ধেকাংশের ভূমিকারিরা ঐ কল্পনাপত্রে সম্মত না হইলে, কিন্তু ঐ কল্পনাপাত্রের কোন অংশদ্বারা যে ভূমির উপকারের কল্পনা থাকে তাহার অর্দ্ধাংশের ভূম্যধিকারিরা সম্মত হইলে, কমিশ্যনরেরা কল্পনাপত্রের ঐ অংশ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মুখে পুনশ্চ অর্পণ করিতে পারিবেন, ও তিনি অনুমোদন করিলে পূর্ব্বোক্তমতে কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন।

কমিশ্যনরদের অনুমোদিত কল্পনাপত্র লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করিবার কথা।

১৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা সেই কল্পনাপত্র ও নকৃশা ও অনুমানপত্র কিম্বা রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত সেই পত্র গ্রাহ্য করিলে পর তদ্রূপ গ্রাহ্য করিবার এক মাসের মধ্যে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মুখে তাহা অর্পণ করিবেন; ও তিনি সেই গ্রাহ্য করা কল্পনাপত্র ও নকৃশা ও অনুমানপত্র অথবা তাহার যে অংশ বিহিত বোধ করেন অনুমোদন করিতে পারিবেন।

কল্পনাপত্র পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া রূপান্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা। কমিশ্যনেরেরা যে কল্পনাপত্র কি নকৃশা বা অনুমানপত্র অনুমোদন করেন তাঁহারা কোন সময়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক তাহা পুনর্ব্বিবেচনা করিতে ও তাহাতে আর কথা যোগ করিতে ও তাহা পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিতে পারিবেন,

ও সেই বর্দ্ধিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত কথা গ্রাহ্য করিলে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ঐ বর্দ্ধিত কি পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত কথা কিম্বা তাহার যে অংশ বিহিত বোধ করেন অনুমোদন করিতে পারিবেন।

তদবধি সেই বর্দ্ধিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত কথা ঐ মূল কল্পনাপত্রের কি নক্শার কি অনুমানপত্রের একাংশ হওয়ার ন্যায় তৎপ্রতি এই আইনের বিধান বর্ত্তিবে, ও কমিশ্যনরেরা সেই বর্দ্ধিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত কথা গ্রাহ্য করিলে পর যেরূপ বিহিত বোধ করেন সেইরূপে প্রকাশ করিবেন।

কোন অধিবেশন কালে যে কমিশ্যনরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি ৪ ধারার লিখিতমতে যোগ্য না হইলে উক্ত বর্দ্ধিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত কথা গ্রাহ্য হইবে না।

রূপান্তরিত কল্পনাপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

(২) কোন কল্পনাপত্র প্রকাশিত হইলে তদ্দ্বারা যে২ ভূমির উপকার হইতে পারে, (১) প্রকরণ মতে সেই কল্পনাপত্রের পরিবর্দ্ধন কি রূপান্তর কি পরিবর্ত্তন করণ দ্বারা যদি অন্য ভূমির উপকার হইতে পারে, তবে ঐ পরিবর্দ্ধন কি রূপান্তর কি পরিবর্ত্তন করণদ্বারা যে ভূমির উপকার হইতে পারে সেই ভূমির কোন অংশ যে২ গ্রামে থাকে ১২ ধারার বিধানমতে সেই রূপা-

sions of section 12, in every village in which may be situate any portion of the lands to be affected by such addition, alteration or modification; nor shall any such addition, modification or alteration be adopted unless the landholders of not less than half the entire area to be affected by the scheme as so added to, modified or altered, assent to the same.

21. When the Lieutenant-Governor has sanctioned any scheme, plans and estimates as aforesaid or some portion thereof he may direct proceedings to be taken under the provisions of "The Land Acquisition Act, 1870," or any other law for the time being in force for the acquisition of land for public purposes, in order to obtain any land likely to be required for the works mentioned in such sanctioned scheme, plans and estimates, or any portion thereof.

Powers for the acquisition of land.

22. The Lieutenant-Governor may, if he thinks fit, order the works specified in such sanctioned scheme, plans and estimate, or portion thereof, to be executed by an officer to be thereunto appointed by the Lieutenant-Governor, and may, subject to the sanction of the Governor-General of India in Council, order the advance from the Public Funds of such sum of money as may be required for the purpose of making such improvements, and such officer may cause the works specified in such scheme and plans to be executed, and for that purpose may by himself, his agents and workmen enter into or upon any lands and perform such works thereupon as may be required.

Lieutenant-Governor may order scheme to be carried out.

23. The Lieutenant-Governor may at any time after the said works have been commenced by an order sanction any alteration or modification of such scheme or plan suggested to him by the officer in charge of such works, if after communication with the Commissioners it shall appear to him that by such modification or alteration the general character and scope of the scheme will not be altered, nor greater expenditure incurred thereon, than would be incurred in the scheme as originally sanctioned; and after such sanction, such alteration or modification shall be taken to be a portion of the scheme adopted by the Commissioners in substitution for the portion of such scheme thereby altered, and every such modification or alteration shall be published by the Commissioners as to them shall seem fit.

Power to Lieutenant-Governor to modify scheme.

[*Government Gazette, 10th August* 1880]

ন্তরিত পত্র সেই২ গ্রামে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত প্রকাশ না করা গেলে কমিশনরেরা তাহা গ্রাহ্য করিবেন না এবং ঐ ভূমির অর্দ্ধেকের অন্যূনাংশের অধিকারিরা সেই পরিবর্দ্ধিত কি রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত পত্রে সম্মত না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

২১ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত কোন কল্পনাপত্র ও নকৃশা ও অনুমানপত্র বা তাহার কোন অংশ অনুমোদন করিলে তল্লিখিত কোন কার্য্য নিষ্পাদনের জন্য কোন ভূমির প্রয়োজন হওয়া সম্ভাবনা হইলে, তিনি ঐ ভূমি পাইবার নিমিত্তে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের বিধানমতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যার্থে ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনের বিধান মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ভূমি গ্রহণ করিবার ক্ষমতার কথা।

২২ ধারা উক্ত অনুমোদিত কল্পনাপত্রে ও নকৃশায় ও অনুমানপত্রে কিম্বা তাহার কোন অংশে যে২ উৎকর্ষসাধন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বিহিত বোধ করিলে, সেই কার্য্য সম্পাদনার্থে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা সেই কার্য্য হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং উক্ত উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে যত টাকা প্রয়োজন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনের অপেক্ষায় রাজকীয় অর্থাগারহইতে সেই টাকা অগ্রিম দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এবং সেই কর্য্যকারক ঐ কল্পনাপত্রের ও নকৃশার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করাইতে পারিবেন, ও তন্নিমিত্তে আপনি কিম্বা আপনার প্রতিনিধির কর্ম্মকারকদের দ্বারা কোন ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ ভূমিতে যে কার্য্য করা আবশ্যক তাহা করিতে পারিবেন।

কল্পনাপত্র মতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর সাহেবের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৩ ধারা। উক্ত কার্য্যারম্ভ করা গেলে পর যে কার্য্যকারক ঐ কর্ম্মের অধ্যক্ষতা করেন, তিনি যদি ঐ কল্পনাপত্রের কি নকৃশার কোন অংশ পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিবার প্রস্তাব করেন, তবে তদ্রূপে পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিলে ঐ কার্য্যের সাধারণ ভাব ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন হইবে না এবং ঐ প্রথম অনুমোদিত কল্পনাপত্রানুসারে কার্য্য করিলে যত টাকা খরচ হইত ঐ পরিবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে তদধিক খরচা হইবে না কমিশনরদের সহিত চিঠিপত্র চালাইয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ইহা দেখিলে কোন সময়ে অনুজ্ঞাপত্রদ্বারা উক্ত কল্পনাপত্র কি নকৃশা পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। অনুমোদিত হইলে ঐ কল্পনাপত্রের যে অংশ পরিবর্ত্তিত করা গেল তৎস্থানে ঐ পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত অংশ কমিশনরদের গ্রাহ্য করা কল্পনাপত্রের অংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে; এবং কমিশনরেরা যদ্রূপ বিহিত বোধ করেন সেই পরিবর্ত্তিত কি রূপান্তরিত কথা তদ্রূপে প্রকাশ করাইবেন।

ঐ কল্পনাপত্র রূপান্তরিত করিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

Claims to compensation for damage caused in carrying out scheme or works.

24. (1)—Any person who alleges that damage has been caused to his property by any scheme or works commenced or carried out under this Act may, at any time before the expiry of the three years mentioned in clause (1) of section 28, prefer to the Commissioners a claim for compensation in respect of such damage actually caused, and of all future damage likely to be caused to such property by such scheme or works.

Compensation to be assessed by the Commissioners.

The Commissioners shall duly consider any such claim; and if they are satisfied that such damage has been caused or is likely to be caused, they shall assess such compensation as to them appears fair and reasonable.

Reference to Civil Court if amount assessed be not accepted.

If such person agrees to accept the amount so assessed, the same shall be paid to him:

If he do not agree to accept such amount, the Commissioners shall make a reference to the Civil Court in the manner in which a Collector is empowered to make a reference by section 15 of "The Land Acquisition Act, 1870," and the provisions of Part III of the said Act shall apply to any reference so made.

Reference to Civil Court where amount of compensation agreed to or settled by Court, but dispute as to its apportionment.

(2)—When the persons interested in such property, to which damage has been caused as aforesaid agree to accept the amount of compensation assessed by the Commissioners, but a dispute arises as to the apportionment of the same or any part thereof, or when the amount of compensation has been settled by the Court on a reference under clause (1), and a similar dispute arises, the Commissioners shall refer such dispute to the decision of the Civil Court, and the provisions of Part IV of the said Land Acquisition Act shall apply to any reference so made.

Reference may in certain cases be transferred to Subordinate Judge or Munsif for disposal.

(3)—When the amount of compensation assessed by the Commissioners does not exceed one thousand rupees, any reference made under clause (1) may be transferred by the Principal Civil Court of original jurisdiction of the district to any Subordinate Judge in the same district, and such Subordinate Judge shall have power to hear

কল্পনাপত্র বা কার্য্য সফল করিতে গিয়া যে হানি হয় তাহা পূরণ করিবার দাওয়ার কথা।

২৪ ধারা। (১)-এই আইনমত কোন কার্য্য আরম্ভ বা কল্পনাপত্র ফলবৎ করিতে তাঁহার সম্পত্তির হানি হইয়াছে, কোন ব্যক্তি এই কথা বলিলে উক্ত কল্পনাপত্র বা কার্য্যদ্বারা ঐ সম্পত্তির বস্তুবিক যত হানি হইয়াছে ও ভবিষ্যতে যত হইবার সম্ভাবনা সেই হানি পূরণার্থে ২৮ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত তিন বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে কমিশনরদের নিকট দাওয়া করিতে পারিবেন।

কমিশনরদের হানি পূরণের টাকা নিরূপণ করিবার কথা।

কমিশনরেরা যথাবিধি উক্তরূপ কোন দাওয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন; এবং উক্ত হানি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের এই রূপ বোধ হইলে, হানিপূরণার্থ যত টাকা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় তত টাকা নিরূপণ করিবেন।

নিরূপিত টাকা গ্রহণ করা না গেলে, দেওয়ানী আদালতে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

ঐ ব্যক্তি উক্ত নিরূপিত টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে, উহা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

তিনি উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে, ভূমিগ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ১৫ ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেব যে প্রকারে প্রশ্নার্পণ করিতে পারেন সেই প্রকারে কমিশনরেরা দেওয়ানী আদালতে প্রশ্নার্পণ করিবেন। উক্তরূপে যে প্রশ্নার্পণ করা যায় তৎপ্রতি উক্ত আইনের তৃতীয় খণ্ডের বিধান বর্ত্তিবে।

ক্ষতিপূরণের টাকা সম্বন্ধে সম্মতি হইলেও অথবা তাহা আদালতদ্বারা ধার্য্য হইলেও তাহা বণ্টন করিবার সম্বন্ধে বিবাদ হইলে, দেওয়ানী আদালতে বিবাদার্পণ করিবার কথা।

(২)—যে সম্পত্তির হানি হইয়াছে তাহাতে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ থাকে, তাঁহারা কমিশনরদের নিরূপিত হানিপূরণের টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও যদি ঐ টাকা বা তাহার কোন অংশ বণ্টন করিবার সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয়, অথবা (১) প্রকরণমতে প্রশ্নার্পণ হওয়াতে আদালত হানিপূরণের টাকা ধার্য্য করিলেও যদি তদ্রূপ বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে কমিশনরেরা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত ঐ বিবাদ অর্পণ করিবেন। উক্তরূপে যে বিবাদ অর্পণ করা যায় তৎপ্রতি ভূমিগ্রহণ বিষয়ক উক্ত আইনের চতুর্থ খণ্ডের বিধান বর্ত্তিবে।

যে প্রশ্ন অর্পণ করা যায়, তাহা কোন ২ স্থলে সব জজের বা মুনসেফের নিকট মীমাংসা নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবার কথা।

(৩)—কমিশনরদের নিরূপিত হানিপূরণের টাকা এক হাজার টাকার অধিক না হইলে, (১) প্রকরণমতে যে প্রশ্ন অর্পণ করা যায়, জিলার প্রথমস্থলীয় বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত প্রধান দেওয়ানী আদালত তাহা ঐ জিলার কোন সব জজের নিকট পাঠাইতে পারিবেন, এবং উক্ত সব জজ তাহা শুনিয়া তাহার মীমাংসা করিতে পারিবেন। (২) প্রকরণমতে যে

and dispose of the same; and any reference made under clause (2) may be transferred by such Principal Civil Court to any Munsif in the same district, and such Munsif shall have power to hear and dispose of the same.

PART III.

EXPENDITURE AND APPORTIONMENT.

Cost of compensation, &c., to be deemed part of expense of construction. Such expense may be defrayed by advances from the Public Funds.

25. All amounts paid as compensation for any lands taken for the purposes of this Act, or for damage inflicted in carrying out any scheme or works under this Act, or as salaries of officers, servants, or establishments, or for surveys or valuations (whether antecedent or subsequent to the preparation of the scheme and plans), and all amounts otherwise duly expended in carrying out the purposes of this Act, shall be included in, and deemed to constitute the cost of, construction of the works, and may be defrayed by advances from the Public Funds as provided by section 22

Interest to be paid on such advances. Such interest after completion of the works to be payable half-yearly to Collector by the holders of the lands affected.

26. (1)—All such advances shall bear interest at the rate of five per centum per annum until recovered in the manner hereafter in this Act provided. All such interest, which falls due before the completion of the works is certified to the Commissioners as hereafter provided, shall, upon such completion being so certified, be added to the total amount of the principal sums advanced; and interest at the rate of five per centum per annum upon the total of such interest and principal shall thereafter be payable to the Collector half-yearly by the holders of the lands affected by the works.

Commissioners to distribute liability to pay interest amongst landholders and certify same to the Collector.

(2)—It shall be the duty of the Commissioners to distribute the liability to pay such half-yearly interest amongst such landholders, as soon as the completion of the works has been certified to them, and to report the details of such distribution to the Collector.

How the liability to pay interest is to be distributed.

(3)—In order to the distribution of such liability, the Commissioners shall have regard to the plans and estimates of the scheme and to such other information as may be supplied to them by the Officer in charge of such works, and shall dis-

বিবাদ অর্পণ করা যায়, উক্ত প্রধান দেওয়ানী আদালত তাহা ঐ জিলার কোন মুনসেফের নিকট পাঠাইতে পারিবেন, এবং ঐ মুনসেফ তাহা শুনিয়া তাহার মীমাংসা করিতে পারিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

খরচ ও ব্যয়বণ্টনের বিধি।

হানিপূরণের খরচ কার্য্য সম্পাদনের ব্যয়ের অংশ বলিয়া জ্ঞান হইবার ও রাজকীয় ধনাগার হইতে অগ্রিম টাকা লইয়া ঐ ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার কথা।

২৫ ধারা। এই আইনের কার্য্য পক্ষে যে ভূমি গৃহীত হয় তাহার মূল্য কিম্বা এই আইনমত কল্পনাপত্র কি কার্য্য-সাধন করিতে গিয়া যে হানি করা যায় সেই হানিপূরণের টাকা কিম্বা এই আইনের বিধানমতে কার্য্য করণার্থে কর্ম্মচারী ও চাকর ও আমলাদের বেতনস্বরূপ, কিম্বা উক্ত কল্পনাপত্র ও নকশা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে বা পরে মাপকরণ কি মূল্যনির্দ্ধারণ নিমিত্ত, যে টাকা দিতে হয় তাহা এবং এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করণার্থ অন্য যে সকল টাকা যোগ্যরূপে কোন প্রকারে ব্যয় করা যায় তৎ-সমুদয় কার্য্য সম্পাদনার্থ ব্যয়ের অংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে; এবং ২২ ধারার বিধানমতে রাজকীয় ধনাগার হইতে অগ্রিম টাকা লইয়া ঐ ব্যয় নির্ব্বাহ করা যাইতে পারিবে।

অগ্রিম টাকার সুদ দিবার ও কার্য্য সমাপন হইলে ভূমির অধিকারিদের ঐ সুদ ছয়২ মাসান্তে কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবার কথা।

২৬ ধারা। (১)—ঐ অগ্রিম টাকা যত কাল এই আইনের পশ্চাল্লিখিত বিধান মতে আদায় করা না যায় তত কাল তাহার উপর বৎসর শত করা পাঁচ টাকা হারে সুদ চলিবে পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কমিশানরদের নিকট কার্য্য সমাপনের সর্টিফিকেট দিবার পূর্ব্বে যে সুদ পাওনা হয়, ঐ সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে পর তাহা অগ্রিম দত্ত আসল টাকার সহিত যোগ করিতে হইবে। এই রূপ সুদে আসলে মোট যত টাকা হয়, কার্য্য দ্বারা যে ভূমির উপকার হইবার সম্ভাবনা সেই ভূমির অধিকারিদের তদনন্তর ছয় ছয় মাসান্তে বৎসর শত করা পাঁচ টাকা হারে তত টাকার সুদ কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবে।

ভূম্যধিকারিদের মধ্যে সুদ দিবার দায় বিভাগ করিয়া দিয়া, কমিশানরদের কালেক্টর সাহেবের নিকট তাহার সর্টিফিকেট দিবার কথা।

(২)—কমিশানরদের নিকট কার্য্য সমাপনের সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন উক্ত ভূম্যধিকারিদের মধ্যে ঐ ষাণ্মাষিক সুদের দায় বিভাগ করিয়া দিবেন ও কালেক্টর সাহেবের নিকট বিভাগের বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইবেন।

সুদ দিবার দায় যে প্রকারে বিভাগ করিতে হইবে, তাহার কথা।

(৩) উক্ত দায় বিভাগ করিতে গিয়া, কমিশানরেরা কল্পনাপত্র সম্বন্ধীয় নকশা ও অনুমানপত্রের প্রতি ও কার্য্যের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ অন্য যে কথা জানান তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং সাধারণ প্রণালীমতে দায় এরূপে বিভাগ করিবেন যে, কমিশানরেরা যতদূর বুঝিতে পারেন, প্রত্যেক ভূম্যধিকারির

tribute the liability in a general way, so that the share of the interest payable by each landholder shall be in proportion to the benefit to be derived by the lands of such landholder so far as the Commissioners can judge of such proportions.

Notice of amount of interest payable half-yearly to be served on each landholder. Amount, if not paid, recoverable as a Public Demand.

(4)—A notice shall be served upon each such landholder setting forth the half-yearly amount of interest payable by him and the date upon which it is payable. If such half-yearly amount be not paid upon such date, the Collector may proceed for its recovery according to the law for the time being in force for the recovery of Public Demands.

Reports to be made and expenditure certified.

27. The Officer in charge of the said works shall, until the same shall be finally completed, once in every three months make a detailed report to the Commissioners of the progress of such works and the expenditure thereupon from the day up to which the next preceding report shall have been brought down; and the Examiner of Public Works Accounts to the Government of Bengal, or some other officer authorized in that behalf by the Lieutenant-Governor, shall from time to time certify the sums advanced in accordance with the provisions of section 25, and the dates of such advances, and every such certificate shall be final and conclusive evidence in a Civil Court or in any proceedings under this Act of the sums therein stated to have been advanced having been so advanced, and of the dates upon which they were respectively so advanced.

Commissioners upon expiry of three years from Completion Report to classify lands benefited by the works, distinguishing between Improved lands and Reclaimed lands.

28. (1)—The Officer in charge of the works shall, as soon as they have been completed, certify such completion to the Commissioners; and the Commissioners shall, upon the expiry of three years from such completion being so certified to them, proceed to classify all the lands benefited by the works according to the degree of benefit conferred; and in such classification they shall distinguish the Improved lands from the Reclaimed lands:

It shall be lawful for the Commissioners at any time during such three years to make such inspections of the lands and such surveys thereof, and otherwise to collect such information, as shall in their opinion conduce to the making of such classification, and of the apportionment hereinafter mentioned.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১০ আগষ্ট।]

ভূমির যে পরিমাণে উপকার হইবার সম্ভাবনা তাঁহার সেই পরিমাণে সুদের অংশ দিতে হয়।

প্রত্যেক ভূম্যধিকারিকে ষাণ্মাষিক সুদের টাকার নোটিস দিবার ও টাকা না দেওয়া গেলে রাজকীয় প্রাপ্যের ন্যায় তাহা আদায় করিবার কথা।

(৪) যে ভূম্যধিকারির ষাণ্মাষিক যত সুদ যে তারিখে দিতে হইবে, তদ্বিষয়ের বিবরণ সম্বলিত নোটিস তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। ঐ ষাণ্মাসিক টাকা উক্ত তারিখে দেওয়া না গেলে, রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করিবার যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে কালেক্টর সাহেব তদনুসারে ঐ টাকা আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন।

রিপোর্ট করিবার ও খরচ নিশ্চিতমতে জানাইবার কথা।

২৭ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতি ঐ কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ভার অর্পণ করা যায় সেই কার্য্য যত কাল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন না হয় তত কাল সেই কার্য্য যে ভাবে চলিতেছে তিনি তিন২ মাসে কমিশনরদের নিকট এই কথার বিস্তারিত রিপোর্ট করিবেন এবং পূর্ব্ব রিপোর্টের শেষ তারিখ অবধি আর যত টাকা খরচ করিয়াছেন তাহাও সেই রিপোর্টে লিখিবেন। এবং ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে রাজকীয় অর্থাগার হইতে ২৫ ধারার বিধানমতে যে২ তারিখে যত টাকা অগ্রিম দেওয়া গিয়াছে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের পাবলিক ওর্কসের হিসাবের পরীক্ষক কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে সেই কর্ম্ম করিবার অনুমতি পান তিনি সময়২ উক্ত কথার সার্টিফিকেট লিখিবেন। ও সেই পত্রে অগ্রিম দত্ত বলিয়া যত টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে ও যে তারিখে দেওয়া যায় ঐ সার্টিফিকেট সেই টাকা সেই তারিখে দত্ত হইবার চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

কার্য্য সমাপ্ত হইবার রিপোর্টের তারিখ অবধি তিন বৎসর গত হইলে, উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমি ও কৃষিযোগাকৃত ভূমি পৃথক করিয়া কার্য্যদ্বারা উপকারপ্রাপ্ত ভূমির শ্রেণীবন্ধন কমিশনরদের করিবার কথা।

২৮ ধারা। (১)—কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর যত শীঘ্র পারেন কার্য্যের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ কমিশনরদিগকে কার্য্য সমাপ্ত হওনার সার্টিফিকেট দিবেন। ঐ সার্টিফিকেটের তারিখ অবধি তিনবৎসর গত হইলে পর কমিশনরেরা ভূমি শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কার্য্যদ্বারা যে পরিমাণে ভূমির উপকার হয় তদনুসারে শ্রেণীবন্ধন করিতে হইবে, এবং শ্রেণীবন্ধনপত্রে উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমি কৃষিযোগাকৃত ভূমি হইতে পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে।

কমিশনরদের মতে উক্ত শ্রেণীবন্ধন ও পশ্চাল্লিখিত ব্যয় বণ্টন কার্য্যের যাহাতে সুবিধা হয়, তাঁহারা উক্ত তিন বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির এরূপ পরিদর্শন ও জরীপ করিতে ও প্রকারান্তরে এরূপ অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

Cost of construction with interest to be apportioned upon the Improved lands and Reclaimed lands.

(2)—The Commissioners shall, after making such classification, proceed further to apportion the total cost of construction, together with the interest mentioned in section 26, upon the Improved lands and Reclaimed lands, and shall draw up a statement showing the amount payable to the Collector by each landholder—

(*a*) in respect of his Improved lands, if any; and

(*b*) in respect of his Reclaimed lands, if any.

প্রস্তুত করণের খরচ ও সুদ উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও কৃষি-যোগ্যকৃত ভূমির উপর বণ্টন করিয়া দিবার কথা।

(২) উক্ত শ্রেণীবন্ধন করিবার পর কমিশ্যনরেরা প্রস্তুত করিবার মোট খরচ ও ২৬ ধারার উল্লিখিত সুদ উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির উপর বণ্টন করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং

(ক) উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমি থাকিলে, তৎসম্বন্ধে, ও

(খ) কৃষিযোগ্যকৃত ভূমি থাকিলে, তৎ সম্বন্ধে, প্রত্যেক ভূম্যধিকারির কালেক্টর সাহেবকে কত টাকা দিতে হইবে তাহার বর্ণনাপত্র লিখিবেন।

Amount payable for the Improved lands not to exceed value of improvement.

In making this Apportionment the Commissioners shall, as far as may be possible, make payable in respect of each plot or field of Improved land a sum not exceeding the amount of the increased capitalized value, which, in the opinion of the Commissioners, has been conferred on such land by the works.

উৎকর্ষসাধনদ্বারা ভূমির যত মূল্য বৃদ্ধি হয়, তদতিরিক্ত টাকা না দিতে হইবার কথা।

এই রূপ ব্যয়বণ্টন করিতে হইলে, উৎকর্ষ সাধন কার্য্যদ্বারা কমিশ্যনরদের বিবেচনামতে ভূমির যত টাকা পরিমিত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, ঐ উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমির উপর তত টাকার অধিক ধরা না হয়, এই প্রকারে তাঁহারা যথাসম্ভব ঐ ভূমির প্রত্যেক খণ্ড ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে টাকা দিবার নিয়ম করিবেন।

Adjustment of excess or deficient payments of interest.

29. If upon the completion of the Apportionment under section 28 it shall be found that any landholder has, under the provisions of section 26, paid more or less interest than he would have been required to pay according to the proportions adopted in the apportionment under clause (2) of section 28, if such apportionment had then been in force, the Commissioners shall direct such refunds to be made and such additional amounts to be levied as shall be necessary to bring the payments of all the landholders concerned into conformity with such proportions.

সুদ অধিক বা কম দেওয়া গেলে সামঞ্জস্য করিবার কথা।

২৯ ধারা। ২৮ ধারামতে ব্যয়বণ্টন সমাপন করা গেলে পর যদি দেখা যায় যে, ২৮ ধারার (২) প্রকরণমতে ব্যয়বণ্টনপত্র প্রবল থাকিলে উক্ত পত্রানুসারে যে পরিমাণ সুদ দিতে হইত, কোন ভূম্যধিকারী ২৬ ধারার বিধানমতে তাহার অধিক বা ন্যূন সুদ দিয়াছেন, তবে ভূম্যধিকারিদের সকলের দেয় টাকা উক্ত বণ্টনপত্রের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুরূপ করিবার নিমিত্ত যেরূপ আবশ্যক হয়, কমিশ্যনরেরা তদ্রূপ টাকা ফিরাইয়া দিবার ও তদ্রূপ অতিরিক্ত টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

When the land is part of a tenure, &c., Commissioners may declare who shall be deemed liable as landholders.

30. Whenever any land, in respect of which any sum is apportioned as payable under the provisions of sections 26 or 28, forms part of a tenure, or of tenure and of an undertenure, it shall be lawful for the Commissioners to declare whether the holders of the estate, of the tenure, or of the undertenure, shall be deemed to be the landholders liable to pay to the Collector the sum apportioned as payable in respect of such land.

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

ভূমি কোন তালুক প্রভৃতির অংশ হইলে, কে ভূম্যধিকারীস্বরূপ দায়ী হইবেন, ইহা কমিশ্যনরদের নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

৩০ ধারা। যে ভূমি সম্বন্ধে ২৬ বা ২৮ ধারার বিধানমতে দেয় কোন টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়, সেই ভূমি কোন তালুকের অংশ অথবা কোন তালুকের ও পেটাও তালুকের অংশ হইলে, সেই ভূমি সম্বন্ধে দেয় বলিয়া যে টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় সেই টাকা মহালের কি তালুকের কি পেটাও তালুকের ভোগাধিকারিরা ভূম্যধিকারী স্বরূপ কালেক্টর সাহেবকে দিতে দায়ী হইবেন, ইহা কমিশ্যনরেরা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

31. The total sum so made payable in respect of the Improved lands of any one landholder, and the total sum so made payable in respect of the Reclaimed lands of any one landholder, with interest upon such sums at five per centum per annum from the date of Apportionment, and any interest payable under section 29, and any interest payable under clause (1) of section 26, but not paid or recovered before the apportionment under section 28, shall be a first charge upon such Improved lands and upon such Reclaimed lands respectively. Such charge shall not be avoided by the sale of such lands or of any estate, tenure or undertenure within which they are included for arrears of revenue or rent.

Amounts made payable to be a charge upon the Improved lands and Reclaimed lands respectively. Secretary of State for India in Council to have a perpetual lien for their recovery.

32. The Commissioners shall, so soon as conveniently may be, after having apportioned the sums to be payable by the holders of the lands of any village respectively, make and publish a Report describing the several lands in respect of which they have declared such sums to be payable, the names of the respective holders thereof, who have been made liable to pay the same to the Collector, and the sum payable by each in respect of the same. Every such Report shall distinguish between the Reclaimed lands and the Improved lands, and shall classify the latter according to the extent of the improvement. A copy of such report shall be sent through the Collector to the Commissioner of the Division for confirmation by such Commissioner.

Commissioners to report Apportionment.

33. If the Commissioners shall, for the space of three months after the completion of the entire works has been certified to them as aforesaid, neglect or refuse to proceed with the Apportionment of the sums payable as aforesaid, or to make such Report as aforesaid, or for the space of two months after any Report and Apportionment shall have been returned to them for further consideration and revision under the provisions hereinafter contained, neglect or refuse to proceed to such further consideration and revision as is required, the Collector may serve them with a notice requiring them to proceed as aforesaid: and if for one month after service of such notice they neglect so to proceed, the Lieutenant-Governor may appoint such officer or officers as to him shall seem fit to make or consider and revise such Apportionment

In default of Commissioners, officer appointed by Lieutenant-Governor to make Apportionment and Report.

৩১ ধারা। কোন ভূম্যধিকারির উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমিসম্বন্ধে উক্তরূপে মোট যত টাকা দেয় হয়, ও কোন ভূম্যধিকারির কৃষিযোগ্যকৃত ভূমিসম্বন্ধে উক্তরূপে মোট যত টাকা দেয় হয়, ও ব্যয় বণ্টনপত্রের তারিখ অবধি ঐ২ টাকার উপর বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হারে যে সুদ হয়, ও ২৯ ধারামতে যে কোন সুদ দেয় হয়, ও ২৬ ধারার (১) প্রকরণমতে যে সুদ দেয় হইয়া ২৮ ধারামত ব্যয়বণ্টনপত্র হইবার পূর্ব্বে দেওয়া বা আদায় করা না যায়, তাহা যথাক্রমে উক্ত উৎকর্ষপ্রাপ্ত ভূমির ও উক্ত কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির উপর প্রথম দায় মধ্যে গণ্য হইবে। ঐ ভূমি অথবা যে মহালের বা তালুকের বা পেটাও তালুকের মধ্যে ঐ ভূমি ধরা যায় তাহা বাকী রাজস্বের বা বাকী খাজানার নিমিত্ত বিক্রীত হইলে, ঐ দায় যাইবে না।

যে টাকা দেয় হয় তাহা যথাক্রমে উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির উপর দায় মধ্যে গণ্য হইবার ও তাহার আদায়নিমিত্ত ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের চিরকালীন স্বত্ব থাকিবার কথা।

৩২ ধারা। কোন গ্রামের ভূমির অধিকারিদের মধ্যে যাঁহার খরচের যে অংশ দিতে হইবে, কমিশ্যনরেরা ইহা নিরূপণ করিলে পর সাধ্যমতে ত্বরায় তাহার রিপোর্ট লিখিয়া প্রকাশ করিবেন। যে২ ভূমির উপলক্ষে কোন টাকা দেয় বলিয়া প্রকাশ করা যায় এবং ঐ২ ভূমির যে অধিকারিদের ঐ টাকা কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবে তাঁহাদের নাম, ও তৎসম্বন্ধে প্রত্যেক জনের যত টাকা দিতে হইবে ঐ রিপোর্টে এই সকল কথা লিখিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক রিপোর্টে ভূমির মধ্যে কোন্ গুলি কৃষিযোগ্যকৃত ও কোন্ গুলি উৎকর্ষপ্রাপ্ত ইহারও নির্দ্দেশ থাকিবে, ও উৎকর্ষ সাধনের পরিমাণানুসারে শেষোক্ত ভূমিগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা যাইবে। খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবেরদ্বারা দৃঢ় করাইবার নিমিত্ত ঐ রিপোর্টের এক খণ্ড কালেকটর সাহেব দ্বারা উক্ত কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

যাঁহার যত টাকা ধরা গেল কমিশ্যনদের এই কথা রিপোর্ট করিবার কথা।

৩৩ ধারা। কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইবার শংসিতপত্র কমিশ্যনরদের নামে পূর্ব্বোক্তমতে দেওয়া গেলে পর তিন মাসের মধ্যে তাঁহারা পূর্ব্বোক্তমতে নানা ব্যক্তির দেনা টাকা ধার্য্য করিতে কিম্বা পূর্ব্বলিখিত আজ্ঞামতে রিপোর্ট করিতে শৈথিল্য কি অস্বীকার করিলে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে তাঁহাদের অধিক বিবেচনা ও সংশোধন করিবার নিমিত্ত কোন রিপোর্ট ও ব্যয়বণ্টনপত্র তাঁহাদিগকে ফিরিয়া দেওয়া গেলে পর দুই মাসের মধ্যে আদেশমত অধিক বিবেচনা ও সংশোধন করিতে শৈথিল্য কি অস্বীকার করিলে, কালেকটর সাহেব তাঁহাদিগকে উক্ত কার্য্য করিবার আদেশ সূচক নোটিস দিতে পারিবেন এবং ঐ নোটিস দেওয়া গেলে পর একমাস মধ্যে তাঁহারা ঐ কার্য্য করিতে উপেক্ষা করিলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে কার্য্যকারককে কিম্বা যে কার্য্যকারকদিগকে উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে সেই ব্যয়বণ্টন পত্র ও রিপোর্ট প্রস্তুত করণার্থে অথবা পুনর্ব্বিবেচনা ও সংশোধন করণার্থে

কমিশ্যনরেরা ঐ কার্য্য না করিলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত কার্য্যকারকের ঐ খরচ নিরূপণ করিয়া রিপোর্ট করিবার কথা।

and Report, and to do all or any of the subsequent acts which the Commissioners are hereby required or empowered to do in respect of such Apportionment and Report; and every Apportionment and Report so made or revised, and every such act so done shall have the same force and effect as if the same had been made, revised, or done by the Commissioners.

34. Whenever any Apportionment and Report have been made in pursuance of the provisions hereinbefore contained, the Commissioners shall cause such Report to be published by affixing in every village in which any lands mentioned therein are situate a copy of so much thereof as relates to such lands, and also a like copy at the office of the Collector and of the Sub-divisional Officer, and at every Munsif's Court within whose jurisdiction, and at every police thana within the limits of which, such village, or any part thereof, is situate. The fact of such Apportionment and Report having been made, and of such copies having been affixed, shall also be notified by beat of drum in every such village.

Report to be published.

35. Any person who may deem himself to be aggrieved by any such Apportionment may, within one month after such Report has been published, prefer an objection before the Commissioners, and the Commissioners shall be bound to enquire into and decide upon such objection; and any person who is dissatisfied with such decision may within one month from the date of such decision appeal to the Commissioner of the Division against such Apportionment; and such Commissioner shall cause notice of the day fixed for the hearing of such appeal to be published by affixing the same in the office of the Collector and of the Sub-divisional Officer and in a conspicuous place in every village, and in the Court of every Munsif within whose jurisdiction, and at every police thana within the limits of which any of the lands mentioned in such Report are situate.

Appeal against Apportionment.

Such Commissioner shall hear such appeal and the objections thereto of all persons interested, and may confirm such Apportionment, or may revise and alter the same as to him shall seem fit, or may return the same to the Commissioners for further consideration and revision.

Every such Apportionment and Report, when revised or altered, shall, so far as the same has been altered, be published, and be liable to appeal in like manner as the original Apportionment and Report.

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

এবং উক্ত ব্যয়বন্টনপত্র ও রিপোর্ট সম্বন্ধে পরে যে সকল বা যে কোন কার্য্য করিতে কমিশনরদের প্রতি এই আইনমতে আদেশ বা ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহা করণার্থে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ও তাঁহার কি তাঁহাদের সেই ব্যয়বন্টনপত্র ও রিপোর্ট ও কার্য্য কমিশ্যনরদের দ্বারা প্রস্তুত, সংশোধিত বা কৃত হইবার ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে।

৩৪ ধারা। পূর্ব্বলিখিত বিধানানুসারে ব্যয়বন্টনপত্র ও রিপোর্ট করা গেলে পর, সেই রিপোর্টের মধ্যে যে গ্রামের কোন ভূমির উল্লেখ হইয়াছে ঐ রিপোর্টের যে অংশের সঙ্গে ঐ ভূমির সম্পর্ক থাকে কমিশ্যনরেরা সেই গ্রামে সেই অংশের নকল লটকাইয়া এবং তদ্রূপ এক ২ কেতা নকল কালেক্টর সাহেবের ও মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে লটকাইয়া এবং ঐ গ্রাম কিম্বা তাহার কোন অংশ যে মুনসেফের বিচারাধিকারের মধ্যে ও যে পোলীস থানার সীমার মধ্যে থাকে সেই মুনসেফের কাছারি ঘরে ও সেই থানায় লটকাইয়া তাহা প্রচার করিবেন। উক্ত ব্যয়বন্টনপত্র ও রিপোর্ট প্রস্তুত হইবার ও উক্তরূপ নকল লটকাইয়া দিবার কথা ঢেঁড়রা দিয়াও তদ্রূপ প্রত্যেক গ্রামে প্রচার করা যাইবে।

রিপোর্ট প্রকাশ করিবার কথা।

৩৫ ধারা। উক্ত ব্যয়বন্টনদ্বারা কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে, তিনি সেই রিপোর্ট প্রকাশ হইবার পর এক মাসের মধ্যে কমিশ্যনরদের সম্মুখে আপত্তি উপস্থিত করিতে পারিবেন ও কমিশ্যনরেরা উক্ত আপত্তির তদন্ত লইয়া নিষ্পত্তি করিতে আবদ্ধ থাকিবেন; এবং উক্ত নিষ্পত্তিতে কোন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি ঐ নিষ্পত্তির তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট ঐ ব্যয়বন্টনের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন। এবং সেই আপীল শুনিবার যে দিন নিরূপণ করা যায় কমিশ্যনর সাহেব সেই দিনের নোটিস কালেক্টর সাহেবের ও মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে লটকাইয়া ও ঐ রিপোর্টের উল্লিখিত কোন ভূমি যে গ্রামে ও যে মুনসেফের বিচারাধিপত্যের মধ্যে ও যে পোলীস থানার সীমার মধ্যে থাকে সেই গ্রামের ও সেই মুনসেফের কাছারী ঘরের ও সেই থানার কোন সুপ্রকাশ স্থানে লটকাইয়া সেই নোটিস প্রচার করাইবেন।

ব্যয়বন্টনের বিরুদ্ধে আপীলের কথা।

ঐ কমিশ্যনর সাহেব ঐ আপীল শুনিয়া এবং তাহাতে যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের আপত্তি শুনিয়া সেই বন্টনপত্র দৃঢ় রাখিতে পারিবেন, কিম্বা যদ্রূপ বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে তাহা সংশোধন কিম্বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, কিম্বা পুনশ্চ বিবেচনা করিবার ও সংশোধন করিবার নিমিত্তে কমিশ্যনরদের নিকট তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রত্যেক বন্টনপত্র ও রিপোর্ট সংশোধিত কিম্বা পরিবর্ত্তিত হইলে পর যত দূর পরিবর্ত্তন করা গেল, তত দূর প্রকাশ করা যাইবে ও প্রথম বন্টনপত্রের ও রিপোর্টের ন্যায় তাহার উপর আপীলও হইতে পারিবে।

The decision of the Commissioner of the Division upon any appeal under this section shall be final.

এই ধারামত আপীল হইলে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চুড়ান্ত হইবে।

Final determination of Apportionment.

36. Whenever the Commissioner of the Division shall confirm any Apportionment and Report, or whenever one month shall have elapsed from the publication of any Report without any appeal therefrom having been preferred, he shall pass an order declaring the sums payable in respect of the lands respectively and the persons liable to pay the same to be determined, and shall cause such order to be published in such manner as to him shall seem fit.

বণ্টনপত্রের শেষ নিষ্পত্তির কথা।

৩৬ ধারা। খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব কোন রিপোর্ট ও ব্যয়বণ্টনপত্র দৃঢ় রাখিলে, কিম্বা কোন রিপোর্ট প্রচার করা গেলে পর এক মাস গত হইলেও তাহার উপর আপীল উপস্থিত না করা গেলে, উক্ত ভিন্ন ২ ভূমি খণ্ডের উপলক্ষে যত টাকা দেয় ও যে ২ ব্যক্তি তাহা দিতে দায়ী খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব ইহা নির্দ্ধারিত হইল এই মর্ম্মের অনুজ্ঞাপত্র করিয়া যদ্রূপ বিহিত বোধ করেন তদ্রূপ ঐ পত্র প্রকাশ করাইবেন।

PART IV.

Recovery of sums due to the Collector.

চতুর্থ খণ্ড ।

কালেক্টর সাহেবের পাওনা টাকা আদায়ের বিধি ।

Collector to serve notice of Apportionment, requiring payment or engagement to pay.

37. As soon as any Apportionment has been determined as aforesaid, the Collector may cause a notice in the form in Schedule (B) hereto annexed to be served upon any landholder who has not paid the sum payable by him. Such notice shall require such landholder within one month from the date of its service upon him to pay such sum with interest at the rate of five per centum per annum, or to enter into an engagement for the payment by instalments extending over a period of not more than ten years of such sum, together with interest at the said rate on all instalments remaining unpaid at the date of such payment.

বণ্টনপত্রের টাকা দিবার বা দিতে করার করিবার আদেশ সূচক নোটিস কালেক্টর সাহেবের জারী করিবার কথা।

৩৭ ধারা। বণ্টনপত্রে যাহার যত টাকা ধরা গেল তাহা পূর্ব্বোক্ত রূপে নিধার্য্য করা গেলে যদি কোন ভূম্যধিকারী আপনাদের টাকা না দিয়া থাকেন, তবে জিলার কালেক্টর সাহেব তাঁহার নামে B চিহ্নিত তফসীলের পাঠে লিখিত নোটিস জারী করাইবেন। ঐ নোটিসে উক্ত ভূম্যধিকারির প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে নোটিস জারী হইলে পর এক মাসের মধ্যে বৎসর শতকরা পাঁচ টাক হারে সুদ সমেত ঐ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, অথবা দশ-বৎসরের অনধিক কালব্যাপী কিস্তি করিয়া ঐ টাকা পরিশোধ করিবার এপ্রকার করার করিতে হইবে যে পরিশোধ করিবার তারিখপর্য্যন্ত যে সকল কিস্তির টাকা না দেওয়া যায় তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত হারে সুদ দেওয়া যাইবে।

If amount not discharged, the Collector may recover it as a Public Demand.

38. If any landholder fails to discharge the sum made payable in respect of his Improved lands or in respect of his Reclaimed lands, or fails to enter into an engagement for the payment thereof as in this Act hereafter provided, or having entered into such an engagement fails to discharge any instalment payable thereunder, such sum or such instalment, together with interest thereupon at five per centum per annum shall be recoverable under the provisions of any law for the time being in force for the recovery of Public Demands.

টাকা পরিশোধ করা না গেলে, কালেকটর সাহেবের তাহা রাজকীয় প্রাপ্য স্বরূপ আদায় করিতে পারিবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন ভূম্যধিকারির উৎকর্ষপ্রাপ্তভূমি বা কৃষিযোগ্যাকৃত ভূমি সম্বন্ধে যে টাকা দেয় হয় তিনি সেই টাকা পরিশোধ না করিলে, অথবা এই আইনের পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে সেই টাকা পরিশোধ করিবার করার না করিলে, অথবা করার করিয়াও তৎক্রমে কিস্তির টাকা না দিলে, ঐ টাকা বা কিস্তির টাকা বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদ সমেত রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করিবার যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

Collector may also with sanction of Board of Revenue raise unpaid amount by leasing or mortgaging the Improved or Reclaimed lands.

39. If the Collector thinks it inexpedient to proceed under the provisions of section 38, or having so proceeded shall have failed to realize the sum due, he may, with the sanction of the Board of Revenue, raise the amount necessary to discharge the sum or instalment remaining unpaid—

(*a*) by letting in perpetuity or for a term, on payment of a premium equivalent to such amount, the whole or any part of such Improved lands or Reclaimed lands;

(*b*) by mortgaging the whole or any part of such Improved lands or Reclaimed lands;

(*c*) by letting in farm or managing by himself or another the whole or any part of such Improved lands or Reclaimed lands;

(*d*) partly by one of such modes and partly by another or others of them.

For the purposes of this section, the Collector may exercise all the powers of the owner of such Improved or Reclaimed lands: and his signature shall be a good and sufficient signature to any document necessary to carry into effect the said purposes.

বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্যকৃত ভূমি পাট্টা বিলি করিয়া বা বন্ধক রাখিয়া কালেক্টর সাহেবের অনাদায়ী টাকা তুলিতে পারিবার কথা।

৩৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব ৩৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করা অসুবিধা বোধ করিলে, অথবা তদ্রূপে কার্য্য করিয়া পাওনা টাকা আদায় করিতে না পারিলে, যে টাকা বা কিস্তির টাকা বাকী থাকে তৎপরিশোধার্থ যত টাকা আবশ্যক হয় তত টাকা, বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, নিম্নলিখিতমতে তুলিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির সমুদয় বা কোন অংশ, ঐ টাকার তুল্য পণ গ্রহণ পূর্ব্বক, চিরকালের বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত পাট্টা বিলি করিয়া;

(খ) উৎকর্ষ প্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্য কৃত ভূমির সমুদয় বা কোন অংশ বন্ধক রাখিয়া;

(গ) উৎকর্ষ প্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্য কৃত ভূমির সমুদয় বা কোন অংশ ইজারা দিয়া অথবা আপনি বা অন্য দ্বারা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়া;

(ঘ) অংশতঃ এইরূপ এক প্রণালী ও অংশতঃ এইরূপ অন্য বা অন্যান্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে কালেক্টর সাহেব উক্ত উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্যকৃত ভূমির মালিকের সমুদয় ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন; এবং উক্ত কার্য্য সাধনার্থে যে নিদর্শনপত্র আবশ্যক হয় তাহাতে তিনি স্বাক্ষর করিলে ঐ স্বাক্ষর সিদ্ধ ও যথোচিত স্বাক্ষর বলিয়া গণ্য হইবে।

Recovery of unrealized portion of charge.

40. In case the Collector certifies that any sum payable as hereinbefore provided cannot be realized as provided by sections 38 or 39, so much of such sum as shall not have been so realized shall be a charge upon any profits that may accrue from the property vested in the Collector under the provisions of section 47.

খরচের যে অংশ আদায় করা যায় নাই তাহা আদায় করিবার কথা।

৪০ ধারা। যদি কালেক্টর সাহেব সর্টিফিকেট দেন যে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমতে আদেয় কোন টাকা ৩৮ বা ৩৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট উপায়ে আদায় হইতে পারে না, তবে ৪৭ ধারার বিধানমতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে সম্পত্তি অর্পিত হয় উক্ত যত টাকা আদায় হয় নাই তাহার দায় সেই সম্পত্তির লভ্যের উপর বর্ত্তিবে।

Power to repay advances.

41. Any landholder who has entered into an engagement for the repayment of any sum apportioned as aforesaid may at any time repay to the Collector the entire amount of the principal sum which shall be then remaining due, and interest thereupon up to the day of payment, and thenceforth the said engagement shall be terminated and all liabilities in respect thereof for principal or interest shall determine.

অগ্রিমদত্ত টাকা শোধ করিবার কথা।

৪১ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে যে টাকা ধরা গেল কোন ভূম্যধিকারী তাহা কিস্তি করিয়া দিবার করার করিলে পর কোন সময়ে কালেকটর সাহেবকে তাহার বাকী দেনা সমুদয় আসল টাকা ও সেই টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত তাহার উপর সুদ দিতে পারিবেন। তাহা হইলে সেই করার রহিত হইবে এবং আসল টাকার ও সুদের নিমিত্তে সমস্ত দায়ও রহিত হইবে।

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

PART V.

RECOVERY BY LANDHOLDERS OR SUPERIOR TENANTS OF THE COST OF THE WORKS FROM PERSONS HOLDING LAND UNDER THEM.

Proprietor may recover from subordinate tenants.

42. Every landholder who has been charged with any sum by a Report published as aforesaid may, after he has paid or engaged to pay the same—

(*a*) proceed under any law for the time being in force to enhance the rents of any person holding immediately from him any land, the productive powers of which have been increased by any works carried out under this Act; provided that any such person may at his option elect to pay under clause (*b*) of this section: or

(*b*) recover such sum or any part thereof, according to the proportions hereinafter provided, with interest at the rate of five per centum per annum from the date of payment by him of any portion thereof, from the persons holding immediately from him lands in respect of which such sum has been declared payable, and which have been benefited by any scheme or works carried out under this Act.

(*c*) The sum recoverable by such landholder from each such person under clause (*b*) in respect of the lands of each class shall bear the same proportion to the sum charged upon such landholder in respect of all lands of that class as the area of the lands of that class which are held by such person bears to the area of the lands of the same class in respect of which the landholder has been charged. No person from whom a landholder is authorized to recover any sum under this section shall be liable to pay in any one year more than one-tenth part of the total sum so recoverable from him, and no person shall be liable to pay in one year more than the increased annual value of the lands in respect of which the payment is made.

Recovery by superior tenant.

43. Any superior tenant who has made any payment to a landlolder under the provisions of clause (*b*) of section 42 may

(*a*) proceed under any law for the time being in force to enhance the rents of any person holding directly from him lands the productive powers of which have been increased by any works carried out under this Act, provided that any such person may at his option elect to pay under clause (*b*) of this section, or

পঞ্চম খণ্ড।

কার্য্যসম্পাদনের খরচ অধীনস্থ ভূমিভোগকারি ব্যক্তিদের স্থানে ভূম্যধিকারিদের ও উপরিস্থ প্রজাদের আদায় করিবার বিধি।

অধীন প্রজাদের স্থানে ভূম্যধিকারির টাকা আদায় করিবার কথা।

৪২ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে রিপোর্ট প্রকাশ করা গেলে যে ভূমির অধিকারির উপর টাকা ধার্য্য হয় সেই ভূমির অধিকারী সেই টাকা দিলে কিম্বা দিবার করার করিলে পর,

(ক) এই আইনমত কার্য্য দ্বারা যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে ঐ ভূম্যধিকারির স্থানে যে ব্যক্তি অব্যবহিতরূপে সেই ভূমির অধিকার গ্রহণ করেন, তিনি প্রচলিত আইনমতে সেই ব্যক্তির খাজানা বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছামতে এই ধারার (খ) প্রকরণমতে টাকা দিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে ভূমিসম্বন্ধে ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা হয় ও যাহা এই আইনমত কল্পনাপত্র বা কার্য্য দ্বারা উপকারপ্রাপ্ত হইয়াছে, ঐ ভূম্যধিকারির স্থানে যে ব্যক্তি অব্যবহিতরূপে সেই ভূমির অধিকার গ্রহণ করেন ভূম্যধিকারী তাঁহার স্থানে উক্ত টাকার কোন অংশ দিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ সমেত ঐ টাকা কি তাহার কোন অংশ পশ্চাৎলিখিত হারে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

(গ) ভূম্যধিকারির প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির যে অংশ কোন ব্যক্তির অধিকারে থাকে, প্রত্যেক শ্রেণীর সমুদয় ভূমির উপর ভূম্যধিকারির দেয় বলিয়া যত টাকা ধরা যায়, সেই টাকার সেই অংশ ঐ ভূম্যধিকারী উক্ত ব্যক্তির নিকটে (খ) প্রকরণমতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু ভূম্যধিকারী এই ধারামতে যে ব্যক্তির স্থানে টাকা আদায় করিতে পারেন সেই ব্যক্তির স্থানে মোট যত টাকা আদেয় হয়, কোন এক বৎসরে তাহার দশমাংশের অধিক আদায় করিতে পারিবেন না, এবং যে ভূমির উপলক্ষে টাকা দেওয়া যায় কোন ব্যক্তি এক বৎসরে সেই ভূমির বর্দ্ধিত বার্ষিক মূল্যের অধিক টাকা দিবার দায়ী হইবেন না।

উপরিস্থ প্রজার টাকা আদায় করিবার কথা।

৪৩ ধারা। কোন উপরিস্থ প্রজা ৪২ ধারার (খ) প্রকরণের বিধানমতে কোন ভূম্যধিকারিকে টাকা দিলে পর,

(ক) এই আইনমত কার্য্য দ্বারা যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে তাঁহার স্থানে যে ব্যক্তি অব্যবহিতরূপে সেই ভূমির অধিকার গ্রহণ করেন, তিনি প্রচলিত আইনমতে সেই ব্যক্তির খাজানা বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছামতে এই ধারার (খ) প্রকরণমতে টাকা দিতে পারিবেন; অথবা

(*b*) recover the sum or part of the sum which has been so paid by him according to the proportions and subject to the rules laid down in clause (*c*) of section 42, with interest at the rate of five per centum per annum from the date of payment by him of any portion thereof, from the persons holding directly from him lands in respect of which the payment has been made, and which have been benefited by any scheme or works carried out under this Act.

Mode and time of payment.

44 (1)—The sum payable to a landholder or superior tenant in any one year under clause (*b*) of section 42 or under clause (*b*) of section 43 shall be payable by equal instalments upon the days appointed for the payment to such landholder or superior tenant of the rent of the lands concerned, and shall be recoverable as if the same were an arrear of rent.

Provision in case of dispute as to the amount to be paid.

(2)—If such landholder or superior tenant and any person holding lands directly from him cannot agree as to the amount which such person shall pay, such landholder or superior tenant may serve such person through the Collector with a notice setting forth the amount which he claims, and requiring such person, within one month after the service of such notice, to pay the amount claimed or enter into an engagement for the payment thereof by instalments extending over a period of not more than ten years, or appear before the Collector and object.

Collector to decide objection.

(3)—If such person do not within the said period of one month appear and object, the amount set forth in such notice shall be recoverable with interest at five per centum per annum. If such person appear and object, the Collector shall dispose of such objection, and his decision shall be final. The Collector may direct that any sum of money payable under his decision, together with any costs awarded by him, be paid by instalments extending over a period of not more than ten years. The provisions of clause (1) shall apply to every sum payable according to an order of the Collector passed under this section.

Proviso.

45. No person from whom any sum has been recovered under clause (*b*) of section 42 or under clause (*b*) of section 43 shall be subject to any claim for enhanced rent on account of the benefit caused by the works to his lands.

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

(খ) ঐ প্রজা ৪২ ধারার (গ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট অংশ ও বিধিমতে ঐ টাকা বা তাহার অংশ দিলে, যে ভূমি সম্বন্ধে টাকা দেওয়া যায় ও যাহা এই আইন-মত কল্পনা পত্র বা কার্য্য দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার স্থানে যে ব্যক্তি অব্যবহিতরূপে সেই ভূমির অধিকার গ্রহণ করেন সেই ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকার কোন অংশ দিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ সমেত ঐ টাকা কি তাহার কোন অংশ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

যে প্রকারে ও যে সময়ে টাকা দিতে হইবে, তাহার কথা।

৪৪ ধারা। (১) ৪২ বা ৪৩ ধারার (খ) প্রকরণমতে কোন এক বৎসরে ভূম্যধিকারিকে কি উপরিস্থ প্রজাকে যে টাকা দিতে হয় উক্ত ভূম্যধিকারিকে কি উপরিস্থ প্রজাকে ঐ ভূমির খাজানা দিবার যেং তারিখ ধার্য্য থাকে, সেইং তারিখে সমান কিস্তিক্রমে সেই টাকা দিতে হইবে, এবং তাহা বাকী খাজানার ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

যত টাকা দিতে হইবে তদ্বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তৎসংক্রান্ত বিধানের কথা।

(২) যে ব্যক্তি অব্যবহিতরূপে উক্ত ভূম্যধিকারির বা উপরিস্থ প্রজার স্থানে ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তির যত খাজানা দিতে হইবে এই বিষয়ে তাহার সহিত ঐ ভূম্যধিকারী বা উপরিস্থ প্রজা একমত হইতে না পারিলে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা ঐ ব্যক্তির উপর নোটিস জারী করিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তিনি যত টাকা দাওয়া করেন তাহা লেখা থাকিবে ও উক্ত ব্যক্তির প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে তুমি নোটিস পাইবার পর এক মাসের মধ্যে ঐ দাওয়ার টাকা দিবে অথবা ১০ দশ বৎসরের অনধিক কালব্যাপী কিস্তি করিয়া টাকা দিবার করার করিবে, নতুবা কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপত্তি করিবে।

কালেক্টর সাহেবের আপত্তি নিষ্পত্তি করিবার কথা।

(৩)—ঐ ব্যক্তি উক্ত একমাস মধ্যে উপস্থিত হইয়া আপত্তি না করিলে, ঐ নোটিসের লিখিত টাকা বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ সমেত আদায় করা যাইতে পারিবে। ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া আপত্তি করিলে কালেক্টর সাহেব আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। কালেকটর সাহেব এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তাঁহার নিষ্পত্তিক্রমে যে টাকা দিতে হয় ও তিনি যে খরচা ধার্য্য করিয়া দেন, তাহা দশবৎসরের অনধিক কাল ব্যাপী কিস্তি করিয়া দেওয়া যাইবে। এই ধারামতে কালেকটর সাহেবের আজ্ঞাক্রমে যে টাকা দিতে হয়, তৎপ্রতি (১) প্রকরণের বিধান বর্ত্তিবে।

উপবিধান।

৪৫ ধারা। যে কোন ব্যক্তির স্থানে ৪২ বা ৪৩ ধারার (খ) প্রকরণমতে টাকা আদায় করা গিয়াছে, উক্ত কার্য্য দ্বারা তাহার ভূমির যে উপকার সাধিত হয়, তজ্জন্য তাহার উপর বর্দ্ধিত খাজানার দাওয়া করা যাইবে না।

PART VI.

Miscellaneous.

Drainage works to be subject to the laws relating to embankment.

46. All outlets and water-channels, natural or artificial, which shall be altered, enlarged, excavated or cut under the provisions of this Act, and the construction and maintenance of embankments and of dams and works therein or connected therewith shall, save as hereinafter provided, be subject to the law for the time being in force regulating the construction and maintenance of public embankments and public rivers, channels, and outlets.

Lands and works to be vested in Collector on behalf of Secretary of State.

47. All lands which are taken under the provisions of this Act for the purpose of the construction of works therein or thereon, and all works constructed under the provisions of this Act, as well as all outlets, water-channels, embankments and dams so constructed, altered, enlarged, excavated or cut, shall be vested in the Collector of the district for the time being on behalf of the Secretary of State for India in order to effectuate and maintain the objects of this Act; and, to assist the Collector in the management of the same, the Lieutenant-Governor may appoint, or authorize the election, by the said landholders, of a Committee consisting of not less than four or more than six persons, being themselves holders of the lands reclaimed or improved.

Cost of maintenance of works.

48. (1)—The expense of keeping in efficient order and repair any improvements or works effected under this Act shall be charged to the profits from the property vested in the Collector under section 47, and if such profits shall not suffice, the balance shall be paid to the Collector in the proportions of the original contributions by the holders for the time being of the lands which have been benefited by such works; and all sums payable to the Collector under the provisions of this section shall be recoverable in the manner provided by section 38, or in the manner provided by section 39, and every proprietor or other person who has paid any such sum may recover the same, or any part of the same, in the proportion and subject to the rules laid down in section 42 or 43, as the case may be.

Recovery of items omitted from apportionment.

(2)—Any such amount as is specified in section 25 which from oversight or other cause has been omitted from the Apportionment and Report

ষষ্ঠ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

পয়োনালা ঘটিত কার্য্য বাঁধ সম্পর্কীয় আইনের অধীন হইবার কথা।

৪৬ ধারা। রাজকীয় বাঁধ এবং রাজকীয় নদী ও জলপথ ও পয়োনালা প্রস্তুত ও রক্ষা করণার্থ যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে, পশ্চাল্লিখিত স্থলভিন্ন স্বাভাবিক বা কৃত্রিম যত পয়োনালা ও জলপথ এই আইনের বিধানমতে পরিবর্ত্তন কি পরিবর্দ্ধন কি খনন কি কর্ত্তন করা যায় এবং তন্মধ্যে বা তৎসংক্রান্ত যে বাঁধ ও ভেড়ি ও কার্য্য করা যায় ও রক্ষা করা যায় তাহাও সেই আইনের অধীন হইবে।

ভূমি ও কার্য্য শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের পক্ষে কালেক্টর সাহেবের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৪৭ ধারা। যে সমুদয় ভূমি তাহাতে কি তদুপরি কার্য্য সম্পাদনার্থে এই আইনের বিধানমতে গৃহীত হয়, ও এই আইনের বিধানমতে যে সমুদয় কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং যে সমুদয় পয়োনালা ও জল পথ ও বাঁধ ও ভেড়ি তদ্রূপে সম্পাদন কি পবিবর্ত্তন কি পরিবর্দ্ধন কি খনন কি কর্ত্তন করা যায়, তৎসমুদয় যিনি যৎকালে জিলার কালেক্টর হন, এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন ও সংরক্ষণ নিমিত্ত ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের পক্ষে ন্যাস্তস্বরূপ তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে; এবং তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা কার্য্যে কালেক্টর সাহেবের সাহায্য নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব চারিজনের অন্যূন ও ছয় জনের অনধিক ব্যক্তির কমিটী নিয়োগ করিতে কিম্বা উক্ত ভূম্যধিকারিদের দ্বারা মনোনীত হইবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন, ঐ ব্যক্তিরাও উক্ত কৃষিযোগ্যকৃত কি উৎকর্ষিত ভূমির অধিকারী হইবেন।

কার্য্যরক্ষা করিবার খরচের কথা।

৪৮ ধারা। (১)—এই আইনমতে যে উৎকর্ষ সাধন কি কার্য্য করা যায় তাহা ফলোপধায়করূপে ও সংস্কার ভাবে রাখিবার যত টাকা লাগে তাহা ৪৭ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পিত সম্পত্তির লভ্য হইতে লওয়া যাইবে এবং ঐ লভ্য হইতে সঙ্কুলান হইতে না পারিলে, ঐ কার্য্যদ্বারা যে ভূম্যধিকারিদের ভূমির উপকার হয় তাঁহারাই আপনাদের প্রথম দত্ত টাকার পরিমাণের হিসাবমতে কালেক্টর সাহেবকে বাকী টাকা দিবেন। এই ধারার বিধানমতে কালেক্টর সাহেবের নিকট যত টাকা দেনা হয়, তদ্দায়ি ব্যক্তিদের স্থানে তাহা ৩৮ বা ৩৯ ধারার বিধান মতে আদায় করা যাইতে পারিবে এবং যে প্রত্যেক ভূম্যধিকারী কি অন্য ব্যক্তি তদ্রূপ কোন টাকা দেন তিনি তাহা কি তাহার কোন অংশ ৪২ কি, স্থল বিশেষে, ৪৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধানের অধীনে হারাহারিমতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

বায়বণ্টনপত্রে যে টাকা লেখা না যায়, তাহ আদায় করিবার কথা।

(২) ২৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন টাকা ভ্রান্তিক্রমে বা অন্য কারণে ৩২ বা ৩৩ ধারামত বায়বণ্টনপত্রে ও রিপোর্টে লেখা না হইয়া থাকিলে, (১)

made under section 32 or section 33 may be charged and recovered under the provisions of clause (1).

Surplus profits from property vested in Collector under section 47 to be appropriated to payment of debt to Government.

(3)—If on the first day of January next before the last instalments payable under the provisions of section 36 are due, there is, after providing for the expense of keeping in efficient order and repair the improvements and works executed under this Act, a surplus of the profits from the property vested in the Collector under section 47, such surplus or as much thereof as will suffice shall be appropriated to the liquidation of the said last instalments. Any landholder who has paid any such instalment in advance under the provisions of section 41 shall be entitled to a refund in proportion with interest at five per cent. per annum.

Cost of maintenance may be capitalized, and the capitalized amount levied.

(4)—The Lieutenant-Governor may at any time, in his discretion, direct that the total average annual expense, which over and above such profits as aforesaid is necessary to keep such improvements and works in efficient order and repair, be estimated, and that there be levied from such landholders in lieu of all future contributions to the maintenance of such improvements and works, such amount as being invested in Government securities at the current rate of interest shall yield a sum equal to such average annual expense. The provisions of sections 31, 38, and 39 shall apply to such capitalized amount.

Powers for taking evidence.

49. The Commissioners and the Commissioner of the Division shall have the powers conferred on Civil Courts by the Code of Civil Procedure for compelling the attendance of witnesses and the production of evidence and for examining witnesses in any enquiry or appeal which they or he may be empowered to make or entertain under the provisions of this Act.

Rent-free lands may be deemed subordinate tenures

50. Any land held free of rent or revenue, being less than one hundred standard bighas in extent, and not being a property entered on the Collector's General Register of revenue free lands, may, for the purposes of this Act, be deemed to form a tenure or undertenure held immediately from some landholder, and the Commissioners shall determine who shall be deemed to be the landholder in respect of such tenure; provided that any holder of such land, who may deposit the cost of survey of his land at a

প্রকরণের বিধানমতে তাহা ধরিয়া আদায় করা যাইতে পারিবে।

৪৭ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে সম্পত্তি অর্পিত হয় তাহার লভ্যের উদ্বর্ত্ত গবর্ণমেণ্টের দেনা পরিশোধার্থে প্রয়োগ করিবার কথা।

(৩) ৩৬ ধারার বিধানমতে যে শেষ কিস্তির টাকা দিতে হয় সেই টাকা দেনা হইবার পূর্ব্বে আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে এই আইনমত সাধিত উৎকর্ষ ও কার্য্য ফলোপধায়ক ব্যবস্থা ও সংস্কার সহকারে রাখিবার খরচ দিয়া ৪৭ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পিত সম্পত্তির লভ্য হইতে উদ্বর্ত্ত থাকিলে, ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা অথবা উক্ত টাকার যে অংশের প্রয়োজন হয় তাহা উক্ত শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধার্থ প্রয়োগ করা যাইবে। কোন ভূম্যধিকারী ৪১ ধারার বিধানমতে এইরূপ কোন কিস্তির টাকা অগ্রিম দিলে, বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদসমেত তাহা হারাহারিমতে ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

রক্ষা কার্য্যের খরচার নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় করিবার ও ঐ অর্থ আদায় করিবার কথা।

(৪) শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্বীয় বিবেচনা মতে যে কোন সময়ে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, সাধিত উৎকর্ষ ও কার্য্য ফলোপধায়ক ব্যবস্থা ও সংস্কার সহকারে রাখিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত লভ্যের অতিরিক্ত বার্ষিক মোট যত খরচ গড়ে আবশ্যক হয়, তাহার অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং উক্ত সাধিত উৎকর্ষ ও কার্য্য রক্ষার্থে ভবিষ্যতে ঐ ভূম্যধিকারিদের যত অর্থানুকূল্য করিতে হইত তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের স্থানে এরূপ টাকা লইতে হইবে যদ্দারা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিলে প্রচলিত বার্ষিক সুদের হারে তাহা হইতে উক্ত গড়খরচের তুল্য টাকা উঠিতে। উক্তরূপ স্থায়ী টাকার প্রতি ৩১, ৩৮ ও ৩৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতার কথা।

৪৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা এবং খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব এই আইনের বিধানমতে যে অনুসন্ধান লইবার কিম্বা যে আপীল গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তৎসম্পর্কে তাঁহারা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে আদালতের প্রতি প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে সাক্ষিদিগকে ও প্রমাণ উপস্থিত করাইতে ও সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

নিষ্কর ভূমি অধীন তালুক বলিয়া জ্ঞান হইতে পারিবার কথা।

৫০ ধারা। খাজানা কি রাজস্ব বিনা ভোগকৃত কোন ভূমি পরিমাণে কট্টিমত একশত বিঘার কম হইলে ও কালেক্টর সাহেবের লাখেরাজ ভূমির সাধারণ রেজিস্টরী বহীতে লেখা না থাকিলে এই আইনের কার্য্য পক্ষে কোন ভূম্যধিকারির স্থানে অব্যবহিতরূপে প্রাপ্ত তালুক বা পেটাও তালুক বলিয়া জ্ঞান হইবে, এবং উক্ত তালুক সম্পর্কে কাহাকে ভূম্যধিকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, ইহা কমিশ্যনরেরা স্থির করিবেন। কিন্তু উক্ত ভূমি ভোগকারী কোন ব্যক্তি যত ভূমির দাওয়া করেন তদুপরি কমিশ্যনরেরা যে হারের অনুমোদন করেন সেই হারে আপন ভূমি মাপ হইবার

rate to be approved by the Commissioners and calculated on the area claimed by him, shall be entitled to be deemed a landholder in respect of such lands within the meaning of this Act.

খরচ দাখিল করিলে উক্ত ভূমি সমন্ধে এই আইনের অভিপ্রায়ানুযায়ি ভূম্যধিকারী বলিয়া গণ্য হইবার স্বত্ত্ববান হইবেন।

51. Wherever any land as mentioned in the last preceding section shall be deemed to form a tenure or undertenure held immediately from a landholder as therein provided, every sum payable to the landholder in respect of such land in any one year shall be payable in two equal instalments on such dates as the Commissioner of the Division may fix. Such Commissioner shall cause due notice to be given in the villages concerned of the dates so fixed by him.

Sum payable by holder of rent-free land to be payable in two instalments.

৫১ ধারা। পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত কোন ভূমি ঐ ধারার বিধানমতে কোন ভূম্যধিকারির স্থানে অব্যবহিত রূপে প্রাপ্ত তালুক বা পোত্তাও তালুক বলিয়া গণ্য হইলে, ঐ ভূমির উপলক্ষে কোন বৎসর উক্ত ভূম্যধিকারিকে যে টাকা দিতে হয় তাহা খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব যেং তারিখ ধার্য্য করিয়া দেন সেইং তারিখে দুই সমান কিস্তি করিয়া দিতে হইবে। উক্ত কমিশ্যনর সাহেব যেং তারিখ ধার্য্য করেন সম্পর্কযুক্ত গ্রামে তাহার উপযুক্ত নোটিস দেওয়াইবেন।

বিনা খাজানায় ভূমি ভোগকারী ব্যক্তির যে টাকা দিতে হয়, তাহা দুই কিস্তি করিয়া দিতে হইবার কথা।

52. All notices under this Act required to be served may be served by delivering the same to the person to be served, or by posting the same upon the door of his dwelling-house, or if such person cannot be found and his dwelling-house is not known, then by posting the same on some conspicuous part of the land to which such notice relates, and copies thereof at the Munsif's Court within whose jurisdiction, and the police thana within the limits of which, such land is situate.

Service of notices.

৫২ ধারা। এই আইনমতে যে সকল নোটিস জারী করিবার আদেশ হইল ঐ নোটিস যাঁহার নামে হয় তাঁহাকেই দিয়া কিম্বা তাঁহার বাসগৃহের দ্বারে তাহা লাগাইয়া জারী করা যাইতে পারিবে তাঁহার সন্ধান পাওয়া না গেলে ও তাঁহার বাসগৃহ জানা না থাকিলে, ঐ নোটিস যে ভূমিসম্পর্কীয় হয় তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে, এবং ঐ ভূমি যে মুন্সেফের বিচারাধিকারের ও যে পোলীস থানার সীমার মধ্যে থাকে সেই মুন্সেফের কাছারীঘরে ও সেই থানায় তাহা লটকাইয়া জারী করা যাইবে।

নোটিস জারী করিবার কথা।

53. No proceeding under this Act shall be defeated or invalidated by reason of any defect in the number or property of assenting landholders, nor by any defect or omission in the publication or service of any notification, notice or order, unless material injury is done to any person by such defect or omission; and every order and report of the Commissioners, of the Collector, and of any officer appointed by the Lieutenant-Governor under section 33, shall be conclusive evidence that all notifications and notices hereby required as preliminary thereto had been duly published and served, and that all other preliminaries thereunto had been duly performed, and save as is hereinbefore provided, shall be final and conclusive.

Proceedings not to be invalidated by formal errors.

৫৩ ধারা। যে ভূম্যধিকারিরা সম্মত হন তাঁহাদের সংখ্যা লিখিতে কিম্বা তাঁহাদের সম্পত্তি বিষয়ে কোন ভ্রম হইলেও কিম্বা কোন জ্ঞাপনপত্র কি নোটিস কিম্বা আজ্ঞা প্রকাশ করিতে কি জারী করিতে কোন ত্রুটি কি চুক হইলেও, যদি সেই ত্রুটি কি চুক প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির গুরুতর ক্ষতি না হইয়া থাকে তবে তৎপ্রযুক্ত এই আইনমতে আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্য অসিদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য হইবে না। এবং কমিশ্যনরদের ও কালেক্টর সাহেবের ও ৩৩ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত কার্য্যকারকের আজ্ঞাপত্র ও রিপোর্ট প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন জ্ঞাপনপত্র ও নোটিস প্রচার ও জারী করা আবশ্যক হইলে সেই আজ্ঞাপত্র ও রিপোর্ট প্রচার করাই ঐ জ্ঞাপনপত্র ও নোটিস প্রকাশ ও জারী হইবার ও পূর্ব্বশৃঙ্খলায় সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পাদন হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত স্থলভিন্ন অন্য স্থলে ঐ আজ্ঞাপত্র ও রিপোর্ট চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে।

রীতিগত ভ্রমহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ না হইবার কথা।

54. The Lieutenant-Governor may by an order in writing direct that any portion of a scheme adopted and ordered to be executed under this Act shall, for the purposes of this Act or for any such purposes, be deemed to be a separate scheme.

Portion of scheme may be deemed separate scheme.

৫৪ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব লিখিত আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতে পারিবেন যে, এই আইনমতে কোন কল্পনাপত্রের যে অংশ গ্রাহ্য করিয়া ফলবৎ করিবার আজ্ঞা হয়, তাহা এই আইনের কার্য্যপক্ষে ও তদ্রূপ কোন কার্য্যপক্ষে স্বতন্ত্র কল্পনাপত্র বলিয়া গণ্য হইবে।

কল্পনাপত্রের একাংশ স্বতন্ত্র কল্পনাপত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারিবার কথা।

55. The Lieutenant-Governor may specially empower any person to do all or any acts, to discharge all or any functions, and to exercise all or any powers which may be done, discharged or exercised by a Collector under this Act, and on any person being so specially empowered, such person may do all or any of such acts, discharge all or any of such functions, and exercise all or any of such powers, and such person shall be deemed to be the Collector for the purposes of the scheme in respect of which he is so specially empowered.

Lieutenant-Governor may empower other person to act for Collector.

56. The Collector may, with the sanction of the Commissioner of the Division, delegate to any Deputy, Assistant, or Sub-Deputy Collector, or to any similar officer, the performance of any acts and the discharge of any functions which the said Collector may perform or discharge under this Act;

Collector may delegate authority.

and upon such delegation such Deputy Collector or other officer may do any such acts and discharge any such functions;

and may exercise any powers for the performance of the same, which the Collector may exercise under this Act;

Provided that all acts done, functions discharged, and powers exercised by such officer, shall be done, discharged, or exercised subject to the control and supervision of the Collector.

57. All the proceedings of the Commissioners and of the Collector under the Act shall be subject to the general control and supervision of the Commissioner of the Division.

Control of Commissioner and Board.

58. The Lieutenant-Governor may from time to time make rules to regulate the following matters:—

Power to make, alter, and cancel rules.

(*a*) the proceedings of any officer, who, under any provision of this Act, is required or empowered to take action in any matter;

(*b*) the person by whom, the time, place, or manner at or in which, anything for the doing of which provision is made in this Act, shall be done;

(*c*) and generally to carry out the provisions of this Act.

The Lieutenant-Governor may from time to time alter or cancel any rules so made.

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

৫৫ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেব যে সকল বা যে কোন কার্য্য সাধন করিতে ও যে সকল বা যে কোন কর্ম্ম করিতে ও যে সকল বা যে কোন ক্ষমতা চালাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোন ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তি উক্তরূপে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইলে, উক্তরূপ সকল বা কোন কার্য্যসাধন করিতে ও উক্তরূপ সকল বা কোন কর্ম্ম করিতে ও উক্তরূপ সকল বা কোন ক্ষমতা চালাইতে পারিবেন, এবং যে কল্পনাপত্র উপলক্ষে তিনি উক্তরূপ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হন সেই কল্পনাপত্রের কার্য্য পক্ষে তিনি কালেক্টর সাহেব বলিয়া গণ্য হইবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অন্য কোন ব্যক্তিকে কালেক্টর সাহেবের পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

৫৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে কোন কার্য্যসাধন করিতে বা যে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন, খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, সেই কার্য্যসাধন করিবার ও সেই কর্ম্ম করিবারার ভার কোন ডেপুটী বা আসিষ্টান্ট বা সব-ডেপুটী কালেক্টর বা তদ্রূপ কোন কার্য্যকারকের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন;

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার্পণ করিতে পারিবার কথা।

এবং উক্তরূপ অর্পণ করা গেলে, ঐ ডেপুটী কালেক্টর বা অন্য কার্য্যকারক তদ্রূপ কোন কার্য্য সাধন করিতে ও তদ্রূপ কোন কর্ম্ম করিতে পারিবেন,

এবং উক্ত কার্য্য সাধনার্থে এই আইনমত কালেক্টর সাহেবের কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু উক্ত কার্য্যকারক যেং কার্য্য সাধন করেন, যেং কর্ম্ম করেন ও যেং ক্ষমতা চালান, তৎসমুদয় কালেক্টর সাহেবের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের অধীনে সাধিত, কৃত বা চালিত হইবে।

৫৭ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কোন কথা থাকিলেও, কমিশ্যনরদের ও কালেক্টর সাহেবের এই আইনমত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাধীনে থাকিবে।

কমিশ্যনর সাহেবের ও বোর্ডের কর্তৃত্বের কথা।

৫৮ ধারা। নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধানার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন:—

বিধি প্রণয়ন, পরিবর্ত্তন ও রহিত করিতে পারিবার কথা।

(ক) এই আইনের কোন বিধানমতে কোন বিষয়ে কার্য্য করিবার আদেশ বা ক্ষমতা যে কার্য্যকারকের প্রতি অর্পিত হয় তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের।

(খ) এই আইনে যাহা কিছু করিবার বিধান আছে তাহা যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে সময়ে যে স্থানে যে রূপে করিতে হইবে তদ্বিষয়ের;

(গ) এবং সাধারণতঃ এই আইনের বিধান যেরূপে ফলবৎ করিতে হইবে তদ্বিষয়ের।

এই রূপে যে কোন বিধি প্রণীত হয়, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং তাহা পরিবর্ত্তিত বা রহিত করিতে পারিবেন।

Such rules, alterations, and cancelment shall be published in the *Calcutta Gazette*, and shall thereupon have the force of law.

Publication of rules.

PART VII.

SPECIAL PROVISIONS FOR WORKS CARRIED OUT UNDER BENGAL ACT V OF 1871.

59. The following portions of this Act shall apply to any scheme or works carried out under the provisions of Bengal Act V of 1871, that is to say—

Portions of this Act applicable to works carried out under Bengal Act V of 1871.

(*a*) As to the method of realizing sums due on account of the cost of the works, sections 31, 38, 39, and 40;

(*b*) As to the recovery by landholders or superior tenants of the cost of the works, from persons holding land under them, Part V;

(*c*) As to other matters, Part VI.

60. If the Lieutenant-Governor is satisfied that the apportionment of the cost of any scheme or works carried out under the provisions of the said Bengal Act V of 1871 is inequitable for reasons discovered by the operation of the completed scheme, or on grounds not originally considered by the Commissioners, the Lieutenant-Governor may, at any time within one year after the commencement of this Act, direct a revision of the said apportionment, and may for the purpose of such revision appoint Commissioners. The provisions of Part I shall be applicable to the appointment of, and to the conduct of business by, such Commissioners.

Revision of apportionment of cost of scheme or works carried out under Bengal Act V of 1871.

61. Such Commissioners shall proceed without delay to revise such apportionment, and in making such revision they shall be guided by the provisions of sections 28, 32, and 34, so far as the same may be applicable, and shall have regard to the degree of benefit which, upon taking proceedings under this section, they may find to have been conferred on the lands: provided that the total sum apportioned upon such revision as payable in respect of all the lands improved or reclaimed by the works shall not be less than the total cost of the construction of such works within the meaning of section 25.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১০ আগষ্ট।]

উক্ত বিধি ও তাহার পরিবর্ত্তন ও রহিত করণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও প্রকাশ করা গেলে আইন তুল্য বলবৎ হইবে।

বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

সপ্তম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে সম্পাদিত কার্য্য সংক্রান্ত বিশেষ বিধি।

৫৯ ধারা। ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে কোন কল্পনাপত্র বা কার্য্য সাধন করা গেলে তৎপ্রতি এই আইনের নিম্নলিখিত অংশগুলি বর্ত্তিবে, অর্থাৎ,

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে যে২ কার্য্য সাধিত হয় তৎপ্রতি এই আইনের কোন২ অংশ বর্ত্তিবার কথা।

(ক) কার্য্যের খরচ বাবদ দেনা টাকা আদায় করিবার প্রণালী সম্বন্ধে ৩১, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ ধারা।

(খ) কার্য্যের খরচ ভূম্যধিকারিরা বা উপরিস্থ প্রজারা দিলে, তাঁহাদের অধীনে ভূমি ভোগকারী ব্যক্তিদের স্থানে ঐ খরচ আদায় করিবার সম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ড।

(গ) অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ষষ্ঠ খণ্ড।

৬০ ধারা। ১৮৭১ সালের উক্ত বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কোন কল্পনাপত্র বা কার্য্য সাধন করা গেলে, তাহার ন্যায়ানুগত ব্যয়বণ্টনপত্র হয় নাই পরিসমাপ্ত কল্পনাপত্রের অনুযায়ী কার্য্যাক্রমে প্রকাশিত যুক্তিমতে অথবা কমিশ্যনরেরা প্রথমে যে সকল কারণ বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই সেই সকল কারণে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের এইরূপ হৃদবোধ জন্মিলে, তিনি এই আইন প্রচলিত হইবার পর একবৎসর মধ্যে যে কোন সময়ে উক্ত ব্যয়বণ্টনপত্র সংশোধন করিবার আজ্ঞা দিয়া উক্ত কার্য্য নিমিত্ত কমিশ্যনর নিযুক্ত করিতে পারিবেন। উক্ত কমিশ্যনরদের নিয়োগ ও তাঁহাদের কার্য্য চালাইবার সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের বিধান বর্ত্তিবে।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমতে যে কল্পনাপত্র বা কার্য্য সাধন করা যায়, তাহার ব্যয় বণ্টনপত্র সংশোধন করিবার কথা।

৬১ ধারা। উক্ত কমিশ্যনরেরা অবিলম্বে উক্ত ব্যয়বণ্টনপত্র সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং সংশোধন কার্য্যকালে ২৮, ৩২ ও ৩৪ ধারার বিধান যতদূর খাটে তাহা দেখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন, এবং এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে ভূমির যে পরিমাণ উপকার হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু উক্ত কার্য্য দ্বারা উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা কৃষিযোগ্যকৃত সমুদয় ভূমি সম্বন্ধে দেয় বলিয়া উক্ত সংশোধন কালে মোট যত টাকা ধরা যায়, তাহা ২৫ ধারার মর্ম্মানুযায়ি উক্ত কার্য্য প্রস্তুত করিবার মোট খরচ অপেক্ষা কম হইবে না।

উক্তরূপ সংশোধন করিবার সময়ে কমিশ্যনরদের এই আইনের কোন২ বিধান অনুসারে চলিবার কথা।

62. For the purpose of making such revised apportionment, such Commissioners shall have full power to increase or reduce the apportionment which was previously made upon individuals, and to direct such refunds to be made to, or additional payments to be levied from, individuals, as may be necessary to give full and complete effect to such revision. Any person dissatisfied with any order passed by such Commissioners under this section may appeal to the Commissioner of the Division, and the provisions of section 35 shall be applicable to any such appeal.

Commissioners may increase or reduce apportionment. Appeal.

63. The provisions of section 36 as to an apportionment becoming final shall be applicable to such revised apportionment; and the provisions of sections 31, 38, 39, and 40 shall be applicable to the realization of any sums which may become payable under the same.

Finality of revised apportionment. Realization of sums due thereunder.

SCHEDULE A—(*referred to in section* 12).

BENGAL DRAINAGE ACT, 1880.

To all whom it may concern.

TAKE notice that it is proposed to drain and improve certain lands in the village of , pargunah . Plans and provisional estimates of the works proposed are now lodged in and may be inspected by any person interested on any of the days and at any of the times specified below till the day of next. (*Here specify the days and hours at which the plans and the estimates will be open to inspection.*)

All proprietors of estates paying revenue direct to Government of which any lands may be affected by the proposed drainage and improvement,

all owners of revenue-free lands borne on the Collector's General Register of Revenue-free lands, which may be so affected,

all persons having permanent rent-paying interests in tenures, undertenures or lands extending to not less than one hundred standard bighas to be so affected,

and all persons having permanent rent-free interests in tenures, undertenures and lands to be so affected,

are hereby called upon to inspect the said plans and estimates.

[*Government Gazette*, 10*th August* 1880.]

৬২ ধারা। উক্ত সংশোধিত ব্যয়বণ্টনপত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, কমিশ্যনারেরা ব্যক্তি বিশেষের উপর পূর্ব্বে যে টাকা ধরা গিয়াছিল তাহা বাড়াইতে বা কমাইতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান হইবেন, এবং উক্ত সংশোধন সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে ফলবৎ করিতে হইলে যেরূপ আবশ্যক হয়, ব্যক্তি বিশেষকে তদ্রূপ টাকা ফিরাইয়া দিবার বা তাঁহার স্থানে তদ্রূপ অতিরিক্ত টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এই ধারামতে কমিশ্যনরেরা যে আজ্ঞা করেন কোন ব্যক্তি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। ঐ রূপ আপীলের প্রতি ৩৫ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

যে টাকা ধরা যায়, কমিশ্যনরদের তাহা বাড়াইতে বা কমাইতে পারিবার ও আপীলের কথা।

৬৩ ধারা। ব্যয়বণ্টনপত্র চূড়ান্ত হইবার যে বিধান ৩৬ ধারায় আছে তাহা উক্ত সংশোধিত ব্যয়বণ্টনপত্রের প্রতি বর্ত্তিবে; এবং উক্ত পত্রানুসারে যে টাকা দেয় হয়, তাহা আদায় করিবার সম্বন্ধে ৩১, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ ধারার বিধান খাটিবে।

সংশোধিত ব্যয়বণ্টনপত্র চূড়ান্ত হইবার ও তৎক্রমে দেয় টাকা আদায় হইবার কথা।

A চিহ্নিত তফসীল।—(১২ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে)

বঙ্গদেশের পয়োনালা বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন।

যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের সমীপেষু।

জানিবেন যে অমুক পরগনার অন্তর্গত অমুক গ্রামের কিয়ৎ পরিমাণ ভূমির জলনিঃসরণ ও উৎকর্ষ সাধন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যে কার্য্য করিবার প্রস্তাব হইল তাহার নকশা ও ব্যয়ের অনুমানপত্র অমুক স্থানে আছে। সেই বিষয়ে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহারা অমুক দিনাবধি আগামি অমুক মাসের অমুক দিন পর্য্যন্ত বেলা অমুক ঘণ্টাবধি অমুক ঘণ্টাপর্য্যন্ত কোন সময়ে দেখিতে পারিবেন। (যে২ দিন যে২ ঘণ্টায় ঐ নকশা ও কল্পনাপত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই খানে তাহার নির্দ্দেশ করিবেন।)

প্রস্তাবিত জলনিঃসরণ ও উৎকর্ষসাধন কার্য্য দ্বারা যদন্তর্গত ভূমির উপকার হইবার সম্ভাবনা এরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব দায়ী মহালের যিনি স্বামী হন, ও

কালেক্টর সাহেবের লাখেরাজ ভূমির সাধারণ রেজিস্টরী বহীতে যে লাখেরাজ ভূমি ভুক্ত আছে তাহার উক্তরূপ উপকার পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার যিনি স্বামী হন, ও

উক্ত কার্য্যদ্বারা উপকৃত হইতে পারে এরূপ কষ্টিমতে অন্যূন একশত বিঘা পরিমিত তালুকে বা পেটাও তালুকে বা ভূমিতে খাজানা দিবার নিয়মাধীনে যে সকল ব্যক্তির স্থায়ী স্বার্থ আছে, ও

কষ্টিমতে অন্যূন একশত বিঘা পরিমিত তদ্রূপ তালুকে বা পেটাও তালুকে বা ভূমিতে খাজানা বিনা যে সকল ব্যক্তির স্থায়ী স্বার্থ আছে,

তাঁহাদিগকে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তাঁহারা উক্ত নকশা ও অনুমানপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

Those who wish the works to be carried out and are willing to bear their proportion of the cost thereof are requested to send to the Drainage Commissioners their assent in writing, signifying therein, so far as possible, the nature and extent of their interest in such land, on or before the day of 18 . Those who have any objection to the execution of the said works are required to send in their objection in writing to the said Commissioners on or before the said day.

All persons who are hereby called upon to give their assent or express their objections in writing are warned that under the law the Commissioners are not bound to recognize any such assent or objection unless the person making the same specifies the extent and portion of the land which he holds, and the tenure or interest which he has in the same.

Collector, for the Drainage Commissioners.

SCHEDULE B—(*referred to in section* 37).

BENGAL DRAINAGE ACT, 1880.

To

Take notice that the Drainage Commissioners have apportioned against you the sum of as your contribution in respect of the lands of and that you are hereby required, within one month from the date of the service of this notice, to pay to me the said sum of Rs. together with interest at the rate of five per centum per annum from the day of or to enter into an engagement for the payment of the same by instalments extending over a period of not more than ten years.

Collector.

W. E. H. FORSYTH,

Offg. Asst. Secy. to the Govt of Bengal.

উক্ত কার্য্য সম্পাদনবিষয়ে যাঁহাদের ইচ্ছা আছে ও খরচের যে অংশ তাঁহাদের প্রতি অর্শিবে সেই অংশ দিতে যাঁহারা সম্মত আছেন, তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ হইতেছে যে, তাঁহারা ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে পয়োনালার কমিশ্যনরদের নিকট লিখিয়া সম্মতি জানাইবেন এবং সেই ভূমিতে তাঁহাদের কত দূর ও কীদৃক সম্পর্ক আছে সেই পত্রে এই কথা সাধ্যমতে জানাইবেন। উক্ত কর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে যাঁহাদের আপত্তি থাকে তাঁহারা সেই তারিখে বা তৎপূর্ব্বে আপনাদের আপত্তি লিখিয়া কমিশ্যনরদিগকে জ্ঞাত করিবেন।

যে সকল ব্যক্তিকে এতদ্দ্বারা লিখিয়া সম্মতি দিবার কি আপত্তি জানাইবার আদেশ করা গেল, তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে সম্মতিদাতা কি আপত্তিকারি ব্যক্তি আপন ভোগকৃত ভূমির পরিমাণ ও অংশ ও তাহাতে তাঁহার যে সম্পর্ক কি স্বার্থ আছে তাহা নির্দ্দেশ না করিলে, কমিশ্যনরেরা আইনমতে তদ্রূপ সম্মতি কি আপত্তি গ্রাহ্য করিতে বদ্ধ হইবেন না।

পয়োনালার কমিশ্যনরদের পক্ষে, কালেক্টর সাহেব।

B তফসীল।—

(৩৭ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে)

বঙ্গদেশের পয়োনালা বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক স্থানের ভূমির নিমিত্তে যে খরচ লাগিয়াছে তাহার মধ্যে পয়োনালার কমিশ্যনরেরা তোমার অংশ এত টাকা ধার্য্য করিয়াছেন ইহা জানিবে। অতএব এই নোটিস পাইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে তুমি আমাকে অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি বৎসর শতকরা ৫৲ টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ উক্ত টাকা দিবে অথবা দশ বৎসরের অনধিক কাল ব্যাপিয়া কিস্তিক্রমে সেই টাকা দিবার করার করিবে, তোমার প্রতি এই আদেশ হইল।

কালেক্টর।

ডব্লিউ, ই, এচ, ফর্সাইথ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L.

Bengali Translator.

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ২ নবেম্বর।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

খাজানার আইন সংক্রান্ত কমিশ্যনের রিপোর্ট।

নিম্নবঙ্গ প্রদেশের খাজানার আইন সংশোধন করিবার প্রস্তাব বিবেচনার্থ নিযুক্ত কমিশ্যনর আমরা সবিনয়ে নিম্নলিখিত রিপোর্ট দিতেছি।—

কমিশ্যনের প্রতি প্রদত্ত দুই প্রকার আদেশের কথা।

১। আমাদিগকে নিয়োগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে আজ্ঞা দেন, তাহাতে আমাদের প্রতি আদেশ ছিল যে (১) এতদ্বিষয় সংক্রান্ত আইন ও ব্যবস্থায় এবং ১৮৫৯ সালের ১০আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর আদালতের নিষ্পত্তিতে খাজানা বিষয়ক যেরূপ ব্যবস্থা আছে, সাবধানে তাহার সারসংগ্রহ ও সংহিতা প্রস্তুত করিতে হইবে; এবং (২) ইদানীন্তন কএক বৎসর মধ্যে যে২ সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, তৎসমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়া যাহা পরামর্শসিদ্ধ বোধ হয়, মূল ব্যবস্থাগত এরূপ সংযোগ সম্বলিত এবং কার্য্যবিধির এরূপ উন্নতি সহকৃত পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

গত আগষ্ট মাসে সংহিতা পাঠাইবার কথা।

২। আমাদের সহযোগী শ্রীযুত ফীলড সাহেব প্রথমে ঐ সংহিতা সঙ্কলন করেন, এবং আমাদের সেক্রেটরীর গত ১৯ আগষ্টের ৭৪ নং পত্রের সহিত উহা ঐ তারিখে পাঠান গিয়াছে।

পাণ্ডুলেখ্যের উদ্দেশ্য।

৩। পাণ্ডুলেখ্য এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে এবং এই রিপোর্টের সহিত প্রেরিত হইল। নিম্নবঙ্গ প্রদেশস্থ ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত সমস্ত আইনগত ও মোকদ্দমা প্রসূত ব্যবস্থা অর্থাৎ বর্ত্তমান সমস্ত ব্যবস্থা সংহিতায় সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই সংগ্রহ কার্য্যে যত দূর পারা যায় তত দূর গ্রহণ করা এবং উপস্থিত বিষয়ের সহিত যে কোন বিষয়ের অধিক বা অল্প সম্পর্ক আছে তাহাই ধরা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করা হয়, কোন বিশেষ ব্যবস্থা খণ্ড উক্ত গ্রন্থে স্থান পাইবে কি না, এইপ্রশ্ন, উহা কিছু মাত্র প্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইলেই, গ্রহণের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইযাছে। উপকরণের অল্পতা হইলে কোন গুরুতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না পড়িতে পারিত, কিন্তু উপকরণের আতিশয্যে আইন সংগ্রহে যাহা গ্রহণ করিলে ভাল হয় তাহার নির্ব্বাচন, সহজ। আইনের এই শাখার, অন্যান্য অনেক শাখার ন্যায়, অবশিষ্ট কয়েক শাখার সহিত অধিক বা অল্প সম্বন্ধ আছে এবং সীমার রেখা ঠিক কোথায় পড়িবে ইহা স্থির করা সর্ব্বদা সহজ নহে। এই পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে এই কথার নিষ্পত্তি সময়ে বিশেষ বা স্থানীয় আইনগত সকল বিষয় বাদ দেওয়া আমাদিগের পরামর্শসিদ্ধ বোধ হয়। সংহিতার অন্তর্গত উক্তরূপ কোন বিষয়ের সহিত ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত আইনের বিশেষ স্পষ্ট সম্বন্ধ নাই বলিয়া এরূপ করা হয় নাই; আমাদের বোধ হইয়াছিল যে ঐ বিষয় এক্ষণে যে স্থলে, দৃষ্ট হয় তাহার সহিত উহার গুরুতর সম্বন্ধ আছে। এই রূপ বিবেচনায় নিম্নলিখিত আইনের অংশগুলি সংহিতার মধ্যে থাকিলেও পাণ্ডুলেখ্যমধ্যে গৃহীত হয় নাই।

আইনের কোন২ অংশ সংহিতায় থাকিলেও, পাণ্ডুলেখ্যে গৃহীত না হইবার কথা।

(১) কোর্ট অব ওয়ার্ডের বা রাজস্ব বিষয়ক কর্তৃপক্ষদের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীন মহালের খাজানা আদায় করিবার বিশেষ কার্য্যপ্রণালী।
(২) খাস মহালের খাজানা আদায় করিবার বিশেষ কার্য্যপ্রণালী।
(৩) ঘাটোয়ালদের সংক্রান্ত এবং ঘাটোয়ালী ও অন্য চাকরাণ তালুক সংক্রান্ত আইন।
(৪) গবর্ণমেন্টের বাকী রাজস্ব নিমিত্ত নিলাম দ্বারা তালুক প্রভৃতি অসিদ্ধ হইবার আইনের বিশেষ বিবরণ।
(৫) মালগুজারী মহালের বাটওয়ারা হইলে তদন্তর্গত তালুক প্রভৃতির সম্বন্ধে যে ফল হয়।

ভূস্বামীদের কর্তৃক লাখেরাজ ভূমি বাজেআপ্ত করণ ও তাহার কর নির্দ্ধারণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাও (সংহিতার ৭৫ ও ৮৩ ধারা দেখ) বাদ দেওয়া গিয়াছে, কারণ ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত আইনের সহিত এক্ষণে এই বিষয়ের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, এবং অসিদ্ধ দানপত্র বলে ভোগকৃত বলিয়া কথিত ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহার খাজানা নির্দ্ধারণ করণার্থে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার মধ্যে পড়ে (১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন দেখ)। এই সকল বাদ দিয়া এবং এক্ষণে যে আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে তাহা বাদ দিয়া, সংহিতার অন্তর্গত ব্যবস্থা এই পাণ্ডুলেখ্যে দেওয়া হইয়াছে, এবং সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া বিবেচনা ও বিচারপূর্ব্বক আমরা যাহা যাহা গ্রাহ্য করিবার পরামর্শ দেওয়া ন্যায্য জ্ঞান করিয়াছি[১] ঐ ব্যবস্থার তদ্রূপ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

ক্রোক উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব

৪। ফসলাদি ক্রোক সম্বন্ধে এক্ষণে যে ব্যবস্থা আছে পাণ্ডুলেখ্যে তাহা গৃহীত হয় নাই, এবং খাজানা আদায়ের এই প্রণালী আমরা একেবারে উঠাইয়া দিতে চাহি। ইংলণ্ডীয় আইনের এই শাখাটি প্রথমে ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনদ্বারা এ দেশে প্রচলিত করা হয়। ঐ আইনে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট কোন২ ভূম্যধিকারির প্রতি এই ক্ষমতা প্রদত্ত হয় যে তাঁহারা আপন প্রজাদের ফসল ও ভূমির উৎপন্ন প্রত্যেক প্রকার দ্রব্য, শস্য, গবাদি পশু, ও অন্য সমুদয় অস্থাবর সম্পত্তি (উহা ত্রুটিকারী ব্যক্তির বা অন্য যাহার ঘরে বা বাটীর মধ্যে পাওয়া যাউক না কেন) ক্রোক করিয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন। ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলিত ছিল। যে ভূমির খাজানা পাওনা থাকে, কেবল সেই ভূমির ফসলাদি ক্রোক করা যাইতে পারিবে, ঐ সালে এই নিয়ম হয়। খাজানা আদায়ের উপায় স্বরূপ এই কার্য্যপ্রণালীর যে প্রবল শক্তি ছিল, উক্ত পরিবর্ত্তন দ্বারা নিঃসন্দেহ তাহার অনেক দূর হ্রাস হয়, এবং বর্ত্তমান আইনের বিধানগুলি সর্ব্বদা ঠিক ২ পালিত হয় না আমাদের এইরূপ আশঙ্কা আছে। বেহারে যে এই সকল বিধানের নিশ্চিত অপব্যবহার হইয়াছে, ইহার প্রমাণ আছে; এবং আমাদেরও কএক জনের জানা আছে যে এদেশের অন্যান্য স্থানেও এই সকল বিধান অনুসারে সর্ব্বদা নিয়মিতরূপে কার্য্য হয় না। এই কার্য্য প্রণালী সংক্ষেপ ও উৎকৃষ্টতর করিবার কএকটি প্রস্তাব আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ছিল, এবং ঐ সকল প্রস্তাব অবলম্বন করিলে এই কার্য্য প্রণালী নির্ব্বিঘ্নে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে কার্য্যকর করা যায় কি না ইহা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু পরিশেষে আমাদের অধিকাংশের এই সিদ্ধান্ত হয় যে এই বিষয়টি কোন সংগ্রহ ও সংশোধনাত্মক আইন হইতে বাদ দেওয়াই ভাল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই সিদ্ধান্ত বেহারের খাজানাবিষয়ককমিটীর ও বেহারের নীলকরদের সভার অধিকাংশের মতানুযায়ী।

বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদের ক্ষমতা পাণ্ডুলেখ্য মধ্যে না ধরিবার কথা।

গবর্ণমেণ্টের বেল, স্বত্ব নিরূপণের কথা।

৫। সংহিতায় বা পাণ্ডুলেখ্যে বন্দোবস্ত কার্য্যকারকদের ক্ষমতা ও কর্ম্মসংক্রান্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। অত্যল্প দিন হইল এই বিষয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মনোযোগ আকর্ষণ করে, এবং এতৎসংক্রান্ত বিধান ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। গত বৎসরের ২২ মে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ঐ আইন অনুমোদন করেন। আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে, আইনের এই অংশের কথা এক্ষণে পুনর্ব্বার তুলিলে একটি যথেষ্ট জটিল বিষয় বিনা প্রয়োজনে অধিকতর জটিল করা হইবে, কিন্তু আমরা এই বিষয় সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের উল্লেখ করিতে পারি। ঐ প্রশ্নসম্বন্ধে কখন২ বিশেষ প্রকারের গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং পাণ্ডুলেখ্যের একটি ধারা দ্বারা আমরা উহার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রদেশের শাসন কার্য্যের ভার অগ্রে যাঁহাদের হস্তে ছিল, রাজস্ব ও খাজানার

---

১ কমিশ্যনের মেম্বরদের সকলের মত কিম্বা, বিষয় সাধ্য হইলে, অধিকাংশের মত প্রকাশ করণার্থে এই রিপোর্টে সর্ব্বত্র উত্তম পুরুষের বহুবচন "আমরা" শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে। প্রয়োজনীয় বিষয়ে মেম্বরদের মতভেদ থাকিলে, যে মত গৃহীত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ মেম্বরদের মত বলিয়া স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোন২ মেম্বর বিষয়বিশেষ সম্বন্ধে রিপোর্টের ক্রোড়পত্র করিয়া আপনাদের মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রভেদ তাঁহাদের মনে সর্ব্বদা বিশেষ পরিস্ফুটভাবে বর্ত্তমান থাকিত না। এবিষয়ের প্রতি যাঁহারা দৃষ্টি রাখেন, ইদানীন্তন কএক বৎসর তাঁহারা এই প্রভেদ অতি স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এই প্রভেদ মোটামোটি বুঝা গেলেও যে বিশেষ স্থলে রাজস্ব গ্রহণ স্বত্বযুক্ত রাজার সর্ব্বোচ্চ অধিকার এবং খাজানা গ্রহণ স্বত্বযুক্ত ভূস্বামির অধিকার একই গবর্ণমেণ্টে সম্মিলিত হয় সেই স্থলে এই প্রভেদ তত সহজে বোধগম্য হয় না। দুই অধিকারই কি আপন২ অনুষঙ্গ রক্ষা করিয়া একত্রে অবস্থিতি করিতে থাকে? অথবা একটি, এবং তাহা হইলে কোন্ টি, অপরটির উচ্চতর সত্তামধ্যে গৃহীত ও বিলুপ্ত হয়? অর্থাৎ, ঐ দুই অধিকার গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিলে, প্রজারা রাজস্ব দেয় কি খাজানা দেয়? কেবল বাকী আদায়ের কার্য প্রণালী সম্বন্ধে নহে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বার্থ সম্বন্ধেও, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজনীয়। ৪৫ ধারায় আমরা, ইহাই ব্যবস্থা আছে এবং সর্ব্বদাই ছিল বলিয়া, বিধান করিয়াছি যে ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেব ক্রয়দ্বারা বা প্রকারান্তরে কোন মহাল প্রাপ্ত হইলে, জমিদারী স্বার্থ সর্ব্বোচ্চ রাজাধিকারে নিমজ্জিত হইবে। আমরা চারিদিক্ বাঁচাইয়া এরূপে এই বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে তৃতীয় পক্ষের কোন স্বত্বের বা স্বার্থের কোন হানি না হয়; এবং আমরা বন্দোবস্ত কার্য্যকারকদের ক্ষমতা নির্দ্ধারণ ও সীমাবদ্ধ করা বিষয়ক ১৮১৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ও রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইনের কার্য্যচলন বাঁচাইয়া গিয়াছি।

পাটওয়ারী থাকিবার উপর কোন রূপে পাট্টালেখ্য নির্ভর না করিবার কথা।

৬। পাটওয়ারী পদ পুনঃ সংস্থাপনের কথা সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে; এবং আমাদের শাসন প্রণালীর কার্য্যগুণে যাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, সেই প্রাচীন প্রণালীর এরূপ ভগ্নাবশেষগুলি পুনঃ সংগঠন করা কতদূর পরামর্শসিদ্ধ ও সন্তুষ্টিজনক এবিষয়ে ভিন্ন২ মত আছে। সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি স্থির করিয়াছেন যে বাঙ্গালায় বা উড়িষ্যায় পাটওয়ারী রাখিবার নিমিত্ত আর জমীদারদের প্রতি আদেশ দেওয়া যাইবে না। বেহার সম্বন্ধে এ প্রশ্নের অদ্যাপি মীমাংসা হয় নাই। এই প্রশ্ন বিচার করা কিম্বা এতৎসম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে পড়িতেছে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না, কিন্তু ইহা বলা ভাল যে পাট্টালেখ্যের কোন অংশ পাটওয়ারী পদ পুনঃ সংস্থাপন বা রক্ষা করিবার উপর নির্ভর রাখে না। আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, বেহারের খাজানা বিষয়ক কমিটী পাটওয়ারী সংক্রান্ত আইন খাজানা বিষয়ক আইনের অন্তর্ভূত করা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করেন না।

যে সকল প্রস্তাব পাট্টালেখ্যে গৃহীত হয় নাই তাহার কথা।

৭। এস্থলে কয়েকটী প্রস্তাব উল্লেখ করা সুবিধা বোধ হইতেছে। এই সকল প্রস্তাব আমরা মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিয়া এই গুলি অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিতে পারি নাই বলিয়া ইহাদের বিষয় পাট্টালেখ্যে স্থান পায় নাই। ইহাদের মধ্যে প্রথম এবং বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রস্তাব এই যে প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত সকল চুক্তি আইন অনুসারে লিখিত হইবার আদেশ হওয়া উচিত। এই প্রস্তাব বারম্বার হইয়াছে এবং একাধিকবার উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ইহার পোষকতা হইয়াছে। বাঙ্গলা ও বেহারের অধিকাংশ প্রজাস্বত্ব চুক্তি অপেক্ষা দেশাচারের উপর নির্ভর করে। যে সমাজে চুক্তির জ্ঞান অগ্রে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যে শীঘ্র ব্যাপ্ত হয়, কোন বিশেষ আকারে প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত চুক্তি করিবার আদেশ সূচক আইন সে সমাজের উপযোগী হইলেও, আমরা বিবেচনা করি যে, যে সমাজে দেশাচারের প্রবল প্রাদুর্ভাব এবং যে সমাজে চুক্তি বন্ধনের মর্য্যাদা পালন সততা অপেক্ষা চুক্তিভঙ্গের কৌশল অধিক প্রশংসা প্রাপ্ত হয়, উক্ত রূপ আইন সেই সমাজের তাদৃশ উপযোগী নহে। ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্ত স্থাপনকারীগণ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে লিখিত চুক্তি চালাইবার চেষ্টা পান এবং উক্ত চুক্তিপত্র ব্যবহার করিলে উভয় পক্ষের নিশ্চয় কত লাভ হইবে ঐ সময়ের আইনে এই বিষয়ের উপদেশ অনেক বার আছে। কিন্তু ঐ উপদেশ দ্বারা কোন পক্ষের কিঞ্চিন্মাত্র প্রবৃত্তি বা মত পরিবর্ত্তন হয় নাই। পরিশেষে ঐ ব্যবস্থা রহিত করা হয়, কারণ কোন পক্ষই উহাতে আপনার এমন কোন লাভ দেখিত না যাহার নিমিত্ত উহা অন্যের বিরুদ্ধে প্রবল করিবার ইচ্ছা হয়। বর্ত্তমান আইনে বিধান আছে যে প্রজা পাট্টা পাইবার নিমিত্ত ও ভূম্যধিকারী কবুলিয়ত পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে পারেন। কিন্তু এই বিধান অনুসারে যে অল্পমাত্র কার্য্য হয় তাহাতেই বিলক্ষণ জানা যাইতেছে যে বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা এই বিষয় সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি আপনাদের মত অধিক পরিবর্ত্তন করে নাই। রেজিষ্টারী আফিসে যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় যে নূতন প্রজাস্বত্ব সৃষ্টির সময়ে সচরাচর লিখন ব্যবহৃত হয়, এবং যে ব্যবস্থা প্রাচ্যজ্ঞান অপেক্ষা পাশ্চাত্য জ্ঞানানুযায়ী তাহা এতদ্দেশবাসীদের মধ্যে বলপূর্ব্বক চালান অপেক্ষা আপনা আপনি লিখন অবলম্বিত হইতে রাখিয়া দেওয়া আমরা অধিকতর পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করি। চাষী লোকদের মধ্যে যত বিদ্যা চর্চ্চা বাড়িবে তত লিখন অবলম্বিত হইবে সন্দেহ নাই।

প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত চুক্তি লিখিত হইবার প্রস্তাব।

পাট্টা ও কবুলিয়ত সংক্রান্ত ও পাট্টা ও কবুলিয়ত পাইবার মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার কথা।

৮। রায়তদের পাট্টা পাইবার ও ভূম্যধিকারিদের কবুলিয়ত পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় এবং ঐ স্বত্ব প্রবল করিবার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান আইনের বিধানের তুল্য কোন বিধান পাণ্ডুলেখ্যে না করা এই বিষয়ের সহিত অনেক দূর সম্পর্ক রাখে। আমরা এখনই বলিয়াছি যে ঐ সকল বিধান যাহাদের উপকার নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছিল, তৎক্রমে তাহারা অত্যল্পই কার্য্য করিয়াছে। ভূম্যধিকারী ও প্রজাসম্বন্ধ বিধায়ক নিয়মগুলি লেখ্যগত করিবার উপায় স্বরূপ এই সকল বিধানমত কার্য্য সম্বন্ধেই আমরা বিশেষ করিয়া এই কথা বলিয়াছি। কিন্তু আর একটি কার্য্য নিমিত্ত উক্ত বিধানের ব্যবহার হইতে পারিত অর্থাৎ প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় কোন প্রয়োজনীয় বিষয়, যথা খাজানার হার অথবা প্রজার ভোগকৃত ভূমির পরিমাণ, লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ থাকিলে, কর্ত্তৃপক্ষদের নিষ্পত্তি প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ঐ সকল বিধানের ব্যবহার হইতে পারিত। ভূম্যধিকারী বলিতে পারেন যে রায়ত বিশ বিঘা ভূমি ভোগ করে, কিন্তু রায়ত বলে যে আমার পনের বিঘা আছে। বৎসর২ এই বিবাদ নূতন করিয়া হয়। ভূম্যধিকারী জরীপ করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, এবং রায়ত ঘুষখোর আমীনও ভিন্নভিন্ন রকমের মাপকাটির ভয়ে জরীপ এড়াইতে চাহে। গোমস্তাকে ঘুষদিলে বা কোন সামান্য আবওয়াব দিলে প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ত এক বৎসর। স্থগিত থাকে। কিন্তু পর বৎসর আবার সেই প্রশ্ন উঠে। ইহাতে হয়ত রায়ত ভূম্যধিকারিকে খাজানা দিতে যাওয়া বন্ধ করে। আশঙ্কা এই যে পাছে তাহার কাছে এমন কোন দাওয়া হয়, যাহা সে ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিবে না অথবা রায়তের যোতের অন্তর্গত কোন২ ক্ষেত্র সে দ্বিতীয় শ্রেণীর (দুয়েম) ধান্যী জমি বলিয়া ধরে এবং এই শ্রেণী ভূমির প্রচলিত বা নিয়মিত হারে তাহার খাজানা ধার্য্য হইবার দাওয়া রাখে, কিন্তু ভূম্যধিকারী বলেন যে ঐ সকল ক্ষেত্র প্রথম শ্রেণীর (আউওল) ধান্যী জমি ও তজ্জন্য অধিকতর খাজানা দেওয়া উচিত। খাজানা দিবার প্রত্যেক দিন এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হয় ; এবং এদেশে বাদানুবাদ হইতে ঝগড়া উপস্থিত হওয়াতে, ও ঝগড়া হইলে প্রায় উচিত শব্দ প্রয়োগ না হওয়াতে, যত বিরক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা ভূম্যধিকারির সহিত প্রজাদের যেরূপ মৈত্র সম্বন্ধ থাকা উচিত তদুপযোগী নহে। এই দেশে এইরূপ যে সকল প্রশ্ন, সীমার চিহ্ন ও বেড়া ও একরূপ মানদণ্ডানুযায়ী ঠিক জরীপ না থাকায় বিশেষ করিয়া, সর্ব্বদাই উঠে. সেই-সকল প্রশ্নে স্বত্বের মীমাংসা হইবার নিমিত্ত সুবিধা করিয়া দেওয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কেহ বিবেচনা করিতে পারেন যে ভূম্যধিকারী প্রথম উদাহরণে বিশ বিঘার নিমিত্ত পাট্টা দিতে চাহিয়া ও কবুলিয়তের দাওয়া করিয়া, ও দ্বিতীয় উদাহরণে প্রথম শ্রেণীর ধান্যী জমি বলিয়া ক্ষেত্রের নিমিত্ত পাট্টা দিতে চাহিয়া ও কবুলিয়তের দাওয়া করিয়া, সহজেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু যদি জমি বিশ বিঘা না হইয়া সাড়ে উনিশ বিঘা হয়. কিম্বা ঐ সকল ক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন ক্ষেত্র কোন মধ্য শ্রেণীর ভূমি বলিয়া দৃষ্ট হয়, তবে ভারতবর্ষের উচ্চতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা ব্যর্থ হইবে, এবং বিবাদের বিষয়ীভূত প্রকৃত প্রশ্নের মীমাংসা বিনা ও মোকদ্দমাজনিত চিত্তাবেগ ও বর্দ্ধিত মনোবিকার সহকারে উভয় পক্ষই নিবৃত্ত হইবে। বর্ত্তমান আইনের এই সকল বিধান লোকে যে কার্য্যে লাগাইতে যত্ন করিত ও করিলে উপকার হইত, সেই কার্য্য সম্বন্ধেই এই সকল বিধান এই রূপে নিষ্ফল হইয়াছে। কার্য্যে যাহা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া, ভূয়োদর্শন দ্বারা যে অভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে তাহা দূর করিবার নিমিত্ত আমরা চেষ্টা করিয়াছি। ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে এই রূপ যে২ প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহার মীমাংসা নিমিত্ত ভূম্যধিকারী বা প্রজা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে, পাণ্ডুলেখ্যের ১৫১ ধারায় এই রূপ বিধান আছে। মোকদ্দমা হইয়া যে ডিক্রী হয় তাহার নকল, পক্ষেরা আপনারা যে বিষয়ের মীমাংসা চাহে সেই বিষয় সম্বন্ধে পাট্টা বা কবুলিয়তের ন্যায় ফলবৎ হইবে।

বেআইনী আবওয়াব আদায়ের নূতন দণ্ড বিধান করা পরামর্শসিদ্ধ না হইবার কথা।

৯। নূতন দণ্ডের ব্যবস্থা দ্বারা বেআইনী আবওয়াব আদায় নিবারণার্থ আর চেষ্টা করা আমরা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করি না বর্ত্তমান আইনে বিধান আছে যে, কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে দেয় খাজানার অতিরিক্ত কোন টাকা প্রজাস্থানে অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, ঐ প্রজা উক্ত টাকা ও ঐ টাকার দ্বিগুণের অনধিক ক্ষতিপূরণের টাকা পাইতে পারিবে। পাণ্ডুলেখ্যে উক্ত বিধানই পুনঃ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যদি অন্যায় খাজানা গ্রহণের সঙ্গে এরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহা দণ্ডবিধির আইনমতে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, তবে উক্ত বিধান থাকায় ফৌজদারী আদালতে যাইবার কোন বাধা হয় না। একটি দলস্বরূপ ধরিলে দেখা যায় যে রায়তেরা দিন২ আপনাদের স্বত্ব ভাল করিয়া বুঝিতেছে। মফঃসলে মহকুমা স্থাপিত হওয়াতে ও ফৌজদারী আদালত খুলাতে প্রতীকারের উপায় অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিশ্চিত হইয়া অত্যাচার নিবারণের সম্ভাবনা হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস এই যে এই সকল উন্নতি

স্থূত্রের কার্য্যক্রমে সময়ে এই বিশেষ অপরাধ কমিয়া সামান্য অপকারের চলিত সীমায় আসিয়া দাঁড়াইবে, এবং বর্ত্তমান আইনে যে দণ্ডের বিধান আছে তাহাতে নূতন দণ্ড যোগ করিলে কোন রূপে অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে এই ফললাভের সম্ভাবনা নাই।

শব্দার্থ। "মহাল"ভূস্বামী বা জমীদার "তালুক"পেটাও তালুক"।

১০। এক্ষণে পাণ্ডুলেখ্যের প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। আমরা আইনের যেং পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে চাই, তাহার বিচার করিতে হইলে, পাণ্ডুলেখ্যে যেরূপ বিষয় বিন্যাস আছে তদনুসারে চলাই সুবিধা। পাণ্ডুলেখ্যের প্রথমে যে সূচীপত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতেই এই বিন্যাস প্রচুর পরিমাণে বুঝা যাইবে। আমরা এইস্থলে কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে প্রথম খণ্ডে মূল ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আনুষঙ্গিক বা কার্য্যপ্রণালীগত ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। আমরা, প্রথমে "মহাল" "ভূস্বামী বা জমীদার," "তালুক," ও "পেটাও তালুক," শব্দের এরূপে অর্থ করিয়াছি যে তাহাতে প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান হইতে পারে এবং এই সকল শব্দের অর্থ ভেদ না করিয়া ভিন্নং বস্তু বুঝাইতে একই শব্দ প্রয়োগ করাতে যে গোলযোগ হয় তাহার নিবারণ হইতে পারে২। আমরা "মহাল" শব্দের এই অর্থ করিয়াছি যে মালগুজারী ও লাখেরাজ ভূমির কোন সাধারণ রেজিষ্টরে একই দফার মধ্যে যে ভূমি ধরা যায়, ঐ শব্দে সেই ভূমি বুঝায়। সুতরাং ভূমিতে গবর্ণমেন্টের যে সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ আছে, এই শব্দে ঠিক তাহার নিম্নস্থ স্বার্থ বুঝাইতেছে। মহালের মালিকের নাম "ভূস্বামী বা জমীদার"। রায়তের উপরিস্থ ও ঠিক মহালের নিম্নস্থ স্বার্থকে আমরা "তালুক" বলিয়া ও তালুকের মালিককে "তালুকদার" বলিয়া লক্ষণ করিয়াছি। তালুকের নীচে কিন্তু রায়তের স্বার্থের উপরে "পেটাও তালুক", উহার মালিক "পেটাও তালুকদার"। উক্তরূপ একাধিক মধ্যবর্ত্তী স্বার্থ থাকিলে, তাহাদিগকে প্রথম, দ্বিতীয়, ইত্যাদি শ্রেণীর পেটাও তালুক বলা যায়। এইরূপে ক্রমেং নামিয়া আমরা রায়তের নিকটে উপস্থিত হই।

"রায়ত"

"যে ব্যক্তি ভূমি ভোগ করে; অথবা দখল ও চাষ করে, সেই ব্যক্তি ঐ ভূমির চাষ বা আবাদ করিবার নিমিত্ত প্রথমে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে", তাহাকে রায়ত বলিয়া আমরা রায়ত শব্দের অর্থ করিয়াছি; এবং পরে বলিয়াছি যে, "কোন ব্যক্তি আপনি, বা আপন পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা, বা চাকর দ্বারা, বা বেতন ভোগী মজুর দ্বারা, বা কোন ব্যক্তিদিগকে ঐ ভূমি বা তাহার কোন অংশ বিলি করিয়া তাহাদের দ্বারা, অথবা অংশতঃ এই সকল ব্যক্তিদের একদল দ্বারা ও অংশতঃ অন্য দলদ্বারা, চাষ কার্য্য চালাইলে, এই ধারার মর্ম্মানুসারে ঐ ব্যক্তি ভূমি চাষ বা আবাদ করে"।

"যোত" "দখলীস্বত্ব বিশিষ্টযোত"।

কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে রায়ত বা তালুকদার (বা পেটাও তালুকদার) বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ইহা বলা যে স্থলে কিছু কঠিন, সেই স্থল বিবেচনা করিবার সময়ে রায়তদের বিষয়ে আমাদের শীঘ্রই আরো কিছু বলিতে হইবে। রায়তের স্বার্থের নাম "যোত", এবং তাহার দখলীস্বত্ব থাকিলে "দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত"।

"খাজানা।"

১১। ভারতবর্ষে বাস্তবিক খাজানা কি এবিষয়ে মতভেদ থাকাতে, খাজানার লক্ষণ করিতে কিছু কষ্ট হয়। এই বিষয়ে যাহা যুক্তিসিদ্ধ মত বলিয়া গৃহীত হইবে বলিয়া আমাদের প্রত্যাশা আছে, আমরা তাহাই ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, এবং "কোন তালুকদার বা পেটাও তালুকদার বা দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত আপন ভোগ-কৃত ভূমির অব্যবহিত ঊর্দ্ধতন স্বার্থভোগকারী ভূস্বামিকে, বা তালুকদারকে, বা পেটাও তালুকদারকে, উক্ত ঊর্দ্ধতন স্বার্থের স্বীকার ও পরিশোধ স্বরূপ যাহা কিছু নগদ বা শস্যাদিরূপে দেন; অথবা ভূমির ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত অথবা ঘাসকর, বনকর, জলকর প্রভৃতি স্বত্ব নিমিত্ত প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যাহা কিছু নগদ বা শস্যাদিরূপে দেওয়া যায়" খাজানা শব্দে আমরা তাহাই ধরিয়াছি। এদেশ সম্বন্ধে খাজানাবিষয়ক যে মত খাটে বলিয়া আমাদের ধারণ আছে পরে আমরা সেই মত লইয়া যে বিচার করিয়াছি তাহা পাঠ করিলে পর এই লক্ষণের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাইবে। আর কেবল একটি লক্ষণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য আছে। এটি "ভূমির" লক্ষণ।

"ভূমি"।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ও ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের কোনং অংশের এরূপে অর্থ করা হইয়াছে যে তাহার প্রয়োগ কেবল কৃষিকার্য্য বা বাগাৎ প্রভৃতি কার্য্য নিমিত্ত ব্যবহৃত ভূমির প্রতিই হয়। অবশিষ্টাংশের প্রয়োগ সীমা বদ্ধ কি না, এটি বড় প্রশ্ন। ইহার কোন মীমাংসা হয় নাই। আবার কেহং বলেন যে বাকী খাজানা আদায় বিষয়ক উক্ত আইনদ্বয়ের বিধান যে কার্য্য নিমিত্ত ভূমি ব্যবহৃত হয় তৎসাপেক্ষ না হইয়া, যে কোন ভূমির খাজানা

---

২ বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার প্রণীত কোনং আইনে "তালুক" ও "পেটাও তালুক" শব্দ একই বস্তুর প্রতি নির্বিশেষে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এক আইনে "পত্তনীতালুক ও অন্যান্য নীলাম যোগ্য পেটাও তালুকের" কথা আছে। কিন্তু পত্তনী পেটাও তালুক নহে, তালুক; এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইনে সর্ব্বত্র তালুক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সম্বন্ধে খাটে। তালুকের ও পেটাও তালুকর খাজানা এই দুই আইনমতে যে আদায় করা যাইতে পারে এবিষয়ে কখন সন্দেহ হয় নাই; এবং কৃষিকার্য্য বা বাগাৎ প্রভৃতি কার্য্য নিমিত্ত ব্যবহৃত ভূমির অতিরিক্ত অনেক ভূমি সচরাচর তালুকাদির মধ্যে থাকে, আমাদের লক্ষণ দ্বারা আমরা ভবিষ্যতে এবিষয় পরিষ্কার করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, এবং এই দেশে সচরাচর যে২ কার্য্যে ভূমির ব্যবহার হয়, সেই২ কার্য্যে ব্যবহৃত ভূমির প্রতি এই লক্ষণানুসারে পাণ্ডুলেখ্যের বিধান বর্ত্তিতে পারিবে। রায়তের দখলে থাকিলে বাস্তু ভূমি কৃষিকার্য্যার্থে ব্যবহৃত ভূমি বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ রায়তের কর্ষিত ভূমির সহিত একত্রে একই যোত হইবে, এই বলিয়া আমরা বাস্তু ভূমির লক্ষণ করিয়াছি।

"বাস্তুভূমি"।

যাঁহারা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত নহেন, তাঁহাদের দখলীকৃত বাস্তুভূমি সম্বন্ধে আমরা কএকটি প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। যে সকল ব্যক্তি অনেক বৎসর উক্তরূপ ভূমি দখল করিয়াছেন, ইচ্ছামতে তাঁহাদিগকে, উঠাইয়া দিতে পারা গেলে, তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। আমরা ৬অধ্যায়ে ইমারত প্রভৃতির নিমিত্ত ব্যবহৃত ভূমি সম্বন্ধে সাধারণতঃ বিধান করিয়াছি, যথাক্রমে উক্ত বিধানের উল্লেখ করিব।

দেশাচার ও দেশাচারানুগত স্বত্ব বাঁচাইবার কথা।

১২। আমরা বিধান করিয়াছি যে এই পাণ্ডুলেখ্যের বিধানের বিরুদ্ধ না হইলে, অথবা উক্ত বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ পরিবর্ত্তিত বা রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথাক্রমে কোন দেশাচারের বা দেশাচারানুগত স্বত্বের কোনমতে ব্যতিক্রম হইবে না। দেশাচার প্রমাণ করিবার প্রণালী এই দেশের লোকে ভাল করিয়া বুঝে না এবং শ্রীযুক্ত স্যর বার্ণেস পীকক সাহেবের বিপরীত ব্যবস্থা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য বশতঃ এই-মত ক্রমে প্রচলিত হয় যে ১০ আইন ক্রমে সমুদয় দেশাচার রহিত হইয়াছে এবং ঐ আইনে কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত যে সকল স্বত্ব বিশেষ করিয়া উল্লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদ্ভিন্ন সমুদয় স্বত্ব লোপ করিবার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের বিশ্বাস এই যে, অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশে অনেক দেশাচার আছে। তাহা লোকে বেশ জানে, ভূম্যধিকারিরাও স্বীকার করেন, এবং বিচারালয়ে প্রমাণ করা যাইতে পারে: আমরা ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করি যে এই পাণ্ডুলেখ্যের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ রহিত করা না গেলে, অথবা স্পষ্টই উক্ত বিধানের বিরুদ্ধ না হইলে, এই পাণ্ডুলেখ্যে উক্ত রূপ কোন দেশাচারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায় নাই।

কৃষিকার্য্যকারী কোন২ শ্রেণীর লোক রায়ত বা তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবে ইহার কথা।

১৩। আমরা পূর্ব্বে, যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি এই স্থলে সেই বিষয়ের বিবেচনা করা সুবিধা। কৃষিসমাজের কোন২ শ্রেণীর লোক দিগকে রায়ত অথবা তালুকদার বা পেটাও তালুকদার বলিয়া ধরা যাইবে, ইহা বলা কঠিন। রায়ত ভূমি চাষ করে, আমাদের বিবেচনায় "রায়ত" বলিলে সাধারণতঃ এই রূপ অর্থ বোধ হয় যদি সমুদয় যোতই এরূপ আয়তনের হইত যে সামান্য একটি পরিবারের লোকে তাহা চাষ করিতে পারিত, এবং যদি ভূমি কোর্ফাবিলি করিবার প্রথা কখনও না থাকিত, তবে সম্ভবতঃ প্রত্যেক স্থলেই রায়ত অদ্যাপি ভূমি চাষ করিত। কিন্তু ভূমি কোর্ফাবিলি করিবার প্রথা অত্যন্ত চলিত হইয়াছে। যে স্থলে ভূমির আয়তন এরূপ যে সামান্য এক পরিবারে তাহা চাষ করিতে পারে, সেই স্থলেও এরূপ ঘটনা অসাধারণ নহে যে ভোগাধিকারী আপন পৈত্রিক ক্ষেত্রগুলি কোর্ফাবিলি করিয়া আপনি কৃষি ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করেন। আবার অনেক জিলায় ইংরাজি ভাষার শব্দার্থ বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে বলা যায় "ফার্ম" আছে, অর্থাৎ এদেশে বহুপরিমাণে বেতনভোগী মজুর ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি লাগাইয়া মূল ধনীরা কৃষিকার্য্য চালাইতে নিযুক্ত না থাকায় যে ভূমি এক সামান্য পরিবারের চাষ করিতে হইলে অত্যধিক হয়, এরূপ অনেক ভূমীখণ্ড আছে। এই সকল ভূমিখণ্ডের আয়তন দেখিয়া এরূপ অনুমান হয়না যে প্রথমে যাহারা ঐ ভূমি পাট্টা করিয়া লন, উহা স্বহস্তে বা আপন পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা চাষ করিতে তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল; এবং তাঁহাদের বৃত্তান্ত আমরা যত দূর জানি তাহাতে উক্তরূপ অভিপ্রায় ছিল এমন বোধ হয় না। কএক জিলায় এই শ্রেণীস্থ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা প্রয়োজনীয়।

রঙ্গপুরের যোতদারদের কথা।

১৪। রঙ্গপুর সম্বন্ধে আমরা কালেক্টর শ্রীযুত গ্লেজিয়র সাহেবের ১৮৭৬ সালে লিখিত পত্র হইতে নিম্ন লিখিত অংশ উর্দ্ধৃত করিলাম।—"যে রায়ত নিজ জমিদারের স্থানে অধিকার প্রাপ্ত হন তাঁহাকে যোতদার বলে, এবং তাঁহার অধিকৃত ভূমির নাম যোত, উহার আয়তন যাহা কেন হউক না, এবং উহার আয়তনে এত ভেদ হইতে পারে ও হয় যে উহার খাজানা এক টাকা হইতে অর্দ্ধলক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। অধিকাংশ যোতদারদের ক্ষুদ্র যোত আছে ও তাহারা প্রকৃত রায়ত, আপন হস্তে বা বেতন ভোগী মজুর দ্বারা কিম্বা আধিয়ারি প্রণালীমতে আপন২ ভূমি চাষ করে। কিন্তু অনেক যোতদারের অধীনে রায়ত আছে, ঐ রায়তদিগকে চুকানীদার বা কোর্ফা প্রজা বলে। চুকানীদারদের অধীনেও অনেক স্থলে রায়ত আছে, এবং কোন২ স্থলে, বিশেষতঃ বড়২ যোতের মধ্যে, প্রকৃত কৃষককে প্রাপ্ত হইবার পুর্ব্বে চারি বা তদধিক শ্রেণীর রায়ত দেখিতে পাইবে। যতকাল ভোগ হইয়াছে তাহার বিচার না করিয়া

যোত বিক্রয় হইতে পারে, ঐ যোত নিজ জমীদারের স্থানেই প্রাপ্ত যোত হউক, অথবা যোতদারের স্থানে প্রাপ্ত চুকনী যোতই হউক। যদি কেহ অন্য কোন যোত পায়, সে তাহা অন্য বিক্রয় করিয়া আইনমতে হস্তান্তর করিতে পারে। রেজিষ্টরী করা দলীলের বলে অথবা আদালতের ডিক্রীক্রমে এরূপ যোত বিক্রয় প্রত্যহই হইতেছে।" রঙ্গপুরের ভূমিগত স্বার্থের সহিত ভুটান দুয়ারের ভূমিগত স্বার্থের বিস্তর সৌসাদৃশ্য আছে। শ্রীযুত গ্লেজিয়র সাহেব বলেন যে যোতদার ১০০৲ টাকা দিলে, প্রকৃত চাষীদের স্থানে ২০০৲ টাকা আদায় করেন।

বাখরগঞ্জের হাওলাদার প্রভৃতির কথা।

১৫। বাখরগঞ্জে ভূস্বামী ব জমীদারের নীচে ভূমিতে ক্রমিক স্বার্থবিশিষ্ট তের জন লোক আছে। এই স্বার্থগুলি এইরূপ, যথা, (১) তালুক (২) জিম্মা তালুক, (৩) সামিলাত তালুক, (৪) আশত তালুক, (৫) নিম আশত তালুক ৩ (৬) হাওলা, (৭) আশত হাওলা, (৮) নিম আশত হাওলা, (৯) নিম হাওলা (১০) আশত নিম হাওলা, (১১) মিরাস কর্ষা, (১২) কায়েম কর্ষা, (১৩) কর্ষাদার বা রায়ত। যে ব্যক্তি বিস্তীর্ণ পতিত ভূমিখণ্ড আবাদ করিতে চাহেন তাঁহাকে খাজানা বিষয়ে সুবিধামত নিয়মে ঐ ভূমি দান করাতে অধিকাংশ তালুক ও হাওলার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গৃহীতা কিয়দংশ আবাদ করেন এবং ক্ষুদ্র২ আবাদকারী প্রজাদিগকে কিয়দংশ কোর্পা বিলি করেন; অথবা তাহা আবাদ করিবার প্রজা পাইলে, হয়ত সমস্ত ভূমিই কোর্পা বিলি করেন। এই কোর্পাপ্রজারা আবার কোর্পা বিলি করে; এবং যাবৎ সমস্ত ভূমি একং পরিবারের উপযোগী আয়তনের যোতে বিভক্ত না হইয়াছে, তাবৎ এই রূপে ক্রমে নীচের দিকে কোর্পা বিলি চলিয়াছে। যে ভূখণ্ড প্রথমে পাট্টা করিয়া দেওয়া যায়, সেই ভূখণ্ডের আয়তন অনুসারে ও স্থান বিশেষের লোক সংখ্যানুসারে নিঃসন্দেহ শ্রেণীর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছে। যাহারা ভূমি আবাদ করিয়াছিল, ভূমির গ্রাহক বৃদ্ধি হইলে, তাহারাই অনেকস্থলে ঐ ভূমি কোর্পাবিলি করিয়াছে; অথবা যে ব্যক্তি দুই তিন যোতের উপযোগী ভূমি গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি এক যোতের উপযোগী ভূমি আবাদ করিয়া ও রাখিয়া অবশিষ্ট ভূমি কোর্পাবিলি করিয়াছে। এইরূপ প্রণালীক্রমে কত স্বার্থগত জটিলতা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, ইহা সহজেই কল্পনা করা যায়। জমীদারের স্থানে ভূমি গৃহীতা কখন২ কিঞ্চিৎ ধন খাটাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বহুজনাকীর্ণস্থান হইতে জনবাহুল্যজনিত কষ্টে বহির্গত সঙ্গতিহীন রায়তদিগকে টাকা দাদন করিয়াছেন এবং এইরূপে তাহাদের লাঙ্গল, গরু, ও বীজ ক্রয় করিতে ও বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে সমর্থ করিয়াছেন। নূতন বসতি করিতে হইলে ইহা হয়ত আবশ্যক হইত। এই দুঃসাধ্য ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইলে, যত উন্নতি হইতে থাকে, গৃহীতা নূতন লোকদিগকে আপন ভূমির কোন খণ্ড দিবার পূর্ব্বে তাহাদের তাঁহাকে সেলামী দিতে হয়। অনেক স্থলে গৃহীতার প্রতি বিশ্বাস থাকাতে তাঁহাকে দলপতি করিয়া যাহারা তাঁহার সঙ্গে যায়, তাহাদের শ্রমই আবাদ কার্য্যে নিয়োজিত, প্রধান ধন। যে স্থলে সমস্ত পতিত ভূমি আবাদ হইয়াছে ও ভূমি সম্পূর্ণরূপে দখলীকৃত হইয়াছে, সেই স্থলে আমরা ভূম্যধিকারী ও প্রজার দ্বিবিধ অবস্থাপন্ন এমন অনেক লোক দেখিতে পাই, যাহারা একটি সমস্ত ভূমিখণ্ডের নিমিত্ত খাজানা দিতেছে, কিয়দংশ চাষ করিতেছে এবং কিয়দংশ অপর ব্যক্তিদিগকে কোর্পাবিলি করিতেছে, শেষোক্ত ব্যক্তিরাও হয়ত আবার কোর্পা বিলি করিতেছে। "তালুকদার" নামা ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই, বোধ হয় "তালুক" শব্দের একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকারের অর্থ আছে এবং উহা পুরাতন আইনে ও ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে পাওয়া যায়। কিন্তু হাওলাদারদের সম্বন্ধে বিষয়টি তাদৃশ স্পষ্ট বোধ হয় না। তাহারা কি তালুকদার? যে অস্পষ্ট অর্থে পেটাও তালুক শব্দের এপর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়াছে, সেই অর্থে তাহারা কি পেটাও তালুক ভোগ করে? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রকৃতি কিরূপ, এবং ইহার কি২ অনুষঙ্গ আছে? তাহারা কি দখলীস্বত্ব পাইবার অধিকার বিশিষ্ট রায়ত, এবং যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের নীচে ভূমির প্রকৃত চাষী পর্য্যন্ত যেসকল মধ্যবর্ত্তী লোক আছে, তাহাদের কি হইবে? ১০ আইনে এই সকল প্রশ্নের কোন উত্তর নাই এবং আদালত সমূহ এপর্য্যন্ত ইহাদের কোন মীমাংসা করেন নাই। হাওলা স্বার্থ দেশাচারবশে পুরুষানুক্রমে ভোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য, যে পর্য্যন্ত খাজানা দেওয়া যায় স্থায়ী, কিন্তু খাজানাবৃদ্ধির নিয়মাধীন বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কোন২ খাস মহাল বন্দোবস্ত করিবার সময়ে হাওলাদারদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া ধরিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদের হস্তক্ষেপ বিনা তাহারা আপন অধীনস্থ ভূমি ভোগকারী ব্যক্তিদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবে।

৩ মোয়াখালির কোন২ বন্দোবস্তী কার্য্যের রুবকারীতে উক্ত হইয়াছে যে আশত তালুকদারেরা ও নিম আশত তালুকদারেরা হাওলাদার ও নিম হাওলাদারদের মত প্রজা।

মেদিনীপুরের আয়েমাদা-রদের কথা।

১৬। প্রায় ঐ রূপ অবস্থাপন্ন, জঙ্গলবুড়ি রায়ত, মণ্ডল, আয়েমাদার প্রভৃতি ভিন্ন২ নাম ধারী ব্যক্তি অন্যান্য জিলায় দেখা যায়। সকলেরই মূল বোধ হয় একই প্রকারের, যদিও দেশাচারানুসারে প্রত্যেকের ঠিক যে২ স্বত্ব থাকে তাহা ভিন্ন২ জিলায় ভিন্ন২ রূপ হইতে পারে। মেদিনীপুরের বন্দোবস্তী কার্য্যকারক শ্রীযুত প্রাইস সাহেব দেখেন যে কোন২ আয়েমাদার গবর্ণমেণ্টকে যত খাজানা দিতেছিল, তাহার শতকরা, একশত টাকা অধিক আপন অধীন রায়তদের স্থানে আদায় করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে কোন ২ আয়েমাদার বন্দোবস্তীকার্য্যকারকের নিয়মে সম্মত না হওয়ায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের অব্যবহিত অধীন প্রজাদের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। পরে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল, এবং এই আয়মাদারেরা দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু দেখা যায় যে যদিও অধীন প্রজারা এই মোকদ্দমার একপক্ষ ছিল, গবর্ণমেণ্ট ও আয়েমাদারদের মধ্যেই বস্তুতঃ এই নিষ্পত্তি হয়। এই প্রজারা অধিকতর কার্য্যকরভাবে বাদ প্রতিবাদে নিযুক্ত থাকিলে অধিকতর সন্তোষজনক ফল হইত, এবং তাহা হইলে আয়েমাদারদের স্বত্ব নিরূপণ করিবার সময়ে ঐ প্রজাদের অবস্থাও ভাল করিয়া বিবেচিত হইত।

মেদিনীপুরের মণ্ডলদের কথা।

১৭। জঙ্গল মহালের সীমার নিকটস্থ মেদিনীপুরের কোন২ স্থানে মণ্ডল নামা এক শ্রেণীর লোক আছে। নিম্নলিখিত প্রকারে তাহাদের উৎপত্তি হয়। জমীদার আবাদকর নামা একজন সঙ্গতি-পন্ন রায়তকে একখণ্ড পতিত ভূমি দিলেন। সে নির্দ্দিষ্ট মোট টাকা খাজানা স্বরূপ জমীদারকে দিয়া ঐ ভূমি আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই আবাদকর অংশতঃ আপন পরিবারস্থ ও অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের পরিশ্রম দ্বারা ও অংশতঃ আপনার অধীনে বসতি করিবার নিমিত্ত অন্য রায়তদিগকে প্রবৃত্তি দিয়া, প্রদত্ত ভূমির অধিকাংশ ক্রমশঃ আবাদ করিয়া তথায় একখান গ্রাম সংস্থাপন করিল। প্রায় তাহার নামানুসারেই ঐ গ্রামের নাম হয়; এবং বসতির প্রধান স্বরূপ তাহাকে মণ্ডল বলে। জমীদার ও মণ্ডল সময়ে২ আপনাদের চুক্তির নিয়ম সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করিয়া লন, কিন্তু জমীদারি মণ্ডল ও তদধীন প্রজাদের মধ্যে যাহা ঘটে তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৩৯ সালের বন্দোবস্তী কার্য্যের কবকারিতে, এই মণ্ডলদের স্থানী বা খাদকাস্ত রায়তের স্বত্ব মাত্র আছে ও তাহারা কোন মুনাফা বা লভ্য পাইবার অধিকারী নহে বলিয়া প্রকাশ করা যায়; কিন্তু ঠিক তালুকদার বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও, তাহারা ক্রমশঃসামান্য খোদকাস্ত রায়ত-দের অপেক্ষা উচ্চতর স্বত্ব লাভ করে এবং তাহারা যে সকল রায়ত বসায় তাহাদের সহিত আপন ইচ্ছামত নিয়ম করিতে পারাতে আপনাদের কর্ষিত ভূমি হইতে যে লাভ পাইত তদতিরিক্ত অনেক লাভ করিয়া থাকিবে। তাহাদের মণ্ডলীস্বত্ব দেশাচার ক্রমে হস্তা-ন্তর যোগ্য হয়; এবং যখন বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা নিজ গবর্ণমেণ্টের সংস্রবে আইসে তখন নিয়মিত তালুকদার বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও, যে ব্যক্তি প্রথম নূতন ভূমি আবাদ করে তাহার সম্বন্ধে বঙ্গদেশে সচরাচর যেরূপ অনুগ্রহ দেখান হয়, তাহারা সেইরূপ অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া গণ্য হইল। বন্দোবস্ত করিবার সময়ে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের অনুকূলে মোট জমা হইতে শতকরা পনের টাকা বাদ দিলেন, এবং কিঞ্চিৎ আপত্তির পর ইহাই তাহারা আপনাদের স্বত্বের যথোচিত স্বীকার বলিয়া গ্রহণ করিল।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের প্রতি রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৭ সালের ১০ জুন তারিখের ৫০৭ A নং পত্র দেখ।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহালে যে ব্যক্তিরা আবাদ করণার্থ পাট্টা পায়, তাহাদের সহিত অন্য মহালের তদ্রূপ পাট্টাদারদের প্রভেদের কথা।

১৮। পূর্ব্ব কএক প্রকরণে যে শ্রেণীর লোকদের কথা বলা গেল, তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করিতে হইলে, ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় যে, ১৭৯৩ সালে যে সকল মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় তাহাতে যাঁহারা আবাদ করিবার পাট্টা পান তাঁহাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, ঐ সময়ের পর অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালে যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে বা যাহা অদ্যাপি নিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের নিয়মাধীন আছে সেই মহালে যাঁহারা ঐ রূপ পাট্টা পান তাঁহাদের অনেক প্রভেদ আছে। ১৭৯৩ সালে যে ভূমি আবাদ ছিল, সেই ভূমির খাজানা ধরিয়া তৎকালীন বন্দোবস্ত হয়; এবং যে ভূমি তখন পতিত ছিল, কিন্তু পরে আবাদ হইতে পারিবে, সেই ভূমি হইতে যে আয়ের সম্ভাবনা তাহা ধরাই হয় নাই। ১৭৯৩ সালে বঙ্গদেশের তিন ভাগের এক ভাগ বা(কাহার মতে) অর্দ্ধেক বা ততাধিক পতিত ভূমি ছিল গণনা হয়; এবং এই পতিত ভূমির আবাদ করণ ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধির উপায় বলিয়া স্পষ্টই জমীদার-দিগকে দেখাইয়া দেওয়া হয়। যে ভূমির তৎকালে আবাদছিল জমীদারদের দেয় রাজস্ব তৎসাপেক্ষ হওয়াতে এবং পতিত ভূমি আবাদ করা হউক বা না হউক তাহাতে ঐ রাজস্বের কোন ব্যত্যয় না হওয়াতে, দেখা যাইতেছে যে ঐ পতিত ভূমি জমীদারেরা রাজস্ব মুক্ত স্বরূপ ভোগ করিতে ছিলেন; সুতরাং তাহা আবাদ করিবার পাট্টা দিবার সময়ে তাঁহারা স্বভাবতঃই গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের বিষয় কিছু ভাবিতেন না। ঐ রূপে

ভুমি দিয়া তাঁহারা যাহা কিছু খাজানা পাইতেন, তাহাই স্পষ্ট লাভ ও কোন রূপ-কর্ত্তনের নিয়মাধীন নহে। স্বভাবতঃই তাঁহারা অতিশয় সুবিধামত হারে পাট্টা দিতে পারিতেন ও দিতেন। ঐ হারে নিজ তাঁহাদের অধীন পাট্টাদারদের অনেক লাভ থাকিত ও ক্রমেই তাহা বাড়িত। কোন মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার পুর্ব্বে তদন্তর্গত পতিত ভুমি ধরিবার প্রয়োজন পরে গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করেন, এবং পরিশেষে এই সাধারণ বিধি করেন যে, যত ভুমি আবাদ হইতে পারে তাহার শতকরা অন্যূন ৮০ ভাগ আবাদ না হইলে, কোন মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন না। সেই সময়েই ১৭৯৩ সালে যে সকল মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তন্মধ্যে যেং বিস্তীর্ণ পতিত ভূখণ্ড ধরা যায় নাই, তাহাও গবর্ণমেণ্ট আপন হস্তে লন; এবং সরকারী রাজস্ব কত হইতে পারে ইহা সাবধানে ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের দিকে যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টি রাখিয়া এই সকল ভুমিখণ্ডের অন্তর্গত ভুমি আবাদ করিবার পাট্টা দিবার নিয়ম হয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্গত নহে, এরূপ কোন মহালের এক্ষণে বন্দোবস্ত করিতে হইলে, গবর্ণমেণ্ট সচরাচর রাজস্ব বলিয়া মোট আদায়ের শতকরা ৭০ ভাগ লন। আদায়ের খরচা শতকরা দশ টাকা ধরিলে, জমীদার ও আবাদকারী পাট্টাদারের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার নিমিত্ত শতকরা বিশ টাকা থাকে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহালে, লভ্যের শতকরা ৯০ ভাগ বিভাজ্য; অথবা সরকারী রাজস্ব সমস্ত মহালের উপর বণ্টন করিয়া দিলে, ইহা অনেক স্থানে শতকরা দশ টাকা দাঁড়ায়, এবং বিভাগের নিমিত্ত শতকরা আশি টাকা থাকে।

১৯। মোকদ্দমাপ্রসূত ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, আমরা এই নিষ্পত্তি দেখিতে পাই যে, (১) কোন ব্যক্তি ভুমি লইয়াই কোর্পা বিলি করিলে, তিনি মধ্যবর্ত্তী লোক হইবেন ও বর্ত্তমান আইনমতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন না, (২) কোন রায়ত ভুমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐ ভুমি কোর্পা বিলি করিলে তদ্দ্বারা তাহার দখলীস্বত্ব নষ্ট হয় না; কিন্তু (৩) সে ঐ কার্য্যদ্বারা আপনার যোতের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে ও তাহা পেটাওতালুকে পরিণত করিতে পারে না। এই সকল বিধি প্রয়োগ করিলে, দৃষ্ট হইবে যে, যে আবাদকারী পাট্টাদার কখন আপনি চাষ করেন নাই এবং বার বৎসর ভোগ করিবার পুর্ব্বে কোর্পা বিলি করিয়াছেন, তিনি কখনও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত ছিলেন না। তিনি মধ্যবর্ত্তী লোক ছিলেন ও আছেন; কিন্তু মধ্যবর্ত্তী লোকদের কি কি স্বত্ব আছে, ইহা ব্যবস্থা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নাই এবং অবশ্যই অত্যন্ত অনিশ্চিত হইবে। উক্ত পাট্টাদার আপনার ভুমিখণ্ডের কিয়দংশ আবাদ করিয়া চাষ করিতে থাকিলে ও অবশিষ্টাংশ বিলি করিলে, উক্ত দুই অংশ সম্বন্ধে তাঁহার অবস্থান ও স্বত্ব কি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে? তিনি কি প্রথমোক্ত অংশ সম্বন্ধে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত ও আপন প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া রায়ত ভিন্ন অন্য কিছু হইতে অক্ষম থাকিতে, এবং শেষোক্ত অংশ সম্বন্ধে অনির্দ্দিষ্ট স্বত্ব ও দায় বিশিষ্ট মধ্যবর্ত্তী লোক হইতে পারেন। যে সকল ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে না থাকাতে তাহাদের বিষয় উপযুক্তরূপে বিবেচিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির স্বত্ব সাপেক্ষ ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বসংক্রান্ত স্বতন্ত্রং মোকদ্দমাপ্রসূত ব্যবস্থার এই রূপ অনিশ্চিত ও অসঙ্গত অবস্থা নিবন্ধন অনেক নিষ্ফল মোকদ্দমা হইয়াছে, এবং এই অবস্থা থাকিতে দিলে আরো অসন্তোষজনক ফল ফলিবে। এনিমিত্ত আমরা ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করি যে উক্ত শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদের স্বত্ব নিরূপিত হয়, এবং এমন, কতক গুলি বিধি নির্দ্দিষ্ট হয়, যাহাতে আদালত সর্ব্বস্থলেই বলিতে সমর্থ হইবেন কাহারা তালুকদার বা পেটাওতালুকদার এবং কাহারা দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত।

এই শ্রেণীর লোকের অবস্থা সম্বন্ধে মোকদ্দমাপ্রসূত আইন ক্রমেযে ফল ফলিয়াছে তাহার কথা।

২০। সমস্ত বিষয়টি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিয়া, আমাদের বোধ হয় যে রায়ত ও তালুকদার বা পেটাওতালুকদারের মধ্যে এমন কোন বিভেদ সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব, যাহা সর্ব্বত্র বা অধিকাংশ স্থলে খাটিবে। কোন প্রজা বিশেষের স্বার্থ তালুক (বা পেটাওতালুক) বা রায়তী যোত কি না, চাষ করাই ইহার প্রমাণস্বরূপ বলিয়া যদি ধর, দেখিবে যে তালুকদার, পেটাওতালুকদার প্রভৃতি হয়ত আপনাদের তালুক, পেটাওতালুক প্রভৃতির অন্তর্গত ভুমি চাষ করে, আর যে ব্যক্তিকে সচরাচর রায়ত বলে সে হয়ত আপনার সমস্ত যোত কোর্পা বিলি করিয়াছে ও আপনি চাষ করিবার নিমিত্ত এক বর্গ ফুটও রাখে নাই। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে না যে, অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, যে ব্যক্তি চাষ করে সেই রায়ত, এবং যে ব্যক্তি চাষ করে না সে তালুকদার। ভুমি প্রকৃতপক্ষে যাহাদের দখলে থাকে, তাহাদের স্থানে খাজানা প্রাপ্তি যদি তালুকদারের বা পেটাও তালুকদারের প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়, তবে আমরা অনেক রায়তও দেখিতে পাই যাহারা কোর্পা বিলি করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে দখলপ্রাপ্ত প্রজাদের স্থানে খাজানা পাইতেছে। পুরুষানুক্রমিক ভোগ্যতা যদি ধর, রায়তের স্বার্থ, রায়তের যোতও তালুকের ন্যায় পুরুষানুক্রমে ভোগ্য। ও হস্তান্তর যোগ্যতাই কি প্রমাণ স্বরূপ ধরিবে রায়তের জমা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের

বর্ত্তমান আইনে রায়তী যোত ও তালুক বা পেটাও তালুকের মধ্যে কোন স্পষ্ট প্রভেদ দেখা নাই।

১৮৬৯ সালের ৮ আইনের অপেক্ষা না রাখিয়া সচরাচর দেশাচারক্রমে হস্তান্তর যোগ্য জিরবাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইতে পারাই কি প্রকৃতপ্রভেদ বলিয়া ধরা যাইবে? ভূ ধি৽ ী আপন ইচ্ছামতে খাজানার ডিক্রী জারী ক্রমে রায়তের যোত নীলাম করিয়া থাকেন, কিন্তু তালুক বা পেটাও তালুক স্বত্বাধিকার সম্বন্ধীয় দলীল পত্রাদির বা প্রচলিত দেশাচারের বলে নীলাম করা যাইতে না পারলে, তাহা তৎসংক্রান্ত বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত পেটাও তালুক বিক্রয় বিষয়ক বিশেষ আইনের অধীন নহে। প্রজা যে পরিমাণ খাজানা দেয় তাহাতেই কোন প্রভেদ হয় নিয়া যা দ অনুমান করা যায়, তবে দৃষ্ট হইবে যে রঙ্গপুরে যোতের খাজানা একটাকা অবধি অৰ্দ্ধলক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পার; এবং অন্য জিলায় অনেক তালুকের খাজানা কএক টাকা মাত্র। সত্যবটে, দখলী স্বত্ব ষ্টবিশি প্রজার খাজানা যে২ কারণে বৃদ্ধি করা যায়, সেই২ কারণে তালুকদারের বা পেটাওতালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে না; কিন্তু এই প্রভেদ এই স্থলেই বদ্ধ, কেননা যে২ কারণে কোন তালুকের বা পেটাওতালুকের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, বর্ত্তমান আইনে তাহার নির্দ্দেশ নাই।

এক দলীল ভুক্ত জমী পরিমাণ ধরিয়াই কোনটি রায়তী যোত এবং কোনটি তালুক বা পেটাওতালুক তাহা স্থির হইবার কথা।

২১। এইরূপ অবস্থায় আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছি যে এক যোতের অন্তর্ভুক্ত ভূমির পরিমাণই, আমরা যে শ্রেণীর প্রজাদের কথা কহিতেছি অন্য শ্রেণী হইতে তাহাদিগকে বা ছিন্ন করিবার সর্ব্ব প্রধান যুক্তিসঙ্গত উপায়। যদিও বর্ত্তমান সময়ে কৃষক সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্ষণই রায়তী যোতের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আমাদের বিবেচনা হয় রায়ত বলিলে মূলে কৃষকদিগকেই বুঝাইত; যাহারা নিজে ভূমি কর্ষণ করিবার জন্য অথবা ভূমিকে কর্ষণের উপযোগী করিবার জন্য ভূমিতে প্রবেশ করিত তাহারা রায়ত ছিল; তাহারা নিজের পরিশ্রমেই হউক, নিজের ভৃত্য বা অনুচর বর্গ দ্বারাই হউক, অথবা যে সকল লোক দেশাচার অনুসারে উৎপন্নের অংশ দিয়া তাহার ভূমির কোন অংশ দখল করে তাহাদের দ্বারাই হউক, কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। শেষোক্ত স্থলে পরিণামে উভয় পক্ষের সুবিধা অনুসারে শস্যের পরিবর্ত্তে প্রায়ই নগদ খাজানা প্রদত্ত হইত; এই প্রকারে রায়তী যোত সৃষ্ট হইবার পর যদি রায়ত আপনার যোত কোর্ফা বিলি করিত তাহা হইলে যদিও সে কাজে মধ্যবর্ত্তী লোক অর্থাৎ তালুকদার বা পেটাওতালুকদার হইয়া দাঁড়াইত, তথাপি ঐ যোত রায়তী যোতই থাকিত; কারণ দেশের প্রথায় অথবা তাহার চুক্তিতে কোর্ফা বিলির বিরুদ্ধ কোন নিয়ম নাই। বাঙ্গালার প্রত্যেক জিলাতেই এরূপ বহু সংখ্যক রায়ত ও মধ্যবর্ত্তী লোক হইতেছে এবং বহুকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। যখন এইরূপ পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তখন উক্ত প্রজা, যে রায়তের অবস্থা ত্যাগ করিতেছে তাহার নিয়মে কতদূর বাধ্য, এবং যে তালুকদারের অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে তাহারই নিয়মে বা কতদূর বাধ্য, এরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক; এরূপ পরিবর্ত্তনের অবস্থার জন্য আইনের দ্বারা ঠিক ব্যবস্থা করা অসম্ভব; কিন্তু রায়ত যথার্থ কাহাকে বলে বিবেচনা করিলে, এবং কোর্ফা বিলির প্রথা অস্বীকার করা অসম্ভব বিবেচনা করিলে, আমাদের ইহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়, প্রজাকে এক দলীলে যে জমী দেওয়া যায় তাহার সমস্ত বা কোন অংশ পরে কোর্ফা বিলি করুক, আর নাই করুক, যদি সেই জমী এত অধিক হয় যে এদেশে সচরাচর যেরূপ সাহায্য ও উপায় পাওয়া যায় তাহাতে যদি একজন প্রজা সমস্ত জমী চাষ করিয়া উঠিতে না পারে তাহা হইলে সে রায়তের অবস্থা গ্রহণের জন্যই যে উক্ত ভূমি লইয়াছিল এরূপ অনুমান করা সহজ নহে।

যে ব্যক্তিকে এক দলীলে একশত বিঘার অধিক জমী দেওয়া হইয়াছে সে তালুকদার বা পেটাওতালুকদার বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

২২। এইজন্য আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি (১১ ধারা) যে আমাদের ব্যবস্থার বিপরীতে কোন চুক্তি বা প্রথা থাকিলেও যে ব্যক্তি একদলীলে প্রচলিত পরিমাণের একশত বিঘার অধিক জমী মিয়াদী বা সনবসন বন্দোবস্ত ব্যতিরেকে লইবে তাহাকে ৮, ৯ ও ১০ ধারার অর্থের মধ্যে তালুকদার বা পেটাওতালুকদার বলিয়া গণ্য করা যাইবে। পাট্টাদাতা যদি জমীদার বা ভূস্বামী হন তাহা হইলে পাট্টা গৃহীতা তালুকদার হইবেন; যদি পাট্টাদাতা তালুকদার হন তাহা হইলে পাট্টা গৃহীতা পেটাও তালুকদার হইবেন; যদি পাট্টা দাতা প্রথম শ্রেণীর পেটাও তালুকদার হন তাহা হইলে গৃহীতা দ্বিতীয় শ্রেণীর পেটাও তালুকদার হইবেন ইত্যাদি। এদেশে একদল লোক আছে মোকদ্দমা করাই যাহাদের ব্যবসা; আর একদল লোক আছে যাহারা ভূম্যাদিতে স্বত্ব সত্বে ও উহাতে বেদখল; তাহাদের স্বত্ব বলবৎ করিতে হইলে অগ্রে আদালতে উহা প্রমাণ করিতে হয়; এরূপ স্থলে বেদখল ব্যক্তিরা প্রথমোক্ত মোকদ্দমা প্রিয় ব্যক্তি দিগকে পাট্টা দিয়া এক মোকদ্দমা বাধাইয়া তুলেন যে তাহার আর অবধারণ নাই। অতএব এরূপ মোকদ্দমা বন্ধ করিবার জন্য আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে দখল না পাইলে দলীল সম্পূর্ণ হইবে না। আমরা এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে এবং পরে সৃষ্ট তালুকদারির প্রতি এসকল বিধান খাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছি; আমরা আরো প্রকাশ করিয়াছি

যে এরূপ প্রত্যেক তালুক এবং পেটাও তালুক বারবৎসর দখলে থাকিলে চিরস্থায়ী এবং হস্তান্তরযোগ্য হইবে। আমরা এই সকল বিধান অনুযায়ী কার্য্য জন্য ভূমির যে পরিমাণ স্থির করিয়াছি তাহা যে আপন ইচ্ছামত স্থির করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তদনুসারে বিবেচনা করিলে একশত বিঘাই রায়তী যোতের ঊর্দ্ধতন সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়া অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে যদিও যে ব্যক্তি একশত বিঘার অতিরিক্ত জমী ভোগ করে সে নিজে অথবা তাহার ভূম্যধিকারী ইচ্ছা করুক আর নাই করুক, তালুকদার বা পেটাও তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি একশত বিঘা বা তাহার অল্প ভূমি ভোগ করে সে নিজে এবং তাহার ভূম্যধিকারী ইচ্ছা করিলে হয় রায়ত, না হয় তালুকদার বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে

২৩। আমরা এতক্ষণ যে সকল প্রজার কথা কহিতেছিলাম তাহারদিগকে রায়ত এবং তালুকদার বা পেটাও তালুকদারদের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে তাহার জন্য যে নিয়ম আমরা প্রস্তাব করিতেছি তাহা এস্থলে বর্ণনা মাত্র করিয়াই নিরস্ত থাকি। কিন্তু যতক্ষণ রায়তদের অবস্থা ও স্বত্ব নির্ণয় সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির ধারা সকল না ব্যাখ্যা করা হইতেছে ততক্ষণ এই নিয়মের কার্য্য সকল পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত বা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হইতেছে না; আমরা প্রথম অধ্যায়ের যে সকল বিধানে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদের কথা আছে সেই সকল বিধান উল্লেখ করিয়া শীঘ্রই যথাসময়ে রায়তদের অবস্থা ও স্বত্ব নির্দ্ধারণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব। বর্ত্তমান আইনে বিধান আছে যে কোন মহালের জমীদার এবং তাহার রায়তের মধ্যবর্ত্তী ভূমিতে চিরস্থায়ী হস্তান্তরযোগ্য স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা কোন অধীনস্থ তালুকদার যাহারা মিয়াদী ভিন্ন অন্য বন্দোবস্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে অপরিবর্ত্তিত খাজানায় তালুকাদি ভোগ করিয়া আসিতেছে এরূপ খাজনা বৃদ্ধি দিতে বাধ্য হইবে না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের ৫১ ধারায় অথবা অন্য কোন আইনে ইহার বিরুদ্ধ যদি কোন ব্যবস্থা থাকে তাহা এস্থলে খাটিবে না। আমরা এই সকল বিধান বলবৎ রাখিয়াছি কেবল "কোন মহালের জমীদার এবং তাহার রায়তের মধ্যবর্ত্তী ভূমিতে চিরস্থায়ী হস্তান্তরযোগ্য স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা কোন অধীনস্থ তালুকদার" এই সকল কথার পরিবর্ত্তে "তালুকদার অথবা পেটাও তালুকদার" ব্যবহার করিয়াছি; আমরা আরো পরিষ্কাররূপে বলিয়াছি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিতে গেলে সর্ব্বত্রই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা বেহার এবং উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাই বুঝাইবে, উহার পরবর্ত্তী সময়ে যে জিলায় বা যে ভূখণ্ডে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহাই বুঝাইবে না।

তালুকদার এবং পেটাও তালুকদারদের সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ের বিধান সকল।

যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে অপরিবর্ত্তিত হারে জমী ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহারা খাজানা বৃদ্ধি দিতে বাধ্য নহে।

২৪। বর্ত্তমান আইনে ব্যবস্থা আছে যে, মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ বৎসর কাল ধরিয়া যদি কোন তালুকের (৪) খাজানা পরিবর্ত্তিত হয় নাই সপ্রমাণ হয় তবে সেই তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে সেই হারে ভোগ হইতেছে অনুমান করিতে হইবে; কিন্তু যদি ইহার বিপরীত কোন প্রমাণ দেখান হয় অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তী কোন সময়ে উহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া সপ্রমাণ হয় তবে এরূপ অনুমান করা হইবে না। আমরাও এই বিধান বলবৎ রাখিলাম। পরবর্ত্তী নজীর আছে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে ঐ তালুক সৃষ্ট হইয়াছে প্রমাণ দিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত অনুমান খণ্ডিত হইবে; এবং আমরাও পাণ্ডুলিপির ধারায় এই মর্ম্মে কথা যোজনা করিয়াছি। অনেকে পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে বলিয়াছেন যে এইরূপ অনুমান প্রণালীতে জমীদারদিগের বড়ই ক্ষতি হয়, যদি একবার কোন তালুকদার বিশ বৎসর ধরিয়া একই খাজানা দিয়া আসিতেছে প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে জমীদারের পক্ষে এই আইন দ্বারা উত্থাপিত অনুমান খণ্ডন যদিও অসম্ভব না হউক বড়ই কঠিন হইয়া উঠে! এরূপ অবস্থায় বিশ বৎসর ধরিয়া তালুকদারকে একই খাজানায় নির্ব্বিরোধে তালুক ভোগ করিতে দেওয়া বিপদের কারণ হইয়াছে এবং পাছে আপনাদের স্বত্ব নীরবে অন্তর্হিত হয় এই ভয়ে জমীদারদিগকে মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইতে হয়। আমরা এই সকল যুক্তি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু উহাতে বর্ত্তমান আইন, পরিবর্ত্তন করার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে এরূপ ধারণা আমাদের অধিকাংশের মনে জন্মাইয়া দিতে পারে নাই; বিশেষ যখন প্রায় বিশ বৎসর হইল, আইন অনুসারে এই অনুমান প্রণালী সৃষ্ট হইয়া চলিয়া আসিতেছে তখন উহাকে উল্টাইয়া দেওয়াও যাইতে পারে না। যদি এক্ষণে অনুমানের আইন পরিবর্ত্তন করা হয় তাহা হইলে অনুমান দ্বারা যে সকল লোকের স্বত্ব সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব একবারে লোপ করা হইবে। যে সকল তালুক অনুমান দ্বারা উপকৃত হইতে স্বত্ববান্ নহে, তাহাদের কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে রীতিমত লিখিত পঠিত করিয়া রাখিয়া স্বার্থহানি নিবারণ করা জমীদারের সম্পূর্ণ আয়ত্ত। আর একদিক্ হইতে দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর তালুক সৃষ্ট হইয়াছে, খাজানা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অথবা এক বা অনেকবার খাজানা পরিবর্ত্তন

বিশ বৎসর কাল নির্দ্ধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার প্রমাণ দিতে পারিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে সেই হারে ভোগ হইয়া আসিতেছে অনুমান হইবার কথা।

(৪) পরবর্ত্তী পারাগ্রাফ সমূহে কেবল তালুক শব্দ ব্যবহৃত হইবে, কিন্তু তর্ক বিতর্কের সময় যাহা বলা হইবে, তাহা তালুক ও পেটাও তালুকে তুল্যরূপে খাটিবে। যদি পেটাও তালুকসম্বন্ধীয় আইনে কোন প্রভেদ থাকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিত হইবে।

যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই তত্রত্য তালুকের সম্বন্ধে বর্জ্জিত বিধি।

করা হইয়াছে; এরূপ প্রমাণ করা ত জমীদারের পক্ষে কঠিনই কিন্তু তালুকদারের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে তাহার স্বত্ব প্রমাণ করা আরো অধিক পরিমাণে কঠিন। আমরা অনুমানের সাধারণ কার্য্য প্রণালীতে একটিমাত্র বর্জ্জিত বিধি ব্যবস্থা করিয়াছি, অর্থাৎ যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই সে মহালের তালুকের পক্ষে এ নিয়ম খাটিবে না; আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে যদি বন্দোবস্তের কার্য্যপ্রণালীতে নির্দ্দিষ্টরূপে বন্দোবস্ত করিবার অথবা বন্দোবস্ত দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা নির্দ্ধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্টরূপে স্বীকৃত না হইয়া থাকে তাহা হইলে যে সকল মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, মিয়াদী বন্দোবস্তের অন্তে সে সকল মহালের তালুক উক্ত অনুমানপ্রণালী দ্বারা রক্ষিত হইবে না।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের ৫১ ধারা। বিশেষ বিশেষ স্থল ভিন্ন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভোগ করা অধীনস্থ তালুক খাজানা বৃদ্ধি হইতে রক্ষিত হইবার কথা।

২৫। আমরা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের ৫১ ধারার বিধান সকল রক্ষা করিয়াছি। সে বিধান এই যে, যে অধীনস্থ তালুকদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সে হইতে তালুক ভোগ করিয়া আসিতেছে সে খাজানা বৃদ্ধি দিতে বাধ্য হইবে না; (১) বিশেষ এই যে জমীদার যদি প্রমাণ করিতে পারে যে সে হয় (ক) সেই জিলার বিশেষ প্রথা অনুসারে অথবা (খ) তালুক যে করারে ভোগ হইয়া আসিতেছে তদনুসারে সে খাজানা বৃদ্ধি পাইতে স্বত্ববান, তাহা হইলে উক্ত তালুকদারকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে হইবে; (২) কিম্বা যদি জমীদার প্রমাণ করিতে পারে যে কোন সময়ে তালুকদার খাজানা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে বাধ্য করিয়াছে এবং তাহার জমী হইতে উক্ত বর্দ্ধিত খাজানা উঠিতে পারে; তাহা হইলেও তালুকদার খাজানা বৃদ্ধি দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু আমরা এই বিধান সকল তালুক ও পেটাও তালুকের পক্ষেও খাটিবে ব্যবস্থা করিয়াছি এবং দুইটি ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছি। যে সকল তালুক বা পেটাও তালুক পূর্ব্বোক্ত দুই পেরাগ্রাফে কথিত আইনের দ্বারা রক্ষিত না হইবে এবং তজ্জন্য এই সকল বিধান দ্বারা স্পষ্ট হইবে এরূপ তালুকের সংখ্যা সম্ভবতঃ অতিঅল্প; আমাদের প্রথম ব্যাখ্যাটি একটি নিষ্পত্তি প্রাপ্ত মোকদ্দমা হইতে গৃহীত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে উক্ত ধারা প্রদত্ত উপকারের স্বত্ববান হইতে হইলে এই প্রমাণ করিলেই যথেষ্ট হইবে, যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় উক্ত তালুক বর্ত্তমান ছিল এবং যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে কালেক্টরের কাছারীতে রেজিষ্টরী করা হয় নাই, কিন্তু অনায়াসে করা যাইতে পারিত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি এই যে ১৮৭০ সালের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের বিধানমতে যে ভূমি গৃহীত হইয়াছে তাহার জন্য যদি খাজানা হ্রাস হইয়া থাকে তবে এই ধারার কথিত খাজানা হ্রাসের অর্থের মধ্যে উহা পড়িবে না, অর্থাৎ ঐ কারণ বশতঃ খাজানা হ্রাস হইলে সে তালুকদার খাজানা বৃদ্ধি দিতে বাধ্য হইবে না। আমরা তালুকের খাজানা বৃদ্ধির সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্য অন্য বিষয় সাধারণতঃ খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় তর্কবিতর্কস্থলে দেখিব।

চিরস্থায়ী তালুক অথবা পেটাওতালুক উত্তরাধিকার যোগ্য, উইল দ্বারা বিনিয়োগযোগ্য, অথবা হস্তান্তর যোগ্য বলিয়া প্রকাশ হইবে।

২৬। আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে সমস্ত চিরস্থায়ী তালুক ভোগকর্ত্তার আপন ইচ্ছানুসারে উত্তরাধিকার যোগ্য উইল দ্বারা বিনিয়োগ যোগ্য, বিক্রয়, দান বা অন্য কোনউপায়ে হস্তান্তর করণ যোগ্য হইবে এবং তাহার নিজ দেনার জন্য দায়ী হইবে এবং দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালীর অধীন হইবে। এস্থলে আমরা যাহা বর্ণনা করিয়াছি আমাদের বিশ্বাস যে উহা এদেশের প্রচলিত প্রথার অনুযায়ী; যে অধ্যায়ে তালুকের বিষয় উক্ত হইয়াছে সেই অধ্যায়ে আমরা ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনে পত্তনি তালুকের আইনসঙ্গত ফলাফল সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে তাহাও ভুক্ত করিয়া লইয়াছি। এইস্থলে আমরা কোন পরিবর্ত্তন করি নাই; আমরা কেবল স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছি যে পত্তনি তালুক উইল দ্বারা বিনিয়োগযোগ্য হইবে; এরূপ করার তাৎপর্য্য এই যে, পুরাতন আইন যেরূপে নূতন করিয়া বলা হইয়াছে তাহাতে যদি কখন কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে সে সন্দেহ নিরসন হইবে।

নির্দ্ধারিত হারে ভূমি ভোগে স্বত্ববান রায়তের সম্বন্ধীয় আইন গুরুতর পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে পুনঃ সন্নিবিষ্ট হইবার কথা।

২৭। আইনের পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্দ্ধারিত খাজানায় ভূমিভোগ স্বত্ববান প্রজাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; আমরা এইস্থলে বর্ত্তমান আইনই বজায় রাখিয়াছি, কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করি নাই। এই আইন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমি ভোগকারী তালুকদারদিগের প্রতি প্রযোজ্য আইনের প্রতিরূপ মাত্র। এস্থলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিলে যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্ত বুঝাইবে তাহা আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছি। আমরা কতক গুলি ব্যাখ্যা যোজনা করিয়াছি; তাহাতে সমস্ত নিষ্পন্ন মোকদ্দমার তাৎপর্য্য ভুক্ত করিয়াছি। এই সকল ব্যাখ্যা দ্বারা প্রথমতঃ প্রকাশ করিয়াছি যে যদি খাজানা শস্যাদিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে উৎপন্নের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশও আইনের অর্থানুযায়ী নির্দ্দিষ্টহার, বলিয়া গণ্য হইবে, দ্বিতীয়তঃ জমী ভিন্ন ভিন্ন লোককে পাট্টা করিয়া দেওয়াই হউক,

হস্তান্তর করাই হউক, অন্য যে সকল ভূমি ভূমির সহিত এক যোত ছিল তাহা হইতে স্বতন্ত্র করাই হউক, অথবা অন্যান্য জমীর সহিত মিলাইয়া এক যোত করিয়া লওয়াই হউক, যত দিন পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য দ্বারা খাজানার হার পরিবর্ত্তন না হয় তত দিন নির্দ্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগ করিবার নিয়ম অনুযায়ী কার্য্যের অন্যথা হইবে না। পূর্ব্বে ২৪ পেরাগ্রাফে বিশ বৎসরের অনুমান সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে এশ্রেণীস্থলেও তাহা খাটিবে; আমরা নিষ্পন্ন মোকদ্দমা অনুসরণ করিয়া আরো ব্যবস্থা করিয়াছি যে যদিও রায়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে অপরিবর্ত্তিত হারে ভূমি ভোগ করিতেছে এরূপ যদি স্পষ্টাক্ষরে না বলে তথাপিও সে যে উহা ঐ রূপে ভোগ করিয়াছে ইহার বিরুদ্ধে যদি কোন বর্ণনা করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমান চলিতে পারে। আমরা ২৪ পেরাগ্রাফের মত মিয়াদী বন্দোবস্তী মহালের ভূমিতে খাটিবার জন্য একটি বর্জ্জিত বিধির ব্যবস্থা করিয়াছি।

কিরূপে দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হয়।

২৮। আমরা এক্ষণে তৃতীয় অধ্যায়ে উপনীত হইলাম; এই অধ্যায়ে যে সকল রায়তেরা দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের বিষয় বর্ণিত আছে। আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে কোন রায়ত ১১ ধারার বিধান সকলের নিয়মাধীনে (২২ পেরাগ্রাফ দেখ) ক্রমাগত বার বৎসর কাল পর্য্যন্ত কোন ভূমি প্রজাস্বরূপ ভোগ করিয়াছে অথবা প্রজাস্বরূপ দখল এবং চাষ করিয়াছে এবং তাহার জন্য খাজানা দিয়াছে, সে ঐ ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অনধিকার প্রবেশকারীর ভোগ বা দখল উক্ত স্বত্ব প্রদান করিতে পারিবে না দেখাইবার জন্য প্রজাস্বরূপ এই কথাটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্ষণ করে, কেবল তাহাদেরই মাত্র দখলীস্বত্ব জন্মান উচিত কি না এই বিষয়ে আমরা বিশেষ রূপ বিবেচনা করিয়াছি; এই বিষয় সর্ব্বতোভাবে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে যদি এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হয় তাহা হইলে উহাতে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা; এবং আমাদের মধ্যে কেহ কেহ, উহারদ্বারা উপস্থিত কোন উপকার লাভ হইবে কি না সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ করেন; এবং পরিণামে উহাদ্বারা কি ফল উৎপন্ন হইবে তাহা কেহই ন্যায়সঙ্গত নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারেন না। যদি সমুদয় কোর্ফা প্রজা দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে অথবা পারিয়াছে বলাযায়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজানা এরূপ বাড়িয়া যাইবে যে দখলী স্বত্বের কোন আদর থাকিবে না; যেহেতু তাহা হইলে উর্দ্ধতন রায়তকে তালুকদার বা পেটাওতালুকদার বলিয়া গণ্য করা আবশ্যক হইবে; এবং কোর্ফা প্রজা এক্ষণে যে হারে খাজানা দেয়, দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত পরে সেই হারে খাজানা দিতে বাধ্য হইবে। এইজন্য আমরা এবিষয়ে বর্ত্তমান যে আইন আছে তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিব না স্থির করিয়াছি, বর্ত্তমান আইনে যে কেহ ভূমি কর্ষণ বা ভোগ করে তাহাকেই দখলী স্বত্ব দেয়, আমরা সূক্ষ্ম করিবার জন্য "কর্ষণ" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "দখল ও কর্ষণ" ব্যবহার করিয়াছি, "ভোগ করা" এই কথা এখনকারমত যে রায়ত তাহার নিজ জমা ভোগ করিয়াছে বা অন্যরূপে কোর্ফা বিলি করিয়াছে তাহার বিষয়েও খাটিবে, এই স্থলে বলা যাইতে পারে যে আমাদিগের মতে "রায়ত" শব্দের যে অর্থ আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি. (উপরে ২১ পারাগ্রাফে) উক্ত প্রকারে প্রকাশিত আইনের সহিত তাহার ঐক্য আছে।

অনধিকার প্রবেশকারী দখলীস্বত্ব পাইতে পারে না।

ভূমি ভোগ ও দখল করার সম্বন্ধে রায়তের অবশ্য খাজানা দিবার কথা।

২৯। আমরা, ভূমি ভোগ বা দখল করার সহিত রীতিমত খাজানা দেওয়াও রায়তের পক্ষে আবশ্যক, বিধান করিয়াছি; এরূপ বিধান ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; এবং উহার কতকটা সমানস্থল প্রিবিকৌন্সেল যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন আমাদের বিধানও তদনুযায়ী; প্রিবিকৌন্সেলের নিয়ম এই যে নদীতে সমস্ত জমী বুড়িয়া গেলে যদি উহার অধিকারী বরাবর তজ্জন্য রাজস্ব দিতে থাকে তাহা হইলে সে উহার ভূস্বামী বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে এবং সেই স্থানে যদি পুনরায় ভূমি উত্থিত হয় সে উহাতে স্বত্ববান্। আমরা বর্ত্তমান আইন অনুসরণ করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছি যে বার বৎসর গণনা করিতে হইলে রায়ত, পিতা অথবা অন্য যে কোন লোকের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে, সে যতকাল ঐ ভূমি দখল করিয়াছিল তাহাও রায়তের নিজের ভোগের সময়ে যোগ করিতে হইবে; কিন্তু বার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে, উত্তরাধিকার ভিন্ন হস্তান্তর প্রভৃতি স্থলে, ভূস্বামীর সম্মতি হউক বা না হউক, হস্তান্তরকারী যতদিন ভোগ করিয়াছেন তাহা হস্তান্তর গ্রহীতার ভোগ বলিয়া গণ্য হইবে না। কেবল যে স্থলে ভূস্বামী লিখিত পাঠ্ঠ করিয়া স্পষ্টরূপে ঐ রূপ যোগ করার সম্মতি দিয়াছেন সে স্থলে এনিয়ম খাটিবে না। এবিষয়ে যে সকল নজীর আছে তদনুসারে উক্ত দুই সময় একত্র করিয়া বার বৎসর পূর্ণ করা যাইতে পারে না; আমরা উহার এইমাত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছি যে ভূস্বামীর লিখিত স্পষ্ট অনুমতি থাকিলে, উক্ত দুই সময় একত্র করিয়া বার

যখন সমস্ত বার বৎসর ধরিয়া রায়ত নিজে ভূমিভোগ বা দখল করে নাই সে স্থলে কাল গণনার কথা।

যে ভূম্যধিকারীর ভূমিতে স্বত্ব নাই অথবা যে কেবল সত্বাধিকারী মাত্র তাহার অধীনেও দখলীস্বত্ব জন্মিবার কথা।

যাইতে পারে। মজীর উৎপন্ন আইন অনুসারে আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে সমস্ত বারবৎসর অথবা তাহার কোন অংশে জমীতে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব ছিল না বলিয়া কিম্বা ভূম্যধিকারী স্বত্বাধিকারী ছিল বলিয়া রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মাইবার কোন ব্যাঘাত হইবেক।

৩০। বর্ত্তমান আইনে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহার পরে যে বহুসংখ্যক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে তাহা ভঞ্জনের জন্য আমরা ব্যখ্যা স্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, নিম্নলিখিত কয়েক ব্যক্তির দখলীস্বত্ব জন্মাইতে পারে (১) যে ব্যক্তি মোকররীদার বা ইস্তমরারীদারের নিজ অধীনে ভূমিভোগ করে (২) যে ব্যক্তি এক যোতে একশত বিঘা বা তদধিক জমী প্রদত্ত হওয়াতে এই আইন অনুসারে (১১ ধারায়) সৃষ্ট তালুকদারের অধীনে ভূমি ভোগ করে; (৩) যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিজ অধীনে জমী দখল করে, কিন্তু মিয়াদী বন্দোবস্ত অথবা সনবসন বন্দোবস্তে ভূমিভোগ করে না; (৪) যে ব্যক্তি কোন ভুস্বামীর নিজ অধীনে খামার নিজযোত বা সেরী জমী দখল করে কিন্তু মিয়াদী অথবা সনবসন বন্দোবস্তে দখল করে না। ইহার মধ্যে প্রথমোক্তব্যক্তি পূর্ব্বে দখলী স্বত্ব পাইবার অধিকারী ছিল না; কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে বিবেচনা করেন যে মোকররীদার অথবা ইস্তমরারীদার অনেক অংশেই প্রায় তালুকদারের মত। সুতরাং যাহারা তাহাদের নিজ অধীনে ভূমি ভোগ করে তাহাদের দখলী স্বত্ব পাইতে দেওয়া উচিত। আইন সৃষ্ট তালুকদারের তালুকদারত্ব পূর্ণ করিবার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের দখলীস্বত্ব পাওয়া আবশ্যক তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থলে আদালত কৃত বর্ত্তমান আইনের ব্যাখ্যা অনুসারে দখলী স্বত্বের ব্যবস্থা করা হইল।

কতকগুলি সন্দিগ্ধ স্থলে দখলী স্বত্ব জন্মিতে পারিবে বলিয়া স্পষ্ট প্রকাশ হইল।

যে সকল স্থানে দখলী স্বত্ব জন্মিতে পারিবে না তাহার কথা।

৩১। যে স্থলে, দখলী স্বত্ব জন্মাইতে পারিবে না, ব্যাখ্যা স্থলে এরূপ বিষয়ের বর্ণনা আমরা আবশ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছি। ভূস্বামী, তালুকদার, পেটাওতালুকদার, মোকররীদার, ইস্তমরারীদার, অথবা ইজারদার ক্রমান্বয়ে নিজের মহাল, তালুক, পেটাওতালুক, মোকররীযোত, ইস্তমরারী যোত অথবা ইজারাস্থিত কোন জমিতে দখলী স্বত্ব পাইতে পারিবে না। যদিও ইজারদার নিজ ইজারাস্থিত জমীতে দখলী স্বত্ব পাইতে না পারে তথাপি যদি পূর্ব্বে কোথায় দখলীস্বত্ব জন্মিয়া থাকে পরে সেই জমী ইজারাভুক্ত হইয়াছে বলিয়াই তাহার পূর্ব্বস্বত্ব লোপ হইবে না। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের অধীনে মিয়াদী বা সন্‌বসন্‌ বন্দোবস্তে ভোগ করা জমীতে দখলীস্বত্ব জন্মিতে পারিবে না। কোন ভূস্বামীর অধীনে যে খামার, নিজযোত বা সেরী জমী মিয়াদী বা সনবসন বন্দোবস্তে ভোগ করা হয় তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিতে পারিবে না। প্রথম জমী লইবার সময় যদি লিখিত ও রেজিষ্টরী করা এমত কোন বন্দোবস্ত থাকে যে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না তাহা হইলে উক্তরূপ দখলীস্বত্ব জন্মাইতে পারিবে না। যদিও আমাদের মতে চুক্তিদ্বারা এই আইন অনুযায়ী কার্য্য হইতে মুক্ত হওয়া বন্ধ করা পরামর্শ সিদ্ধ নহে তথাপি ঐরূপ মুক্ত হইবার যে ইচ্ছা ছিল, যতদূর সম্ভব তাহার পরিষ্কার প্রমাণ রাখা আবশ্যক।

দখলী স্বত্বের আইন সঙ্গত ফলাফল।

হস্তান্তর করণ যোগ্যতা।

৩২। আমরা দখলীস্বত্ব জন্মাইলে আইন অনুসারে তাহাতে কি কি ফল হইবে তাহা নির্ণয় করিয়াছি (২০ ধারা) এবং সর্ব্বপ্রথমে উহা যে দ্বারাও বিক্রয় বা দান দ্বারা হস্তান্তর করা যাইতে পারে এবং উইল দ্বারা বিনিয়োগ করা যাইতে পারে তাহা প্রকাশ করিয়াছি; এবং এরূপ হস্তান্তর বা বিনিয়োগ বলবৎ করিবার জন্য জমীদারের অনুমতি যে আবশ্যক হইবে না তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। হস্তান্তর যোগ্যতার সপক্ষে এবং বিপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সংহিতার পরিশিষ্টে তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক ঐ সমস্ত যুক্তি আলোচনা করিয়া আমাদের মধ্যে অধিকাংশই হস্তান্তর যোগ্যতার সপক্ষ হইয়াছেন; কিন্তু যদিও আমরা রায়তকে তাহার যোত বিক্রয় করিতে দিতেছি তথাপি উহা বন্ধক দিতে দিতেছি না। আমাদের বোধ হয় এরূপ করিলে রায়ত এবং যোতকে মহাজনের হস্তে পড়ার দায় হইতে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করা যাইবে এবং কেহ কেহ যে আশঙ্কা করেন যে মহাজন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোতের অধিকারী হইবে এবং আসল রায়ত নামে রায়ত হইয়া দাসভাবে অতি ঘৃণিত এবং শোচনীয় অবস্থায় আপন ভূমিতে বাস করিবে সেই বিপদের আশঙ্কাও অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারিবে। আমাদের বিশ্বাস যে কোন প্রলোভন বশতঃই রায়ত আপনার ভূমি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হয় না কিন্তু বিবাহ কিম্বা শ্রাদ্ধের জন্য কিম্বা কোন বিপদ হঠাৎ উপস্থিত হইলে অনায়াসে জমী বন্ধক দিয়া দুই পাঁচ টাকা ধার করে। শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত, সংক্রামক পীড়ার সঞ্চার কিম্বা যে রূপ সচরাচর ঘটিয়া থাকে, নিজের অমিতব্যয়িতা প্রযুক্ত সে ঋণ পরিশোধ করিতে অপারক হয়, সুদে তাহার ঋণ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সে ক্রমেই মহাজনের অধিকতর অধীন হইয়া পড়ে, ঋণ দায় হইতে আপনাকে মুক্ত করার এবং পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশা একবারেই থাকে না; ফল এই হয় মহাজন ডিক্রী করে,

দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট যোত বন্ধক দেওয়া যাইতে পারিবে না।

তাহার যোত নীলামে চড়াইয়া দেয় এবং উহার প্রকৃত মূল্যের (৫) অনেক কম দিয়া ক্রয় করিয়া লয়। যে মহাজন পরিণামে বন্ধক বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিবার আশায় রায়তের যোতের উপর অনায়াসে আগ্রহ সহকারে কিছু টাকা ধার দেয়, শেষে নিজের টাকায় নিজে চাষ করিব বলিয়া সে যথার্থ মূল্য দিয়া ঐ যোত ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিবে ইহা কখন সম্ভব নয়। অতএব বন্ধক দেওয়া একবারে বন্ধ করিবার জন্য আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে উক্ত বন্ধক, সকল অবস্থাতেই সকল প্রকার কার্য্য জন্য, অগ্রাহ্য হইবে; এবং কোন বিচারপতি কোন প্রকার বিচার কার্য্যের অনুষ্ঠানেই উহা গ্রাহ্য করিবেন না এবং উহা বলবৎ করিবার আজ্ঞা দিবেন না (২০ ধারা ঘ প্রকরণ)। আমরা আরো ব্যবস্থা করিয়াছি যে দখলীস্বত্ব থাজানার জন্য ডিক্রীর জারীতে বিক্রয় হইলেও উহা অন্য কোন প্রকার ডিক্রী জারীতে বিক্রয় হইবে না।

দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট যোত রায়তের উত্তরাধিকার আইন অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য হইবার কথা

৩৩। আমরা বলিয়াছি যে, প্রজা যে আইনের অধীন সেই আইনের নিয়মানুসারে তাহার দখলীস্বত্ব উত্তরাধিকারযোগ্য হইবে; কিন্তু ভূম্যধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে খাজনা অথবা যোতের ভাগ করিলে সেই ভাবে যোতের ভাগ তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারিবে না (২০ ধারা গ প্রকরণ)। দেশাচারানুসারী এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে; আমরা উহাকে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ এবং বলবৎ করিবার ব্যবস্থা করিলাম। যখন উত্তরাধিকারিশূন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত উইল না করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী ঐ মৃত রায়তের ভূমির দখল হইতে স্বত্ববান হইবেন। বর্ত্তমানেও এই নিয়মে কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

রায়তের যদি উত্তরাধিকারী না থাকে তাহার মৃত্যুর পর ঐ যোতে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব হইবার কথা।

৩৪। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত হস্তান্তরকরণ যোগ্য এবং বাকী খাজানার ডিক্রী জারীতে বিক্রয়যোগ্য করা হইয়াছে; ইহার নিয়ত ফল এই যে খাজানা না দেওয়ার জন্য রায়তের এরূপ যোত উচ্ছেদ কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই জন্য আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তকে কেহ তাহার যোত হইতে, খাজানা না দেওয়া জন্যই হউক অথবা চুক্তি ভঙ্গভিন্ন অন্য যে কোন কারণেই হউক, উচ্ছেদ করিতে পারিবে না। যদি লিখিত পঠিত এমত কোন শর্ত্ত থাকে যে উক্ত শর্ত্ত ভঙ্গ হইলে রায়তের যোত উচ্ছেদ করা যাইবে তাহা হইলে তাহার কোন কথাই নাই। যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকার শর্ত্ত ভঙ্গের জন্য রায়তের যোত উচ্ছেদ করা হয় তখন পশ্চাৎ লিখিত কতক গুলি বিধান অনুসারে সে ভূমির যে উন্নতি করিয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ পাইতে স্বত্ববান্ হইবে আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। পাট্টার শর্ত্তভঙ্গ হইলে যোত বাজেয়াপ্ত হওয়া ওকিনেলি সাহেবের মত নহে; এবং যে স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ক্ষতি হয় নাই এবং তাহার খাজানার মাতব্বরী যেমন তেমনিই আছে সে স্থলে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দেওয়া তাঁহার অভিপ্রায়। এবুইটি কোর্ট বাজেয়াপ্তের শর্ত্তের উপর কোন কালেই সন্তুষ্ট নহেন; এরূপ অসন্তুষ্ট হইবার কারণ এই যে উক্ত কোর্ট মনে করেন যে ঐ শর্ত্ত কেবল জমীদারের খাজানা দেওয়ার নিশ্চয়তার জন্য এবং প্রজা মরিয়া গেলে যাহাতে ঐ জমি বিনা গোলযোগে জমীদারের হাতে আসিয়া পড়ে তাহারই জন্য অভিপ্রেত। ঐ স্বত্বদ্বারা জমীদারের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে আইনসঙ্গত স্বত্ব দেওয়া হয়; তিনি স্বত্ব অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন এবং ইচ্ছা হইলে অত্যাচার, কর্কশ ব্যবহার এবং জব্দ করিবার জন্য প্রজার অনেক হানিও করিতে পারেন; কিন্তু এরূপ অত্যাচার আদি যাহাতে তিনি করিতে না পারেন তাহার বিধান করা আবশ্যক। ফীল্ড সাহেবও ওকিনেলি সাহেবের কথা কতক অংশে স্বীকার করেন তিনি বলেন যে ব্যবস্থাপক সভায় আইনের পাণ্ডুলিপি যদি উপস্থিত হয় তাহা হইলে এবিষয়ের বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

খাজানা না দেওয়া বা অন্য কারণবশতঃ রায়ত তাহার দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোত হইতে দূরিকৃত না হইবার কথা।

পাট্টার শর্ত্ত ভঙ্গ করিলে বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

৩৫। আমাদের অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি (২১ ধারা) যে, যেস্থলে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোতের জন্য খাজানা শস্যাদিতে দিতে হয় এবং রায়ত শস্য উৎপাদন বিষয়ে জমীদারের কোন সাহায্য না পায় এরূপ স্থলে খাজানা প্রধান শস্যের বেলা মোট উৎপন্নের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক হইবে না। কোন বিশেষ শস্যের স্থলে যদি ভূম্যধিকারী ও প্রজা কোন বিশেষ অংশের জন্য লিখিতপঠিত দ্বারা চুক্তি করিয়া থাকে এরূপ চুক্তি বলবৎ হইতে পারে; কিন্তু যদি এরূপ চুক্তি না থাকে তাহা হইলে মোট উৎপন্নের বাৎসরিক মূল্যের গড়ের শতকরা পঁচিশ ভাগের অধিক বা অন্য কোন খাজানা আদায় করিতে পারিবে না। আমরা যে সকল বিধানের পাণ্ডুলিপি করিয়াছি তাহাতে শস্যাদিতে দেয় বর্ত্তমানে খাজানা যে স্থলে মোট উৎপন্নের অর্দ্ধেকের অধিক আছে কমাইয়া মোট উৎপন্নের অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। ডামপিয়ার সাহেব বর্ত্তমান খাজানার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার বড়ই বিরোধী। বেহারের অনেক স্থানে এবং অন্যত্রও ভূম্যধিকারী মোট উৎপন্নের ষোল ভাগের নয়ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ডাম্পিয়ার সাহেব এবং বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে এই অংশ মত প্রসিদ্ধ প্রচলিত [illegible]

প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের পক্ষে শস্যাদিতে দেয় খাজানার মোট উৎপন্নের অর্দ্ধেকের অধিক না হইবার কথা।

বিশেষ শস্যের স্থলে নিয়ম।

(৫) কারণ যে স্থলে উক্ত দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট ভূমি আছে এবং লোকে ঐ যোতের মূল্য জানে, তথায় না হইয়া তথা হইতে অনেক দূরে আদালতে বিক্রয় কার্য্য সমাধা হয়, এবং ভূমিতে যে টাকা ও আর লোকের স্বার্থ থাকে, তাহার বিরুদ্ধে কেহই ডাক করিতে চাহে না, আদালতের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে ডিক্রীদার ডাকিতে পারিবে না, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের এই বিধান যদি এই সকল স্থলে খাটাইয়া বাহিরের লোকের ডাকা মহাজনের স্বার্থের অনুকূল করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এক্ষণে, অপেক্ষা উচ্চতর মূল্য পাওয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই।

আইনের পাণ্ডুলিপির দ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত করা উচিত নহে; অন্ততঃ এক্ষণে যে সকল স্থানে ঐ হার চলিতেছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। এ কমিশানের অন্যান্য সভ্যদেরমতে মোট উৎপন্নের অঙ্কে জমীদারকে লইতে দিলে অত্যন্ত অধিক দেওয়া হয়; তাঁহারা মনে করেন এইরূপ অধিক লওয়াতেই রায়তদিগের এরূপ দরিদ্রতা ও হীনাবস্থা হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজাদিগের প্রতি-যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতে এবং তাহাদের প্রতি অত্যাচার না করিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা তাহার কিছুই করেন নাই, বরং তাহার বিপরীত করিয়াছেন। অতএব দয়াবান্ এবং অত্যাচাররহিত হইলে যে সকল নিয়ম উঁহারা আপনা হইতেই করিয়া লইতে পারিতেন, আইনের দ্বারা সেই সকল নিয়ম করিয়া দিতে হইতেছে; নতুবা অন্যথ প্রজাদের দারিদ্র্য নিবারণের সম্ভাবনা নাই। ওকিনলি সাহেব বলেন যে দখলী স্বত্ববান্ প্রজারা শস্যাদিতে দেয় খাজানা যদি অত্যন্ত অধিক দেয় তথাপি মোট উৎপন্নের শতকরা চল্লিশ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের দুই ভাগের অধিক দিবে না।

৩৬। তালুকদার ও রায়তে কি ভেদ, বর্ত্তমান আইনে তাহা পরিষ্কার করিয়া স্পষ্ট রূপে বলিয়া দেওয়া নাই আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা ভরসা করি, আমরা এই পাণ্ডুলিপিতে ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও চিহ্নিত করিতে পারিয়াছি। আমাদের বিল স্পষ্টরূপে প্রতীতি জন্মাইতেছে যে ঐ প্রকার স্থানে সূক্ষ্ম রূপে সীমা নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। এরূপ করিতে গেলে, যে সকল স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে, তাহার হানি হইতে পারে; এবং হয়ত আমরা যে গোড় খুলিতে চাহিতেছি তাহা আরো জড়াইয়া যাইতে পারে। যে আকারে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে উহার সার সমূহে তালুকদার ও রায়তে যে সকল বিষয়ে ভেদ দৃষ্ট হইয়াছে এস্থলে তাহা প্রদর্শন করিলে সুবিধা হইতে পারে। (১) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের পরিমাণ একশত বিঘার অধিক হইতে পারে না; ইহার অধিক আয়তন বিশিষ্ট হইলেই উক্ত ১১ ধারার কার্য্যানুসারে তালুক বা পেটাও তালুক বলিয়া গণ্য হইবে। তালুক বা পেটাও তালুকের আয়তনের কিছু নির্ণয় নাই। (২) যেখানে পূর্ব্বোৎপন্ন কোন দখলীস্বত্ব নাই সে স্থলে ভোগ করিলে অথবা দখল এবং কর্ষণ করিলে দখলীস্বত্ব জন্মাইবে। চুক্তি দ্বারা যে দখলীস্বত্ব জন্মে, আইনে তাহার একটি কথাও নাই। তালুক বা পেটাও তালুক চুক্তি দ্বারা অর্জ্জিত হইতে পারে এবং এরূপই সচরাচর হইয়া থাকে। যে সকল জায়গায় ভূমির আয়তন একশত বিঘার অধিক এবং ঐ সকল ভূমি মিয়াদী অথবা সনবসন হিসাবে বিলিকরা হয় সে স্থলে বার বৎসর ভোগ করিলে তালুক বা পেটাও তালুক হইতে পারে। (৩) তালুকদার কিংবা পেটাও তালুকদার এবং দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত উভয়েই কোরপা বিলি করিতে পারে, যদি তাদ্বপরীতে কোন রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্র না থাকে তাহা হইলে কোরপা প্রজা যে তালুকদারের বা পেটাও তালুকদারের অধীন সে তাহার জমাতে দখলীস্বত্ব পাইতে পারে কিন্তু দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের ভূমিতে যদি মিয়াদি অথবা সনবসন বলিয়া না হইয়া কোরপা বিলি হইয়া থাকে তাহাহইলেই দখলী স্বত্ব জন্মিবে। (৪) উভয়েই কোরপা বিলি করিতে পারে; কিন্তু তালুকদার কিংবা পেটাও তালুকদারের কোরপা প্রজারা খাজানা মোট উৎপন্নের বাৎসরিক মূল্যের গড়ের শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক হইতে পারিবে না। কিন্তু দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের কোরপা প্রজার খাজানা, যতদূর ইচ্ছা বাড়িতে পারে; কেবল দেখিতে হইবে যেন তাহারা জমী না ছাড়িয়া দেয় কিম্বা যদি কোরপা প্রজারা দখলী স্বত্ব পায় তাহা হইলে এরূপ বাৎসরিক গড় উৎপন্নের শতকরা ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। (২৩ ধারার (গ) প্রকরণ) (৫) তালুকদার (কিংবা পেটাও তালুকদার) অথবা দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু উভয় স্থলে খাজানা বৃদ্ধির কারণ ও তাহার সীমা স্বতন্ত্র। (৬) উভয়েই চাষ করিতে পারে কিন্তু তালুকদার অথবা পেটাও তালুকদার চাষ করিলে দখলী স্বত্ব পায় না। (৭) উভয়েরই স্বত্ব উত্তরাধিকারযোগ্য; কিন্তু তালুকদার উত্তরাধিকারিশূন্য হইয়া মরিলে তাহার তালুক গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হয় কিন্তু দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা উত্তরাধিকারিশূন্য হইয়া মরিলে ভূম্যধিকারী তাহার জমী পুনর্গ্রহণ করিতে পারে। দেনার জন্য ডিক্রীজারীতে তালুক লওয়া যাইতে পারিবে; কিন্তু দখলী স্বত্ববিশিষ্ট জমার স্থলে কেবল বাকী খাজনার ডিক্রীজারীতেই জমী বিক্রয় হইতে পারিবে।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে তালুক বা পেটাওতালুক এবং দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোত পরস্পর যে যে বিষয়ে বিভিন্ন তাহার কথা।

৩৭। এই সকল প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাসম্বন্ধীয় সংশোধিত আইন প্রস্তুত করিতে গেলে খাজানা বৃদ্ধি করার বন্দোবস্তই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইয়া উঠে। যে মুহূর্ত্তে ব্যবস্থাপক সভা কোন শ্রেণীর প্রজা ভূম্যধিকারির ইচ্ছানুসারে যোত উচ্ছেদ হইতে রক্ষিত হইতে স্বত্ববান বলিয়া স্বীকার করেন সেই মুহূর্ত্তেই আইন দ্বারা উক্ত প্রজাদের দেয় খাজানা নিশ্চিত বা স্থিরীকৃত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। কোন বড় প্রামাণিক ব্যক্তির মত এই যে বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রতিযোগ-তাতেই খাজনা নির্ণীত হয়; অতএব প্রতিযোগিতার কার্য্য যাহাতে অবাধে চলিতে পারে তাহা ভিন্ন খাজানা স্থিরীকরণের আর কোন উৎকৃষ্টতর উপায় নাই।

খাজানা বৃদ্ধির বিষয় বিধে-য়া করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কথা; একথা কেন আবশ্যক হইল।

সুতরাং তাঁহাদের মতে ব্যবস্থাপক সভা যদি প্রতিযোগিতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে যাহাদের জন্য আইন করা হইয়াছে তাহাদের অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। যে সকল দেশ হইতে পাশ্চাত্য অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রচলিত প্রণালীর প্রমাণ প্রয়োগ সংগৃহীত হইয়াছে সে সকল দেশে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি কত দূর সত্য ও সঙ্গত তাহা পরীক্ষা করা আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু এদেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ঐ যুক্তি যে এ দেশে উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত নহে এবং আমাদের উপস্থিত বিষয়ে ব্যবস্থা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে ঐ যুক্তি অনুসারে কার্য্য করা যে একান্ত অন্যায় তদ্বিষয়ে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ মতের কারণ সহজে লোকের বোধগম্য করিতে হইলে এ সকল প্রদেশে খাজানা কি তাহা বিবেচনা করা সর্ব্ব প্রথমে আবশ্যক; কিন্তু খাজানা কি স্থির করা বিলক্ষণ কঠিন; ইহার কতক কারণ এই যে তাহা স্বভাবতই অনিশ্চিত; অনেক স্থলে একই কথায় অনেক জিনিস্ বুঝায় এবং ঐ সকল জিনিস্ কি তাহা বুঝিতে গেলে আরো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস জানা আবশ্যক।

খাজানা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত।
রিকার্ডোর মত।

৩৮। খাজানা সম্বন্ধে আমরা প্রথমে যে মতের উল্লেখ করিব তাহা এই; অন্যান্য ব্যবসায়ে সচরাচর যে মুনাফা হয়, ভূমি হইতে তাহা অপেক্ষা অধিক যে কিছু উৎপন্ন হয় তাহার নাম খাজানা; গত শতাব্দীর শেষ ভাগে এই মত প্রথম প্রকাশ হয়; তাহার পর বিশ বৎসর গৌণে বড় বড় অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহাকে পুনঃ প্রকাশ করেন। ইহাঁরা স্বীকার করিয়া লন অন্য ব্যবসায়ে টাকা খাটাইলে সচরাচর যে মুনাফা পাওয়া যায় ভূমিতে সেই টাকা খাটাইলে যদি সেই মুনাফা না মিলে, তবে কেহ চাষ করিবে না। যদি ভূমিহইতে ইহা অপেক্ষা অল্প উৎপন্ন হয় কেহই চাষে টাকা খাটাইবে না। যদি অধিক উৎপন্ন হয়, উক্ত মুনাফার উপর যাহা কিছু থাকিবে, ভূমির অধিকারী তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইবে, না করিতে পারিলে, সে তাহার জমী ব্যবহার করিতে দিবে না। উৎপন্নের দাম যত বাড়িতে থাকে, কৃষিকার্য্যে খাটান টাকার মুনাফাও সেই সঙ্গে বাড়িতে থাকে; এক বৎসর যে ভূমিতে চলিত মুনাফার অধিক কিছুই জন্মাইল না, পর বৎসর তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক জন্মাইতে পারে; সুতরাং সে ভূমি খাজানাও দিতে পারে। যত ভূমি চাষ করা হয় তাহার মধ্যে যাহাতে চলিত মুনাফার অধিক কিছু উৎপন্ন না হয় সেই ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট অর্থাৎ উহার মাটি নিকৃষ্ট, জায়গা নিকৃষ্ট, হাটবাজার হইতে দূরে এবং গমনাগমনের কোন সুবিধা নাই ইত্যাদি। যখন এরূপ নিকৃষ্ট ভূমি চলিত মুনাফার অধিক জন্মাইতে সুতরাং খাজানা দিতে আরম্ভ করে তখন তাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ভূমির চাষ হইতে থাকিবে এবং তখন এই নিকৃষ্টতর ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে, উহা যে ভূমি, অল্প দিন হইল খাজানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার নিকৃষ্ট নাম লোপ করিবে; এই রূপে যে সময়ে, চাষ করা ভূমি সমুহের মধ্যে যে ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহাকে ধরিয়াই, যে সকল ভূমি খাজানা দেয়, তাহাদের খাজানার মোট নিদ্ধারিত হইবে। এই মতে মুলধন রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এমত টাকা দেশে আছে মনে করিয়া লওয়া হইয়াছে; এবং আরো মনে করিয়া লওয়া হইয়াছে যে দেশে কতকগুলি লোক আছে যাহারা, অন্য ব্যবসায়ে খাটাইলে সচরাচর যে মুনাফা হইত, চাষ কার্য্যে টাকা খাটাইয়া সেই মুনাফা পাইতে চেষ্টা করে। মুনাফা, মজুরী, মুল্য প্রভৃতি সম্বর্দ্ধীয় কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম আছে; পূর্ব্বোক্ত মত সেই সকল নিয়মের একান্ত অধীন; কিন্তু উক্ত মুনাফা, মজুরী এবং মূল্যের নিয়ম যেখানে প্রতিযোগিতা অবাধে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে সেই স্থলেই খাটে; একথা এক জন প্রধান অর্থনীতিজ্ঞ স্বীকার করিয়াছেন এবং এ কথা সত্য। যে স্থলে কৃষিকার্য্যলিপ্ত লোকের এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ যে সকল অভিপ্রায় থাকিতে পারে তদ্ভিন্ন আর কোন অভিপ্রায় নাই, যে খানে উহারা সামান্য ব্যবসাদারদিগের মত কেবল লাভ লোকসান খুঁজে, সেই স্থানেই উক্ত নিয়ম সকল খাটে। এই সকল প্রদেশে লাভের জন্য টাকা খাটাইয়া চাষ করে এমত লোক নাই। যাহারা রপ্তানী করণার্থে রেশম, নীল, চা, প্রভৃতি খাদ্য ভিন্ন অন্য দ্রব্য উৎপন্ন করিবার জন্য টাকা খাটায়, আমরা তাহাদের কথা বলিতেছি না। এ দেশে চাষে অতি অল্প টাকা ব্যয় হয়; এমন কি কিছুই হয় না, যাহাও হয় তাহা এই;—অতি সামান্য চাষের যন্ত্র তন্ত্র, আগামী বৎসরের ফসলের জন্য দরকারী বীজ, আগামী বৎসরের ধানকাটা পর্য্যন্ত চাষার নিজ খোরাক, এবং, যে খানে বড় অধিক থাকে সে খানে অজন্মার বৎসরের জন্য কিছু ধান চাউল সংগ্রহ করা; ইহাকে মুলধন বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়। এদেশে চাষের উদ্দেশ্য প্রাণ ধারণ, খাটান টাকার মুনাফা পাওয়া নয়; মজুরীতে দিবার টাকাই নাই, টাকা দিয়া মজুরও খাটান হয় না; ধরিতে গেলে, কোন শিল্পকার্য্যের কারখানাই নাই; চাষ ভিন্ন অন্য পেসাই নাই; এমন কোন বড় নগরই নাই যেখানে চাষাদের লোক সংখ্যা অধিক হইলে, বাড়তী লোকে মজুরী করিতে পায়; রিকার্ডো এবং তাঁহার মতাবলম্বী অন্য অন্য অর্থনীতিজ্ঞেরা যে মত প্রচার করিয়াছেন সেই মত এরূপ অবস্থায় এবং এরূপ সমাজের পক্ষে খাটিতে পারে না। এই সকল দেশে যদি এই মতানুসারে জমীদার ও প্রজার মধ্যে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের মত এই, বড়ই ভুল করা হইবে।

অপেক্ষাকৃত নূতন অর্থনীতিজ্ঞদের প্রচারিত মত।

৩৯। ইদানীন্তন আর এক দল অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত পূর্ব্বোক্তমতে অসন্তুষ্ট হইয়া উৎপাদকতার তারতম্য অনুসারে খাজানা নির্ণয় প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহারা বলেন কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত নিকৃষ্ট ভূমি ধরিয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজার বিরোধ স্থলে প্রত্যেক যোতে কত খাজানা দিতে হইবে নির্ণয় করিতে গেলে নানা রূপ ভুল হয় এবং কাজের সময় এরূপ নির্ণয় নিরর্থক হইয়া পড়ে; তাঁহারা কেবল অতিরিক্ত মুনাফাকে খাজানা বলিতে চান; তাঁহাদের মতে উৎপাদনের সমস্ত খরচ উঠিলে পর, কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্য শিল্পজাত হইলে প্রজার যে ন্যায়সঙ্গত মুনাফা হইত, তদতিরিক্ত সমস্ত মুনাফার নাম খাজানা; তাঁহারা যে উপায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই:—কোন ভূমির কত খাজানা যুক্তিযুক্ত স্থির করিতে হইলে কোন ভূম্যধিকারী বা প্রজা, কোন্ জমী সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং খাজানার অযোগ্য তাহা নির্ণয় করেন না; কিন্তু ভূমি লইবার সময় সকল বুদ্ধিমান রায়তই যত্ন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয় সকলের সন্ধান লইয়া থাকে; (১) ভূমিহইতে কি প্রকারে কত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবে আশা করা যাইতে পারে; (২) উক্ত শস্য উৎপাদন করিতে হইলে কত খরচ আবশ্যক, (৩) উক্ত শস্য বিক্রয় করিলে কত টাকা উঠিতে পারে। প্রথম বিষয়টি নির্ণয় করিতে হইলে, মাটি কিরূপ, জলবায়ু কিরূপ জল পাইবার উপায় কিরূপ এবং সার দিয়া বা অন্য উপায়ে ভূমির কত দূর উন্নতি করা যাইতে পারে ইত্যাদি

অনেক বিষয় দেখিতে হয়। দ্বিতীয় বিষয় স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে মাটি আল্‌গা কি শক্ত, সহজে চাষ করা যায় কি না, দুই কিম্বা চারি গরুতে তাহার লাঙ্গল চলিবে, ভাল চাষ করিবার জন্য সারের প্রয়োজন হইলে উহা দূরে বা নিকটে পাওয়া যাইতে পারে, যে জায়গায় জমী সেখানকার মজুরীর হার কত ইত্যাদি। তৃতীয় বিষয় স্থির করিতে হইলে তাহাকে সন্ধান লইতে হইবে, নিকটে কোথায় ভাল হাট বা বাজার আছে, সেখানে সচরাচর কি দরে শস্য বিক্রয় হয়,—হাট বা বাজার হইতে তাহার জমী কত দূর, এবং যেখানে শস্য উৎপন্ন হইল সেখান হইতে বিক্রয় স্থানে লইয়া যাইবার খরচ কত। এই সকল বিষয় স্থিরীকৃত হইলে উৎপাদনের খরচা তুলিয়া লইবার পর মুনাফার হিসাবে কত বাকী থাকিবে তাহা জানিবার উপায় হইবে এবং তখন ঐ জমীর জন্য কত খাজানা দেওয়া যাইতে পারে প্রজা তাহা স্থির করিবে। এইরূপে উৎপাদনের খরচের সহিত উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাপ্ত মূল্য তুলনা করিলে খাজানা ঐরূপ তুলনার উপর নির্ভর করিবে; প্রকারান্তরে বলিতে গেলে, প্রজা যত মুনাফা চাহে শস্য বিক্রয় করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক মুনাফা হইতে পারে এরূপ দর আছে বলিয়াই খাজানা দিতে হয়। এই মত পূর্ব্বমত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু ইহাতেও পূর্ব্বহইতে অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে যে চাষ করিতে মূলধন প্রয়োজন হয়, মজুরদের নগদ মজুরী দিতে হয়, শস্য বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিতে হয়, যে টাকা উঠিল এবং যে টাকা খরচ হইল তাহার রীতিমত জমা খরচ রাখিতে হয়, এবং বাকী কত থাকে সূক্ষ্মরূপে তাহা নির্ণয় করিতে হয়; যেখানে এ সকল নাই সেখানে এই মত খাটে না।

ভারতবর্ষে প্রয়োজ্য খাজানা প্রণালীর যে যে বিশেষ অবস্থা থাকা উচিত তাহার কথা।

৪০। এখন এদেশে খাজানা নির্ণয় প্রণালীর অবস্থা কিরূপ এবং এ দেশের লোকের পক্ষে খাটিতে পারে খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এরূপ কোন মত স্থির করিতে হইলে তাহা কিরূপ হইবে এবং কোন্ কোন্ নিয়মে আবদ্ধ হইবে আমরা তৎসমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা জানি, যে এ দেশের প্রচলিত প্রাচীন প্রথা অনুসারে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রতি বিঘার বাৎসরিক উৎপন্নের কোন বিশেষ অংশ রাজপ্রাপ্য বলিয়া স্থির ছিল; প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের সময়ে রাজা নিজেই প্রায় সকল স্থলেই কৃষকদিগের নিকটহইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার প্রাপ্য আদায় করিতেন; তখন এই নিয়মই প্রচলিত ছিল। মুসলমানেরা এই নিয়মই বলবৎ রাখিয়াছিলেন; কেবল ফল ভাল হইবে বলিয়া কোন কোন স্থানে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাজার গৃহীত শস্যের অংশকে খাজানাই বল, রাজস্বই বল, বা করই বল, তাহাতে বড় ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই; জমীর স্বত্ব রাজার ছিল, প্রজার ছিল, অথবা সহাধিকারীরূপে উভয়েরই ছিল তাহা নির্ণয় করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে না। জমী এক বার আবাদ হইয়া চাষ হইলেই উৎপন্নের অংশ দিতে হইতই হইত; রায়তেরা উদরান্নের জন্য চাষ করিত, মুনাফার উদ্দেশে করিত না। অধিক ভূমি চাষ করিতে হইবে স্থির করিতে হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি না কেহই দেখিত না; কেবল দেখিত যে, যে ভূমিতে চাষ চলিতেছে তাহা হইতে সমস্ত লোকের অন্ন সংস্থান হয় কি না; রাজার দাবী কখনই মুনাফার উপর নির্ভর করিত না, রাজা উৎপন্নের মোট মূল্য এবং উৎপাদনের খরচ হিসাব করিয়া আপনার প্রাপ্য কখনই স্থির করিতেন না; রাজা, আপনি কত লইবেন, স্থির করিতেন, সুতরাং রাজা অল্প লইয়া অধিক দিলে প্রজাদের অবস্থা ভাল এবং অধিক লইয়া অল্প দিলে তাহাদের অবস্থা মন্দ হইত; সুতরাং প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্য যথেচ্ছাচারী রাজার যথেচ্ছ ব্যবহারের উপর নির্ভর করিত। আমরা ইতিহাস পাঠে অবগত আছি যে যদিও অতি প্রাচীনকালে হিন্দু রাজারা ছয় ভাগের এক ভাগমাত্র গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কালে অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত গৃহীত হইত; এবং যথেচ্ছ ব্যবহার দ্বারা প্রজা পীড়ন করিয়া অধিক রাজস্ব আদায়ই নিয়ম ছিল বলিয়া কোন কোন স্থলে এবং কোন কোন সময়ে, যাহারা ভূমি কর্ষণ করিত তাহাদের অতি কষ্টে উদরান্নের সংস্থান হইত। যদি কখন রাজার প্রাপ্য স্থির করিবার জন্য চেষ্টা করা হইত তাহা হইলে প্রজারা কত অল্প পাইলে কোন রূপে বাঁচিয়া থাকিয়া আগামী বৎসরের শস্য উৎপাদন করিতে পারিবে তাহাই হিসাব করিয়া দেখা হইত। কেহ কেহ মনে করেন যে, ঐ সময়ে যদিও ব্যবস্থাপক সভা হইতে অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে বলিয়া কোন আইন প্রস্তুত করা হইত না কিন্তু "দেশাচার" অনুসারে রায়ত উৎপন্ন দ্রব্যের কত অংশ দিবে তাহা এক প্রকার স্থিরই থাকিত; ইহার উত্তরে এ কথা বেশ বলা যায়, যে, দেশাচার যেমন রায়তের দেয় স্থির করিয়া দিতে পারিত, সেই রূপ সকল প্রকার প্রজাপীড়ন এবং অত্যাচারেরও (*) পোষক হইত। আমাদের পূর্ব্বতন রাজারা, প্রজারা যত দূর দিতে পারিবে তাহাই রাজপ্রাপ্য অংশের সীমা বলিয়া গ্রহণ করিতেন, খাজানা সম্বন্ধে তাঁহাদের অন্য কোন নিয়ম ছিল বলিয়া বোধ হয় না, সময়ে সময়ে আবার ইহা অপেক্ষাও অনেক পরিমাণে অধিক আদায় করা হইত, ১৮১৮ সালের (') কমিশ্যনরদের বোর্ড বলিয়া গিয়াছেন।

মুসলমানদের খাজানা প্রণালী।

৪১। মুসলমানেরা, কেবল দুই জন মাত্র ব্যক্তি ভূমিতে স্বার্থবান্ বলিয়া স্বীকার করিতেন; এই দুই ব্যক্তি রাজা ও কৃষক। কৃষকদের ভূমিতে যে স্বত্ব ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না; এই সকল স্বত্ব কি সে বিষয়ে অনেক বিবাদ আছে; আমরা সে বিবাদ ভঞ্জনের অথবা উক্ত স্বত্বের সীমা নির্দ্ধারণে যত্নপর হইব না। রায়তেরা ভূমি চাষ করিত এবং সরকারে খেরাজ দিত; খেরাজ উৎপন্নের অংশ মাত্র; সময়ে সময়ে উহা শস্যাদিরূপেই প্রদত্ত হইত; সময়ে সময়ে শস্যের মূল্যস্বরূপ টাকা প্রদত্ত হইত; সরকার এই টাকার পরিমাণ স্থির করিয়া দিতেন। যত দিন পর্য্যন্ত খেরাজ দেওয়া হইত, তত দিন ভূমি কৃষকের দখলে থাকিত; ভূমি ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য শর্ত্ত যথেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত; খেরাজ দিতে না পারিলে ফল এই হইত যে প্রজা ভূমিতে সমস্ত স্বত্ব হারাইত; এই তাহার শাস্তি ছিল। ভূমিতে যে দুই পক্ষের স্বার্থ ছিল তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ মোটামোটি এই রূপই ছিল। আমাদিগের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রণালী মুসলমানদের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র; আমাদের এরূপ বিষয়ে যে সকল ধারণা মুসলমানদের সেরূপ নহে; আমরা যদি আমাদের ভাষায় এবং ধারণানুসারে মুসলমানদের প্রণালী ব্যাখ্যা করিতে যাই,

(*) ১৭৯৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখের লর্ড কর্ণওয়ালিস লিখিত মিনিট্ এবং ১৮১৯ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখের রেবিনিউ ডেস্‌প্যাচের ৩১ প্যারাগ্রাফ দেখ।

(') ১৮১৮ সালের ২৭ অক্‌টোবর তারিখের রিপোর্টের ৩১৭ প্যারাগ্রাফ দেখ।

তাহাতে তো উহার সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা হইবেই না; বরং ভুল হইবার সম্ভাবনা। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন খেরাজই কি খাজানা? না খাজানা ইহার অন্তর্ভুক্ত? যদি ইউরোপীয় অর্থনীতিজ্ঞদের মতদ্বয়ের যে কোন মত অনুসারে খাজানা শব্দের অর্থ নির্ণয় হয় তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে খেরাজ খাজানা নহে, কোন ব্যক্তি যে সরকার এবং কৃষকের মধ্যে থাকিয়া খেরাজের কোন অংশ আত্মসাৎ করে, মুসলমানদের প্রণালীর এরূপ অভিপ্রায় নহে। কিন্তু নূতন নূতন রাজ্য অধিকার করা প্রযুক্ত সাম্রাজ্যসীমা যতই বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল ততই রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে খেরাজ আদায় করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল; হয় ত অনেক স্থলে অসম্ভবও হইল। কোথায় কোথায় অধিকৃত প্রদেশ সমূহে কৃষকের অপেক্ষা উচ্চতর স্বত্ববিশিষ্ট অনেক লোক দৃষ্ট হইল; এই সকল লোককে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া অত্যন্ত কঠিন; বরং দেখা গেল যে তাহাদের সাহায্য এবং স্থানীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা খেরাজ আদায় সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইতে পারে। এই সকল এবং অন্যান্য অনেক কারণ (যাহা এস্থলে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন) বশতঃ সরকার এবং কৃষকের মধ্যে এক দল মধ্যবর্ত্তী লোক খাড়া হইল; উহারা কখন কনট্রাক্টর, কখন ইজারদার, কখন বা কোন পূর্ব্ব সঞ্জাত স্বত্ত্ব অনুসারে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডস্থ কৃষকদের নিকট হইতে খেরাজ আদায় করিত এবং সরকারকে দিত; তাহাদের পূর্ব্বসঞ্জাত কোন স্বত্ত্ব থাকিলে মুসলমানেরা তাহার অনুসন্ধান লইতে বা সীমা নির্ণয় করিতে কখন যত্নবান হইত না। এই রূপে সুবিধামত স্থানে (৮) থাকায় তাহাদের ক্ষমতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল; এবং মুসলমান সাম্রাজ্য যতই ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল ততই উক্ত ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা এক দিকে কৃষককে পীড়ন করিয়া খেরাজ বলিয়া যত অধিক সম্ভব টাকা আদায় করিত এবং তদর্থে সরকার-প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করিত, অন্য দিকে আদায় করা টাকা যত দূর নিজে রাখিতে পারা যায় তাহার জন্য নানা প্রকার কৌশল প্রয়োগ করিত এবং সরকারের খাজানাখানায় যত দূর সম্ভব কম টাকা পাঠাইত।

৪২। রাজ্যের অবস্থা এই প্রকার এমন সময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত হইল; নূতন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর স্বত্ত্ব সমূহের নির্ণয় এবং বন্দোবস্ত করা সর্ব্ব প্রথম কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়িল। এই গুরুতর বিষয় লইয়া কত তর্কবিতর্ক হইয়াছিল; কিরূপে এই শ্রেণীস্থ জমীদারদিগকে ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করত এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছিল এবং এই মীমাংসার ফলোপধায়কতা বিষয়ে তদবধি লোকে সন্দেহ করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে উহা ভারতবর্ষীয় ইংরাজ সাম্রাজ্যের শাসন প্রণালীর ইতিহাসের অংশ বলিয়া পরিগণিত। জমীদারেরা এই রূপে আপন পদে দৃঢ় সংস্থাপিত হইয়া কৃষকদের নিকটে খেরাজ আদায় করিতে এবং গবর্ণমেণ্টে উহা প্রদান করিতে লাগিল। ক্রমে এই বন্দোবস্তের মত কার্য্য হইতে লাগিল; ইংরাজদিগের খাজানা সম্বন্ধে যে সকল ধারণা ছিল সে সকল প্রকাশ হইতে লাগিল; ইহাতে ভারতসমাজে নানাবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ জমীদারদিগের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ খেরাজ দাবী করিতে পারিবেন তাহা চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেন। জমীদারেরা ভূস্বামী, ভূম্যধিকারী ইত্যাদি বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় এবং ইংরাজদের ধারণামত কার্য্যহইতে আরম্ভ হওয়ায়, রায়তেরা জমীদারদের প্রজা হইয়া দাঁড়াইল। রায়তেরা জমীদারদিগকে নগদ বা শস্যাদিতে যাহা দিত তাহা খাজানা বলিয়া পরিগণিত হইল; জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টকে যাহা দিত, তাহার নাম হইল রাজস্ব। ইংরাজ জাতির হস্তে রাজ্যশাসন ক্ষমতা এবং বিচার ক্ষমতা রহিল, যখনই জমীদার ও রায়তদের সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁহাদের কোন কার্য্য করিতে হইত, তখনই তাঁহাদের নিজকৃত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা সমূহে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধীয় ইংরাজী আইনের যে সকল মত ও উদ্দেশ্য প্রকাশিত ও নিয়মবদ্ধ হইয়াছে সেই সকল তাঁহাদের মনে জাগরূক থাকিত; ইহার অপরিহার্য্য ফল এই দাঁড়াইল যে পূর্ব্বাবস্থা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। (৯)

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইল তাহার কথা।

৪৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে রায়তের জমীতে যে কতক স্বত্ত্ব ছিল, তাহা তখন কেহই অস্বীকার করেন নাই, এবং যাঁহাদের এবিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা এপর্য্যন্ত উহা অস্বীকারও করেন না। কিন্তু এই সকল স্বত্ত্ব কখনই স্থির বা নির্ণয় করা নাই। (১) উহার যে নির্ণয় হয় নাই তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ পূর্ব্বতন সরকারের কার্য্য প্রণালী যথেচ্ছ ব্যবহার ক্রমে সম্পাদিত হইত, আইনের সুক্ষ্ম নিয়ম ছিল না; এবং তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবার নির্দ্ধারিত প্রণালী দ্বারা বিচারকার্য্যানুষ্ঠান একেবারেই ছিল না। গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ এবং সুক্ষ্মরূপে প্রজাদের কি স্বত্ত্ব ছিল স্থির ও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্টের দক্ষতম মেম্বরেরাও বলিতেন আমাদের হস্তে খবর পাইবার যে সকল উপায় আছে তাহার দ্বারা রায়তদের স্বত্ত্ব নির্ণয় করিতে আমরা পারিলাম না। (২) তাঁহাদের আরো এই আশঙ্কা ছিল, যে উক্ত স্বত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য তদন্ত করিতে গেলে, পাছে জমীদারদের মনে সন্দেহ হয় যে গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছেন তাহা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রায়তের ভূমিতে স্বত্ত্ব ছিল; যদিও সে স্বত্ত্ব নির্ণীত ও স্থিরীকৃত নাই।

---

(৮) এই কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে করেন না যে ঐ সকল ব্যক্তিরা সকলেই নূতন লোক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে রাজা ছিলেন অথবা দেশের মধ্যে উচ্চ পরিবারস্থ সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন।

(৯) ইংরাজদের ধারণামতে কার্য্য হওয়ায় কি ফল হইয়াছে যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা শোর সাহেবের লেখা পড়িতে বলি। শোর সাহেব তৎকালের অবস্থা সম্বন্ধে নিজের মত অতি পরিষ্কাররূপে এবং দক্ষতা সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন; যদিও "তিনি পূর্ব্বাপর নজীর আছে বলিয়া রায়তদের উপর জমা ধার্য্য করণ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করায় গবর্ণমেণ্টের স্বত্ত্ব আছে" স্বীকার করিয়াছেন তথাপি "স্পষ্ট আবশ্যক না থাকিলে এরূপ হস্তক্ষেপ করা যুক্তিবিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ" বলিয়া তিনি উহাতে আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "রায়তদের খাজানার বন্দোবস্ত করা যথার্থ বলিতে গেলে জমীদার বা ভূম্যধিকারী এবং তাঁহার রায়ত এই উভয়ের কার্য্য, উহা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নহে; ইহার মধ্যে এত সুক্ষ্ম কথা আছে যে যাঁহারা এবিষয়ে বিলক্ষণ অভ্যস্ত নহেন তাঁহারা ইহার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না।" ১৭৮৯ সালের ১৮ জুন তারিখের মিনিটের ৪৩৩ পারাগ্রাফ।

(১) "রায়তদের সম্বন্ধে এই বলা যায় যে উহাদের স্বত্ত্ব অনিশ্চিত এবং অনির্ণীত"—১৭৮৯ সালের ১৮ জুনের শোর সাহেব লিখিত মিনিটের ৩৮৮ পারাগ্রাফ।

(২) ১৮১৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখের লিখিত আর্লময়রার মিনিটের ১৪৩ ও ১৪৪ পারাগ্রাফ।

এই সকল স্বত্ব স্পষ্টাক্ষরে রক্ষিত হইয়াছিল।

চিরস্থায়ী (৩) হওয়া হয় ত গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। মেম্বরদিগের মনে মনে এই ভরসা ছিল যে জমীদার ও রায়ত ইংলণ্ডীয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার ন্যায় কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে আপনা আপনি চুক্তিদ্বারা তাহা ভঙ্গ করিয়া লইবেন। কিন্তু যদিও গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রায়তদের স্বত্ব স্থির ও নির্ণয় করেন নাই, কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে যখন উপযুক্ত মনে হয় (৪) তখন উক্ত স্বত্ব নির্ণয় এবং তাহার জন্য বন্দোবস্ত করার ভার আপনাদের হস্তে রাখিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যে স্পষ্টাক্ষরে ঐরূপ ক্ষমতা আপনাদের হস্তে রাখিয়াছেন বলিয়াই এক্ষণে তদনুসারে কার্য্য করিবেন এমত নহে; গবর্ণমেণ্ট হইলেই এরূপ ক্ষমতা প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু এরূপে স্পষ্টাক্ষরে বলার গুণ এই, আমরা উহার দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে ঐ সময়ে রায়তদের স্বত্ব ছিল বলিয়া সকলেই স্বীকার করিত এবং তজ্জন্য বিচারপূর্ব্বক উল্লেখ করা হইয়াছে।

রায়তের দেয় উৎপন্নের অংশ যে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্ণীত হইবে, তদ্বিষয়ে রায়তের স্বত্ব থাকিবার কথা।

৪৪। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই রায়তদের স্বত্ব অনির্ণীত ছিল; সে সময়েও উহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া হয় নাই; তাহার পর প্রায় এক শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে; এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ প্রয়োগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব এত কাল পরে রায়তের স্বত্ব সম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন মত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহাই হউক ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রায়তদের অন্য কি কি স্বত্ব ছিল সে বিষয়ে যত কেন মত ভেদ হউক না, আমরা বিবেচনা করি একটি স্বত্বের বিষয়ে কাহারও কখন কোন সন্দেহ হইতে পারে না; সে স্বত্ব এই যে রায়তের প্রদেয় উৎপন্নের অংশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ণীত হইতে পারিবে। হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের (৫) ব্যবহার যে এই রূপ ছিল সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই; গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জমীদারদিগকে ভূস্বামী করিয়া দিলেন এবং তাহার দ্বারা বোধ হইল যে ইংরাজ ভূম্যধিকারীরা যেমন আপনার ভূমিতে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন সেই রূপ এখানকার জমীদারেরাও পারিবে; কিন্তু তথাপি রায়তদিগের স্বত্ব যে নষ্ট হইবে ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না; এবং এ দেশের প্রাচীন ব্যবস্থা (৬) অনুসারে তাঁহাদের উপর যে ভার ন্যস্ত হইয়াছে তাহাও ত্যাগ করিতে তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল না। রায়তদের যে কোন প্রকার হউক দখলীস্বত্ব থাকিলে, জমীদারের খাজানা নির্ণয় সম্বন্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার ক্ষমতার অসঙ্গত

---

(৩) "অনেকে বলিতে পারেন যদি গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে না চাহেন তবে উক্ত ভূমির মূল্য সম্বন্ধে এক্ষণে যাহা জানা আছে তাহা অপেক্ষা অধিক জানা অনাবশ্যক, যদি জমীদারের নিকট হিসাব চাওয়া যায় তাহা হইলে উঁহাদের মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইবে যে বুঝি এ ধার্য্য জমা চিরস্থায়ী হইবে না। কোর্ট অব ডিরেক্টর এ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন; এবং জমীর মূল্যের বিষয়ে স্থানীয় তত্ত্বানুসন্ধান যত্নের উৎসাহ দিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা প্রকাশ করেন যে প্রত্যেক জমীদারের কর একেবারে নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে; এবং তিনি আপন মহাল অবিবাদে ভোগ দখল ও বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে যত দিন তিনি করার মত রাজস্ব দিতে থাকিবেন তত দিন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না, এবং তাঁহার হিসাবাদির পরীক্ষা কখন করিবে না। কেবল যেখানে তাঁহার সহিত তাঁহার প্রজাদের, তালুকদারদের অথবা কোন অংশীদারের কোন বিবাদ থাকে অথবা তাঁহার উপর কোন দাবী থাকে তবে সেই বিবাদের বিচার এবং দাবী দেওনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।" ১৭৮৯ সালের ১৮ জুন তারিখের লিখিত শোর সাহেবের মিনিটের ৪৭৩ পারাগ্রাফ। ১৮১৯ সালের ১৫ জানুয়ারির রাজস্ববিষয়ক পত্রের ৩১ পারাগ্রাফ দেখ। এস্থলে আরো বলা যাইতে পারে যে ১৮১৯ সালের কোর্ট অব ডিরেক্টর এই কথাটী ভুল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ১৮১৯ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখের রাজস্ববিষয়ক ১ পত্রের ৩৮ পারাগ্রাফ দেখ।

(৪) ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৮ অষ্টম প্রকরণের ১ প্রথম দফা। ১৮১৯ সালের ১৫ জানুয়ারির রাজস্ববিষয়ক পত্রের ৩৯ পারাগ্রাফে লিখিত আছে যে "যদিও বন্দোবস্ত শেষ হইবার পর এত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে তথাপি আমরা রায়তদের স্বত্ব স্থির ও নির্ণয় করিবার জন্য যে ক্ষমতা স্পষ্ট বিধানদ্বারা আমাদের হস্তে রাখিয়াছি, এখনও সে ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিলাম না; এই কথাটি কখন উপেক্ষা করা উচিত নহে; আমাদের মতে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত কঠিন এবং অসম্ভব বোধ থাকাই হস্তক্ষেপ না করিবার কারণ।" ১৮১৮ সালের ১৭ জুলাই তারিখের লিখিত বাঙ্গালাহইতে রাজস্ববিষয়ক পত্র, ১৪৬ হইতে ১৪৮ পারাগ্রাফ।

(৫) উপরি স্থিত ৪১ পারাগ্রাফ দেখ। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্য পরিদর্শনার্থ সিলেক্টকমিটির ৫ পঞ্চম রিপোর্টের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে "যথার্থ বলিতে গেলে বোধ হয় প্রাচীন কালে খাজানার আসল মোট জমা সরকার কর্ত্তৃক নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত হইত।"

(৬) "ভূমিতে অধিকারিত্ব স্বত্ব সম্বন্ধে এই বলা যায় যে ইউরোপীয় ভূসম্পত্তির অধিকারী আপন ইচ্ছামত আপন ভূমির কিয়দংশ প্রজাবিলি করিতে এবং শ্রমজীবী নিযুক্ত করিতে ও তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু সংপ্রতি যে তত্ত্বানুসন্ধান হইয়া গিয়াছে তাহাতে জমীদার যে, ইউরোপীয় ভূসম্পত্তির অধিকারীর সহিত সমান স্বত্ববান এই রূপ প্রমাণ হয় না; বরং তত্ত্বানুসন্ধানে প্রমাণ হইয়াছে জমীদার ও যথার্থ কৃষকের মধ্যে, জমীদারের হস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্তির দাবী করিতে স্বত্ববান, গবর্ণমেণ্ট এরূপ এক দল অধস্তন ভূম্যধিকারী আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ইহাদের নাম তালুকদার, নানা শ্রেণীর কৃষকও এই দলের অন্তর্ভূত, কিন্তু ইহাদের স্বত্ব, বর্ত্তমান প্রণালীর নিয়মানুসারে চিরকালের জন্য যে সকল নিয়ম শীঘ্রই ব্যবস্থাপিত হইবে, একবারে তাহার অধীনে আসিবার যোগ্য হইতে পারে এমত স্থিরতা ও নিশ্চয়তা বিশিষ্ট নহে। ডাইরেক্টরেরা, এই স্বত্ব বিষয়ে বিশেষরূপ বিবেচনা করিবার জন্য, গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন; তাঁহারা বলেন গবর্ণমেণ্ট যখন চিরকালের জন্য নিয়ম সংস্থাপন করিবেন তখন যেন জমীদারেরা রায়তদের দখল সম্বন্ধে অন্যায় রূপে গোলযোগ না ঘটাইতে পারে এবং বে-আইনী করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অধিক আদায় করিতে না পারে, ইহার জন্য ভবিষ্যতে সময়ে সময়ে যে সকল নিয়ম বিধান করা আবশ্যক বোধ হইবে সেই সকল নিয়ম বিধানের দ্বার যেন মুক্ত রাখেন। ডাইরেক্টরেরা বলিয়াছেন এই রূপ করিলেই মোগল গবর্ণমেণ্ট যেরূপ করিতেন ঠিক সেই রূপ করাই হয়। উক্ত গবর্ণমেণ্টের এই সাধারণ মত ছিল যে প্রকৃত প্রস্তাবে যে ভূমি কর্ষণ করে সে যদি রীতিমত খাজানা দেয় তবে সে তাহার দখলী ভূমি হইতে কখনই বেদখল হইতে পারিবে না।" ডাইরেক্টরেরা আরো বলিয়াছেন "ইহার দ্বারা অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে যে খাজানা স্থির করিবার জন্য সীমা নির্দ্ধারিত ছিল, এবং উহা নির্দ্ধারণ করা জমীদারের নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত না।" পূর্ব্বের টীকাতে যে বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ইহার ঠিক পরে।—পঞ্চম রিপোর্ট।

আমরা বিবেচনা করি "যে মোট আসল খাজানা নির্ণয় যে জমীদারের আপন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের শাসন প্রণালীর সহিত জড়িত অন্যান্য নিয়ম যে রূপ এটিও সেই রূপ। ১৮১৫ সালের ৭ অক্টোবর তারিখের বাঙ্গালা হইতে লিখিত রাজস্ববিষয়ক পত্র।

হইত, সুতরাং নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া এবং দেশে প্রাচীনকালহইতে রীতি আছে বলিয়া ঐ ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টেরই হস্তে থাকা উচিত।

রায়তেরা জমীদারকে যে খাজানা দেয় তাহা দেশাচারানুসারে নির্দ্ধারিত হয় নাই, প্রতিযোগিতার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবার উপায় নাই।

৪৫। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রায়তদের যে মূল্যবান স্বত্ব ছিল সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যদিও তাহাদের কোন স্বত্ব না থাকিত, গবর্ণমেণ্ট, আপনার কর্ত্তব্য অনুযায়ী কার্য্য সুচারুরূপে করিতে হইলে, রায়তদের দেয় যাহাকে আমরা এক্ষণে খাজানা বলিব তাহার বন্দোবস্তের জন্য কেবল প্রতিযোগিতার (৭) উপর নির্ভর করিতে পারেন না। এই সকল প্রদেশে চাষ করিবার জন্য মূল ধন ব্যয় করে জমীদার ও রায়তের মধ্যস্থলে এরূপ কোন লোক নাই। এদেশে ভূমির উৎপন্ন শস্য দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিভক্ত হয়, প্রথম জমীদার, দ্বিতীয় শ্রমজীবী, যদি কৃষিকার্য্যে মূলধনের কোন কথা থাকে তবে চাষাই অতি অল্প যাহা প্রয়োজন হয় তাহা দেয়, সুতরাং সেই মূলধনী। এরূপ অবস্থায় কেবল তিন উপায়ে খাজানা নির্দ্ধারণ হইতে পারে, প্রথম, দেশাচার, দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা, তৃতীয় আইন। বাঙ্গালার শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন দেশসমূহে দেশাচারদ্বারা এখনও খাজানা নির্ণীত হয় নাই; এরূপ হইবার এক প্রধান কারণ এই যে আমাদের আইন অনুসারেই, বিশেষ কালেক্টরীর নীলামের আইনে মধ্যে মধ্যে গোলযোগ ঘটাইয়া দেয়; আর এক কারণ এই দেশাচার ত এ পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই; ভবিষ্যতে যে উহাহইতে ইহা অপেক্ষা অধিক কার্য্য হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না; যদিও হয় তবে অতি অল্পে অল্পে অনেক দিনে হইবে; অতএব এরূপ মৃদু ঔষধের উপর এরূপ গুরুতর রোগ নির্ভর করিয়া রাখা উচিত নহে। তাহার পর প্রতিযোগিতার কথা—যখন মানুষ অল্প এবং ভূমি যথেষ্ট, যখন চাষার আমদানী অল্প এবং বহুসঙ্খ্যক চাষার প্রয়োজন তখনই রায়তের বড় সুবিধা; তখন সে সুবিধামত হারে জমী পাইতে পারে। তাহার পর যেমন লোকসঙ্খ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চাষাদের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; যেখানে ভূমি কর্ষণই উদরান্নসংস্থানের একমাত্র উপায় সে স্থানে প্রতিযোগিতা অবাধে কার্য্য করিতে পারিলে, চরম ফল এই হয় যে জমীদার রায়তকে কায়দায় পাইয়া আপন সুবিধামত করার করাইয়া লন; রায়ত

(৭) মৃত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল সাহেব কটিয়ার তালুকের যে লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে যে সকল স্থলে নিজের টাকায় চাষব্যবসায়ী লোকের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে শ্রমজীবীরা ভূমির নিমিত্তে নিজেই চুক্তি করে সে সকল স্থলকেই কটিয়ার যোত বলিয়াছেন; এরূপ কোন স্থলই পরিত্যাগ করেন নাই; কটিয়ার যোতের চুক্তির কথার, বিশেষতঃ মোট খাজানা দেশাচার অনুসারে না হইয়া প্রতিযোগিতা অনুসারে নির্ণীত হইয়া থাকে। মিল সাহেব স্বরচিত অর্থনীতিশাস্ত্রগ্রন্থেরও এক সারগর্ভ অধ্যায়ে ভারতবর্ষ এবং আয়রলণ্ডের যোত সম্বন্ধে তুলনা করিয়াছেন; তিনি বলেন "কটিয়ার প্রণালীতে ভূমির উৎপন্ন দুই ভাগে বিভক্ত হয়, খাজানা ও শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিক; সুতরাং একটী স্থির হইলেই আর একটী আপনাহইতে স্থির হইয়া যায়। জমীদার যাহা না লয়েন প্রজার তাহা থাকিয়া যায়; সুতরাং প্রজার অবস্থার তারতম্য খাজানার ন্যূনাধিক্যের উপর নির্ভর করে; কিন্তু খাজানা প্রতিযোগিতাদ্বারা নির্ণীত হয়, সুতরাং যত ভূমির দরকার এবং যত ভূমি আছে এই দুয়ের অনুপাতে খাজানা নির্ণয় হয়। কত জমীর প্রয়োজন প্রতিযোগীর সংখ্যা দেখিলেই জানা যায়; এবং প্রতিযোগীর মধ্যে সমস্ত চাষী প্রজাই দেখা যায়। এরূপ যোতপ্রণালীর ফল এই যে ইংলণ্ডে যেমন লোকসংখ্যা অধিক হইলে মূলধনের ভাগ অল্প হয় এস্থলে সেই রূপ লোকসংখ্যা যত বাড়িতে থাকিবে জমীও তত মহার্ঘ হইবে; এরূপ অবস্থায় লোকসঙ্খ্যা এবং জমীর অনুপাতের উপর খাজানা নির্ভর করিবে। জমীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত, ইহা বৃদ্ধি হইতে পারে না। কিন্তু লোকসঙ্খ্যাবৃদ্ধির কোন সীমা নাই; অতএব যদি এই লোকসঙ্খ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করিবার কোন উপায় না থাকে তবে লোকের প্রতিযোগিতায় ভূমির খাজানা শীঘ্র শীঘ্রই ভয়ানক বাড়িয়া যাইবে; এই বৃদ্ধির সীমা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কেবল উহার একমাত্র সীমা এই যে খাজানা বাদে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাতে সমস্ত লোকের কোন মতে জীবন ধারণ হওয়া চাই; অতএব দেশাচার অনুসারে, পুত্রোৎপাদনবিষয়ে লোকের দূরদর্শিতা অনুসারে, অথবা পীড়া এবং অনাহারে যে পরিমাণে লোকসঙ্খ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় সেই পরিমাণে কটিয়ার যোতের ফল ফলিয়া থাকে।"

"কটিয়ার যোতপ্রণালীতে শ্রমজীবীদের অবস্থা যে কখনই উন্নত হইতে পারে না এরূপ বলা অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। যদি কোন দেশের লোকের উচ্চপ্রণালীমত সুখস্বচ্ছন্দে থাকা স্বভাবসিদ্ধ হয়, যদি উহাদের স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন হয় এবং যত ক্ষণ সেই ব্যয়ের উপযোগী যথেষ্ট না থাকে তত ক্ষণ অধিক হারে খাজানা দিতে না চাহে, যদি অল্প পরিমাণে উহাদের সঙ্খ্যাবৃদ্ধি হওয়াতে, প্রতিযোগিতায় খাজানাবৃদ্ধি করিবার জন্য বহুসঙ্খ্যক কার্য্যহীন বেকার লোক না থাকে, এবং কৃষিকার্য্যের দক্ষতাবৃদ্ধি অনুসারে উৎপন্নের বৃদ্ধি না হইলে নিজের অসুবিধা করিয়া উচ্চহারে খাজানা দিতে অসম্মত হয় এরূপ লোকের মধ্যে কটিয়ার যোতপ্রণালী প্রচলিত আছে বলিয়া যদি আমরা মনে করিতে পারি তাহা হইলে অন্য অন্য যোতপ্রণালীর ন্যায় ইহাতেও কৃষকেরা পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার পাইতে পারে এবং জীবনধারণের ও সুখস্বচ্ছন্দের উপযোগী অনেক টাকা থাকিতে পারে, কিন্তু যত ক্ষণ তাহাদের খাজানা কেবল জমীদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তত ক্ষণ টসকানি দেশীয় প্রণালীমত মেটায়র্ অথবা ভাগযোত কৃষকেরা জমীর সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট হইয়া যে সকল সুবিধা ভোগ করে, কটিয়ার যোতবিশিষ্ট প্রজাদের অদৃষ্টে কখনই সে সুবিধা হইতে পারিবে না, উহারা ভূম্যধিকারীর মূলধন ব্যবহারও করিতে পারিবে না এবং চিরস্থায়ী যোত থাকিলে প্রজার কায়মনোবাক্যে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিবার যেরূপ প্রবল ইচ্ছা থাকে তাহাও কখনও থাকিবে না; বরং নিজের যত্নে যদি ভূমির মূল্যবৃদ্ধি হইয়া যায়, তবে হয় আগামী বৎসরে না হয় যখন মেয়াদ ফুরাইয়া যাইবে তখন আপন ভূমির খাজানাবৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন ফল হয় না। ভূম্যধিকারীদের ন্যায়পরতা ও সুবুদ্ধি থাকিলে প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের যে সুবিধা করিয়া দিয়াছে সে সুবিধা গ্রহণ না করিতে পারেন; এবং ভিন্ন ভিন্ন জমীদারেরা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এই সুবিধা ত্যাগও করিতে পারেন। * * * * * * * * * কেবল নিম্নলিখিতরূপ প্রথা প্রচলিত হইলেই এই সকল অনিশ্চয়তা নিবারণের একমাত্র উপায় হইতে পারে। সে প্রথা এই যে, সেই দখলকার আপন যোতে চিরস্থায়ী হইবে এবং সমাজের সাধারণ লোকের মত অনুসারে যেরূপ বৃদ্ধি মঞ্জুর হইবে তদতিরিক্ত স্থলে খাজানাবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিবে না। * * * * * * যদি আইন অথবা দেশাচারদ্বারা মোট খাজানা সীমাবদ্ধ করা না হয় তাহা হইলে মেটায়রপ্রণালীর যত কিছু অসুবিধা সমুদয়ই কটিয়ার প্রজাকে ভোগ করিতে হইবে। * * * * * * যে স্থলে প্রজাদের স্বভাব এই যে কষ্টসৃষ্টে প্রাণধারণ উপযোগী আহার সংগ্রহ অসম্ভব না হইলে তাহাদের সঙ্খ্যাবৃদ্ধি কোন মতেই বন্ধ হয় না এবং যখন কেবল ভূমিহইতেই এই সমস্ত আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয় তখন খাজানার মোট সম্বন্ধে যত কেন সর্ত্ত করা হউক না সে সমস্তই নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। বহু লোকের প্রতিযোগিতা হেতু প্রজারা যাহা দিতে কখনই সমর্থ হইবে না সেই জমা দিব বলিয়া স্বীকার করিবে এবং যখন সাধ্যমত সমস্ত দিয়া ফেলিবে তখনও জমীদারের খাতায় তাহাদের নামে অনেক বাকী থাকিবে।' এই উদ্ধৃত অংশের মর্ম্ম অনুসারে যে স্থলে কৃষিজীবী লোকদের স্বভাব বা প্রচলিত প্রথা প্রজাদের যুক্তিসঙ্গত সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপযোগী দ্রব্য রাখিয়া খাজানা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে না পারে সে স্থলে ব্যবস্থাপকসভার পক্ষে ঐ খাজানাসীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত বোধ হয়; এরূপ না করিলে যখন লোকসঙ্খ্যা কিয়দ্দূর বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে তখন অতি নিকৃষ্ট কটিয়ার প্রণালীতে যে ফল ফলিয়া থাকে সেই ফল ফলিবে।

হয় এই করারে (৮) রাজী হউক, না হয় অনাহারে প্রাণত্যাগ করুক। এই রূপে একটীবৃহৎ দেশের সমস্ত কৃষিজীবী প্রজা দরিদ্র ও শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়;—গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে এরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দিলে বড়ই নিন্দার কথা। যদিও উৎপন্ন স্বত্বের উপর যত দূর সম্ভব সদয় ব্যবহার করা উচিত তথাপি দেশের ভূমিতে দেশবাসীমাত্রেরই সমান অধিকার; উহা যে জন কয়েক লোক আত্মসাৎ করিয়া সমাজস্থ অধিকাংশ লোককে চিরকালের জন্য লক্ষ্মীছাড়া করিয়া ভুলিবে এরূপ হইতে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কখনই উচিত নহে; তাহাতে আবার যদি ভূমিসংক্রান্ত আইনের সংশোধন বা পরিবর্ত্তনদ্বারা অথবা অবলম্বিত অন্য কোন কার্য্যের সহযোগে এই দুর্গতি পরিহার করিতে অথবা ইহার প্রতীকার করিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহা না করা নিতান্ত অন্যায়।

বাঙ্গালা ও বেহারে খাটিতে পারে এরূপ খাজানা সম্বন্ধীয় মত।

৪৬। এদেশের প্রাচীন শাসনপ্রণালীর আলোকে আলোকিত হইয়াই হউক, অথবা প্রজাবর্গের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করাই গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই হউক, যেরূপেই আমরা এ বিষয় পরীক্ষা করি আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে এই সকল প্রদেশে প্রজা জমীদারকে কত খাজানা দিবে গবর্ণমেণ্টের তাহা স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। এই মত অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবে যে এদেশে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত মূলধনের অতিরিক্ত মুনাফা ধরিয়া খাজানা নির্ণয় করিতে গেলে চলিবে না; এবং মূলধনের মুনাফার উপর ভূমির খাজানা নির্ভর করে, কিম্বা উক্ত মুনাফা অনুসারে ভূমির খাজানা নির্ণীত হয় একথা বলিলেও চলিবে না; যে খাজানা সম্বন্ধীয় মত এদেশে ঠিক খাটিতে পারে তাহা এই;—খাজানা ভূমির উৎপন্নের অংশ; উহা হয় নগদ না হয় শস্যে দিতে হইবে; গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে অংশ স্থির করিয়া দিবেন কৃষকেরা সেই অংশ নগদ বা শস্যে জমীদারকে অথবা জমীদার যাহাকে নিজ স্বত্ব হস্তান্তর করিয়াছে তাহাকে দিবে। এক্ষণে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এরূপ অংশ নিরূপণ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট কি নিয়ম অনুসারে নিরূপণ করিবেন? কত অংশ ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে? আমাদের উত্তর এই যে ভূমির উৎপন্নহইতে কৃষক কৃষিকার্য্য চালাইতে পারিবে, নিজে যত দূর স্বচ্ছন্দে থাকা যুক্তিসঙ্গত তত দূর স্বচ্ছন্দে থাকিবে এবং স্বদেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির, যত দূর যুক্তিসঙ্গত, অংশ গ্রহণ করিবে; এই সকল করিয়া উৎপন্নের যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবে সেই অংশই খাজানা।

এই মত চালাইতে গেলে এই সকল প্রদেশে সর্ব্বত্র খাটিতে পারে এরূপ পরিমাপক মিলিবে না।

৪৭। যখন আমরা উক্ত মত অনুসারে এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমরা দেখিতে পাই যে সকল প্রকার অবস্থাতেই খাটিতে পারে এরূপ একটি নিয়ম নির্দ্ধারণ করা একবারে অসম্ভব। আমাদের সম্মুখে কোন বোর্ড নাই, যাহাতে এক কথা লিখিয়া রাখিলেই চলিবে। প্রায় এক শত বৎসরের কার্য্যগতিতে ভিন্ন লোকের এবং ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের নূতন নূতন সম্বন্ধ উত্থাপিত হইয়াছে; আমাদের ধারণামত কোন এক নূতন নিয়ম ধরিয়া কার্য্য করিবার জন্য উক্ত সকল সম্বন্ধ একেবারে ঘুচাইয়া দিলে, উৎপন্ন স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং লোকের এক্ষণে যেরূপ মনের ভাব আছে তাহাতে গোলযোগ করিয়া দেওয়া হয়; এরূপ করিলে এ ব্যাপারে লিপ্ত সমস্ত লোককে অসন্তুষ্ট করা হয় এবং তাহাতে রোগ অপেক্ষা ঔষধে অধিক হানি হয়। আমরা যদি এই সকল প্রদেশের সমস্ত কৃষিজীবী লোকদিগের জন্য মোটামুটি স্বচ্ছন্দের একই রকম পরিমাণ স্থির করিয়া দিই তাহা হইলে বেহারের রায়তদিগকে এত আয়েশ দেওয়া হইবে যে হঠাৎ এরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনে তাহারা অত্যন্ত আয়েশী এবং অলস হইয়া পড়িবে এবং পরিশ্রম করিবে না, কিন্তু অন্য অন্য প্রদেশের কৃষিজীবী লোকদিগের বর্ত্তমান সুখস্বাচ্ছন্দ্যের হানি বই বৃদ্ধি করা হইবে না। বর্ত্তমান খাজানার অসমতার মূল কারণ সকল এক শত বৎসরের অধিকাংশের অতীত ইতিহাসে নিহিত রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জিলার লোকসংখ্যার আধিক্য বা অল্পতা, বর্দ্ধনশীল সমাজের অভাব পূরণার্থ লভনীয় অনাবাদী ভূমির পরিমাণ, কোন কোন ভূম্যধিকারীর তেজস্বিতা, এরূপ তেজস্বিতা যখন আইনের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তখন তাহাকে সীমাবদ্ধ করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটের কাছারীর দূরতা বা নৈকট্য, দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের রায়তদিগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ

---

(৮) বেহার এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালায় কৃষকের অবস্থাগত প্রভেদই প্রতিযোগিতায় পূর্ব্বোক্ত অবস্থাদ্বয়ের উদাহরণস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেণ্ট রায়তকর্ত্তৃক জমীদারকে দেয় খাজানা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আপনাদের আছে বলিয়া প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তদনুসারে কোন কার্য্য করিলেন না; বরং প্রজা ও জমীদার আপনাদের মধ্যে যেরূপ পারে খাজানা স্থির করিয়া লউক এই বলিয়া তাহা স্থির করিবার ভার উহাদেরই হস্তে ফেলিয়া রাখিলেন (১৮১৯ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখের রাজস্ব বিষয়ক পত্রের ৪৬ হইতে ৫৪ পারাগ্রাফ পর্য্যন্ত দেখ)। পূর্ব্ব বাঙ্গালা অপেক্ষা বেহার প্রদেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় জমীর প্রয়োজন অত্যন্তবৃদ্ধি হইয়াছে,সুতরাং ভূম্যধিকারী শেষোক্ত প্রদেশে সমস্ত সুবিধাই পাইয়াছেন এবং শস্যাদিতে দেয় খাজানাপ্রণালী বজায় রাখিয়া খাজানা এত দূর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছেন যে অবশিষ্টে প্রজাদের অতি কষ্টে জীবনধারণ হয় কি না সন্দেহ। অপরন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অনাবাদী ভূমি যথেষ্ট ছিল, কৃষকের সংখ্যা অল্প, এই জন্য কৃষকেরা সুবিধা পাইত এবং অতি সুবিধামত হারে জমী লইতে পারিত। এই কারণবশতঃ পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অল্প খাজানায় অনেক প্রকার যোত আছে, সেরূপ যোত বেহার দেশে একবারেই নাই। যাহা হউক, এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে, যদি কেবলমাত্র বাধাশূন্য প্রতিযোগিতার উপর খাজানা নির্দ্ধারণ ফেলিয়া রাখা যায় তবে উক্ত প্রকার যোত সকল স্বাভাবিক প্রবলতার গতিরোধ করিবে। এই সকল যোতদারেরা যেখানে লোকসংখ্যা ভূমি সম্পর্কে বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে সেখানে শীঘ্র শীঘ্রই মধ্যবর্ত্তী লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কোরপা বিলি করিয়াছে; এক জন কোরপা প্রজা আর এক জন কোরপা প্রজাকে বিলি করিয়াছে, এইরূপে অনেক শ্রেণীর কোরপা প্রজা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহাতে হইতে পারে যে এই মধ্যবর্ত্তী নানাবিধ স্বার্থ থাকায়, সচরাচরই এরূপ স্বার্থ ক্রয় বিক্রয় হওয়ায় এবং সকলেই এরূপ স্বার্থ পাইতে আগ্রহবান্ হওয়ায় পরিণামে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রণালী উন্নত হইবার বিষয়ে অনুকূলতা করিবে, কিন্তু যদিও এখন যেরূপ আছে, তাহাতে দেশের অবস্থা ভালই বলিতে হইবে, তথাপি লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করিবার কোন বিশেষ উপায় না থাকাতে উহা যে শীঘ্র শীঘ্রই জঘন্য কটিয়ারের অবস্থায় উপনীত হইবে এরূপ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। এরূপ আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নহে তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা রঙ্গপুর আদালতের উকীলদের ১৮৭৩ সালের লিখিত পত্রহইতে নিম্ন লিখিত পংক্তি কয়টী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জমীর প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক; এবং কৃষকশ্রেণী যতই বৃদ্ধি হইতেছে ততই ভূমিপ্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতা ও তৎসঙ্গে খাজানার হারও বৃদ্ধি হইতেছে। এই শ্রেণীর লোকের জমী পাইবার ইচ্ছা এত অধিক যে তাহারা সময়ে সময়ে এত অধিক খাজানা দিব বলিয়া স্বীকার করিয়া বসে যে নিজের উপস্বত্ব কিছুই থাকে না; জমীদারেরাও এই সুযোগে আপনাদের খাজানা বৃদ্ধি করিয়া লইতে কোন মতেই ছাড়েন না।"

অত্যাচার নিবারণ-ক্ষমতা, অন্য অন্য ভূম্যধিকারীদের আলস্য, গবর্ণমেণ্টেরকার্য্যাধ্যক্ষতার পৌনঃপুন্য; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষের আধিক্য বা অল্পতার ফলাফল, এখনও সকল জিলায় রেল ও রাস্তার সমতুল্যরূপ সুবিধা না হওয়াতে রেল এবং রাস্তাদ্বারা গমনাগমনের সুবিধা এবং অসুবিধা, বড় বড় নদীর গতি এবং কার্য। এই সকল কারণে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যেরূপ অসমতা উৎপাদন করিয়াছে, আইনের দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি বা খাজানা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে হইলে সে সকল অসমতা বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক; এই জন্য বর্ত্তমান খাজানাই যে আমাদের কার্য্যপ্রণালীর মূলভিত্তি হইবে এ বিষয়ে আমাদের সকলের একমত; অর্থাৎ কোন নূতন এবং একই নিয়ম ধরিয়া কখনই বর্ত্তমান খাজানা উঠাইয়া দেওয়ার কোন চেষ্টা করা হইবে না: এবং খাজানা হ্রাস হইবার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত কারণ ব্যতিরেকে কোন অঞ্চলের সাধারণতঃ খাজানা কমাইয়া দিবার কোন আবশ্যকতা নাই এবং এই সঙ্গে আমরা ইহাও বিবেচনা করি যে ভবিষ্যতে খাজানাবৃদ্ধির নিয়ম করিতে হইলে বর্ত্তমান অসমতার বিষয়ে যত দূর যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; এবং যে সকল ভূম্যধিকারীরা, পূর্ব্ব উল্লিখিত কারণসমূহের কার্য্য তাঁহাদের অনুকূল হইয়াছিল বলিয়া অন্য ভূম্যধিকারী অপেক্ষা অধিক লাভবান হইয়াছেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা আর উক্ত প্রকার সুবিধা পাইবার অধিকারী নহেন এ কথাও মনে রাখা উচিত।

খাজানা বৃদ্ধি করার কোন সহজ ও সর্ব্বতোমুখ নিয়ম অসম্ভব।

৪৮। খাজানাবৃদ্ধির কি কোন সহজ এবং সর্ব্বতোমুখ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইতে পারে? আমরা এই গুরুতর ব্যাপারের আলোচনায় উপনীত হইলাম; আমাদের মতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর নিষেধসূচক বাক্যেই দিতে হইল; এই বিষয় অনেক প্রসিদ্ধ কার্য্যদক্ষ লোক অনেক বার আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যতই তর্কবিতর্ক করুন, কিছুতেই সহজ এবং কার্য্যোপযোগী এমন কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই যাহা যেরূপ অবস্থাতেই এবং যেরূপ স্থানেই প্রযুক্ত হউক না সর্ব্বত্র সন্তোষজনক ফল উৎপাদন করিবে। পুনরায় এই বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া এবং পুনরায় এরূপ সর্ব্বতোমুখ নিয়ম আবিষ্কার করিতে গিয়া আমাদের পূর্ব্বতন অনুসন্ধানকারীরা যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছি এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতার আলোকে যাহা কিছু নূতন দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা তদ্বিষয়েও অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু আমাদের চরম সিদ্ধান্ত এই হইয়াছে যে এরূপ নিয়ম আবিষ্কার এবং নির্দ্ধারণ (৯) করা যাইতে পারে না। এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলিতেছি না; এরূপ সর্ব্বতোমুখ নিয়ম যে কেবল একটীমাত্র ধারায় ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না এরূপ নহে; কিন্তু উহা ব্যবস্থাপিত হইলে দ্বিতীয় ড্রেকোর দণ্ডবিধি হইয়া দাঁড়াইবে; এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে হইলে উভয় পক্ষের প্রতি এত অবিচার করা হইবে যে সকলে মিলিয়া উহা রদ করাইবার জন্য ব্যস্ত হইবে।

যে সকল বিষয়ের উপর খাজানা নির্ভর করে তাহার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

৪৯। যতই অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয় ততই দেখা যায় যে সকল দেশেই কৃষি কার্য্যের ফলাফল অত্যন্ত অনিশ্চিত; কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ অনিশ্চিততা যত অধিক এরূপ আর কোথায় নহে। এই অনিশ্চিততা প্রযুক্ত অনেক বৎসরের গড় হিসাব করিয়া প্রতিবৎসর উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধিজনিত কষ্ট নিবারণের কোন উপায় করা অত্যন্ত কষ্টকর। অন্য দেশের কৃষিজীবীরা আপনাদের মূলধনের উপর নির্ভর করিয়া অসামান্য দুর্বৎসর পরম্পরায়ও পরিত্রাণ পাইয়া যায়; তাহাদের ভরসা থাকে দুঃসময়ে তাহারা যাহা ব্যয় করিয়া ফেলিল, আবার সুসময় উপস্থিত হইলে অধিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায়দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া লইবে; কিন্তু এ দেশে মূলধনের নামমাত্রও নাই; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত গড় গণনা করিতে না পারা প্রযুক্ত অতি ভীষণ ফল উৎপন্ন হয়। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও জমির উর্ব্বরতা মাটি এবং তলামাটির উপর নির্ভর করে এবং এই সকল দেশে যে বহুসংখ্যক প্রকারের মাটি ও তলামাটি আছে, রায়তেরা তাহা বিলক্ষণ জানে; আকবর বাদশাহের সময়হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যত বার বন্দোবস্তের চেষ্টা হইয়াছে সে সকলেই এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মাটি ও তলামাটির কথা আছে এবং সেই মতে বন্দোবস্ত হইয়াছে। কোন কোন জমীর মাটিতে শীঘ্রই চাষ দেওয়া যায়, কোন কোন জায়গায় অধিক পরিশ্রম লাগে, এই একটী গুরুতর বিষয়; এ বিষয়ের বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক; কারণ এখানে অধিকাংশ কার্য্যই হাতে করিতে হয়, মনুষ্যের পরিশ্রমের সহায়তার জন্য গরুই একমাত্র উপায়; কিন্তু সেই গরুও কমজোর এবং তাহাদের পেশী অতি অল্প; দেশের মূলধন একেবারেই নাই এবং জমীর অবস্থা যেরূপ তাহাতে, মনুষ্যের পরিশ্রমের সাহায্যজন্য যে কোন নূতন উপায় অবলম্বিত হইবে তাহারও সুবিধা নাই। চরের (১০) পলীমাটির উপর কেবল বীজ ছড়াইবার পরিশ্রম করিলেই প্রচুর ফসল হয়; আবার গ্রীষ্মকালে যখন আকাশ পিঙ্গলবর্ণ এবং পৃথিবী লৌহময়ী, আকাশহইতে সূর্য্যদেব অনবরত অগ্নি বৃষ্টি করিয়া উচ্চ মাঠের (১১) শক্ত মাটি পুড়াইয়া তুলেন এবং বৃষ্টি হইয়া মাটি যে একটু নরম হইবে তাহাও হয় না, তখন ঐ মাটি উল্টাইতে কৃষকদের গলদ্ঘর্ম্ম হয়, বলদ হাঁপাইতে থাকে, অথচ ধান্য রোপণের সময় পর্য্যন্ত ভূমি চাষ করা শেষ হয় কি না সন্দেহ; চরের মাটিতে শস্য উৎপাদন করার সহিত তুলনা করিলে এরূপ একটী মাঠের সমস্ত ভূমিতে এক ২ গাছ করিয়া ধান্য রোপণ করা যে কত কঠিন তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। মনে কর যত জমীর প্রয়োজন তত জমী মিলিতে পারে তথাপি সচরাচর কৃষকপরিবারে যত লোক থাকে তাহারা সকলে পরিশ্রম করিলে প্রথমোক্ত স্থলে যত শস্য উৎপন্ন হইতে পারে দ্বিতীয় স্থলে তত হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি খাজানা বলিয়া উৎপন্নের অর্দ্ধেক দিতে হয় তাহা হইলে এক শত কাঠার অর্দ্ধেক এবং তিন শত কাঠার

(৯) "প্রত্যেক গ্রামে খাজানার হার ভিন্ন ভিন্ন; কেবল যে ভূমি ও শস্যের তারতম্য অনুসারে খাজানার তারতম্য হয় এরূপ নহে, অনেক সময়ে কৃষকদিগের জাতিগত বৈলক্ষণ্য হেতুও খাজানার বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। ইহাহইতে এই অনুমান হয় যে কোন সাধারণ নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব, এবং এই বিষয় বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পূর্ব্বে যত চেষ্টা হইয়াছে সে সমুদয় চেষ্টা কেন বিফল হইল ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে এইমাত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে যে রাজকীয় কর্ম্মচারীরা যাহা স্বভাবতই নানা প্রকারের তাহাকে সহজ ও সর্ব্বতোমুখ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধান ব্যতিরেকে কোন বিষয়ই ঠিক জানা যায় না, তাঁহারা ধীরতা সহকারে সেই সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই।" ১৮২২ সালের ১ লা আগষ্টের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রেজলিউশন।

(১০) চর বলিতে গেলে নদী মধ্যস্থিত দ্বীপ অথবা পলী পড়িয়া যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে বুঝায়।

(১১) মাঠ বলিতে গেলে প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকে যে সকল বৃক্ষাদি জন্মে সেইরূপ দুই শ্রেণীর মধ্যস্থিত বৃক্ষাদিশূন্য পরিষ্কৃত সমতল ক্ষেত্রকে বুঝায়।

অর্দ্ধেক অনেক তফাৎ হয়। এক স্থলে খাজানা দিয়া বাকী শস্যে কৃষকদিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে আর এক স্থলে চলে না। যেখানে কৃষিকার্য্য করিতে কত মজুরি লাগিবে হিসাব করিয়া কৃষকেরা কত জমী লইব স্থির করে না সেখানে লোকসঙ্খ্যা কত এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী পতিত ভূমি কত ধরিয়া উহার পরিমাণ স্থির হইতে পারে। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন কারণে একই ফল উৎপন্ন হয়। তাহার উপর আবার জমী সুবিধামত জায়গায় থাকিতে পারে নাও পারে, সেই সুবিধা বা অসুবিধার পরিমাণও কত প্রকারই হইতে পারে। যে খানে খাজানা টাকায় দিতে হয় সে খানে দেনা টাকা শোধ করিবার জন্যে কৃষককে তাহার শস্যের কিয়দংশ অবশ্য বিক্রয় করিতে হয়। যদি হাট বাজার নিকটে থাকে তাহা হইলে বহনী খরচা অতি অল্পই লাগে এবং যখন দর খুব সুবিধা থাকে কৃষক তখনই যাইয়া বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু যদি সেই শস্য তাহাকে রাস্তাশূন্য মাঠ দিয়া সেতুহীন নাল পারা হইয়া অনেক দূরে কোন হাটে লইয়া যাইতে হয় এবং সেখানকার দর জানা না থাকে তাহা হইলে বহনী খরচাই বিষম হইয়া উঠে। কোন কোন জমী গ্রামের নিকট খামারের কাছে সুতরাং শস্য যেমন উঠিল অমনই গোলাজাত হইল; কিন্তু যখন জমী অনেক দূরে মাঠের মধ্যে এবং শস্য বলদের পিঠে বা মানুষের মাথায় আনিতে হইবে তখন আর এক রূপ, রাস্তায় যাইবার সময় অনেক শিষ পড়িয়া যাইবে; শুদ্ধ তাহাই নহে কৃষক যে সময় বলদের জন্যে অথবা তাহার প্রতিবেশীদিগের সাহায্যের জন্যে হাঁ করিয়া আছে—সকলেই ব্যস্ত—কেহ আসিতেছে না সেই সময় পাখিতে, গরুতে আর কাছে জঙ্গল থাকিলে বন্যশূকরে তাহার অনেক অপচয় করিয়া ফেলে। কোথাও আমন ধানের সময় জল হইল না কোথাও আবার আশু ধানের সময় কোথাহইতে বন্যা আসিয়া সব ডুবাইয়া ফেলিল। কোন জায়গায় জমী এত অধিক আছে যে চারি ভাগের এক ভাগ জমী প্রতিবৎসর পতিত রাখিতে পারা যায়, আবার কোন কোন স্থানে জমীর বিশ্রাম নাই এবং কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে গোময় পর্য্যন্ত পোড়ায় এ জন্যে সারও মিলে না। কোন পরগণার বয়ঃপ্রাপ্ত লোক সবল এবং সুস্থ তাহারা পরিশ্রম করিতে পারে, আবার আর এক পরগণায় জল বায়ু এত জঘন্য যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক পালাজ্বরে শয্যাগত এবং অবশিষ্ট কেহ বা ভুগিতেছে কেহ বা সারিয়াছে কেহ বা সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিতে পারে নাই সুতরাং কৃষিকর্ম্ম করিতে যে শ্রম আবশ্যক তাহা কেহই করিয়া উঠিতে পারে না। কোন জিলায় কেবল এক শ্রেণীর মাত্র ভূম্যধিকারী উৎপন্নের অংশভাগী কোথাও আবার জমীদার ও কৃষকের মধ্যে অনেক শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোক আছে। তাহাদের ভিন্ন ২ নাম ও ভিন্ন ২ প্রকারের স্বত্ব। এই সকল প্রদেশে যে সকল কারণবশতঃ খাজানার তারতম্য ও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে তাহার কতকগুলি উক্ত হইল (১)। এমন কোন সহজ নিয়ম নাই যাহা সকলের প্রতি সমান রূপে খাটিতে পারে। যদি প্রত্যেক স্থলে অসাম্যের এই সকল কারণ ধরিয়া তাহার কোন ব্যবস্থা না করা যায় তাহা হইলে খাজানার ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত হার স্থির করা যায় না। কারণ ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত হইতে হইলে উহা যেমন সাধারণ নিয়মে খাটে সেই রূপ প্রত্যেক বিশেষ স্থলেও খাটা উচিত।

পূর্ব্বোক্ত হেতুমূলক সাধারণ সিদ্ধান্ত।

এই রূপ খাজানা বন্দোবস্ত ও বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া আমাদের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ব্যবস্থাপকসভার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাকর উপায় এই যে সভ্যেরা কতকগুলি মোটামুটি নিয়ম বাঁধিয়া দিবেন, গবর্ণমেন্টের বিচার ও কর্ত্তৃত্ব কার্য্যবিভাগের কর্ম্মচারীগণ সেই নিয়ম অনুসারে খাজানা সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং বাঙ্গালা দেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাদিগের অবস্থাগত আকস্মিক বিষম পরিবর্ত্তন নিবারণ করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীগণের অভিজ্ঞতা অনুসারে আবশ্যক বলিয়া নির্ণীত কতকগুলি নিষেধ বিধির বিধান আবশ্যক।

খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান মূল ব্যবস্থা।

৫০। আমরা এক্ষণে খাজানা সম্বন্ধীয় সারসংগ্রহ ও তর্ক বিতর্কের পর এই সকল প্রদেশে খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল বিধান করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা এবং অপকারের সম্ভাবনা নাই সেই সকল বিধান ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইব। এই গুরুতর বিষয়ে যে সকল আইন আছে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা নির্ণয় করা প্রথমতঃ আবশ্যক। (১) তালুক ও পেটাও তালুকের খাজানা বৃদ্ধি করিবার কোন স্পষ্ট বিধান নাই, এরূপবিধান নাথাকায় অনেক ব্যয়কর মোকদ্দমা উপস্থিত হয় (২) দখলীস্বত্ত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজানা বৃদ্ধি কেবল নিম্নলিখিত তিনটী কারণের যে কোন এক বা অধিক কারণ বশতঃ হইতে পারে। সে তিনটী কারণ এইঃ—(ক) সেই প্রকার সুবিধাবিশিষ্ট সেই প্রকারের নিকটবর্ত্তী ভূমির জন্য দেয় প্রচলিত খাজানার হার অপেক্ষা কোন ভূমির খাজানার হার ন্যূন হইলে (খ) রায়তের খরচ ও চেষ্টা ব্যতিরেকে অন্যকারণ বশতঃ ভূমির উৎপন্ন অথবা উহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে (গ) যে পরিমিত ভূমির জন্য রায়ত পূর্ব্বে খাজানা দিত প্রকৃত প্রস্তাবে জরীপ করিয়া ভূমি তাহা অপেক্ষা অধিক আছে প্রমাণ হইলে। দখলী স্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে, যে বৎসরের খাজানা বৃদ্ধি করিবার প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহার পূর্ব্ব বৎসরের শেষে নোটিস দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। না দিলে কোন ক্রমেই খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারেনা। (৩) যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ত্ব জন্মে নাই অর্থাৎ যে স্থলে রায়তের বার বৎসর ভোগ হয় নাই সে স্থলে খাজানা বৃদ্ধি করিবার স্পষ্ট কোন বিধান নাই। যদিও বিধান আছে যে জমী তাহার দখলে থাকিলে যুক্তিসঙ্গত খাজানা অপেক্ষা অধিক দাবী করা হইবে না কিন্তু কাজে এই দাঁড়াইয়াছে যে যদি কোন রায়ত দাবী করা বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে ভূম্যধিকারী তাহার সোত উচ্ছেদ করিয়া দেন।

তালুক ও পেটাও তালুকের খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত নিয়মসমূহ।

৫১। আমরা এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, আলোচনা করিতে হইলে প্রথম হইতেই আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ আমরা তালুক ও পেটাও তালুকের খাজানা বৃদ্ধি করার দাবী সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিয়াছি যে যে স্থলে খাজানা বৃদ্ধি দাবী করা যাইতে পারে (সকল স্থলে দাবী করা যায় না) সে স্থলে নিকটবর্ত্তী স্থানে সেই প্রকারের তালুক বা পেটাও তালুকের জন্য লোকে সচরাচর যে হারে খাজানা দেয় সেই পর্য্যন্ত খাজানা

---

(১) যখন খাজানা টাকায় দেওয়া হয় তখন শস্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধিও এই রূপ একটী গোলযোগের কারণ। "অন্য অন্য দেশের অপেক্ষা ভারতবর্ষে শস্যাদির মূল্যের হঠাৎ হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এই হেতু ইহার অনেক প্রদেশে টাকায় যে খাজানা ধার্য্য আছে তাহা যদিও আদৌ ন্যায্য ছিল, এক্ষণে অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" ১৮৩২ সালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্য বিষয়ে কমন্স, হাউসের সিলেক্ট কমিটির যে সাক্ষ্য দেওয়া হয় তাহার মিনিটের পরিশিষ্টের ৫৬ পৃষ্ঠা।

বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যে স্থলে এরূপ প্রচলিত কোন হার নাই সে স্থলে আদালত যেরূপ ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত মনে করেন সেই রূপ আজ্ঞা দিবেন। কিন্তু তালুকদারের বা পেটাও তালুকদারের লাভ যেন, রায়তেরা তাঁহাকে মোট যে খাজানা দেয় সরঞ্জামী খরচ বাদে তাহার শতকরা, কেবল পরে যে কতক গুলি বিশেষ অবস্থার কথা বলা যাইবে তাহার অনুপস্থিতিতে, ত্রিশ ভাগের অধিক না হয় (পাণ্ডুলিপির ৯ ধারা দেখ)। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ১৮১২ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৮ ধারার লিখিত নিয়ম অনুসারে আমরা সরঞ্জামী বাদে যে টাকার কথা এইমাত্র কহিতেছিলাম উহার শতকরা দশ ভাগের অধিক তালুকদারকে রাখিতে দেওয়া হইত না। ১৮৫৯ সালের ১০ দশ আইনে ঐ ধারা রদ করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু অনবধানতা বশতঃ তাহার পরিবর্ত্তে কোন বিধান করা হয় নাই; কিন্তু ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত খাজানা স্থির করিতে হইলে বিচার-পতিরা পূর্ব্বোক্ত ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ আইনে আছে বলিয়া বরাবর শতকরা দশ ভাগই যে যথেষ্ট মনে করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আমরা এবিষয়ে প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়াছি। আমাদের অধি-কাংশ মেম্বরের বিবেচনায় শতকরা দশ ভাগ অত্যন্ত অল্প বলিয়া বোধ হয়; এজন্য আমরা তালুকদার বা পেটাও তালুকদারকে অধিক দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে করিয়াছি, অর্থাৎ সচরাচর স্থলে (২) অত্যন্ত অধিক হইলে উক্ত তা-লুকদার ত্রিশ ভাগের অনধিক ভাগ লইতে পারে। প্রসিদ্ধ জঙ্গলবুরী যোত স্থলে আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি (১২ ধারা) যে, যে স্থলে আবাদ করিবার জন্য এক শত বিঘার অতিরিক্ত ভূমি এক দর্ফালে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং উহা লইবার সময় অর্দ্ধেকের অধিক অনাবাদী ছিল, কিন্তু পরে সমস্ত আবাদ হইতেছে, সে স্থলে প্রজার খাজানা এত দূর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না যে সরঞ্জামী খরচ বাদে অবশিষ্টের শতকরা বিশভাগ প্রজার লাভ না হয়; এবং বিচারপতিরা যেরূপ ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত মনে করেন তদনুসারে শতকরা বিশটাকার অধিকও দেওয়াইতে পারেন। এই নূতন বিধান সকল পাছে হঠাৎ বিষম পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়া লোকের কষ্ট উৎপাদন করে এই আশঙ্কায় নিম্ন লিখিত নিষেধ বিধি সকল যোজিত করিয়াছিঃ—(ক) বর্দ্ধিত খাজানা কোন স্থলেই পূর্ব্বদেয় খাজা-নার দ্বিগুণের অধিক হইবে না; (খ) আদালত আদেশ দিতে পারেন যে এই খাজানা বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে কার্য্যকর হইবে, অর্থাৎ পাঁচবৎসরের অনধিককাল মধ্যে যতদিন বর্দ্ধিত খাজানার শেষ সীমায় উপস্থিত না হয় ততদিন বৎ-সর বৎসর অংশতঃ বৃদ্ধি হইবে; (গ) একবার খাজানা বৃদ্ধি হইলে পৈবস্তী ও শিকস্তী ভিন্ন উহা দশ বৎ-সরের মধ্যে আর পরিবর্ত্তিত হইবে না (পাণ্ডুলিপির ৯ ধারা)। আমরা স্পষ্টরূপে বিধান করিয়া একটি সন্দিগ্ধ বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়াছি (৮ ধারা); সেইটি এই যে, যদি বিপরীতে কোন স্পষ্ট চুক্তি না থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক তালুকদার এবং পেটাও তালুকদার পৈবস্তীতে যোজিত জমীর অধিক খাজানা দিতে বাধ্য এবং শিকস্তীতে ক্ষয়িত জমীর খাজানা রেহাই পাইতে স্বত্ববান; খাজানা প্রতিরূপক রাজস্ব স্থলে গবর্ণমেণ্ট যে প্রণালীতে কার্য্য করা উচিত স্বীকার করিয়াছেন আমরা এস্থলে সেই প্রণালীর অনুসরণ করিতেছি; এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করাই বিচারসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং বিবেক সম্মত। আমরা আর এক স্থলে, (১৮ ধারা) নির্দ্ধারিত হারে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান রায়তদিগের সম্বন্ধেও উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি। যে ভূমি হইতে ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ে-রই আংশিক লাভ হয় সে ভূমি যখন তিরোহিত হইয়াছে তখন প্রজা আপনার অংশ তো পায়ই না; ইহার উপর তাহাকে জমীদারের অংশ দিতে বাধ্য করা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়; এরূপ করিলে জমীদার সেলামী (প্রিমিয়ম) না দিয়া ইন্সিওরান্সের সকল সুবিধা ভোগ করেন। তাহার পর যে পরের নিকট সুবিচার প্রত্যাশা করে, পরের প্রতিও তাহার সুবিচার করা যুক্তিসঙ্গত; অতএব যে প্রজা ভূমি তিরোহিত হওয়া প্রযুক্ত খাজানার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, যোতে ভূমি যোজিত হইলে খাজানা দেওয়াও তাহার পক্ষে উচিত। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের আর এক অংশে আমরা তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির বিষয় পুনরালোচনা করিব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা বৃদ্ধির কারণ সকল যাহা ছিল তাহাই রহিল; কেবল কিছু উন্নতি করিবার চেষ্টা হইল মাত্র।

৫২। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের এই অংশের দ্বিতীয় শাখা অর্থাৎ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাদের খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে উপস্থিত হইয়া অনেক রীতিমত বিবেচনার পর বর্ত্তমান আইনে যে সকল খাজানা বৃদ্ধির কারণ দৃষ্ট হয় তাহাই সারতঃ বজায় রাখাই স্থির বিবেচনা করিয়াছি; কিন্তু বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে আমরা যে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তদনুসারে যাহাতে পূর্ব্ব কারণ সকল বিশদ হয় এবং যাহাতে অল্পলিপ্ত লোকের পক্ষে উহা শীঘ্র বোধগম্য হয় তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিশদ ও বোধগম্য করিবার জন্য আমরা দ্বিতীয় কারণটিকে ভাঙ্গিয়া দুইটি করা সুবিধা বোধ করিয়াছি; পাণ্ডুলেখ্যের ২২ দ্বাবিংশ ধারায় উক্ত কারণ সকল যে রীতিতে পর পর লিখিত হইয়াছে তাহা এই:—

(১) সেই প্রকারের তুল্যরূপ সুবিধাবিশিষ্ট নিকটবর্ত্তী ভূমির সেই শ্রেণীর রায়তদের দেয় প্রচলিত হার অপেক্ষা কোন রায়তের খাজানার হার কম;

(২) পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা প্রদত্ত হইত জরীপদ্বারা রায়তের ভোগকৃত ভূমি তদধিক বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে;

(৩) যখন খাজানা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল সেই সময় বা তাহার পরবর্ত্তী কোন সময়ের ভূমির উৎপাদিকা শক্তির তুলনায় রায়তের খরচা এবং চেষ্টা ব্যতীত এবং অস্থায়ী বা আকস্মিক মাত্র নহে এরূপ কারণবশতঃ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(৪) যখন খাজানা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল সেই সময় বা তাহার পরবর্ত্তী কোন সময়ে ঐ স্থানে অথবা নিয়মিত বিক্রয় স্থানে যে দর ছিল তাহার সহিত তুলনায় যদি উৎপন্নের দর, রায়তের খরচা এবং চেষ্টা ব্যতীত অস্থায়ী বা আকস্মিক মাত্র নহে এরূপ কোন কারণে, বৃদ্ধি হইয়াছে;

এই সকল কারণের মধ্যে প্রথমটি বর্ত্তমান আইনের প্রথম কারণের সহিত সমান; দ্বিতীয়টি তৃতীয়ের সহিত

---

(২) জষ্টিস্ লিভিঞ্জ সাহেব, ১০ দশ আইনের উপর তাঁহার যে মিনিট আছে তাহাতে এক মোকদ্দমার কথা লিখিয়াছেন, সে মোকদ্দমায় দুই তৃতীয়াংশ (মোট আদায়ের বা সরঞ্জামীবাদ আদায়ের তাহা তিনি বলেন নাই) ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট মধ্যবর্ত্তী লোককে দেওয়া হইয়াছিল। যদি সরঞ্জামীবাদ আদায় ধরিয়া হিসাব করা হইয়া থাকে তবে শতকরা দশ টাকা যদি সরঞ্জামী খরচ হয় তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী লোক শতকরা ত্রিশ টাকা মাত্র পাইল। ১০০—২ (১০০—৩—১০)—১০।

সমান ; তৃতীয় এবং চতুর্থ এই দুইটি দ্বিতীয়ের সমান। উপরে যেরূপ পর পর লিখিত হইয়াছে সেই ক্রমানুসারে আমরা কিছু কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিব।

খাজানা বৃদ্ধির প্রথম কারণ যে দস্তু খাজানা চলিত হারের অপেক্ষা অল্প। ইহাতে কোন গোলযোগ নাই।

৫৩। প্রথম কারণে আমরা "চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমির" পরিবর্ত্তে "নিকটবর্ত্তী" এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছি ; আমরা বিবেচনা করি যে যে পরিমিত ভূমি হইতে প্রমাণের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা যত বিস্তৃত হইবে ততই প্রমাণের সুবিধা হইবে। সেই শ্রেণীর রায়ত ইহার অর্থ নির্ণয়ার্থ কতকগুলি উদাহরণ যোগ করিয়াছি; অন্য অন্য সম্বন্ধে খাজানা বৃদ্ধির এই কারণটিতে বিশেষ গোলযোগ নাই। যে সকল মোকদ্দমার বিষয় লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে এই কারণ সম্বন্ধে কোন রূপ সংশোধন যে বিশেষ আবশ্যক তাহা বোধ হয় না। দেশের কোন অঞ্চলের সেই শ্রেণীর প্রজাদিগের দত্ত প্রচলিত হার পরগণার হার নামে অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের নিকট বিশেষ পরিচিত। যে স্থলে এরূপ হারের কথা লোকে জানে এবং তদনুসারে কার্য্য করে সে স্থলে অন্য কোন গোলযোগের বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রজাকে সেই হার দেওয়াইবার জন্য জমীদারকে প্রায় আদালতে যাইতে হয় না। বিবাদ এবং মোকদ্দমার মূল এস্থলে নিহিত নহে। যখন জমীদার কোন এক জন রায়তকে অন্য অন্য রায়তদের সহিত সমান করিয়া তুলিতে চাহেন তখন সাধারণ লোকের মত প্রায়ই তাঁহারই অনুকূল হয় ; কারণ অন্যান্য দেশের ন্যায় বাঙ্গালাতেও মানুষের স্বভাব এই যে সমাজের মধ্যে এক জন কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করিলে অপরেরা তাহা দেখিতে পারে না। যখন প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও অবস্থা উন্নত হওয়ায় সাম্যভঙ্গ হয় তখন সেই সাম্য পুনঃ সংস্থাপিত হইলে লোকের আমোদ হয় ; অতএব সে স্থলে কোন বিবাদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন জমীদার সমস্ত প্রজার খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, যখন সকলে সাধারণ বিপদের আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয় তখনই গ্রামস্থ সমস্ত লোক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগ হয় এবং আত্মরক্ষার্থ একবাক্য হয়, সে সময় আইনে অনুমোদিত খাজানা দিতে বাধ্য করিবার কোন উপায় ব্যতিরেকে জমীদারের কৃতকার্য্য হইবার কোন আশা থাকে না।

জরীপ করিয়া রায়তের দখলে অধিক জমী আছে প্রমাণ হইলে সেই কারণবশতঃ খাজানাবৃদ্ধি হইবার কথা। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে খাজানা বৃদ্ধি করা নহে। এই নিয়মের স্থল সকল দুই ভাগে বিভক্ত।

৫৪। দ্বিতীয় কারণটিকে খাজানা বৃদ্ধির কারণ বলা আমাদের মতে ভুল ; যদি রায়ত যে পরিমাণ ভূমি ভোগ করে ও যাহার জন্য খাজানা দেয়, জরীপদ্বারা ভূমির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া সপ্রমাণ হয় এবং যদি অতিরিক্ত ভূমির জন্য অধিক খাজানা দিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে তাহার খাজানা বর্দ্ধিত করা হইল সত্য, কিন্তু খাজানার হার বর্দ্ধিত হইল না। খাজানা বৃদ্ধি শব্দ শেষোক্ত রূপ হারের বৃদ্ধিতেই পর্য্যাপ্ত হওয়া উচিত। এই কারণে যে সকল মোকদ্দমা হয়, তাহা স্থূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; প্রথম যে স্থলে রায়ত জমীদারের খাস্‌ এবং অনাবাদী জমী ক্রমে ক্রমে আপন যোতভুক্ত করিয়া লইয়াছে এবং এই রূপে অনুচিত উপায়ে আপনার যোত বৃদ্ধি করিয়াছে ; দেশের যে সকল অংশে অনেক দিন হইতে বন্দোবস্ত চলিয়া আসিতেছে, যেখানে কোন অনাবাদী জমী নাই অথবা অল্প আছে, যেখানে আইল অর্থাৎ প্রায় এক হাত উচ্চ মাটির বাঁধের দ্বারা ক্ষেত সকল এক প্রকার চিহ্নিত হইয়াছে, এবং যেখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রের এক এক জন অধিকারী আছে এবং লোকে তাহাকে জানে, সে সকল স্থানে এরূপ যোতভুক্ত করার স্থল অতি বিরল। কিন্তু যে সকল জায়গায় লোক অল্প, যেখানে এখানে একটু, ওখানে একটু করিয়া চাষ করা হয় এবং যেখানে অধিকাংশ ভূমি অনাবাদী এবং পতিত থাকে সে স্থলে এরূপ যোত ভুক্ত করণের সুবিধা এবং লোভ অত্যন্ত অধিক ; সুতরাং সেখানে এরূপ মোকদ্দমাও অত্যন্ত অধিক। দ্বিতীয়তঃ যে স্থলে বাস্তবিক অধিক জমী যোতভুক্ত করা হয় নাই অথচ জমীদার খাজানা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া এবং তাহা পাইবার অন্য উপায় না দেখিয়া জমী জরীপ করিয়া অথবা জরীপের ভয় দেখাইয়া খাজানা বৃদ্ধি করিতে চাহেন। মানদণ্ডের কি দৈর্ঘ্য হওয়া উচিত তাহা লইয়া বিবাদ হয়, জমীদার আপনার ইচ্ছামত দণ্ডের দ্বারা জরীপ করিয়া আপনার যাহাতে সুবিধা হয় সেই মত বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করেন অথবা জরীপকারী আমীনের যে সকল জুয়াচুরীর মতলব আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া প্রজা অতিরিক্ত ভূমি দখল করিতেছে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পান। যে স্থলে জমীদার ভদ্রলোক এবং এরূপ জুয়াচুরী করিতে চাহেন না সে স্থলে আমলারা জরীপ করিয়া বিলক্ষণ লাভ করিয়া লয় ; যে রায়ত টাকা দিয়া আমলাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে অস্বীকার করে, সে দেখিতে পায় জরীপ চিঠায় তাহার যোতের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে ; যদি সে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দিতে পারে তাহা হইলে উক্ত পরিমাণ কম লেখাইতেও তাহার কষ্ট হয় না। সর্ব্বত্র কিছু বিঘা প্রতি হিসাব করিয়া খাজানা দেওয়া হয় না, জমা এবং যোত নির্ণয়ের সচরাচর প্রথা এই যে মোটামুটি এত বিঘা জমী এই টাকায় দেওয়া গেল। এরূপ স্থলে জমীদার এরূপ মোটামুটি লেখাকে সূক্ষ্ম বলিয়া মনে করিয়া খাজানার হার হিসাব করেন এবং যখন দেখেন যে যোতের অতিরিক্ত ভূমি আছে তখন ঐ অতিরিক্ত ভূমির জন্য অধিক খাজানা চাহিয়া বসেন ; লিখিত পাট্টা কবুলিয়ত না থাকায় অনেক স্থলে খাজানা বৃদ্ধি করা মনে করিলেই সম্ভব হয়। আমরা কতকগুলি উদাহরণদ্বারা এরূপ স্থলের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়াছি : লোকে যে ফল লাভ করিবার জন্য আইনের এই অংশের বৈপরীত্য করিতে চাহে আইনসঙ্গত কারণ বশতঃ আইনসঙ্গত উপায়দ্বারা সেই ফল লাভ হইবার ব্যবস্থা করাই বৈপরীত্য করণ নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়।

ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া খাজানা বৃদ্ধির কথা ; কাহার চেষ্টায় বৃদ্ধি হইয়াছে বিবেচনা করা আবশ্যক।

৫৫। খাজানার হার বৃদ্ধি করিবার তৃতীয় কারণ এই যে, ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। এরূপ উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি তিন রূপে হইতে পারে (১) রায়তের খরচে ও চেষ্টায়, (২) জমীদারের খরচে ও চেষ্টায় এবং (৩) এ উভয়ের কাহারও পরিশ্রম বা চেষ্টা ব্যতিরেকে। "রায়তের চেষ্টা ও খরচ ব্যতিরেকে অন্য প্রকারে" এই কয়টী কথার ফল এই যে প্রথম স্থলে রায়ত খাজানা বৃদ্ধি দিতে বাধ্য নহে। যদি রায়ত তাহার যোতের উন্নতি করিয়া থাকে এবং যদি সে নিজ পরিশ্রমে বা নিজের টাকা খরচ করিয়া ভূমিকে সমধিক ফলোৎপাদিকা করিয়া থাকে তাহা হইলে এরূপ উন্নতির সমস্ত ফলই সেই উপভোগ করিবে আর কেহ তাহার অংশী হইবে না। এই প্রকারে যে উন্নতি সম্পাদন করে তাহাকেই উন্নতির ফল ভোগে নিশ্চিত অধিকারী করিয়া আইনে মিতব্যয়িতা ও পরিশ্রমের উৎসাহ প্রদান করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের উন্নতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইনে কোন প্রভেদ করে না। ঐ দুই প্রকারের উন্নতি হইলেই আইনে সমস্ত অতিরিক্ত উপস্বত্ব জমীদারকে দেয়। কেবল যে স্থলে দেশাচারানুযায়ী খাজানা চলিয়া আসিতেছে সে স্থলে সমস্তটা জমীদার পান না, কারণ পূর্ব্বে খাজানা

সম্বন্ধে যে এক প্রকাণ্ড মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে তাহাতে আংশিক গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমাদের পাণ্ডুলিপিতে (২৩ ধারা) আমরা দ্বিতীয় প্রকারের উন্নতিজনিত সমস্ত উপস্বত্বই ভূম্যধিকারীকে দিয়াছি। প্রথম প্রকারের উন্নতিতে রায়তকে দিবারও যে কারণ দ্বিতীয় প্রকারের উন্নতিতে ভূম্যধিকারীকে দিবারও ঠিক সেই কারণ। যে স্থলে ভূম্যধিকারীর নিজের খরচে ও পরিশ্রমে উন্নতি হইয়াছে সে স্থলে সমস্ত অতিরিক্ত উপস্বত্ব তাঁহাকে দেওয়া যত কেন ন্যায়সঙ্গত হউক না কিন্তু তাহা বলিয়া যে স্থলে তিনি কিছুই করেন নাই, অতিরিক্ত উপস্বত্ব লাভের জন্য তাঁহার একটী পয়সাও ব্যয় হয় নাই সেরূপ স্থলে অর্থাৎ তৃতীয় প্রকারের উন্নতি স্থলে তাঁহাকে সমস্ত অতিরিক্ত উপস্বত্বভাগী করা কত দূর ন্যায়সঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না। এরূপ উন্নতি করণ বিষয়ে রায়ত ও ভূম্যধিকারী কাহারও কোন হাত নাই। দু জনেই সমান স্থলে দণ্ডায়মান। এরূপ অবস্থায় যদি ভূমিতে রায়তের কোন রূপ স্বত্ব আছে স্বীকার করা যায়, ভূম্যধিকারীর মত ভূমিতে তাহারও স্বার্থ আছে স্বীকার করা যায় তাহা হইলে লোকে অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, যে বহিশ্চর কারণ বশতঃ, উভয়ের মধ্যে কাহারও ক্ষমতা ও তত্ত্বাবধারণ ব্যতিরেকে সাধারণ সম্পত্তিতে যে উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তাহাতে উভয়েই কেন তুল্যরূপ অংশী না হইবে? উপরি উক্ত যুক্তি ন্যায়ানুগত বিবেচনা করিয়া, আমরা এরূপ স্থলে অতিরিক্ত উপস্বত্ব ভূম্যধিকারী ও প্রজাকে সাধারণতঃ সমান ভাগ করিয়া দেওয়া ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত স্থির করিয়াছি। কিন্তু যখন ঐ অতিরিক্ত উপস্বত্ব পুরাতন খাজানার অপেক্ষা অধিক হয় তখন আমরা পূর্ব্বে যে কয়েকটি নিষেধবিধি ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার একটি অর্থাৎ বর্দ্ধিত খাজানা পুরাতন খাজানার দ্বিগুণ হইবে না, এই নিয়ম অনুসারে রায়ত অর্দ্ধেকের অধিক উপস্বত্ব পাইতে পারে (পাণ্ডুলিপির ২৩ ধারার খ প্রকরণ)। কতটুকু অতিরিক্ত হইয়াছে স্থির করিতে হইলে তুলনার প্রয়োজন, এ জন্য অতীত কালে কোন একটি সময়ের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিতে হইবে। এই বিষয়ের জন্য কোন বিশেষ নিয়ম না থাকায় সময়ে সময়ে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়, এজন্য আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে যে সময়ে ভূমির খাজানা সর্ব্ব প্রথম স্থির করা হইয়াছিল অথবা তাহার পরবর্ত্তী যে কোন সময়ের সহিত বর্ত্তমান অর্থাৎ বর্দ্ধিত উৎপাদিকা শক্তির তুলনা হইতে পারিবে। এই নিয়মের প্রথম অংশের জন্য কোন ব্যাখ্যা বা সমালোচনা প্রয়োজন করে না; প্রথম খাজানা নির্দ্ধারিত হইবার সময় ভূমির যে উৎপাদিকা শক্তি ছিল, বর্ত্তমান কালের উৎপাদিকা শক্তির সহিত তাহার তুলনায় উভয় পক্ষেরই সুবিধা। কিন্তু এই নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিতে পারে না; সুতরাং এই একমাত্র নিয়ম অবলম্বন করিলে আমরা যে যুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতেছি তাহার কার্য্যকারিতা অতি অল্প হয়; কারণ অধিকাংশ স্থলে খাজানা নির্দ্ধারণ সময়ে ভূমির কি উৎপাদিকা শক্তি ছিল স্থির করিবার উপায় নাই। হয় তো খাজানা নির্দ্ধারণ এত কাল হইয়া গিয়াছে যে সে সময়ের কোন লোকই জীবিত নাই, সুতরাং তাহার সাক্ষ্য নাই; সময়ে সময়ে এরূপ সাক্ষ্য মিলিতে পারে কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র বিশ্বাস করা যায় না; কারণ উহা কেবল মুখের কথামাত্র; বহুকাল পরে সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছে; আবার যে বিষয়ের জন্য সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছে সে বিষয়ে সে সময়ে কেহই মনোযোগ করে নাই; সুতরাং এরূপ সাক্ষ্য অতি অকিঞ্চিৎকর। এরূপ স্থলে যদি তুলনা করার প্রথাই প্রচলিত করিতে হয় তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথম যে সময় খাজানা স্থির করা হইয়াছিল তাহার পরবর্ত্তী কোন সময়ের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা আবশ্যক বোধ হয়। যদি এরূপ পরবর্ত্তী সময়ের উৎপাদিকা শক্তি প্রথম খাজানা অবধারিত হইবার সময়ের শক্তি অপেক্ষা অল্প হয় তাহা হইলে হিসাবে রায়তের লোকসান হইবে; কারণ তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম সময়ের সহিত তুলনা করিলে যেরূপ হইত অতিরিক্ত উৎপন্ন তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু আর এক দিকে যদি এরূপ পরবর্ত্তী সময়ের উৎপাদিকা শক্তি প্রথম খাজানা নির্দ্ধারণ করিবার সময়ের অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত উৎপন্ন যথার্থ অতিরিক্ত উৎপন্ন অপেক্ষা অল্প বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে এবং জমীদারের লোকসান হইয়া প্রজার লাভ হইবে। কিন্তু কার্য্যে যত দূর দেখা যায় তাহাতে অধিকাংশ স্থলে অধিক পরিমাণে এই রূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে কিংবা উভয় পক্ষের কাহারও অধিক হানি হইবে বোধ হয় না। আমাদের সকলের মত এই যে যে স্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি বলিয়া খাজানা বৃদ্ধির অনুমতি হয় সে স্থলে উক্ত বৃদ্ধি যে সকল কারণ বশতঃ ঘটিয়াছে সেই সকল কারণ চিরস্থায়ী হইবার যুক্তিসঙ্গত ভরসা থাকা উচিত; উহা যেন অস্থায়ী বা আকস্মিক না হয়; আমরা খাজানা বৃদ্ধির এই কারণ প্রদর্শন স্থলে এই মর্ম্মের কথা যোজনা করিয়াছি।

অতীতের মধ্যে কোন সময়ের সহিত অস্থায়ী বা আকস্মিক তুলনা হইবে।

উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির কারণ অনিত্য ব ক্ষণস্থায়ী হওয়া উচিত নহে।

৫৬। খাজানা বৃদ্ধির চতুর্থ কারণ এই যে, উৎপন্নের মুল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় যে খাজানা বৃদ্ধির এই হেতু, জমীর উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি নিবন্ধন উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই জন্য আমরা এই দুই হেতুকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিয়াছি। চতুর্থ হেতুর উল্লেখ কালে আমরা প্রথমতঃ "মুল্য" শব্দের পরিবর্ত্তে অর্থ মুল্যব্যঞ্জক "দাম" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, এই "মুল্য" শব্দে অর্থমুল্য ভিন্ন অন্যান্য মুল্যও বুঝায়। আমরা ১৮৫৯ সালের দশ আইনপ্রণেতৃগণের অভিপ্রায় যত দূর বুঝিয়াছি তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবল ভাষাকে এই রূপে অধিক সূক্ষ্ম করিয়াছি। গত বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশীয় কৃষিজাত উৎপন্নের দাম বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। দুইটী প্রধান কারণ বশতঃ ঐ বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথমতঃ, যদিও কোন দেশের মুদ্রার জন্য ব্যবহৃত মহার্ঘ ধাতুর আপেক্ষিক মুল্য একই থাকে, তথাপি যে পরিমাণে অধিবাসীদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং যে পরিমাণে উন্নতি সাধন হইতে থাকে, সেই পরিমাণে কৃষিজাত উৎপন্নের অর্থমুল্য বা দাম দিন ২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (৩) গত এক শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং

উৎপন্নের মুল্যবৃদ্ধি হেতুক খাজানা বৃদ্ধি।

---

(৩) অর্থব্যবহারবিৎ পণ্ডিতেরা এই কথা বলেন যে উন্নতিশীল সমাজে লাভ ও সুদের হার যেমন হ্রাসাভিমুখ হয় তেমনি খাজানা (অর্থাৎ তাঁহারা যে অর্থে "খাজানা" শব্দ ব্যবহার করেন) নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রবণ হয়, বাস্তবিক ধন ও অধিবাসিসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তৎসঙ্গে২ খাজানা ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মিলের অর্থ ব্যবহারের প্রথম ভাগের ৩৮৬ পৃষ্ঠা দেখ; ভিন্ন ২ দেশের ভূমি বিলির প্রণালী, ২২১ পৃষ্ঠা। যে দেশে মূল ধনীকে ইজারা দিবার পদ্ধতি আছে, সে দেশে লাভ ও সুদের প্রচলিত হার কিছু পড়িলেই খাজানা বাড়িবে। কিন্তু এই কারণ ব্যতিরেকেও, উন্নতিশীল সমাজে খাজানা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উন্নতিপর অধিবাসিগণ খাদ্যের অধিকতর আবশ্যকতা সৃষ্টি করে, সুতরাং দাম বাড়ে।

মূল্যবৃদ্ধির সমালোচনা।

সেই জন্য গত শতাব্দী মধ্যে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রকার ও অতি শীঘ্র২ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অধিবাসী-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। একেত শুদ্ধ এই দেশেরই আবশ্যকতা দিন২ বর্দ্ধিত হওয়াতে মূল্যের তারতম্য হইতেছে তাহার উপর বিশাল এবং দিন২ বর্দ্ধমান রপ্তানী ব্যবসায়ে এ দেশস্থ দ্রব্যজাত বিদেশীয়দিগের প্রয়োজন হওয়াতে মূল্যের আরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। দ্বিতীয়তঃ অত্রত্য মুদ্রা রৌপ্য নির্ম্মিত এবং রৌপ্যের আপেক্ষিক মূল্য ক্রমেই কমিতেছে। সুতরাং উৎপন্নের দাম বা অর্থমূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদিগের মতে উপরোক্ত কারণদ্বয় নিবন্ধন দাম বৃদ্ধির অংশ ভূম্যধিকারীরও পাওয়া উচিত। উক্ত কারণদ্বয়ের প্রত্যেকের ফল স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ করা এবং প্রত্যেকের জন্য কত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা গণনা করা সম্ভব নহে। সে যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক কারণ হইতে উদ্ভূত লাভে ভূম্যধিকারির অংশ পাওয়া উচিত। প্রথম হেতু অর্থাৎ সমাজের সাধারণ উন্নতিদ্বারা ভূমি অধিক মূল্যবান্ হইয়া উঠে খাদ্যোৎপাদনে নৈসর্গিক সাধনস্বরূপ মূল্য বৃদ্ধি যদি রাজসাৎ না হয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল এই যে উহা রাজসাৎ হইবে না তবে, ভূমিতে যে স্বার্থ থাকিলে ভূমির স্বামিত্ব আছে বলা যায়, যাঁহারা আইনানুসারে সেই স্বার্থভোগে অধিকারী, তাঁহারাই সেই মূল্য-বৃদ্ধি পাইবেন। এক্ষণে বর্ত্তমান আইনানুসারে এতদ্দেশে ভূমির স্বামিত্ব জমীদার ও রায়ত উভয়ে পাইয়া থাকেন, শুদ্ধ রায়ত পান না। অতএব, যে স্বার্থে স্বামিত্ব উৎপাদন করে সেই সম্পূর্ণ স্বার্থের অংশ যখন জমীদারের প্রাপ্য হইল, তখন সেই স্বার্থের পুষ্টিসাধক মূল্যবৃদ্ধির অংশ তাঁহার ও পাওয়া উচিত। দ্বিতীয় কারণের ফল এই যে, ইহাতে রৌপ্যরূপে দেয় খাজানার মূল্য, ভূম্যধিকারী টাকার বিনিময়ে যে কৃষিজাত দ্রব্য পাইতে পারেন তাহার সম্বন্ধে, কম হয়। অতএব রৌপ্যের আপেক্ষিক মূল্য কমিয়া যাইবার পূর্ব্বে ঐ টাকা যে পরিমাণ উৎপন্নের প্রতিরূপ হইত এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণ উৎপন্নের প্রতিরূপ হয়। অতএব শুদ্ধ ন্যায়ের অনুরোধেও ভূম্যধিকারীর অর্থখাজানা এত বর্দ্ধিত করা উচিত যে, ইহা আদৌ খাজানা নির্দ্ধারণকালে যে পরিমাণ উৎপন্নের প্রতিরূপ ছিল এক্ষণেও সেই পরিমাণ উৎপন্নের প্রতিরূপ হয়। তৎপরে অন্যান্য বিবেচনাও আছে। প্রথম কারণ যে উপকার প্রসব করে তাহা, রায়ত যে পরিমাণ উৎপন্ন বিক্রয় করে বা বিনিময় করে সেই পরিমাণদ্বারা সীমাবদ্ধ। উৎপন্নের যে অংশ সে নিজের, স্বীয় পরিবারবর্গের ও গোমেষাদির আহারার্থ এবং বীজের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, দামবৃদ্ধি হেতুক সেই অংশ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন লাভ হয় না, কারণ তাহা বাজারে বিক্রয় করে না। প্রথম কারণ দ্বিতীয় কারণ হইতে এই অংশে বিভিন্ন এবং যদ্দ্বারা ভূমির বর্দ্ধিত উৎপাদিকাশক্তিলব্ধ অতিরিক্ত উৎপন্নটী নিখরচায় লাভ বলিয়া বোধ হয়, বৃদ্ধির সেই তৃতীয় কারণ হইতে ও প্রথম কারণ এই অংশে বিভিন্ন। এই সমালোচনা দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, বৃদ্ধির এই হেতুর সমবায়ী উপাদান অতিশয় জটিল এবং উপরোক্ত বিচারের প্রতি দৃষ্টি করিলে উপলব্ধি হইবে যে, দামবৃদ্ধি নিবন্ধন লাভ কিরূপে বিভাগ করিয়া দিলে উভয়পক্ষের প্রতিই ন্যায় করা হইবে তাহা বলা সহজ নহে।

মূল্যবৃদ্ধি (১) রায়তের পরিশ্রমে, (২) ভূম্যধিকারীর পরিশ্রমে, (৩) উভয়ের কাহারও পরিশ্রম ব্যতিরেকে, হইতে পারে। প্রত্যেক স্থলের লাভ কে পাইবে।

৫৭। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে তৃতীয় হেতুস্থলের ন্যায় এস্থলেও নিম্নলিখিত কারণ দ্বারা মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারিবে; (১) রায়তের পরিশ্রম বা ব্যয় দ্বারা; (২) ভূম্যধিকারির পরিশ্রম বা ব্যয়দ্বারা; (৩) এই উভয়ের কাহারও পরিশ্রম বা ব্যয় ব্যতিরেকে। বর্ত্তমান আইনানুসারে প্রথমস্থলে রায়তের খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না। রায়তের নিজের যত্নে যে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে তাহার লাভ সে স্বয়ং পাইয়া থাকে। "রায়তের পরিশ্রম ও ব্যয় ভিন্ন অন্য উপায়ে" এই কয়টী শব্দের ফলও ঐরূপ এবং আমরা ইহার পরিবর্ত্তন করিতে চাহি না। আবার, যে স্থলে রায়ত শুদ্ধ নিজ পরিশ্রমে বা নিজ ব্যয়ে মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারে, এরূপ স্থল অনুমান করাও সহজ নহে। পথকর বা পূর্ত্তকার্য্যকরের টাকা হইতে গতাগতির যে সুবিধা হইয়াছে তন্নিবন্ধন যত দূর মূল্যবৃদ্ধি সম্ভব তত দূর মূল্যবৃদ্ধির পক্ষে আমরা বিধান করিয়াছি যে উক্ত করদ্বয় রূপে রায়তকে বাৎসরিক যত টাকা দিতে হয় সেই টাকা রায়তের দেয় বাৎসরিক বর্দ্ধিত খাজানা হইতে বাদ যাইবে। দ্বিতীয় স্থলে অর্থাৎ যে স্থলে শুদ্ধ জমীদারের পরিশ্রমে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে বা শুদ্ধ জমীদারের ব্যয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে সে স্থলে শুদ্ধ জমীদারই সমস্ত লাভ পাইবে, ইহা আমাদের যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইয়াছে। যে স্থলে জমীদার নূতন হাট খুলিয়াছেন এবং এই হাট ও নিজ মহালের ভূমির মধ্যে গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন সেই স্থলেই উপরোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছে ধরিতে হইবে। তৃতীয় স্থলে অর্থাৎ যে স্থলে জমীদার বা রায়ত কাহারও দ্বারাই মূল্যবৃদ্ধি হয় না, কেবল সাধারণ কারণেই হইয়া থাকে এবং যে স্থল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাধারণ, সেই স্থলে, বৃদ্ধির তৃতীয় হেতু নিবন্ধন উপস্থিত তুল্য স্থলে যে সমস্ত যুক্তির উল্লেখ করা গিয়াছে (৫৫ পারাগ্রাফ দেখ), সেই সমস্ত যুক্তি খাটিবে। এই বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে আমরা যত দূর সমর্থ হইয়াছি তাহাতে আমাদের অধিকাংশেরই বোধ হইয়াছে যে ঐ অতিরিক্ত লাভ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে তুল্য অংশে বিভাগ করিয়া দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত সাধারণ নিয়ম। শ্রীযুত মাকেঞ্জি ও ওকেনেলি সাহেবের ইচ্ছা এই স্থলে ও বৃদ্ধির তৃতীয় হেতু নিবন্ধন উপস্থিত তুল্য স্থলে উক্ত অতিরিক্ত লাভের দুই তৃতীয়াংশ রায়তকে এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ ভূম্যধিকারিকে দেওয়া হয়।

কোন্২ সময়ের এবং কোন্২ স্থানের মূল্যের সহিত তুলনা করিতে হইবে।

৫৮। বৃদ্ধির তৃতীয় হেতু স্থলে উদাহৃত সমুদয় মন্তব্য, কোন্ অতীত সময়ের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিতে হইবে তাহার প্রতি ও বৃদ্ধির কারণ শুদ্ধ, অস্থায়ি বা আকস্মিক না হইলে সেই কারণের প্রতি, খাটিবে। কোন্ বাজারের মূল্য ধরিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, এই সম্বন্ধে আমরা বিধান করিয়াছি যে সেই স্থানের চলিত মূল্য বা সাধারণ বাজারের মূল্য ধরিতে হইবে। স্থানীয় মহাজনদিগের নিকট হইতে, তাহাদের খাতা হইতে বা অন্য উপায়ে উক্ত মূল্যের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া উচিত। এই প্রমাণের সুবিধার জন্য আমরা বাৎসরিক মূল্যের তালিকা রাজকীয় কার্য্যকারকগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত ও প্রচারিত হইবার বিধান করিয়াছি; ঐ তালিকার উদ্দেশ্য ও ব্যবহার পরে উল্লিখিত হইবে।

কোন্ জাতীয় শস্যের মূল্য মূল্যনিরূপণের ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হইবে।

৫৯। এই প্রস্তাবের পূর্ব্বোক্ত অংশ সম্বন্ধে তৎপরে যে প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে তাহা এই যে মূল্যনিরূপণার্থে কোন্ জাতীয় উৎপন্ন ধরিতে হইবে। ভূমিতে যত শস্য জন্মে সমুদায়েরই কি মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে অর্থাৎ যে বিশেষ শস্যের উৎপাদনার্থে সবিশেষ যত্ন ও বিশেষরূপ কর্ষণ আবশ্যক এবং যে শস্য জিলার

অধিবাসিগণের নিত্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এই উভয়বিধ শস্যেরই কি মুল্য ধরিতে হইবে। ব্রিটিষ্ রাজ্যের পূর্ব্বং সময়ে এরূপ প্রথা ছিল যে কৃষিজাত শস্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে২ খাজানাও পরিবর্ত্তিত হইবে। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৬ ধারায় বিধান আছে যে "যে স্থানে ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যানুসারে পাট্টা পরিবর্ত্তন করিবার চিরানুগত প্রথা আছে এবং যৎকালে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূস্বামী, অধীনস্থ তালুকদার বা ইজারাদার, এবং তত্রত্য রায়তগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত প্রথার অনুবর্ত্তন করিতে চাহিবে, সে স্থলে ও তৎকালে তাহাদের সহিত কৃত নিয়মপত্রে নিম্নলিখিত বিষয় সকলের নির্দ্দেশ থাকিবে; অর্থাৎ ভূমির পরিমাণ, কোন্ জাতীয় শস্য, খাজানার হার ও খাজানার পরিমাণ, যত দিনের জন্য পাট্টা দেওয়া হইল সেই সময়, উৎপন্নের জাতি পরিবর্ত্তিত হইলে প্রথম পাট্টার অবশিষ্ট সময়ের জন্য কিম্বা তদধিক সময়ের চুক্তি হইলে সেই সময়ের জন্য নূতন নিয়মপত্র লিখিয়া দেওয়া হইবে এই শর্ত্ত, উক্ত নিয়মপত্রে উল্লিখিত হইবে; এবং কোন নূতন জাতীয় শস্য উৎপাদিত হইলে, উক্ত নিয়মপত্রানুসারে পূর্ব্ববৎ নির্দ্দেশ ও নিয়ম সমেত নূতন নিয়মপত্র লিখিত হইবে।" ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্ট বা অপেক্ষাকৃত অধিক যথেচ্ছাচারী অধীনস্থ কর্ম্মকারকগণ, ইতিপূর্ব্বে যত টাকা প্রজার নিকট হইতে আদায় হইত কি উপায়ে প্রজা তদপেক্ষা অধিক টাকা দিতে পারিবে, যত্নপূর্ব্বক তাহারই অনুসন্ধান করিত। যে স্থলে রাজপ্রাপ্য অংশ শস্যাদিরূপে গৃহীত হইত সে স্থলে বিশেষ শস্য উৎপাদনার্থে অধিকতর অর্থব্যয় ও যত্ন আবশ্যক হয় বিবেচনা করিয়া বিশেষ শস্যের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ লওয়া হইত। যেস্থলে রাজপ্রাপ্য অংশ টাকায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গৃহীত হইত, সে স্থলে যে ভূমিতে বিশেষ শস্য জন্মিত তাহার উপর অতিশয় অধিক হারে খাজানা ধার্য্য হইত। প্রচুরপরিমাণে জাত মোট উৎপন্নের মুল্য ধরিয়া প্রায়ই উক্ত হার ধার্য্য হইত, সাধারণ শস্যোৎপাদনের খরচার তুলনায় অত্যন্ত অধিক খরচার উপর তত দৃষ্টি রাখা হইত না। উহার মধ্যে সুবৎসরে রায়ত খাজানা দিতে পারিত এবং বিলক্ষণ লাভ করিত। তৎপরে দুর্ব্বৎসর আসিত, হইতে পারে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা সে বৎসর রায়ত অধিক চাষ করিয়াছে, কাজেই তাহার সামান্য মূলধন বিলুপ্ত হইল কিন্তু তাহাকে অধিক হারে খাজানা দিতে হইবে এবং তজ্জন্য সম্ভবতঃ তাহাকে মহাজনের আশ্রয় লইতে হইল। বহুকালপর্য্যন্ত মহাজনের দাওয়া চলিয়া আসিতে লাগিল সুতরাং এই দুর্ব্বৎসর চিরকাল তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিল, কিন্তু সুবৎসরের স্মৃতি শীঘ্রই বিলুপ্ত হইল, কারণ সুবৎসরে রায়ত যৎকিঞ্চিৎ মাত্র বাঁচাইতে পারিয়াছিল হয় ত বা কিছুই বাঁচাইতে পারে নাই। এইরূপে বিশেষ শস্যোৎপাদনার্থে নিয়োজিত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হারে খাজানা ধার্য্য করায় কৃষিকার্য্যের উন্নতি উৎসাহ অভাবে হ্রাস হইত বা একবারেই বন্ধ হইত। উৎকৃষ্ট শস্যের উৎপাদনক্ষম, সুতরাং বিশেষ শস্যোৎপাদনের উপযোগী, ক্ষেত্রের উপর যে অতিরিক্ত হার ধার্য্য হইত বৎসর২ প্রকৃত প্রস্তাবে যে বিশেষ২ শস্য জন্মিত তাহার সহিত উক্ত হারের কোন সংস্রব থাকিত না;—এবং প্রতিবৎসর যে শস্য জন্মিত তাহা ধরিয়া যে অতিরিক্ত হার ধার্য্য হইত এই উভয় হারের প্রভেদ এস্থলে প্রদর্শন করা মন্দ নহে। শেষোক্ত হার পূর্ব্বোক্ত হার অপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেক উচ্চতর এবং দুর্ব্বৎসরে এতন্নিবন্ধন লোকসান ও তাহার কারণ অধিক স্পষ্টরূপে লোকের অনুভব হইত। এই প্রভেদ, এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শস্যের উপর অতিরিক্ত হার ধার্য্য করিবার বিষময় ফল, লোকে বহুকাল পূর্ব্বে বুঝিয়াছে। ১৭৯২ সালের ১২ ই ডিসেম্বর তারিখের রাজস্বসংক্রান্ত বিজ্ঞাপনীতে গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান সময়ে চিনি অধিক পরিমাণে আবশ্যক হইতেছে এবং তন্নিবন্ধন চিনির মুল্য বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, ইক্ষুর চাষে নিয়োজিত ভূমির খাজানা বৃদ্ধি করিবার জন্য পাছে কোন ভূম্যধিকারির লোভ হয় এবং পাছে এই অদূরদৃষ্টিসূচক আচরণে উৎসাহাভাবে ইক্ষুর চাষ কমিয়া যায় এবং তন্নিবন্ধন ইউরোপ ও এতদ্দেশমধ্যে এখন যে চিনির ব্যবসায় চলিতেছে তাহা বন্ধ হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ভূম্যধিকারিদিগকে, যে ভূমিতে ইক্ষু জন্মে তাহার খাজানা বৃদ্ধি নিষেধ করিয়া এক বিজ্ঞাপন দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমাদের বোধ হইল, কারণ ইহা যেমন এতদ্দেশীয় প্রথার বিরুদ্ধ তেমনি ভূম্যধিকারিগণের নিজের ও সমস্ত রাজ্যের স্বার্থের অনিষ্টকর।" তৎপরে ১৮৩৭ সালে ডাইরেক্টরগণ নিম্নলিখিত ভাবে লিখিয়াছেন, "মূল্য নিরূপণার্থে ভূমির উৎপাদিকা শক্তিই ভিত্তিরূপে গৃহীত হইবে, প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহার উৎপন্ন ধরিয়া মূল্যনিরূপণ করিতে হইবে না। চাষ বৃদ্ধি করিবার ও কৃষকের নিজের উপকারী ও লাভজনক শস্য উৎপাদন করিবার জন্য কৃষককে সমধিক উৎসাহিত করিবার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, এবং ইতিপূর্ব্বে একবার আমরা বলিয়াছি এবং এক্ষণেও আমাদের মত এই যে, এই প্রণালী পরিণামে রাজ্যের স্বার্থের অনিষ্টকর হইবে না।" অতএব বিশেষ শস্যোৎপাদনরূপ উৎকৃষ্ট গুণ বা শক্তি অনুযায়ি ভূমির যে শ্রেণীবিভাগ আপাততঃ প্রচলিত আছে তৎপ্রতি আমরা হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। কিন্তু যে মূল্যবৃদ্ধি হেতুক ভূমির খাজানা বৃদ্ধির বন্দোবস্ত হইবে, আমাদের বিবেচনায় সে স্থলে শুদ্ধ সাধারণ বা প্রচলিত শস্যের উপর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায়, অন্য নিয়ম অবলম্বন করিলে নূতন ও দামী শস্যের উৎপাদনে লোকে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া আসিবে এবং সেই কারণে কৃষিকার্য্যের উন্নতির পথ ও বন্ধ হইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে কোন্ জাতীয় শস্যকে প্রচলিত শস্য বলিয়া ধরা হইবে এই বিষয় রেবিনিউ বোর্ডকে মধ্যে২ প্রচার করিবার অনুমতি দিলে, যে কোন নূতন জাতীয় শস্যের চাষ সম্পূর্ণরূপে ও সাধারণতঃ চলিত হইয়াছে, তাহাকেই প্রচলিত শস্য বলিয়া গণ্য করিবার সুবিধা হইবে। যে হেতু পান, তামাক, ইক্ষু এবং এতাদৃশ বিশেষ শস্য অল্পপরিমাণে ও কদাচিৎ জন্মে এবং ইহাতে বিশেষ যত্ন ও বিলক্ষণ অর্থব্যয় আবশ্যক হয়, সেই জন্য, আমাদের মতে, খাজানা বৃদ্ধির বন্দোবস্তকালে উহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের মতের পোষকতায় ইহাও বলা যাইতে পারে যে সাধারণ শস্য ধরিয়াই ইংলণ্ডে টাইদ্ বা দশমাংশ অর্থে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং গোধূম, ওট ও যবকেই সাধারণ শস্য বলিয়া মনোনীত করা হইয়াছিল।

বিশেষ শস্যের বিষয় আলোচিত হইতেছে।

৬০। কোন২ ভূম্যধিকারিরা খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে, কেহ২ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে ইজারদারেরা তাহাদের ইজারার অন্তর্গত ভূমিভোগী রায়তগণের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না, তাহা প্রথমে আমাদের বড় মনে লাগিয়াছিল। কিন্তু সবিশেষ পর্য্যালোচনা করাতে আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই এইরূপ বোধ হইল যে, যখন জমীদারের ভূস্বামিস্বার্থ কিয়ৎকাল বা চিরকালের জন্য আইনানুসারে পাট্টাবিলি করা যাইতে পারে, তখন যদিও জমীদার ঐ স্বার্থের কোন বিশেষ অংশ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্পণ করিতে চাহে তথাপি পাট্টা-

কোন্ ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবে তদ্বিষয়ক প্রস্তাব।

গৃহীতা উহা লইতে পারিবে না, একথা সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। তবে খাজানা বৃদ্ধির কার্য্যপ্রণালী প্রস্তাব করিতে গিয়া আমরা অসঙ্কোচে এই কথা বলিতে পারি যে যাহার স্বার্থ শেষ হইতে দশ বৎসরের ন্যূন কাল অবশিষ্ট আছে এরূপ স্বল্প পাট্টাদার চিরস্থায়ী স্বার্থযুক্ত ভূম্যধিকারির সহিত খাজানাবৃদ্ধি বিষয়ে তুল্য স্বত্ব পাইবে না। ইজারদার-দিগকে খাজানা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দিবার জমীদারদিগের যে স্বত্ব আছে তাহা জমীদারদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলে, পূর্ব্বাবধি তাহাদের যাহা ছিল তাহাই কাড়িয়া লওয়া হইবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূস্বামির স্বার্থ যেরূপে চলিয়া আসিতেছিল তাহার অঙ্গহানি হইবে এবং যে সকল স্বত্ব কাহার উপর বর্ত্তিয়াছে তাহার সহিত বিরোধ ঘটিবে। কোন এক নূতন স্বত্ব দিতে হইলে, যে শ্রেণীহইতে কৃষক সম্প্রদায়ের কোন উপকার হয় না সেই শ্রেণীকে উহা যে কি জন্য দেওয়া যাইবে আমরা তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিতে পাইতেছি না।

৩১। আমাদের বিবেচনায়, যে সমস্ত প্রধান সারবান্ নিয়ম অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা উচিত তৎসমুদায় প্রদর্শন করা হইল। এক্ষণে ঐ সকল নিয়ম ব্যবহৃত হইলে যাহাতে উহার ফল কষ্টকর না হইতে পারে এই জন্য যে সমস্ত দমনোপায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে এক্ষণে তদ্বিষয়ের পর্য্যা-লোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। সর্ব্বপ্রথমেই বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, যে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া কিম্বা মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া যদিও খাজানাবৃদ্ধির আদেশ করা যায় তথাপি কোন স্থলেই বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বদত্ত খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না। প্রায়ই এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে, যে কারণ খাজানা বৃদ্ধির মূলভিত্তি সৃষ্টি করে তাহা ধীরে ২ অল্পে ২ কার্য্য করে এবং অল্পে ২ সেই বৃদ্ধি ভোগ করা কৃষকের অভ্যাস হইতে থাকে। যে দ্রব্য এত কাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছে ও যাহা নিজস্ব বলিয়া জ্ঞান করিতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহার অংশ ছাড়িয়া দেওয়া এবং নিজ ভূম্যধিকারিকে সমর্পণ করা, সেই অশিক্ষিত কৃষকের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে কত কষ্টকর, যে কৃষক ভুক্তপূর্ব্ব অতীত উপকার অপেক্ষা বর্ত্তমান ক্লেশই অধিক গণনা করে। যাহা কাড়িয়া লইলে তাহার মর্য্যাদার এবং প্রার্থনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এরূপ অধিক তাহার নিকট হইতে সহসা কাড়িয়া লইলে, ক্ষতিবোধ জন্মে এবং এই ভাব যে আদৌ যুক্তির উপর সংস্থাপিত নহে তাহাও বলা যায় না। যদি কোন ইউরোপবাসিকে এইরূপ নোটিস্ দেওয়া হয় যে তিনি বরাবর বাটীর যে ভাড়া দিয়া আসিতেছিলেন দুই এক মাসের মধ্যে তাহার চতুর্গুণ ভাড়া দিতে হইবে, তবে তিনি মনে করেন ইহা বিষম কষ্টকর; আর যদি তাঁহাকে বাটী ছাড়িতে না দেওয়া হয় এবং ঐ চতুর্গুণ ভাড়া দিতে বাধ্য করা যায় তবে তিনি মনে করেন যে ইহা এক প্রকার আইনসম্মত অত্যাচার। রায়তকে ভূমি ইস্তফা না করিতে বাধ্য করা যায় না বটে কিন্তু সে ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না, কারণ ইহা তাহার একমাত্র জীবনোপায় এবং দুই এক মাস পূর্ব্বে নোটিস্ দিয়া কোন ইউরোপবাসিকে পূর্ব্বদত্ত ভাড়ার তিনগুণ বা চতুর্গুণ দিতে বাধ্য করিলে তাঁহার যেরূপ ক্ষোভ জন্মে, রায়তেরও সেইরূপ ক্ষোভ হয়। এই কারণে আমাদের বোধ হয় কোন রায়তেরই খাজানা লাফাইয়া দ্বিগুণের অধিক হইয়া না পড়ে ইহাই যুক্তিযুক্ত; এবং যেহেতু এমন অনেক স্থলও থাকিতে পারে যেখানে এই বর্দ্ধিত খাজানা দিতেও লোকের কষ্ট বোধ হইবে, সেইজন্য আমরা ক্রমিক বৃদ্ধির আদেশ দিয়াছি অর্থাৎ যত দিন না আদিষ্ট খাজানাবৃদ্ধি চরমসীমায় উপস্থিত হইবে তত দিন পাঁচ বৎসরের অনধিক কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতিবৎসর খাজানা ক্রমে২ কিছু২ বাড়িতে থাকিবে। খাজানা বৃদ্ধির যে চারি হেতু নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, যে কোন স্থল তাহার অন্তর্গত হইবে, সেই সমস্ত স্থলেই আদালত বা কালেক্টর উপযুক্ত জ্ঞান করিলে, ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে এই আদেশ করিতে পারিবেন। তৃতীয় ও চতুর্থ হেতু স্থলেই দ্বিগুণকে আমরা খাজানাবৃদ্ধির চরমসীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। যদি কোন রায়ত তাহার ভূমির জন্য প্রচলিত হার অপেক্ষা অল্প হার দিয়া আসে কিম্বা যদি খাজানা না দিয়া অতিরিক্ত ভূমি চাপিয়া লয় এবং চাষ করিতে থাকে, তবে এমন অবস্থাও ঘটিতে পারে যে অবস্থায় খাজানা হঠাৎ অধিক বৃদ্ধি করিলে তাহা দেওয়া সেই রায়তের পক্ষে অতিশয় কঠিন হইবে, হয় ত বা তাহা দিতে সে একেবারে অশক্ত হইবে, সুতরাং এ অবস্থায় রায়তের যত টাকা দেওয়া উচিত ক্রমে২ বাড়াইয়া তত টাকায় আনিলে, সকল দিক্ বাজায় থাকিতে পারে। কিন্তু এই সকল স্থলে দ্বিগুণ খাজানার সীমা অতিক্রম না করিবার সপক্ষে কোন যুক্তিই আমরা দেখিতে পাই না। বাস্তবিকও অনধিকারে ভূমি চাপিয়া লওয়া স্থলে, ইহাতে বহুল পরিমাণে অন্যায় করিবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়া হইবে, কেননা কিয়ৎপরিমাণের অতিরিক্ত যত ভূমি লওয়া হইবে তাহা খাজানামুক্তরূপে পাওয়া যাইবে। ২৩ ধারার (গ) প্রকরণে আমরা বিধান করিয়াছি যে যদি প্রথম, তৃতীয় বা চতুর্থ হেতুতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে ঐ বর্দ্ধিত খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বাৎসরিক মূল্যের চতুর্থাংশের অধিক হইবে না; কিম্বা যদি ঐ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অন্য এক জন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের কোর্ফারূপে ঐ ভূমিভোগ করে তবে ঐ বর্দ্ধিত খাজানা উক্ত বাৎসরিক গড় মূল্যের ত্রিদশমাংশের অধিক হইবে না। কোন স্থলেই দখলীস্বত্ববিহীন রায়তের খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বাৎসরিক মূল্যের শতকরা চল্লিশভাগ বা দুই পঞ্চ-মাংশের অধিক হওয়া উচিত নহে এই যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা একটীমাত্র মতদান (ভোট) কম পড়াতে পরি-ত্যক্ত হইয়াছে। অবশেষে আমরা বিধান করিয়াছি, যদি তৃতীয় ও চতুর্থ হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি হয় এবং যদি কালেক্টর সাহেব বর্দ্ধিত খাজানার এক তালিকা প্রস্তুত করেন, তবে দশ বৎসরের নিমিত্ত উভয় পক্ষকে উক্ত তালি-কায় বাধ্য থাকিতে হইবে। এই দশবার্ষিক সময়ের মধ্যে পৈবস্তীদ্বারা ভূমি লাভ হইলে সেই ভূমির খাজানা বৃদ্ধি ইহাতে নিষিদ্ধ হইবে না কিম্বা শিকস্তীদ্বারা ভূমি নষ্ট হইলে সেই ভূমির খাজানা কম হইবারও ইহাতে নি-ষেধ হইবে না। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত মন্তব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে (উপরিস্থ ৫১ পারাগ্রাফ দেখ) তৎসমুদয় এই বিষয়ে খাটিবে।

কোন ২ স্থলে বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বদত্ত খাজা-নার দ্বিগুণের অধিক হইবে না। খাজানা বৃদ্ধির দমনোপায়।

ক্রমিক বৃদ্ধি।

কোন ২ স্থলে খাজানা মোট উৎপন্নের যত মূল্য তাহার অবধারিত অং-শের উপর উঠিবে না।

৩২। ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে পরস্পর চুক্তি হইলে, আইনানুসারে খাজানা বৃদ্ধির যে স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহার উপর ঐ চুক্তির ফল কত দূর বর্ত্তিবে তদ্বিষয়ে আমরা দ্বিবিধ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি। আমরা বিধান করিয়াছি (২৪ ধারা) যে, যদি নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত লিখিত পাট্টাদ্বারা রায়ত ভূমি ভোগ করে এবং ঐ

চুক্তির ফল খাজানা বৃদ্ধির স্বত্বের উপর কত দূর বর্ত্তিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

কাল অতীত না হইয়া থাকে, তবে যত দিন অবশিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে ঐ রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না। ইহাও স্পষ্টরূপে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, যদি রায়ত ও তাহার ভূম্যধিকারির মধ্যে এরূপ চুক্তি হইয়া থাকে যে ঐ রায়তের খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না, তবে কিছুতেই খাজানা বৃদ্ধি করা হইবে না। যদি লিখনের ভাষা অতিশয় অস্পষ্ট না হয়, তবে শেষোক্ত স্থলে এমন কি প্রথমোক্ত স্থলেও রায়ত সম্পূর্ণরূপে যে রক্ষিত হইবে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। কিন্তু এস্থলে এবং অন্যান্য স্থলেও, ভাবের উপর যতদূর সম্ভব নির্ভর না করা এবং সন্দেহ না জন্মিতে পারে এই জন্যে স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করা আমাদের উচিত বোধ হইয়াছে।

খাজানা বৃদ্ধির কার্য্য প্রণালী। এই বিষয়ের এই অংশের প্রয়োজনীয়তা।

৬৩। মুলব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিপর্ব্বে যাহা২ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, কি রূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে, সম্প্রতি সেই বিষয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ১৮১৫ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের রাজস্ব সংক্রান্ত পত্রে তাৎকালিক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন আমরা সেই মতের সম্পুর্ণ অনুমোদন করি :—"বিচারস্থলে রায়তদিগের যে কোন স্বত্ব আছে বলিয়া প্রকাশ করা যাউক না কেন, বিরোধী দাওয়া উপস্থিত হইলে প্রত্যেক রায়তের কত খাজানা দেওয়া উচিত যত দিন পর্য্যন্ত ইহা সূক্ষ্মরূপে ও সহজে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় বাহির করা না হইতেছে এবং যত দিন পর্য্যন্ত এই সমস্ত মোকদ্দমা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নিষ্পত্তি করিবার জন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের সৃষ্টি করা না হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত তাদৃশ যাবতীয় স্বত্বনিবন্ধন প্রকৃত উপকার অতি অল্পই হইবে।" এই প্রস্তাবের এই অংশের বিচারস্থলে খাজানাবৃদ্ধির চারি হেতুর স্বতন্ত্র পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক বলিয়া বোধ করা গিয়াছে। ঐ সকল হেতু সম্পর্কীয় বিষয়ের সূক্ষ্মভাবে সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানাবৃদ্ধির যে নোটিস দিবার প্রথা আছে এবং ১৮৫৯ সালের পূর্ব্বে যে আইন প্রবল ছিল তদনুসারেও যে নোটিস্ দিবার নিয়ম ছিল, আমরা সেই নোটিস্ দেওয়া রহিত করিয়াছি। নোটিস্ জারী হয় নাই বলিয়া কিম্বা নোটিসের পাঠ অসম্পূর্ণ আছে বলিয়া শত করা এত খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে যে, আমরা উক্ত সামান্য অংশটুকু বাদ দেওয়াই উচিত বিবেচনা করিয়াছি, কারণ উহার প্রকৃত ফল এই যে উভয়পক্ষের মধ্যে যথার্থ বিচার্য্য প্রশ্নের নিষ্পত্তির বিলম্ব হয় ও ব্যাঘাত জন্মে। এই নিমিত্ত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করাই প্রজাকে নোটিস দেওয়ার স্বরূপ, আমরা এই বিধান করিয়াছি। যে জিলায় বা জিলার কোন অংশে ফসলী সন প্রচলিত তথায় জ্যৈষ্ঠমাসে বা তাহার পূর্ব্বে এবং যে জিলায় বা জিলার কোন অংশে বাঙ্গালা সন চলিত তথায় পৌষ মাসে বা তাহার পূর্ব্বে, বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানাবৃদ্ধির নোটিসজারী করিতে হয়। এরূপ নিয়মের উপযুক্ত ও সম্ভবপর অভিপ্রায় এই যে, অধিক খাজানা দাওয়া করা হইয়াছে এই বৃত্তান্ত রায়ত এমন সময়ে জানিতে পারে যে সময়ে, যদি সে অধিক খাজানা দিতে অনিচ্ছুক হয় তবে সে কৃষিপ্রচলিত বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঐ ভূমি ইস্তফা করিতে পারে। জ্যৈষ্ঠ বা পৌষমাসে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে যদি নোটিস জারী না হয় তবে তাহাতে পরবর্ত্তী সনের খাজানার কোন ব্যতিক্রম হইবে না। সেই উদ্দেশ্যই আমরা নিম্নলিখিত রূপে সাধন করিয়াছি ; এইরূপ আদেশ করা হইয়াছে যে, যে জিলায় ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে তথায় বৈশাখ মাসে বা তাহার পূর্ব্বে এবং যে জিলায় বাঙ্গালা সন প্রচলিত আছে তথায় অগ্রহায়ণ মাসে বা তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের নোটিস জারীর এক মাস পূর্ব্বে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে, নতুবা পরবর্ত্তী সনে খাজানার পরিবর্ত্তন হইবে না। ইহাতে, এক্ষণে যে সময়ে নোটিস জারী হয়, সেই সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমার সমন জারী হইবে সুতরাং যদি রায়ত বর্দ্ধিত খাজানায় ভূমি রাখিতে অনিচ্ছুক হয় তবে কৃষিপ্রচলিত বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে ভূমি ইস্তফা দিবার পূর্ব্ববৎ সুবিধা রায়তের থাকিতেছে।—(পাণ্ডুলেখ্যের ৯৯ ধারা)।

খাজানাবৃদ্ধির নোটিস দেওয়া রহিত হইয়াছে। এই রূপ পরিবর্ত্তনের কারণ।

খাজানাবৃদ্ধির প্রথম হেতু। এতৎসম্পর্কীয় মোকদ্দমা কোন্ বিচারালয়ে বিচার করিলে সুবিধা হইতে পারে।

৬৪। খাজানা বৃদ্ধির প্রত্যেক হেতুর কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্ব প্রথমে প্রথম হেতু ধরা যাউক ; তাহা এই যে রায়ত যে হারে খাজানা দিতেছে তাহা, নিকটবর্ত্তী তুল্যসুবিধাযুক্ত ভূমির জন্য এই শ্রেণীর রায়তেরা যে হারে খাজানা দেয় সেই প্রচলিত হার অপেক্ষা অল্প। এই হেতু অনুসারে জমীদারকে অনেক স্থলে শুদ্ধ কতিপয় রায়তের নামে নালিশ করিতে হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে, দেওয়ানী আদালত কি জন্য তাহার বিচার করিবেন না আমরা তাহার কারণ দেখিতে পাই না; এবং যে হেতু প্রত্যেক মোকদ্দমার ভূমি বিভিন্ন, সেই জন্য ভিন্ন২ মোকদ্দমা স্বতন্ত্র বিচার করিলে কিঞ্চিৎ লাভও আছে। যে স্থলে মোকদ্দমার সংখ্যা অল্প না হয়, সে স্থলেও জমীদার যে সমস্ত রায়তের নামে নালিশ উপস্থিত করিবে তাহাদের সংখ্যা অবশ্যই রায়তসমষ্টির সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম হইবে, কারণ অধিকাংশ রায়ত যে হার না দেয় তাহাকে প্রচলিত হার বলা যায় না। এস্থলে যদি প্রচলিত হার সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে কোন বিবাদ না থাকে এবং প্রত্যেক রায়ত যে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহার উপর ঐ হার খাটিবে কি না এইমাত্র জিজ্ঞাস্য হয়, তবে দেওয়ানী আদালতে উক্ত সমস্ত মোকদ্দমার স্বতন্ত্র২ বিচার উত্তমরূপে চলিতে পারিবে। আর যদি প্রত্যেক রায়তের দখলী ভূমির প্রকৃতি বা শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কোন বিবাদ না থাকে এবং যদি সকল মোকদ্দমাতেই প্রচলিত হার প্রধান ইস্যু বলিয়া ধার্য্য হয়, তবে সমুদায় মোকদ্দমা এক সময়ে এক বিচারালয়ে আনীত হইলে বিচার কার্য্য অল্প লোকদ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। জমীদার ও সমস্ত রায়তগণ যে প্রমাণ উপস্থিত করিবে, সেই সমস্ত দৃষ্টি করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রচলিত হার কি? এই প্রশ্নের যে রূপ সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে, প্রত্যেক পৃথক মোকদ্দমার আনীত প্রমাণের কিয়দংশ দর্শনে, কখনই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ প্রত্যেক মোকদ্দমায় ক্রমান্বয়ে আনীত প্রমাণের উপর (এবং ইহা এই রূপেই আনীত হইবে) নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করিলে, ভিন্ন২ প্রকারে হয় ত বা ঠিক বিপরীত ভাবে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে। এই কারণে যে সকল মোকদ্দমা খাজানা বৃদ্ধির প্রথম হেতুর উপর নির্ভর করে সেই সকল মোকদ্দমায় কালেক্টরকে দেওয়ানী আদালতের সহিত সমকালিক বিচারাধিপত্য প্রদান করা গিয়াছে। এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, উপরোক্ত মন্তব্যানুসারে, প্রত্যেক বিচারালয়ের বিচারোপযোগী মোকদ্দমা সকল কিরূপে সেই বিচারালয়ে আনিবার প্রস্তাব করিয়াছি। পরীক্ষার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বোধ হইবে যে, যথারীতি ও সম্পূর্ণরূপে ইহা সাধন করা বড় সহজ নহে ; কিন্তু যত দূর সম্ভব ইহা সাধন করিবার জন্য আমরা নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়াছি; এই রূপ আদেশ করা

দেওয়ানী আদালত ও কালেক্টরকে সমকালিক বিচারাধিপত্য দেওয়া হইয়াছে।

গিয়াছে যে, জমীদার যে বিচারালয় ইচ্ছা সেই বিচারালয় প্রথমে মনোনীত করিয়া লইতে পারিবে, পরে মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে,যদি জমীদার প্রথমে দেওয়ানী আদালত মনোনীত করিয়া থাকে তবে উক্ত সমস্ত মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতহইতে কালেক্টরের নিকট উঠাইয়া আনা হইবে (পাণ্ডুলেখ্যের ১৩০ ধারা)। যদি মোকদ্দমা সংখ্যায় অল্প এবং বহুদিন অন্তর ২ হয় এবং জমীদার সর্ব্বপ্রথমে যদি কালেক্টরের বিচারালয় মনোনীত করে তবে প্রজার অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। সমকালিক এলাকা স্থলে সারাচর বাদিকে বিচারালয় মনোনীত করিয়া লইতে দেওয়া হয়। প্রথম কার্য্যানুষ্ঠান কালে এই রূপ করা আবশ্যক; তৎপরে, যে স্থলে এক বিচারালয়হইতে অন্য বিচারালয়ে উঠাইয়া লইবার অনুমতি আছে সে স্থলে প্রতিবাদী ঐ রূপে উঠাইয়া লইবার প্রার্থনা করিতে পারে। যে স্থলে প্রথমে দেওয়ানী আদালতে বা কতক দেওয়ানী আদালতে এবং কতক কালেক্টরের নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে, সে স্থলে যে কোন প্রজা দেওয়ানী আদালতের নিকট প্রার্থনা করিতে পারে, যেন উক্ত আদালত ১৩০ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, এবং এই রূপে সমস্ত মোকদ্দমা কালেক্টরের নিকট আনিতে পারে। যে স্থলে সর্ব্বপ্রথমে কালেক্টরের নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে সে স্থলে দেওয়ানী আদালতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া দুই পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষেরই ইষ্টসাধক নহে এবং এরূপ করিবার বিধানও করি নাই।

যে সকল মোকদ্দমা খাজানাবৃদ্ধির দ্বিতীয় হেতুর উপর নির্ভর করে সে সমস্ত মোকদ্দমায়ও সমকালিক বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইয়াছে।

৬৮। খাজানা বৃদ্ধির দ্বিতীয় হেতু এই, রায়ত ইতিপূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিত, মাপে সেই ভূমির পরিমাণ অধিক বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। যে সমস্ত মোকদ্দমা এই দ্বিতীয় হেতুর উপর নির্ভর করে তাহারও বিচার দেওয়ানী ও রাজস্ব সংক্রান্ত এই উভয় আদালতে সমান সুচারুরূপে হইতে পারে। এস্থলেও আমরা উক্ত বিচারালয়দ্বয়কে সমকালিক বিচারাধিপত্য দিয়াছি এবং যাহা এই মাত্র কথিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এস্থলেও খাটিবে। যে সমস্ত মোকদ্দমায় কোন মহালের রায়তগণ যোগ করিয়া তাহারা প্রত্যেকে কোন্ ২ ভূমি ভোগ করে তাহা দেখাইয়া দিতে অস্বীকার করে, সেই সমস্ত মোকদ্দমা কালেক্টর একত্র বিচার করিলে সুবিধা। মনে কর, গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের জন্য নীলামে কোন মহালের ক্রেতা দেখিল যে রায়তেরা নিজ ২ দখলে আছে বলিয়া যে ভূমির পরিমাণ দিল তাহার সমষ্টি মহালের পরিমাণের অনেক কম হইল। তিনি ভূমির মাপ আরম্ভ করিলেন এবং দেখিলেন তাহাতে কিছুই সুবিধা হইল না, কারণ রায়তেরা কে কোন্ ক্ষেত্র দখল করে এবং চাষ করে তাহা দেখাইয়া দিল না। যাঁহারা এদেশের বিষয় বিশেষ অবগত নহেন তাঁহাদের সুখবোধার্থে বলা যাইতেছে যে ইংলণ্ডদেশীয় ক্ষেত্রের ন্যায় এদেশস্থ রায়তগণের যোত প্রায় অঙ্গুরীয়াকার বেষ্টনের মধ্যবর্ত্তী এক লাগাও ক্ষেত্র লইয়া গঠিত নহে, কিন্তু ভিন্ন ২ স্থানে, গ্রামের ভিন্ন ২ পার্শ্বে ভূমি খণ্ড, কখন ২ বা ফালি জমী লইয়া গঠিত এবং এদেশে প্রত্যেক রায়ত কতক মন্দ, কতক বা ভাল জমী লইয়া থাকে এবং উহার মধ্যে প্রত্যেক ভূমি বিভিন্নপ্রকার শস্য উৎপাদনের উপযোগী হইয়া থাকে। যে নীলাম খরিদার রাজস্বের জন্য নীলামে বা ডিক্রীজারীর নীলামে ক্রয় করেন তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূস্বামির নিকট হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হন না, কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী ভূস্বামী তাঁহাকে নিজ স্বত্বের অপহারকস্বরূপ জ্ঞান করেন। পাছে খাজানা বৃদ্ধি হয় এই ভয়ে অথবা পূর্ব্বভূম্যধিকারী তাহাদের উপর অন্যায় পূর্ব্বক যে ভার চাপাইয়া দিয়াছিল তাহার কিয়দংশ কমাইবার এই উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, রায়তেরা তাহাদের নিজ ২ দখলী ভূমির পরিমাণ কম করিয়া বলে। এরূপ অবস্থায় এক ২ জন রায়তের বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে এবং স্বতন্ত্রভাবে তাহার বিচার হইলে কিছুই ফল দর্শে না; কিন্তু সমস্ত মহাল মাপ করিলে, প্রত্যেক রায়তের দখলে কত ভূমি আছে তাহা প্রকৃতরূপে জানা যায় এবং পূর্ব্বে যে ভূমির জন্য খাজানা দিত তদপেক্ষা যত অধিক ভূমি ভোগ করে তাহার খাজানাও ধরা যায়। কিন্তু এমন স্থলও আছে যেখানে নীলাম খরিদার এই সংবাদ না জানিতে পারে। অতঃপর আমরা সেই সকল স্থলের বিচারে প্রবৃত্ত হইব এবং সেই সকল স্থলের জন্য বিধানও করা গিয়াছে।

যে সকল মোকদ্দমা খাজানাবৃদ্ধির তৃতীয় হেতুর উপর নির্ভর করে সেই সমস্ত মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালত ও কালেক্টরের উপরসমকালিক বিচারাধিপত্য দেওয়া হইয়াছে।

৬৯। খাজানা বৃদ্ধির তৃতীয় হেতু এই যে, রায়তের বিনা পরিশ্রমে ও বিনা ব্যয়ে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। এ স্থলেও আমরা দেওয়ানী আদালত ও কালেক্টরকে সমকালিক বিচারাধিপত্য দিয়াছি। সামান্যতঃ এই সকল মোকদ্দমা পরস্পর সম্পর্কশূন্য নহে। যে কারণে কোন বিশেষ রায়তের যোত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা হইয়া উঠিবে, অথচ তাহাতে তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী রায়তের যোতের অল্প বা অধিক পরিমাণে উৎকর্ষসাধন হইবে না, এমন কোন কারণ কল্পনা করা সহজ নহে। যাহাতে উর্ব্বরতাজনক পলি পড়ে এরূপ জলপ্লাবন, ভূমিতে জল সেচনার্থ জল যোগাইবার খাল, যাহাতে বাদা বা জলজড়িত ভূমি উর্ব্বর ক্ষেত্র হইয়া উঠে এরূপ জলনিঃসরণ প্রণালী, শস্য সকল যাহাতে জলে ডুবিয়া না যায় এবং গ্রাম সকল যাহাতে জলমগ্ন হইতে না পারে এই জন্য নির্ম্মিত বাঁধ প্রভৃতি ভূমির উর্ব্বরতাসাধক যে সমস্ত কারণ এই নিয়মের অর্থের অন্তর্ভূত, তাহাতে বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের এবং অধিকসংখ্যক কৃষকের উপকার হয়। এই প্রকারে উপকৃত অধিকাংশ লোকই, ভূম্যধিকারিগণ যে হারে খাজানা বৃদ্ধি করিবার দাওয়া করে, যদি তাহা দিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে উহাই প্রচলিত হার হইয়া উঠিবে এবং ভূম্যধিকারীও বৃদ্ধির প্রথম হেতু অনুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। যদি অধিকাংশ লোকই উক্ত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে না চাহে, কিম্বা যে অল্পাংশ লোকে মোকদ্দমাদ্বারা মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের সংখ্যা যদি অধিক হয়, তবে ঐ সমস্ত মোকদ্দমা একত্র বিচার করাই সুবিধা, কেননা জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইবার কারণ সকল ভূমির পক্ষেই সমান এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ আছে তৎসমুদায় একত্র করা ও একসঙ্গে আলোচনা করা প্রার্থনীয়।* যদি সর্ব্ব প্রথমে ভূম্যধিকারী কালেক্টরের আদালত মনোনীত না করে, তবে উক্ত সমস্ত মোকদ্দমা ও তাহার যাবতীয় প্রমাণ এই পাণ্ডুলেখ্যের ১৩০ ধারার বিধানমতে ঐ আদালতে উপস্থিত করিবার সুবিধা হইবে।

---

* দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০ ধারায় বিধান আছে যে, একই মোকদ্দমায় অনেক ব্যক্তির সমান স্বার্থ থাকিলে, তাঁহাদের এক জন কি কএক জন আদালতের অনুমতি গ্রহন পূর্ব্বক তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত সকল ব্যক্তির সপক্ষে নালিশ করিতে পারিবেন ও তাঁহার কি তাঁহাদের নামে নালিশ হইতে পারিবে ও তিনি কি তাঁহারা ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদ করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনদ্বারা বা অন্য উপায়ে ঐ সকল ব্যক্তিকে অগ্রে নোটিস দিতে হইবে। প্রচলিত হার বা উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি রূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে সকল রায়তেরই সংসৃষ্টভাবে সম্পর্ক আছে এই হেতুতে এক মোকদ্দমায় সকলকে সাধারণ প্রতিবাদী করিয়া ভিন্ন ২ যোতভোগী রায়তের নামে নালিশ করিবার চেষ্টা কোন কালে হইয়াছিল কি না তাহা আমরা অবগত নহি।

যে সকল মোকদ্দমা খাজানা বৃদ্ধির চতুর্থ হেতুর উপর নির্ভর করে দেওয়ানী আদালত তাহার বিচার করিবার যোগ্য নহে।

৬৭। এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির সমুদয় হেতু অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় চতুর্থ হেতুর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। চতুর্থ হেতু এই যে ভূমির উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা সাধারণতঃ দেশের সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হয় এবং যে কেহ কৃষকদিগের নিকট খাজনা লয় সকলেরই ইহার সহিত সম্পর্ক আছে। বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া আমাদের মধ্যে অধিকাংশের এরূপ বোধ হইয়াছে যে, এস্থলে, ভূম্যধিকারিদিগকে যে বর্দ্ধিত হারে খাজনা দেওয়া রায়তদিগের উচিত তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার পক্ষে দেওয়ানী আদালত উপযুক্ত বিচারালয় নহে। প্রথমতঃ, সাধারণ নিয়ম বিশেষ ২ স্থলে প্রয়োগ করাই দেওয়ানী আদালতের রীতি। এই সাধারণ নিয়ম প্রায়ই স্বীকার্য্য বলিয়া গৃহীত হয়। ইহা লিখিত আইন বা দেশাচারের অন্তর্ভূত হইতে পারে কিম্বা নানাবিধ নজীর হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইতে পারে। সে যাহাই হউক, আদালত প্রয়োজন মত নিয়মের সৃষ্টি করিয়া লন না। উক্ত আদালতের কার্য্যপ্রণালীর রীতি এই কার্য্যকরণের উপযোগী নহে বরং ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করার ঠিক বিপরীত, কারণ (সাধারণতঃ বলিতে গেলে) অন্য অন্য ব্যক্তির সহিত যাহা ২ কৃত হয় ইহাতে তাহা বাদ যায় পক্ষগণের আপনাদিগের মধ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহারই বিচার হইয়া থাকে। এই নিয়মের কতকগুলি বর্জ্জিত স্থল আছে, কারণ কোন মোকদ্দমায় বহুসংখ্যক লোকের একই স্বার্থ থাকিলে উক্ত আদালত সেই সমস্ত লোকের বিষয় বিচার করিয়া থাকে; কিন্তু সমস্ত সমাজে বা সমাজের অধিকাংশ লোকের উপর খাটিতে পারে এরূপ কোন নূতন সাধারণ নিয়ম সৃষ্টি করা পর্য্যন্ত কখন কোন বর্জ্জিত স্থলে প্রয়োজন হয় না। সভ্যদেশে ব্যবস্থাপ্রণয়নে নিযুক্ত গবর্ণমেণ্টই সাধারণ নিয়ম সৃষ্টি করে। এই নিয়ম সৃষ্টি করিবার রীতি এরূপ নহে যে, রাজ্যের যাবতীয় লোককে রীতিমত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবার পক্ষ করিতে হইবে এবং প্রস্তাবিত বিধির সপক্ষ বা বিপক্ষগণ যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিবে তৎসমুদায়ই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ এরূপ করা একান্ত অসম্ভব; ইহার রীতি এই যে, যাঁহারা জ্ঞানী বা পরিণামদর্শী বলিয়া খ্যাত এরূপ কতিপয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রস্তাবিত সাধারণ নিয়ম প্রকাশ হয়, পরে সাধারণের সমক্ষে উহা লইয়া আন্দোলন হয় এবং যে শ্রেণী বা যে ব্যক্তির উপর উহা বর্ত্তিতে পারে তাহাকে, প্রস্তাবিত বিধির সপক্ষে বা বিরুদ্ধে নিজ অভিমত উপযুক্ত দ্বার দিয়া পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। এক দিকে যেমন আমরা বিবেচনা করি যে, কোন জিলা বা বিস্তৃত প্রদেশের অধিবাসী কৃষক সম্প্রদায়ের বা তাহার কোন অংশের জন্য কোন নূতন সাধারণ নিয়ম সৃষ্টি করিবার পক্ষে দেওয়ানী আদালত স্বীয় কার্য্যপ্রণালীর রীত্যনুসারে অনুপযুক্ত, তেমনি অন্য দিকে আমরা বোধ করি যে ব্যবস্থা সমাজ, ভিন্ন ২ মোকদ্দমায় প্রয়োগার্থ দেওয়ানী আদালতের জন্য সাধারণ নিয়ম করিয়া দিবার উপযুক্ত নহে, কারণ এই সাধারণ নিয়ম একরূপে সর্ব্বত্র প্রয়োগের উপযোগী সরল নিয়ম নহে; ইহা এরূপ একটী জটিল নিয়ম, যাহা ভিন্ন ২ জিলায় বা জিলার অংশে প্রয়োগার্থ প্রয়োগকালে বর্ত্তমান অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। কেবল স্থানীয় অনুসন্ধানদ্বারা ঐ সমস্ত অবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় এবং বিচারালয়ে প্রণালী অনুসারে প্রমাণ গ্রহণ করিলে উহার বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। অর্থাৎ এই অনুসন্ধানের প্রসর দেওয়ানী আদালতের পক্ষে এত প্রশস্ত যে ঐ আদালতদ্বারা উহার কিছুই উপকার হয় না এবং ব্যবস্থাসমাজের পক্ষে এত সঙ্কীর্ণ ও বিচিত্র যে এই সমাজদ্বারাও ইহার প্রতি ন্যায় সাধন হয় না। অতএব আমাদের বিবেচনায়, যে সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি কোন দেশের অতিবিস্তৃত অংশের খাজানাবৃদ্ধির নিয়ামক হইবে, তাহা ব্যবস্থাসমাজ ও বিচারসমাজ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এমন কোন আদালতদ্বারা নিরূপিত ও নির্দ্ধারিত হওয়া ভাল, যাহা উভয়ের প্রকৃতির কিছু ২ লইবে অথচ কাহারও রীতির অনুযায়ী হইবে না। আমরা কালেক্টরকেই এই এই যন্ত্রের প্রধান অঙ্গস্বরূপ স্থির করিয়াছি; প্রমাণগ্রহণ জন্য তাঁহাকে ব্যবস্থানুযায়ী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, কেননা এই উপায়ে অনেক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে; বিশেষ ২ কার্য্যসম্পাদন বিষয়ে তাঁহার সাহায্যার্থ কতকগুলি অধীনস্থ কর্ম্মচারী প্রদত্ত হইয়াছে; এবং রাজস্ববিভাগের উন্নতপদাভিষিক্ত কার্য্যকারকদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতাদ্বারা তাঁহার নিষ্পত্তির পরীক্ষা হইবে এরূপ আদেশ করা গিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে কতিপয় বৎসরের মধ্যে প্রধান উৎপন্নের মূল্যবৃদ্ধি নিরূপণ করা এবং এইরূপে নিরূপিত বৃদ্ধির পরিমাণ প্রত্যেক রায়তের উপর প্রয়োগ করা, আমাদের বিবেচনায় উক্ত যন্ত্রদ্বারা সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব নহে। এইরূপে কালেক্টরের উপর অর্পিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনবিষয়ে তিনি যে কার্য্য প্রণালী অনুসারে চলিবেন, অতঃপর তাহার পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

শুদ্ধ ইজারাদারকে চিরস্থায়ী হস্তান্তরযোগ্য স্বার্থবিশিষ্ট ভূম্যধিকারীর সহিত খাজানা বৃদ্ধি করিবার তুল্য সুবিধা দেওয়া হয় নাই।

৬৮। এস্থলে কিরূপ ভূম্যধিকারিগণ, আমাদের বিবেচনায় দেওয়ানী আদালতে বা কালেক্টরের নিকট খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায়ে আমরা ভূম্যধিকারিগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি—প্রথম, চিরস্থায়ী হস্তান্তরযোগ্য স্বার্থবিশিষ্ট ভূম্যধিকারী :—দ্বিতীয়, যে ভূমির খাজানা তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় সেই ভূমিতে ইজারাস্বার্থ বা পাট্টাভোগী স্বার্থবিশিষ্ট ভূম্যধিকারী। কালেক্টরের বিচারালয়ে খাজানাবৃদ্ধির অতিশয় সুবিধাজনক বোধ করিয়া আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূম্যধিকারিকে সকল স্থলে ঐ সুবিধা দেওয়া অনুচিত বোধ করিয়াছি। তদনুসারে যে সমস্ত মোকদ্দমা বৃদ্ধির প্রথম ও দ্বিতীয় হেতুর উপর নির্ভর করে, তৎসমুদায় কালেক্টরের নিকট উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রথম শ্রেণীর ভূম্যধিকারিদিগকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উক্ত স্থলে উভয় শ্রেণীর ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। বৃদ্ধির তৃতীয় হেতুস্থলে, প্রথম শ্রেণীর ভূম্যধিকারি উভয় আদালতের অন্যতরের আশ্রয় লইতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূম্যধিকারী অর্থাৎ শুদ্ধ ইজারাদার বা পাট্টাদারের পক্ষে যদিও সকল স্থলেই দেওয়ানী আদালত অবারিত আছে তথাপি যদি তাহার স্বার্থ শেষ হইবার দশ বৎসরের অনল্পকাল অবশিষ্ট না থাকে তবে সে রাজস্বসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে না। চতুর্থ হেতুস্থলে কোন শ্রেণীর ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লইতে পারে না; কিন্তু চিরস্থায়ী ও হস্তান্তর যোগ্য স্বার্থযুক্ত ভূম্যধিকারী কালেক্টরের সাহায্য লইতে পারে; ইজারাদার বা পাট্টাদার যদি আপন স্বার্থ শেষ হইবার দশ বৎসরের অনল্পকাল অবশিষ্ট না থাকে তবে কালেক্টরের সাহায্য লইতে পারে না, অর্থাৎ সে এই হেতুস্থলে আদৌ খাজানাবৃদ্ধি করিতে পারে না। পাণ্ডুলেখ্যের ৯৫ ধারা দেখ।

দেওয়ানী আদালতে খাজানা বৃদ্ধি করিবার কার্য্যপ্রণালী।

৬৯। যদি কোম ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানাবৃদ্ধি করিবার জন্য প্রথমতঃ দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিতে ইচ্ছা করে তবে চলিত রীত্যনুসারে তাহাকে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে। যদি প্রথম হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করা হয়, তবে আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে; (১) রায়ত যে ভূমি ভোগ করে তাহার পরিমাণ এবং উক্ত ভূমি ভিন্ন ২ শ্রেণীর হইলে, প্রত্যেক শ্রেণীর পরিমাণ; (২) উক্ত ভূমির জন্য বা উক্ত ভূমির প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা দেওয়া হয় তাহার হার; এবং (৩) প্রকৃতপ্রস্তাবে যে হার দেওয়া হয় তাহার পরিবর্ত্তে বাদী যে প্রচলিত হার দাওয়া করে সেই প্রচলিত হার। দ্বিতীয় হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে, নিম্নলিখিত বিষয় সকল আবেদনপত্রে উল্লিখিত হইবে; (১) রায়ত ইতি-পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমি ভোগ করিত সেই পরিমাণ, এবং উক্ত ভূমি ভিন্ন ২ শ্রেণীর হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর পরিমাণ; (২) উক্তভূমির মোট খাজানা এবং যে হার বা হার সকল অনুসারে উক্ত খাজানার হিসাব করা হইয়াছে সেই হার বা হার সকল; (৩) যে অতিরিক্ত ভূমির জন্য বাদী অতিরিক্ত খাজানার দাওয়া করিতেছে, সেই অতিরিক্ত ভূমির পরিমাণ; (৪) উক্ত অতিরিক্ত ভূমির জন্য যে অতিরিক্ত খাজানা দাওয়া করা হইয়াছে সেই অতিরিক্ত খাজানার মোট; (৫) যে মোট খাজানা দাওয়া করা হইয়াছে সেই মোট খাজানা অর্থাৎ (২) ও (৪) এর সমষ্টি। তৃতীয় হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে আবেদনপত্রে সম্প্রতি (১) ও (২) চিহ্নে নির্দ্দিষ্ট বিবরণ সমস্ত উল্লিখিত হইবে; এবং তদ্ব্যতীত (৩) কথিত ভূমির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির কারণের, ও উহা কত দূর হইয়াছে, তাহার উল্লেখ থাকিবে; এবং (৪) উক্ত শক্তিবৃদ্ধিনিবন্ধন বাদী যাহা পাইবার দাওয়া করে, সেই বর্দ্ধিত খাজানা বা খাজানার হার, লিখিত থাকিবে। আমাদের বোধ হয় এই সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া আদালত কি ২ ইহাকে বিচার করিতে হইবে তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিবে এবং প্রত্যেক মোকদ্দমায় তাহাকে কোন্ ২ বিষয়ের জবাব দিতে হইবে প্রতিবাদী তাহা বুঝিতে পারিবে।

আবেদন পত্রে কি ২ বিশেষ বিবরণ দিতে হইবে।

খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমার বিচারে দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক সাধারণ বিধান সকল খাটিবে।

৭০। দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের সাধারণ বিধানমতে; দেওয়ানী আদালত খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমার আবেদনপত্র লইয়া কার্য্য করিবেন। পাণ্ডুলেখ্যের ১৮ অধ্যায়ে যে সংক্ষিপ্ত কার্য্যপ্রণালী আছে তাহা এই সমস্ত মোকদ্দমায় খাটিবে না (১৮ ধারা।) যে স্থলে বৃদ্ধির ডিক্রী হইয়াছে, সে স্থলে যে বৎসর আদালতে আবেদনপত্র দাখিল করা হইয়াছে সেই বৎসরের পরবর্ত্তী বৎসরের প্রারম্ভহইতে ঐ বর্দ্ধিত খাজানা দেয় বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা ইহাও বিধিবদ্ধ করিয়াছি যে ভূম্যধিকারীর খাজানাবৃদ্ধির স্বত্ত্ব বিষয়ে এবং প্রার্থিত খাজানাবৃদ্ধি সঙ্গত কি অসঙ্গত তদ্বিষয়ে বিচার করিবার দেওয়ানী আদালতের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে এবং এই বর্দ্ধিত খাজানা বা তদপেক্ষা অল্প খাজানা, যাহা ন্যায্য ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে, ভূম্যধিকারী তাহার অধিকারী এই আজ্ঞা প্রচার করিবারও উক্ত আদালতের ক্ষমতা আছে; এবং বহুলপরিমাণে মোকদ্দমা না হইতে পারে যত দূর সম্ভব তাহার প্রতীকার করিবার জন্য বিচারের প্রাসঙ্গিক পক্ষগণের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠিবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তৎসমুদায়ের মীমাংসা করিবার ক্ষমতা আছে। নজীরহইতে কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই নিয়মের অভিপ্রেত প্রয়োগ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি আধুনিক নিষ্পত্তিদ্বারা, ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া স্থির হইয়াছে যে পক্ষগণের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উত্থাপিত প্রধান ইস্যু সকল চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, উক্ত ইস্যু সকল উত্থাপিত করিয়া অনিষ্পন্ন রাখিলে কি ফল হইত, তাহা পরবর্ত্তী মোকদ্দমায় সন্দেহস্থল রাখা হইবে না;

কালেক্টরের নিকট কার্য্যপ্রণালী তিন শ্রেণীর মোকদ্দমায় খাটিবে।

৭১। কালেক্টরের জন্য, এই পাণ্ডুলিপিতে বৃদ্ধির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যে বিধান করা গিয়াছে এক্ষণে তাহার সমালোচনা করা যাউক। যে সমস্ত মোকদ্দমায় এই কার্য্যপ্রণালী বিশেষরূপ প্রযুক্ত হইবে সেই সমস্ত মোকদ্দমা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, অর্থাৎ———

(১) যেস্থলে প্রধানতঃ হার লইয়া বিবাদ এবং যে স্থলে ভিন্ন ২ শ্রেণীর ভূমির হার একবার দৃঢ়রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে, এই হার অনুসারে প্রত্যেক রায়তকে কত খাজানা দিতে হইবে তাহা পরস্পর বন্দোবস্ত করিয়া লইতে ভূম্যধিকারী ও তাহার প্রজার বাস্তবিক কোন কষ্ট হইবে না, এরূপ বোধ করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে।

(২) যেস্থলে শুদ্ধ হার লইয়া বিবাদ নহে কিন্তু প্রত্যেক রায়ত যত ভূমি ভোগ করে তাহার পরিমাণ বা গুণ অথবা উভয় লইয়া বিবাদ; এবং যাহাতে পক্ষগণের মধ্যে বিবাদীয় সমস্ত বিষয়, জমাবন্দী প্রস্তুত না করিলে মিটিতে পারে না।

(৩) যাহাতে ভূম্যধিকারী, রাজস্ব সংক্রান্ত নীলাম বা ডিক্রীজারীর নীলামে খরিদার হওয়া প্রযুক্ত, প্রজারা ইতিপূর্ব্বে কত খাজানা দিত বা কত পরিমাণ ভূমি ভোগ করিত কিম্বা এই উভয় নিরূপণ করিতে অক্ষম হন। সম্ভবতঃ এরূপ স্থলে খাজানা বৃদ্ধি নাও হইতে পারে এবং যদি ইতিপূর্ব্বে কত খাজানা আদায় হইত, ভূম্যধিকারী শুদ্ধ তাহাই নিশ্চয় জানিতে পারেন তবে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারী যত খাজানা পাইত তাহা লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন।

আমরা যে কার্য্যপ্রণালীর বিধান করিয়াছি তাহা কিরূপে এই তিন শ্রেণীর প্রয়োজন সাধনের উপযোগী হইবে এক্ষণে তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বেই বলা উচিত, যে ভূম্যধিকারী কালেক্টরের নিকট খাজানাবৃদ্ধির দরখাস্ত করিয়াছে, তাঁহাকে "আবেদক" শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং আবেদক যে ভূমির খাজানা পাইবার অধিকারী সেই ভূমি বা তাহার কোন অংশ যে জিলার অন্তর্গত সেই জিলার কালেক্টরের নিকট ঐ দরখাস্ত করিতে হইবে বাবস্থা করা হইয়াছে। যদি ঐ ভূমি একই কমিসনরের বিভাগস্থ দুই বা ততোধিক জিলার মধ্যস্থিত হয়, তবে ঐ কমিশনর, এবং যদি ঐ ভূমি যে দুই বা ততোধিক জিলায় অবস্থিত সেই দুই বা ততোধিক জিলা একই কমিশনরের বিভাগের অন্তর্গত না হয়, তবে বোর্ড অব রেভিনিউ, বিশিষ্ট কারণ থাকিলে, যাঁহার কালেক্টরির মধ্যে উক্ত ভূমির কোন অংশ আছে সেই অপর কোন কালেক্টরের নিকট উক্ত দরখাস্ত পাঠাইবার আদেশ দিতে পারিবেন। দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে কোন স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমা, উক্ত সম্পত্তির কোন অংশ যে জিলায় স্থিত সেই জিলাতে উপস্থিত করা যায়,

কোন জিলায় কালেক্টরের নিকট খাজানা বৃদ্ধির দরখাস্ত করিতে হইবে।

আমাদিগের বিধানের প্রথম অংশ সেই আইনের অনুযায়ী। যে স্থলে, সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া বা অন্য কোন কারণে এক জিলার কালেক্টর অপেক্ষা অন্য জিলার কালেক্টরদ্বারা কোন দরখাস্তের বিচার হওয়া প্রার্থনীয় হইবে, সে স্থলে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা উর্দ্ধতন রাজস্বসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

প্রথমোক্তস্থলে আবেদক হারের তালিকা চাহিবে।

৭২। উপরি লিখিত তিন স্থলের মধ্যে প্রথম স্থলে, যে মহাল, তালুক বা পেটাও তালুক সম্বন্ধে দরখাস্ত হইয়াছে সেই মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের হারের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য আবেদক কালেক্টরকে বলিবে। যে ফর্দ্দে বা তফসীলে কোন মহাল; তালুক বা পেটাও তালুকের স্থানীয় প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ প্রণালী অনুসারে ভূমির শ্রেণী এবং প্রত্যেক শ্রেণীর উপর দেয় খাজানার হার লিখিত থাকে তাহার নাম হারের তালিকা, আমরা এই পরিভাষা করিয়াছি। প্রথম বা দ্বিতীয় হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে, এই তালিকা প্রস্তুত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত হার কি ছিল এই তালিকায় তাহার উল্লেখ থাকিবে; এবং তৃতীয় ও চতুর্থ হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে, উক্ত প্রচলিত হার এবং তদ্ব্যতীত ক্রমান্বয়ে উক্ত হেতুদ্বয় স্থলে কালেক্টর যত বর্দ্ধিত হারের আদেশ দিয়াছেন সেই বর্দ্ধিত হার, উক্ত তালিকাতে নির্দ্দিষ্ট হইবে। আবেদক যে হারকে ন্যায্য ও সঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করিবে এবং যদনুসারে সে দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকট বর্দ্ধিত খাজানা আদায়ের দাওয়া করিবে সেই হারের তালিকার নকল আবেদককে দরখাস্তের সহিত দাখিল করিতে হইবে; এবং এবং এতদ্ব্যতীত কি হেতুতে সে খাজানাবৃদ্ধি করিবার দাওয়া করে এবং কোন্ সময়ে ঐ হেতু ঘটিয়াছে ঐ দরখাস্তে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকিবে। ঐরূপে হারের তালিকার নকল দাখিল করিলে এবং ঐরূপে হেতুর উল্লেখ করিলে, আবেদকের মোকদ্দমার বর্ণনা সম্পূর্ণ হইবে; এবং ইহা স্মরণে রাখা আবশ্যক যে, সাধারণতঃ মহাল, তালুক বা পেটাওতালুকের দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট সমস্ত রায়তের সহিত এই মোকদ্দমার সম্পর্ক আছে কিন্তু উক্ত রায়তগণের ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ অবস্থার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

"হারের তালিকার" অর্থ।

দরখাস্তে কি২ বিষয় অন্তর্নিবিষ্ট হইবে।

৭৩। এক্ষণে ভূমি ভিন্ন২ শ্রেণীতে বিভাগ করিবার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের বোধ হয় সকল মহালেই অল্প বা অধিক পরিমাণে এই শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত আছে এবং রায়তেরা এতদ্বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছে ও বিলক্ষণ বুঝে। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য যে হারে খাজানা দিতে হয় সেই নির্দ্ধারিত হারও সকলে জ্ঞাত আছে এবং যে স্থলে বিবাদ বা বিরোধে সত্য বিকৃত হয় নাই, সে স্থলে অল্পায়াসেই উহা নিরূপণ করা যাইতে পারে। আমাদের সহকারী বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়—যাঁহার নিজের ও পিতার মহালে কার্য্যতঃ দর্শনদ্বারা অনেক বিজ্ঞতা জন্মিয়াছে—বলেন, কোন গ্রাম মাপ হইলে ভূমির যত্নপূর্ব্বক শ্রেণীবিভাগও হইয়া থাকে, এবং কোন এক খণ্ড ভূমি কোন শ্রেণীতে পড়িবে ইহা লইয়া বিবাদ হইলে, গ্রামের মণ্ডলের সাহায্যে তাহা মিটিয়া যায়। তিনি বলেন যে কোন ভূম্যধিকারী সুচারুরূপ বন্দোবস্তের অভিপ্রায় করিতে পারেন, তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক নিজ মহাল মাপ করিতে হয় এবং মাপের কাগজ (চিঠা) দেখিয়া তিনি যে শুদ্ধ রায়তগণের সমস্ত যোতের পরিমাণের হিসাব পাইবেন তাহা নহে, প্রত্যেক যোতে কোন শ্রেণীর ভূমি, কত পরিমাণে আছে তাহারও হিসাব পাইবেন। তিনি নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগের আদর্শ আমাদিগকে দিয়াছেন।———

ভূমির শ্রেণী এবং খাজানার হার।

ভূমির শ্রেণীবিভাগের নিদর্শন।

১।

		প্রতি বিঘা	
সূনা ভূমি,	আওল বা প্রথম শ্রেণী	৫৲ টাকা ..	হারে
ঐ ’	দোয়েম বা দ্বিতীয় শ্রেণী	৪৲ টাকা ..	হারে
ঐ ’	সোয়েম বা তৃতীয় শ্রেণী	৩৲ টাকা ..	হারে

সূনা ভূমি অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চ ও উৎকৃষ্ট ভূমি, ইহা বন্যায় ডুবিয়া যায় না এবং ইহাতে আউস ধান্য, নানাবিধ দাউল, আলু, ইক্ষু ও নীল জন্মে।

২।

		প্রতি বিঘা	
শালী ভূমি,	আওল বা প্রথম শ্রেণী	৪৲ টাকা ..	হারে
ঐ ’	দোয়েম বা দ্বিতীয় শ্রেণী	৩৲ টাকা ..	হারে
ঐ ’	সোয়েম বা তৃতীয় শ্রেণী	২৷৷০ টাকা ..	হারে
ঐ ’	চহরম বা চতুর্থ শ্রেণী	১৷৷০ টাকা ..	হারে

শালী জমীতে আমন ধান্য, তিল, মুগ ও পাট জন্মে।———

৩। ডাঙ্গা বা উচ্চ কৃষিযোগ্য ভূমি প্রতি বিঘা ৬৲ টাকা হারে; ইহাতে ইক্ষু, আলু, বেগুন এবং নীল জন্মে।

৪। যে ভূমিতে বাঁশ জন্মে, তাহা প্রতি বিঘা ৫৲ টাকা হারে।

৫। যে ভূমিতে ফলের গাছ এবং তরকারি জন্মে তাহা বাগাৎ, প্রতি বিঘা ৮৲ টাকা হারে।

৬। যে ভূমিতে তুত জন্মে, তাহা প্রতি বিঘা ৬৲ টাকা হারে।

৭। যে ভূমিতে পান জন্মে, তাহা প্রতি বিঘা ১৫৲ টাকা হারে।

৮। বাস্তু বা বাস ভূমি, প্রতি বিঘা ১০৲ টাকা হারে।

৯। উদ্বাস্তু বা বাস্তুর লাগাও ভূমি, প্রতি বিঘা ৭৷৷০ টাকা হারে।

১০। ডোবা বা ক্ষুদ্র গর্ত্ত, যাহাতে বৃষ্টির সময় মৎস্য ধরা যায় প্রতি বিঘা ২৲ টাকা হারে।

১১। ঘাসকর বা পশুচর, প্রতি বিঘা ১৲ টাকা হারে।

এই শ্রেণীবিভাগে ১১ টী বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমি আছে এবং ঐ শ্রেণীর সাতটী উপশ্রেণী আছে।

আবেদকের হারের তালিকা প্রচার করা ও তৎসঙ্গে ২ একমাসের মধ্যে উক্ততালিকাতে সম্মত হইবার বা আপত্তি উত্থাপন করিবার নোটিস্ রায়তকে দেওয়া।

৭৪। আবেদক তাহার মোকদ্দমা বর্ণনা করিলে পর, রায়ত উহার কি জবাব দেয় কালেক্টার তাহা নিরূপণ করিবেন। এই অভিপ্রায় সাধনার্থে তিনি, যে সকল গ্রামে ঐ ভূমি আছে তাহার প্রত্যেক গ্রামের মালকাছারীতে, বা উক্ত গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে কিম্বা ঐ ভূমিতে, আবেদকের হারের তালিকার নকল লটকাইয়া দিবেন এবং উক্ত নকল উক্তরূপে লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে ইহা ঢেঁড়রাদ্বারা প্রচার করিবেন; এবং রায়তগণ উক্ত নকলে নির্দ্দিষ্ট হারে সম্মত হইতে চায়, কি, যদি তাহাদের আপত্তি থাকে, তবে আপত্তি করিতে চায় ইহা প্রকাশ করিবার জন্য এক মাসের মধ্যে হাজির হইবার নোটিস্ তৎসঙ্গে২ রায়তগণকে দিবেন। রায়ত ঐ হার স্বীকার করিয়া লইলে,

কালেক্টর তাহা লিখিয়া রাখিবেন এবং সেই স্থলেই সমুদায় চুকিয়া যাইবে। আর যদি রায়তগণ বা তাহাদের মধ্যে কেহ২ উক্ত হারে আপত্তি করে, তবে কালেক্টর যে হার তাঁহার ন্যায্য ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে সেই হারে তালিকা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। আবেদক মোকদ্দমা যেরূপ দাঁড় করাইয়াছে এবং রায়ত যে সমস্ত আপত্তি করিয়াছে কালেক্টার তৎসমুদায় রীতিমত বিচার করিবেন এবং যেরূপ প্রমাণ ও অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করিবেন তাহা লইবেন ও করিবেন। এই সকল করিবার পর, তিনি নিজ কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন এবং আবেদক যে সকল হারের দাওয়া করিয়াছিল, তাহার সমস্ত বা কোনটীর কি হেতুতে অনুমতি দিয়াছেন কিম্বা কি হেতুতে দেন নাই অথবা কি হেতুতে তৎপরিবর্তে অল্প হারের অনুমতি দিয়াছেন, উক্ত বিবরণে তাহার উল্লেখ করিবেন।

প্রজা হাজির হইয়া সম্মতি দিলে বা আপত্তি করিলে কিরূপে কার্য্যপ্রণালী হইবে।

প্রথম হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হইবে।

৭৫। রায়ত যে হারে খাজানা দিতেছে তাহা নিকটবর্ত্তী তুল্যশ্রেণীর ও তুল্যসুবিধাযুক্ত ভূমির জন্য একই শ্রেণীর রায়তেরা যে হারে খাজানা দেয় সেই প্রচলিত হার অপেক্ষা অল্প—এই প্রথম হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে, যে শ্রেণীর ভূমিসম্বন্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে মহাল, তালুক বা পেটাওতালুকের মধ্যে তাহার তুল্যশ্রেণীর নিকটবর্ত্তী ভূমির জন্য দেয় প্রচলিত হার কত, কালেক্টার তাহা নিরূপণ করিবেন। তিনি নিয়ত এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিবেন। যদি কোন রায়ত আপত্তি করে যে, তুলনা করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী স্থানহইতে যে শ্রেণীর রায়ত ও যে শ্রেণীর ভূমি মনোনীত করা হইয়াছে রায়ত নিজে ও তাহার ভূমি ক্রমান্বয়ে সেই শ্রেণীর বা সেইরূপ সুবিধাযুক্ত নহে, তবে কালেক্টার এই সমস্ত বিশেষ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অস্বীকার করিবেন। হারের তালিকা প্রচার করিবার পর যদি আবেদক ও রায়তগণ পরস্পরের মধ্যে সমস্ত বিষয় মিটাইতে না পারে, তবে আবেদকের পক্ষে দুই পথ খোলা আছে; সেই দুই পথ অতঃপর উল্লিখিত হইবে। তিনি বিশেষ২ রায়তগণের বিরুদ্ধে উক্ত হারের তালিকা বলবৎ করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতের সাহায্য লইতে পারেন অথবা কালেক্টারকে জমাবন্দী প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিতে পারেন। এই উভয় স্থলেই রায়তগণ নিজ২ বৃত্তান্ত বিবৃত করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ পাইবে এবং তাঁহাদের বৃত্তান্ত ও যথারীতি বিচার করা হইবে। রায়ত ইতিপূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিত, মাপে সেই ভূমির পরিমাণ অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে—এই দ্বিতীয় হেতুঅনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে, প্রত্যেক শ্রেণীর দেয় চলিত হার কালেক্টার নিরূপণ করিবেন ও আজ্ঞাদ্বারা প্রচার করিবেন, কিন্তু কোন্ রায়ত কত অধিক ভূমি দখল করে এবং ঐ অধিক ভূমি কোন্ শ্রেণীর তাহা কালেক্টার স্থির করিবেন না। যখন আবেদনকারী এক এক করিয়া প্রত্যেক রায়তের বিরুদ্ধে হারের তালিকা বলবৎ করিবার জন্য কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন তখনই ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।

কিম্বা দ্বিতীয় হেতু অনুসারে।

তৃতীয় হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হইবে।

৭৬। রায়তের বিনা পরিশ্রমে ও বিনা ব্যয়ে রায়তকর্ত্তৃক ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে—এই তৃতীয় হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে, কালেক্টার আইনের নিয়মাধীনে কত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবেন। ইহা নিরূপিত হইলে, পূর্ব্বহারের পরিবর্ত্তে এই লব্ধোৎকর্ষ ভূমির কত হার ন্যায্য ও সঙ্গত, কালেক্টার তাহা স্থির করিবেন। মনে কর উপরি প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে (৭৩ চিহ্ন দেখ) সূনা ভূমি স্থলে যদি তিনি দেখেন যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে, তবে,

লব্ধোৎকর্ষ প্রথম শ্রেণীর সূনার নূতন হার ... ... প্রতি বিঘা ৫৲+২৲=৭॥০ টাকা হইবে।
লব্ধোৎকর্ষ দ্বিতীয় শ্রেণীর সূনার নূতন হার ... ... প্রতি বিঘা ৪৲+২৲=৬৲ টাকা হইবে।
লব্ধোৎকর্ষ তৃতীয় শ্রেণীর সূনার নূতন হার ... ... প্রতি বিঘা ৩৲+১॥০=৪॥০ টাকা হইবে।

যদি কোন রায়ত আপত্তি করে যে, তাহার ভূমির অবস্থান অন্যান্য বিসদৃশ বলিয়া কি অন্য কোন কারণে, উহা অন্যান্য ভূমির ন্যায় সমস্ত উপকার পায় না, তবে কলেক্টার সে প্রশ্নের বিচার করিবেন না; বিশেষ২ রায়তের বিপক্ষে হারের তালিকা বলবৎ করিবার মোকদ্দমায় উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। অবশেষে, রায়তের পরিশ্রম ও ব্যয় ব্যতিরেকে উৎপন্নের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে—এই চতুর্থ হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে, কালেক্টার আইনের নিয়মাধীনে খাজানাবৃদ্ধির পরিমাণ নিরূপণ করিবেন এবং এই আইনের বিধানমতে উক্ত বৃদ্ধি বিভাগ করিয়া দিয়া যে হার ন্যায্য ও সঙ্গত হইবে, সেই হার স্থির করিয়া দিবেন। উপরি প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে (৭৩ চিহ্ন দেখ) শালী জমির দৃষ্টান্ত লও; যদি মূল্য দ্বিগুণ হইয়া থাকে এবং যদি উক্ত বৃদ্ধি রায়ত বা ভূম্যধিকারী কাহারও পরিশ্রম বা ব্যয় ব্যতিরেকে ঘটিয়া থাকে, তবে উক্ত বর্দ্ধিত অংশ সমান ভাগে বিভক্ত হইবে এবং ভূম্যধিকারী উহার অর্দ্ধাংশ পাইবে। তাহা হইলে নূতন খাজানা নিম্নলিখিতরূপ হইবে;—

যে স্থলে খাজানাবৃদ্ধি চতুর্থ হেতু অনুসারে দাওয়া করা যায়।

১ ম শ্রেণীর শালীর খাজানা ... ... প্রতি বিঘা ... ৪৲+২৲=৬৲ টাকা হইবে।
২ য় " " " ... ... " ... ৩৲+১॥০=৪॥০ " "
৩ য় " " " ... ... " ... ২॥০+১।০=৩৸০" "
৪ র্থ " " " ... ... " ... ১॥০+৸০=২।০ " "

হারের তালিকা প্রস্তুত হইলে এক মাসের মধ্যে প্রতিবাদ করিতে পারা যাইবে এই নোটিস্ সমেত উহা প্রচার করিতে হইবে।

৭৭। হারের তালিকা প্রস্তুত করিয়া কালেক্টার তাহা প্রচার করিবেন এবং সেই সঙ্গে আবেদকও রায়তগণকে নোটিস্ দিবেন যে যদি তাহারা ঐ হারের কোন প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহা কালেক্টারের নিকট দাখিল করা লিখিত আবেদনপত্রদ্বারা এক মাসের মধ্যে করিতে হইবে। যদি ঐ প্রতিবাদ করা হয় তবে কালেক্টার তাহার বিচার করিবেন এবং উপযুক্ত বোধ করিলে তালিকা সংশোধন করিয়া দিবেন। তৎপরে তিনি উক্ত তালিকা এবং তৎসহিত নিজ কার্য্যপ্রণালীর বিবরণ এবং যদি প্রতিবাদের কোন আবেদনপত্র হইয়া থাকে তবে সেই আবেদন পত্র কমিশনরের নিকট অথবা কমিশনরের হস্ত দিয়া রেবিনিউ বোর্ডে যাইবে। মোকদ্দমার উল্লিখিত খাজানার মোট সমষ্টি, ভূমির পরিমাণ এবং এতৎসম্পর্কীয় রায়তগণের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, শ্রীযুক্ত লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব কমিশনর বা বোর্ডের দ্বারা মোকদ্দমার চূড়ান্ত পুনরালোচনা কর্ত্তব্য, সময়ে২ তাহা আদেশ করিতে পারেন। যে স্থলে যেরূপ সম্ভব তদনুসারে, বোর্ড বা কমিশনর, পরবর্ত্তী কার্য্যপ্রণালী ও অনুসন্ধানের আদেশ দিতে এবং তজ্জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন, নালিশসংক্রান্ত কোন

কালেক্টরের কার্য্য উৰ্দ্ধতন রাজস্বসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

পুনরালোচনা, সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিবার কাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

ব্যক্তির কথা শুনিতে পারেন, কোন আপত্তি গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন এবং হারের তালিকা পুনরালোচনা, সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। (১০৪ ধারা দেখ।)

৭৮। সর্ব্বশেষে বোর্ড বা কমিশ্যনর কর্ত্তৃক যে হারের তালিকা মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা আবেদক ও রায়ত উভয়কেই বাধ্য করিবে এবং উক্ত তালিকাতে উল্লিখিত যে শ্রেণীর ভূমির যে হার দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তের দেয় বলিয়া উক্ত তালিকাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই হারই যে ন্যায্য ও সঙ্গত তদ্বিষয়ে আর কোন আপত্তি হইতে পারিবে না। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত অন্য মোকদ্দমাতে প্রমাণ না হইতেছে বা রায়ত স্বয়ং স্বীকার না করিতেছে যে, সে যে ভূমিভোগ করে তাহা উক্ত তালিকায় নির্দ্দিষ্ট ভূমি শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীভুক্ত, তত দিন আবেদক কোন বিশেষ রায়তের নিকটহইতে উক্ত তালিকায় নির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা আদায় করিতে পারিবে না। বহুদর্শী ও দক্ষ ব্যক্তিরা বলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষেরা একবার হারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণ হার সম্বন্ধীয় সমুদায় বিবাদ আপনা আপনি মিটাইয়া লইতে পারিবে। এই কথায় যদি কোন সারবাত্তা থাকে তবে, যে সমস্ত রায়তের ভূমি সম্ভবতঃ তালিকার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পড়িবে এবং তন্নিবন্ধন যে সমস্ত রায়তের মোকদ্দমা চালাইলে কোন লাভের প্রত্যাশা নাই,আবেদক সেই সমস্ত রায়তের সহিত মিটাইয়া লইতে পারিবে। এবং তাহাদের সংখ্যাই অধিক-অবশিষ্ট রায়তেরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা দিতে অস্বীকার করিবার হয় বাস্তবিক বিশিষ্ট কারণ থাকিবে, নয় বিশিষ্ট কারণ আছে বলিয়া তাহাদের বোধ থাকিবে। কেহ বা এই আপত্তি করিতে পারে যে, সে সেই বনিয়াদি বংশে বা উৎকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে বংশ বা জাতি চিরকাল অন্যান্য রায়ত অপেক্ষা সুলভ হারে, (মনে কর) টাকা প্রতি দুই আনা বা চারি আনা কমে, ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে। অন্য কেহ বলিতে পারে যে, তাহার পিতামহ বা প্রপিতামহ জমীদারের সরকারে চাকরী করিয়াছে এবং তজ্জন্য অপেক্ষাকৃত অল্পহারে নিজ যোত পাইয়াছে ও চিরকাল অপর রায়ত হইতে এই প্রভেদ টুকু তাহার পক্ষে করা হইবে এরূপ অঙ্গীকারও আছে। যে সকল ব্যক্তি এই রূপ কথা বলে, প্রতিবাসিদিগের অপেক্ষা তাহারা অল্প হারে ভূমি ভোগ করিতেছে এই বৃত্তান্ত তাহাদের কথার পোষক হইবে। তৃতীয় ব্যক্তি বলিতে পারে যে, তাহার ভূমির অবস্থান অনন্য সদৃশ বলিয়া ঐ ভূমির জন্য ২য় শ্রেণীর শালী অপেক্ষা অধিক কিন্তু ১ম শ্রেণীর শালী অপেক্ষা কম খাজানা দিতে হয়; অতএব ঐ ভূমি মধ্যশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে এবং ঐ মধ্যশ্রেণী তালিকাতে প্রদর্শিত হয় নাই। চতুর্থ ব্যক্তি এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে যে, তাঁহার জমী মাঠের এক প্রান্তে অবস্থিত এবং গোমেষাদিতে উহার অনেক ক্ষতি করে; তন্নিবন্ধন ঐ জমী যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীর প্রচলিত হার অপেক্ষা কিছু কম হারে যে ব্যক্তি চিরকাল খাজানা দিয়া আসিতেছে। পঞ্চম ব্যক্তি এই ওজর করিতে পারে যে, তৃতীয় হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে, উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির কারণ তাহার ফল প্রসব করিবার পর দুই বৎসর গত হইলে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া হইয়াছে এবং অল্প খাজানায় উৎকৃষ্ট ভূমি পাইবে এই বিবেচনায় সে অনেক সেলামী দিয়াছে অতএব আইন ন্যায়ানুসারে সে ঐ হারের তালিকাদ্বারা বাধ্য হইতে পারে না। ষষ্ঠ ব্যক্তিও চতুর্থ হেতু অনুসারে বৃদ্ধির দাওয়া করিলে, ঐরূপ আপত্তি তুলিতে পারে। যে স্থলে ঐরূপ আপত্তি ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ, সে স্থলে বুদ্ধিমান ভূম্যধিকারী সমনে কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিবেন এবং যে সকল রায়তের পক্ষে বিশেষ বিবেচনা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, প্রচলিত হার অপেক্ষা কিছু কম লইতে সম্মত হইয়া, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন; এবং এই রূপে হারের তালিকা প্রচারদ্বারা আবেদক তাঁহার সমস্ত প্রজার সহিত মিটাইয়া ফেলিতে পারিবেন।

খাজানার বন্দোবস্ত করিবার জন্য হারের তালিকা কিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

ইহাদ্বারা ভূম্যধিকারীও তাহার প্রজা পরস্পর মিটাইয়া লইতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা।

৭৯। যদি রায়তেরা যুক্তিবিরুদ্ধ আপত্তি করে কিম্বা ভূম্যধিকারী রায়তের সঙ্গত দাওয়া দিতে না চাহে, তবে বিবাদের এই প্রকার ব্যক্তিগত হেতুর মীমাংসা হইবার দুই উপায় আছে (১০৬ ধারা দেখ।) আবেদক তাহার রায়তের বিপক্ষে ঐ হারের তালিকা বলবৎ করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে এবং উক্ত মোকদ্দমায়, দশ জনের অনধিক যে কয়েক জন রায়তকে ইচ্ছা, সেই কয়েক জনকে সহপ্রতিবাদী করিতে পারা যায়। হারের তালিকা যত দূর পর্য্যন্ত সিদ্ধ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এস্থলেও তত দূর পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইবে; কিন্তু ভূম্যধিকারী কালেক্টারের সাহায্য না লইয়া যদি প্রথমেই দেওয়ানী আদালতের সাহায্য লইতেন তবে তাঁহার উপর যেরূপ প্রমাণের ভার ন্যস্ত হইত, এই মোকদ্দমার অন্যান্য বিষয়ের প্রমাণের ভার সম্বন্ধেও তদপেক্ষা তাঁহার অধিক সুবিধা হইবে না। ইহাদ্বারা, রায়তদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ২ বিবরণ আদালতের গোচর করিবার সুযোগ পাইবে এবং তদ্বিষয়ে আদালতদ্বারা নিষ্পত্তি করিয়া লইতে পারিবে। আবেদকের পক্ষে দ্বিতীয় উপায় এই যে তিনি কালেক্টরের নিকট বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিয়া দিবার দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং হারের তালিকা চূড়ান্তরূপে মঞ্জুর হইবার তারিখের তিন মাস পরে (এই সময়ের মধ্যে আপসে মিটিবার বিলক্ষণ সময় রহিল) এবং উক্ত তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে ঐ দরখাস্ত করিতে পারা যাইবে। বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার কার্য্যপ্রণালীর পশ্চাৎ উল্লিখিত সবিস্তার বর্ণনা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে এ স্থলেও রায়তদিগের আপত্তি শ্রুত ও বিচারিত হইবার বিলক্ষণ সুযোগ আছে।

যদি উভয়পক্ষের না মেটে তবে ভূম্যধিকারির পক্ষে দুই পথ খোলা আছে।

৮০। যে মহাল, তালুক বা পেটাওতালুক সম্বন্ধে দরখাস্ত করা হইয়াছে, আবেদক কালেক্টরের নিকট সেই মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিয়া দিবার অনুমতি দুই প্রকারে চাহিতে পারে (১) তাহার আদি দরখাস্ত দ্বারা (২) হারের তালিকা পাইয়া সমুদায় বা কয়েক জন রায়তের সহিত মিটাইতে না পারিলে পর, একখানি পরিশিষ্ট দরখাস্ত দ্বারা। আমরা ১০০ ধারায় নির্দ্দেশ করিয়াছি যে "জমাবন্দী" শব্দে সেই তালিকা বা তফসীল বুঝাইবে যাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকিবে।——

কোন২ স্থানে বর্দ্ধিত জমাবন্দীর দরখাস্ত করিতে হইবে।

"জমাবন্দী" শব্দের অর্থ

(১) মহাল, তালুক বা পেটাওতালুকের রায়তগণের নাম।

(২) প্রত্যেক রায়ত যে ভূমি ভোগ করে তাহার পরিমাণ এবং উক্ত ভূমি বিভিন্ন শ্রেণীর হইলে প্রত্যেক শ্রেণীতে যত ভূমি আছে তাহার পরিমাণ।

(৩) প্রত্যেক রায়ত প্রত্যেক শ্রেণীর যত ভূমি ভোগ করে, সেই প্রত্যেক শ্রেণীর মোট ভূমির জন্য দেয় মোট খাজানা।

(৪) প্রত্যেক রায়তকে যত খাজানা দিতে হয় তাহার সর্ব্বশুদ্ধ মোট।

"বর্দ্ধিত জমাবন্দী" শব্দের অর্থ।

আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি যে "বর্দ্ধিত জমাবন্দী" শব্দে সেই জমাবন্দী বুঝাইবে যাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিবরণ ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়েরও উল্লেখ থাকিবে।———

(ক) প্রথম হেতু অনুসারে বৃদ্ধির আদেশ হইলে,

(৫) পূর্ব্বদেয় হারের পরিবর্ত্তে কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হার দিবার আদেশ হইয়াছে সেই প্রচলিত হার।

(৬) প্রত্যেক রায়ত উক্ত শ্রেণীর যত ভূমি ভোগ করে, সেই প্রত্যেক শ্রেণীর মোট ভূমির জন্য পূর্ব্বোক্ত কারণে দেয় নূতন মোট খাজানা।

(৭) প্রত্যেক রায়তের সর্ব্বশুদ্ধ দেয় নূতন মোট খাজানা।

(খ) দ্বিতীয় হেতু অনুসারে বৃদ্ধির আদেশ হইলে,

(৫) প্রত্যেক রায়তের দখলে প্রত্যেক শ্রেণীর যে অধিক ভূমি আছে বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে সেই প্রত্যেক শ্রেণীর অধিক ভূমি।

(৬) প্রত্যেক রায়ত উক্ত শ্রেণীর যত ভূমি ভোগ করে; সেই প্রত্যেক শ্রেণীর মোট ভূমির জন্য পূর্ব্বোক্ত কারণে দেয় নূতন মোট খাজানা।

(৭) প্রত্যেক রায়তের সর্ব্বশুদ্ধ দেয় নূতন মোট খাজানা।

(গ) তৃতীয় ও চতুর্থ হেতু অনুসারে বৃদ্ধির আদেশ হইলে,

(৫) প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির যে বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিবার আদেশ হইয়াছে, সেই বর্দ্ধিত হার।

(৬) প্রত্যেক রায়ত উক্ত শ্রেণীর যত ভূমি ভোগ করে, সেই প্রত্যেক শ্রেণীর মোট ভূমির জন্য পূর্ব্বোক্ত কারণে দেয় নূতন মোট খাজানা।

(৭) প্রত্যেক রায়তের সর্ব্বশুদ্ধ দেয় নূতন মোট খাজানা।

পাঠমাত্রই স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে জমাবন্দী বা বর্দ্ধিত জমাবন্দী হারের তালিকার ন্যায় নহে, কারণ ইহাতে প্রত্যেক রায়ত সম্পর্কীয় বিশেষ ২ বিবরণ লিখিত আছে।

বর্দ্ধিত জমাবন্দীর জন্য দরখাস্তে কি ২ অন্তর্নিবিষ্ট থাকিবে।

রায়তগণ সম্বন্ধে লিখিত বিষয়ে সম্মতি দিবার বা তাহার আপত্তি করিবার জন্য রায়তগণকে যে নোটিস্ দিতে হইবে তাহার সঙ্গে ২ বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রচার করিতে হইবে।

৮১। যিনি বর্দ্ধিত জমাবন্দীর প্রার্থনা করিতেছেন সেই আবেদক যে বর্দ্ধিত জমাবন্দীকে তিনি ন্যায্য ও সঙ্গত বলেন এবং যদনুসারে তিনি রায়তগণের নিকট হইতে বর্দ্ধিত খাজানা পাইবার দাওয়া করেন সেই বর্দ্ধিত জমাবন্দীর নকল তাঁহার দরখাস্তের সহিত দাখিল করিবেন; এবং উহাতে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক রায়তের খাজানা কি হেতুতে বৃদ্ধি করিবার দাওয়া করেন সেই হেতু বা হেতু সকল তিনি স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। কোন রায়তের নাম এই নকলে লেখা থাকা ঐ রায়তের দখলীস্বত্ব আছে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক এই স্বীকারের তুল্য হইবে। আবেদক কর্ত্তৃক দাখিল করা বর্দ্ধিত জমাবন্দী, হারের তালিকা যেরূপে প্রচার হয় সেই রূপে ঐ ভূমিতে প্রচার হইবে এবং তৎসঙ্গে ২ প্রত্যেক রায়ত সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেকের সম্মতি দিবার জন্য, বা আপত্তি থাকিলে, আপত্তি উত্থাপন করিবার জন্য এক মাসের মধ্যে উপস্থিত হইবার নোটিস রায়তগণকে দেওয়া হইবে। প্রত্যেক রায়ত তাহার নিজ বিষয় সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি আছে সমুদায় এস্থলে উত্থাপন করিতে পারে।

সকল রায়ত সম্মতি দিলে, কিরূপ কার্য্যপ্রণালী হইবে।

৮২। আবেদক কর্ত্তৃক দাখিল করা বর্দ্ধিত জমাবন্দীর নকলের সমুদায় দফায় যদি সমস্ত রায়ত সম্মতি দেয়, তবে উক্ত জমাবন্দীতে আবেদক ও রায়তগণ উভয়েই দশ বৎসরের নিমিত্ত বাধ্য থাকিবেন কালেক্টর এই হুকুম দিবেন, কিন্তু পৈবস্তীদ্বারা খাজানা বৃদ্ধি বা শিকস্তীদ্বারা খাজানা কম হওয়ার সহিত ঐ হুকুমের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। যদি কোন এক জন রায়ত বা সমুদায় রায়ত আপত্তি করে কিম্বা যদি তাহারা হাজির হইয়া সম্মতি না দেয়, তবে কালেক্টর ঐ মহাল, তালুক বা পেটাওতালুকের বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

সকলে বা কোন রায়ত আপত্তি করিলে, কিরূপ কার্য্যপ্রণালী হইবে।

ইহা প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি, ইতিপূর্ব্বে যে সকল স্থলে হারের তালিকা প্রস্তুত হয় নাই সেই সকল স্থলে অগ্রে উক্ত তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল সন্ধান প্রয়োজন লইবে; তৎপরে প্রত্যেক স্থলের বিশেষ ২ অবস্থার প্রতি এবং যদি কোন রায়ত আপত্তি করিয়া থাকে তবে সেই আপত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বিশেষ ২ রায়তের স্থলে ঐ বর্দ্ধিত হার খাটাইবেন।

কালেক্টর নিজ কার্য্যবিবরণ প্রস্তুত করিবেন।

বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত হইলে, প্রচার হইবে।

৮৩। এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে, কালেক্টর ঐ কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন এবং বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিবেন ১০৯ ধারা; তৎপরে তিনি উক্ত জমাবন্দী প্রচার করিবেন এবং আবেদকও রায়তদিগকে এই নোটিস্ দিবেন, যে যদি তাহারা সকলে বা তাহাদের মধ্যে কেহ উক্ত বর্দ্ধিত জমাবন্দীর হার বা কোন দফায় আপত্তি করিতে ইচ্ছা করে, তবে লিখিত আবেদন দ্বারা এই প্রচারের পর এক মাসের মধ্যে উক্ত আপত্তি করিতে পারিবে এবং ঐ আবেদন কালেক্টরের নিকট দাখিল করিতে হইবে। যদি কোন আপত্তি করা হয়—এবং প্রত্যেক বিশেষ ২ রায়তের স্থলে ঘটিত সমস্ত বিষয়েই ঐ আপত্তি হইতে পারিবে—তবে কালেক্টর সমুদায় আপত্তির উপরই দৃষ্টি রাখিবেন। এই সমস্ত আপত্তি যথার্থ কি না তদ্বিষয়ে নিশ্চের অবোধ জন্য, কালেক্টর যে সমস্ত কার্য্য আবশ্যক বোধ করিবেন তাহা করিতে পারিবেন এবং আদৌ সেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইলে তিনি যেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন এস্থলেও সেই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং যে কোন আজ্ঞা উচিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন তিনি সেই আজ্ঞা দিতে পারিবেন, তাহাতে উক্ত হার বা উক্ত কোন দফা রহিত করিতে, সংশোধন করিতে বা অন্য প্রকারের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন কিম্বা উক্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

বিশেষ ২ রায়তেরা যে আপত্তি করিয়াছে কালেক্টর সেই সমস্ত আপত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

কমিশনরের নিকট আপীল।

উক্ত আজ্ঞার ফল যাহাদের উপর বর্ত্তিবে এরূপ কোন ভূম্যধিকারী বা রায়ত এই আজ্ঞায় সন্তুষ্ট না হইলে তিনি ৩০ দিনের মধ্যে কমিশনরের নিকট আপীল করিতে পারিবেন; এবং ঐ আপীল হইলে কমিশনর অনুসন্ধানের পর বা অনুসন্ধান ব্যতিরেকে, যে আজ্ঞা উচিত বোধ করিবেন সেই আজ্ঞা দিবেন (১১০ ধারা।) সমুদায় আপত্তির মীমাংসা হইলে পর প্রস্তুত করা বর্দ্ধিত জমাবন্দীতে দশ বৎসরের জন্য ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ে আবদ্ধ থাকিবেন এবং পৈবস্তীর জন্য খাজানা বৃদ্ধি বা শিকস্তীর জন্য খাজানা যে কম হইয়া থাকে, তাহা এই

জমাবন্দী সত্ত্বেও পূর্ব্ববৎ হইবে। যে সকল রায়ত বৰ্দ্ধিত জমাবন্দী অনুসারে আবেদককে খাজানা দেয় তাহারা যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী ভূম্যধিকারিগণ কর্তৃক মোকদ্দমায় উৎপীড়িত হইতে না পারে সেই জন্য আমরা বিধিবদ্ধ করিয়াছি (১১১ ধারা) যে, ঐ রূপ কোন রায়তই ওয়াসিলতের মোকদ্দমায়, যে তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ওয়াসিলত পাইবার দাওয়া করে তাহার নিকট দায়ী নহে, কিন্তু এরূপ কোন মোকদ্দমা আবেদকের বিপক্ষে চালাইতে হইবে।

যে রায়তেরা বৰ্দ্ধিত জমাবন্দী অনুসারে আবেদককে খাজানা দেয় তাহাদিগকে কি রূপে আশ্রয় দেওয়া হয়।

বন্দোবস্তী জমাবন্দী পাইবার জন্য কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে।

৮৪। এক্ষণে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্য অর্থাৎ বন্দোবস্তী জমাবন্দী পাইবার জন্য যাহা ২ কর্তব্য তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। কোন ভূম্যধিকারী কোন ২ রায়ত তাহাকে খাজানা দিবার দায়ী, উক্ত রায়তগণ কর্তৃক দেয় খাজানা, প্রত্যেক রায়ত যে ভূমিখণ্ডের জন্য উক্ত খাজানা দেয় সেই ভূমিখণ্ড, নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিলে কালেক্টর যে জমাবন্দী প্রস্তুত করিয়া দেন, "বন্দোবস্তী জমাবন্দী" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে, ইহা আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। প্রকাশ্য নীলামে ক্রেতা, ক্রীত মহালের দখল পাইবার জন্য যখন চেষ্টা করেন তখন তিনি কিরূপ কষ্টে পড়েন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে (পূর্ব্ব ৬৫ চিহ্ন) উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্ব মালিক ব্যাঘাত দিবার জন্য রায়তদিগের সহিত যোগ করেন। হয় ক্রেতার এই ইচ্ছা যে খাজানা বৃদ্ধি করিয়া কিছু লাভ করেন, কিম্বা এই রূপ ইচ্ছা মিথ্যা করিয়া তাঁহার উপর আরোপ করা হয়। পুরাতন ভূস্বামী কোন খবর বা কোন কাগজপত্র দেন না। রায়তেরা নিজ ২ খাজানা কম করিয়া বলে এবং পুরাতন গোমস্তাগণের নিকট হইতে ক্রীত, কিম্বা ক্রেতা এই ক্রয় লাভজনক হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিবে এবং ইহা ছাড়িয়া দিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিবে এই আশয়ে হয় ত বা পুরাতন ভূস্বামী কর্তৃক স্বাক্ষরিত, জাল কবজ দাখিল করে। প্রত্যেক যোতের ভূমির পরিমাণ মিথ্যা করিয়া বলা হয় কিম্বা কোন খবর দিতে অস্বীকার করা হয়। যদি ক্রেতা মাপিবার চেষ্টা করে, তবে কোন্ ভূমিখণ্ড বা ক্ষেত্র কাহার, কেহই বলিয়া দিবে না। বিশেষ ২ রায়তের নামে নালিশ করিবারও যো নাই, কারণ কোন একটী মোকদ্দমারও আবেদনপত্র লিখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত খবর ক্রেতা অবগত নহে। শুদ্ধ যে নূতন ভূম্যধিকারী রাজস্বের জন্য নীলামে বা ডিক্রীজারীর নীলামে ক্রেতা হইলেই ঐ সমস্ত ঘটিয়া থাকে এমন নহে; আইন যে ব্যক্তির স্বপক্ষে আছে যদি তাহার বিরুদ্ধে মৃত মালিকের বংশীয় কোন স্ত্রীলোক বা অন্য ব্যক্তি যাহারা বিবেচনা করে যে তাহাদের স্বত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত—দণ্ডায়মান হয়, তবে উত্তরভোগিত্ব স্থলেও ঐ সমস্ত ঘটিতে পারে।

বন্দোবস্তী জমাবন্দীর আবেদক তাহার দরখাস্তে সমুদায় অবস্থার উল্লেখ করিবে।

৮৫। এইরূপ অবস্থায় যে আবেদক বন্দোবস্তী জমাবন্দীর জন্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করেন, তিনি নিজ দরখাস্তে যে সমস্ত অবস্থার জন্য তাঁহাকে খাজানা দিতে বাধ্য রায়তগণের নাম, উক্ত রায়তগণ কর্তৃক দেয় খাজানা, যে ভূমির জন্য খাজানা দিতে হয় সেই ভূমিখণ্ড, নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সেই সমস্ত অবস্থার উল্লেখ করিবেন। যদি কালেক্টরের হৃদ্বোধ জন্মে যে আবেদক যথার্থই এই সমস্ত বিষয় নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন হারের তালিকা বা বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীর জন্য কার্য্যানুষ্ঠান আরম্ভ করিতে পারে নাই কিম্বা করিলেও তাহা ব্যর্থ হইত, তবে তিনি বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এই কার্য্যসাধনার্থে তিনি প্রথমতঃ, মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের রায়তগণের উপর একমাসের মধ্যে হাজির হইবার এবং তাহারা প্রত্যেকে যে ভূমিখণ্ড ভোগ করে সেই ভূমিখণ্ড, তাহার শ্রেণী, পরিমাণ, ও চতুঃসীমা, ঐ ভূমির জন্য পূর্ব্বে কত খাজানা দিতে হইত, এবং এক্ষণে তাহারা কত খাজানা দিতে ইচ্ছা করে, এই সমস্ত বর্ণনা করিবার জন্য নোটিস জারী করিবেন।

রায়তেরা জিজ্ঞাসিত বিশেষ ২ খবর না দিলে কিম্বা তাহারা যে খবর দিবে আবেদক তাহার প্রতিবাদ করিলে, কালেক্টর কোন্ ২ বিষয় নিরূপণ ও স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

৮৬। এই নোটিস প্রচার হইবার পর এক মাসের মধ্যে যদি রায়তেরা হাজির হইয়া, তাহাদের নিকট যে বিশেষ খবর চাওয়া হইয়াছিল তাহা দেয় এবং আবেদক ঐ সমস্ত বিশেষ খবরে সম্মতি দেন, তবে সেই খবর অনুসারে বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত হইবে। যদি তাহারা হাজির হইয়া উক্ত বিশেষ খবর না দেয় অথবা এরূপ খবর দেয় যে আবেদক তাহার প্রতিবাদ করেন, তবে কালেক্টর নিম্নলিখিত বিষয় গুলি নিরূপণ ও স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইবেন; (১) কোন্ রায়তেরা আবেদককে খাজানা দিতে বাধ্য; (২) কোন্ ভূমির জন্য উক্ত খাজানা দিতে হয়; (৩) উক্ত ভূমিতে রায়তদিগের কিরূপ স্বত্ব আছে; (৪) পূর্ব্ব ২ খাজানা বা হার অপেক্ষা কত অধিক বা অল্প খাজানা বা খাজানার হার, আবেদক উক্ত ভূমির জন্য রায়তের নিকট পাইবার অধিকারী (১১৩ ধারা)। বন্দোবস্তী জমাবন্দী সম্পূর্ণ হইলে, বৰ্দ্ধিত জমাবন্দী যেরূপে প্রচার করা হয় এবং তৎসঙ্গে ২ তৎসম্পর্কীয় রায়তগণকে যেরূপ নোটিস্ দেওয়া হয়, কালেক্টর সেইরূপ বন্দোবস্তী জমাবন্দী ও প্রচার করিবেন এবং তৎসঙ্গে তৎসম্পর্কীয় রায়তদিগকে নোটিস দিবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যে আপত্তি করিবেন কালেক্টর তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; এবং উক্ত ব্যক্তিগণ কালেক্টরের হুকুমে অসন্তুষ্ট হইলে, তাহারা কমিশ্যনরের নিকট আপীল করিতে পারেন।

৮৭। যে তিন শ্রেণীর মোকদ্দমার জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে সেই তিন শ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য কার্য্যসম্বন্ধীয় প্রধান ২ বিষয় পর্য্যালোচিত হইল, এক্ষণে উক্ত তিন শ্রেণীর সাধারণ বিধান সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ, এই আদেশ করা গিয়াছে যে, যে কয়েক জন ভূম্যধিকারী ইচ্ছা, একত্র দরখাস্ত করিতে পারিবে, এবং কে কত খরচার অংশ দিতে চাহে তাহা ঐ দরখাস্তে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। কিন্তু কালেক্টর উপযুক্ত বোধ করিলে, আবেদকের অধিকৃত কোন মহাল, তালুক বা পেটও তালুক বা নির্দ্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবার আদেশ করিতে পারিবেন (১১৫ ধারা)। উক্তরূপ হুকুম দিবার জন্য কালেক্টরকে যে ২ বিষয় দেখিতে হইবে তাহা এই যে, যে কারণে খাজানা বৃদ্ধির হেতু উপস্থিত হয় সেই কারণ কখন ২ বহুবিস্তৃত ভূমিভাগে বর্ত্তে এবং উহার ফল সম্বন্ধে কোন প্রভেদ অনুভব করিতে পারা যায় না। মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে যে এইরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে তাহা সকলেরই বিদিত আছে। বিচার্য্য প্রশ্ন সম্বন্ধে যে সমস্ত ভূম্যধিকারীও প্রজার তুল্য সম্পর্ক আছে, এক অনুসন্ধান দ্বারা তাহাদের সকলের বিচার করিলে, যে পরিশ্রম আবশ্যক ও যে অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহা অনেক বাঁচিয়া যায়। যাহাতে প্রত্যেক বিশেষ ২ স্থলের বিশেষ ২ বিবরণ দিতে হইবে সেই বৰ্দ্ধিত জমাবন্দী বা বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করণ স্থল অপেক্ষা, যাহাতে প্রত্যেক বিশেষ ২ স্থলের বিশেষ ২ বিবরণ দিতে হইবে না সেই হারের তালিকা প্রস্তুত করণ স্থলে অপেক্ষাকৃত

যে কয়েক জন ভূম্যধিকারী ইচ্ছা একত্র দরখাস্ত করিতে পারে। কালেক্টর উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, স্বতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী অবলম্বনের আদেশ করিতে পারেন।

কোন ২ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কালেক্টর উক্ত বিষয়ে নিজ বিবেচনা মত কার্য্য করিতে পারিবেন।

অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে অনায়াসে উক্ত কার্য্যভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। একই তালুকের অন্তর্গত দুই বা ততোধিক পেটাও তালুক কিম্বা একই মহালের অন্তর্গত দুই বা ততোধিক তালুক এক অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হইতে পারে; কিন্তু ভিন্ন ২ এবং দূরবর্ত্তী মহালের অন্তবর্ত্তী এবং ভিন্ন ২ অবস্থাপন্ন তালুকের স্বতন্ত্রভাবে অনুসন্ধান হইবে। সকল স্থলেই প্রধান উদ্দেশ্য এই যে অনুসন্ধান অতি প্রকাণ্ড হইয়া না উঠে এবং যে সমস্ত ভূমির একই ভাবে বিচার হইতে পারে না তাহাদের বিচার একত্রে না হয়।

কালেকটর উপযুক্ত বোধ করিলে, আপসে মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

৮৮। আমরা বিধিবদ্ধ করিয়াছি যে (১১৬ ধারা), কালেক্টরকে দরখাস্ত করা হইলে, তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে, বিরোধী বিষয় শেষ করিবার ও মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে, আবেদক ও রায়তগণের মধ্যে আপসে মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন; এবং এইরূপে মিটিয়াগেলে কালেক্টর ইহার নিয়ম সকল। রীতিমত লিপিবদ্ধ করিবেন। এবং ঐ লিপিবদ্ধ নিয়ম উহাতে উল্লিখিত যাবতীয় ব্যক্তিকে বাধ্য করিবে। এই বিধান সকল ১৮৭৬ সালের প্রজাবিদ্রোহ বিষয়ক ৬ আইন (যাহা মিয়াদ অতীত হওয়ায় এক্ষণে রহিত হইয়াছে) হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মোকাদ্দমার খরচার টাকা দিতে কালেকটর আদেশ করিলে, টাকা আমানত করিতে হইবে।

আমানত না করিবার ফল।

৮৯। ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে কার্য্য চালাইবার জন্য কালেক্টরের আন্দাজে যত টাকা আবশ্যক হইবে, লিখিত নোটিস দিলে আবেদককে মধ্যে ২ ঐ টাকা আমানত করিতে হইবে। যদি এক জন মাত্র আবেদক থাকে এবং উক্তরূপে আদেশ করিবার পর ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ পালন না করে তবে কালেক্টর কার্য্য বন্ধ রাখিতে হুকুম দিবেন; কিম্বা নিজের বিবেচনামতে. পনর দিন গত হইলেও, ঐ টাকা আমানত লইতে পারিবেন। ভিন্ন ২ মহাল, তালুক বা পেটাও তালুক সম্বন্ধে মিলিত একাধিক আবেদক থাকিলে, কোন বিশেষ মহাল. তালুক বা পেটাও তালুকের জন্য যত টাকা আবশ্যক কালেক্টর তাহা লইতে পারেন এবং তৎসংক্রান্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কিন্তু যাহার বা যাহাদিগের সম্বন্ধে টাকা আমানত হয় নাই, তাহার বা তাহাদিগের সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন। আবেদকেরা সহাধিকারী হইলে, এক জন যত টাকা আবশ্যক সমস্ত আমানত করিতে পারে এবং অন্য সহাধিকারির নিকট হইতে যত টাকা তাহার আমানত করা উচিত ছিল তাহা আদায় করিয়া লইতে পারে। কার্য্য বন্ধ করিবার আজ্ঞা একবার হইয়া গেলে, দশ বৎসরের মধ্যে খাজানা বৃদ্ধির আর নূতন কার্য্য উপস্থিত করিতে পারা যাইবে না (১১৮ ধারা)।

মোকদ্দমা চলিবার সময় সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য কালেকটর কি ২ ক্ষমতা চালাইতে পারেন।

৯০। আমরা বিধিবদ্ধ করিয়াছি (১২১ ধারা) যে কালেক্টর মোকদ্দমার পক্ষভূত বা অন্য প্রকার সাক্ষিদিগকে শমন দেওয়া, হাজির করান এবং তাহাদের সাক্ষ্য লওয়া সম্বন্ধে এবং দলীল দাখিল করা সম্বন্ধে এবং খরচা দেওয়া বা বিভাগ করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের সমস্ত বা কোন ক্ষমতা, কার্য্য চলিবার মধ্যে যে কোন সময়ে, নিজ বিবেচনামতে, প্রয়োগ করিতে পারিবেন; এবং উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ কালে কালেক্টরের উপর, উক্ত বিষয়ে প্রয়োগযোগ্য দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধান সকল খাটিবে। আমরা ইহাও বিধান করিয়াছি যে, কালেক্টর পক্ষগণের সম্মতিতে কোন বিষয় শালিসীতে পাঠাইতে পারিবেন এবং শালিসী সম্বন্ধীয় দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধান সকল এস্থলে খাটিবে।

জিলার কালেকটর বাৎসরিক মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উহা কলিকাতা গেজেটে ছাপাইবেন।

৯১। খাজানা বৃদ্ধি বা কম হইবার হেতুভূত মূল্য বৃদ্ধি বা মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য আমরা বিধান করিয়াছি (১২২ ধারা) যে, কোন জিলা বা ভূমি-ভাগের নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত প্রচলিত শস্যের বাৎসরিক মূল্যের তালিকা, শস্যকর্ত্তন সময়ে প্রত্যেক জিলার কালেক্টর প্রস্তুত করিবেন। তালিকা সকল এক রূপ করিবার জন্য রেবিনিউ বোর্ড যে নিয়ম করিয়া দিবেন, তদনুসারে ঐ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত হইবে এবং প্রতি বৎসর কলিকাতা গেজেটে উহার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে। আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে মূল্যের তালিকা এই রূপে ছাপান হইলে, ১৫ অধ্যায় মতে উপস্থিত করা যে কোন মোকদ্দমায় তাহা প্রাসঙ্গিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে জিলার বা ভূমিভাগের মূল্য বলিয়া উহার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, সেই জিলার বা ভূমিভাগের সেই বৎসরের প্রচলিত শস্যের মূল্য বলিয়া আপাততঃ প্রমাণ হইবে। যে ভূমিভাগের জন্য ঐ তালিকা প্রস্তুত হইবে, কালেক্টরের কথানুসারে বোর্ড অব রেভিনিউ সেই ভূমিভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে। কোন নির্দ্ধারিত হাটের দর ধরা হইবে এবং একই হাট বরাবর ধরা হইবে। কোন ক্ষেত্রের উৎপন্নের মূল্য প্রচলিত বাজারের দূরত্ব ও আবশ্যক বহনী খরচা অনুসারে কম বেশী হইয়া থাকে। ভিন্ন ২ বাজারের দর বড় ২ বাজার বা রপ্তানীর বন্দরের সমীপত্ব এবং ঐ বন্দর বা বাজারে বহিয়া লইয়া যাইবার সুবিধা অনুসারে কম বেশী হইয়া থাকে। নিয়ত একই বাজারের দর ধরিলে, স্থানীয় এবং বিশেষ কারণ ভিন্ন বাহ্য ও সাধারণ কারণে দরের সাধারণ ইতর বিশেষ কত দূর হইতে পারে তাহা জানিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

বৃদ্ধির মোকদ্দমায় আপাততঃ প্রমাণ হইবে।

কালেক্টরের, মাপ করিবার ও রায়তদিগকে উপস্থিত থাকিতে আদেশ করিবার ক্ষমতা।

৯২। আমরা বিধান করিয়াছি (১২৩ ধারা) যে কালেক্টর আপন বিবেচনা অনুসারে, মোকদ্দমা চলিবার যে কোন সময়ে, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কীয় সমস্ত বা যে কোন ভূমি মাপ করিতে পারেন এবং উক্ত মাপকালে রায়তদিগকে উপস্থিত থাকিবার আদেশ করিয়া আজ্ঞা দিতে পারেন, কিন্তু ঐ আজ্ঞা যথাসময়ে প্রচার হওয়া চাহি। উক্ত আজ্ঞা প্রচার হইবার পর কোন রায়ত উপস্থিত হইয়া তাহার ভূমি না দেখাইয়া দিলে, তাহার অনুপস্থিতিতে যে মাপ বা যে কোন কার্য্য হইয়াছে তাহার যথার্থতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। যদি কালেক্টর যথোচিত অনুসন্ধানের পরও কোন ভূমি মাপিতে বা উক্ত ভূমি-ভোগী রায়ত বা অন্য ব্যক্তির নাম নিরূপণ করিতে অক্ষম হন, তবে তিনি প্রকাশ করিতে পারেন যে ঐ ভূমি জমীদারের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত। কালেক্টর ঐ নিদেশ লিখিয়া লইবার পর পনর দিনের মধ্যে যদি কোন রায়ত হাজির হয় এবং তাহার অনুপস্থিতির বিশিষ্ট কারণ দর্শাইতে পারে, তবে কালেক্টর যে নিয়ম বা শর্ত্ত উপযুক্ত বলিয়া বোধ করিবেন তদনুসারে পূর্ব্বের নিদেশ পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে পারিবেন। বিশিষ্ট কারণ দর্শাইতে না পারিলে, কালেক্টর উক্ত নিদেশ পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে অস্বীকার করিয়া আজ্ঞা দিতে পারেন; এবং এই আজ্ঞার আপীল কমিশনরের নিকট হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্যস্থলে অর্থাৎ বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার কার্য্যস্থলে এই বিধান সকল অতীব কার্য্যকর ও আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই সমস্ত বিধান নূতন নহে, ১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনদ্বারা এই রূপ বিধান বিধিবদ্ধ হয় এবং ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনে এই সকল অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

অনুপস্থিতির ফল।

১৩। আমরা বিধান করিয়াছি (১২৪ ধারা) যে, ১৫ অধ্যায়ের কার্য্যসাধনার্থে শ্রীযুক্ত লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে কোন ব্যক্তিকে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, এবং এই আইন সম্বন্ধে উপস্থিত কর্ম্ম, উক্ত ব্যক্তি এবং জিলার কালেক্টর সাহেবের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবার পক্ষে যে আদেশ সুবিধাজনক বোধ হইবে, সেই আদেশ দিতে পারিবেন; এবং যে কোন ডেপুটী কালেক্টর, জিলার কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির শাসন ও তত্ত্বাবধারণের নিয়মাধীনে, ১৫ অধ্যায় অনুসারে কালেক্টরের উপর সমর্পিত সমুদায় বা যে কোন ক্ষমতা (কতকগুলি বাদে) প্রয়োগ করিতে পারিবে। নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বা যে ব্যক্তি তাহার প্রতি অবিচার হইয়াছে বলিবে তাহার আবেদন অনুসারে কালেক্টর শাসন ও তত্ত্বাবধারণ ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন। এইরূপ বিধান করা গিয়াছে যে, উক্ত অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এবং এই আইনের বিধান সকল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আবশ্যক কার্য্য সমস্ত সম্পাদনার্থে যে আমলা ও অন্য কার্য্যকারকের প্রয়োজন হইবে, কালেক্টর বোর্ড অব রেভিনিউ যে নিয়ম করিয়া দিবে তাহার অধীনে, সেই সমস্ত আমলা ও অন্যান্য কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই আইনের কার্য্যসাধনার্থে যে কোন ব্যক্তিকে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রদত্ত হইতে পারিবে।

ডেপুটী কালেক্টর কালেক্টরের শাসনাধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে।

আমলা প্রভৃতির নিয়োগ।

১৪। কার্য্যানুষ্ঠান শেষ হইলে, কালেক্টর মোট খরচার হিসাব প্রস্তুত করিবেন। আবেদক কর্তৃক আমানতী টাকায় এই খরচা শোধ গিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে সেই উদ্বৃত্ত টাকা ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে। কিছু কম পড়িলে, রাজকীয় প্রাপ্যের ন্যায় বলিয়া উহা আদায় হইবে। (ক) যে কালেক্টর বা ডেপুটী কালেক্টর উক্ত কার্য্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন তাঁহাদের বেতন বা বারবরদারি; (খ) আমলাগণের বেতন; এবং (গ) প্রকৃত প্রস্তাবে যে উপরি খরচ বা অন্য খরচ হইয়াছে; এই সকল কার্য্যানুষ্ঠানের খরচার সামিল হইবে। কোন আপত্তি বা আপীল অগ্রাহ্য হইলে, আপত্তি বা আপীলকারী ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার প্রতিবাদকারী ব্যক্তিকে, কমিশ্যনর এবং কালেক্টর নিজ বিবেচনা অনুসারে খরচার দায়ী করিতে পারেন। বর্দ্ধিত জমাবন্দীর জন্য কার্য্যানুষ্ঠানের আবেদক বর্দ্ধিত খাজানা পাইবার অধিকারী বলিয়া প্রমাণ হইলে, কালেক্টর তাঁহার খরচা দিবার নিমিত্ত রায়তকে আদেশ করিতে পারেন; কিন্তু কোন রায়তই এক বৎসরের বর্দ্ধিত খাজানা অপেক্ষা অধিক টাকা খরচা হিসাবে দিবার দায়ী হইবে না; এবং ঐ খরচা কিস্তি২ দিবার আদেশ হইবে। যে খরচা দেওয়া হয় নাই তাহা বাকী খাজানার ন্যায় আদায় হইবে (১২৮ ধারা।) কার্য্যানুষ্ঠান যাহাদের উপর বর্ত্তিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই, কালেক্টরের বিবরণের, এবং হারের তালিকার, বর্দ্ধিত জমাবন্দীর অথবা কালেক্টর কর্তৃক প্রস্তুত বন্দোবস্তী জমাবন্দীর শংসিত নকল পাইবার অধিকারী এবং উক্ত নকলের খরচা তাহার নিজে দিতে হইবে। কোন রায়ত চারি আনা ফী দিলে জমাবন্দীর নিজসংক্রান্ত অংশের সহী মোহরের নকল পাইবার অধিকারী এবং ঐ ফীতে সব খরচ শোধ যাইবে।

কার্য্যানুষ্ঠানের খরচা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

১৫। এই রূপ বিধান করা গিয়াছে (১৩০ ধারা) যে, যদি এক বা ততোধিক ভূম্যধিকারী একই স্থানের ভূমিভোগী রায়তদিগের বিপক্ষে কোন দেওয়ানী আদালতে বহুসংখ্যক মোকদ্দমা উপস্থিত করে এবং যদি ঐ আদালত এরূপ বোধ করেন যে সেই সমস্ত মোকদ্দমা কালেক্টরের দ্বারা নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে দেওয়ানী আদালত যে জিলার জজ সাহেবের অধীন সেই জিলার জজ সাহেবের নিকট উক্ত অভিপ্রায়ে লিখিতে পারেন এবং জিলার জজ সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে উক্ত মোকদ্দমা সকল কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন এবং কালেক্টরও যেন সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার নিকট দরখাস্ত হইয়াছে এই ভাবে ঐ মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। যখন ভূম্যধিকারিগণ কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিবার পরিবর্ত্তে বিশেষ২ রায়তগণের বিপক্ষে কতকগুলি মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তখন অল্পে বিচারকার্য্য হইবে; এবং যে বিষয়ে বহু লোকের স্বার্থ আছে সেই বিষয় একত্র অনুসন্ধান হইলে অনেক উপকার হইবে; উক্ত বিধানের এইই উদ্দেশ্য।

বহুসংখ্যক মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে দেওয়ানী আদালত কতক মোকদ্দমা কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

১৬। ১৮৭৬ সালের প্রজাবিদ্রোহ বিষয়ক আইন, যাহার মেয়াদ অতীত হইয়াছে, তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ এই বিধান করা গিয়াছে যে, যদি কোন জিলার কালেক্টর বোধ করেন যে তাঁহার জিলার অন্তর্গত বিস্তৃত ভূমিভাগের মধ্যে খাজানা সম্বন্ধে এরূপ গুরুতর বিবাদ হইবে যে তাহাতে সাধারণের শান্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এবং তন্নিবন্ধন উক্ত ভূমিভাগের রায়তগণকর্তৃক ভূম্যধিকারিগণকে দেয় খাজানার বন্দোবস্ত করিবার জন্য কার্য্যানুষ্ঠান করা উচিত, তবে তিনি ঐরূপ বোধ করিবার কারণ লিখিবেন এবং কমিশনরের হস্ত দিয়া উহা শ্রীযুক্ত লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের গোচরার্থে পাঠাইয়া দিবেন। যদি শ্রীযুক্ত লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের হৃদ্বোধ জন্মে যে ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করা উচিত, তিনি উক্ত কালেক্টরকে এই ক্ষমতা দিতে পারেন যে কালেক্টর নিজে প্রবৃত্তিমত ঐ খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দেন; এবং তখন কালেক্টর যেন উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট দরখাস্ত করিয়াছে এই ভাবে, কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

খাজানার বন্দোবস্ত করিবার জন্য নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার কালেক্টরের ক্ষমতা আছে।

১৭। খাজানার বৃদ্ধি এবং খাজানার নিদ্ধারণজন্য আমরা এই রূপ কার্য্যপ্রণালীর বিধান করিয়াছি। কোন আবেদন উপস্থিত করা হইলে কালেক্টর এই সমস্ত বিধান অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য। যদি এই বিধান গুলি আইন বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ রাজস্ববিভাগে অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের আবশ্যকতা হইবে। এদিকে সম্ভবতঃ দেওয়ানী আদালতের কার্য্যভার ন্যূন হইয়া আসিবে। এই ন্যূনতার জন্য দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মচারী সংখ্যা কমাইয়া ঐ আবশ্যকতার কত দূর পরিপূরণ হইতে পারে তাহার অনুমান করা সহজ নয় এবং সম্ভবতঃ ইহা আমাদের প্রতি সমর্পিত কর্ত্তব্যেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু যদি এই জন্য উপস্থিত বিধান সকল বর্ত্তমান অবস্থায় ও বর্ত্তমানভাবে বিধিবদ্ধ করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমাদের মতে কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা উল্লেখ আবশ্যক ১ম, খাজানা বৃদ্ধি অধ্যায়ের (পঞ্চদশ) বিধান সকল একবারে কার্য্যে পরিণত করা হইবে না; বিজ্ঞাপন দিয়া জিলা বিশেষে ইহা প্রসারিত হইতে পারে। এই ব্যক্তি বিজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশিত হইবে। ২য়, কেবল কালেক্টর খাজানার তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ব্যক্তিগতস্থলে দেওয়ানী আদালত এই তালিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন। ৩য়, জিলার কোন স্থলে অধিক সংখ্যক মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেই জিলার জজ কালেক্টরের সাহায্য চাহিবেন ৪র্থ, কোন বিশেষ অথবা বহুসংখ্যক মোকদ্দমা উপস্থিত না হইলে ভূম্যধিকারী রাজস্বসংক্রান্ত আদালতে উপস্থিত হইতে পারিবেন না।

এই প্রণালীতে রাজস্ব বিভাগের কার্য্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, কার্য্য কমাইবার অন্য উপায় নির্দ্দেশ।

তালুক এবং পেটাও তালুকের খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উত্থাপিত হইবে।

৯৮। আমরা এই রূপ বিধান (১৩২ ধারা) করিয়াছি যে, তালুক, পেটাওতালুকের খাজানাবৃদ্ধির সমস্ত মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উত্থাপিত করিয়া চালান হইবে, এবং দেওয়ানী আইনের সমস্ত বিধান এই সকল মোকদ্দমায় প্রয়োজিত হইবে। পরবর্ত্তী বৎসরের খাজানায় হস্তক্ষেপ করিতে হইলে মোকদ্দমা বর্ত্তমান বৎসর শেষ হইবার অন্ততঃ চারি মাস পূর্ব্বে উত্থাপন করিতে হইবে। উভয় পক্ষহইতে যে সকল বিষয় উত্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ের মীমাংসা করিতে আদালতের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। আদালত. ভূম্যধিকারী যে বর্দ্ধিত খাজানার দাবী করিতেছেন তাহা অথবা তদপেক্ষা কম খাজানা যাহা উচিত ও ন্যায়সঙ্গত বোধ হইবে, ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য বলিয়া আদেশ দিবেন।

কোন্ কোন্ স্থলে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত কম খাজানা দিবার যোগ্য।

৯৯। দশ বৎসরের জন্য খাজানার হারের তালিকা অথবা বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করণ সংক্রান্ত বিধাম সমুহের নিয়মাধীনে আমরা এই বিধান করিয়াছি যে, যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত টাকায় খাজানা দিয়া থাকে, তাহারা নিম্নলিখিত হেতুর কোন একটীতে কম খাজানা দিতে পারিবে, যথা;—

(১) পূর্ব্বে সেই রায়ত যে পরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিতে মাপ করিয়া ভূমি তাহা অপেক্ষা কম দেখান হইয়াছে;

(২) সেই রায়তের অধিকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, যখন খাজানা নির্দ্ধারিত হয় তখন অথবা তৎপরবর্ত্তী কোন সময়ের উৎপাদিকা শক্তির তুলনায় রায়তের ক্ষমতাতীত কোন স্থায়ী কারণে ন্যূন হইয়াছে।

(৩) সেই স্থানে অথবা যে সকল বাজারে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য সচরাচর বিক্রয় হয়, তথায় যে মূল্য হয় তাহা যখন খাজানা নির্দ্ধারিত হয়, তখন অথবা তৎপরবর্ত্তী সময়ে মূল্যের তুলনায় রায়তের ক্ষমতাতীত স্থায়ী কারণে ন্যূন হইয়াছে।

এই তিন হেতু খাজানাবৃদ্ধির দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ হেতুর ঠিক বিপরীত। খাজানাবৃদ্ধির প্রথম হেতুর বিপরীত খাজানা হ্রাসের কোন কারণ নাই। দখলীস্বত্ত্ববান রায়ত পূর্ব্বে যে খাজানা দিয়াছে, সেই খাজানা কমাইবার জন্য যদি এই হেতু দেখায় যে, তাহার খাজানা নিকটবর্ত্তী স্থানের সেই শ্রেণীর সেই ভাবের ও সেই প্রকার সুবিধাযুক্ত ভূমির খাজানা অপেক্ষা অধিক, তাহা হইলে সে বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা কমাইবার দাবী করিতে পারে না। আমরা এ স্থলে এই আইনের কোন পরিবর্ত্ত করি নাই।

কোন্ আদালতে দখলী স্বত্ববান্ রাইয়ত খাজানা কমাইবারঅভিযোগ করিবে।

১০০। দখলীস্বত্ত্ববান্ রায়ত (১) যখন পূর্ব্ব পারাগ্রাফের প্রথম এবং দ্বিতীয় হেতুঅনুসারে খাজানা কমাইবার দাবী করিবে তখন দেওয়ানী আদালতে অথবা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে আর (২) যখন তৃতীয় হেতুতে খাজানা হ্রাসের দাবী করিবে, তখন কেবলমাত্র কালেক্টরের নিকটে মোকদ্দমা উত্থাপন করিবে। কিন্তু অন্ততঃ দশ জন রায়ত এই সূত্রে একত্রিত না হইলে কালেক্টরের নিকট এই প্রকার কোন মোকদ্দমা উত্থাপিত হইতে পারিবে না। আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে, দশ অথবা তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক রায়ত আপনাদের যোত ভিন্ন এবং পৃথক্ হইলেও যদি এক ভূম্যধিকারীকে খাজানা দেয়, তাহা হইলে একত্রিত হইয়া এই প্রকার মোকদ্দমা উত্থাপন করিতে পারে। শিকস্তী অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ যদি তালুকদার অথবা পেটাওতালুকদারগণ খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা করে তাহা হইলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইলে দেওয়ানী আদালতে উত্থাপিত হইবে, এবং দেওয়ানী আইনের বিধান সকল ইহাতে প্রয়োজিত হইবে।

তালুকদার এবং পেটাও তালুকদারগণ কোথায় খাজানা কমাইবার অভিযোগ করিবে।

১০১। যে সকল রায়ত তিন কিম্বা তাহা অপেক্ষা অধিক কিন্তু বার বৎসরের ন্যূন কাল ভূমি ভোগ করিয়াছে, চতুর্থ অধ্যায়ে তাহাদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কমিশ্যনসংক্রান্ত মেম্বরদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া এই অধ্যায় সঙ্কলন করা হইয়াছে। মাকেঞ্জী [৭] এবং ওকিনেলী সাহেব দখলী স্বত্বপ্রাপ্তির

---

(৭) মাকেঞ্জী সাহেবের অভিপ্রায় এ স্থলে উদ্ধৃত হইল; ১৮৮০ সালের ২০এ জানুয়ারির পত্রে এই অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হয় আমাদের কার্য্যবিবরণের মধ্যে এই পত্র পাওয়া যাইবে।

"আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, যাঁহারা ১০ আইন প্রণয়ন করেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বাসিন্দা রায়তের দখলীস্বত্ব আছে কোন প্রকারে এই স্বত্বের ক্ষতি করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হয় নাই। আমি সপ্রমাণ করিয়াছি যে, ঐ আইনের ১২ বৎসরের প্রকরণে তাহার এই স্বত্বের ক্ষতি হইয়াছে। বাঙ্গালার অধিকাংশ রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীই আমার এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন। প্রচলিত প্রথাসম্মত দীর্ঘভোগকাল সম্বন্ধীয় নিয়ম এই পাণ্ডুলেখ্যে ভঙ্গ হইবে না, ইহা প্রকৃত উত্তর নহে। রায়ত কোন্ সময়ে যথেচ্ছভাবে নিষ্কাশিত হইতে পারে, এবং কোন সময়ে তাহার এই নিষ্কাশন হইতে পারে না, আমরা তাহারই সহজ প্রণালী অবধারণ করিতে চাহি। এক্ষণে সকলে এক স্থানে বাস ও চাস করে না, সুতরাং কোন বাসিন্দা রায়ত নিষ্কাশিত হইতে পারে না, যদি এরূপ বলা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে আমি পূর্ব্বতন আইনের মর্ম্ম রক্ষা করিতে, এবং যে কৃষক কোন ভূমিতে অধিবাস করিয়া, স্থায়ীভাবে তাহা কর্ষণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়, তাহাকে রক্ষা করিতে কহিতেছি। বোধ হয় তিন বৎসরের জন্য চাষই এই প্রতিশ্রুতিরক্ষার প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। যে ভূমির উপর পূর্ব্বে দখলীস্বত্ব বা যাহার জন্য কোন পাট্টা ছিল না, দশ আইনের পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বাসিন্দা রায়তকে এই ভাবে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল।"

"আমি এ বিষয়ে ফীল্ড সাহেবের আপত্তির গুরুত্ব স্বীকার করিতে পারি না। এই রূপ বিধানে যে বহুসংখ্যক মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে তাহাতে আমার বিশ্বাস নাই। প্রত্যুত ফীল্ড সাহেবের প্রস্তাবমত স্থানীয় প্রথার উপর সকল বিষয়ের বরাত দিলে নিশ্চয়ই যে মোকদ্দমার উৎপত্তি হইত ইহাতে তাহা বন্ধ হইবার সম্ভাবনা। এই বিধান নিকটবর্ত্তী সমশ্রেণীর ভূমির উপর যে খাজানা নির্দ্ধারিত আছে, বার বৎসর ভোগদখলকারী তাহা অপেক্ষা কম খাজানা দিবার যোগ্য, এই ভ্রমাত্মক ধারণার মূলোৎপাটন করিবে। ইহা ভূম্যধিকারিগণের স্বত্বের ক্ষতি করিবে না; যেহেতু এতদ্দ্বারা তাঁহাদের সহিত প্রজাদের সম্বন্ধ স্ফুটীকৃত হইবে, এবং শ্রেণীভেদ না করিয়া সকলের উপর এক নিয়মে খাজানা বৃদ্ধির বিষয় উত্থাপিত হইবে। ইহা রাজনৈতিক হেতুতে সকলের বাঞ্ছনীয়. কারণ, ইহাতে আপনাদের শস্যক্ষেত্রের অধিকার সম্বন্ধে প্রজার স্বত্ব নির্দ্ধারিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করবৃদ্ধির সীমা নির্দ্ধারণ করা উচিত, এই প্রস্তাব এই বিধানের সহিত সংযোজিত হইলে কৃষিকার্য্যের উন্নতীয় ভিত্তি প্রশস্ত হইবে দুর্ভিক্ষের ভয় ন্যূনতর হইয়া আসিবে এবং যে সম্পত্তির উপর দীর্ঘভোগ প্রথা অনুসারে (যদিও আইন এবং ন্যায়ের বিরুদ্ধে) ভূম্যধিকারীর অধিকার জন্মিয়াছে, এবং যাহাহইতে তাহাকে বঞ্চিত করা মূর্খতার কার্য্য সেই সম্পত্তির মূল্য হ্রাস না হইয়াও স্থায়ী রায়তী স্বত্ব অবধারিত থাকিবে।"

যাহারা তিন বৎসর কাল বাস করিয়া আপনাকে স্থায়ী অথবা বাসিন্দা রায়ত বলিয়া এক প্রকার প্রকাশ করিয়াছে যদি তাহারা যাবৎ নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দখলীস্বত্ত্ববান প্রজার ন্যায় এক নির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা দিবে, তাবৎ যথেচ্ছভাবে নিষ্কাশন হইতে রক্ষিত হয় তাহা হইলে মাকেঞ্জী সাহেব চতুর্থ অধ্যায়ের অনুকূলে নহেন।

১৮৮০ সালের ১৩ই জানুয়ারির পত্রে ফীল্ড সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাও আমাদের কার্য্য বিবরণের মধ্যে পাওয়া যাইবে।

কাল বার বৎসরের পরিবর্ত্তে তিন বৎসর করিতে চাহেন। ডাম্পিয়ার এবং ফীল্ড এ অংশে ১৮৫৯ সালের আইনের কোন পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন না। ইহাঁদের বিশ্বাস, এতদ্দ্বারা যে সকল লোকের উপকারের সম্ভাবনা আছে, তাহাদের সংখ্যা এবং উপকারের পরিমাণ এত অধিক হইবে না, যদ্দ্বারা বর্ত্তমান অধিকার সম্বন্ধীয় ধারণার ও বর্ত্তমান স্বত্বের গোলযোগ জনিত ক্ষতির পূরণ হইতে পারে এবং এই নূতন বিধানে সম্ভবতঃ সর্ব্বদা মোকদ্দমা হইবে। প্রস্তাবিত বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তের আবশ্যকতা দেখা না যাওয়াতে কমিশনের এই শেষোক্ত দুই জন মেম্বর চতুর্থ অধ্যায় একবারে তুলিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই অধ্যায়ের বিধান সকল উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১০২। এই ব্যবস্থা (২৬ ধারা) করা হইয়াছে যে, কোন রায়ত ক্রমাগত তিন কিম্বা তাহা অপেক্ষা অধিক কিন্তু বার বৎসরের ন্যূন কাল কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অথবা বৎসর বৎসরের জন্য পাট্টা করিয়া খামার, নিজ যোত অথবা সেরী ভূমি ব্যতীত কোন ভূমি প্রজাস্বরূপ চাষ করিলে ও দখলে রাখিলে বা ভোগ করিলে ভূম্যধিকারীকে তাহার (ক) খাজানা না দেওয়া; কিম্বা (খ) যে নিয়মভঙ্গ হইলে উচ্ছেদ দণ্ড অবধারিত হইবে, পাট্টার এরূপ কোন নিয়মভঙ্গ অথবা (গ) ভূম্যধিকারীর প্রার্থিত বর্দ্ধিত খাজানা দেওয়ায় অস্বীকার এই তিন কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে ভূমি হইতে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। পাণ্ডুলেখ্যের বিধানে বর্দ্ধিত খাজানার জন্য এই দাওয়ার সীমা নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু বৎসর শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে রায়তকে এবিষয়ের সংবাদ দিতে হইবে। যদি রায়ত সংবাদ পাওয়ার পরেও সেই ভূমি ভোগদখল করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে হইবে। যদি সে এই বর্দ্ধিত খাজানায় ভূমি রাখিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারীকে ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা জানাইবে। এই রায়ত ভূম্যধিকারীর প্রার্থিত বর্দ্ধিত হারে এক বৎসরের খাজানা উপদ্রবজনিত ক্ষতিপূরণস্বরূপ পাইবে। যদি ভূম্যধিকারী পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম মাসে তাহাকে এই ক্ষতিপূরণের টাকা না দেন, তাহা হইলে রায়ত পূর্ব্ব খাজানায় সেই ভূমি আপনার ভোগ দখলে রাখিতে পারিবে।

> বিশেষ স্থল ব্যতীত তিন বৎসরের জন্য ভোগদখলকারী রাইয়তেরা নিষ্কাশন হইতে রক্ষিত হইবে।
>
> বর্দ্ধিত খাজানার দাওয়া।
>
> এই রাইয়ত বর্দ্ধিত হারে ভূমি রাখিতে অসম্মত হইলে উপদ্রব জনিত ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবে।

১০৩। উল্লিখিত হেতুত্রয়ের কোন একটীতে কোন রায়তকে উচ্ছেদ বা নিষ্কাশন করা গেলে সে কর্ষণ অথবা ভোগ করিবার সময় ভূমির যে উন্নতি করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। যে সমস্ত কার্য্যে ভূমি কর্ষণেই স্থায়ী সুবিধা হইয়াছে, এবং যদ্দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি স্থায়ীরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই সমস্ত কার্য্য আমরা উন্নতি সংজ্ঞার অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;—

> উপরি লিখিত তিনটী হেতুর কোন একটীতে যদি রাইয়ত নিষ্কাশিত হয়, তাহা হইলে ভূমির উন্নতির জন্য তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

(ক) কৃষিকার্য্যকারী প্রজার বাসজন্য উপযুক্ত আবাসগৃহ এবং অন্যান্য গৃহনির্ম্মাণ।

(খ) কৃষিকার্য্যার্থে জল জমা করিবার, জল যোগাইবার এবং জল বিতরণ করিবার জন্য পুষ্করিণী, কূপ এবং অন্যান্য কার্য্য করণ।

(গ) ভূমিহইতে জল নিষ্কাশনজন্য কিম্বা জলপ্লাবন অথবা নদী প্রভৃতির আক্রমণ জন্য ক্ষয় বা অন্যবিধ ক্ষতি হইতে ভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য কার্য্য।

(ঘ) কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি আবাদ, পরিষ্কার করণ অথবা ঘেরাও।

(ঙ) উল্লিখিত কার্য্যের কোন একটী নবীকৃত অথবা পুনঃ প্রস্তুত করণ, কিম্বা তাহার কিছু পরিবর্ত্তন বা তাহাতে অন্য কিছু সংযোজন।

(চ) ফলবৃক্ষ রোপণ।

১০৪। ভূম্যধিকারী এবং প্রজা পরস্পর সম্মত হইয়া আপনাদের মধ্যে উন্নতির জন্য এই ক্ষতিপূরণের টাকা, তাহার প্রণালী এবং তাহা দিবার সময় নিদ্ধারণ করিবেন। যদি এবিষয়ে উভয়পক্ষে ঐক্য না হয়, তাহা হইলে দেওয়ানী আদালত এই টাকা অবধারিত করিবেন। অবধারণ সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনাস্থলে আনিতে হইবে;—

> যদি উভয় পক্ষে ঐক্য না হয়, তাহা হইলে দেওয়ানী আদালত ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্ধারণ করিবেন।

(ক) উন্নতি বিধানকল্পে রায়ত যত টাকা ব্যয় করিবে, তাহা হইতে যে বৎসর ভূমির উন্নতিজন্য ব্যয় হইয়াছে, সেই বৎসরের পরে যাবৎ সেই ভূমি তাহার ভোগদখলে থাকে ও যাবৎ উন্নতির ফল অক্ষুণ্ণ থাকে তাবৎ প্রতি বৎসরের জন্য অনুপাত অনুসারে কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহাই রায়তের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকার সমষ্টি হইবে।

(খ) উন্নতিবিষয়ক কার্য্যের মেরামত জন্য সঙ্গত যে টাকা আবশ্যক হইবে, তাহা রায়তের প্রাপ্য ক্ষতি পূরণের টাকা নির্দ্ধারণ সময়ে হিসাবে বাদ দিতে হইবে।

(গ) রায়তের জন্য যোতের যে ক্ষতি হইয়াছে, তদ্বিষয় হিসাবে ধরিতে হইবে।

দেওয়ানী আদালত ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্ধারণ করিয়া সেই টাকার ডিক্রী দিবেন। যদি এই টাকা পঞ্চাশের অধিক না হয়, তাহা হইলে এই ডিক্রীই চূড়ান্ত ও শেষ হইবে (৩০ ধারা।)*

> ক্ষতিপূরণের টাকার ডিক্রী হইবে।

১০৫। আমরা এই বিধান করিয়াছি (৩১ ধারা) যে, দখলীস্বত্ববান রায়ত যে হেতুতে খাজানা কমাইবার প্রার্থনা করিতে পারে, সমালোচ্য শ্রেণীর রায়তও সেই হেতু দেখাইয়া মুদ্রাযোগে দেয় আপনার খাজানা হ্রাস করিবার দাবি করিতে পারিবে, এবং যদি ভূম্যধিকারী, রায়ত যে কম খাজানা দিবার যোগ্য হইয়াছে, সেই কম খাজানা লইতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে রায়ত ভূমি পরিত্যাগ এবং ক্ষতিপূরণের দাবি করিতে পারিবে। ভূম্যধিকারী যে হার ন্যূন করিতে অসম্মত হইয়াছেন, সেই হার অনুসারে এক বৎসরের খাজানার পরিমাণে এই ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হইবে।

> তিন বৎসরের রাইয়ত খাজানা কমাইবার দাবি করিতে পারে এবং যদি ভূম্যধিকারী ইহাতে অসম্মত হন, তাহা হইলে ভূমি ছাড়িয়া দিয়া ক্ষতিপূরণের দাবি করিতে পারে।

---

* এই সকল বিধান প্রস্তুত করিবার সময় আমরা ১৮৬৮ সালের অযোধ্যার কর সংক্রান্ত ১৯ আইনের ২২—২৭ ধারা; ১৮৭৩ সালের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কর সংক্রান্ত ১৮ আইনের ৪৪ হইতে ৪৭ ধারা; আয়র্লণ্ডের ১৮৭০ সালের ভূম্যধিকারী এবং প্রজা সংক্রান্ত আইন অর্থাৎ ৩৩ এবং ৩৪ বিক্টোরিয়া ৪৬ অধ্যায়ের ৩ হইতে ১৪ ধারা এবং ইংলণ্ডের ১৮৭৫ সালের কৃষি সম্বন্ধীয় যোত সংক্রান্ত আইন অর্থাৎ ৩৮ এবং ৮৯ বিক্টোরিয়া ৯২ অধ্যায় হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

যে সকল রাইয়ত তিন বৎসরের ন্যূনকাল ভূমি ভোগ দখলে রাখিয়াছে।

এই সকল রাইয়তের নিষ্কাশন।

১০৬। যে সকল রায়ত তিন বৎসরের ন্যূন কাল ভূমি ভোগদখলে রাখিয়াছে পঞ্চম অধ্যায়ে তাহাদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল রায়তকে কোন বিশেষ অধিকার দিবার কি ইহাদিগকে কোন বিশেষ উপায়ে রক্ষা করিবার প্রস্তাব হয় নাই। ইহারা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছানুসারে ভূমি ভোগদখল করিয়া থাকে; কিন্তু আদালত কর্তৃক ইহাদের উপর উপযুক্ত সময়ে নোটীস জারী না করিলে ইহারা ভূমিহইতে নিষ্কাশিত হইতে পারিবে না। এই শ্রেণীর রায়ত ভবিষ্যতে আপনাদের দেয় খাজানা অবধারণ করিবার অথবা খাজানা কমাইবার দাবি উপস্থিত করিতে পারিবে না। এই সিদ্ধান্ত আদালতের নিষ্পত্তি মূলক ও স্বেচ্ছাধীন প্রজার অবস্থার স্বাভাবিক ফল। কোন ভূম্যধিকারী এই শ্রেণীর কোন রায়তকে নিষ্কাশিত করিতে ইচ্ছা করিলে ভূমি ছাড়িয়া দিবার জন্য দেওয়ানী আদালতদ্বারা তাহার উপর নোটীসজারী করিবেন। ভূম্যধিকারী যে বৎসর ভূমি অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন সেই বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে এই নোটীস জারী করিতে হইবে। নোটীস জারীর পর যদি রায়ত পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম দিনে ভূমি ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী সেই রায়তকে ছাড়াইবার জন্য তিন মাসের মধ্যে মোকদ্দমা উত্থাপন করিতে পারিবেন। মোকদ্দমা উত্থাপিত হইলে রায়ত যত দিন ভূমি আপনার ভোগদখলে রাখিবে, তত দিন পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের সহিত যোগ করা হইবে না; কারণ তাহা হইলে যাহারা তিন বৎসরের অধিক কাল ভূমি আপনাদের ভোগ দখলে রাখিয়াছে, তাহারা আইনানুসারে যে উন্নত অবস্থার সুবিধা ভোগ করিতেছে, রায়তকে সেই সুবিধা দেওয়া হইবে। যদি অবশেষে রায়তের বিরুদ্ধে নিষ্কাশনের ডিক্রী হয়, তাহা হইলে সেই রায়তকে যত দিন ভূমি অন্যায়রূপে আপনার অধিকারে রাখা হইয়াছে তত দিনের জন্য সেই ভূমির জামার সম্পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে। ভূমির অধিকার না পাওয়াতে ভূম্যধিকারীর যে ক্ষতি হইয়াছে রায়ত সে ক্ষতিরও পূরণ করিবে (৩৪ ধারা।) যে রায়ত তিন বৎসরের ন্যূন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূমি আপনার অধিকারে রাখিয়াছে, নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলে সে যদি ভূমি ছাড়িয়া দিতে সম্মত না হয়, ও অধিকারে আনিবার জন্য ভূম্যধিকারীর স্পষ্ট কি ভাবতঃ সম্মতি না থাকে তাহা হইলে, আমরা তাহার প্রতিও এই সকল বিধান প্রয়োগ হইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপ্রসূত আইন এই সকল বিষয়ে নীরব এবং যে সমস্ত রায়তের দখলীস্বত্ত্ব নাই তাহাদের সম্বন্ধে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নজীরহইতে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাওয়া যায় না, আমরা বিশ্বাস করি এই সকল বিষয় সম্বন্ধে যে বিশদ ব্যবস্থা বিহিত হইল, তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে মোকদ্দমার সংখ্যা ন্যূন হইয়া আসিবে।

যে সকল রাইয়ত তিন বৎসরের ন্যূন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূমি অধিকার করিয়াছে, অনুমতি ব্যতীত তাহাদের ভূমি অধিকারে রাখা।

যদি বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিবার জন্য কোন লিখিত চুক্তিপত্রে আবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে নোটীশ জারী না করিলে তিন বৎসরের জন্য রাইয়ত বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিবে না।

১০৭। যে সকল রায়তের দখলী স্বত্ত্ব নাই, সেই সকল রায়তের সম্বন্ধে অন্য একটী বিষয় মীমাংসা করিতে গোলযোগ হইয়া থাকে, আমরা এই গোলযোগ দূর করিবার জন্য বিধান (৩৫ ধারা) করিয়াছি যে, যে রায়ত তিন বৎসরের ন্যূন কাল ভূমি অধিকার করিবে, সে যদি বৰ্দ্ধিত হারে খাজানা দিবার জন্য লিখিত চুক্তিপত্রে আবদ্ধ না হয়, কিম্বা যে বৎসরের জন্য এই খাজানার প্রার্থনা করা হইয়াছে, সেই বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে যদি তাহার উপর নোটিসজারী করিয়া সেই বর্দ্ধিত খাজানা প্রার্থনা করা না হয়, তাহা হইলে সে বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিবে না। এই নোটীসে খাজানা বৃদ্ধির হেতু নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; পাণ্ডুলেখ্যের কোন বিধান ক্রমেই এই সকল হেতুর সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে না যদি রায়ত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অনিচ্ছু হয়, তাহা হইলে ভূমি ছাড়িয়া দিবে, যদি ভূমি ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে বর্দ্ধিত খাজানা দিতে বাধ্য হইবে; কিন্তু এই বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বতন খাজানার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হইবে না। মোকদ্দমার নজীর অনুসারে আমরা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বিধান করিয়াছি যে, যদি এই শ্রেণীর কোন রায়তের উপর ভূমি ছাড়িয়া দিবার জন্য কিম্বা নির্দ্দিষ্ট বর্দ্ধিত খাজানা দিবার জন্য নোটীসজারী করিলে সে ভূমি আপনার অধিকারে রাখিতে চাহে তাহা হইলে প্রজাসম্বন্ধে শেষ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না, এবং নোটীস বর্দ্ধিত খাজানা দেওয়ার নোটীস বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বাটী নির্ম্মাণার্থে ব্যবহৃত ভূমি বিষয়ক ব্যবস্থা।

১০৮। নগরের ন্যায় কৃষকপল্লীতে বাটী নির্ম্মাণ এবং তদনুরূপ কার্য্যে যে ভূমি ব্যবহৃত হয়, তৎসম্বন্ধে আইন ব্যবস্থাপন করা আমাদের মধ্যে অনেকে সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, অকৃষিজীবী ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং এক্ষণেও বৃদ্ধি পাইতেছে; নগর ব্যতীত পল্লীগ্রামসমূহে এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন যে, যাঁহারা কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি অধিকার না করিলেও আবাস গৃহের জন্য ভূখণ্ড অধিকার করিয়া থাকেন, এবং অনেক স্থলে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। ব্যবসায়ী লোক— যাহাদিগকে উৎসাহিত করা অভিপ্রেত—মহাজন, এবং দোকানদারের আপনাদের গৃহ, দোকান এবং গোলা নির্ম্মাণজন্য ভূমির প্রয়োজন পড়ে, জমীদার কোন কোন স্থলে এই জন্য ব্যবহৃত বাস্তু উদ্‌বাস্তু ভূমির অপেক্ষাকৃত অধিক খাজানা গ্রহণ করিয়া থাকেন। নূতন গ্রাম সংগঠন কিম্বা কোন প্রাচীন গ্রামের সম্প্রসারণ সচরাচর তাঁহার এই বিধিসিদ্ধ লাভের কারণ হইয়া থাকে, আমরা এক দিকে স্থল বিশেষে বর্দ্ধিত আয়ের ফল ভোগ করিবার জন্য জমীদারকে রক্ষা করা অপর দিকে সহসা যথেচ্ছভাবে নিষ্কাশনহইতে প্রজাকে রক্ষা করা উচিত বিবেচনা করিতেছি। কোন লাভবান ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী প্রায়ই পাকা বাড়ী করিতে বিশেষ ইচ্ছা করে, কিন্তু উক্ত কার্য্যের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ভূমির উপর স্বত্বলাভ করা দুরূহ দেখিয়া, পাছে সে পরে নিষ্কাশিত হয়, এই আশঙ্কায় অর্থব্যয় করিতে সম্মত হয় না। নিষ্কাশনস্থলে বাটী নির্ম্মাণের উপকরণাদি স্থানান্তরিত করিতে বলা হইয়া থাকে, কিন্তু নূতন পাকা বাড়ীর সম্বন্ধে ইহা এক প্রকার উপহাসস্বরূপ হয়। আমাদের বিশ্বাস সুবিধাজনক বাটীর নির্ম্মাণ এবং তাহা ব্যবহার করা অপেক্ষা অন্য কিছুতেই সাধারণের অধিকতর পরিতোষ জন্মিতে পারে না, এই জন্য আমরা কৃষক এবং অকৃষিজীবী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই এ বিষয়ের সুবিধাসম্পাদন এবং ইহার উন্নতিজন্য উৎসাহদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

রাইয়ত আপনার যোতের উপর আপনার ব্যবহার জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত বা অন্য কোন উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে।

১০৯। প্রথমে আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে, কোন ভূমি কৃষিকার্য্যের জন্য, বা উদ্যান করিবার জন্য, গো প্রভৃতি চরণের জন্য বা তদনুরূপ অন্য কোন কারণে ব্যবহার করা বা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইলে কোন রায়ত তাহার ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতীত যে জন্য পূর্ব্বে সেই ভূমি ব্যবহার করা বা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে, তদ্‌বিরুদ্ধ গৃহ নির্ম্মাণ বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য সেই ভূমির কোন অংশ ব্যবহার করিতে পারিবে না, কিন্তু রায়ত তাহার ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতীত আপনার যোতের উপর আপনার এবং পরিবারবর্গের বাসের জন্য ইষ্টকনির্ম্মিত বা অন্য কোন আবাসগৃহ এবং তৎসঙ্গে উপযুক্তমত অন্যান্য বাহিরের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে।

ইহাতে এই ফল হইবে যে, রায়ত আপনার বাসের জন্য সুবিধাজনক বাটী নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা পাইলেও, এবং এই ক্ষমতা যথানিয়মে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে রক্ষা করা হইলেও সে তাহার ভূমির উপর পাকা দোকান ঘর বা কারখানাগৃহ নির্ম্মাণ অথবা অপরের বাসের জন্য আপনার যোত গৃহনির্ম্মাণস্থান করিতে পারিবে না। যদি কোন নূতন নগর বা গ্রামের উদ্ভব হয়, এবং বাটী নির্ম্মাণের জন্য কৃষিকার্য্যের ভূমি সকল আবশ্যক হইয়া উঠে, তাহা হইলে দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত, বাটী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে দেওয়ার জন্য ভূমির যে মূল্য বর্দ্ধিত হইবে, সেই বর্দ্ধিত মূল্যের সমুদয় অংশ আত্মসাৎ করিতে পারিবে না, যেহেতু ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতীত সে ভূমির এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। এই রূপে ভূম্যধিকারীও সেই বর্দ্ধিত মূল্যের সমুদয় অংশ আত্মসাৎ করিতে পারিবেন না; যেহেতু ভূমি রায়তের অধিকারে রহিয়াছে এবং রায়ত কোন প্রকারে নিষ্কাশিত হইতে পারে না, ভূম্যধিকারী গৃহনির্ম্মাণেচ্ছু কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে এই ভূমি দিতে পারেন না। এই হেতু যখন ভূম্যধিকারী এবং রায়ত উভয়ের সম্মতি ব্যতীত গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরব্ধ হইতে পারে না এবং যখন উভয়ের লাভের জন্য এই বর্দ্ধিত মূল্য আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার কোন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক দেখা যাইতেছে, তখন আশা করা যায় যে আত্মস্বার্থ উভয়কে এই বন্দোবস্ত করিতে প্রবর্ত্তিত করিবে। সুতরাং সম্পত্তিতে যে উভয় ব্যক্তির স্বত্ত্ব রহিয়াছে, তাহারা আপনাদের মধ্যে এই বর্দ্ধিত মূল্য ভাগ করিয়া লইবে, এই ফল হইবে (পাণ্ডুলেখ্যের ৩৬ ধারা দেখ)

১১০। যদি রায়ত ভূম্যধিকারীর সম্মতি না পাইলেও ভূমি অন্য রূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ভূম্যধিকারী তাহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইবার আজ্ঞা দিয়া তাহার উপর নোটিসজারী করিবেন। যদি রায়ত এই নোটিস অনুসারে. বিরত না হয়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতে যাইয়া নিষেধ আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন। যদি রায়ত এই নিষেধ আজ্ঞা প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে আদালত রায়তকে ভূমিহইতে নিষ্কাশিত করিতে পারিবেন, এবং ভূমি পূর্ব্বের অবস্থায় রাখিতে যে ব্যয় হইবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহা দিতে রায়তের প্রতি আদেশ দিবেন। মাকেঞ্জী এবং ওকিনেলী সাহেব রায়তের নিষ্কাশনে আপত্তি করেন। কিন্তু আমাদের অনেকের বিবেচনায় এই নিষ্কাশন পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইয়াছে। যদি রায়ত অন্য হেতু দেখাইয়া সেই ভূমি অন্য প্রকারে ব্যবহার করিবার দাওয়া করে, তাহা হইলে সে আদালতের নিষেধ আজ্ঞা জন্য ভূম্যধিকারীর উপস্থাপিত মোকদ্দমায় আপনার সমর্থন স্বরূপ এই দাওয়া উপস্থিত করিতে পারে। রায়তকে ভূম্যধিকারীর স্বত্ত্বের ন্যায্যতার প্রতিবাদ করিবার এই রূপ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরে যদি আমরা নির্দ্দেশ করি যে রায়ত প্রথমে ভূম্যধিকারীর নোটিসে মনোযোগ না দিলে এবং পরে আদালতের আদেশে তাচ্ছিল্য দেখিলে নিষ্কাশিত হইবে, তাহা হইলে আমাদের এই নির্দ্দেশ বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না (পাণ্ডুলেখ্যের ৩৮ ধারা)।

ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতীত যদি রাইয়ত ভূমি অন্য রূপে ব্যবহার করে এবং যদি ভূম্যধিকারী তাঁহার স্বত্ত্ব রক্ষা জন্য অভ্যাগ্রত থাকে, তাহা হইলে যে কার্য্য প্রণালী অনুষ্ঠিত হইবে।

১১১। বর্ত্তমান আইনের কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা নাথাকায় অনেক রায়তের একরূপ প্রকৃত বিশ্বাস আছে যে, তাহারা ইচ্ছামত আপনাদের ভূমিতে গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারে। আমরা এই জন্য ব্যবস্থা করিয়াছি যে, কোন রায়ত আপনার ভূমি অন্যরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে যদি ভূম্যধিকারী আপনার এই সম্পত্তির প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া রায়তকে বিরত করিবার জন্য তাহার উপর নোটিস জারী করিতেও তৎপরে নিষেধ আজ্ঞা লইতে বিলম্ব করেন তাহা হইলে পরে একরূপ আজ্ঞা পাইলেও রায়তকে নিষ্কাশিত করিতে পারিবেন না, এবং নোটিস পাওয়ার পূর্ব্বে রাইয়ত যে গৃহ বা অন্য কোন বিষয় প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা স্থানান্তরিত করিতে তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবেন। এই স্থলের সহিত নিম্নলিখিত স্থলের পার্থক্য দেখা যাইতেছে, যে স্থলে রায়ত একরূপ দেখাইতে পারিবে যে, সে যাহা করিতেছিল, তাহা ভূম্যধিকারী জানিতেন; জানিয়াও নীরবে রহিয়াছিলেন এবং তাহাকে গৃহনির্ম্মাণ ও অন্য কোন কার্য্যের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে দিয়াছিলেন। ইহা বলা যাইতে পারে যে, যদি এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হয় তাহা হইলে আইন আর অনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় থাকিবেও না এবং রায়ত জানিতে পারিবে যে, তাহার নিজের আবাসগৃহ ব্যতীত অন্য কোন গৃহ নির্ম্মাণে তাহার কোন অধিকার নাই সুতরাং যদি সে আইন অমান্য করিয়া গৃহ প্রস্তুত করে, তাহা হইলে কোন রূপ ক্ষমতা না থাকিতে সে যাহা প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ করা উচিত নয়। ইহার উত্তর এই, দেওয়ানী আইন সাপেক্ষ এবং প্রকৃতির নিয়মের অবিরোধী ব্যক্তিগত অধিকার সংক্রান্ত এই সকল বিষয়ে "আমি আইন জানি না এই ওজর গ্রাহ্য নয়" এই প্রসিদ্ধবাক্য লওয়া আমাদের বিবেচনায় কিছু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যে সকল আইন প্রণয়ন করেন এবং যাহা গেজেটে প্রকাশিত হয়, এক জন শিক্ষিত জমীদার তৎসমুদয় অবগত থাকেন, এই সকল প্রদেশে এই অনুমানের বল যাহাই হউক না কেন, এক জন নিরক্ষর রায়তের সম্বন্ধে এই অনুমান অতি অল্প পরিমাণেই খাটে। এই জন্য আমরা যে ভূম্যধিকারী আপনার অধিকারের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখেন এবং সেই অধিকার প্রবল করিতে প্রস্তুত থাকেন, উপস্থিত বিষয়ে, তাঁহার সহিত যে জমীদার আপনার সম্পত্তি তত্ত্বাবধানে শিথিল প্রযত্ন ও অমনোযোগী থাকেন, তাঁহার বিশেষ পার্থক্য বিধান করিয়াছি।

ভূম্যধিকারী আপনার অধিকার রক্ষায় ঔদাসীন্য দেখাইলে যে কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইবে।

১১২। কিন্তু তৃতীয় আর একটি স্থলহইতে পারে; অর্থাৎ রায়ত ভূমি অন্য প্রকারে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভূম্যধিকারী ইহা জানিয়াও কোন আপত্তি করেন নাই, ও রায়তকে বাটী প্রভৃতি নির্ম্মাণে টাকা ব্যয় করিতে দিয়াছেন। ঈদৃশ স্থলে এবং যে স্থলে ভূম্যধিকারী দুই বৎসরের মধ্যে রায়তকে বাটী প্রভৃতির নির্ম্মাণ কার্য্যহইতে বিরত করিবার নোটিস দেন নাই (এস্থলে ভূম্যধিকারী এ বিষয় জানিতেন কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই,)—সে স্থলে আমরা এই বিধান করিয়াছি যে, ভূম্যধিকারী পরে ভূমির ব্যবহার পরিবর্ত্তনের আপত্তি করিয়া রায়তকে বাধা দিতে পারিবেন না। যাঁহারা ভূম্যধিকারী এবং প্রজাঘটিত ইংরাজী আইনের বিধান অনুসারে দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তকে দেখেন, এই সকল বিধানের কোন কোনটীতে তাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিলে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করিব না; কিন্তু ভূমির উপর রায়তের কোন নির্দ্দিষ্ট অধিকার আছে, যদি একথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই সকল বিধানের সম্বন্ধে বিচার অন্যরূপ হইবে।

কোন কোন স্থলে ভূম্যধিকারী রাইয়তকে ভূমি অন্যরূপে ব্যবহার করিতে বাধা দিতে পারিবেন না।

১১৩। যে স্থলে দেশাচারানুসারে কৃষিকার্য্য, বাগান প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, পশুচারণ প্রভৃতি কার্য্য ব্যতীত

বাটী নির্ম্মাণ বা তদ্রূপ অন্য বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত ভূমির উপর দখলী স্বত্ব জন্মিতে পারে। এই দখলী স্বত্বের ভাব এবং অনুষঙ্গ।

বাটী নির্ম্মাণ বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য ভূমি ব্যবহৃত হইয়াছে বা ব্যবহৃত হইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে, সে স্থলে আমরা এই বিধান করিয়াছি যে কোন প্রজা সম্পূর্ণ বার বৎসর ভূমি নিজ দখলে রাখিলে যদি কোন বিরুদ্ধ চুক্তি বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে সেই ভূমির উপর তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে, এবং সে ভূমিহইতে নিষ্কাশিত হইতে পারিবে না। এই বিধান ভূতকাল সম্পর্কে কার্য্যকর করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। এই আইনের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সময় অতীত হয়,দখলীস্বত্ব জন্মাওনের উদ্দেশ্য সেই সময় হইতে বার বৎসরের গণনা হইবে না। এই দখলীস্বত্ব পুরুষানুক্রমে অধিকৃত, দান বিক্রয় প্রভৃতিতে হস্তান্তরিত, উইলক্রমে প্রদত্ত এবং আদালতের ডিক্রীতে নীলামে বিক্রীত হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ করা গিয়াছে। যদি প্রজা ভূম্যধিকারীকে খাজানা না দেয়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার জন্য ডিক্রীজারীক্রমে বাটী প্রভৃতির সহিত সেই ভূমি নীলামে বিক্রয় করিতে পারেন (পাণ্ডুলেখ্যের ৪১ ধারা।) আমরা এমনও বিধান করিয়াছি যে, পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে যদি এই রূপ যোতের খাজানা বৃদ্ধি না হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা বর্দ্ধিত হইতে পারে। অন্যান্য প্রজারা এই রূপ লাভের, এবং এই উদ্দেশে ব্যবহৃত সমীপবর্ত্তী অন্যান্য ভূমির যে খাজানা দেয়, এই বর্দ্ধিত হার সেই খাজানার সমান অথবা ভূমির বাজার দরের শতকরা পাঁচ [৭] টাকা হারের তুল্য হইবে (৪২ ধারা।) আমাদের বিশ্বাস আছে, এই সকল বিধানের সময়ে ভূম্যধিকারী এবং যে সকল প্রজা অধিকৃত ভূমিতে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের স্বত্ব নির্দ্ধারিত হইবে। [৮]

স্পষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা নিমজ্জন সংক্রান্ত বিধির প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহের নিরাশ।

১১৪। নিমজ্জন সংক্রান্ত বিধি মফসলে প্রয়োজিত হইতে পারে কি না, প্রধানতম বিচারালয়সমূহ তাহার নিষ্পত্তিতে একমত হন নাই। এই বিষয়ে আইনের অবস্থা সম্বন্ধে কোন রূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে নিঃসন্দেহ মোকদ্দমার উৎপত্তি হইতে পারে। আইনটী পরিষ্কার এবং সন্দেহশূন্য করিতে পারিলেই এই মোকদ্দমা নিবারিত হইবে। যে দেশে শীর্ষভাগে জমীদার এবং নিম্নভাগে কৃষকের মধ্যবর্ত্তী অনেকগুলি স্বত্ব নির্দ্ধারিত আছে, সে দেশে জমীদার অথবা তৎপরবর্ত্তী কোন স্বত্বের অধিকারী তাহার অব্যবহিত অধস্তন স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব লাভ করিলে কি কি ঘটনার আবির্ভাব হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় করিয়া জানা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা এই বিধান (৪৩ ধারা) করিয়াছি যে, কোন গোপনীয় অথবা প্রকাশ্য নীলামে ক্রয়দ্বারা কিম্বা দান, উত্তরাধিকার বা উইলদ্বারা যখন কোন মহালের অধিস্বামী সেই মহালের অন্তর্গত কোন তালুকের অধিকারী হইবেন, তখন উক্ত অধিস্বামী কোন রূপ বিরুদ্ধ অভিপ্রায় না দেখাইতে পারিলে সেই তালুক তাঁহার জমীদারীস্বত্বে নিমজ্জিত হইবে, এবং একই ব্যক্তি মহালের ও তালুকের অধিকারী হওয়াতে সেই তালুকদারী স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কোন উর্দ্ধতন স্বত্বের অধিকারী তাহার অব্যবহিত অধস্তন স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব লাভ করিলেও এই বিধান প্রয়োজিত হইবে (৪৪ ধারা)। আমরা এস্থলে ন্যায়সঙ্গত নিমজ্জনের রীতির অনুসরণ করিয়াছি; এই বিষয় যাহার সহিত এই দুই স্বত্বের সংস্রব আছে, এরূপ ব্যক্তির ইচ্ছা (যদি এই ইচ্ছা ন্যায়সঙ্গত এবং সাধু হয়) এবং সুবিচার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এ দেশে বাচনিক প্রমাণের দুর্ব্বলতা মনে করিয়া আমরা স্থির করিয়াছি যে, যিনি এই দুই স্বত্ব পৃথকভাবে রাখিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকেই উপযুক্তমতে রেজেষ্টরী করা দলীল উপস্থিত করিয়া সেই ইচ্ছার বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে, এবং এই দলীলের নকল ঐ তালুক বা পেটাওতালুকে যে প্রকাশ করা হইয়াছে, তদ্বিষয় সপ্রমাণ করিতে হইবে। নিমজ্জন হইবার তারিখহইতে তিন মাস গত হইলে ইচ্ছাসূচক উক্ত প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ও যে স্থলে নিমজ্জন কার্য্য নিবারণ করা স্থির হয় তথায় উল্লিখিত দলীল সম্পাদন করণ পক্ষে এই সময়ই যথেষ্ট।

অধস্তন স্বার্থগত স্বত্বাধিকারী বা ঐ স্বার্থাধীন প্রজাদিগের রক্ষার কথা।

যে স্থলে নিমজ্জন বিধি প্রয়োজিত হইবে না।

১১৫। আমরা এই বিধান করিয়াছি যে, যে স্থলে উর্দ্ধতন স্বত্বের অনেকগুলি সহাধিকারী থাকিবে, ও তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিমাত্র অব্যবহিত অধস্তন স্বত্ব লাভ করে সে স্থলে নিমজ্জন হইবে না। সহাধিকারীত্বের বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে অন্য কোন নিয়ম করিলে গোলযোগ ঘটিতে পারে। আমরা এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি যে, যে স্থলে যাবৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রাপ্ত বয়স্ক না হইবে, এবং যে স্থলে যাবৎ কোন অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যবস্থিতচিত্ত না হইবে, সে স্থলে তাবৎ নিমজ্জনের সম্বন্ধে অনুমান করিতে পারিবে না। উক্ত অনুমান অভিপ্রায়ের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে, এই হেতু যাবৎ স্বত্ব সংসৃষ্ট ব্যক্তির অভিপ্রায় আইন অনুসারে ধর্ত্তব্য না হইবে, তাবৎ এ সম্বন্ধে কোন কার্য্য হইবে না। বাকী খাজানার জন্য তালুক বা পেটাওতালুকের বিক্রয় জন্য যে দায় অসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে আইনের বিধানোক্ত স্থল ব্যতীত পূর্ব্বতন স্বত্বাধিকারীর অধীনে যাহারা অধস্তন স্বত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাদের ক্ষতি করা ন্যায়সঙ্গত নয়, আমরা এই জন্য এই সকল ব্যক্তি এবং তাহাদের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছি। [৯] যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট কোন মহালগ্রহণ করেন, এবং তদ্গত উচ্চতম অধিকার ও স্বামিত্ব স্বত্ব গবর্ণমেণ্টই লাভ করেন, সে স্থলের নিমজ্জন সংক্রান্ত বিষয় উপরি লিখিত ৫ পারাগ্রাফে নির্দ্ধারিত আছে।

তালুক, পেটাও তালুক হস্তান্তর করণের রেজেষ্টরী।

১১৬। প্রধান ভূম্যধিকারীর সেরেস্তায় তালুক এবং পেটাওতালুকের হস্তান্তরিত করণের রেজেষ্টরীর বিষয় অনেক বার ব্যবস্থাপকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। যে সকল মহালের রাজস্ব গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়, সেই সকল এষ্টেটের হস্তান্তরিত করণ পত্র অতি প্রাচীন সময়হইতে কালেক্টরীতে রাখা হইয়া থাকে, যেহেতু গবর্ণমেণ্ট এতদ্দ্বারা কোন্ ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজস্ব দিতে হইবে, তাহা জানিতে পারিবেন। পত্তনি তালুক সৃষ্টি হইলে তাহার অনুষঙ্গও অনেক বিষয়ে রাজস্ব প্রদায়ী ন্যায় বিহিত হইয়াছিল। আমরা উদাহরণস্থলে

(৭) কেবল পরীক্ষার জন্য এই এবং অন্যান্য স্থলে এই সকল অঙ্ক নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির সমালোচকেরা উপযুক্ত কারণ দেখাইলে ইহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

(৮) ফীল্ড সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৪ এ ডিসেম্বরের মন্তব্যলিপিতে বাঙ্গালা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গৃহাদিনির্ম্মাণ ও কৃষিকার্য্যেতর কার্য্যের জন্য যে ভূমি ব্যবহৃত হয়, তৎসংক্রান্ত আইনের বর্ত্তমান অবস্থার সংক্ষেপ বিবরণ আছে। কমিশনের কার্য্য বিবরণের সহিত ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে।

(৯) নিমজ্জন সংক্রান্ত আইনের বর্ত্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ফীল্ড সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১৯ শে ডিসেম্বরের মন্তব্য লিপিতে আছে কমিশনের কার্য্য বিবরণের সহিত ইহা পাওয়া যাইবে।

বাকী খাজানার জন্য বিক্রয় করা, এই বিক্রয় জন্য অন্যান্য দায় ব্যর্থ করা, এবং হস্তান্তরিত করণের রেজেষ্টরীর (উপস্থিত বিষয়ে ইহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য) উল্লেখ করিতেছি। নিয়মিত ফী এবং জামিন দেওয়া গেলে ভূস্বামী হস্তান্তরিত করণের রেজেষ্টরী করিতেন এবং যাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহার চুক্তিপত্র গ্রহণ ও যে হস্তান্তরিত করিয়াছে, উহাকে সদদয় দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিতেন। সমস্ত অধীন তালুকদার এবং জমীদার ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী হস্তান্তরিতকরণযোগ্য স্বত্বের অধিকারীকে যখন কোন তালুক বিক্রয় দান, কিম্বা অন্য কোন কার্য্যে অথবা উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে বিভাগ সময়ে হস্তান্তরিত হইবে, তখন জমীদার বা যে প্রধান প্রজাকে খাজানা দিতে হয়, তাহাদের সেরেস্তায় ১৮৫৯ সালের দশ আইন অনুসারে এই সকল তালুকের রেজেষ্টরী করিতে হয়। জমীদার এবং উর্দ্ধতন প্রজার এই রেজেষ্টরীতে সম্মতি দেওয়া আবশ্যক; কিম্বা বিশ্বাস পূর্ব্বক কার্য্য হইলে অন্যরূপে এই সকল তালুকের হস্তান্তরিত করণ বলবৎ করিয়া দেওয়া আবশ্যক, যদি জমীদার বা প্রজা এবিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে কালেক্টরের নিকট একখানি দরখাস্ত করিতে পারা যায় কালেক্টর অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত বোধ করিলে রেজেষ্টরী করিবার আদেশ দিতে পারেন। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনে (বঙ্গীয়) এই সকল বিধানের সেই গুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, যদ্দ্বারা এক দিকে প্রজাকে রেজেষ্টরী করিতে অপর দিকে জমীদারকে সেই রেজেষ্টরী করাইতে হয়। কিন্তু ভূম্যধিকারী এই সকল রেজেষ্টরী স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন আইনে এরূপ কোন বিধান নাই। ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই মোকদ্দমা গ্রহণের ক্ষমতা যখন রাজস্ব বিভাগহইতে দেওয়ানী আদালতে সমর্পিত হয় থাকে, তখন এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বিধান করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই। দেওয়ানী আদালতই এরূপ বিষয়ের প্রতীকার করিতে পারিতেন।

এবিষয়েন পূর্ব্বতন আইনের বিধান।

১১৭। যখন ডিক্রী জারীতে কোন পত্তনী তালুক বিক্রীত হয়, এবং ক্রেতা এক মাসের মধ্যে তাহার ক্রীত সম্পত্তি রেজেষ্টরী না করে, তাহা হইলে জমীদার "সাজোয়াল" পাঠাইয়া সেই তালুক ক্রোক করিতে পারেন; এবং যখন ক্রেতা বাকী খাজানার জন্য নীলামে ভূমি ক্রয় করিয়া এক মাসের মধ্যে জমীদারের প্রার্থনামত জামিন না দেন, তখনও এই কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যে তালুক গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে রেজেষ্টরী করিবার জন্য বাধ্য করিতে ভূম্যধিকারীর কোন সামর্থ্য নাই, এজন্য ঘরাও বিক্রয়ে যে সকল তালুক হস্তান্তরিত হয়, তাহার প্রায়ই রেজেষ্টরী হয় না। ইহার দুটী কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম, পত্তনী তালুকের হস্তান্তরিত করণের রেজেষ্টরীতে ভূম্যধিকারীকে ফী দিতে হয়, প্রচলিত প্রথা অনুসারে অপরাপর তালুক এবং পেটাওতালুকের স্থলেও এই রূপ ফী দেওয়া হইয়া থাকে। হস্তান্তরিত সম্পত্তির রেজেষ্টরী না করিলে এই ফী দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়, অজ্ঞাত ভাবে এবং গোপনে তালুক হস্তান্তরিত করিলে বেনামী করিয়া ভূমিগ্রহণের সুবিধা হয়। যাঁহারা এই দেশের ব্যবহার পদ্ধতি অবগত নহেন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে ভূমি গ্রহণ করিয়াছে, যখন সে তাহার খাজানা দিতেছে, তখন কি রূপে গোপনে ভূমি হস্তান্তরিত হইতে পারে। এতদ্দেশপ্রচলিত ব্যবহারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। যে খাজানা দিতে আইসে, সচরাচর তাহার নিকট হইতে খাজানার টাকা গ্রহণ করা হয়; কিন্তু যাহার নাম ভূম্যধিকারীর খাতায় আছে, তাহার নামে রসীদ দেওয়া হইয়া থাকে, চল্লিশ বৎসর হইল, যাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার নামেও এই রসীদ দেওয়া যাইতে পারে, এবং প্রাপ্ত টাকা যে ব্যক্তিদ্বারা আনীত হইয়াছে তাহার মারফত, গুজরত বলিয়া লিখিত হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় এই পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলে অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তালুক-বিক্রয়ের পর যখন ভূমির খাজানা অনাদায় থাকিবে, কিম্বা অন্য কারণে যখন প্রকৃত অধিকারীর নির্দ্ধারণ আবশ্যক হইয়া উঠিবে, তখন প্রায়ই মোকদ্দমা উত্থাপিত হইতে পারে।

পূর্ব্বতন আইনের অসম্পূর্ণতা। যেহেতু নির্দ্দিষ্ট স্থল ব্যতীত হস্তান্তরিত তালুকের রেজেষ্টরী করাইতে ভূম্যধিকারীর কোন ক্ষমতা নাই।

১১৮। এক্ষণে এই পাণ্ডুলেখ্যে কিরূপ বিধান আছে, তাহা দেখা উচিত। আমরা এই বিধান (৪৬ ধারা) করিয়াছি যে, কোন তালুক, পেটাওতালুক কিম্বা তাহার কোন অংশ অথবা কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত, যখন উত্তর ভোগিত্ব বা দান বিক্রয় প্রভৃতিতে হস্তান্তরিত হইবে তখন হস্তান্তরিত হওয়ার অথবা উত্তর ভোগিত্ব প্রাপ্তির পরে তিন মাসের মধ্যে যে ভূম্যধিকারীকে সেই তালুক, পেটাও তালুক অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা দেওয়া হয়, সেই ভূম্যধিকারীর সেরেস্তায় তাহার রেজেষ্টরী করিতে হইবে। এস্থলে যে তিন মাসের সময় দেওয়া হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহা অল্প হইয়াছে, এবং ইহার স্থলে ছয় মাস উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ভূম্যধিকারী এই সকল বিষয়ের রেজেষ্টরী এবং অন্য প্রকার এই হস্তান্তরিত করণ ও উত্তরাধিকার বলবৎ করিয়া দেওয়ার আদেশ আছে। কিন্তু ভূম্যধিকারী খাজানার ভাগ বলৎ করিতে বাধ্য হইবেন না। খাজানা ভাগ হইলেও, লিখিত সম্মতি ব্যতীত উহা তাঁহার বিরুদ্ধে সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। গোপনে বিক্রয়, দান, পরিবর্ত্ত বা আদালতের ডিক্রীতে নীলামদ্বারা অপরের অধিকারে যাওয়া আমরা "হস্তান্তরিত করণের" অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং উইল কিম্বা উত্তরাধিকারদ্বারা অপরের হস্তগত হওয়াকে "উত্তরভোগিত্ব" কহিয়াছি। আমরা কহিয়াছি হস্তান্তরিত করণ বা উত্তরভোগিত্বের সম্বন্ধে রেজেষ্টরীর ফী ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য। এই ফী বার্ষিক খাজানার শতকরা দুই টাকা হারে হইবে, কিন্তু কোনও স্থলে ইহা এক টাকার কম ও একশত টাকার বেশি হইবে না (৪৭ ধারা।) আমরা এই ব্যবস্থা করিয়াছি যে, যে স্থলে আদালতের ডিক্রী অনুসারে বিক্রয়দ্বারা হস্তান্তরিত না হইবে, সে স্থলে যে হস্তান্তরিত করিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে যাহার হস্তগত করা হইয়াছে, তাহাকেই রেজেষ্টরী করিবার জন্য আবেদনের তারিখের পরহইতে বরাবর নিজেই খাজানার জন্য দায়ী হইতে হইবে। এই বিধান দ্বারাও হস্তান্তরিত করণের সম্বন্ধে প্রয়োজিত হইবে। ইহা হস্তান্তরকারী ও হস্তান্তরগৃহীতা উভয় পক্ষেরই জানিতে হইবে, এবং হস্তান্তরিত হইবার পরে যে খাজানা বাকী পড়িবে তাহার জন্য দায়িত্ব নিয়মবদ্ধ হইতে পারিবে (৪৮ ধারা।) যদি হস্তান্তরকার্য্যের রেজিষ্টরীর দরখাস্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হস্তান্তরকারী খাজানার জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী হস্তান্তর স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন না। (৪৯ ধারা)। এই প্রকার হস্তান্তকরণ রেজিষ্টরী করায় যে হস্তান্তরিত করিয়াছে এবং যাহার হস্তগত হইয়াছে, তাহার উভয়েরই স্বার্থ আছে প্রথম পক্ষ জানিতে পারিবে যে, সে ভবিষ্যতের খাজানার দায়হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, এবং দ্বিতীয় পক্ষ তাহার প্রয়োজিত স্বত্ব

পাণ্ডুলেখ্যে তালুক পেটাও তালুক এবং দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরিত করণের রেজেষ্টরীর সম্বন্ধে যে বিধান আছে তাহার কথা।

বুঝিয়া লইতে পারিবে। যে স্থলে বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রীজারীর নীলামদ্বারা কোন তালুক, পেটাওতালুক বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রীত হয়, সে স্থলে ক্রেতা আদালতের ডিক্রীর তারিখহইতে তাহার খাজানার জন্য দায়ী থাকিবে,এ স্থলে যখন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামত বিক্রয় হইতেছে তখন এরূপ বুঝিতে হইবে যে, তিনি এবিষয় অবগত আছেন, বিক্রয়ের আদেশের পর পূর্ব্বতন প্রজাকে খাজানার জন্য দায়ী করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত হইবে। যে স্থলে বাকী খাজানার ডিক্রী ভিন্ন অন্য কোন ডিক্রীর জারীতে বিক্রয়দ্বারা ভূমি হস্তান্তরিত হইবে, সে স্থলে ভূম্যধিকারী এবিষয় না জানিতে পারেন। এরূপ স্থলে যাহার স্বত্ব বিক্রীত হইতেছে, সেই প্রজা ডিক্রীর পূর্ব্বে বা পরে যাহা হইবে, তাহা সমস্তই অবগত আছে, এই জন্য আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, সে যদি খাজানার দায়িত্বহইতে বিমুক্ত হইতে চায় তাহা হইলে ভূম্যধিকারীকে এই বিক্রয়ের সংবাদ দেয়া তাহারই উচিত। এই জন্য আমরা সংবাদ দিবার ভার তাহার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছি। উত্তরাধিকারের স্থলে আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তাহাকে পূর্ব্বতন প্রজার মৃত্যুর পরহইতে খাজানার জন্য দায়ী হইতে হইবে। এই সকল স্থলে বাকী খাজানার জন্য তালুক, পেটাও তালুক এবং দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত নীলামে বিক্রীত হইতে পারে; তালুক, পেটাও তালুক কিম্বা যোত বিক্রয় করিয়াও যখন বাকী খাজানার পরিপূরণ না হইবে, তখনই অধিকারীর নিজের দায়ীত্ব লইয়া টানাটানি পড়িবে এ কথা স্মরণ থকা আবশ্যক।

তালুক এবং পেটাও তালুকের দান প্রভৃতি দ্বারা অথবা উত্তরাধিকার দ্বারা হস্তান্তরিত করণের রেজেষ্টরী না হইলে যাহা হইবে।

১১৯ গোপনে হস্তান্তরিত ভূসম্পত্তি রেজিষ্টরী করা না হইলে যাহা হইবে, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিলাম; এস্থলে পূর্ব্ব প্রজা খাজানার দায়হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না, এবং ভূম্যধিকারীও এই হস্তান্তরিত করণ সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন না। এজন্য ক্ষতিপূরণ অংশে এই ভূম্যধিকারীর অধিকার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে না, বিক্রয় এবং উত্তরাধিকারদ্বারা তালুক বা পেটাওতালুকের হস্তান্তরিত করণ স্থলে আমরা এই বিধান করিয়াছি যে, যদি রেজেষ্টরী করিবার জন্য তিন মাসের মধ্যে দরখাস্ত করা না হয়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী সেই তালুক বা পেটাওতালুক ক্রোক করিয়া কর সংগ্রহ করিতে পারেন। তাহার প্রাপ্য কর এবং সংগ্রহের ব্যয়ের উপর যে উদ্বৃত্ত হইবে, তাহার হিসাবের জন্য কিন্তু তিনি দায়ী থাকিবেন। যাবৎ এবিষয়ের রেজেষ্টরী না হয়, তাবৎ ভূমি ক্রোক থাকিবে, সংগৃহীত বস্তুতে যদি প্রাপ্য খাজানার পরিপূরণ না হয়, তাহা হইলে প্রধান ভূম্যধিকারী সেই তালুক বা পেটাওতালুক বিক্রয় করাইতে পারিবেন। বিক্রয়ের পরে ও যদি অনাটন দেখা যায়, তাহা হইলে যে হস্তান্তরিত করিয়াছে, তাহাকে তিনি দায়ী করিবেন। এই ক্রোকের ব্যবস্থা পেটাও তালুক পর্য্যন্ত প্রসারিত করিতে ওকিনেলী সাহেবের আপত্তি আছে।

দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোতের দান প্রভৃতি-দ্বারা এবং উত্তরাধিকার দ্বারা হস্তান্তরিত করণের রেজেষ্টরী না হইলে তাহার ফলের কথা

১২০। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত সচরাচর কৃষকেরা কর্ষণ করিয়া থাকে, লোকদ্বারা ইহাহইতে কোন খাজানা সংগ্রহ করা হয় না, এজন্য দান প্রভৃতি এবং উত্তরাধিকারদ্বারা এই সকল যোতের হস্তান্তরিত করণ সম্বন্ধে অন্যবিধ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। এতন্নিবন্ধন আমরা রেজেষ্টরী করিবার জন্য তিন মাসের মধ্যে দরখাস্ত না করিলে ভূম্যধিকারীকে সেই ভূমি ক্রোক করিতে, নিজে সেই ভূমি কর্ষণ করিতে বা অপরকে কর্ষণ করিতে দিতে ক্ষমতা দিয়াছি। উত্তরাধিকার বা হস্তান্তরিত করণের পরবর্ত্তী বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে যদি রেজেষ্টরীর জন্য দরখাস্ত করা না হয়, তাহা হইলে আমাদের বিধান অনুসারে সেই যোত ভূম্যধি-কারীর অধিকারে যাইবে। যদি কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকার বা ক্রয় করিয়া এক বৎসরেরও অধিক কালের মধ্যে রেজিষ্টরী করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন না করে, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় সেই যোত সে ছাড়াইয়া দিয়াছে মনে করাই সঙ্গত (৫১ ধারা)।

১২১। আমরা বিধান করিয়াছি (৪৬ ধারা) যে, উত্তরাধিকার এবং হস্তান্তরিত করণের পর তিন মাসের মধ্যে রেজেষ্টরীর জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে, এবং ভূম্যধিকারীকে যে ফী দিতে হইবে, তাহা বার্ষিক খাজানার শতকরা দুই টাকার হারে হইবে। যদি তিন মাসের মধ্যে দরখাস্ত না করা হয়, তাহা হইলে কি রূপ শাস্তি বিধান করা সঙ্গত, যাহা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তালুক এবং পেটাও তালুক বাজেয়াপ্ত করাই এই অপরাধের শাস্তি। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ সভ্যের বিবেচনায় ইহা সাতিশয় গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেকে শেষে মীমাংসা করিয়াছেন যে, তিন মাসের পর রেজেষ্টরী করিবার জন্য উপস্থিত হইলে নিয়মিত ফীর দশগুণ দিতে হইবে। এই দণ্ডই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু এই ফী দশ টাকার কম এবং হাজার টাকার বেশী হইবে না। যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা তিনমাসের পর এবং উত্তরা-দিকার বা হস্তান্তরিত করণের পরবর্ত্তী বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে রেজেষ্টরী করিবার জন্য আসিবে, তাহার প্রতিও এই নিয়ম প্রয়োজিত হইবে। ওকিনেলী সাহেব শাস্তিবিধানের স্থলে অতিরিক্ত ফী নির্দ্ধারণ করিতে অমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার মতে ভূম্যধিকারী এই উত্তরাধিকার বা হস্তান্তরিত করণ স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন,বলিয়া দিলেই যথেষ্ট শাস্তিবিধান করা হইল কোন ভূম্যধিকারী উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন হস্তান্তরিত করণ বা উত্তরাধিকারেও রেজেষ্টরী করিতে অসম্মত হইলে আমরা দেওয়াণী মোকদ্দমাদ্বারা তাঁহাকে সেই বিষয়ে সম্মত করাইবার বিধান করিয়াছি। যদি এই অসম্মতিজন্য কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে দেওয়ানী আদালত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার আদেশ দিবেন। আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে, রেবিনিউ বোর্ড কোন কোন শ্রেণীর ভূম্যধিকারি-দিগের জন্য তালুক, পেটাওতালুক এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের উত্তরাধিকার এবং হস্তান্তরিত করণের রেজে-ষ্টরী ফারম প্রস্তুত করিবেন। এই ফারম, প্রস্তুত হইলে উত্তরাধিকার বা হস্তান্তরিত করণসংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ চারি আনা ফী দিলে সেই ফারমে যাহা লেখা থাকিবে, তাহার নকল পাইবে। এতৎপ্রদেশে বহুসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধি-কারী আছেন, এইজন্য আমরা সকল শ্রেণার ভূম্যধিকারীর জন্য এই রেজেষ্টরী বহি করা উচিত বোধ করি নাই; পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের জমীদারী সেরেস্তার রোল বহিহইতে যে সুবিধা হয়, বড় বড় মহাল এইরূপ রেজেষ্টরী বহি থাকিলে সেই সুবিধার অধিকাংশই পাওয়া যাইতে পারে।

নিয়মিত সময়ের মধ্যে রেজেষ্টরীর জন্য দর-খাস্ত করিতে হইবে। এইসময়ের পর রেজে-ষ্টরী করিলে নিয়মিত ফীর দশগুণ দিতে হই-বে।

যদি ভূম্যধিকারী রে-জেষ্টরী করিতে অস-ম্মত হন তাহা হইলে দেওয়ানী আদালত তাঁ-হাকে এবিষয়ে বাধ্য করাইবেন। এবং ক্ষতি গ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতি পূর-ণের আদেশ দিবেন।

১২২। তালুকদারদিগের মধ্যে কেবল পত্তনীদারকে বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা দিবার জন্য জামিন দিতে হয়। সকল স্থলেই বিক্রয়, দান বা পরিবর্ত্ত কিম্বা আদালতের ডিক্রী অনুসারে নীলাম দ্বারা পত্তনী

হস্তান্তরিত হইলে যাহার হস্তগত হইয়াছে, তাহাকে বার্ষিক খাজানার অর্দ্ধাংশ পরিমিত জামানতি দিতে হয়। এই জামিন না দিলে ভূস্বামী হস্তান্তরিত করণ রেজেষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারেন। আমরা পত্তনী তালুকের সম্বন্ধে এই সকল বিধান উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু বাকী খাজানার জন্য যে সকল তালুক, পেটাওতালুক এবং দখলীস্বত্ত্ব বিশিষ্ট যোত বিক্রয় হইবে, তৎসমুদয়ের জন্য এতদনুরূপ বিধান করা উচিত কি না, তাহার বিচার করা উচিত, আমাদের নিকট উপযুক্ত কাগজ পত্র না থাকাতে আমরা আশানুরূপে এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে সমর্থ হই নাই। কিন্তু আমরা অনুরোধ করি যে এই রিপোর্ট প্রকাশের পর সমস্ত ব্যবস্থার উপর যে তর্কবিতর্ক হইবে, যেন এবিষয়ে লোকের বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকে।

রেবিনিউ বোর্ড উত্তরাধিকার এবং হস্তান্তরিত করণের রেজিষ্টারীর ফারম প্রস্তুত করিবেন।

হস্তান্তরিত করণ রেজিষ্টার করিবার সময় খাজানার জন্য জামিন দেওয়া।

১২৩। আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, রায়তদের খাজানা ১ লা আষাঢ়, ১ লা আশ্বিন, ১ লা পৌষ, এবং ১ লা চৈত্র এই ত্রৈমাসিক চারি কিস্তিতে দিতে হইবে। এই রূপ কিস্তি বন্দীতে খাজানা দিবার কোন চুক্তি বা নিয়ম থাকিলে আষাঢ়ের কিস্তি, বৈশাখ জ্যেষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসের সমুদয় খাজানার সমষ্টি স্বরূপ গণ্য হইবে, এই রূপে আশ্বিনের কিস্তি, শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন মাসের দেয় খাজানার সমষ্টি, পৌষের কিস্তি, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসের দেয় খাজানার সমষ্টি, এবং চৈত্রের কিস্তি মাঘ, ফাল্গুন এবং চৈত্র মাসের দেয় খাজানার সমষ্টি হইবে। এই সকল মাস ও তারিখ বাঙ্গালা এবং বেহারের সমস্ত জিলার উপযোগী হইবে কি না তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। যে স্থলে উক্তরূপ কোন চুক্তি বা নিয়ম না থাকিবে, সে স্থলে কালেকটর সমস্ত খাজানার কত অংশ প্রতি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে দিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন এবং এই নির্দ্ধারিত অংশের বিষয় তাঁহার এলাকায় প্রচার করিয়া দিবেন। তালুকদার এবং পেটাও তালুকদারদিগের দেয় খাজানার কিস্তির সম্বন্ধে উভয় পক্ষ আপনাদের সুবিধা অনুসারে কোন নিয়ম করিবে (৫৫ ধারা)। এইরূপ কোন চুক্তি করা না হইলে রায়তের ন্যায় চারি কিস্তিতে খাজানা দিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে যে দিনে খাজানা দেয় সেই দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন কিস্তির খাজানা দেওয়া না হইলে, তাহা বাকীখাজনা বলিয়া গণ্য হইবে, এবং শতকরা বার্ষিক বার টাকা হারে তাহার সুদ চলিবে। যে সমস্ত ঘটনায় প্রজার ক্ষমতায়ত্ত নয়, যেমন সমুদয় শস্যের নাশ প্রভৃতি, প্রজা উপযুক্ত সময়ে খাজানা না দেওয়ার এইরূপ কোন কারণ যদি নির্দ্দেশ না করিতে পারে, তাহা হইলে আদালত আমাদের বিধান অনুসারে এই সুদের ডিক্রী দিতে বাধ্য। ভূম্যধিকারীকে এই অনুগ্রহ করা আমাদের মধ্যে অনেকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, যে হেতু এক্ষণে প্রথা বা চুক্তি অনুসারে বারস্থার কিস্তিতে রায়তের খাজানা লওয়া হয়, তাহা আমরা উঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছি এবং এক্ষণে যে তারিখে খাজানা দিতে হয়, ও উপস্থিত পাণ্ডুলেখ্য ইহার স্থলে যে তারিখের নির্দ্দেশ আছে, এই উভয়ের মধ্যে যতদিন আছে, তাহার জন্য কোনরূপ সুদ গ্রহণের অনুমোদন করি নাই।

তিন মাস অন্তর চারি কিস্তীতে রায়তকে খাজানা দিতে হইবে।

তালুকদার এবং পেটাও তালুকদারদিগের কিস্তিক্রমে টাকা দেওয়া, বাকী খাজানা এবং তাহার সুদ।

১২৪। খাজানার রসীদের সম্বন্ধে আমরা মাকেঞ্জী সাহেবের পাণ্ডুলেখ্যের বিধানগুলির সারভাগ গ্রহণ করিয়াছি আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক প্রজা তাহার ভূম্যধিকারীকে খাজানা অথবা খাজানার ন্যায় আদায় যোগ্য কোন টাকা দিলে, অবিলম্বে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার রসীদ পাইবে। "খাজানার ন্যায় আদায়-যোগ্য" কথাটী নূতন ; রথ্যাকরও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭৩ সালের বঙ্গদেশের বাঁধ সংক্রান্ত আইন, ১৮৭৫ সালের জরীপ আইন এবং অন্যান্য আইন অনুসারে যে কোন টাকা বাকী খাজানার ন্যায় আদেয় হয়, তাহাও ইহার মধ্যে ধরা থাকে। রসীদ দিবার পাঠ বিশেষ নির্দ্দেশ করা আমরা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করি নাই ; কিন্তু আমরা তাহাতে যাহা থাকিবে এমন কয়েকটী অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছি যথা ; খাজানা দেওয়ার তারিখ, খাজানার যে টাকা দেওয়া হইল তাহা কিম্বা যে স্থলে টাকার পরিবর্ত্তে শস্য গ্রহণ করা হয়, সে স্থলে প্রদত্ত শস্যের পরিমাণ ; তালুক, পেটাও তালুক, যোত কিম্বা ভূমির নির্দ্দেশ ; এবং যে কিস্তী ও বৎসরের খাজানা দেওয়া হইল, তাহার উল্লেখ। যে কোন পাঠে হউক, এই সকল বিষয় যাহাতে থাকে, তাহাই রসীদ হইবে। অধিকন্তু আমরা এরূপ বিধান করিয়াছি যে, প্রত্যেক প্রজাকে বৎসরের শেষে এক একখানি হিসাবের বিবরণপত্র দিতে হইবে ; এই বিবরণ পত্রে যাহার জন্য খাজানা দেওয়া হয় এরূপ তালুক, পেটাওতালুক, যোত বা ভূমি ; বার্ষিক দেয় খাজানা ; বৎসরের প্রথমে বাকী খাজানার সমষ্টি, বৎসরে যত খাজানা দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রত্যেক বার দত্ত টাকার যে অংশ বকয়া এবং যে অংশ চলিত খাজানার হিসাবে জমা করা হইয়াছে এবং বৎসরের শেষে বাকী খাজানার সমষ্টি এই গুলির নির্দ্দেশ থাকিবে। কার্য্যতঃ এই বিবরণ "আখিরী দাখিলা" বা শেষ রসীদ হইতেছে। এতদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে ইহা চলিত আছে। ভূম্যধিকারীর সহিত আপনার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা সূক্ষ্মরূপে জানিতে পারিবে বলিয়াই ইহাতে এই সকল অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে। আমরা এরূপও বিধান করিয়াছি যে, ভূম্যধিকারী এই সকল রসীদ ও বিবরণ পত্রের অনুলিপি রাখিবেন, এবং স্বয়ং অনুলিপি সম্বলিত এই রসীদের ও হিসাবের বিবরণ পত্রের সংগ্রহ করিবেন ; ইহা পুস্তকে বাঁধা থাকিবে ; প্রতি পুস্তকে অন্ততঃ পঁচিশ খানি রসীদ বা বিবরণ পত্র নম্বরের পর্য্যায় অনুসারে নিবদ্ধ রহিবে। আমরা ভূম্যধিকারিদিগকে এই সকল আবশ্যক পাঠ সংগ্রহ করিবার জন্য এই আইনের কার্য্য আরম্ভ হইবার পর ছয় মাস সময় দিয়াছি। এই সময়ের পরে ভূম্যধিকারী প্রজার প্রার্থনামত পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সম্বলিত রসীদ বা হিসাবের বিবরণ পত্র না দিলে, প্রদত্ত খাজানার রসীদ না দিলে যে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, সেই দণ্ড পাইবেন (৫৭ অধ্যায়)।

খাজানার রসীদ সম্বন্ধে উপস্থিত পাণ্ডুলেখ্যের বিধান।

বৎসরের শেষের বিবরণ পত্র।

১২৫। আমরা আদালতে খাজানা জমা করণ সংক্রান্ত আইনের গুরুতর পরিবর্ত্তন এবং সংস্করণ করিয়াছি। প্রথমে এই সকল জমা গ্রহণের কার্য্য দেওয়ানী আদালত হইতে রাজস্ব বিভাগে স্থানান্তরিত করিয়াছি এবং আমরা কেবল জিলায় কালেক্টরীতে জমা করিবার নিয়ম করি নাই ; মহকুমার ধনাগারেও জমা করিবার বিধান করিয়াছি। আমরা বোধ করি যে, যে স্থলে মহকুমা আছে, সেই সেই স্থলের লোকেরা অন্যান্য বিষয়ের সহিত এ অংশেও মহকুমা হইতে উপকার পাইবে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে একটী মাত্র স্থলে আদালতে খাজানা জমা করিতে হয়। সে স্থলটী এই প্রজা ভূম্যধিকারিকে খাজানা দিতে চাহিলে ভূম্যধিকারী যখন তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। আমরা এই স্থলটী রক্ষা করিয়াছি এবং আর দুটী স্থলের জন্যও ব্যবস্থা বিধান করিয়াছি (১) যে স্থলে বহু সরিককে খাজানা দিতে হয় ; এই সরিকগণ এক জন সাধারণ কার্য্যকারক নিয়োজিত করেন নাই,

আদালতে খাজানা জমা করা, এতদ্বিষয়ক কর্ত্তব্য ; এই কার্য্যভার দেওয়ানী আদালতের পরিবর্ত্তে রাজস্ববিভাগে সমর্পণ।

খাজানা জমা করিবার দুটী নূতন স্থল।

ইহাঁদের হইয়া জেলার জজও কোন কর্ম্মচারীর উপর সমস্ত কার্য্যভার সমর্পণ করেন নাই; প্রজা ইহাঁদের সকলের নিকট হইতে সংসৃষ্ট রসীদ পাইতে পারে না; (২) যে স্থলে উত্তরাধিকারের জন্য অথবা অন্য অন্য কোন কারণে গোলযোগ উপস্থিত হয়; কাহাকে খাজানা দিতে হইবে, প্রজা তাহা অবধারণ করিতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস আছে, এই সকল পরিবর্ত্তনে, প্রথমতঃ স্থলে সরিকগণ বাধ্য হইয়া তাহাদের খাজানা সংগ্রহের কোন সুবন্দোবস্ত করিবেন; দ্বিতীয়তঃ খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় আনুষঙ্গিক ইসু তুলিয়া বিবাদীয় স্বত্বের প্রশ্ন উত্থাপন সম্বন্ধীয় যে অন্যায় রীতি, তাহা ন্যূন হইবে, এবং উভয়স্থলেই রায়তেরা অনেক কষ্টহইতে মুক্তি লাভ করিবে। ভূম্যধিকারী খাজানা গ্রহণে অসম্মত হইলে প্রজাদিগকে খাজানা জমা দিবার যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কিয়ৎপরিমাণ অপব্যবহার হইয়াছে আমরা জানি, অনেক সময়ে জমিদারকে টাকা দিতে না চাহিয়া জমা দেওয়া হয় যাহারা মিথ্যা এজাহার দিয়া এই রূপ করে, তাহাদিগকে দণ্ডিত করা অসম্ভব যেহেতু তাহাদের আবেদনে অত্যন্ত সাধারণ ভাবের কথা থাকে সংশোধিত আইনে এই অপব্যবহার নিবারণ জন্য আমরা বিধান করিয়াছি যে, দিবার প্রস্তাব স্থলে প্রস্তাবের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে আদালতে খাজানা জমা দিতে হইবে। এবং অন্যান্য স্থলে যে তারিখে খাজানা দিতে হইবে, তাহার ১৫ দিনের মধ্যে জমা করিতে হইবে। লিখিত প্রতিজ্ঞা পত্রের সহিত একখান লিখিত আবেদন পত্র দাখিল করিয়া জমা দিতে হইবে। দিবার প্রস্তাব স্থলে এই প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রস্তাবের তারিখ এবং যাহাদের সাক্ষাতে ইহা করা হইয়াছে, তাহাদের নাম থাকিবে। অন্যান্য স্থলে যাহাতে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ তাহা এই আইনের বিধানের অন্তর্ভুক্ত কি না, জানিতে পারেন এরূপ যথেষ্ট বৃত্তান্ত দিতে হইবে। জমা দেওয়ার টাকা দিবার প্রস্তাব স্থলে প্রস্তাবের তারিখ হইতে যদি সুদ প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে সেই সুদের সহিত নির্দ্দিষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত সমস্ত দেয় খাজানার সমষ্টি হইবে। কালেক্টরী অথবা মহকুমার খাজানাখানার কর্ত্তৃপক্ষ এই জমা দেওয়া খাজানার রসীদ দিবেন। দায়িত্ব হইতে আইনমত বিমুক্তিস্বরূপ এই রসীদ কার্য্যকর হইবে।

আইনের অপব্যবহার না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধানতা।

এই বিধান অনুসারে সম্ভবতঃ খাজানাখানায় কার্য্য বাড়িবে, এই কার্য্যের চার্জ কম করিবার উপায়।

১২৬। ত্রৈমাসিক কিস্তি সম্বন্ধীয় বিধান এবং এই সকল বিধানে বৎসরে চারি বার ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত জিলা এবং মহকুমার খাজানাখানায় কার্য্য বাড়িবে। নানাবিধ অসাধারণ ঘটনায় এই কার্য্য ভার সাতিশয় গুরুতর হইতে পারে কিন্তু স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ এই সকল বিষয় অবগত থাকিবেন, সুতরাং তাঁহারা অগ্রেই এবিষয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারেন। খাজনাখানায় কর্ম্মচারী আপনার কার্য্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থলে একখানি বিজ্ঞাপন পত্র স্থাপন করিবেন; যাহারা খাজানা পাইবার তাঁহাদের উদ্দেশে এই বিজ্ঞাপন পত্র লিখিত থাকিবে; এই নিয়ম করিয়া আমরা ভূম্যধিকারীদিগকে দেয় খাজানা জমা করিবার সংবাদ প্রচারের কার্য্য সংক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কালেক্টরীতে এবং মহকুমার কার্য্যালয়ে প্রায় সকল সংভ্রান্ত ভূম্যধিকারীদিগেরই এজেন্ট বা মোক্তার থাকে। সম্ভবতঃ ইহারা এই জমারফর্দ দেখিয়াই অবিলম্বে টাকা বাহির করিয়া লইবে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে পৃথক ভাবে সংবাদ দেওয়ার কার্য্য ন্যূন হইবে। এই বিজ্ঞাপন পত্র স্থাপনের পর ১৫ দিনের মধ্যে যদি ভূম্যধিকারীর পক্ষ হইতে টাকার জন্য আবেদন না হয়, তাহা হইলে খাজানাখানার কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রথমোক্ত ১৫ দিন শেষ হইবার পর আর ১৫ দিনের মধ্যে ভূম্যধিকারীর উপর নোটিস জারী করিবেন। এই নোটিস জারীর খরচা জমা দেওয়া টাকা হইতে বাদ দেওয়া যাইবে; ইহাতে এই জমা দেওয়া টাকার ফর্দ্দ দেখা এবং নোটিস জারীর পূর্ব্বে টাকা গ্রহণ করা ভূম্যধিকারিদের স্বার্থ হইবে। দিবার প্রস্তাব স্থলে জমা দেওয়া খাজানা, যাহার তাহাতে স্বত্ব আছে, তাহাকে দেওয়া যাইবে; বহু সরিকের স্থলে, সকল সরিকের অথব তাহাদের কোন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োজিত থাকিলে, তাহার রসীদ লইয়া দিতে হইবে; স্বত্ব লইয়া বিবাদের স্থলে সকল দাওয়াদারের অথবা তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সমুদয় সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশের উপর আপনস্বত্ব সংস্থাপনের ডিক্রী পাইয়াছে তাহার রসীদ লইয়া দিতে হইবে। যদি তিন বৎসরের মধ্যে এই জমা করা খাজানা গ্রহণকরা না হয়, তাহা হইলে যে জমা দিয়াছে, তাহাকে, জমার জন্য খাজানাখানা হইতে যে রসীদ প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই রসীদ লইয়া, জমা করা টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তিন বৎসরের জমাকরা টাকা প্রত্যর্পণের পূর্ব্বে আকৌণ্ট জেনরেলের বিশেষ অনুমতি অপেক্ষা করে। আকৌণ্ট বিভাগের এই নিয়মের বিঘ্ন করা এই বিধানের উদ্দেশ্য নয়। যে স্থলে টাকা জমাকরা হইলেও ভূম্যধিকারী, আইনের বিধান অনুসারে জমা দেওয়া হয় নাই, এই হেতু দেখাইয়া খাজনা সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ডিক্রী পান, সে স্থলের নিষ্পত্তির জন্য আমরা এই বিধান করিয়াছি যে, তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে, যে জমা দিয়াছে, এবং খাজানা যাহার প্রাপ্য, এই উভয়ের আবেদন পাইলে আবেদন লিখিত প্রণালী অনুসারে টাকা দেওয়া যাইবে। এই নিয়মে, অনুচিত ভাবে জমা দেওয়া খাজানার জন্য যে ডিক্রী হইয়াছে, তাহার পূরণ জন্য জমাকরা টাকা পাইবার সুবিধা হইবে।

জমাকরা খাজানা ফিরাইয়া দেওয়া।

খাজানার বিভাগ প্রচলিত আইনে এ সম্বন্ধে উপযুক্ত বিধানের অসদ্ভাব।

এ জন্য নানা প্রকার অসুবিধা।

১২৭। খাজানার বিভাগ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকাতে মোকদ্দমার উৎপত্তি এবং তন্নিবন্ধন রায়তদিগের নানা প্রকার অসুবিধা হইয়া থাকে। যখন বহু সরিকের অধিকৃত মালগুজারী মহলে সরিকগণ আপনাদের মধ্যে স্বস্ব অংশ অনুসারে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে, যে সকল প্রজার ভূমির একাংশ এক জনের ভাগে অপরাংশ অন্য জনের ভাগে পড়ে, তাহাদের খাজানা বিভাগের জন্য ১৮৭৬ সালের মহলের বণ্টন বিষয়ক বঙ্গীয় ৮ আইনে কতিপয় নিয়ম আছে। কিন্তু যে স্থলে কোন অংশ বিক্রীত হওয়াতে অথবা দেওয়ানী আদালতে বলবৎকরা যাইতে পারে সত্বাধিকারিদের মধ্যে এরূপ বাঁটওয়ারা হওয়াতে লাখেরাজ ভূমি, এবং মালগুজারী ভূমির অন্তর্গত কোন তালুক বা পেটাও তালুক বিভক্ত হয়, সে স্থলে প্রয়োগ করিবার জন্য এই রূপ কোন নিয়ম নাই। খাজানা বিভাগের সম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে, এতদ্দ্বারা প্রজাকে, যাহা প্রথমে অখণ্ড ছিল, তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মোকদ্দমায় পড়িতে হয়, এবং যখন প্রজা এক জনকে সমুদয় টাকা দিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে, তখন সে আপনার খাজানা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে দিতে বাধ্য নয়। প্রজা স্বার্থ ধরিয়াই কেবল এই হেতুবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যদি কেবল প্রজার স্বার্থই বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায়, এক সঙ্গে সমুদয় খাজানা দেওয়াতে তাহার যে সুবিধা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে; এতদ্দেশে তাহা অপেক্ষা

খাজানা বিভাগে সুবিধা।

অসুবিধার ভাগ অধিক হইয়া উঠে। যখন তাহার ভূম্যধিকারীর সম্পত্তি বিভক্ত হয়, এবং তাহার ভূমি দুই কিম্বা অধিক ব্যক্তির অংশে পড়ে তখন প্রজাকে এই অসুবিধায় নিশ্চয়ই পড়িতে হয়। এস্থলে খাজানা বিভাগ ব্যতীত আর কিছুই রায়তের সুবিধার হেতু হইতে পারে না। যদি এরূপ না হইত, তাহা হইলে যাঁহারা খাজানা বিভাগের এই হেতু দেখান যে, মানবজাতির প্রয়োজন বশতঃ, পরিবারবর্গের অভাববশতঃ, কারবারের প্রয়োজনবশতঃ, এই বিভাগ আবশ্যক; এবং প্রজা নিয়মিতসময়ে খাজানা দিলে নানা প্রকার মোকদ্দমা হইতে পরিত্রাণ পাইবে, ও যখন তাহাকে পরিণামে নির্দ্ধারিত বা প্রথানুগত খাজানার অধিক কিছু দিতে হয় না ইহাতে তাহার কোন কষ্ট দেখা যায় না; আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতাম।

খাজানা বিভাগের সম্বন্ধে পাণ্ডুলেখ্যের বিধান।

১২৮। এই জন্য আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে, দুই বা বহু ব্যক্তি আপনাদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র প্রজাই স্বত্বের বিষয়ীভূত ভূমির ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্বতন্ত্র অধিকারী হইলে, যদি এই অংশ সীমা ও চৌহদ্দীদ্বারা বিভক্ত হইয়া থাকে বা করা যাইতে পারে, তবে ঐ অংশের খাজানা সেই ব্যক্তিরা বিভাগ করিয়া লইতে পারিবেন এবং খাজানার এই রূপ বিভাগের পর, যে অংশের জন্য যে খাজানা ধরা হইয়াছে, সেই অংশের খাজানার ভাগ আপনারা পৃথক্ ভাবে লইবেন (৬২ ধারা)। আমরা এরূপও বিধান করিয়াছি যে, এই সকল ব্যক্তি এবং প্রজা, ইহাদের পরস্পরের একতায় খাজানা হারহারিমতে ভাগ হইতে পারিবে; যদি পরস্পরের মধ্যে ঐক্য না হয়, তাহা হইলে ইহাদের কাহারও আবেদন পাইলে দেওয়ানী আদালত খাজানা ভাগ করিয়া দিবেন। এজন্য ভূমির সমস্ত বা কোন অংশ মাপিবার আদেশ দেওয়া হইবে। ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রজাকে খাজানা আমানত করিবার যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ভূম্যধিকারিগণ অনেক স্থলে পরস্পরের সম্মতিতে অথবা আদালতের সাহায্যে খাজানা ভাগ করিতে উদ্যত হইবেন।

প্রত্যেক তালুক পেটাও তালুক এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত খাজানার জন্য বন্ধক থাকিতে পারে।

১২৯। আমরা এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, প্রত্যেক তালুক, পেটাও তালুক এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত খাজানার জন্য বন্ধক থাকিতে পারিবে এবং ঐ খাজানাই তাহার অগ্রগণ্য দায় হইবে (৬৪ ধারা)। ইহার পর আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে, খাজানা বাকী পড়িলে ভূম্যধিকারী যাবৎ সেই তালুক, পেটাও তালুক বা দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত সরাসরি ভাবেই (এই সকল স্থলে যোড়শ অধ্যায়ের বিধান সকল প্রয়োজিত হইবে) হউক বা খাজানার নিমিত্তে আদালতের ডিক্রীজারী ক্রমেই হউক, নীলামে না ধরিবেন, তাবৎ বাকী খাজানা আদায়ের জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন না। এই সকল বিধানে একটী অতি গুরুতর পরিবর্ত্ত সাধিত হইবে। প্রচলিত আইনে খাজানার জন্য ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য মাত্র বন্ধক থাকে; ভূমি বন্ধক থাকে না। উৎপন্ন দ্রব্য বন্ধকাধীন করা বলপূর্ব্বক শস্যাদি আটক করণ বিশয়ক আইনের এক অংশ; আমরা এই আইন রহিত করিয়াছি। খাজানার জন্য তালুক, পেটাও তালুক বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বন্ধক দিবার ব্যবস্থা করাতে, খাজানাই যে ঐ তালুকাদির অগ্রগণ্য দায় হইবে এই রূপ বিধান করাতে এবং ভূম্যধিকারীকে প্রথম স্থলেই ঐ তালুক, পেটাও তালুক ও যোতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বাধ্য করাতে বোধ হয় ভূম্যধিকারী এক দিকে যেমন নিয়মিত রূপে খাজানা পাইবেন. কিম্বা খাজানা অনাদায় থাকিলে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিতে যে সমস্ত বিধান আছে, তাহার কার্য্য প্রণালী অনুসারে উহা আদায় করিবার প্রকৃত সুবিধা লাভ করিবেন, সেই রূপ অপর দিকে প্রজাও অর্থনক অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। বাকী রাজস্ব বা খাজানার জন্য বাকীদারের স্বত্ব বিক্রয়ের প্রথা এতদ্দেশে বহুকাল হইল, প্রচলিত আছে; সাধারণেও এ বিষয় বিলক্ষণ জানে। মালগুজারির মহাল, পত্তনী তালুক এবং অন্যান্য তালুকের বিক্রয় স্থলে ইহার কার্য্য দেখিয়া আমরা যে বহুদর্শিতা উপার্জ্জন করিয়াছি; তদ্দ্বারা ইহা যে, ফলোপধায়ী তাহা আমাদের জানা আছে। ইহা যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের সম্বন্ধেও ফলোপধায়ী হইবে, আমাদের তাহা বিবেচনা করিবার প্রকৃষ্ট কারণ রহিয়াছে। অনেক ভূম্যধিকারী আপনাদের ইচ্ছানুসারেও খাজানা আদায়ের সুবিধাজনক উপায় বলিয়া খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী জারী ক্রমে রায়তের যোত নীলামে ধরিয়া থাকেন; এ বিষয় আমরা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি। ভূম্যধিকারী চারি বৎসরের অধিক বাকী খাজানার জন্য আদালতে অভিযোগ করিতে পারেন না। প্রকৃষ্টরূপে অধ্যুষিত জিলা সমুহে এরূপ যোত অতি অল্পই আছে, যাহার মূল্য ডিক্রী লাভের খরচা শুদ্ধ চারি বৎসরের খাজানার সমান হয় না। যদি এ সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে তিনি এক বৎসর এমন কি তিন মাসের অধিক কালের খাজানা বাকী রাখিবেন না; তাহার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারিবেন।

এই সকল বিধান সম্বন্ধে বিবেচনা।

প্রজা সমর্থ হইলে, তাহার যোত বিক্রয়ই খাজানা লইবার ও অসমর্থ হইলে আদায় করিবার কার্য্যকর উপায়।

১৩০। আমরা যে কার্য্যপ্রণালীর বিধান করিয়াছি, তদ্দ্বারা আশা করি ভূম্যধিকারী অবিলম্বে আদালতের ডিক্রী লাভ করিবেন। এই ডিক্রী পাইলে তিনি একবারে ঐ তালুক, পেটাও তালুক বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিতে পারেন। ইহা বিশেষরূপে জানা আছে, কোন রায়তের খাজানা প্রদানের সামর্থ্য থাকিলে, তাহার যোত বিক্রয়স্থলে আনয়ন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ই তাহাকে খাজানা দানে প্রবর্ত্তিত করিবার সম্বন্ধে অধিকতর ফলোপধায়ী নহে। যদি সে নিশ্চিত রূপে জানে যে, ফিরিয়া আসিলে তাহার ভূমি পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে সে জেলে যাইতে পারে। সে তাহার গবাদি পশু বিক্রয় করিতে দিবে, যেহেতু সে ইহার স্থলে তদ্রূপ উৎকৃষ্ট পশু ক্রয় করিবার আশা করে। কিন্তু যে ভূমির উপর তাহার ভদ্রাসন রহিয়াছে, যে ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; তাহার শৈশব এবং বাল্যকাল যে ভূমিতে অতিবাহিত হইয়াছে, যে ক্ষেত্র তাহার এবং তাহার পিতার পিতা কর্ষণ করিয়াছে, সেই ভূসম্পত্তি অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট পূর্ব্ব ব্যক্তির হস্তগত হইলে সে তাহার স্থলে তদনুরূপ আর কোন ভূসম্পত্তি পাইবে না। এই জন্য আমরা বোধ করি, যে রায়ত খাজানা দিতে পারে, তাহাকে সেই খাজানা দানে প্রবর্ত্তিত করার সম্বন্ধে, তাহার যোত বিক্রয় করিবার বিজ্ঞাপন প্রচার করণই বিশেষরূপে ফলোপধায়ী হইবে। কিন্তু যদি দুরবস্থা বা অন্য কোন কারণে রায়ত খাজানা দিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে আমরা যেমন দেখাইয়াছি ভূমি বিক্রয় করিলেই ভূম্যধিকারীর দাবির পরিপূরণ হইবে। এইরূপে ভূম্যধিকারীকে ভূমি বিক্রয় করাইতে বাধ্য করিয়া আমরা তাঁহাকে তাঁহার নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্যই কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়াছি। কেহ কেহ এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারেন যে, রায়তের প্রতি কঠোরতা দেখাইতে ভূম্যধিকারীর ইচ্ছা না হইতে পারে, তিনি তাহাকে তাহার ভূমিহইতে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা না করিতে পরেন, প্রাপ্য টাকার

ভূম্যধিকারীর পক্ষে এ বিষয়ের বিবেচনা।

অংশমাত্র গ্রহণ করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন, এবং যাবৎ রায়তের অবস্থা ভাল না হয়, তাবৎ অবশিষ্ট অংশের জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন। যদি রায়তের অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করিতে কিম্বা তাহাকে জেলে দিতে তাঁহার প্রতি কোন রূপ ক্ষমতা সমর্পিত হয় তাহা হইলে তিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিয়া খাজানা আদায় করিতে পারেন। আমরা এই সকল হেতুবাদ কিম্বা এই মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের বিবেচনায়, তাহার যোত বিক্রয়ের ভয়, জেলে যাওয়ার ভয়ের ন্যায় প্রবল এবং ফলোপধায়ক হইবে। পক্ষান্তরে অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করিলে সে চাষ করিতে সমর্থ হইবে না। ইচ্ছাবশতঃ নয় কিন্তু অসামর্থ্য হেতু খাজানা দিতেছে না এরূপ কোন দুর্দ্দশাগ্রস্ত রায়তের প্রতি ক্ষমা এবং সহিষ্ণুতা দেখাইতে যদি ভূম্যধিকারীর ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তিনি কাল বিলম্ব করিবেন, ডিক্রীজারী করিবেন না। তিনি এরূপ স্থলে যোত বিক্রয় করিতে বাধ্য নহেন। যদি রায়ত খাজানার কোন অংশ দেয়, তাহা হইলে তিনি সেই অংশ গ্রহণ করিয়া আদালতে জানাইবেন। আইনের কোন কথাতেই তাঁহাকে এই রূপ কার্য্য করিতে বাধা দিবে না।

প্রজার পক্ষে এ বিষয়ের বিবেচনা।

১৩১। ভূম্যধিকারীর স্বার্থ সম্বন্ধে এ বিষয়ে এত কথা বলা হইল; এক্ষণে প্রজার স্বার্থ সম্বন্ধে বিচার করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় ভূমি হারাইবার ভয়ে প্রজা খাজানা দিতে অধিকতর সাবধান হইবে এবং এই খাজানা বাকী রাখিবে না। কেহ কেহ এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন যে, নিষ্কাশন ভয় প্রজাকে এই রূপ সাবধান করে নাই কেন—ভূমি বিক্রয়ের ভয় নিষ্কাশন বা উচ্ছেদ হইবার ভয় অপেক্ষা অধিকতর ফলোপধায়ী কেন? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে কহিতেছি যে, কোন রায়ত প্রকৃতরূপে ভূম্যধিকারীর বিরক্তিজনক না হইলে এবং ভূম্যধিকারী যত ব্যয়ই হউক না কেন তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা না করিলে নিষ্কাশন বিধি প্রয়োজিত হয় না। রায়ত যৎকিঞ্চিৎ সেলামি দিলে বা কিছু অধিক খাজানা দিতে সম্মত হইলেই উচ্ছেদ করণার্থ ডিক্রীজারী করা হয় না কি জারী করা হইলেও তাহাকে পুনর্ব্বার অধিকার লইতে দেওয়া হয়। কিন্তু বিক্রয় স্থলে ভূমি অপরিচিতের হস্তগত হয়, এবং কোন প্রকারে ইহার পুনঃ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। আলস্য বা মন্দ চাষের জন্য যদি রায়ত খাজানা দিতে না পারে, তাহা হইলে সাধারণের উপকারার্থে সেই ভূমি বিক্রয় করিয়া এক জন কার্য্যদক্ষ ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করাই উচিত। হিন্দু অথবা মুসলমানদিগের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন অনুসারে যদি যোত পরস্পর অনৈক্য সম্পন্ন অনেক সরিকের অধিকারে পড়ে, এবং ইহাদের অনৈক্য ও তন্নিবন্ধন অব্যবস্থিত তত্ত্বাবধানে খাজানা বাকী পড়ে, তাহা হইলে সেই যোত বিক্রয়দ্বারা অপর কোন কার্য্যদক্ষ কৃষকের হস্তগত হইলে পূর্ব্বোক্ত আইন অনুসারে উহার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগ হইবার সম্ভাবনা রহিত হইবে। যোত ক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিলেও সচরাচর টাকা বাঁচাইয়া ভূমি কিনিতে লোকের যে রূপ ইচ্ছা দৃষ্ট হয়। তাহাতে পরিমিত ব্যয়ের জন্য উৎসাহ হইতে পারে। আমরা জানি, পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন কোন অংশে পেটাও তালুক এবং যোত ক্রয় করিয়া সঞ্চিত ধনের ব্যবহার করা হয়। লোকে এই সকল ভূমি কিনিবার জন্যে টাকা বাঁচাইয়া থাকে। অতঃপর অন্যদিকে এবিষয়ের বিচার করিলে দেখা যায়; যদি কোন ভূমির খাজানা অধিক করা হয়, যদি ইহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে কিম্বা শিকস্তি হইয়া ইহার পরিমাণ হ্রাস হইয়া থাকে। রায়ত খাজানা কমাইবার মোকদ্দমার ব্যয় ভার বহনে অসমর্থ হইয়া পড়ে অথবা ঐ যোত রাখিতে ইচ্ছুক না হয়, তাহা হইলে উহার বিক্রয়ই সমুদয় মুল্য পাইবার আশু উপায়; নির্দ্দিষ্ট খাজানা বাদে যাহা উদ্বর্ত্ত থাকিবে তাহা রায়তের প্রাপ্য। ইহার বিপরীত স্থলে, যদি রায়ত তাহার যোতের উৎকর্ষ সাধন করে, এবং এই উৎকর্ষের মুল্য লাভ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে খাজানা বাকী রাখিলেই ঐ ভূমি বিক্রীত হইবে এবং ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য নির্দ্দিষ্ট খাজানার উদ্বৃত্ত অংশ তাহাকে দেওয়া হইবে। ইচ্ছা পূর্ব্বক খাজানা বাকী ফেলিয়া আদালতের দ্বারা নীলাম ক্রমে কোন ভূমির হস্তান্তরিত করণ উপস্থিত সময়ের বিশেষ অসাধারণ ঘটনা নহে, কোন কোন ক্রেতারা বিবেচনা করেন, এই রূপে অধিকার লাভ হইলে তাহা উৎকৃষ্টতর হয়।

সাধারণতঃ প্রস্তাবিত বিধানে তালুক ও পেটাও তালুক সম্বন্ধে প্রকৃত কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

১৩২। আমরা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের সম্বন্ধেই প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের এতদূর বিচার করিয়াছি; যেহেতু আমাদের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এক্ষণে আইনে খাজানার জন্য তালুক ও পেটাও তালুক বন্ধক রাখিবার কোন স্পষ্ট বিধান না থাকিলেও অনেক স্থলে কার্য্যতঃ এরূপ বন্ধক হইয়া থাকে। খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে ভূম্যধিকারী তালুক, কিম্বা পেটাও তালুকের সম্বন্ধে যে কার্য্য করেন, তাহাতেই এরূপ হইয়া থাকে। যে স্থলে পত্তনী বিষয়ক আইন (১৮১৯ সালের ৮ আইন) প্রয়োজিত হয়, সে স্থলে সেই আইন অনুসারে, কিম্বা ডিক্রীর পর ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের বিধান বা ১৮৬৯ সালের ৮ আইন অনুসারে অনাদায় বাকী খাজানা আদায় করা হয়। সুতরাং নূতন বিধানে তালুক এবং পেটাও তালুকের সম্বন্ধে কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু এই সাধারণ কথার দুটী ব্যতিরেক স্থল আছে; এই স্থলেই তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। আমরা এই বিধান [২০৭ ধারা (খ)] করিয়াছি যে, যে স্থলে বাকী খাজানার জন্য ডিক্রী পাইয়া কোন তালুক, পেটাও তালুক বা দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত নীলামে ধরা হইবে, সে স্থলে যদি সেই নীলামের ডাক না হয়, তাহা হইলে যিনি ডিক্রী জারী করিয়াছেন তিনি, অর্থাৎ ভূম্যধিকারী নীলাম ডাকিবেন। এ বিষয়ে অসম্মত হইলে ভূম্যধিকারী ডিক্রীমত খাতকের শরীর বা তাহার অন্য সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করিতে পারিবেন না। কয়েকটী কথায় এই বিধানের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। কোন রায়ত যেমন তাহার যোত ছাড়িতে পারে, কোন তালুকদার অথবা পেটাও তালুকদার তেমন আপনার তালুক বা পেটাও তালুক ছাড়িতে পারে না। এরূপ হইতে পারে যে, তালুক কি পেটাও তালুক একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে; ইহা কোন বৃহৎ নদীর প্লাবনে বালুকায় আচ্ছাদিত হইয়াছে, বা কৃষিকার্য্যের বিঘ্নকারক তৃণাদিতে আবৃত হইয়াছে। এক্ষণে যেমন আইন রহিয়াছে, তাহাতে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজাকে এই অলাভজনক ভূমির জন্য খাজানা দিতে হয়। যদি সে খাজানা না দেয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উত্থাপিত ও ডিক্রী হইয়া থাকে। কেহই এই তালুক বা পেটাও তালুকের নীলাম না ডাকিলে প্রজা নিজে কারারুদ্ধ এবং তাহার অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রজার অবস্থা উন্নত হইলে সে এই অকর্ম্মণ্য ভূমির জন্য প্রতিবৎসর ভূম্যধিকারীকে খাজানা দিতে পারে। আমরা যে বিধানের প্রস্তাব করিয়াছি তাহাতে ইহা একবার মাত্র ঘটিতে পারে, সচরাচর ঘটিবে না। ভূম্যধিকারীকে

দুটী আবশ্যক পরিবর্ত্তন।

নীলামে যদিকেহ ক্রয় না করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারীকে ক্রয় করিতে হইবে।

অবশ্য এই নীলাম ডাকিয়া ভূমি ক্রয় করিতে হইবে ও সুতরাং প্রজা ভবিষ্যতের দারিদ্র হইতে রক্ষা পাইবে। প্রজার স্বার্থের জন্য বর্ত্তমান আইনের এইরূপ সংশোধন হইয়াছে; ভূম্যধিকারীর স্বার্থের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। আমরা ব্যবস্থা [২১১ ধারা, (৩)] করিয়াছি যে, বিক্রয়ের পূর্ব্বে এবং বাকী খাজানা আদায়ের জন্য যে ডিক্রী হইয়াছে, সেই ডিক্রীর তারিখের পরে যাহা প্রাপ্য হইবে, বিক্রয়োৎপন্ন টাকার উদ্বর্ত্ত অংশ হইতে তাহা ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে। কিন্তু যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে তাহাতে যদি ভূম্যধিকারী এই অংশ নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি এই নিয়ম অনুসারে উহা পাইবেন না, এবং কোন স্থলে চূড়ান্ত ডিক্রীর তারিখের পর ছয় মাসের অধিক কালের জন্য তিনি খাজানা লাভ করিতে পারিবেন না। তদ্রূপ খাজানা দেনা থাকার বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে আদালত তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। এই সকল বিধানে মোকদ্দমার সংখ্যা ন্যূন হইবে, এবং তালুক বা পেটাও তালুক বিক্রয় হইয়া গেলে ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করিয়া কোন কোন স্থলে যে বাকী খাজানা আদায় করা দুরূহ হয় ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য সেই খাজানা অনাদায় থাকিবে না।

খাজানার উপর ভূম্যধিকারীর দাওয়া অন্যান্য ঋণের সহিত তুল্য ভাবে হইবে, না উভয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ করা যাইবে?

১৩৩। এই ধারা (৬৪) যখন ফীল্ড সাহেব প্রথম প্রস্তুত করেন, তখন তাহাতে এই একটী অতিরিক্ত অংশ ছিল; "ভূম্যধিকারী ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি টাকার জন্য ডিক্রীজারীক্রমে এইরূপ কোন তালুক, পেটাওতালুক কিম্বা কোন স্থলে যে এই প্রকার বিক্রয় যোগ্য কোন যোত বিক্রয় করেন, তাহা হইলে বিক্রয়ের টাকা হইতে প্রথমে সেই তালুক, পটাও তালুক বা যোতের জন্য ভূম্যধিকারীর যে খাজানা প্রাপ্য থাকিবে, তিনি তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। এই খাজানা দেওয়ার পর অবশিষ্ট টাকা ডিক্রীদারের দাওয়া শোধ জন্য কিম্বা বিতরণের টাকা পাইবার অধিকারী উত্তমর্ণদিগের মধ্যে বিতরণ জন্য থাকিবে।" আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মেম্বরের মতে এই অংশ টুকু পাণ্ডুলেখ্য হইতে বাদ দেওয়া উচিত বোধ হইয়াছে। এই পাণ্ডুলেখ্য মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইলে বিভিন্ন মত প্রবল হইতে পারে, এই জন্য আমাদের বিবেচনায় যে অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান আইন অনুসারে ভূম্যধিকারীর খাজানার দাওয়ার কোন রূপ অগ্রগণ্যতা নাই। যে স্থলে তাহার প্রজা দেওয়ানী কার্য্যবিধির বিংশ অধ্যায়ের বিধান অনুসারে দেউলিয়া বলিয়া স্বীকৃত হইবে সে স্থলে তিনি অন্যান্য উত্তমর্ণ দিগের সহিত সমান হারে মাত্র অংশ লইতে পারেন। ইংলণ্ড এবং আমরা বোধ করি আমেরিকার আইন অনুসারে অন্যান্য উত্তমর্ণদিগের উপর ভূম্যধিকারীর কোন রূপ অগ্রগণ্যতা নাই। কিন্তু ভূম্যধিকারীকে ফাঁকি দিবার জন্য প্রজা এবং তাহাদের উত্তমর্ণদিগের মধ্যে যে যোগ সাজোস হয়, তাহার নিবারণ উদ্দেশে অষ্টম আইন, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ১ ধারায় এই ব্যবস্থা আছে যে, আবাস বাটী কিম্বা ভূমিতে যে সকল দ্রব্য বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকিবে, সেই দ্রব্য স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে যাহার মোকদ্দমাক্রমে ডিক্রী জারী হইতেছে সে যদি ভূম্যধিকারী অথবা তাহার পেয়াদাকে ঐ দ্রব্য বা অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর করণকালে প্রাপ্য খাজানার সমুদয় টাকা না দেয়, তবে তৎসমুদ্য় ডিক্রীজারীর ক্ষমতার কোন ছলে স্থানান্তরিত হইতে পারিবে না। কিন্তু এই বাকী খাজানা এক বৎসরের জন্য প্রাপ্য খাজানার অধিক হইবে না।

মহারাণীর আইনের ৮ বৎসরের আইনের ১৪ অধ্যায় ১ ধারা।

১৩৪। হিন্দুদিগের মধ্যে সহাধিকার প্রথা থাকাতে ভূম্যধিকারী এবং প্রজাদের সম্বন্ধ সাতিশয় গোলযোগ পূর্ণ হইয়া থাকে। এক্ষণে মুসলমানগণও সচরাচর এই প্রথার অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। সহাধিকারীগণ ভূম্যধিকারী হইলে যখন পরিবারের মধ্যে এক ব্যক্তি (কর্ত্তা) অথবা তাহাদের কোন সাধারণ কর্ম্মচারী সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন, তখন কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না, এবং তাহাদের প্রজারাও অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণের প্রজাগণ অপেক্ষা অধিকতর অসুবিধা ভোগ করে না। কিন্তু যদি এই সরিকদিগের মধ্যে অনৈক্য ও বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রজাদিগের বিস্তর অসুবিধা হইয়া থাকে। সকল সরিককেই তাহাদের সকলের রসীদ লইয়া খাজানা দিতে হয়। কিন্তু এদিকে প্রত্যেকে তাহার আপনার প্রাপ্য অংশ পৃথক ভাবে লইতে চেষ্টা করেন; প্রজা সকলের প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে যাইয়া দেখে, তাহার দেয় খাজানা অপেক্ষা সে অধিক দিয়া ফেলিয়াছে। ইহার পর প্রতি অংশীদারের ভৃত্য বা তৎপক্ষীয় লোকেরা উপরি লাভের চেষ্টা পায়। ইহা পাইবার জন্য মূর্খ প্রজাদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকে; এই রূপে প্রতারিত হইয়া প্রজারা কোন অংশীদারকে তাহার প্রাপ্য অংশ অপেক্ষা অধিক দিতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে প্রমাণ প্রস্তুত করিবার জন্য বেশি অংশের রসীদ দেওয়া হয়, কিন্তু এদিকে এই মিথ্যা দলীলে যাহা লিখিত থাকে তাহা অপেক্ষা কম খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে। ভাগ করা না হইলেও প্রতি অংশীদার আপন আপন অংশের খাজানা বাড়াইতে চেষ্টা করেন কিম্বা ভূমি মাপিতে উদ্যত হন; উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী আমিনেরা চিঠা প্রস্তুত করে; রায়তেরা যদি কিছু ঘুস দিতে সমর্থ হয় অথবা দিতে ইচ্ছা করে, তাহা লইয়া এই চিঠার ভূমির পরিমাণ অল্প, অন্যথা অধিক করিয়া লেখা হয়। এদিকে মোকদ্দমা হইতে থাকে; রায়তেরা কখন এ অংশীদারের কখন বা ও অংশীদারের পক্ষ অবলম্বন করে; তাহারা সাক্ষ্য দিয়া এক পক্ষের ক্ষণিক কৃতজ্ঞতা ও অপর পক্ষের চির আক্রোশভাজন হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিদিগের মধ্যে দাঙ্গা উপস্থিত হয়; এবং পোলীসের বিলক্ষণ উপার্জ্জন হয়। রায়তেরা দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়, চাস বাস বন্ধ হয়, এবং গ্রামে অবিশ্বাস ও অনৈক্য বিরাজ করিতে থাকে। ভূম্যধিকারিদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের অভাব হইলে যে মারাত্মক ফলের উৎপত্তি হয়, ইহা তৎসমুদয়ের চিত্র। এই চিত্র কোনরূপে অতি রঞ্জিত করা হয় নাই।

যে স্থলে রাইয়তকে বহুসরিকের প্রাপ্য খাজানা দিতে হয়, ইহাদের অনৈক্য হইলে রায়তের অনেক কষ্ট সহিতে হয়।

১৩৫। ব্রিটিস শাসনের প্রথমাবস্থায় ইহার প্রতিবিধানের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। ১৮১২ সালের এই ব্যবস্থা হয় যে, যে হেতু কোন২ স্থলে অবিভক্ত সংসৃষ্ট মহালের অধিস্বামিদিগের মধ্যে বিবাদ জন্য সাধারণের অসুবিধা এবং ব্যক্তি বিশেষের অধিকারের ক্ষতি হইতে দেখা যায়, যখন রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারিগণ অথবা সেই মহালের স্বার্থভোগী কোন ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের মধ্যবর্ত্তিতার জন্য উপযুক্ত কারণ দেখাইবেন, তখন জিলার জজ উপযুক্ত জামিন লইয়া কোন কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে সেই মহালের তত্ত্বাবধান অর্থাৎ খাজানা সংগ্রহ, মালগুজারি প্রদান এবং কৃষিকার্য্য ও ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় বিধান জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন (১৮১২ সালের পাঁচ আইন, ২৬ ধারা)। রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী অথবা পূর্ব্বোক্ত কোন ব্যক্তির প্রার্থনামত জিলার জজ এই নিযুক্ত

১৮১২ সালের ইহার প্রতিবিধান।

১৮২৭ সালের পাঁচ আইন:

ব্যক্তিকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিতেন (ঐ, ২৭ ধারা)। ইহার পরবর্ত্তী বিধিতে (১৮২৭ সালের পাঁচ আইন) এই ব্যবস্থা হয় যে, যখন জিলার আদালত কোন ভূসম্পত্তি প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে শাসন এবং তত্ত্বাবধান করা আবশ্যক এবং উচিত বোধ করিবেন, তখন সেই মহাল ক্রোক করিতে এবং বিশ্বস্তভাবে উহার তত্ত্বাবধান জন্য সেই মহালের পরিমাণানুরূপ বিশিষ্ট ও উপযুক্ত জামিন লইয়া এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে কালেক্টরের প্রতি আদেশ দিবেন। ১৮১২ সালের ৫ আইনের যে উল্লেখ ১৮২৭ সালের ৫ আইনে ছিল তাহা ১৮৭৪ সালের ষোল আইন দ্বারা রদ হয়। এক্ষণে জিলার জজ কোন অবিভক্ত পরিবারের অধিকৃত মহালের তত্ত্বাবধারণের উপায় করিতে কালেক্টরকে আদেশ দিতে পারেন না। ১৮১২ সালের ৫ আইনের যে অংশ এখনও প্রচলিত আছে, তাহা কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ এবং তন্নিবন্ধন প্রায় অকার্য্যকর হইয়া রহিয়াছে।

অংশীদারদিগের মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হইলে এক জন তত্ত্বাবধারক নিয়োগের সম্বন্ধে পাণ্ডুলেখ্যের বিধান।

১৩১। বর্ত্তমান আইনের এই অবস্থায় আমাদের মধ্যে অনেকে উক্ত অংশ একবারে তুলিয়া দিয়া তাহার স্থলে কোন ফলোপধায়ক এক প্রস্থ বিধান সন্নিবেশিত করিবার ইচ্ছা করেন। আমরা তদনুসারে এই বিধান করিয়াছি যে, অংশীদারেরা অবিভক্ত ভাবে কোন মহাল, তালুক, বা পেটাও তালুক অধিকার করিলে যদি অবিভক্ত ভাবে তত্ত্বাবধানের সম্বন্ধে অনৈক্য এবং তন্নিবন্ধন (ক) সাধারণের অসুবিধা কিম্বা (খ) ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের ক্ষতি হয়, বা হইবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে জিলার জজ প্রথম (ক) স্থলে কালেক্টরের এবং দ্বিতীয় (খ) স্থলে সেই মহাল, তালুক, অথবা পেটাও তালুকের কোন স্বত্ত্ব সংসৃষ্ট ব্যক্তির আবেদন অনুসারে অংশীদারদিগের উপর নোটিস জারী করিয়া তাহাদিগকে এক জন সাধারণ তত্ত্বাবধারক নিয়োগ না করিবার হেতু দেখাইতে কহিবেন। যদি অংশীদারেরা এক মাসের মধ্যে এক জন সাধারণ তত্ত্বাবধারক নিয়োগ না করিবার হেতু না দেখায়, তাহা হইলে জিলার জজ তাহাদিগকে তত্ত্বাবধারক নিয়োগ করিতে আদেশ দিতে পারিবেন (পাণ্ডুলেখ্যের ৬৫ ধারা)। যদি অংশীদারেরা এই আদেশ প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে জিলার জজ এক জন তত্ত্বাবধারক নিয়োগ করিবেন, অথবা যদি কোর্ট অব্ ওয়ার্ড ভারগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঐ কোর্ট কর্ত্তৃক এই মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের তত্ত্বাবধান হইবার আদেশ দিবেন। জিলার জজের এই অংশীদারদিগকে আইন অনুসারে ক্ষমতাভ্রষ্ট করিবার পূর্ব্বে, আমরা তাহাদিগকে আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগ করিবার সুবিধা দেওয়া পরামর্শ সিদ্ধ বোধ করিয়াছি। কোর্ট অব্ ওয়াড এই তত্ত্বাবধানের ভার লইলে ১৮৭৯ সালের কোর্ট অব্ ওয়ার্ড সংক্রান্ত বঙ্গীয় ৯ আইনের বিধান অনুসারে কার্য্য করিবেন (৬৬ ধারা)। এই তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করা কোর্ট অব্ ওয়াডের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটিতে পারে যে, এই তত্ত্বাবধান কার্য্য অন্যরূপে চলিতে পারে না; এরূপ স্থলে আমাদের অধিকাংশের মতে এই তত্ত্বাবধান প্রণালী অবলম্বন যাহাতে হইতে পারে এপ্রকার বিধান করা আমাদের পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইয়াছে। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের এই বিশেষ ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ এবং তাহার প্রতি পরস্পর অনৈক্য সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মহাল তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা সমর্পণ করা সঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ে ওকিনেলী সাহেব সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। যখন জেলার জজ কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগ করিবেন, তখন তিনি তাহার পারিশ্রমিক এবং তাহার প্রণালী অর্থাৎ তাহা নির্দ্দিষ্ট বেতনরূপে প্রদত্ত হইবে বা আদায়ের শতকরা হিসাবে দেওয়া যাইবে, অবধারণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত জিলার জজকে রীতিমত কার্য্যনির্ব্বাহ নিমিত্ত তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত জামিন গ্রহণ করিতে হইবে। এই কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না হইলে অংশীদারেরা যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিত, ইহার হস্তেও সেই ক্ষমতা সমর্পিত হইবে। তাঁহাকে দস্তুরমত হিসাব রাখিতে হইবে; তিনি অংশীদারদিগকে এই হিসাব পরিদর্শন করিতে এবং ইহার নকল লইতে দিবেন। তিনি কালেক্টরের অথবা এই মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের স্বত্ত্ব সংসৃষ্ট কোন ব্যক্তির আবেদনে পদচ্যুত হইতে পারেন। (৬৭ ধারা।) যদি জিলার জজ এরূপ বিশ্বাস করেন যে, অংশীদারেরা সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তি বিশেষের অধিকারের ক্ষতি না করিয়া মহালের কার্য্য চালাইতে পারিবে, তাহা হইলে যে কোন সময়ে হউক, তাহাদের হস্তে এই তত্ত্বাবধানভার সমর্পণ করিতে পারিবেন।

তত্ত্বাবধারকের ক্ষমতা এবং কর্ত্তব্য।

সমুদায় অংশীদারকেই বাকী খাজানার মোকদ্দমায় পক্ষ থাকিতে হইবেক।

১৩৭। আমরা বিধান করিয়াছি (৬৯ ধারা) যে অংশীদারদিগকে দেয় খাজানা সেই অংশীদারগণের এক রসীদে অথবা তাহাদের কিম্বা ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের রসীদে দিতে হইবে; এবং উক্ত ধারায় ইহাও বিহিত হইয়াছে যে কোন বাকী খাজানার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে কিম্বা উপস্থিত হইলে উক্ত অংশীদারদিগের সকলকেই একত্রে বাদী হইতে হইবে, কিম্বা প্রতিবাদী করিতে হইবে, নতুবা ঐ মোকদ্দমা খরচাসহ ডিসমিস হইবে। ইহাই সাধারণ বিধি; এইস্থলে একেবারে সমুদায় খাজানার জন্যই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে। এই নিয়মের তিনটী ব্যভিচার আছে ১ম। যখন কোন প্রজা এবং এক কিম্বা একাধিক অংশীদার অপর অংশীদার কিম্বা অংশীদারগণের অনুমতি লইয়া পরস্পর এইরূপ সম্মত হয় যে উক্ত এক কিম্বা একাধিক অংশীদারের প্রাপ্য খাজানার অংশ তাহার কিম্বা তাহাদের নিকটই দেওয়া যাইবে, তখন এইরূপ আপনার অংশ এইপ্রকারে দেওয়া যাইতে পারে কিম্বা আদায় হইতে পারে। এইরূপ স্থলে সমুদয় পক্ষই সম্মত হওনায় কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না। ২য়। যখন কোন প্রজা অপর অংশীদার কিম্বা অপর অংশীদারগণের বিনা আপত্তিতে কোন এক কিম্বা একাধিক অংশীদারের দেয় খাজানা সেই এক কিম্বা একাধিক অংশীদারকে দিয়া আসিতেছে, তখন খাজানার এই প্রকার অংশ এইপ্রকারে দিতে পারে এবং আদায় হইতে পারে। এমন স্থলে উপরোক্ত বন্দবস্তে সকল পক্ষের মৌন সম্মতিকেই এগ্রিমেণ্টের তুল্য বিবেচনা করা যাইতে পারে। ৩য়। যদি কোন অংশীদার কোন প্রজার অপরাপর অংশীদারের সহিত যোগ থাকা বশতঃ উক্ত প্রজার নিকট তাহার নিজ অংশের প্রাপ্য খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হয়, তবে উক্ত অংশীদার উপরোক্ত প্রজার নামে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে এবং এইপ্রকার মোকদ্দমায় অপর অংশীদারগণকে প্রতিবাদী করিতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচারত্রয় আমরা মীমাংসিত মোকদ্দমা হইতে গ্রহণ করিয়াছি, এবং আমরা বিবেচনা করি উপরোক্ত নিয়মের ঐ সকল ব্যভিচারই উপযুক্ত ব্যভিচার, এবং নিষ্পত্তি দ্বারা এই প্রকারে যে আইন সংস্থাপিত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত নহে। আমরা নভীর দৃষ্টে বিধান করিয়াছি যে কোন অংশীদার অন্যান্য অংশীদারগণের একযোগে ভিন্ন অথবা কার্য্যাধ্যক্ষের দ্বারা ভিন্ন (১) কোন স্বত্ত্ব সরাসরীমতে নিলাম করাইতে পারিবে না (২) সকল অংশীদারের এজমালী

এই নিয়মের তিনটী ব্যভিচার আছে।

এক অংশীদার কোন স্বত্ত্ব সরাসরী মতে নীলাম কিম্বা জরিপ অথবা জমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

প্রজার ভোগদখলী জমি জরিপ করিতে পারিবে না, (৩) এরূপ প্রজার খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। এই সকল বিধান খাজানা আমানত সম্বন্ধীয় আইনের সংশোধিত আইনের সহযোগে মহাধিকারী ভূম্যধিকারিগণের উৎপাত হইতে প্রজাগণকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবে এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণের বিবিধ প্রকার স্বত্ব –

ভূম্যধিকারিগন অসৎকর লইতে এবং প্রজাদিগের হাজিরা বাধ্য করিতে পারিবে না।

ভূম্যধিকারী প্রজাকে জমিতে দখল দিতে ও সেই জমি দখলে রাখিতে পারে এই রূপ করিতে বাধ্য।

স্বত্বকাল হইতে অধিকতর সময়ের পাট্টা অথবা যে স্থানে স্বত্ব নাই তাহার পাট্টা।

১৩৮। আমরা একাদশ অধ্যায়ে ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাগণের বিবিধ প্রকার স্বত্ব সংগ্রহ করিয়াছি। এই সকল স্বত্বের কতকগুলি যে সকল রেগুলেসন্ অদ্যাপিও রদ হয় নাই, তাহা হইতে, এবং আর কতকগুলি নজীর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; অপর গুলি স্পষ্টাক্ষরে অবধারিত না হইলেও আদালতের নিষ্পত্তিদ্বারা প্রকারান্তরে অবধারিত হইয়াছে। জমীদারদিগের আব্ওয়াব অথবা অবথাকর লওয়া অথবা প্রজাগণের হাজিরা বাধ্য করা অথবা বেআইনী মতে খাজানা আদায় করার বিরুদ্ধে যে স্পষ্ট প্রতিষেধ ছিল, আমরা তাহা রাখিয়াছি (৭২ ধারা)। আমরা বিধান করিয়াছি যে কোন ভূম্যধিকারী জমি নূতন বিলি করিলে প্রজাকে সেই জমির দখল দিতে বাধ্য, এবং যে তালুক, পেটাওতালুক, যোত, অথবা ভূমির জন্য প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই তালুক, পেটাওতালুক, যোত, অথবা ভূমি প্রজা নিরুদ্বেগে ভোগদখল করিতে পারে তজ্জন্যও প্রত্যেক জমিদার বাধ্য। কিন্তু এই বাধ্যতা তাহার নিজের, কিম্বা তাহার অধীনস্থ কিম্বা উপরিস্থ কোন দাওয়াদারকর্তৃক ব্যাঘাত বা বিবাদ সম্পর্কেই কেবল খাটিবে, কোন তৃতীয় পক্ষকর্তৃক ব্যাঘাত বা বিবাদ সম্পর্কে খাটিবে না (৭৩ ধারা)। আমরা বিধান করিয়াছি যে কেহ তাহার নিজ স্বত্ব-কাল হইতে অধিকতর কালের জন্য কাহাকেও পাট্টা দিলে উক্ত পাট্টা অসিদ্ধ হইবে; এবং এই রূপ নিজ স্বত্ব-কাল হইতে অধিকতর কালের জন্য কেহ পাট্টা দিলে তাহার নিজ স্বত্ব কাল পর্য্যন্তই এই পাট্টা সিদ্ধ থাকিবে, এবং কেবল অতিরিক্ত কালের জন্য অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহাও বিহিত আছে যে যদি ঐ পাট্টাদাতা পরে ঐ অতিরিক্ত কালের জন্য স্বত্ববান্ হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে ঐ পাট্টা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা সুবিজ্ঞ চীফ্ জষ্টীস্ মহোদয়ের পরামর্শ অনুসারে ইহাও বিধান করিয়াছি যে যদি কোন ব্যক্তি যে ভূমিতে তাহার কোন প্রকার স্বত্ব নাই, কাহাকে সেই ভূমির পাট্টা দেয় এবং পাট্টা গ্রহীতা ঐ পাট্টার অনুবলে ঐ ভূমি দখল করে, এবং যদি এই পাট্টাদাতা পরে ঐ ভূমিতে স্বত্ববান্ হয়, তবে ঐ পাট্টা এই প্রকার ভবিষ্যৎলব্ধ স্বত্ব সম্পর্কে দাতা ও গ্রহীতা এবং উভয়পক্ষ হইতে স্বত্বলব্ধ অপরাপর ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ থাকিবে (৭৪ ধারা) এই বিধান কোন কোন সুসভ্য দেশের আইন অনুমোদিত এবং সুবিচার, ন্যায়, এবং বিবেক সঙ্গত।

ভূম্যধিকারীর জরীপ করিবার ও মাপ করিবার অধিকার।

১৩৯। প্রচলিত আইনে যে বিধান আছে, যে প্রজার সহিত স্পষ্ট কোন নিয়মদ্বারা প্রতিষিদ্ধ না থাকিলে ভূম্যধিকারী যে সকল মহাল, তালুক, পেটাও তালুক, এবং যোতের খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার সাধারণ জরাপ ও মাপ করিবার অধিকার তাঁহার আছে ইহার আমরা পুনঃ বিধান করিয়াছি; আমরা আরও বিধান করিয়াছি যে উক্ত ভূম্যধিকারীর পূর্ব্বোক্ত প্রকার জরীপ ও মাপ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিবার অধিকার আছে (৭৫)। এই প্রকার অধিকার দেওয়ায় ইহা বলা যাইতে পারে, যে অন্যান্য আইন অনুযায়ী অধিকারের ন্যায় এই অধিকারও দেওয়ানী আদালতের সহায়তায় কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। সচরাচর স্থলে এই অধিকারে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়ের জন্য পাণ্ডুলিপিতে আমরা কোন বিশেষ বিধান করি নাই, কিন্তু ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে আমরা ঐ সকল স্থলের জন্য বিশেষ বিধান করিয়াছি যে যে স্থলে কোন ভূম্যধিকারী তাহার মহাল, তালুক এবং পেটাও তালুকের মধ্যস্থিত ভূমিতে দখলিকার ব্যক্তিগণকে নির্ণয় করিতে অথবা প্রত্যেক রায়তের ভোগাধীনে যে ভিন্ন ভিন্ন জমি আছে, তাহা অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে।

সমস্ত মাপ গবর্ণমেণ্ট নিদ্ধারিত পরিমাণ দ্বারা হইবে—

আবশ্যক বোধ হইলে উক্ত পরিমাণ স্থানীয় পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

১৪০। যাহাদ্বারা ভূমির মাপ হইয়া থাকে, সেই স্থানীয় প্রচলিত নলের দৈর্ঘ্য, সম্বন্ধে নানা প্রকার বিবাদ ও মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে এক জন ভূম্যধিকারী তাহার নিজের ইচ্ছানুরূপ একটী নলদ্বারা তাহার ভূমি মাপিয়া থাকে, তাহার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিলে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু উপরি উক্ত মাপ কার্য্যে যে সমস্ত প্রজা রায়তগণের সম্বন্ধ আছে, তাহারা বলে যে পরগণার প্রচলিত নল যে উক্ত নল হইতে স্বতন্ত্র কেবল তাহা নহে, কিন্তু মাপ করিবার সময় জমিদার যে নলকে প্রচলিত নল বলিয়া বলেন, তাহার পরিবর্ত্তে কখন ২ তৃতীয় এক নলদ্বারা মাপকার্য্য হইয়া থাকে। যতদূর সম্ভবপর হয়, এই সমস্ত দোষ পরিহার করিবার উদ্দেশে আমরা এই বিধান করিয়াছি যে দেওয়ানী আদালত অথবা কালেকটরের আজ্ঞানুসারে যে সকল মাপ হইয়া থাকে তাহা ১৪৪০০ বর্গফুটে যে এক বিঘা হয়, সেই গবর্ণমেণ্ট নিদ্ধারিত পরিমাণ অনুসারে হইবেক। যদি এই রূপ দেখা যায় যে কোন মোকদ্দমার উভয় পক্ষের স্বত্ব সেই পরগণায় এক নির্দ্দিষ্ট নল প্রচলিত থাকায় সেই ভিন্ন প্রকার স্থানীয় পরিমাণদ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমার উদ্দেশ্য সাধন জন্য উক্ত গবর্ণমেণ্ট নিদ্ধারিত পরিমাণ স্থানীয় পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করা যাইবে। যদি কোন্ স্থলে কি রূপ নল প্রচলিত এই সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে কালেক্টর যে মোকদ্দমা তাঁহার নিজ সমক্ষে উপস্থিত হয়, অথবা যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হওয়ায় ঐ আদালত উক্ত বিষয় অবগত হইবার জন্য তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, উক্ত নলের উপযুক্ত দৈর্ঘ্য নিদ্ধারণ করিবেন। আমরা নজীর অনুযায়ী প্রচলিত আইন অনুসারে এই বিধান করিয়াছি যে কালেক্টরের হুকুমের পরে ডিষ্টিক্ট জজের নিকট আপীল হইতে পারিবেক; কিন্তু যদি উক্ত প্রকার কোন আপীল উপস্থিত না করা হয়, তবে কালেক্টরের হুকুমই চূড়ান্ত হুকুম বলিয়া গণ্য হইবে (৭৬ ধারা)।

রায়ত তাহার ভূমি কৃষিকার্য্যের অনুপযুক্ত করিতে পারিবে না, কিন্তু উৎকর্ষকর কার্য্য করিতে পারিবেক।

১৪১। আমরা সাধারণ কথায় এই বিধান করিয়াছি (৭৭ ধারা) যে কোন রায়ত যে ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারীর অনুমতি ব্যতীত তাহার অবস্থার এমন কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, যাহাতে উক্ত ভূমিকে কৃষিকার্য্য অথবা বাগানের জন্য অনুপযুক্ত করে; কিন্তু কোন রায়ত তাহার ভূম্যধিকারীর অনুমতি ব্যতীত নিম্ন লিখিত উৎকর্ষকর কার্য্য করিতে পারিবেক:———

(ক) কৃষিব্যবসায়ী রায়ত এবং তাহার পরিবারের বাসের উপযোগী বসৎগৃহ ও বাহিরের গৃহ নির্ম্মাণ;

(খ) কৃষিকার্য্যের জন্য পুষ্করিণী, কুপ এবং জলসঞ্চয়, জলাগম ও জল বিতরণের উপযোগী অন্যান্য জলাধার নির্ম্মাণ;

(গ) ভূমির জল নিঃসরণের জন্য অথবা তাহা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য অথবা জলদ্বারা ক্ষয় অথবা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপায় অবলম্বন।

(ঘ) কৃষিকার্য্যের জন্য অনুর্ব্বর ভূমিকে উর্ব্বরাবস্থায় আনয়ন, পরিষ্কার বা বেষ্টন করণ;

(ঙ) উপরে উল্লিখিত কার্য্য নিচয়ের সংস্কার অথবা পুনর্ব্বার গঠন, অথবা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বা কোন প্রকার নূতন বিষয় যোগ;

(চ) ফলকর বৃক্ষ রোপণ।

রায়ত তাহার স্বরোপিত অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রায়ত কর্ত্তৃক রোপিত বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিতে পারিবেক।

আমরা বিবেচনা করি যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি দ্বারা উৎকৃষ্ট চাষ ও কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উৎকর্ষসাধন হইয়া থাকে, বলিয়া ঐ সকল কার্য্য করিতে অনুমতি দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে অধিকাংশের মতে এই বিষয়টী বঙ্গদেশের অনেক স্থলের প্রথানুগত বলিয়া বোধ হওয়ায় আমরা আরও বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত তাহার নিজ যোতের স্বরোপিত বৃক্ষাদি কর্ত্তন ও ভোগ করিতে পারিবেক অথবা যে পূর্ব্ববর্ত্তী রায়তহইতে সে ঘরাও বা প্রকাশ্য বিক্রয়ে ক্রয় করিয়াছে বা দানপত্র, উইল অথবা উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃক রোপিত বৃক্ষাদিও কর্ত্তন ও তাহা ভোগ করিতে পারিবেক (৭৭ ধারা)।

ভূম্যধিকারীর স্বত্ব হস্তান্তর করা হইলে যাঁহার নিকট হস্তান্তর করা হয়, তিনি প্রজাকে হস্তান্তরের বিজ্ঞাপন (নোটিস) দিতে বাধ্য।

১৪২। আমরা বিধান করিয়াছি যে যখন কোন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব হস্তান্তর করা হয়, তখন যাহার নিকট হস্তান্তর করা হয়, তিনি প্রজাকে উক্ত হস্তান্তর সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন (নোটিস) না দিলে উক্ত হস্তান্তরের পর যে খাজানা প্রাপ্য হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি হস্তান্তর করিয়াছে, তাহার নিকট উক্ত প্রজা ঐ খাজানা দিয়া থাকিলে, উক্ত প্রজা ঐ খাজানার জন্য নূতন ভূম্যধিকারীর নিকট দায়ী নহে (৭৮ ধারা)। এই সরল বিষয়টির সম্বন্ধে কোন নিয়ম না থাকায় কতক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা কতক সংখ্যক স্থল নির্দ্দেশ করিয়াছি (৭৯ ধারা) যে যে স্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহার কতিপয়স্থল বর্ত্তমান আইনে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা রায়তে যখন পরিত্যাগ করিয়া যায়—এবং কোনং স্থলে ভূম্যধিকারী যখন উচ্ছেদ করেন। কোন কোনটি নূতন এবং নজীরহইতে গৃহীত হইয়াছে, এবং যে স্থানে উচিত বোধ হইয়াছে নিয়মটী সম্পূর্ণ করিবার বাসনায় বিচার নিষ্পন্ন ফলে আবশ্যক কথা সংযোগ করিয়াছি। আমরা শেষোক্ত বিষয়ের সর্ব্ব প্রধান স্থলের উল্লেখ করিতে পারি। আমরা বিধান করিয়াছি যে হস্তান্তর করিবার অযোগ্য যোত সম্পর্কে ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ পরিত্যাগ দ্বারা শেষ হইয়া থাকে, যখন প্রজা ভূমি চাষ করিতে অথবা উক্ত ভূমির খাজানা আদায় করিতে বিরত থাকিয়া এক বৎসর কাল যাবৎ উহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অনুপস্থিত থাকে এবং ভূম্যধিকারী (৭৯ ধারা, ৩ প্রকরণ) প্রজাসম্বন্ধ শেষ হইয়াছে বলিয়া গণ্য। হস্তান্তর যোগ্য যোত সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীকে যোত নীলামের উদ্যোগ করিতে হইবেক, এবং যদি প্রজাকে পাওয়া না যায় তবে উক্ত যোতের মধ্যস্থিত কোন প্রকাশ্য স্থানে সমনের নকল লাগাইয়া দিতে হইবেক। (১৭৪ ধারা)।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ শেষ হয়।

পরিত্যাগ—

প্রজা কর্ত্তৃক ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার।

১৪৩। আমরা বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়াছি যে, যে প্রজা ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে তাহার স্বত্ব জব্দ করিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে কি না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ জব্দের বিরোধী; কিন্তু আমরা এক বাক্যে স্বীকার করি যে যখন কোন মোকদ্দমায়, যাহাতে ভূম্যধিকারী একপক্ষ থাকে, কোন প্রজা ঐ ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে এবং তাহার নিজের বা অপরের পক্ষে উক্ত ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে লিখিত বা লিখিয়া লওয়া দলীল দ্বারা কোন স্বত্ব উত্থাপন করে, তখন ঐ ভূম্যধিকারীর উক্ত প্রজার নিকট হইতে জমি জব্দ করার এক্তার থাকিবে, যদি উপযুক্ত সময় মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী ঐ প্রকার করিতে ইচ্ছা করে —এবং আমরা তদনুসারে বিধান করিয়াছি যে ৬ মাস মধ্যে ভূম্যধিকারী এইরূপ করিতে পারিবে। এই নিয়ম প্রয়োগে কোন অত্যাচার না হয় এজন্য আমরা আরও বিধান করিয়াছি যে যখন কোন প্রজা কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন স্থানের দখল পাইয়া অস্বীকার কালে সেই ব্যক্তির স্বত্ব কাল অতীত হইয়াছে অথবা কোন প্রকারে স্বত্ব লোপ বা ধ্বংস হইয়াছে এইরূপ দর্শাইতে সমর্থ হয়, অথবা সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক না হইয়া অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক উক্তরূপ দখল পাইলেও যদি দেখাইতে পারে যে উক্ত ব্যক্তির স্বত্ব সে বাস্তবিক ভুলক্রমে অথবা বুঝিবার ত্রুটিতে স্বীকার করিয়াছে। আমরা সকলে এবিষয়ে এক মত হইয়াছি যে, বিশেষতঃ এই দেশে, সামান্যতঃ কোন কথার জন্য অথবা কোন প্রজা তাহার নিজ স্বত্ব অপেক্ষা অধিকতর স্বত্ব দাবী করার জন্য তাহার সম্পত্তি জব্দ হওয়া উচিত নহে।

রাজস্ব অথবা কর বাকী থাকাবশতঃ নিলাম হইলে তালুক অথবা নিম্নস্থ স্বত্ব ক্রেতার ইচ্ছানুসারে রহিত হইবার বিষয়।

১৪৪। সময়২ বাকী খাজানার নীলাম সম্বন্ধে যে সকল আইন প্রচলিত আছে যদিও সে সকল আইনের ভাষা একপ্রকার না হউক তথাচ সেই সকল আইনেরই মর্ম্ম এই যে বাকী খাজানার জন্য কোন মহাল নীলাম হইলে তদন্তর্গত তালুক অথবা অপরবিধ নিম্নস্থ স্বত্ব উক্ত নীলামের তারিখহইতে রহিত বা অসিদ্ধ হইবে। প্রিবিকৌন্সিলের একটী বিখ্যাত নিষ্পত্তি দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে উক্ত বিধানের অর্থ এই নহে যে নীলাম হইলেই তালুক অথবা নিম্নস্থ স্বত্ব রহিত হইয়া যাইবে কিন্তু ক্রেতার ইচ্ছানুসারে উক্ত তালুকাদি রহিত যোগ্য। বাকী খাজানার দায়ে তালুক নীলাম সম্বন্ধে যে সকল নূতন আইন হইয়াছে তাহার ভাষাকেও সেই অর্থ করা হইয়াছে। ইহা সচরাচরই স্বীকার করা হইয়াছে যে ক্রেতার নীলামের পর উপযুক্ত সময় মধ্যে তাহার ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হইলে এক বৎসর মধ্যে করিতে এবং যখন দীর্ঘকাল যাবৎ ক্রেতা কোন উপায় অবলম্বন করে নাই, তখন তাহার ব্যবহার দ্বারা মৌনং সম্মতি লক্ষণং অনুমান করা হইবে। যাহা হউক আমরা বিবেচনা করি যে উহার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক যে সময় মধ্যে নীলামের পূর্ব্বে যে তালুকাদিতে নিম্নস্থ স্বত্ব ছিল তাহা রহিত করিবার জন্য ক্রেতার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হইবেই হইবে। আমরা বিশ্বাস করি যে এরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিলে মোকদ্দমা বাহুল্য কতক পরিমাণে কমিয়া যাইবে; এবং তদনুসারে আমরা বিধান করিয়াছি যে বাকী খাজানা অথবা রাজস্বের জন্য নীলাম হইলে যদি ক্রেতা নিম্নস্থ স্বত্ব রহিত করিতে অথবা শেষ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ক্রেতা এইরূপ স্বত্ব আছে এইরূপ অবগত হইবার এক বৎসর কাল মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ রহিত কিম্বা শেষ করিবে। (৭৯ ধারা ৯ প্রকরণ।)

অবগত হওয়ার পর এক বৎসর মধ্যে রাখা বা রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হইবেক।

১৪৫। আমরা ব্যাখ্যাচ্ছলে বিধান করিয়াছি (৭৯ ধারা) যে যখন কোন সম্পত্তি সম্পর্কে ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ কেবল দুই ব্যক্তির মধ্যে অবস্থিত থাকে তখন কেবল কর আদায় না করাতেই এই সম্বন্ধ শেষ হইবে না। এই বিষয়টী আদালতের নিষ্পত্তিহইতে যে বিধান প্রচলিত আছে তদনুসারে স্থির করা হইল। স্বেচ্ছাচার বশতঃ যে উচ্ছেদ করা হয় তাহা রহিত করিবার জন্য আমরা বিধান করিয়াছি যে কোন রায়তই আদালতের হুকুম বা ডিক্রীজারী ভিন্ন উচ্ছেদ হইবে না (৭৯ ধারা ৫ প্রকরণ)। উক্ত কারণ ভিন্ন অপর কোন হেতুতে কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিলে সেই রায়ত ১৮৭৭ সালের বিশেষ উপকারবিষয়ক আইনের ৯ধারা অনুসারে প্রতীকার লাভ করিতে পারিবে এবং এই সকল বিধান অনুসারে আপন স্বত্বে পুনরায় দখল পাইতে পারিবে। আমরা বিধান করিয়াছি যে এক বৎসরের উচ্ছেদ জন্য খাজানা আদায় না করিলে উচ্ছেদের উৎখাতের যে অধিকার জন্মে, তাহা পরবর্ত্তী সনের খাজানা প্রাপ্তিদ্বারা রহিত হইয়াছে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। প্রচলিত আইনে জমীতে ফসল থাকা সত্ত্বে প্রজা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে ফসলের অধিকার সম্বন্ধে কোন বিধান নাই; এবং ক্ষেত্রে শস্য থাকা অবস্থায় যদি কোন রায়ত উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় তখন স্বভাবতঃই এই ফল দাঁড়ায় যে এই ফসলের অধিকার লইয়া অনেক বিবাদ ও মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা বিধান করিয়াছি যে যখন কোন রায়ত ডিক্রীজারীদ্বারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়—এবং এই মাত্র দেখাইয়াছি ইহাই রায়ত উচ্ছেদ করিবার একমাত্র উপায়—এবং উচ্ছেদ সময়ে ক্ষেত্রে জন্মিতেছে এমন কোন শস্য থাকে অথবা ক্ষেত্রজাত অন্য কোন বস্তু সংগৃহীত থাকে যাহা উচ্ছেদ না হইলে রায়তেরই কাটিতে কিম্বা সঞ্চয় করিতে অধিকার থাকিত, তখন এই রূপ রায়ত উক্ত রূপে উচ্ছেদ হইলে এই প্রকার শস্য কিম্বা ক্ষেত্রজাত বস্তু কাটিতে কিম্বা সঞ্চয় করিতে স্বত্ববান্ হইবে, এবং তাহা রক্ষা করিতে, কাটিতে, সঞ্চয় করিতে এবং স্থানান্তরিত করিবার জন্য সেই জমী ব্যবহার করিতে পারিবে; এবং এই রূপ করিতে হইলে তাহাকে এই অভিপ্রায়ে ঐ জমী ব্যবহার এবং দখলের যুক্তিযুক্ত কতক অর্থ দিতে হইবেক (৮০)। আমরা ইহাও যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী ইচ্ছা করিলে যদি ডিক্রীজারীর সময়ে উক্ত ভূম্যধিকারী এই রূপ ইচ্ছার বিজ্ঞাপন দেয় উপযুক্ত মূল্যে উক্ত প্রকারের শস্য কিম্বা ক্ষেত্রজাত বস্তু নিজে কিনিতে পারিবে। যদি প্রজা ও ভূম্যধিকারী ফসলের কিম্বা ক্ষেত্রজাত বস্তুর মুল্যসম্বন্ধে এক মত না হয়, আদালত তাহাদের এক পক্ষের প্রার্থনা মতে মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে পারেন, এবং যে হুকুমে এই রূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিবেন, সেই হুকুম ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ হইবে।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ কোন কর না দিলেই শেষ হয় না।

আদালতের হুকুম ভিন্ন কোন প্রকরণ হইতে পারিবে না।

উচ্ছেদ প্রাপ্ত রায়তের উৎপন্ন দ্রব্যে স্বত্ববান এবং উক্ত শস্য স্থানান্তরিত করিবার জন্য ভূমি প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হইবার কথা।

কিন্তু ভূম্যধিকারী মূল্য দিয়া লইতে পারে

১৪৬। বেহার প্রদেশের জন্য ব্যবস্থাসম্পর্কীয় কি কি বিশেষ পরিবর্ত্তন আবশ্যক তদ্বিষয়ে মত স্থির করিবার কালে বেহার প্রদেশীয় রাজস্ব আইন বিবেচনা করিবার জন্য যে কমিটী (১) নিযুক্ত হইয়াছিল সেই কমিটীর রিপোর্ট এবং ঐ তৎসহ কমিটীর কার্য্যপ্রণালীর বিবরণ আমরা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়াছি। বেহার বঙ্গদেশ হইতে দুইটী গুরুতর বিষয়ে বিভিন্ন। প্রথম বিভিন্নতা এই যে বঙ্গদেশে সাধারণতঃ খাজানা টাকারই দেওয়া হয়, এই খাজানার টাকার সহিত মোট উৎপন্ন শস্য অথবা খরচ বাদ শস্যের সহিত কোন স্পষ্ট সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু বেহার প্রদেশের অনেক জিলায়ই খাজানা প্রকৃত প্রস্তাবে উৎপন্ন শস্যদ্বারাই দেওয়া হয়, অথবা মোট উৎপন্ন শস্যের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশের মুল্যদ্বারা দেওয়া হয়। ( ) বেহার প্রদেশীয় নিয়মের

১২ শ অধ্যায়; বেহারের জন্য বিশেষ বিধান। বেহার কমিটীর রিপোর্ট বিচার।

(১) বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর উক্ত কমিটী নিয়োগ বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের ২১২২ নং চিঠী এবং পাটনার কমিশ্যনরের ঐ কমিটীর রিপোর্ট প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ৮ই মার্চ্চের ২১৪R নং চিঠি দেখ।

(২) আগোর বাটাই রীত্যনুসারে শস্য প্রকৃত প্রস্তাবে বিভক্ত করিয়া ভূম্যধিকারীর অংশ তাহাকে দেওয়া হয়। ধনবন্দী রীত্যনুসারে রায়ত উৎপন্ন দ্রব্যের কতকাংশের বাজারমূল্য ভূম্যধিকারীকে দিয়া থাকে; ফসল উঠিলে শস্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়, এবং এই নির্দ্ধারিত মূল্যানুসারে টাকার কর দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু জানিতে হইলে পাটনার কমিশ্যনরের রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরীর নিকট ১৮৫৮ সনের ২১ আগষ্ট তারিখের ১১৩০ নং চিঠী দেখ; ঐ চিঠীর নিম্নলিখিত পারাগ্রাফ সকল প্রয়োজনীয়:-----

৪। "আমি যে দ্বিতীয় সংশোধন প্রস্তাব করি তাহা এই সকলস্থলে প্রয়োজন। চাষ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই যে উৎপন্ন শস্যে তাহাদের উভয়ের স্বত্ব থাকিবে, তৎসম্বন্ধে কিরূপ করা যাইবে তাহা ভূম্যধিকারীর সহিত স্থির করিয়া লওয়া রায়তের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এক রীতি (আগোর বাটা) অনুসারে যখন শস্য পাকিয়া উঠে তখন উক্ত শস্যের জন্য ভূম্যধিকারী এক জন প্রহরী রাখে, এবং কাটনের উপযুক্ত হইলে নিজে কাটিয়া লইয়া যায়। ঐ প্রকার জমাস্থলে কখন কখন এইরূপও দেখা যায় যে রায়ত ভূম্যধিকারীর কেবল কর্ম্মচারীর শস্য কাটে ও মাড়ে, এবং ঐ মাড়ার স্থানেই শস্য বিভাগ করিয়া দেয়; এইরূপ স্থলে ভূম্যধিকারী কেবল শস্য পাইবেন না খড়ও পাইবেন এবং ইহা কি রায়তের নিজ গ্রামের মাড়ার জায়গায়ই তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক অথবা জমীদারের সুবিধা হয় এমন কোন স্থানে দেওয়া যাইবেক উভয়ে তাহা স্থির হইয়া থাকে।"

৫। "সাহাবাদ এবং বেহার জিলায় অন্যান্য জিলা অপেক্ষা ভাওলী এবং ধনবন্দী জমী অধিক থাকায় বিবাদের সম্ভাবনা অধিক হইয়াছে। ১৮৪৯ সনে এবং ১৮৫১ সনে ডিরেক্টর সভার এক পত্রের মর্ম্মানুসারে এই সকল জমী উপলক্ষে অনেক চিঠী পত্র চলিয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল সভ্যগণ তদানীন্তন তর্ক বিতর্ক অবগত নাই তাঁহারা উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয় সকল অবগত হইতে পারেন এই অভিপ্রায়ে আমি সেই সময়ে যে সমস্ত চিঠী পত্রাদি লিখিত হইয়াছিল তাহারমধ্যে তিন খানি এই সঙ্গে পাঠাইতেছি।* এই সমস্ত পত্র পাঠে দৃষ্ট হইবে যে ধনবন্দী পাট্টায় ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে যে চুক্তিপত্র হয় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থির করা কতদূর আবশ্যক। এই অভিপ্রায়ে আমি প্রস্তাব করি যে দ্বিতীয় ধারার যে সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছি তৎসহযোগে নিম্নলিখিত বিধান, একটী নূতন ধারা রূপেই হউক, অথবা দ্বিতীয় ধারার আনুষঙ্গিকরূপেই হউক বিহিত করা কর্ত্তব্য।"---"যদি কোন ভাওলী কিম্বা ধনবন্দী কিম্বা তৎসদৃশ অন্য কোন জমী যাহার খাজানা স্বরূপে রায়ত ভূম্যধিকারীকে উৎপন্ন শস্যের কতক অংশের বাজার মূল্য দিতে সম্মত হয়, তবে উক্ত জমীর পাট্টা মধ্যে বাজার মাস এবং যে তারিখে খাজানা দেওয়া হইবে তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; বাজার মূল্যের সেই মাসের গড় হার দ্বারা উক্তরূপ চুক্তি নির্ণয় হইবে।"

* ১৭৯৫ সনের ২য় আইনে দেখা আবশ্যক. যেহেতুক ইহাতে উক্ত বিষয় সম্পর্কে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়।

৭। "যাঁহারা এই প্রদেশের বিষয়ে বিশেষরূপ অভিজ্ঞাত নহেন তাঁহারা এই রূপ বিবেচনা করেন যে ভাওলী রীতিতে যে শস্যদ্বারা কিম্বা টাকা ও শস্যযোগে যে খাজানা আদায় করার প্রথা আছে তাহার উৎসাহ দেওয়া এবং ব্যবস্থাদ্বারা অনুমোদিত করা উচিত নহে

বেহার ও বঙ্গদেশে যে যে বিভিন্নতা।

একটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং বিশেষ ফল এই যে ভূম্যধিকারীরা শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সম্পূর্ণ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং শস্যের মূল্য বা দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমাবৃদ্ধি হওয়া বেহার দেশীয় রায়তের অজ্ঞাত। দ্বিতীয় বিভিন্নতা এই যে বঙ্গদেশে রায়ত সকল এবং ভূম্যধিকারী দুর্ব্বল, বেহারে ইহার বিপরীত, রায়ত (কোন কোন স্থান ভিন্ন) নিতান্ত শোচনীয় অবস্থাপন্ন এবং আইন প্রদত্ত স্বত্ব রক্ষার্থে ভূম্যধিকারীর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে অশক্ত। এই দুইটী বিভিন্নতায় কতকটা কার্য্য কারণ ভাব থাকা, সম্ভবপর বেহার প্রদেশীয় নিয়ম প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপখণ্ডের ম্যাটেয়ার রীতির সমতুল্য। কিন্তু এই শেষোক্ত রীতির অধীন প্রজারা যে সকল সুবিধা ভোগ করে বেহার প্রদেশীয় নিয়মে তাহার অস্পষ্ট আছে, কিন্তু অসুবিধা গুলিই সমুদয়ই আছে। ইউরোপীয় ম্যাটেয়ার সচরাচর নিরুদ্বেগে তাহার জমী ভোগদখল করে, এবং সে জমীতে নিজের ব্যয়ে অথবা শ্রমে যে উৎকর্ষ সাধন করে তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধেক ফলভোগীও হয়। তাহার ভূম্যধিকারী কোন কোন স্থানে চাষ উপযোগী পশুর অর্দ্ধাংশ সাহায্য করিয়া থাকে এবং অন্যান্য স্থানে অর্দ্ধেক শস্যবীজ দিয়া থাকে। অনেক স্থানে এক খানি গৃহ তাহার জন্য রাখা হয়। এই প্রকারে ম্যাটেয়ার, যে শস্যে সে এবং তাহার ভূম্যধিকারী অংশীদার সেই শস্য উৎপাদন করিবার জন্য সে ভূম্যধিকারীর অনেক সাহায্য পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বেহার প্রদেশীয় রায়ত কেবল জমী ভিন্ন আর কিছুই পায় না। তাহার দখল সুরক্ষিত নহে এবং জমির উৎকর্ষসাধন জন্য তাহার কোন প্রকার উত্তেজক কারণ নাই, বরং শস্য স্বরূপে খাজানা আদায় কালে যে সকল অত্যাচার তাহাকে সহ্য করিতে হয়, তদ্দ্বারা যে শস্য উৎপাদন জন্য সমস্ত ব্যয় তাহাকে কুলান করিতে হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধাংশও তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। (১) ভূম্যধিকারীদিগের প্রজাদিগকে রক্ষা ও তাহাদের অবস্থা উন্নত করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা না করিয়া যে ঠীকাদারী কিম্বা ইজারাদারী রীতি অনুসারে তাহারা প্রজাদিগকে উৎপীড়িত হইবার জন্য ইজারাদারের হস্তে সমর্পণ করে, সেই ইজারাদারী রীতিই বেহার প্রদেশীয় কৃষক শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বনাশ উৎপাদন করে।

বেহার প্রদেশীয় রীতি ম্যাটেয়ার রীতির মন্দাংশ।

বেহার প্রদেশীয় কৃষক শ্রেণীর দরিদ্রাবস্থা।

বেহার কমিটীর অনুরোধ।

ভূম্যধিকারীর গবর্ণমেণ্ট আপিসে বিবরণ দাখিল করিবার প্রস্তাব।

১৪৭। বেহার কমিটীর অনুরোধ ক্রমান্বয়ে বিবেচনা করাই সুবিধা। প্রথমতঃ তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে ভূম্যধিকারীগণ প্রত্যেক বৎসর কালেক্টর অথবা অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর আফিসে এই কয়েকটী বিষয়ের বিবরণ দিতে বাধ্য থাকিবে। (১) প্রত্যেক রাইয়তের ক্রমিক নম্বর; (২) প্রত্যেক রাইয়তের নাম; (৩) প্রত্যেক রাইয়তের দখলী জমির পরিমাণ এবং ঐ জমির যে অংশের জন্য সে টাকায় কিম্বা উৎপন্ন বস্তুদ্বারা খাজানা আদায় করে, তাহার পরিমাণ; এবং (৪) প্রত্যেক রায়তের নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বার্ষিক দাবীর বিশেষ বিবরণ এবং মোট দাবী। তাঁহারা বলেন ;—

"আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে রাইয়তগণের এই রূপ বিবরণের নকল প্রাপ্তিই তাহাদের দখলী জমির পরিমাণ খাজানার দাবী, এবং তাহাদের প্রতি ভূম্যধিকারীর বার্ষিক দাবীর সংশিত পত্র স্বরূপ হইবে। আমাদের মধ্যে অবশিষ্টাংশের মত এই যে কার্য্যকালে রাইয়ত এই রূপ প্রথা প্রত্যাখ্যান করিবে।"

তাঁহারা আরও প্রস্তাব করেন যে।—

"এই বিবরণ দাখিল করা বলবৎ করিতে হইলে এই রূপ নিয়ম করা হইবে যে যদি কোন বাদী খাজানার মোকদ্দমার আরজীর সহিত তাহার বার্ষিক হিসাবের আমানতী রসীদ দাখিল না করে, অথবা তৌজী সেরেস্তায় এই রূপ বিবরণ দাখিল করা হইয়াছে—এ সম্বন্ধে আদালতের সন্তোষজনক প্রমাণ দর্শাইতে না পারে, তবে সেই খাজানার মোকদ্দমা ডিস্মিস হইবে।

তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রম। এই প্রদেশের অধিকাংশ জমীর উর্ব্বরতা সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টির পরে নির্ভর করে। ভালবৎসরে জমী উত্তম ফসল প্রদান করে, মন্দ বৎসর প্রায় কিছুই শস্য জন্মে না; এবং মন্দ ও মাঝারি বৎসরের সংখ্যা উত্তমের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। রায়তের মূলধন ও নিজকে নিজে চালাইতে পারে এমন সম্বল না থাকা প্রযুক্ত নির্দ্দিষ্ট খাজানা (নগদ) দেওয়ার নিয়মে একটী কি ২টী মন্দ ঋতুতেই তাহার সর্ব্বনাশ হওয়ার সম্ভব। পক্ষান্তরে ভাওলী ও বাটাই রীত্যনুসারে খাজানা উৎপন্ন শস্যের হারানুসারে দেয় থাকায় তাহারা সকল সময়েই চালাইতে পারে এবং যদিও টাকা সঞ্চয়ের বড় সুবিধা না হয় সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনাও অতি বিরল। এজন্য এইরূপ জমা গুলি বড় লোকপ্রিয় এবং যদি ভূম্যধিকারী ন্যায়পর লোক হন তবে সকলের পক্ষেই সুবিধা। এই জমা উঠাইয়া দিবার যে চেষ্টাই করা যাইবে তাহাতে লোককে অসন্তুষ্ট করা হইবে মাত্র। কেবল আপত্তিস্থল এই যে, বর্ত্তমান আইনের অসম্পূর্ণতা বশতঃ এই প্রকার জমাভোগী রায়তেরা একেবারে ভূম্যধিকারীর করতলাধীন।"

১৮। ভাওলী রীতি সম্পর্কে আমার সংবাদদাতা সকলেই ধনবন্ধী অথবা এষ্টিমেট কাগজ দাখিল করিতে বাধ্য করার আবশ্যকতার কথা বলেন। এই বিষয়ে সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ভাওলী রীতির হিসাব রাখার নিয়ম জানা আবশ্যক। যখন শস্য পাকিয়া উঠে, পাটোয়ারী, গোমস্তা, আমীন, জমীমাপক, জরাপকশ, শালিশ, দর্সিন্দা কিম্বা লেখক এবং গ্রামের জেঠ রায়তেরা সকলে মিলিয়া যে ক্ষেতে শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে সেই ক্ষেতের রায়তকে লইয়া সেই পাকা শস্যের ক্ষেতে যায়। প্রথম শালিশ কত শস্য হইয়াছে তাহার অনুমান (এষ্টিমেট) করে; তৎপরে আমীন অনুমান করে। এই দুই অনুমান এক হইলে, তখন বিষয় স্থির হইল বিবেচনা করিতে হইবে। যদি এক না হয়, তবে রায়ত যেখানে শস্য কম জন্মিয়াছে সেই খান হইতে এক কাঠা জমির শস্য কাটে, জমীদারের লোকে যে খানে শস্য বেশী হইয়াছে সেই খান হইতে আর এক কাঠা জমার শস্য কাটে। উহা মাড়া হইলে একত্র করা হয় এবং একত্রেই ওজন দেওয়া হয় এবং এই হিসাব নমুনা ধরিয়া সমুদয় শস্যের অনুমান করা হয়। তৎপর পাটোয়ারি এবং তাহার কেরানী বা লেখক দ্বারায় এই অনুমান ঘটিত একটী চুম্বক হিসাব (ধনবন্ধী) প্রস্তুত করা হয় এবং উপস্থিত সকলের দ্বারায় সই করিয়া লওয়া হয়। তৎপর রায়তের শস্য কাটিয়া গোলাজাত করিতে কোন বাধা নাই। পাটোয়ারী তৎপরে বেজরী নামক আর একটী হিসাব প্রস্তুত করে। উহাতে রায়তের হেপাজাতে কত শস্য আছে রায়তে বা কত শস্য পাইবে, এবং মালিকে বা কত পাইবে লেখা থাকে। পাটোয়ারীই মালিকের অংশ, পূর্ব্বে যেরূপ বন্দোবস্ত থাকে তদনুসারে টাকায় বা শস্যে চাহিয়া পাঠায়। যদি টাকায় দেওয়ার এগ্রীমেণ্ট (বন্দোবস্ত) থাকে তবে গোমস্তা নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের আমলার নিকট নিরিখ কিম্বা বাজার দরের জন্য লিখিয়া পাঠায়। তাহারা গোমস্তার চিঠির পৃষ্ঠায়ই উত্তর দেয় এবং পরে গড় সাব্যস্ত করা হয়। এই প্রকারে দৃষ্ট হইবে যে শস্য ও শস্যের ওজনের অনুমান সম্পর্কীয় হিসাবই ভাওলী জমার প্রধান দলীল, জমাওয়াসী হিসাব অপেক্ষা অত অস্পষ্ট কাজে আইসে।

(১) উপরে যে বিভিন্নতা দর্শান হইয়াছে, তাহাতে শ্রীযুত ডেম্পিয়ার সাহেব স্বাক্ষর করিতে অশক্ত।

আমরা বঙ্গদেশের জন্য এই বিষয়টী বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ভূম্যধিকারীদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট ফারমে হিসাব রাখিতে বাধ্য করা অথবা কালেক্টরের আপিসে নিয়মিতরূপে বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই হিসাব দাখিল করিতে বাধ্য করা সম্ভব নহে, এই প্রকার করিলে জমীদার ও কালেক্টরের উপর যেরূপ গুরুতর ভার অর্পণ করা হইবে তদনুরূপ ফল দর্শিবে না। পাটনার কমিশনর বেহার প্রদেশীয় পাটোয়ারী রীতি সম্বন্ধে অল্প কয়েক দিবস হইল রেবিনিউ বোর্ডে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি উক্ত বিষয়টী সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া এই মত দিয়াছেন যে পাটোয়ারী-দিগের হিসাব দেওয়ার বিষয় যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা রহিত করা উচিত, সাহাবাদ ও চম্পারণের কালেক্টর মহোদয়গণেরও এ বিষয়ে এই মত। এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিয়া এই প্রদেশে পরীক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। বেহার কমিটী যে আইনের বিষয় প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা বিধিবদ্ধ হইলে কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। ইহার ন্যায়ানুগত শাসন নাই। যে সকল ব্যক্তিরা হিসাব দাখিল না করিবার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, অথবা মিথ্যা হিসাব দাখিল করার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে, তাহারা প্রচলিত আইনের বিরোধী হওয়ায় অশিক্ষিত লোকদিগের মনেও এমন স্থলে যে ঘৃণাব্যঞ্জক ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রাপ্ত হইবেক না, কিন্তু তদ্বিপরীতে ন্যায় বিরোধী আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণকারীরা যে সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় তাহা প্রাপ্ত হইবে—কারণ ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়েরা সকলেই এই ভাবে দেখিবে। কারণ এই বিধান পালন করার সাক্ষাৎ ফল এই হইবে যে প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর অনেক ঘরের কথা বাহির হইয়া পড়িবে এইরূপ বিবরণ রাখিবার জন্য যে গৃহ প্রস্তুত হইবে, এবং সেই সকল কাগজপত্র সুশৃঙ্খল রাখিবার জন্য যে সকল কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে তাহার ব্যয় আমাদের মতে রায়তদিগের উপকারের সম্ভাবনা অপেক্ষা অধিকতর হইবে। বেহার প্রদেশের অবস্থা এমৎ কিছু নাই যদ্দ্বারা আমরা ঐ প্রদেশের জন্য ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

কার্য্য বিবরণ পৃঃ ৫।

১৪৮। বেহার কমিটী যে প্রস্তাবে পাটোওয়ারী কিম্বা জমীদারী সেরেস্তার জমাবন্দী, জমাওয়াসীল বাকী কিম্বা সেই প্রকারের অন্য কোন ফর্দ্দ কাগজ প্রমাণ লইতে পরিত্যাগ করিতে বলেন আমরা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। এই প্রস্তাবে উক্ত কমিটী এই সকল কাগজ পত্র বর্ত্তমান আইন অনুসারেও যে প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হওয়া উচিত নহে এইরূপ মত প্রকাশে সাহস করিতেছেন। বর্ত্তমান আইন অনুসারেই যদি ঐ সকল কাগজপত্র প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার অযোগ্য হয়, তবে তাহাদের অযোগ্যতা স্থির করিবার জন্য নূতন বিধান প্রস্তুত করা অনাবশ্যক, কারণ অপ্রাসঙ্গিকতার ন্যূনাধিক্য নাই। সকল সভ্যদেশেই প্রাপ্য প্রমাণের মূল্য, বিধান দ্বারা স্থির করা অথবা অতিসূক্ষ্ম নিয়মের দ্বারা কোন্ প্রমাণ গ্রহণীয় এবং কোন্ প্রমাণ উপেক্ষণীয় ইহা নিশ্চয় করার চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে সকল মত রহিত হইয়া গিয়াছে তাহার পুনরুত্থাপনে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের যে কিছু সাহায্য হইবে এমত মনে করি না। কোন বিষয় প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা এবং গৃহীত হইলে ন্যায্যরূপে তাহার গুরুত্ব ধরা এই উভয়ের মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে তাহা অনেক দিন হইতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষীয় আইনে কার্য্যেও পরিণত হইয়াছে। গুরুত্বের মাত্রা অসংখ্য, লঘু তাপমানের যে ভার দ্বারা অতিসূক্ষ্ম তুলাদণ্ডও চালিত হয় না তাহা হইতে পৃথিবীর ভারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডীয় ব্যাঙ্কের সাবধানে রক্ষিত খাতা সকল যাহাতে সত্যতার অনেক আভ্যন্তরিক প্রমাণ থাকিলেও বাহ্যিক অসংখ্য ঘটনা দ্বারা সেই সত্যতা সুপ্রমাণিত করা যাইতে পারে, এবং দেশীয় জমাবন্দীর ফর্দ্দ যাহা অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই প্রস্তুত হইতে পারে এবং যাহাতে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রমাণের চিহ্ন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, এই ইংলণ্ডীয় ব্যাঙ্কের খাতা এবং দেশীয় জমাবন্দীর বিভিন্নতা এক হাজার এবং দশমিক চতুর্থ স্থানের একের মূল্যের বিভিন্নতার তুল্য। আমরা বিবেচনা করি যে জমাবন্দী, জমাওয়াশীল বাকীও এই প্রকারের হিসাব পত্রের মূল্য নির্দ্ধারিত করার ভার আদালতের হস্তে ন্যস্ত থাকাই আবশ্যক; আদালত দেখিবেন যে সেই সকল হিসাব কিরূপ যত্নের সহিত প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাদের আভ্যন্তরিক অথবা বাহ্যিক কি অকৃত্রিমতা আছে এবং তদনুসারে বিশেষ বিশেষ স্থলে তাহার কত গুরুত্ব আছে। মুদ্রিত রিপোর্টে অনেক মোকদ্দমা আছে যাহাতে দেখা যায় যে এই সকল অকৃত্রিমতার চিহ্ন বুঝিয়া কার্য্য হয়। এই বিষয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমরা ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় আইনের ৩৪ ধারার মন্তব্য উপলক্ষে দর্শাইতে চাহি যে যদিও দৈনন্দিন কার্য্যকালে হিসাবের বহিতে যে বিষয় লিখিত হয় তাহা সেই ধারা অনুসারে আদালতের বিচারাধীন কোন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক প্রমাণ রূপে গৃহীত হইয়া থাকে, তথাপি সেই ধারায় আবার এই বিধানও আছে যে ঐরূপ হিসাব বহী লিখিত বিষয়ই কেবল কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে কোন দাবী স্থির করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হইবে না।

জমাবন্দী, জমাওয়াসীল বাকী প্রভৃতি প্রমাণস্বরূপে গৃহীত না হইবার প্রস্তাব।

১৪৯। পাট্টা এবং কবুলিয়ত সম্বন্ধে বেহার কমিটী বলেনঃ—"আমরা বিবেচনা করি যে, কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠে পাট্টা এবং কবুলিয়তের দান ও গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতে চেষ্টা করিলে এই চেষ্টা বহুব্যাপী মোকদ্দমা ও বিবাদের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে; আরও বিবেচনা করি যে, বেহার প্রদেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ ইহাতে পরস্পরের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর করিয়া তুলিবে; এবং ভবিষ্যতে প্রজার অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করার পরিবর্ত্তে বরৎ অপকার করিতে পারে। অধিকন্তু বিধানপ্রবর্ত্তিত কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকারের পাট্টা এবং কবুলিয়ত দান ও গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য করিলে রেজেষ্টরী আফিস এবং দেওয়ানী আদালতের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করিতে হইবে, ইহার জন্য অনুরোধ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। এই বিষয়ে শ্রীযুত ব্রাউন সাহেব এক প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাহাতে কমিটী সম্মতি দিয়াছেন; তাহা এই যে যখনই কোন আদালত দখলী স্বত্বের জন্য ডিক্রী দিবেন, তখনই উক্ত আদালত যে জমিতে স্বত্ব ডিক্রী হইল তাহার সীমা লিখিত থাকে এরূপ পাট্টা ও কবুলিয়ত দান ও গ্রহণ করাইতে উভয় পক্ষকে বাধ্য করিবেন।"

পাট্টা ও কবুলিয়ত আদান প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য কি না এই বিষয়ে বেহার কমিটীর মত।

এই মত পূর্ব্বে আমরা (৭ এবং ৮ পারাগ্রাফ) যে মত অবলম্বন করিয়াছি সাধারণতঃ তাহার তুল্য। পাণ্ডুলিপির ১৫১ ধারায় রাইয়তী জমির নিয়ম নির্দ্ধারণ সম্পর্কীয় মোকদ্দমার যে বিধান আছে তাহা ১৬৭ ধারার বিধানের এবং দেওয়ানী কার্য্য বিধির আরজীর লিখিত বিষয়ের বিধানের সহিত একত্র গ্রহণ করিলে শ্রীযুত ব্রাউন সাহেবের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। ১১৫ ধারার (গ) প্রকরণের বিধান অনুসারে আরজীর লিখিত আবশ্যকীয় বিষয় গুলি ডিক্রীতে অবশ্য পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতে হইবে, এবং উক্ত ডিক্রীর আদালতের সহী মোহরের নকল প্রজার পক্ষে পাট্টার কার্য্য এবং ভূম্যধিকারীর পক্ষে কবুলিয়তের কার্য্য করিবে। এইরূপ দলিলকে এই দেশীয় লোকেরা অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান করে।

খাজানার জন্য চেক রসীদের ব্যবহারের কথা।

১৫০। বেহার কমিটীর অনেকাংশের এই মত এই যে চেক রসীদের ব্যবহার প্রচলিত করা হয়। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে——

"রসীদ গুলি চেক রসীদ হইবে, এবং ভূম্যধিকারী নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর চেক রসীদ দিতে অস্বীকার বা অবহেলা করিলে রসীদ দিতে অস্বীকার করে এই রূপ বিবেচনা করা হইবে; আরও "খাজানার নালিসের আরজীর সহিত, যে সময়ের খাজানার দাওয়া হয় বা যে অতিরিক্ত সময়ের আদালতের নিকট আবশ্যক বোধ হয়, বাদী সেই সময়ের খাজানার এক খানী রসীদ বহী দাখিল না করিলে তাহার মোকদ্দমা গ্রহণ করা যাইবে না।"

আমরা বিধান করিয়াছি (পাণ্ডুলিপির ৫৭ ধারা) যে প্রজার কোন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় পূর্ণ রসীদ এবং বৎসরান্তে হিসাবের বিবরণ পাইতে অধিকার থাকিবে; ভূম্যধিকারী এই রূপ রসীদের ও হিসাবের বিবরণের অনুলিপি রাখিবে; এবং সে এই প্রকার রসীদ অথবা হিসাবের বিবরণ না দিলে দণ্ডনীয় হইবে। আইনে এতদপেক্ষা অধিকতর আর কিছু করিবার অনুরোধ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আরজীর সহিত চেক রসীদের বহী দাখিল না করিলেই মোকদ্দমা যে ডিস মিস হইবে, এরূপ অনুরোধ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা বিবেচনা করি যে ভিন্ন২ অবস্থায় ঐ প্রকার রসীদ বহী দাখিল না করিলে কি দোষ ঘটে এবং বাহির করিলেই বা কি গুণ হয় তাহা বিবেচনা করিবার সম্পূর্ণ ভারই আদালতের হস্তে দেওয়া উচিত। এবং সকল স্থলে ব্যবহারের জন্য এই বিষয়ে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইলে ব্যবস্থাপকদিগের একটী অত্যন্ত ভ্রমের কার্য্য হইবে।

রেজিষ্টরী কার্য্যের সুবিধার ও ব্যয় লাঘবের জন্য বেহার কমিটীর অনুরোধ।

১৫১। বেহার কমিটী রেজেষ্টরী কার্য্যের সুবিধা ও খরচা কমাইবার জন্য এই অনুরোধ করেন যে (১) রেজেষ্টরী আইনের এই রূপ সংশোধন করা উচিত যে কোন এক পক্ষকেই দলিলের নকল দাখিল করিতে অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে রেজেষ্টারী আফিসে দলীলের নকল করিতে যে বিলম্ব, ব্যয় এবং অসুবিধা হয়, তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে; এবং (২) প্রচলিত আইন মত কমিশ্যন না পাইয়াও সব রেজিষ্টরেরা দলীল রেজিষ্টরী করিবার জন্য মফঃসলে যাইতে পারে, তাহাদিগকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সকল প্রস্তাব বিবেচনার যোগ্য, কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা আমাদের কার্য্যের মধ্যে নহে।

বেহার প্রদেশে চাসী জমা বারম্বার পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া রায়তেরা দখলী স্বত্ব পায় না।

১৫২। বেহার প্রদেশে রায়তের দখলীসত্ত্ব প্রাপ্তি পক্ষে এই একটী প্রধান অন্তরায় যে, দেশীয় রীতি মূলক কারণ বশতঃ রায়তেরা ক্রমিক বার বৎসর একই জমী কদাচিৎ ভোগ করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য বর্ত্তমান আইনের অক্ষরানুসারে দখলী স্বত্ব জন্মায় না। কমিটী রিপোর্টে লিখিয়াছেন;——

"জমিদারের পাট্টা না দেওয়া এবং বেহার প্রদেশে যোতগুলি সামিল করিয়া লওয়া এবং ভাগ করিয়া দেওয়ার রীতিবশতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে দখলীসত্ত্ব থাকিলেও, রায়তের সেই সত্ত্ব প্রমাণ করা সুকঠিন। বেহার প্রদেশীয় মহাল সকলের জমাবন্দী কাগজের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে বর্ত্তমান রায়তগণের শতকরা ৬০ জনে যে যে গ্রামে তাহারা বাস করে ১২ বৎসরের অধিককাল সেই সেই গ্রামে কোন জমী ভোগ করিয়াছে অথচ শতকরা এক জনেও ১২ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমী ভোগ করিত সেই পরিমাণ জমী এক্ষণে ভোগ করে না। যেহেতু রায়তেরা পাট্টা কি অন্যরূপ কোন দলিল রাখে না যে যদ্দ্বারা দেখাইতে পারে কোন্ বিশেষ ক্ষেত্র তাহারা ১২ বৎসরের অধিক কাল ভোগ করিয়াছে এবং পরে কোন্ ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, যে স্থানে তাহাদের নিঃসন্দেহ দখলীস্বত্ব আছে সে স্থানেও যে তাহারা বর্ত্তমান আইনানুসারে ঐ স্বত্ব প্রমাণ করিতে পারিবে ইহা সন্দেহজনক। এই অনিষ্টপাতের প্রতীকারস্বরূপ আমরা প্রস্তাব করি যে কোন বাসেন্দা রায়ত কোন মহালে বার বৎসরের অধিক কোন জমী ভোগ করিলে সে সেই মহালের তাহার সমুদয় যোতে দখলী সত্ত্বের যে অধিকারী আইনের এই অনুমানটী বর্ত্তমানে যেরূপ আছে তদপেক্ষা বিশদ করা হয়। এই অনুমানের ফল এইরূপ হইবে যে কোন রায়ত কোন মহালের যে কোন জমীতে হউক না কেন, বার বৎসরের অধিক কাল বাস এবং চাষ করিলে সেই রায়তের তাহার সমুদয় যোতে বা কতকাংশে যে দখলীসত্ত্ব নাই ইহা প্রমাণ করার ভার জমিদারের শিরে পড়িবে।

আমাদের বোধ হইয়াছে উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে বেহার সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইনের একটী গুরুতর ত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছে। ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জমী চাষ করার রীতি ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে প্রচলিত। এই রীতি পুরাতন গ্রাম্য সমাজ সকল অনুসরণ করিয়াছেন এবং আমরাও এখন জানিতেছি যে সময়ে২ সমাজের জমী বিভাগ করিয়া দেওয়া প্রাচীনকালের একটী সাধারণ নিয়ম ছিল এবং ইহার চিহ্ন বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্যতম প্রদেশ সমূহেও এখনও বিদ্যমান আছে। (১) গ্রাম্য সম্প্রদায়ী প্রথা রহিত হইবার পরেও জমী যথেষ্ট এবং লোক কম থাকায় গতিকে কৃষক কোন জমী ২।৩ বৎসর চাষ করণানন্তর এক শস্য উৎপাদন করিতে করিতে এবং সার না দেওয়াতে জমীর উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস হইলে জমী সচরাচর পরিত্যাগ করিত। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিলে এই রীতি

কমিয়া আসিতে থাকে। বেহার প্রদেশে যে অবস্থা বিদ্যমান আছে তাহা উক্ত পুরাতন রীতির ভগ্নাবশেষই (*) হউক অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক বেহার প্রদেশের এই বর্ত্তমান অবস্থাটী স্বতন্ত্র; এবং এই দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য যে নূতন ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে উক্ত বিষয় বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। যখন ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে বিহিত হইল যে, কোন রায়ত ১২ বৎসরের অধিক কোন জমী চাষ বা ভোগ করিলে তাহার এই প্রকার ভোগকৃত ও কর্ষিত জমীতে দখলী সত্ত্ব জন্মিবে; তখন ইহাতে বেহারের এই স্বতন্ত্র অবস্থার জন্য কোন বিধান করিতে উপেক্ষা হইল এবং আমরা এখন বিবেচনা করি যে এই অবস্থা স্বীকার করিয়া ইহার দোষের প্রতীকার করা সঙ্গত। আমরা এই অসুবিধা নিবারণ করিবার জন্য এই প্রস্তাব করি যে, যে সকল রায়ত কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে (যাহার জন্য পরে নোটিস দেওয়া হইবে, জিরাট জমী ভিন্ন অন্য প্রকার জমীতে দখলিকার আছে এবং তিন বৎসর যাবৎ ঐ জমী ক্রমিক ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহারা যদি ইহা প্রমাণ করিতে পারে যে উক্ত মহালে অথবা এমন কোন মহালে যাহা কোন দিন এই মহালভুক্ত ছিল কোন জমী ১২ বৎসর ভোগ করিয়াছে, তবে উক্ত জমীতে তাহাদের দখলী সত্ত্ব জন্মে এই রূপ বিহিত হউক (পাণ্ডুলিপির ৮১ ধারা দেখ)। বার বৎসর কোন জমী দখল করিলে বাসেন্দা রায়ত হইবার ইচ্ছার চিহ্ন বলিয়া আমরা বিবেচনা করি এবং বেহার প্রদেশের স্বতন্ত্র অবস্থা দৃষ্টে আমরা এই দখলীসত্ত্বের সময় ১২ বৎসরের স্থলে ৩ বৎসর করিলাম। যে কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ সম্বন্ধে নোটিস জারী করা হইবে উক্ত দিবসে যে বিশেষ অবস্থা থাকে তৎসম্বন্ধেই এই বিধান বর্ত্তিবে। ভবিষ্যতে দখলীস্বত্ত্ব প্রাপ্তি পাণ্ডুলিপির সামান্য বিধান অনুসারে হইবে বলিয়া অভিপ্রায় আছে। কিন্তু ইহা বিচার যোগ্য যে ভবিষ্যতে বেহারে দখলী স্বত্ত্বের উৎপত্তি নিমিত্ত তিন বৎসরই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করা উচিত কি না।

জিরাট জমির সংজ্ঞা

১৫৩। কমিটী উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় খাজানা সম্বন্ধীয় আইন অর্থাৎ ১৮৭৩ সালের ১৮ আইনে উল্লিখিত সেরী ভূমির যে সংজ্ঞা আছে তাহা হইতে জিরাট ভূমির যে সংজ্ঞা সংগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহারা বলেন যে এইরূপ সংজ্ঞা করায় বেহার প্রদেশের কোন কোন স্থানে যে একটী রীতি প্রচলিত আছে, তাহা নিবারণ করিবে। সে রীতিটী এই ভূম্যধিকারিগণ বলপূর্ব্বক, রায়তদিগের জমীর কতকাংশ কাড়িয়া লইয়া থাকে, অথবা জিরাট ভূমি লইয়া তৎপরিবর্ত্তে রায়তী ভূমি দিয়া জমাবন্দিতে উভয় ভূমিকেই জিরাট ভূমি বলিয়া লিখিয়া রাখে। ভবিষ্যতে রায়তদিগের ইচ্ছানুসারে কোন জমির বিনিময় সম্বন্ধে আমরা এই বিধান করিয়াছি (৮২ ধারা) যে যখন কোন ভূমির এই প্রকার বিনিময় হইবে, তখন রায়ত তাহার পূর্ব্বের ভূমিতে যে প্রকার দখলী সত্ত্ব ভোগ করিত এই বিনিময়লব্ধ ভূমিতেও সেই প্রকার দখলীসত্ত্ব ভোগ করিবে। যদি কোন ভূমি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিনিময় করা হয় তবে সে আদালতে প্রতিবিধানের জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবে।

রায়তের যে ভূমিতে দখলী স্বত্ব ছিল তাহার পরিবর্ত্তে ভূম্যধিকারী হইতে অন্য কোন ভূমি পাইলে তাহাতে দখলী স্বত্ব পাইতে পারিবে।

১৫৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বেহার কমিটী যে মত দিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়াছি:—যে সকল রায়তের দখলীস্বত্ত্ব নাই তাহাদের উচ্ছেদ—যে সকল রায়ত ভূমির কোন প্রকার উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা হইলে তাহাদের ক্ষতিপূরণ—দখলী স্বত্ত্ব হস্তান্তর করণের অধিকার—দখলী স্বত্ত্ববান্ রায়তদিগের কোর্ফাবিলি করিবার অধিকার—শস্যাদির আটক সম্বন্ধীয় আইনের সংশোধন—জমা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় আইনের পরিবর্ত্তন ও উৎকর্ষ সাধন—খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরী কার্য্যপ্রণালী—বিবাদ স্থলে কালেক্টর কর্ত্তৃক হার নির্দ্ধারণ—যে যে কিস্তিতে খাজানা দিতে হইবে—যে ব্যক্তি ভূমির খাজানা পাইয়া থাকে তৎ-কর্ত্তৃক উক্ত ভূমির জরীপ—বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমার আরজীতে জমির সীমা ও পরিমাণের উল্লেখ—যখন কোন্ ব্যক্তিকে খাজানা দিতে হইবে এই বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় তখন প্রজা কর্ত্তৃক খাজানা আমানত রাখা। উপরোক্ত বিষয়গুলির কোন কোন বিষয়ে কমিটীর সভ্যেরা রিপোর্টে যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহাতে তাহারা সকলে একমত হন নাই; এবং কোন কোন বিষয়ে; যথা কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ে কোন কোন সভ্য অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত মত অবলম্বন করিয়াছেন। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রচলিত আইনের অধিকাংশ দোষ বঙ্গ এবং বেহার উভয় স্থানের প্রতিই বর্ত্তে; এবং আমরা বিবেচনা করি যে চলিত আইন সংশোধন করিবার সময় বঙ্গ এবং বেহার উভয় প্রদেশ সম্বন্ধেই তুল্যরূপ ব্যবহার করা উচিত। এই নিমিত্ত আমরা বিবেচনা করি যে পাণ্ডু-লিপিতে ঐ সকল বিষয়ের উপর যে বিধান করা হইয়াছে তাহা বেহারের প্রয়োজন জন্য যথেষ্ট এবং উপযুক্ত।

যে যে বিষয়ে বঙ্গ ও বেহারের বিধান ভিন্ন রূপ নির্দ্দিষ্ট করা উচিত বোধ হয় নাই।

১৫৫। বেহারে ভূমিজাত দ্রব্য দ্বারা খাজানা আদায়ের যে প্রচলিত নিয়ম আছে তৎসম্পর্কে উক্ত কমিটী এই২ প্রস্তাব করেন।——

১ম। ফসলের পরিমাণ অথবা মূল্য সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে কোন পক্ষ আবেদন করিলেই কালেক্টর ভাগ, পরিমাণ ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক জন উপযুক্ত কার্য্যকারককে প্রেরণ করিবেন;

ফসল দ্বারা খাজানা আদায় করার নিয়ম সম্পর্কে বেহার কমিটীর প্রস্তাব।

২য়। দানাবন্দী অথবা মূল্য নির্দ্ধারণের কাগজ পত্র মূল্য নির্দ্ধারণের পর পনের দিনের মধ্যে কালেক্টরের আফিসে দাখিল করিতে হইবে;

৩য়। যখন কোন প্রজা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন ভাওলী জমি পতিত রাখিবে, যে কালের জন্য উক্ত জমি পতিত রাখিবে, সেকালের জন্য তাহাকে উক্ত জমির খাজানা টাকায় দিতে হইবেক; এই খাজানার হার নিকটবর্ত্তী স্থানের ঐ প্রকার জমির খাজানার হার অপেক্ষা অধিকতর হইতে পারিবে না;

৪র্থ। যেস্থানে দখলী স্বত্ত্ব স্থাপিত হইয়াছে সে স্থানের দখলী স্বত্ত্ববান্ রায়ত অথবা জমিদার নিকটবর্ত্তী স্থানের দখলী স্বত্ত্ববান রায়তগণ যে হারে খাজানার টাকা দিয়া থাকে সেই হারে ভাওলী জমিকে নগদ টাকার

(*) শ্রীযুত ডাম্পিয়ার সাহেব বেহার প্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এই মন্তব্য খাটে কি না সন্দেহ করেন।

আদায়কারী জমিতে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেক, এবং যদি নিকটবর্ত্তী স্থানে খাজানার টাকা আদায়কারী জমি না থাকে, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরে যেরূপ ফসল হইয়াছে, তাহাতে জমিদারের অংশের উৎপন্নদ্রব্যের গড় মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া তত্তুল্য খাজানার টাকা আদায় করিতে হইবেক ;

৫ম। যখন উৎপন্ন দ্রব্য হইতে জমিদারের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ কোন লিখিত চুক্তিপত্রে নির্দ্ধারিত না থাকে, ইহা অনুমান করা হইবে যে জমিদারের অর্দ্ধাংশ এবং রায়তের অর্দ্ধাংশ।

আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবটী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির ৮৪ এবং ৮৫ ধারায় তাহা লিখিত হইয়াছে। জিলার মেজেষ্ট্রেটদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে বাঙ্গালা প্রদেশের জন্য উক্ত প্রকার বিধানের আবশ্যকতা আছে কি না। আমরা ৩য় প্রস্তাবটী অনুমোদন করিতে অসমর্থ। বৎসরে কোন্ জমি চাষ করা হইবে এবং কোন জমি চাষ করা হইবে না, রায়তদিগের এই অধিকারটী থাকায় দক্ষিণ বেহারের রায়তেরা উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্তও তাহাদের ভূমির কর স্বরূপ দিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমরা বেহার কমিটীর এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারি এমন সম্ভাবনা নাই। ৪র্থ প্রস্তাবটী আমরা অল্প কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির ৮৬ ধারায় তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদের অনেকেই এইরূপ বিবেচনা করেন যে শস্যদ্বারা কর আদায়ে যে সকল উৎপীড়ন হইয়া থাকে, নগদ টাকায় কর দেওয়ার নিয়ম করিলে ঐ সকল দূর হইতে পারে এবং এই কর পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা প্রজাদিগকে দিলেই কৃষিকার্য্যে উৎসাহ দেওয়া হইবে এইরূপ আশা করা যায়।* রায়তকে শস্যের পরিবর্ত্তে অবশ্যই টাকা দিতে হইবেক শ্রীযুত ডোম্পীয়ার সাহেব এইরূপ বাধ্যতার নিয়মের প্রতিরোধী।(*) আমরা পঞ্চম প্রস্তাবটীও সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আমরা আরও অতিরিক্ত বিধান করিয়াছি যে কোন অবস্থায়ই জমিদারের প্রাপ্য উৎপন্ন শস্যের অংশ অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা অধিক হইতে পারিবে না।

বেহার প্রদেশের জন্য আইন করার উদ্দেশ্য।

১৫৬। আমরা বিবেচনা করি যে শস্যাদির বেআইনী আটক হইতে অবৈধ খাজানা বৃদ্ধি হইতে, এবং অন্যায় কর হইতে, প্রজাকে রক্ষা করা বেহার প্রদেশের জন্য আইন করার প্রধান উদ্দেশ্য। রায়তগণকে নিজ দখলীস্বত্ব রক্ষা করিতে পারগ করা এবং শস্যাদিদ্বারা যে খাজানা আদায় হয়, এবং জমিস্থিত ফসলের মূল্যানুসারে অথবা অন্য কোন উপায়ে উৎপন্ন শস্যাংশের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া যে নগদ টাকায় খাজানা দেওয়া হয় তাহা আদায় করিতে যে অত্যাচার ঘটে, তাহা নিবারণ করা এই আইনের আর একটী প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা বিবেচনা করি, আইন দ্বারা যত দূর সংসাধিত হইতে পারে দ্বাদশ অধ্যায়ে বেহার সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ বিধান করা হইয়াছে তৎসঙ্গে পাণ্ডুলিপির অন্যান্য বিধান যোগে এই সকল উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবেক।

ক্ষতি ও দণ্ড।

১৫৭। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষতি ও দণ্ড সম্বন্ধে যে সকল বিধান করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে অল্পই মন্তব্য আবশ্যক করে। যেহেতু সেই সকল বিধান প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান আইনের বিধানের পুনঃসন্নিবন্ধকরণ মাত্র। (১) আইন অনুসারে দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা বেআইনী আদায়ের জন্য; (২) খাজানা দেওয়া হইলে তজ্জন্য রসীদ না দেওয়ার জন্য; এবং (৩) বল পূর্ব্বক খাজানা আদায় করার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা আইনের সে অংশ অবিকল রাখিয়াছি যাহাতে প্রজা খাজানা আদায় সম্বন্ধে অবহেলা করিয়া এইরূপ অবহেলার যুক্তিযুক্ত বা সম্ভবপর কারণ দেখাইতে না পারিলে, যে খাজানা দেওয়া বা আমানত করা না যায় তাহার উপর শতকরা ২৫ টাকায় অনধিক ক্ষতিপূরণ দেওয়াইবার জন্য আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আদালতের নিষ্পত্তি অনুসারে ইহা বিশদ করা হইয়াছে যে (ক) খাজানার জন্য ডিক্রীর পূর্ব্বে উক্ত খাজানার সুদ এই সকল ক্ষতিপূরণের সঙ্গে দেওয়া হইবেক না; এবং (খ) ডিক্রীপ্রাপ্ত খাজানা ও খরচার মোট টাকার ন্যায় ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা হইলে তাহার উপর আদায় তারিখপর্য্যন্ত শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ দিতে হইবেক। আমরা বর্ত্তমান বিধানের এই অংশও রাখিয়াছি যে যুক্তি- অথবা সম্ভবপর কারণ ব্যতিরেকে যে খাজানার জন্য দাবী করা হয়, অথবা খাজানা নিয়মিতরূপে কালেক্টরীতে যক্ত দাখিল করা হইলেও যদি তাহার জন্য নালিশ করা হয়, তবে সেই খাজানার উপর শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে আদালত প্রতিবাদীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়াইতে পারিবেন।

তামাদি। জমীদার ও প্রজাদের মোকদ্দমার এবং দরখাস্তেরতফসীল।

১৫৮। ১৮৭৭ সালের ১৫ আইন অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় তামাদি আইনের তফশীলের আদর্শক্রমে আমরা এক তফসীলে জমিদার ও প্রজাবর্গের সেই সকল মোকদ্দমা ও দরখাস্ত সংগ্রহ করিয়াছি, যে সকল মোকদ্দমা ও দরখাস্তের জন্য ১৮৫৯ সন হইতে একটী বিশেষ তামাদি নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, এবং আমরা ঐ ফর্দে কতক নূতন বিষয়ের যোগ করিয়াছি। ১৮৭৭ সালের ১ আইনের অর্থাৎ বিশেষ উপকার বিষয়ক আইনের ৯ ধারার অন্তর্গত না হয় এমত স্থলে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক বে-আইনীমতে কোন প্রজার উচ্ছেদ হইলে সেই প্রজাকে জমীদারের প্রতি- কূলে তাহার যোতের দখল পাওয়ার নালিশ এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে, এই রূপ আমরা বিধান করিয়াছি; অর্থাৎ যে স্থলে মোকদ্দমায় বিনা সম্মতিতে বেদখল করা এই প্রশ্ন কেবল উত্থাপিত হইয়া থাকে এমত

---

* "শস্যই লোকের নিকট একটী অতি সুপরিচিত কর আদায়ের উপায়, তজ্জন্যই অতি সত্বর শুল্ক ও পরিমিত হওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে শস্যের মূল্য স্বরূপ টাকা দেওয়া হইলে শস্য কর আদায় করার জন্য যে সকল উৎপীড়ন ঘটে তাহা আর ঘটেনা, এবং এই রূপ শস্যের পরিবর্ত্তে টাকা দেওয়া না দেওয়ার ক্ষমতা স্থায়ি ভাবেই হউক অথবা সাময়িক ভাবেই হউক, প্রজার উপর থাকিলেই কৃষিকার্য্য যথেষ্ট উৎসাহিত হয়।" মেম্বর ক্যাম্বেল সাহেবের মন্তব্য লিপি। ১৮৩২ সনের সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টের পরিশিষ্ট *৬ পৃষ্ঠা।

(*) ডাম্পিয়ার সাহেব যে সকল কারণ দর্শনে একপ বিবেচনা করেন তাহা এই রিপোর্টের ১৪৬ ধারায় (গত ৭৩ পৃষ্ঠা দেখ) ফুটনোট স্বরূপ পাটনার কমিশনরের চিঠীর দারাংশের মধ্যে দেখা যাইবে।

নহে, স্বত্ব সম্বন্ধেও প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে। তালুকদার কিম্বা পেটাও তালুকদার কর্তৃক ঐ প্রকার মোকদ্দমা উত্থাপনের বিষয়ে আমরা ৩ বৎসর মিয়াদ নির্দ্ধারিত করিয়াছি। আমরা বিধান করিয়াছি যে, নিদ্ধারিত সময়ের পরে মোকদ্দমা উপস্থিত অথবা দরখাস্ত দাখিল হইলে, যদিও তামাদি আপত্তি স্বরূপ উত্থাপিত করা না হউক, তথাপি মোকদ্দমা ও দরখাস্ত ডিস্‌মিস্ হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থানুসারে ইহা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় তামাদি সম্বন্ধীয় আইনের কতকাংশ খাজানা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার বিশেষরূপে বিস্তৃত।

১৫৯। আমরা প্রস্তাবিত আইনে মোকদ্দমা এবং আবেদন বিষয়ে ভারতবর্ষীয় তামাদিসম্বন্ধীয় আইনের অর্থাৎ ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের নিম্নলিখিত অংশ স্পষ্টরূপে বিস্তৃত করিয়াছি, যথা (ক) ৪ ধারার ব্যাখ্যা যথা, যখন একখানি আরজী কোন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট অর্পণ করা হয়,—সাধারণ স্থলে তখনই মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়; পাপর সম্বন্ধে যখন নালিশ করিবার অনুমতির জন্য তাহার আরজী দাখিল করা হয়; যখন আদালতের দ্বারা, কোন ব্যবসায়ী কোম্পানির কার্য্য শেষ করিয়া দেওয়া হয়, উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে কাহার ও কোন দাবী থাকিলে, যখন দাবীদার আদালত নিযুক্ত ঋণপরিশোধকের নিকট তাহার দাবী লিখিয়া পাঠান; (খ) এই ২ বিষয় সম্বন্ধে ৫ ধারা অর্থাৎ যে মোকদ্দমা অথবা আরজীর মিয়াদের শেষ দিন আদালত বন্ধ হইবার দিনে পড়ে যে দিবস আদালত পুনর্ব্বার খুলিবে সেই দিবস পর্য্যন্ত তাহা গ্রাহ্য করা এবং মিয়াদ অতিবাহিত হইলে পর কোন মোকদ্দমার বা আরজী পুনর্ব্বিচার জন্য তাহা গৃহীত হওয়া, যখন আপিলাণ্ট অথবা আরজী প্র দানকারী আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারে যে উপযুক্ত সময়ে আপিল বা আরজী উপস্থিত না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে; এবং (গ) মিয়াদের সময় গণন বিষয়ক তৃতীয় খণ্ড।

১৮৫৯ সাল হইতে খাজানা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার বিশেষ তামাদি আইন।

১৬০। ১৮৫৯ সন হইতে খাজানা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার এক বিশেষ তামাদি আইন চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সাধারণ তামাদি আইন অর্থাৎ ১৮৭৭ সালের ১৫ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এই বিশেষ আইন কোন কোন বিষয়ে সাধারণ আইন হইতে বিভিন্ন ছিল:———যথা

যে যে বিষয়ে সাধারণ আইনের সহিত এই আইনের বিভিন্নতা।

(১) সাধারণ তামাদি আইনের বিধানের বিপরীতে এই নিয়ম ছিল যে যখন আদালতের বন্ধের দিনে কোন মোকদ্দমার মিয়াদ অতীত হইত, তখন কোন সময় কর্ত্তন করা হইত না এবং যে দিবস আদালত পুনর্ব্বার খুলিত সে দিবস মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারিত না।

(২) সাধারণ তামাদি আইনের বিধানের বিপরীত এই রূপ নিয়ম ছিল যে যখন কোন বাদী নালিসের এক হেতুমূলক অন্য একটী দেওয়ানী মোকদ্দমা উপযুক্ত যত্নের সহিত অন্য এক বিচারালয়ে চালাইত, অথবা অকপট বিশ্বাসের সহিত এমন এক আদালতে মোকদ্দমা করিত বিচারাধিপত্য না থাকায় অথবা ঐ প্রকার অন্য কোন কারণ বশতঃ যে আদালত উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে নিজে অসমর্থ হইতেন, তখন উক্ত কারণ জন্য সময়কর্ত্তন হইত না।

(৩) সাধারণ তামাদি আইনের বিধানের বিপরীতে এই রূপ নিয়ম ছিল যে আইন অনুযায়ী কোন প্রকার অক্ষমতা, অর্থাৎ অপ্রাপ্ত ব্যবহারতা, উম্মাদ, জড়তা থাকিলেও সময়কর্ত্তন হইত না;

(৪) সাধারণ তামাদি আইনের বিধানের বিপরীতে ইংলণ্ডীয় পঞ্জিকা অনুসারে সময় গণনা হইত;

(৫) যে তর্কের উপর পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব কয়েকটী স্থাপিত হইয়াছে, সেই তর্কানুসারে তামাদি আইনের যে বিধানক্রমে আপীল করার সময় গণনা বিষয়ে নিম্ন আদালতের ডিক্রী ও রায়ের নকল পাইতে যে সময় আবশ্যক, সে সময় কর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে বিধান খাজানার মোকদ্দমায় প্রয়োজিত হইত না; কিন্তু সদর আদালতের একটী সারকিউলার আজ্ঞা অনুসারে উক্ত সময় কর্ত্তন হইত।

১৬১। তামাদি আইনের ১৮৭১ সালের ৯ম) ৬ ধারার বিধান নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে;—যখন এতৎসংযুক্ত কোন তফসীলে অনুল্লিখিত কোন আইনদ্বারা (যে আইন ইংলণ্ডের শাসনাধীন ভারতবর্ষের কোন অংশে এখন বলবৎ আছে, অথবা ভবিষ্যতে বলবৎ হইবে,) কোন মোকদ্দমা আপীল অথবা আরজীর জন্য এই আইনদ্বারা নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ হইতে স্বতন্ত্র কোন প্রকার মিয়াদ বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে এই আইনের উল্লিখিত কোন কথাই উক্ত আইনের বিরোধী হইবে না। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন এবং ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ম আইন এই আইন সংযুক্ত তফসীলে উল্লিখিত নাই,—এবং তদনুসারে ইহা নিদ্ধারিত হইয়াছে যে ১৮৭১ সালের ৯ম আইনে উল্লিখিত কোন বিষয়ই উপরি উক্ত আইনের বিরোধী হয় নাই; অতএব ৯ম আইনে মিয়াদ গণনা বিষয়ে যে সকল নিয়ম আছে—তাহা খাজানার মোকদ্দমায় প্রযুক্ত অথবা তাহার বিরোধী হয় নাই। বর্ত্তমান মিয়াদ বিষয়ক আইনের (১৮৭৭ সালের ১৫শ) ৬ ধারা (যাহা ১৮৭১ সালের ৯ আইনের ৬ ধারার স্থানীয়) ভিন্ন ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে;—যথা, "ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কোন স্থানে বিশেষ কি স্থানীয় যে আইন এক্ষণে প্রবল আছে বা ভাবিকালে প্রচলিত হইবে, এমত কোন আইনে কোন মোকদ্দমা কি আপীল কি প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করিবার বিশেষ মিয়াদ নির্দ্ধারিত থাকিলে, এই আইনের কোন কথাদ্বারা ঐ নির্দ্ধারিত মিয়াদের ব্যতিক্রম কি পরিবর্ত্তন হবেবে না।" ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে (ইণ্ড. ল. রি, ৫ কলি, ১১০) যে ভাষা পরিবর্ত্তনের এই ফল হইয়াছে যে ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনক্রমে নির্দ্ধারিত সময় গণনার জন্য মিয়াদের নিয়মগুলি স্পষ্টই এই হেতুতে প্রয়োজিত হইতে পারে যে মিয়াদ গণনার জন্য যে নিয়ম নিদ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে মিয়াদ কালের সহিত কোন সম্পর্কই নাই যদি এই বিচারটীকেই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা যায় তবে বিশেষ উল্লেখ করিয়া বাকী খাজানার মোকদ্দমার প্রতি ৩য় অধ্যায় প্রয়োজিত করণ অনাবশ্যক, কারণ শীর্ষ লিখিত বিষয় দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে এই অধ্যায়ের সমস্তই, (অর্থাৎ ১২ হইতে ২৫ ধারা পর্য্যন্ত) "মিয়াদ গণন" বিষয়ক। যাহাহউক আমরা উক্ত বিচার অনুসরণ করিয়া স্পষ্ট কথায় বিধান করা অধিকতর সুবিধাজনক বোধ করিয়াছি। যথাযোগ্য বিবেচনার পর আমরা এই স্থির করিয়াছি যে অপারগতার স্থলে বাকী খাজানার মোকদ্দমায় সময়

দেওয়া উচিত নহে। আমরা বিবেচনা করি যে, অপ্রাপ্ত ব্যবহারাবস্থায় রায়তের নিকট খাজানা বাকী পড়িলে প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়া কোন ব্যক্তিকে রায়তের নামে উক্ত বাকী খাজানার জন্য নালিশ করিতে ক্ষমতা দেওয়া উচিত নহে; যে ঋণ কোন নিঃস্ব লোক বাৎসরিক উৎপন্ন সামগ্রী হইতে বৎসর বৎসর আদায় করিয়া থাকে তাহা এই রূপ বাকী পড়িতে দেওয়া উচিত নহে; এবং যদি কোন অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তির মহালের কার্য্যাধ্যক্ষ খাজানা প্রাপ্য হইলে তাহা উশুল করিতে অবহেলা করেন, তবে উক্ত অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তির এই প্রতিবিধানের ক্ষমতা থাকা উচিত যে তিনি উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারিবেন।

প্রজা ভূম্যধিকারীর পরস্পর অধিকার সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যে সময়ে ভূম্যধিকারী খাজানার জন্য প্রজার নামে নালিশ করিতে পারিবেন। সেই সময় গণনার বিষয়।

১৬২। আমরা বিধান করিয়াছি (৯৪) যে যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন মোকদ্দমার এই ফল হইবে যে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ আছে এবং ঐ মোকদ্দমার সময় ও ঐ প্রকার সম্বন্ধ ছিল এই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ মোকদ্দমা দ্বারা যে পর্য্যন্ত তাহাদের পরস্পরের অধিকার নিদ্ধারিত না হয় সে পর্য্যন্ত উক্ত ভূম্যধিকারী উক্ত প্রজার নামে খাজানার জন্য নালিস করিতে অসমর্থ থাকে, তখন উক্ত খাজানার জন্য নালিসের মিয়াদ উক্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তির দিন হইতে গণিত হইবেক এই নিয়মটী পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করা কঠিন সে জন্য আমাদের ইচ্ছা যে সকলে ইহা বিচার করিয়া দেখেন। এই নিয়ম যে যে মোকদ্দমায় প্রযুক্ত হইয়াছে সেই সেই মোকদ্দমার প্রতি দৃষ্টি করিলেই আমাদের উদ্দেশ্যটী অধিকতর বোধগম্য হইবে। রাণী স্বর্ণময়ী বাদিনী ও শশিমুখী বর্ম্মনী প্রভৃতি প্রতিবাদিনীর (১২ মুর ইণ্ড আপিল ২৪৪; এবং এস্ সি, ২ বি এল আর, পি সি ১০) মোকদ্দমার বিষয় এই ছিল——কোন জমিদার ১৮১৯ সনের ৮ম রেগুলেসন অনুসারে কোন পত্তনি তালুক নিলাম করিয়াছিল। তদনুসারে পত্তনিদারের স্বত্ব রহিত হইল এবং ক্রেতা দখল পাইল। তৎপর পত্তনীদার বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে নিলাম হয় নাই বলিয়া নিলাম রহিতের জন্য নালিস উত্থাপিত করিয়া কৃতকার্য্য হয় এবং ক্রেতা যত দিন দখল করিয়াছিল তত দিনের ওয়াসিলাৎ সহিত পত্তনী তালুক পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইল। অতঃপর জমিদার উক্ত সময়ের খাজানার জন্য পত্তনীদারের বিরুদ্ধে নালিস উত্থাপিত করে। ১৮৫৯ সনের ১০শ আইন অনুযায়ি তামাদির সময় কোন রূপান্তর না করিয়া প্রয়োগ করিলে উক্ত খাজানা তামাদি হইয়া যাইত। কিন্তু প্রিবি কৌন্‌সিল এই মত দিয়াছিলেন যে উক্ত খাজানা তামাদি হয় নাই—যে নিলাম রহিত হইয়া যখন ঐ খাজানা দিবার জন্য বাধ্যতা জন্মিল সেই সময় হইতে নালিসের অধিকার জন্মিয়াছে—যে পত্তনীদার পুনর্ব্বার দখল প্রাপ্ত হওয়ায় খাজানা আদায় করার বাধ্যতাসহ মহল পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছে—এবং যে বৎসর সে পুনর্ব্বার দখল প্রাপ্ত হইয়াছে সেই বৎসরই উক্ত বাকী খাজানা দেয় হইয়াছে বলিয়া অবশ্য বিবেচনা করা যাইবে। এইস্থলে দুইটী বিষয় বিবেচিত হইবে ১মতঃ যে পর্য্যন্ত পত্তনীদার অধিকার চ্যুত ছিল সে পর্য্যন্ত জমিদার খাজানার জন্য তাহার বিরুদ্ধে নালিস উত্থাপিত করিতে পারে নাই; ২য়তঃ যে সময়ের খাজানার জন্য জমিদার দাবী করে পত্তনীদার সে সময়ের ওয়াসিলাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মোকদ্দমা হইতে পরবর্ত্তী কয়েকটী মোকদ্দমার অবস্থা কিছু স্বতন্ত্র হইয়াছে, যাহাতে যদিও ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়াছেন ও উক্ত সম্বন্ধ রহিত করার চেষ্টা করিয়াছেন তথাপি প্রজা অধিকার চ্যুত হইয়াছিল না, সুতরাং উক্ত ভূম্যধিকারীর প্রজার নিকট খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। এই সকল মোকদ্দমায় যদিও একটী বিষয় বর্ত্তমান ছিল অর্থাৎ প্রজা কর্ত্তৃক জমির উপস্বত্ব গ্রহণ তথাপি অন্য বিষয়টীর অর্থাৎ ভূম্যধিকারীর নালিসের অসমর্থতা অভাব ছিল (আই, এল, আর, ৩ কলিকাতা ৬, ৭৯১, ৮১৭ দেখ।)

ডিক্রী ব্যতীত বাকী খাজানার জন্য সরাসর নিলাম। পত্তনী তালুকের রেগুলেসনের সমাবেশ।

১৬৩। আমরা এখন পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় অংশে হস্তক্ষেপ করিলাম, ইহাতে বিশেষনীয় আইন অর্থাৎ কার্য্যবিধি উল্লিখিত হইয়াছে। এই অংশের প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ পাণ্ডুলিপির ১৫শ অধ্যায়ে দখলী স্বত্ববান্ প্রজাদিগের অথবা তালুকদারদিগের অথবা পেটাও তালুকদারদিগের খাজানা যাহা টাকায় দেওয়া হয় তাহা বৃদ্ধি করার কার্য্য বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। জমাবৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করা উপলক্ষে আমরা এই বিষয় ইতিপূর্ব্বে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়াছি, কারণ পাণ্ডুলিপির শৃঙ্খলা অনুযায়ী বিবেচনা করা অপেক্ষা এইরূপ করাই আমাদিগের অধিকতর সুবিধাজনক বোধ হইয়াছে। ১৬শ অধ্যায়ে ডিক্রী ব্যতীত সরাসরি নিলাম দ্বারা কোন কোন স্থলে বাকী খাজানা আদায়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, এই অধ্যায়টী প্রকৃত পক্ষে ১৮১৯ সালের অর্থৎ পত্তনী রেগুলেসনের প্রতিলিপি মাত্র। ইহাতে যতদূর সম্ভব হইয়াছে রেগুলেসনের ভাষাই গৃহীত হইয়াছে, এবং সেই জন্যই এই অধ্যায়ের ভাষা পাণ্ডুলিপির অন্যান্য অংশের ভাষা হইতে কিছু ভিন্ন রকম হইয়াছে। বিষয় গুলির শৃঙ্খলা বিষয়ে কতক পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে, এবং উক্ত রেগুলেসন সম্বন্ধে যে সমস্ত সারবান্ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তির মর্ম্ম নিবদ্ধ করিয়া কতক নূতন বিষয় যোগ করা হইয়াছে। চলিত আইন অনুসারে রাজস্ব আদায়কারী মহালের অধিকারীরাই উক্ত কার্য্যবিধি অনুসারে চলিতে পারে, এবং পত্তনী তালুক ও অন্যান্য যে যে তালুক সৃজন সময়ে চুক্তি লিখিত প্রস্তাবানুসারে বাকী খাজানার জন্য তাহাদের উপর নিলামের অধিকার বিশেষরূপে রাখা হইয়াছে, সেই সেই তালুক সম্বন্ধেই উক্ত কার্য্যবিধি খাটিবে। এই কার্য্যবিধি অন্যান্য তালুকে অথবা পেটাও তালুকে এবং দখলী যোত পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা যাইতে পারে কি না এই প্রশ্নটী বিবেচনার যোগ্য।

এই কার্য্য বিধি অন্যান্য তালুক ও পেটাও তালুকপ্রভৃতিতে বিস্তৃত করার বিষয়।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ কতক পরিমানে বিস্তারকরা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকাংশেই উচ্চ শ্রেণীর ভূম্যধিকারীর হস্তে ব্যতীত অন্য কাহার হস্তে এই সরাসরী কার্য্যবিধি দেওয়ার বিরোধী। যে সমস্ত তালুকদারের প্রতি এই আইন কখন প্রযুক্ত হইতেছে, তাহারা সম্পন্ন লোক, সুতরাং তাহারা অন্যায়রূপে স্বত্বভ্রষ্ট হইলে, সেইস্বত্ব প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ। রাজস্ব আদায়কারী মহালের অধিকারিরা, যাহারা এই আইন অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে, তাহারা ধনী লোক, সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের ডিক্রী বলবৎ করা যাইতে পারে। ইহা প্রায় কখনই শুনা যায় না যে বাকী খাজানা প্রকৃত প্রস্তাবে দেওয়া হইলেও কোন তালুক সরাসরীমতে নিলামে উঠিয়াছে, এবং যে একমাত্র হেতুতে এই সকল নিলাম রহিত করিতে চেষ্টা করা হয় তাহা এই যে বিজ্ঞাপন প্রচারে (নুটিস জারিতে) অনিয়ম হইয়াছে। ইহা বলা যাইতে পারে

যে এই নুটিস জারির ভার, সচরাচরই সাধারণ লোকের হস্তে দেওয়া হয়, তাহারা কার্য্য করিতে সুচতুর নহে, এবং তাহারা যে অবৈধ লালসা হইতে মুক্ত তাহাও বোধ হয় না। এই সরাসরী নিলাম সকল যে পর্য্যন্ত জমিদারদের কার্য্য ও ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে সে পর্য্যন্ত বিবেচনা করিলে এমন কথা বলা যায় না যে এই কার্য্য বিধির অনুচিত ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু এই কার্য্যবিধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পণ করিয়া,—যে রায়তগণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা আইনের সাহায্য পাইবার অবস্থাপন্ন নহে, তাহাদের বিরুদ্ধে উহা প্রয়োগ করিবার অধিকার দিলে যে এই প্রকার সন্তোষজনক ফল ফলিবে তদ্বিষয়ে বলবৎ সন্দেহ।

১৬৪। রেগুলেসন অনুসারে—আমরা পাণ্ডুলিপিতে কান পরিবর্ত্তন করি নাই—এই সকল সরাসরী নিলাম বৎসরের মধ্যে দুই বার হইয়া থাকে, যথা জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ম এবং অগ্রহায়ন মাসের ১ম তারিখে। নিলামের আরজী ১লা বৈশাখ এবং ১লা কার্ত্তিক দেওয়া হইয়া থাকে। যদি ঐ সকল তারিখে আদালত ছুটী থাকে, তবে এমন কোন বিধান নাই যে যে দিবস আদালত খুলিবে, সেই দিবস আরজী দেওয়া যাইবে অথবা নিলাম হইবে। আমরা পাণ্ডুলিপিতে এই প্রকার কোন বিধান কারি নাই কারণ আমরা এমন কোন ঘটনা ঘটিতে দেখি নাই, অথবা আমাদিগকে কেহ জ্ঞাপন করে নাই, যাহাতে এইরূপ বিধানের অভাবে অপকার হইয়াছে। তথাচ আমরা এই বিষয়টী মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে অনুরোধ করিতেছি কেননা অমাদের অজ্ঞানিত এমন অনেক কারণ থাকিতে পারে যে জন্য উক্ত বিষয়ে একটী নির্দ্দিষ্ট বিধান করা আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইবে। পত্তনী রেগুলেসনের বিধানে আমরা এক মাত্র পরিবর্ত্তন কারিয়াছি এই যে যে তালুকদারের তালুক, খাজানা আদায় না করার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে নিলাম হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, উক্ত তালুকদার ঐ দিনের পূর্ব্বদিন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারিতে বাকী খাজানা আনামত করিতে পারিবে। প্রচলিত আইন অনুসারে কালেক্টর দুই স্থল ব্যতীত বাকী খাজানা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। যথা (১) যখন ঐ খাজানা আদায়ে অপারগ ব্যক্তি সরাসরি অনুসন্ধানের জন্য আরজী করিয়াছে (পাণ্ডুলিপির ১৩৭ ধারা দেখ); (২) যখন কোন পেটাও তালুকদার নিলাম হইলে তাহার পেটাও তালুক উঠিয়া যাইবে এই জন্য উক্ত নিলাম রহিত করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত টাকা আদায় করিতে ইচ্ছা করে (পাণ্ডুলিপির ১৩৮ ধারা দেখ)। এই দুই স্থলে বাকী খাজানার টাকা নিলামের দিবসে অথবা নিলামের সময়ের পূর্ব্বে যে কোন সময়ে আনামত করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ে এই রূপ ঘটিয়াছে যে এই দুই স্থল ব্যতীত অন্যান্য স্থলে ও কালেক্টরীতে টাকা আনামত করা হইয়াছে; এবং যে ব্যক্তি ঐরূপ আমানত করিয়াছে তাহার মনে এই বিশ্বাস হইয়াছে যে সে তালুকের নিলাম রহিত করিয়াছে, যদিও প্রকৃত পক্ষে তাহার ঐরূপ করা হয় নাই, কারণ ঐ টাকাটী তাহার ভূম্যধিকারীকে দেওয়া উচিত ছিল এবং তাহা না করিয়া কালেক্টরীতে তাহার আনামত রাখা আইন অনুসারে নিলাম প্রতি সেবক নহে। যে বিশেষ মোকদ্দমার বিষয় আমরা উল্লেখ করিলাম, সে মোকদ্দমায় তালুক নিলাম হইয়া গিয়াছিল এবং তালুকদারের অন্য কোন প্রতীকার ছিল না। এই প্রকারের সমূহ ক্ষতি নিবারণের অভিপ্রায়ে আমরা সকল স্থলেই কালেক্টরীতে বাকী খাজানা আনামত রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় এই বিষয় যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছি। অধিকন্তু যে একটী বিষয়ে সন্দেহ আছে সে বিষয়টী পরিষ্কার করিয়াছি এই বলিয়া যে পূর্ব্বোক্ত দুইটা স্থল ব্যতীত অন্যান্যস্থলে নিলামের পূর্ব্বদিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে টাকা ভূম্যধিকারীর নিকট দিতে হইবে অথবা কালেকটরীতে আমানত রাখিতে হইবে, এই রূপ না করিলে নিলাম স্থগিত বা নিবারণ থাকিবে না।

প্রযোগের অপরা ভিক্তর দিন ছুটীর দিন থাকিলে তৎপর কোন বিধান আবশ্যকীয় কি না।

নিলামের পূর্ব্ব দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বাকী খাজানা কালেকটরীতে আনামত করিতে পারিবেক।

১৬৫। ১৭শ অধ্যায়ে ভূম্যধিকারী ও তাঁহাদের প্রজাগণের কিম্বা এজেণ্টদিগের মধ্যে মোকদ্দমা সকলের কার্য্যবিধির বিশেষ নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে (১৪৭ ধারা) যে, এই পাণ্ডুলিপি যে যে স্থলে অন্যরূপ বিধান করিয়াছে সেই সেই স্থল ভিন্ন ভূম্যধিকারী ও তাঁহাদের প্রজা কিম্বা এজেণ্ট গণ মধ্যে অভিযোগের কারণ উপলক্ষে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে সেই সকল মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন খাটিবে; এবং (১৪৮ ধারা) এই সকল মোকদ্দমায় নালিশের হেতু সেই দেওয়ানী আদালতের অধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, যে দেওয়ানী আদালতের সেই জমির স্বত্বাস্বত্বের বিচারের অধিকার থাকিত যে জমির সম্বন্ধে বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে ভূম্যধিকারী এবং প্রজা অথবা এজেণ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। এই শেষোক্ত বিধান বর্ত্তমান আইনের লেখানুসারে বিহিত হইয়াছে। সরবরাকর এবং তশিলদারদিগের মোকদ্দমা করা কিম্বা তাহাদের প্রতিকুলে মোকদ্দমা উপস্থিত করার পক্ষে আমরা বর্ত্তমান বিধান রাখিয়াছি এবং কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন ম্যানেজারদিগের প্রতিও সেই বিধান বিস্তৃত করিয়াছি। কিন্তু আমরা বিধান করিয়াছি (১৪৯ ধারা) যে সভাসীন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সিক্রেটারির নামে অথবা যে ব্যক্তির অধিকার ভুক্ত উপরোক্ত মহাল আছে তাহার নামে এই সকল মোকদ্দমা চালাইতে হইবে। আমরা নায়েব ও গোমস্তা সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইনের বিধান রাখিয়াছি, যদি সেই নায়েব ও গোমস্তা বিশেষ রূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের মনিবদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেণ্টের ন্যায় কার্য্যকরে এবং যদিও উক্ত মনিবগণ আদালতের অধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করে। ভূম্যধিকারীদিগকে এই প্রকার কার্য্যের যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে আমরা তাহা যুক্তি যুক্ত মনে করি আমাদের বিবেচনার এবং সেই সুবিধা অপহৃত করা উচিত নয়। আবার আমরা ইহাও প্রজার পক্ষে বিধান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছি যে ঐ আইনানুসারে এই প্রকার নায়েব অথবা গোমস্তাকে কোন নোটিস দেওয়া অথবা তাহার নিকট কোন ফী কি টাকা দিবার প্রস্তাব তাহার মনিবের নিকট দেওয়া বা প্রস্তাব তুল্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে (১৫০ ধারা)

এই পাণ্ডুলিপি যে যে স্থলে অন্যরূপ বিধান করিয়াছেন সেই সেই স্থল ভিন্ন ভূম্যাধিকারী ও প্রজা কিম্বা এজেণ্ট মধ্যের মোকদ্দমায় দেওযাদী কার্য্য বিধি আইন খাটিবে।

সরবরাহকার এবং তহসিলদার।

বা প্রতিকূলে নায়েব এবং গোমস্তা।

১৬৬। যে সকল কারণ বশতঃ আমরা পাট্টা ও কবুলিয়ত দাবীর মোকদ্দমা উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে রায়তি স্বত্বে নিয়ম স্থির স্থির করিবার মোকদ্দমা করিতে বলিয়াছি সেই সকল কারণ আমরা (উপরে ৮ পারাগ্রাফ) পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভূম্যধিকারী হউক কিম্বা রায়ত হউক উভয়েই নিম্নলিখিত বিষয় সকল অথবা তাহার

রায়তীস্বত্বের নিয়মসাব্যস্ত করিবারমোকদ্দমা।

কোন একটী স্থির করিবার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারে ;—(ক) রায়তের ভোগাধীন জমীর পরিমাণ (খ) এই প্রকার জমীর জন্য বার্ষিক যত খাজানা দেয় ; (গ) কোন শ্রেণীর রায়ত (১৫৬ ধারা)। বাদীর আরজীতে ইহার প্রত্যেক বিষয় লেখা থাকিবে, যেহেতু মোকদ্দমার বাদ প্রতিবাদ করিবার কালে এবং কোন্ পক্ষের শিরে প্রমাণ ভার পড়িবে তাহা স্থির করিবার কালে উহা আবশ্যক হইয়া থাকে। আমরা বিধান করিয়াছি যে বাদী তাহার আরজীর লিখিত নালিশের বিষয় ঠিক প্রমাণ করিতে কৃতকার্য্য না হইলেই যে তাহার মোকদ্দমা ডিস‌মিস হইবে এমত নহে। বর্ত্তমান আইনানুসারে কবুলিয়তের দাবীর মোকদ্দমায় কবুলিয়তের ঠিক করার প্রণালীর প্রমাণের আবশ্যকতায় মোকদ্দমার কার্য্যকারিতা নষ্ট করিয়া থাকে, এবং আমাদের ইচ্ছা এই যে মফসল আদালতে এই ভ্রমযুক্ত ফল আর স্থায়ী না হয়। আরজীতে যেরূপ বর্ণনাই থাকুক না কেন, আদালত রায়তী স্বত্ব ঘটিত প্রকৃত অবস্থা কি তাহা স্থির করিয়া নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হইবেন।

খাজানা অনাদায়ে উচ্ছেদের কথা।

১৬৭। বাকী খাজানার মোকদ্দমায় অথবা যে বাকী খাজানায় ডিক্রী জারী হয় নাই সেই ডিক্রীর কারণে উচ্ছেদের দাবী করিবার বিধান, এবং বাকী খাজানার ডিক্রীর টাকা ১৫ দিনের মধ্যে আদায় হইলে উচ্ছেদ রহিত করা সম্বন্ধীয় বিধান বর্ত্তমান আইন হইতে গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু আমরা নিষ্পত্তিকৃত মোকদ্দমার ফলানুসারে দুইটী ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছি ; ১ম, যদি পাট্টায় এইরূপ কোন সর্ত্ত লেখা থাকে যে খাজানা আদায়ের এক কিম্বা একাধিক কিস্তি খেলাপ করিলে অথবা খাজানা আদায় সম্পর্কে অন্য কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে ১৫ দিবসের নিয়ম খাটিবে না তথাচ ডিক্রীমত খাতক ঐ ১৫ দিবস নিয়মের ফল পাইবে ; ২ য়, যদি প্রথম ডিক্রী আপীলে বা পুনর্বিচারে পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত হয় তবে এই ১৫ দিন আপীল কিম্বা পুনর্বিচারের নিষ্পত্তির তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে ; কিন্তু যদি ঐ রূপে পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত না হয়, তবে প্রথম ডিক্রীর তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে (১৫২ ধারা)। কোন কোন উচ্ছেদের মোকদ্দমায় অগৌণে ডিক্রীজারী সম্বন্ধে এবং এইরূপ মোকদ্দমায় আপীল উপস্থিত থাকিলে উচ্ছেদ স্থগিত না থাকা সম্বন্ধে (১৫৫ এবং ১৫৬ ধারা) আমরা বর্ত্তমান আইনের বিধান রাখিয়াছি।

কোন্ কোন্ আদালতে খাজানা কমী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

১৬৮। ২৫ ধারার বিধান মতে দখলী স্বত্ববান রায়ত খাজানা কম পাইতে পারে ; এবং ৩১ ধারার বিধান মতে যে রায়ত তিন বৎসরের অধিক কিন্তু বার বৎসরের কম ভোগ করিয়াছে সে খাজানা কমাইবার দাবী করিতে পারে। আমরা বিধান করিয়াছি (১৫৩ ধারা) যে, উপরোক্ত দুই শ্রেণীর রায়তেরা অর্থাৎ যে রায়তেরা তিন বৎসরের অধিক ভোগবান্ আছে তাহারা খাজানা কমির মোকদ্দমা নিম্নলিখিত স্থানে উপস্থিত করিতে পারে (ক) যখন ২৫ ধারার বিশেষ উল্লিখিত ১ম ও ২য় হেতুবাদে খাজানা কমির দাবী করে দেওয়ানী আদালতে কিম্বা কালেক্টরের নিকট ; (খ) যখন উক্ত ধারার ৩য় হেতুবাদে খাজানা কমী দাবী করে কেবল কালেক্টরের নিকট ; কিন্তু কালেক্টরের নিকট এমন কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না, যদি অন্ততঃ ১০ রায়ত একযোগে উপস্থিত না করে। যাহারা একভূম্যধিকারীকে খাজানা দেয়, তাহাদের যোত বিভিন্ন হউক না কেন, এমন ১০ জন কিম্বা তদধিক সংখ্যক রায়তকে একযোগে খাজানা কমীর জন্য নালিশ করিতে ক্ষমতাপন্ন করিলাম। এই সকল বিধান খাজানা বৃদ্ধি সম্পর্কীয় বিধান সকলের পক্ষান্তর মাত্র। যখন উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস বশতঃ কিম্বা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস বশতঃ খাজানা কমী প্রার্থনা করা যায়, যে কারণ বশতঃ ইহা ঘটে তাহাতে কতক গুলি লোককে ব্যাপে সুতরাং কতকগুলি মোকদ্দমা একত্রে বিচার করিলে বিচারের উৎকর্ষ এবং বিচার আদালতের কার্য্যকারিকা শক্তির পরিমিত ব্যয়িতা লাভ করা হয়। সকল অবস্থায়ই তালুকদার, পেটাও‌তালুকদার এবং কিম্বা সকল রায়তে নির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা দেয় তাহাদের কর্ত্তৃক মোদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে। ১৫ অধ্যায়ের বিধান যতদূর খাটে তদনুসারে কালেক্টরের নিকট খাজানা কমীর মোকদ্দমার বিচার হইবে। দেওয়ানী আদালতে খাজানার মোকদ্দমা সকলের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধান অনুসারে বিচার হইবে।

ডিক্রী জারী কখন কোন্ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অথবা তাহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে হইতে পারে।

১৬৯। আমরা প্রচলিত আইনের এই বিধান অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছি (১৬৪ ধারা) যে ডিক্রী জারির পরওয়ানা এক সময়ে কোন ব্যক্তির এবং তাহার সম্পত্তির বিরুদ্ধে বাহির হইতে পারিবেক না, কিন্তু ডিক্রীজারীর পরওয়ানা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তালুক, পেটাওতালুক, অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত অবশ্যই নীলাম হইবে এই নিয়ম বজায় রাখিয়া আমরা অস্থাবর অথবা স্থাবর অথবা উভয় সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারির অনুমতি দিয়াছি ; ইহা দ্বারা দায়িকের অস্থাবর সম্পত্তির উপর জারি করিয়া পরিশোধ সম্ভব না থাকিলে কেবল স্থাবর সম্পত্তির উপর জারি হইবে এই প্রচলিত নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এই বিধানের প্রথমাংশের উদ্দেশ্য উৎপীড়ন রহিত করা, বিশেষতঃ রায়তদিগের সম্বন্ধে তাহারা দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ থাকিলে চাষ কার্য্য করিতে পারে না। যদি তাহাদের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি থাকে যদ্দ্বারা ডিক্রী পরিশোধ হইতে পারে, এমন অবস্থায় তাহাদিগকে জেলে দেওয়ায় কোন অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয় না, সুতরাং তাহা কদাচিৎ কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। যদি তাহাদের এমন কোন সম্পত্তি থাকে যাহা তাহারা গোপন করিয়াছে, তবে করাবাস হইলে তাহারা কখন ২ বন্দোবস্ত করিয়া ফেলে। যদি তাহাদের কোন সম্পত্তি না থাকে, তবে কারারুদ্ধ হইলে তাহারা দেউলে প্রচারিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারে। দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, অন্যান্য ডিক্রীমত মহাজন ও খাজানার ডিক্রীমত মহাজনের মধ্যে কি জন্য তারতম্য করা হয়, এবং কি জন্য শেষোক্ত মহাজনকে স্থাবর ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তির উপর ক্ষমতা দেওয়া হয় না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

১৭০। আমরা আপীল সম্পর্কীয় আইন অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছি, এবং তৎসম্বন্ধে এই বলিয়াছি যে পাণ্ডুলিপি লিখিত কোন বিধানই ১৮৫৯ সনের ১০ আইন নির্দ্ধারিত আপীল বিষয়ক বিধান পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, অর্থাৎ

জিলার জজ অথবা আডিশ্যনাল জজ প্রথমাবস্থারই হউক অথবা আপিলমুখেই হউক যে মোকদ্দমার মূল্য এক শত টাকার অতিরিক্ত নহে অথবা যে মোকদ্দমায় বিবাদীয় সম্পত্তির মূল্য এক শত টাকার অতিরিক্ত নহে, এমন কোন মোকদ্দমার বিচারও নিষ্পত্তি করিলে এবং তাহাতে রায়ত বা প্রজার খাজানার বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন অথবা বিরোধী পক্ষদ্বয় মধ্যে ভূমির স্বত্ব অথবা ভূমিতে স্বার্থ সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের মীমাংসা না হইয়া থাকিলে উক্ত নিষ্পত্তির উপর আর আপীল হইতে পারিবেক না (১৫৭ ধারা)। এই বিধানের যে কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন আমাদের তাহা মত নহে; এবং আমরা ১৮৬৯ সনের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১০২ ধারা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। হাই কোর্টের ফুলবেঞ্চ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উক্ত বিধান প্রণয়ন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতার বহির্ভূত নহে (ইণ্ড, ল, রি, ৩ কলি, ১৫১)। "অথবা আডিশ্যনল জজ" এই কথা কয়েকটী হাইকোর্টের যে একটী নিষ্পত্তি আছে যে জিলার জজ এবং আডিশ্যনাল জজ ঐ প্রকার আপিল সম্পর্কে একি অবস্থাপন্ন এই নিষ্পত্তি অনুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে (১৩ বঙ্গ, ল, র, ৩৭৩)।

মোকদ্দমার মূল্য এক শত টাকার অধিক না হইলে, এবং স্বত্ব সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে জজ কি আডিশ্যনাল জজের নিষ্পত্তির উপর আপিল হইতে পারিবে না।

১৭১। টাকা, হিসাব কিম্বা কাগজপত্রের নিমিত্তে কর্ম্মকারকগণের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার বিষয়ক আইনে কএকটি বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়াছি। প্রথমতঃ আমরা এই সকল বিধানের মধ্যে যাহারা প্রজাগণের নিকট খাজানা তহসিল করে কেবল তাহাদিগকে এমত নহে যাহারা এই প্রকার সংগৃহীত খাজানা বুঝিয়া লইয়া ভূম্যধিকারীর নিকট হিসাব দেয় তাহাদিগকেও ভুক্ত করিয়াছি। বড় বড় মহালে সচরাচর দেখা যায় যে এক শ্রেণীর আমলারা মফঃস্বলে খাজানা আদায় করে এবং অন্য এক শ্রেণীর আমলারা সদর মোকামে থাকিয়া হিসাব পত্রাদি রাখে এবং পূর্ব্বোক্ত তহসিলী কর্ম্মচারী হইতে খাজানা গ্রহণ করিয়া আবশ্যকমত খরচা দেওয়ার জন্য খাজানা খানায় দেয়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর কর্ম্মকারকের উপর বর্ত্তমান আইনের এই বিশেষ বিধান প্রযুক্ত হয় কি না, সন্দেহ আছে। আমরা সেই সন্দেহ দূরীকরণ ইচ্ছায় এই বিধান ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক নিযুক্ত যে ব্যক্তিরা খাজানা তহসিল করে, যাহারা উক্ত তহসিলী খাজানা গ্রহণ করে এবং যাহারা ভূমি সংক্রান্তকার্য্য নির্ব্বাহ করে এই তিন শ্রেণীর লোকের উপরই খাটিবে নিয়ম করিয়াছি। বর্ত্তমান আইনে হিসাব দেওয়ার মোকদ্দমার কথার উল্লেখ আছে কিন্তু ইহার অর্থ কি বুঝা সুকঠিন কোন কোন স্থলে দেওয়ানী বিচারকগণ জমা ওয়াসীল বাকী, বাকী জায় প্রভৃতি কতকগুলি হিসাবের কাগজপত্র হাতে হাতে বুঝাইয়া দিলেই ডিক্রী দেওয়ার উপযুক্ত কারণ বিবেচনা করেন, এবং যদি এই সকলহিসাবপত্র আদালতে দাখিল করা হয়, তাহা হইলে ডিক্রীর যথেষ্ট কার্য্য হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। তৎপর ভূম্যধিকার যে উপায়ে হউক, উহার শুদ্ধাশুদ্ধের বিষয় নিজে বুঝিয়া লইবেন; যদি অশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, শুদ্ধ হিসাব অনুসারে তাঁহার নিকট যে টাকা দেয় হয়, তজ্জন্য তিনি আবার নালিশ উপস্থিত করিতে পারেন। ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে প্রতীকারলাভার্থ এ উপায়টি অত্যন্ত অসন্তোষজনক। অন্য অন্য স্থলে মকদ্দমার দাবী একটী কল্পিত সংখ্যক, যথা ৫০০ টাকা ধরা হয়; এবং হয় হিসাবপত্র দেওয়ার জন্য নতুবা এই টাকার জন্য ডিক্রী হইয়া থাকে, প্রাপ্য কিনা শুদ্ধ হিসাব অনুসারে এই সংখ্যক টাকা কর্ম্মকারকের স্থানে প্রকৃতপক্ষে ইহা নির্দ্ধারণ করিতে কোন চেষ্টা করা হয় না।

টাকা, হিসাব অথবা অন্যান্য কাগজ পত্রের নিমিত্তে কর্ম্মকারকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। আইন সর্ব্বপ্রকার কারকের কর্ম্মকারকের উপর প্রযুজ্য।

বর্ত্তমান আইনের বিহিত প্রতীকার সন্তোষজনক নহে।

১৭২। আমরা প্রতীকারটিকে সহজ এবং কার্য্যকর করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমরা বিবেচনা করি এমন দুই প্রকার স্থল আছে যাহাতে প্রতীকার সম্ভাবিত—প্রথমতঃ যে স্থলে ভূম্যধিকারী অবগত আছেন যে কত টাকা অথবা বিশেষ কি হিসাব বা অন্য কাগজপত্র তাঁহার কর্ম্মকারক তাঁহাকে দিতে বাধ্য; দ্বিতীয়তঃ, যে স্থলে কর্ম্মকারক হিসাব না দেওয়ায় ভূম্যধিকারী বলিতে পারিতেছেন না কত টাকা আদায় হইয়াছে, এবং কত টাকার জন্য হিসাব দিতে হইবে। যে স্থানে অল্পসংখ্যক প্রজা অধিক টাকা খাজানা দিয়া থাকে, সেই স্থলে সহজেই প্রথমোক্ত ব্যাপার ঘটিতে পারে। ভূম্যধিকারী জানিয়া থাকেন রায়তী জমির কোন্ কাগজপত্র তাঁহার কর্ম্মকারকের হস্তে রহিয়াছে, এবং প্রজারা কর্ম্মকাকের নিকট কত টাকা দিয়াছে তাহা তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অতি সহজেই জানিতে পারেন। যে স্থানে অধিকসংখ্যক ক্ষুদ্র ২ প্রজা অল্প টাকা খাজানা দিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হিসাবের প্রকৃত অবস্থা স্থির করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে, তখন শেষোক্ত বিষয়টি সহজেই ঘটিয়া থাকে। অনেক স্থলে নিরক্ষর প্রজা নিজের হিসাবপত্রের বিষয় কিছুই জানে না এবং সম্পূর্ণ রূপে জমীদারের আমলা এবং তাহাদের হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অনেক সময়ে আদায় উসুলের খরচার ভার কর্ম্মকারকের হস্তে দেওয়া হয়, এবং যে পর্য্যন্ত এই সমস্ত খরচার হিসাব পরিষ্কার না করা হয়, কর্ম্মকারকের নিকট ভূম্যধিকারীর কত প্রাপ্য তাহা স্থির করা যাইতে পারে না। প্রথমোক্ত স্থলে ভূম্যধিকারী তাঁহার কর্ম্মকারকের নিকট যত টাকা এবং যে হিসাব অথবা কাগজপত্র দাবী করেন, তাহার একটী বিবরণ তাঁহার আরজীর মধ্যে লিখিয়া দিতে হইবে।

দুইটী স্থলের জন্য প্রতীকার বিধান
(১) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কত টাকা এবং কিরূপ দলীল পত্র পাইতে পারেন তদ্বিষয় অবগত আছেন।
(২) যে স্থলে কর্ম্মকারক হিসাব পত্র না দেওয়া হেতুক ভূম্যধিকারী উক্ত বিষয় গুলি অবগত হইতে পারেন না।

প্রথমোক্ত স্থলের কার্য্যপ্রণালী।

১৭৩। দ্বিতীয় স্থলটী পূর্ব্বের ন্যায় সরল নহে। আমরা এই স্থলে বিধান করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী তাঁহার আরজীর মধ্যে লিখিয়া দেন যে তাঁহার কর্ম্মকারক উপযুক্ত হিসাব দিতে অবহেলা বা অস্বীকার করায় ঐ কর্ম্মকারকের হস্তে কত টাকা, কি কি কাগজপত্র, কি কি বৌচর, অথবা অন্যান্য কি কি দলীলপত্র আছে, তাহা তিনি (উক্ত ভূম্যধিকারী) নিশ্চয়রূপ বলিতে অসমর্থ, এবং আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করেন, যে আদালত উক্ত কর্ম্মকারকের নিকট হিসাব গ্রহণ করেন এবং উক্ত হিসাব দৃষ্টে যদি বাদীকে দেয় কোন টাকা থাকে তাহা দিতে, এবং তাহার হাতে যে সকল কাগজপত্র, বৌচের অথবা দলীল থাকে, তাহা অর্পণ করিতে ডিক্রী দেন (১৬১ ধারা)। এই আরজী দাখিল করিলে, প্রতিবাদী যে সকল টাকা উসুল ও খরচ করিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ এবং সন্তোষজনক হিসাব কেন দাখিল করিবে না, এবং তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার সময় যে যে কাগজপত্র, বৌচর অথবা দলীলপত্র তাহার হস্তে আসিয়াছে পারে, তাহা সে কি জন্য ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পণ করিবে না; তাহার কারণ দর্শাইতে তাহার প্রতি সমন জারি হইবে (১৬২ ধারা)। যদি প্রতিবাদী, উক্ত হিসাব কি জন্য দাখিল করিবে না এই বিষয়ে কোন প্রকার কারণ দর্শাইতে অসমর্থ হয়, অথবা যে কারণ দর্শায়, তাহা আদালতের মতে পর্য্যাপ্ত

দ্বিতীয় স্থলের কার্য্যপ্রণালী।

না হয়, তাহাহইলে আদালত তাহাকে উক্ত হিসাব আদালতে দাখিল করিতে আদেশ করিবেন এবং যে দিনে ব যাহার পূর্ব্বে তাহাকে ঐ হিসাব দাখিল করিতে হইবে এমত একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। এই আদেশ অমান্য করিলে কারাবাসের আজ্ঞা অথবা সম্পত্তি ক্রোক অথবা এই উভয়দ্বারা তাহা বলবৎ করা যাইতে পারিবে (১৬৩ ধারা)। প্রতিবাদী হিসাব দাখিল করিলে বাদীকে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং ঐ সম্বন্ধে তাহার কোন আপত্তি উপস্থিত হইলে, তাহা করিতে, উপযক্ত সময় দেওয়া যাইবে। তৎপর আদালত উক্ত আপত্তি শুনিবার এবং মীমাংসা করিবার জন্য একটী দিন স্থির করিবেন, এবং তদনুসারে ডিক্রী দিবেন।

খাজানার মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিধি—সরাসরী নামে খ্যাত কার্য্যবিধির ভাযনক ফল।

১৭৪। আমরা এক্ষণে ১৮শ অধ্যায়ে উপনীত হইলাম, ইহাতে খাজানার মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমাদের সাধ্যানুসারে সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিধি নির্ণয় করিয়াছি। যদি কাহারও মতে এই কার্য্যবিধি তাঁহাদের আশানুরূপ সংক্ষিপ্ত না হইয়া থাকে এবং এ জন্য এই রূপ কার্য্যবিধি আপত্তি জনক হয় তবে প্রত্যুত্তরে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, বিচারের সংক্ষিপ্ত প্রণালী অত্যন্ত ভয়াবহ এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সুবিচার করিতে হইলে, সত্য বাহির করিয়া লইতে হইবে; এবং সেই সত্য বাহির করিয়া লওয়া, বিশেষতঃ এই দেশে এবং নানা কারণে, সে সকল কারণ এ স্থানে সবিস্তরে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই) অল্প সময় ও সহিষ্ণুতার কার্য্য নহে। কোন পক্ষের অনুকূলে যথেচ্ছ ও অস্বাভাবিক অনুমান দ্বারা বিচার সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্য্যের সংক্ষেপ করিবার চেষ্টাকরিলে জজের প্রমাণ দাখিল না করিতে দিয়া দ্রুত নিষ্পত্তিতে উপনীত হইতে পারেন বটে, কিন্তু আমরা তাহা নিরাপদ ও উন্নতা বিধান মনে করি না। এইদেশের গত অর্দ্ধশতাব্দির বিচার কার্য্যের ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে যে লোকের স্বত্ব সম্বন্ধে দ্রুত ও অসতর্ক ভাবে বিচার করিবার পদ্ধতি ক্রমশঃই পরিত্যক্ত হইয়াছে; উক্ত পদ্ধতির এইফল হইত যে পরাজিত ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তি অন্যায় কার্য্য প্রণালী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলেও নিয়মিত মোকদ্দমা (বেঙ্গলার "সূট") দ্বারা স্বত্ব সাব্যস্ত করণ ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। প্রমাণের ভার যুক্তিযুক্ত রূপে তাহার শত্রুর শিরে না পড়িয়া, তাহার শিরে পড়ায় ভবিষ্যৎ কৃতকার্য্যতার লাভের ও সম্ভাবনা ছিল না। উক্ত পদ্ধতিতে সুবিচার না হইয়া কেবল বল পূর্ব্বক মোকদ্দমা দমনকরা হইত, সুতরাং উহা রহিত করা যে সুবুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে ইহা আমরা স্বীকার করি; যে সরাসরী কার্য্যপ্রণালীতে ঐ পদ্ধতির আংশিক পুনরুত্থাপনেরও সম্ভব খাজানার মোকদ্দমায় তাহার প্রচালন আমরা অনুমোদন করিতে পারি না।

যে যে শ্রেণীর মোকদ্দমায় নূতন কার্য্যপ্রণালী প্রযোগ করা যাইবে।

১৭৫। পক্ষান্তরে আমাদের বিবেচনায় খাজানার মোকদ্দমার এমত কয়েক শ্রেণীর মোকদ্দমা আছে যে সকল মোকদ্দমার উচিত বিচার, সাধারণ দেওয়ানী মোকদ্দমার যে প্রচলিত বিস্তারিত আইন আছে, তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত কার্য্য প্রণালী দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। আমরা এইরূপ প্রণালী ব্যবস্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছি। যেং শ্রেণীর মোকদ্দমায় এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যপ্রণালী প্রযোগে সুবিধা হইতে পারে তাহা নিম্নে বর্ণন করা যাইতেছে;—

(১) বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা;

(২) উচ্ছেদের মোকদ্দমা;

(৩) জমী দখল প্রাপ্তির মোকদ্দমা;

(৪) খাজানা ও অন্যায় কর বেআইনীমতে আদায় করাব জন্য অথবা রসীদ দিতে অস্বীকার করার জন্য ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা;

(৫) তালুক, পেটাওতালুক কিম্বা দখলীস্বত্বের যোতের উত্তরাধিকারিত্ব কিম্বা হস্তান্তর করণ রেজেষ্টরী করিতে বাধ্য করার মোকদ্দমা।

দেওয়ানী কার্য্যবিধির যে যে অংশ খাটিবে।

১৭৬। দেওয়ানী কার্য্যবিধি এবং উপরোক্ত খাজানাব মোকদ্দমার জন্য প্রস্তাবিত কার্য্য বিধির মধ্যে বিভিন্নতার বিষয়গুলি অর্থাৎ যে যে বিষয়ে পূর্ব্বের কার্য্যবিধি সংক্ষিপ্ত করা গিয়াছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল;—

প্রথমতঃ—দেওয়ানী কার্য্যবিধিব পশ্চাৎ লিখিত অংশ সমুহ খাজানাব মোকদ্দমায় মোটেই আবশ্যক করিবে না, যথা, সন্ধান, পরিদর্শন, প্রশ্নপত্র এবং আফিডেবিট সম্বন্ধীয় ধারা সকল; খরচার জন্য জামিন সম্বন্ধীয় ৩৮০—৩৮২ ধারা; পাপরদের মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় ৪০১—৪১৫ ধারা; বিদেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা এবং বিদেশীয় কিম্বা দেশীয় রাজাদিগের কর্ত্তৃক কিম্বা তাঁহাদের প্রতিকূলে মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় ৪৩০—৪৩৪ ধারা; বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় ৪৭০—৪৭৬ ধারা;—গ্রাহক সম্বন্ধীয় ৫০৩—৫০৫ ধারা; মধ্যস্থ সম্বন্ধীয় ৫০৬—৫২৬ ধারা; উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধীয় ৫২৭—৫৩১ ধারা; ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শন পত্র সম্বন্ধীয় ৫৩২—৫৩৮ ধারা; এবং সাধারণের হিতার্থ দরখস্ত সম্বন্ধীয় ৫৩৯ ধারা।

চূড়ান্ত বিচারের জন্য সমন হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—যে মোকদ্দমার প্রথম বিচারের দিবসে সচরাচর নিষ্পত্তি হয় তাহার চূড়ান্ত বিচার জন্য সকল মোকদ্দমারই সমন হইবে—(১৭৩ ধারা)। যে যে মোকদ্দমা স্থগিত রাখা বিধেয় সেই সেই মোকদ্দমার জন্য সূক্ষ্ম নিয়ম করিয়াছি—(১৮৮ ধারা।) কোন কোন স্থলে মোকদ্দমা স্থগিত রাখা অস্বীকার করিলে বিচার অস্বীকার করার তুল্য হইবে কিন্তু এইরূপ স্থল অতি বিরল; এবং যদি নিম্ন আদালত সকল তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন এবং জেলার জজেরা তাঁহারা করেন কি না দৃষ্টি রাখেন; তবে আমাদের এই বিশ্বাস যে শতকরা ৯০র অধিক খাজানার মোকদ্দমার প্রথম বিচারে উপযুক্তরূপ নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক।

তৃতীয়তঃ—প্রতিবাদী ইচ্ছা করিলে প্রতিবাদের লিখিত বর্ণনা দাখিল করিতে পারিবেক কিন্তু অন্য কোন লিখিত উত্তর প্রত্যুত্তরের আবশ্যকতা নাই (১৮৪ ধারা।)

চতুর্থতঃ—আমরা বিধান করিয়াছি (১৯০ ধারা) যে, আদালত শুনানির দিনে প্রত্যেক পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্থির করিবেন যে অপর পক্ষে যে দলীল দাখিল করে এবং যাহা বলে তাহা সে স্বীকার করে কি না, এবং এই স্বীকার কিম্বা অস্বীকার তিনি লিপিবদ্ধ করিবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, অনেক স্থলে যে পরিমাণে প্রমাণ লওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে, এই প্রণালীতে তাহা অনেকাংশে কমিবে এবং কোন২ স্থলে একেবারে প্রমাণ না লইলেও চলিবে। অনেক স্থলে নিম্ন শ্রেণীর দেওয়ানী বিচারকেরা মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় উভয় পক্ষের হস্তে মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রায় লিখিবার কালে বিশেষ মনোযোগ করেন। প্রথম অবস্থায় যে সকল বৃত্তান্ত ও দলীল অবলীলাক্রমে স্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা পক্ষদ্বয় ঐ সকল বৃত্তান্ত ও দলীল পত্রের দোষগুণ বুঝিয়া, তর্ক বিতর্কে উত্তেজিত হইয়া, ধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য-মোক্তারগণ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া এবং যে উপায়েই হউক না কেন কেবল জয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া জেদ করিয়া অস্বীকার করিয়া থাকে। এই প্রকারে আদালতের কার্য্য-প্রণালীর বিলম্ব ঘটে এবং আদালতের সময় অনাবশ্যক প্রমাণ লইতে বৃথা নষ্ট হয়।

লিখিত উত্তর প্রত্যুত্তর নিষ্প্রয়োজন।

বিরোধীয় বৃত্তান্ত ও দলীল পত্রের স্বত্ত্বর ও কার্য্যকর নির্দ্ধারণ।

পঞ্চমতঃ—আমরা প্রমাণের মর্ম্মপত্র রাখিবার জন্য বিধান করিয়াছি (১৯২ ধারা।) এই পত্রে যাহা বলা হয় তাহার তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম থাকিবে কিন্তু দেওয়ানী কার্য্য বিধির বিধান অনুসারে আপীল যোগ্য মোকদ্দমায় যে প্রকার সাক্ষীর জবানবন্দী সমুদয় লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম আছে সেই প্রকার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইলে যেরূপ সময় লাগিত তদপেক্ষা অনেক কম সময় লাগিবে। কোন বিশেষ প্রশ্ন কিম্বা উত্তর জজ উচিত বিবেচনা করিলে, লিখিয়া রাখিতে পারেন। (১৯৩ ধারা)

জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করার সংক্ষেপ উপায়

ষষ্ঠতঃ—আমরা বিধান করিয়াছি (১৬৯ ধারা) যে কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার মূল বিষয় সম্বন্ধে বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিকূলে দাওয়া উত্থাপন করিলে আদালত তাহাকে কোন পক্ষ বলিয়া গণ্য করিবেন না। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমার কোন পক্ষের সহিত উক্ত ব্যক্তির স্বত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন উঠিলে এবং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক বোধ হইলে উক্ত পক্ষদ্বয়ের মোকদ্দমার ন্যায় আদালত তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারেন। স্বত্ত্ব সাব্যস্তের জটিল প্রশ্ন উত্থাপন এবং সেই প্রশ্নের চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত নিষ্পত্তি উপলক্ষে যে বিলম্ব হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা খাজানার মোকদ্দমায় অধিকতর বিলম্ব হইবার এমন আর কোন কারণ নাই। এই প্রকারে অল্প কয়েক টাকা খাজানা আদায়ের মোকদ্দমায় সহস্র টাকা মূল্যের সম্পত্তির স্বত্ত্বাস্বত্ত্বের বিষয় উপস্থিত হইতে পারে, উহাতে ষ্ট্যাম্প রাজস্বের হানি করে। ফলতঃ ইহা কখন২ ঘটে যে খাজানার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে এইরূপ প্রশ্নের নিষ্পত্তি প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। যে যে স্থলে এই রূপ ঘটনা হয় তখন এইরূপ বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, কিন্তু এইরূপ নিষ্পত্তি দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধান অনুসারে সেই বিষয়ের স্বতন্ত্র রীতিমত বিচারের বাধা বিরোধী হইবেক না।—(২২৩ ধারা)

স্বত্ত্বাস্বত্ত্বের কঠিন প্রশ্নের উপেক্ষা।

সপ্তমতঃ—যে মোকদ্দমার দাবী ১০৲ টাকার অতিরিক্ত নহে এবং যে মোকদ্দমায় জমা বৃদ্ধি অথবা জমা পরিবর্ত্তনের অধিকার সম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই এমন বাকী খাজানার মোকদ্দমার আপীল না হয়, আমরা প্রস্তাব করি।

আপীলের মিয়াদ।

১৭৭। শেষোক্ত বিষয়ে আমাদিগের মত এই যে বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত ক্ষুদ্র মোকদ্দমা সম্পর্কে আপীল করিবার স্বত্ত্ব হরণ করিলে কোন হানি হইতে পারে না। আপীল সম্বন্ধে লোকের মনের ভাব ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত সমূহের চূড়ান্ত বিচারাধিপত্য থাকার বিষয়ে সাধারণের যে বিদ্বেষ আছে তাহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি বলিয়াই সে শ্রেণীর মোকদ্দমায় আপীল করিবার স্বত্ত্ব হরণের প্রস্তাব করিতেছি তৎসম্পর্কে দুইটি রক্ষার উপায় বিধান করিলাম। প্রথমতঃ যে কর্ম্মচারীরা মনোনীত হইয়া শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব হইতে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন কেবল তাঁহাদিগেরই এই চূড়ান্ত বিচারাধিপত্য থাকিবে, ও দ্বিতীয়তঃ জিলার জজ সাহেবদের প্রতি পুনরালোচনা করিবার ক্ষমতা প্রদান করা যাইতেছে। তাঁহারা কার্য্যপ্রণালী কি নিষ্পত্তিগত কোন গুরুতর দোষ কি রীতি বৈপরীত্য ঘটাতে বিচারের হানি হইয়াছে ইহা জ্ঞানবোধ মতে বুঝিলেই এই ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবেন।

যে রক্ষার উপায় থাকাতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আপীল করিবার স্বত্ত্ব হরণ করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে।

১৭৮। ১৮৭৯ সালের ১২ আইন দ্বারা সংশোধিত দেওয়ানী কার্য্য বিধান আইনে ৬৬৩ ধারা আছে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত ৩৯৩ টি ধারা খাজানার মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তান গিয়াছে; ১৩, ১৯, ২৫, ২৭, ৩২,৩৬-৪১, ৪৫,৪৯, ৫২-৫৭,৫৯, ৬০,৬২-৬৩.৬৬ ৬৭.৬৯.৭২,৭৩.৭৪,৭৭ ৮৮, ৯১-১০৩,১০৫-১০৯.১১১, ১৩৭-১৪৪,১৫৭-১৬৯ ১৭৮ ১৭৩-১৭৮-১৮৬.১৮৮.১৯১.১৯৩, ১৯৯-২০৩,২০৫,২০৬,২১০, ২১৬ ২১৯-২২৮,২৩০-২৩৪,২৩৬ ২৫৪,২৫৭.-৫৭ ক. ২৫৮, ২৬৬-৩০৪, ৩০৬-৩১৯-৩২৬-৩৭৯,৩৮৩ ৩৯৫, ৩৯৭- ৪০০৪১৬-৪২৯৪৩৫-৪৬৯.৪৮০, ৪৮২-৪৯১,৫৪০ ৫৯১,৩০ সুদ্ধ ৬২৩-৬৩০,৬৪০-৬৪৫ ৬৪৮,৬৫১ ও ৬৫২ ধারা। এ স্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, উহার মধ্যে অনেক গুলি ধারার প্রয়োগ সময়ে২ প্রয়োজনীয় হইলেও খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বিচারে অতি বিরল দৃষ্ট হইবে। খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের উক্ত সকল ধারা বর্ত্তাইয়া কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক অধ্যায় যতদূর সাধ্য সরল ও কার্য্য সৌকর্য্য পক্ষে সহজ করণাভিপ্রায়ে দুইটি উপায় অবলম্বন করা গিয়াছে। অর্থাৎ প্রথমতঃ কোন বিষয়ে ঐ সকল ধারা বর্ত্তান দিয়া থাকিলে যে স্থলে যে২ ধারার কার্য্য প্রয়োজন, সেই স্থলেই সেই২ ধারার উল্লেখ করা গিয়াছে, যথা প্রতিবাদীর উপর সমনজারী করণ বিষয়ক ঐ আইনে যে২ ধারা আছে এই আইনের ১৭৪ ধারায় তাহার বিধান সন্নিবেশ করণ আবশ্যক বলিয় তাহা ১৭৪ ধারার কথার মধ্যেই পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ যে স্থলে কার্য্যবিধান আইনের কোন ধারার উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই স্থলেই আইনে ঐ ধারার পার্শ্বলিখিত যে মর্ম্ম আছে তাহা অথবা ঐ ধারায় যে২ কথা আছে তাহার সম্যক্ মর্ম্ম এরূপ ভাবে লেখা গিয়াছে যে বিচার সংক্রান্ত যে কর্ম্মচারীর তাহা দেখা প্রয়োজনীয় তিনি এক বারেই অভ্রান্তরূপে ঠিক ধারাটি বাহির করিতে পারিবেন।

দেওয়ানী কার্য্য বিধান আইনের যে সমস্ত ধারা খাজানার মোকদ্দমার প্রতি বিশেষমতে বর্ত্তান গিয়াছে।

বিশেষ কোন মোকদ্দমার দেওয়ানী কার্য্য বিধান আইনের বিধানক্রমে বিচার হওন জন্য জিলার জজ সাহেব আদেশ করিতে পারিবেন।

১৭৯। প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালী সংক্রান্ত আর কএকটি বিষয়ের এই স্থলে উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এইরূপ ঘটিতে পারে যে দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের যে২ ভাগ (যথা দৃষ্টি ও সন্ধান বিষয়ক অধ্যায়) আমরা এই আইনে গ্রহণ করি নাই, খাজানা সংক্রান্ত কোন গুরুতর মোকদ্দমায় অন্যতর পক্ষ এই ভাগের বিহিতমত কার্য্য করিতে পারিলে তাহার বিশেষ সুবিধা হয় আমরা তজ্জন্য জিলার জজ সাহেবের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা দিয়াছি যে তিনি কোন এক পক্ষের প্রার্থনাক্রমে বিশেষ কোন মোকদ্দমা দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের বিধানক্রমে বিচার হইবার আদেশ করিতে পারিবেন। তদ্রূপ আদেশ হইলেই উক্ত তাবৎ বিধান ঐ মোকদ্দমার বিচারের প্রতি বর্ত্তিবে।

আবেদন পত্র ও ডিক্রীতে যে২ কথা থাকিবে।

১৮০। তালুক, পেটাওতালুক, যোত কি কোন ভূমি সংক্রান্ত মোকদ্দমার আবেদনপত্রে অন্য২ বিষয়ের মধ্যে ঐ তালুকাদির পরিমাণ, অবস্থান, নাম ও সীমার বর্ণনা, কি বাদী সীমার কথা লিখিতে না পারিলে তৎপরিবর্ত্তে ঐ তালুকাদি চিনিতে পারিবার নিমিত্তে যথেষ্ট হইতে পারে এমত বর্ণনা, থাকিবার (১৬৭ ধারা) বিধান করিলাম। ডিক্রীতেও (১৯৫ ধারার (গ) প্রকরণ) ঐ২ বিষয়ের উল্লেখ থাকিবার আদেশ করিয়াছি। দেওয়ানী কার্য্য বিধান আইনের ৪৫ ধারাক্রমে একি প্রতিবাদী কি সংসৃষ্টভাবে একি প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে বাদী এক মোকদ্দমায় অনেক মোকদ্দমার হেতু সংযোগ করিয়া দিতে পারেন, অতএব দুই কি তদধিক তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের নিমিত্ত বাকী খাজানার দাওয়া হইলে তাহাও একি মোকদ্দমায় সংযোগ করিয়া দিতে পারা যাইবে। কিন্তু ঐ প্রত্যেক তালুকাদি কেবল আপন২ বাকী খাজানার নিমিত্তে দায়ী ও নীলাম হইতে পারে বলিয়া আমরা আদেশ করিয়াছি যে এই রূপ স্থলে ঐ তালুক, পেটাওতালুক, ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতর প্রত্যেকের যত বাকী খাজানার ডিক্রী হইল ডিক্রীতে তাহা পৃথক ভাবে লিখিতে হইবে (১৯৫ ধারার (গ) প্রকরণ)

প্রতিবাদীকে বিচারের পূর্ব্বে যে২ স্থলে ধৃত করা যাইতে পারিবেও তাহার নিয়ম।

১৮১। বিচারের পূর্ব্বে প্রতিবাদীকে ধৃতকরণ সম্পর্কে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে২ বিধান আছে আমরা (১৭৫—১৭৯ ধারায়) তাহা সারতঃ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু কোন তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ৬৪ ধারার বিধানমতে তাহার খাজানার নিমিত্তে বন্ধকী দায়াধীন করা গেলে তাহার বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমায় ঐরূপ ধৃতকারণের ব্যবস্থা করি নাই। যে জিলায় আদালতের অধিবেশন হয় প্রতিবাদী সেই জিলাবাসী হইলে ও (ক) বাদীর দাওয়া সমূলক বিশ্বাস করিবার আপাততঃ হেতু আছে ও (খ) প্রথম স্থলে সমন জারী করিলে প্রতিবাদী পলায়ন করিবে আদালতের ইহা হৃদ্বোধ জন্মিলেই কেবল তাহাকে ধৃত করা যাইতে পারিবে। বাদী যথেষ্ট হেতু না থাকিয়া ধৃতকরণের আদেশ পাইলে প্রতিবাদীর ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকিবে।

বিচারের পূর্ব্বে যে২ স্থলে ক্রোক করা যাইতে পারিবে, ও তাহার নিয়ম।

১৮২। দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনে বিচারের পূর্ব্বে ক্রোককরণ বিষয়ে যে২ বিধান আছে আমরা খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার প্রতি তাহা বর্ত্তাইলাম। বাদী এই সকল বিধানক্রমে আদালতের দ্বারা প্রতিবাদীর ফসল ক্রোক করিতে সমর্থ হইবেন ও তাহা হইলে ফসলাদি আটককরণ রূপ উপায়ের পরিবর্ত্তে স্থল বিশেষে এই বিধানগুলিতে প্রয়োজনীয় ও বিধিসম্মত উপায় হইবে। কিন্তু কোন তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত তাহারি খাজানার নিমিত্তে বন্ধকী দায়াধীন করা গেলে তাহার বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমায়, ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত নীলাম করিলে বিক্রয়োৎপন্ন টাকাতে সুদ ও খরচাসুদ্ধ উক্ত বাকী খাজানার টাকা শোধ হইবার সম্ভাবনা নাই বাদী আদালতের ইহা হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, বিচারের পূর্ব্বে ক্রোক হইবে না, আমরা এই রূপ বিধান করিয়াছি (১৮০ ধারা)। আমরা ব্যবস্থা করিলাম যে কোন তৈয়ারি শস্য কি অসংগৃহীত ফসলাদি উক্তরূপে ক্রোক করা গেলে ক্রোক সত্ত্বেও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক কর্ত্তিত ও সংগৃহীত হইয়া তিনি মরাই কি অন্য যে স্থানে সচরাচর তাহা গাদি করিয়া রাখেন তথায় তদ্রূপে রাখা যাইতে পারিবে ও প্রতিবাদী তাহা করিতে শৈথিল্য করিলে বাদী ঐ শস্য কি ফসল কাটাইয়া কি সংগ্রহ করাইয়া তদ্রূপ মরাই কি স্থানে কি নিকটবর্ত্তী অন্য যে স্থানে সুবিধা হয় তথায় রাখাইতে পারিবেন। আরো যে শস্য কি ফসল রাখিলে নষ্ট হইতে পারে ইতিমধ্যে তাহার বিক্রয়ের (১৮১ ধারা) বিধান করিয়াছি।

প্রজার কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি হল, গোরু কি ঘর ডিক্রীদ্বারা করিয়া ক্রোক করা যাইতে পারিবে না।

১৮৩। দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের ২৬৬ ধারা খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বর্ত্তাইবার ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত অস্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীজারী ক্রমে লওয়া যাইতে পারিবে না; অর্থাৎ (ক) ডিক্রীমত খাতকের নিজের, তাহার স্ত্রীর কি পুত্র কন্যাদির প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্র; (খ) কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি, ও ডিক্রীমত খাতকের কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করণ পক্ষে যে পশ্বাদির প্রয়োজন আছে বলিয়া আদালতের বিবেচনা হয় সেই পশ্বাদিও (গ) কৃষকদের অধিকারগত ও দখলীকৃত বাসের ঘর ও অন্যান্য ঘরের উপকরণ। ইহাও বক্তব্য যে যে স্থলে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের বিধান মত ডিক্রীজারী ক্রমে ক্রোক হয় তথায় এই সকল সম্পত্তি মুক্ত নহে, সুতরাং যে২ জিলায় ঐ আইন প্রবল আছে তথায় এই বিষয়ে ডিক্রীমত খাতকদের খাজানার ডিক্রীতে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে তালুক বিক্রয় হইয়া পেটাও পাট্টা ও দায় ব্যর্থ করা গেলে ব্যক্তিবিশেষের ক্লেশ।

পাণ্ডুলিপিতে তাহা নিবারণের বিধান।

বিক্রয়ে যাঁহার হানি হইবার সম্ভাবনা তাঁহার কর্ত্তৃক ডিক্রীর টাকা আদালতে আমানত করণ।

১৮৪। বাকী খাজানার নিমিত্তে কোন তালুক নীলাম হইলে ঐ তালকে যে পেটাও স্বার্থ কি দায় থাকে তাহা ব্যর্থ হইবে রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত নীলামের আইনের এই বিধি গ্রহণ করাতে অনেক নির্দোষী ব্যক্তিকে সময়ে২ বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। সাধ্যমত এই ক্লেশ নিবারণ করা আমাদিগের অধিকাংশেরই মতে অতিশয় বাঞ্ছনীয় বোধ হওয়াতে আমরা কএকটি উপায় বিধান করিয়াছি ও তাহাতে এই উদ্দেশ্য সম্যক সফল হইবে ভরসা করি। (২০৫ ধারায়) বিধান করিয়াছি যে কোন তালুক কি পেটাওতালুকের বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে পর ঐ তালুকাদিতে স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তির যদি তাহা দায়মুক্তভাবে বিক্রীত হইলে স্বার্থের হানি হয় তাহা হইলে তিনি ডিক্রী ও খরচার টাকা আদালতে আমানত করিতে পারিবেন ও খাজানা দিতে যাঁহার ত্রুটিবশতঃ ঐ তালুকাদি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল তাঁহার স্থানে ঋণ দেওয়া টাকার ন্যায় তদ্রূপ যত টাকা আমানত করেন তাহা আদায় করিতে পারিবেন।

১৮৫। বাকী খাজানার নিমিত্তে কোন তালুক বিক্রয় হইয়া গেলে তদগত পেটাও স্বার্থ ও দায় ব্যর্থ করণের দেশ্য এই যে তাহাতে উপরিতন ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজানার নির্বিঘ্নতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যদি কোন তালুক গত পটাও স্বার্থ কি দায় বশতঃ তালুকদারের লাভ এত দূর গ্রাস না হইয়া যায় যে তিনি বক্রী উপস্বত্ত্ব হইতে যে ম্যধিকারীর অধীনে ঐ তালুক ভোগ করেন তাঁহার প্রাপ্য খাজানা দিতে অসমর্থ হন; অথবা যদি উক্ত সকল পটাও স্বার্থ ও দায়ের অধীন হইয়াও ঐ তালুক এত মুল্যে বিক্রয় হইতে পারে যে তাহা তালুকদারের দেয় বাকী াজানার নিমিত্তে যত টাকার ডিক্রীই হউক না কেন তাহা শোধ হওন পক্ষে যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে কখনই াই রূপ বলা যাইতে পারে না যে ভূস্বামীর খাজানার নির্বিঘ্নতার এতদূর ব্যাঘাত হইয়াছে যে তাহা পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যের কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ভূমি পেটাও বিলি করিবার ও ভূমির উপর দায় সৃষ্টি করিবার স্বত্ত্ব প্রত্যেক তালুকদারেরই আছে, দেশের সাধারণ নিয়মই এই। ভূম্যধিকারী নিজের প্রাপ্য খাজানা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থাকিলে অন্য কর্ত্তৃক এই স্বত্ত্বানুযায়ি কার্য্য হওন বশতঃ ন্যায়তঃ আক্ষেপ করিতে কি এই স্বত্ত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। পরন্তু এই স্বত্ত্বানুযায়ী কার্য্যক্রমে তাঁহার খাজানা প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইলেও প্রকাশ্য নীলামে তালুক বিক্রয়ে উক্ত খাজানা আদায়ের যে নির্ব্বিঘ্নতা জন্মে তাহার হানি হইলে, কথা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, ও তদ্রূপ স্থলে ভূম্যধিকারী যে সকল পেটাও স্বার্থ ও দায়বশতঃ তালুকদারের যে স্বার্থের এই রূপ পরিমাণ ঘটিয়াছে যে তাহা উক্ত তালুকদারের দেয় খাজানার যথেষ্ট প্রতিভূ হইতে পারে না ঐ সকল স্বার্থাদি ব্যর্থ করিবার নিমিত্তে যুক্তি সঙ্গতমতে প্রার্থনা করিতে পারেন।

ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজানা আদায় হওয়াই বিক্রয়ে দায় ব্যর্থ করণের উদ্দেশ্য।

১৮৬। এই বিবেচনা করিয়া আমরা (২০৩ ও ২০৬ ধারায়) এই ব্যবস্থা করিয়াছি। কোন তালুক, পেটাও তালুক কি দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোত তাহারি বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীজারি ক্রমে বিক্রয়যোগ্য হইলে তাহা প্রথমতঃ দায় বিশেষের অধীন বলিয়া নীলামে ধরা যাইবে, এবং যত টাকা ডাক হয় তাহা ডিক্রী ও খরচার টাকা শোধ হওন পক্ষে যথেষ্ট হইলে তদ্রূপ দায়াধীন ভাবেই বিক্রয় করা যাইবে। সর্ব্বোচ্চ যত টাকা ডাক হয় ডিক্রীশোধ হওন পক্ষে তাহা যথেষ্ট না হইলে পর ডিক্রীদার অর্থাৎ ভূম্যধিকারী ঐ তালুকাদি দায়মুক্ত ভাবে বিক্রয় হইতে পারিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। তদ্রূপ বিক্রয় তৎক্ষণাৎ হইতে পারিবে না, কিন্তু ঐ তারিখের পর পঞ্চদশ দিনের অন্যূন ও ত্রিশ দিনের অনধিক বিক্রয়ের কোন দিনে হইতে পারিবে। এবং ঐ তালুকাদি যে দায়মুক্ত ভাবে শীঘ্রই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা যাইবে এই মর্ম্মে উক্ত তালুকাদির অন্তর্গত ভূমির সুপ্রকাশ কোন স্থানে এক খানি জ্ঞাপন পত্র লাগাইয়া দিতে হইবে। এই সকল বিধানের ফল স্বরূপ যাহাদের ঐ সম্পত্তিগত কোন পেটাও স্বার্থ কি দায়মূলক স্বার্থ থাকে বিক্রয়ের প্রথম দিনে ডিক্রীর টাকা শোধ হওন পক্ষে ডাকের টাকা যথেষ্ট হইয়া ঐ তালুকাদি দায়াধীন ভাবে বিক্রয় করা গেলে তাঁহাদের উক্ত স্বার্থাদির কোন হানি হইতে পারিবে না। আর যদি বিক্রয়ের প্রথম ঐ দিনে ডিক্রীর টাকা শোধ হওন পক্ষে ডাকের টাকা যথেষ্ট না হয়, উক্ত ব্যক্তিরা ডিক্রীর টাকা আদালতে আমানত করিয়া দায়মুক্ত ভাবে ঐ তালুকাদির বিক্রয় নিবারণ করতঃ আপনাদিগকে হানি হইতে রক্ষা করিবার সময় পাইবেন, ও যত টাকা আমানত করা গেল তাহাও ত্রুটীকারী ব্যক্তির স্থানে আদায় করিতে পারিবেন।

তালুক প্রথমতঃ দায়ের অধীন বলিয়া নীলামে ধরা যাইবে, ও ডিক্রীর টাকা শোধ হওন পক্ষে ডাক যথেষ্ট না হইলে দায়মুক্ত ভাবে বিক্রয় হইতে পারিবে, পাণ্ডুলিপিতে ইহার বিধান আছে।

১৮৭। যে সকল দায় পূর্ব্বোক্ত ভাবে রক্ষা করা যাইবে আমাদের বিবেচনায় তাহা সৃষ্টি হইলেই উপরিতন ভূম্যধিকারীকে তদ্বিষয়ে নোটিস দেওয়া কর্ত্তব্য, ও বিচার না করিয়া সকল প্রকার দায়ই যে এইরূপে রক্ষা করা উচিত আমাদিগের ইহা মত নহে। আমরা এই উদ্দেশ্য সফল করণাভিপ্রায়ে "দায়" শব্দের অর্থ নির্ণয় স্থলে বলিয়াছি যে ত্রুটিকারী ব্যক্তি ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোতের অধিকারী হন তিনি নিজ স্বার্থ-খর্ব্ব করিয়া প্রত্যেক যে দায়, স্বত্ত্ব, পেটাও সত্ত্ব কি অধীন স্বার্থ আইনমতে সৃষ্টি করিতে সমর্থ ছিলেন, এবং যাহা লিখিত ও উপযুক্তমতে রেজিষ্টরী করা কোন নিদর্শনপত্রক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে (ঐ নিদর্শন পত্রের একখানি প্রতিলিপি উক্ত তালুকাদির খাজানা প্রাপ্তার উপর জারী করা প্রয়োজন) "দায়" শব্দে তাহাই বুঝাইবে ও গণ্য হইবে। আমাদিগের বিশ্বাস যে কোন ব্যক্তি বিক্রয়ের পর মিথ্যা করিয়া দায়ের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক প্রতারণা করিবার চেষ্টা পাইলে এই বিধানক্রমে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। অপর ইহাতে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা বিক্রয়যোগ্য কোন সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে যত ডাকিতেন সম্ভবতঃ তদপেক্ষা অধিক টাকা ডাকিতে সমর্থ হইবেন। এই আইন প্রচলিত করিবার পূর্ব্বে রেজিষ্টরীকার্য্য সম্বন্ধে যে বিধি প্রবল ছিল লিখিত ও তদনুযায়ি উপযুক্তমতে রেজিষ্টরী করা কোন নিদর্শনপত্রক্রমে কোন দায় সৃষ্ট হইয়া থাকিলে আমরা তৎ সম্পর্কে এইরূপ বিধান করিয়াছি—এই আইন মত কার্য্য আরম্ভ হইবার ছয় মাসের মধ্যে তদ্রূপ নিদর্শনপত্রের একখানি প্রতিলিপি সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ওকিনিলীসাহেবের অভিপ্রায় ছিল যে এই আইনের পূর্ব্বে কোন দায় সৃষ্ট হইয়া সাময়িক কোন বিধিমতে তাহা রেজিষ্টরী করার প্রয়োজন না থাকাতে যদি রেজিষ্টরী করা গিয়া না থাকে তাহা হইলে তদ্রূপ দায়ের প্রতিও পূর্ব্বোক্ত বধান বর্ত্তান যায়, কিন্তু আমাদিগের অধিকাংশেরই আশঙ্কা এই যে ইহাতে লোকের মিথ্যা করিয়া দায়ের কথা উত্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে।

রেজিষ্টরী করা যে দায়ের বিষয়ে উপরিতন ভূম্যধিকারীকে নোটিস দেওয়া গেল কেবল তাহারই রক্ষার বিধান হইয়াছে।

১৮৮। রেজিষ্টরী করা যে সমস্ত দায়ের সৃষ্টি হওন বিষয়ে উপরিতন ভূম্যধিকারিকে নোটিস দেওয়া যায় ও যাহা কোন তালুক দায়মুক্তভাবে বিক্রীত হইলেও রক্ষা করা যায় সেইসকল দায় ভিন্ন কোন তালুকে তাহার স্বামী, প্রতিনিধি, কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে সকল দায় বর্ত্তান গেল ক্রেতা তৎসমুদায় ব্যর্থ ও রহিত করিবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু যে সকল দায় আইনসম্মত অর্থাৎ যে লিখিত নিয়ম পত্র ক্রমে প্রজা আদৌ অধিকার পাইলেন [illegible] কি তৎপশ্চাৎ যিনি তাঁহাকে অধিকার দেওয়াইলেন তাঁহার কি তাঁহার প্রতিনিধি কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির লিখিত ক্ষমতাপত্র ক্রমে যে সকল দায় সৃষ্টি করিবার স্বত্ত্ব স্পষ্টতঃ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ ব্যর্থ করা যাইতে পারিবে না (২১০ ধারা।) এই বিধিমতে খুদকাস্ত প্রজা অথবা কোন ভূমিতে বাস করিয়া পুরুষানুক্রমে যাহারা কৃষিকার্য্য করে এমত ব্যক্তিদিগকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না; কোন ক্রেতাও ঐ ব্যক্তিদের সহিত সালি ভাবে

উপরিতন ভূম্যধিকারীর দায় সৃষ্টি করণ [illegible] দিলে [illegible] ক্রেতা রেজিষ্টরী করা দায় ভিন্ন অন্য সকল দায় ব্যর্থ করিতে পারিবেন।

খোদ কস্তা প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না।

যে অবস্থায় আদালত বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন।

বিক্রয় অসিদ্ধ করা গেলে খরীদ্দের টাকা ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

কোন নিয়মাদি হইয়া থাকিলে উক্ত সকল নিয়ম হইবার সময়ে ন্যায়তঃ উচ্চতর খাজানার দাওয়া করা যাইতে পারিত ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে, তাহা রহিত করিতে পারিবেন না। পরন্তু তিনি এই আইনের বিধানক্রমে অন্য সকল প্রজার খাজানা বৃদ্ধি করণার্থে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। প্রিবী কোনসিলকৃত একটি নিষ্পত্তি অনুযায়ি আমরা বিধান করিয়াছি যে কোন তালুক দায় মুক্ত করণার্থে ডিক্রীগতখাতক নিজে কি অপর কেহ তাঁহার সহিত যোগে প্রতারণাভাবে কার্য্য করিলে তাঁহার দায় ব্যর্থ করিবার অধিকার থাকিবে না।

১৮৯। কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কেবল আর এক বিষয়ের অর্থাৎ বিক্রয় অসিদ্ধ করণ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করি। (ক) বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দিতে কি বিক্রয় কার্য্য চালাওনে গুরুতর রীতি বৈপরীত্য ঘটিয়াছে ও (খ) তাহাতে গুরুতর হানি হইয়াছে ইহা প্রমাণ করা গেলেই কেবল আদালত বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন অন্যথা নহে (২১২ ধারা)। বিক্রয় অসিদ্ধ হওনের আজ্ঞা হইলে ঐ আজ্ঞাক্রমে খরীদ্দের টাকা আদালতের বিবেচনামত সুদসুদ্ধ কি সুদ বিনা ফিরিয়া দিবার আদেশ থাকিবার বিধান করিলাম, ও ঐ আজ্ঞা যে ব্যক্তির হস্তে ঐ খরীদ্দের টাকা কি তাহার কোন অংশ পড়িয়াছে বিক্রয় অসিদ্ধ হওনার্থ প্রার্থনাপত্রের নোটিস তাঁহার উপর জারী হইয়া থাকিলে তাঁহার বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। ইহাতে ক্রেতার ক্রয়সম্ভূত উপকারে বঞ্চিত হইবার পর টাকা পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে মোকদ্দমা করিবার ক্লেশভোগ করিতে হইবে না।

বক্ষ্যমান বিষয় বিবেচনায় পাণ্ডুলিপি বৃহৎ নহে।

১৯০। এই রিপোর্টের সহিত যে পাণ্ডুলিপি আমরা সম্মান সহকারে উপস্থিত করিতেছি, তাহাতে ২২৫টি ধারা আছে। ইহার মধ্যে কতক গুলি ধারা সুদীর্ঘ হওয়াতে দুই কি তদধিক ভাগে বিভক্ত। বিচারাধীন বিষয়ের বিস্তার ও গুরুত্ব বিবেচনায় আমাদের এইরূপ বোধ হয় না যে এই প্রদেশস্থ ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থাগত ও মোকদ্দমা সম্ভূত আইন যে পাণ্ডুলিপিক্রমে সংহিতা বদ্ধ হইতেছে তাহা ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সাতটি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার চারিটি ও প্রধান ব্যবস্থাপক সভার চারিটি আইন আমরা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ রহিত করিবার প্রস্তাব করিলাম। বঙ্গদেশীয় প্রথমোক্ত সাতটি আইনে ৩৭টি ধারা আছে, তাহার কোন২ ধারা (বিশেষতঃ পত্তনি আইনের) এই পাণ্ডুলিপির যে কোন ধারা অপেক্ষা দীর্ঘতর। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে ১৬৮টি ধারা আছে, ও ১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ১৯টি ধারা ও ১৮৬৫ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৭টি ধারা রহিত হয় নাই; এই চারিটি আইনের ধারার সমষ্টি ২৪১ সুতরাং পাণ্ডুলিপির ধারার সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনে দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনসম্মত কার্য্যপ্রণালী না ধরিয়াও ১১১টি ধারা আছে। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে ধারার এইরূপ বিন্যাস হইল:—

	ধারা।
মূল আইন	১৪
খাজানা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী ...	৩৮
সরাসরিমতে বিক্রয়ের কার্য্যপ্রণালী ...	১৪
খাজানা আদায় প্রভৃতি বিষয়ক কার্য্যপ্রণালী...	৭৯
মোট	২২৫

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ১৮৭০ সালের খাজানা সংক্রান্ত আইনে ২১২টি ধারা আছে ও উক্ত আইন সংশোধনার্থে যে পাণ্ডুলিপি এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত হইয়াছে তাহাতে ২৯টি ধারা আছে, দুই যোগ করিলে ২৪১টি ধারা হয়। সংক্ষেপে এই সকল বিষয় আমরা উল্লেখ করিলাম, কারণ আমাদিগের অন্যতম সহযোগী এমত আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত হইলে "যেন ইহার অর্দ্ধেক ধারা ও উপধারা এবং সমস্ত উদাহরণ ও ব্যাখ্যা গুলি ত্যাগ করিয়া আইনটিকে সরল ও কার্য্যসুকর করা হয়।" তিনি আরো বলেন;— "আমরা ভূয়োদর্শনক্রমে অবগত আছি যে উদাহরণ ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য প্রায়ই সফল হয় না ও মূলের অর্থ সুস্পষ্ট না করিয়া বরং তাহাতে নূতন ও অচিন্তিতপূর্ব্ব দুরূহতা ও সন্দেহ উপস্থিত করে"। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই বিষয় অবগত নহেন ও পূর্ব্বোক্ত কথা পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমরা ইহা জ্ঞাত ছিলাম না। আমাদিগের নিজের বহুদর্শনক্রমে অন্য প্রকার জানিয়াছি। দণ্ডবিধি আইনে যে সকল উদাহরণ ও ব্যাখ্যা আছে বোধ হয় তাহাতে মূলের অর্থকারণ সম্বন্ধে অনেক স্থলেই ভ্রান্তি অপনীত করিয়াছে। অনুমানিক স্থল লইয়া উদাহরণ ও ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিলে তাহার ফলোপধায়িতা সম্বন্ধে যতই কেন মত ভেদ থাকুক না, আমরা এই বিষয়ে আধুনিক প্রধান ব্যবস্থা প্রণেতৃ বর্গের মতের অনুমোদন করি। তাঁহারা প্রকৃত ঘটনামূলক উদাহরণ ও ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া থাকেন।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপি হইতে অতিরিক্ত আশা করা যাইতে পারেনা।

১৯১। উপসংহার কালে বক্তব্য যে আমাদিগের প্রতি যে কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে তাহা দুরূহ বলিলে অন্যায় কি তাহাতে আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ করিতেছি এই রূপ প্রতীয়মান না হইলেও, এত দূর সন্দেহবিরহিত বিশ্বাস নাই যে আমাদিগের প্রণীত পাণ্ডুলিপি খানি ব্যবস্থারূপে পরিণত হইলেই এই সকল প্রদেশের গ্রাম্যসমাজে কৃষিকার্য্য সুলভ শান্তি ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে স্বর্গসুখের আবির্ভাব হইবে এবং মোকদ্দমা, দুর্ভিক্ষ ও এতদ্দেশে কৃষকজীবনে যে সকল দুর্দ্দৈব সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে তাহাতে আর ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারিবে না। স্বতন্ত্র২ জিলায় ও রাজকার্য্যের ভিন্ন২ বিভাগে নিযুক্ত থাকিয়া আমাদিগের বহুদর্শন ভিন্ন২ প্রকারে লাভ হইলেও পাণ্ডুলিপির অনেক প্রস্তাবে আমরা সকলেই ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছি। মতভেদ স্থলে

বাদানুবাদের পর এই রূপ সামঞ্জস্য স্বীকার করা উচিত বোধ করিয়াছি যে তাহাতে কাহারো মত সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য হয় নাই। একান্ত ভরসা করি আমাদিগের শ্রম সার্থক হইবে, কিন্তু হইবে কি না তাহা সময় ও কার্য্যে প্রকাশ পাইবে। যদি মনুষ্য মাত্রেরই স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কার্য্য গুলি সুনিশ্চিত ও সুনির্দ্দিষ্ট থাকিলে উপকারজনক হয়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কার্য্যবিষয়ক তাবৎ ব্যবস্থা এইরূপ একটি আইন মধ্যে সংগ্রহ করাতেও অবশ্য উপকার হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বক্তব্য পূর্ব্বে যে সকল স্থলে সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকাতে মোকদ্দমা হইয়াছিল। স্বত্ব নিমজ্জন করণ ও সহঅংশী প্রভৃতি বিষয়ক অনেক গুলি বিধান-ক্রমে সেই সকল স্থলে সুস্পষ্ট বিধি প্রণীত হইয়াছে। কৃষক শ্রেণীর হিতার্থে আমরা তাহাদিগকে যথেচ্ছ ও অতিরিক্ত খাজানাবৃদ্ধি হইতে রক্ষার বিধান করিয়াছি, দখলীস্বত্বের অনুষঙ্গি নির্দ্দেশ করিয়া সঞ্চয়শীল প্রজার হস্তে তাহা যাহাতে মূল্যবান সম্পত্তি হইতে পারে তাহার বিধান করিয়াছি, সঙ্গতরূপ খাজানার কিস্তির ও খাজানা দেওয়া গেলে প্রমাণ থাকিবার বিধান করিয়াছি ভূম্যধিকারীরা সহঅংশী হইয়া একমত হইতে না পারিলে সংঘভাব প্রজার প্রতি অত্যাচার নিবারণের বিধান করিয়াছি, উচ্ছেদিত প্রজার নিজ রোপিত ক্ষেত্রস্থ ফসল পাইবার ও তৎকর্ত্তৃক ভূমির উৎকর্ষ বিধায়ক কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার বিধান করিয়াছি ও পরিশেষে প্রজা যাহাতে নিজে সুখে থাকিতে পারে এমন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে ও স্বদেশের অর্থোন্নতিতে কিয়দংশে লাভবান হইতে পারিবে এইরূপ বিধান করিয়া প্রজাভোগ্য স্বচ্ছন্দসুখ বৃদ্ধিকরণের প্রয়াস পইয়াছি।

প্রজার হিতার্থ বিধান।

১১২। ভূম্যধিকারীর হিতার্থে আমরা তালুক, পেটাও তালুক ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্টরীকরণার্থ বিধি প্রণয়ন করিয়াছি, ভূম্যধিকারীর স্বত্বাধিকার অস্বীকার করিলে প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবার বিধান করিয়াছি 'এদেশে কোন ব্যক্তি জমীদারের বিরুদ্ধে কোন স্বত্বের দাওয়া উপস্থিত করিলে প্রায়ই দখলিকারের প্রজাদের মধ্যহইতে মিথ্যাসাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজ স্বত্বাধিকার প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকে সুতরাং ভূম্যধিকারীর পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্তি' বিশেষ উপকারজনক. আমরা তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধি করণার্থে সুনির্দ্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করিয়াছি ও প্রজার খাজানার যাক্ত সঙ্গতমত বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে জমীদারের প্রয়োজনাধীন করিয়া এই উদ্দেশ্যসাধন পক্ষে তাহাকে প্রায় গবর্ণমেণ্টের সহিত তুল্য সুবিধা প্রদান করিয়াছি। পরিশেষে এতদন্তর্গত ভূম্যধিকারী শ্রেণীর অন্যতর প্রধান অংশের 'প্রতিনিধিস্বরূপ যিনি নীলামখরিদার' হইয়া ভূমিক্রয় কার্য্যে মূলধন ন্যস্ত করেন যাহাতে তিনি ন্যস্তধনের লভ্য পাইতে পারেন তদ্বিষয়ে বিধান করিয়াছি। ইহাতে ভূসম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ভূম্যধিকারী শ্রেণীর উপকার হইবে। পাণ্ডুলিপিতে ভূম্যধিকারীদিগের পক্ষে যে ২ উপকার করণের বিধান হইয়াছে তাহা প্রজাপক্ষে প্রস্তাবিত উপকারসমূহের সহিত সম্পূর্ণরূপে তুল্য মূল্য বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। কেহ অন্যথা ভাবিলে তাঁহাদিগের স্মরণার্থে এই মাত্র বলিতে বাসনা করি যে. অনেকের মতে প্রজাদের এতদপেক্ষা কতই অধিক প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে। সমগ্র সমাজের হিতার্থে ভূসম্পত্তির নূতন করিয়া বিভাগকরণ প্রয়োজন হইলে যে কোন সময়ে ব্যবস্থাপ্রণেতৃগণের যে তদ্রূপ বিভাগ করণের ক্ষমতা আছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। এইরূপ কার্য্যের অব্যবহিত ফলস্বরূপ বর্ত্তমান স্বত্বাদির হানি ঘটিলে সুসভ্য দেশের ব্যবস্থাপকেরা সচরাচর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পাণ্ডুলিপির লিখিত কোন বিধানক্রমে এই বিধির বিষয়ীভূত হইতে পারে এমত কোন স্থল ঘটিলে আমাদিগের মতে ঐ বিধি অনুসারেই কার্য্য হওয়া উচিত। পরন্তু আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই সুস্পষ্টভাবে বলিতেছি যে আমাদিগের মতে পাণ্ডুলিপির লিখিত কোন কথাক্রমেই এইরূপ স্থল ঘটে নাই। ইহার যে সমস্ত বিধান প্রজাদের হিতার্থে প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়মক্রমে সংরক্ষিত ক্ষমতা অর্থাৎ অধীন তালুকদার, প্রজা ও ভূমিকর্ষণকারী অন্য ব্যক্তিদের রক্ষণ ও মঙ্গলার্থ যে সকল আইন প্রণয়ন করণ আবশ্যক. সেই সকল আইন শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে সময়ে বিহিত বোধ করেন সেই সময় প্রণয়ন করণার্থ তাঁহার প্রতি যে, ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে সেই ক্ষমতানুসরণেই প্রণয়ন করা যাইতে পারে। ৮

ভূম্যধিকারীর হিতার্থ বিধান।

* এচ, এল, ডাম্পিয়র. সভাপতি।

সি, ডি, ফীল্ড,

এ. মাকেঞ্জী,

জে, ওকিনিলী,

* মোহিনীমোহন রায়,

* প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়,

ব্রজেন্দ্রকুমার শীল।

১৮৮০ সাল ১৯ জুন।

---

* কমিশ্যনের এই ২ সভ্যের এতৎ সংযুক্ত তাঁহাদিগের মন্তব্যলিপির অপেক্ষা রাখিয়া স্বাক্ষর করিলেন।

(৮) ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণ।

শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেবের মন্তব্যলিপি ।

১। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজারা যত টাকা খাজানা দেন তাহা বৃদ্ধিকরণার্থ কার্য্যপ্রণালীর বিষয় পাণ্ডুলিপির ১৪ চতুর্দশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত ধারাগুলির বর্ত্তমান আকারে ভূমিগত স্থায়ি ও হস্তান্তর-করণীয় স্বত্ববিশিষ্ট ভূম্যধিকারীরা কালেকটরের সাহায্যতায় কার্য্যপ্রণালীর অনুষ্ঠান করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাদের খাজানা বৃদ্ধি করিবার অভিনবও সহজতর উপায় লাভ করিতে পারিবেন। কোন ভূম্যধিকারী ২২ ধারার উল্লিখিত প্রথম, দ্বিতীয় কি তৃতীয় হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিবার বাসনা করিলে নিজ ইচ্ছামত ঐ সকল ধারাক্রমে পূর্ব্বমত দেওয়ানী আদালতে অথবা নূতন কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কালেকটরের নিকট মোকদ্দমা করিতে সমর্থ হইবেন, ও (মূল্যবৃদ্ধিবশতঃ) চতুর্থ হেতুতে হইলে কেবল কলেকটরের নিকট তদ্রূপ মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

২। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে অল্পসংখ্যক প্রজারবিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার অভিপ্রায় থাকিলে ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতেই গমন করিবেন। আমি এই অনুমানের কোন হেতু দেখিতে পাই না। কালেকটরের আদালতে অনুষ্ঠেয় কার্য্যপ্রণালী ভূম্যধিকারীদের মনোমত হইলে স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন মোকদ্দমাতেও তাঁহাদের ঐ প্রণালীরই অনুসরণ করিবার সম্ভাবনা। ক্ষতিবিশেষের নিবারণ কল্পেই উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণীত হইয়াছে, প্রজারা যোগ করিয়া প্রতিকূলাচরণ করিলে ভূম্যধিকারী আইন ও সর্ব্বসম্মতিমত আপনার যে সকল স্বত্ত্ব আছে তাহা প্রবল করিতে কার্য্যতঃ অক্ষম হন বলিয়া যাহাতে তদ্রূপ প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে পারেন তাহার বিশেষ উপায় বিধান করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ সম্ভাবনা থাকিলে এই উদ্দেশ্য অতিক্রম করা হয়।

৩। অপিচ নূতন কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করা সম্পূর্ণরূপেই ভূম্যধিকারীদের ইচ্ছাসাপেক্ষ, সুতরাং তাহা জমীদারদিগের মনোমত হইলেই তদনুযায়ি কার্য্য করণার্থ লোক পাইবার নিমিত্তে এককালে অনেকেই গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিবেন, আমার এইরূপ আশঙ্কা হয়। ঐ প্রার্থনা বিশেষ অসুবিধাজনক হইবে, হয়ত সত্ত্বর পূরণ করা ও অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অতএব আমার অভিপ্রায় যে ব্যক্তি বিশেষের দেয় খাজানা নির্দ্ধারণ করিবার কোন মোকদ্দমা রাজস্ব সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগের দ্বারা বিচারিত হইবে কি না তাহা অবধারণ করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকা উচিত।

কোন ভূম্যধিকারী সাধারণ্যে প্রয়োগ হইতে পারে, খাজানার হারের এইরূপ কোন তালিকা প্রস্তুত করা যায় বাসনা করিলে তাঁহাকে অবশ্যই ১০১ ও পরবর্ত্তীধারা ক্রমে কলেকটরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু তদ্রূপে প্রস্তুত কোন তালিকানুযায়ী কি অন্য কোন নিয়মানুসারে প্রত্যেক প্রজার কত খাজানা দিতে হইবে তাহা অবধারণ করণার্থ মোকদ্দমা আমার মতে প্রার্থনাস্থলে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজন হইলে দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের ৩০ধারা প্রয়োগ করিতে পারা আবশ্যক।

৪। যদি এইরূপে উপস্থাপিত মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক হয় ও কালেকটরের নিকট অনুষ্ঠেয় কার্য্যপ্রণালী ক্রমে যে গুরুতর কষ্ট নিবারণের উপায় বিধান করা গিয়াছে ঘটনার অবস্থা বিবেচনায় সেই কষ্টের আবির্ভাব লক্ষিত হয়। তাহাহইলে ঐ মোকদ্দমা গুলি কালেকটরের নিকট দেওয়া যাইবে। পাণ্ডুলিপির ১৩০ ধারা ক্রমে এইরূপে মোকদ্দমা অর্পণ করণার্থে আদেশ করিবার ক্ষমতা জজ সাহেবদের প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে কিন্তু আমার মতে ঐ ক্ষমতা লেপ্‌টেনেণ্টগবর্ণর সাহেবের প্রতি অর্পণ করা উচিত। মোকদ্দমা কালেকটরের নিকট অর্পণ করিবার উত্তম কারণ আছে, জজ সাহেবের অভিমতি ক্রমে লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ইহা হৃদ্বোধ জন্মিলে তিনি পাণ্ডুলিপির ১০৭ ও পরবর্ত্তিধারা সমুহের বিধানানুযায়ী বাঞ্ছিত জমাবন্দী করিবার নিমিত্তে কালেকটরের প্রতি আদেশ করিবেন।

৫। পরন্তু ১১২ ও পরবর্ত্তিধারা সমুহের লক্ষিতমন যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী এইরূপ প্রমাণ করিতে পারেন যে তাঁহার ক্ষমতা বহির্ভূত কোন কারণবশতঃ মহালের বর্ত্তমান অবস্থা তিনি সম্যক অবগত নহেন তাহা হইলে আমারমতে ঐ সকল স্থল পূর্ব্বোক্ত বিধানহইতে মুক্ত করা উচিত। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী প্রতিকূল থাকিলে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তাহার নিকট হইতে কাগজপত্র ও সন্ধানাদি পাওয়া যায় না। ইহাতে ক্রেতার যে কত ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা সকলেই বিদিত আছেন। এইরূপ স্থলে ভূম্যধিকারী একেবারেই ১১২ ধারার অভিপ্রায়মত কালেকটরের নিকট "বন্দোবস্তী জমাবন্দী" করিবার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে,পারিবেন আমার এই অভিপ্রায়।

কলিকাতা,
১৮৮০ সাল ৫ জুন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র।

শ্রীযুত বাবু প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য লিপি।

১। উপস্থিত আইনের পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত অনেক গুলি বিধানই আমাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ী হওয়াতে এবং যে সকল ঘটনাও যুক্তিতে ঐ বিধানগুলির পোষকতা হয় পূর্ব্ববর্ত্তি রিপোর্টে যথোচিত মত কেবল তাহারই উল্লেখ থাকাতে পাণ্ডুলিপির বিষয়ীভূত অন্ততঃ কএকটিমূল বিষয়ে আমার অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

২। পাণ্ডুলিপি খানি যে মূল সূত্রানুসারে প্রণীত হইল বলিয়া প্রকাশ তাহা এই।—কোন দেশের অন্তর্গত ভূমিতে ঐ দেশের লোকদিগেরই অধিকার আছে; সুতরাং শাসন কর্ত্তৃপক্ষ দিগের উচিত যে নির্দ্ধারিত স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি সাধ্যমত সদয় ব্যবহার করিয়াও ব্যক্তি বিশেষের কোন প্রকার স্বত্ব ভোগ হওন কি কৃষিকার্য্য করণ দ্বারা যাহাতে সমাজস্থ অধিকাংশ লোকের দারিদ্র্য সংঘটিত হয় চিরকালের নিমিত্ত তাহা হইতে না দেন। কিন্তু এই মতের অনুসরণ করিলে ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি-গত অধিকারের মূলে আঘাত করা হয়। দীর্ঘকাল ভোগের ফলস্বরূপই হউক কি পরিশ্রম বা অর্থদ্বারাই অর্জ্জিত হউক, সম্পত্তিগত স্বত্ব সাবহিত ভাবে মান্য করা উচিত। নির্দ্ধারিত স্বত্বের লোপ করা শাসন কর্ত্তার অভিপ্রায় হইলে উক্ত স্বত্বাধিকারীকে তাহার মূল্যের উপযুক্ত অর্থ কিম্বা তুল্যমূল্য কোন বস্তু দিয়া ক্ষতিপূরণ করা কর্ত্তব্য। কোন এক জন প্রজাকে ভারতবর্ষীয় সমস্ত লোকের উপকারার্থ যত্নপূর্ব্বক কৃষিকার্য্য করিতে বলাও যে রূপ যুক্তি সঙ্গত, প্রজাসমূহের হিতার্থে ভূম্যধিকারীর নির্দ্ধারিত স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করাও সেই রূপ যুক্তি সঙ্গত।

রিপোর্টের ৪৫ পৃষ্ঠা দর্শন।

৩। গবর্ণমেন্ট ১৭৯৩ সালে জমীদার দিগকে "ভূস্বামী" ও "ভূম্যধিকারী" বলিয়া প্রকাশ করেন। দশসালা বন্দবস্ত শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রদত্ত পাট্টাক্রমে যে প্রজাদের যোত ছিল কেবল তাহারা ও খোদকস্ত প্রজা ভিন্ন অন্য কোন প্রজারই ভূমিতে দখলীস্বত্ব থাকা কি নির্দ্ধারিত খাজানার হারে ভূমি দখল করিতে পারিবার স্বত্ব থাকা প্রকাশ পায় নাই। পক্ষান্তরে ভূম্যধিকারীদের প্রতি আদেশ হইয়াছিল যে তাঁহারা দশ বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত পাট্টা দিতে পারিবেন না।

১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারা ও হেতুবাদ। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫২ ও ৬০ ধারা।

৪। ১৮৬৪ সালে হাই কোর্টের অধিকাংশ জজেরাই এই মত প্রকাশ করেন যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারাক্রমে দখলীস্বত্ব সৃষ্টি হওয়াতে ভূম্যধিকারীর স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে। বিচারপতি ট্রেবর বলেন যে ইহাতে "পূর্ব্বপ্রচলিত আইনের গুরুতর উল্লঙ্ঘন ঘটিয়াছে" এবং সর বার্ণেস পীকক, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি অপর বিচারপতিরা উক্ত স্বত্ব রহিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তদানীন্তন ব্যবস্থাবিদ প্রধান বিচারপতি তাঁহার পরামর্শের হেতু স্থলে বলেন এতৎক্রমে অন্ততঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন জিলা সমূহে প্রজাদিগের প্রতি অপ্রচলিতপূর্ব্ব দখলী স্বত্বপ্রদান হওয়াতে জমীদার দিগের ন্যায্য স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ক্ষুদ্র যোত সকল চিরস্থায়ী করিবার সম্ভাবনা থাকাতে শেষে দেশের হিতপক্ষে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। এই বিষয়ে সর রিচার্ড গার্থ সাহেব ও সমান দৃঢ়তা সহকারে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন;—"এইবিধানটি যতই কেন সুবিবেচিত ও সমীচীন থাকুক না, ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়াতে যে চিরস্থায়ি বোন্দবস্ত ক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি প্রদত্ত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছিল তাহা বোধহয় অস্বীকার করা অসম্ভব।"

৪, ওয়াইমান ২৪৭ পৃষ্ঠা।

৪ ওয়াইমান পৃষ্ঠা।

১৮৮০ সালের ৭ জানুয়ারির মন্তব্য লিপি।

৫। প্রজাদের এই স্বত্ব এত দীর্ঘ কাল ভোগ হইয়া আসিয়াছে যে উপস্থিত সময়ে তাহা রহিত করিবার প্রস্তাব বিষয়ে তর্ক নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু ব্যবহার ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্ব বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের পূর্ব্বোক্ত রূপ অভিপ্রায় দৃষ্টে ভূম্যধিকারিদের বলিবার অধিকার আছে যে তাঁহাদিগের স্বত্বের উপর আর অধিক হস্তক্ষেপ করা না হয়। কিন্তু উপস্থিত আইনের পাণ্ডুলিপিতে (১) যাহারা কোন মকররীদার কি ইস্তমরার দারের অধীন কোন ভূমি ভোগ কি কর্ষণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি, (২) যে কোর্ফা প্রজারা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত না হইয়া প্রকারান্তরে কি বৎসর দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার পেটাও থাকিয়া ভূমি ভোগ বা কর্ষণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রতি; এবং (৩) যাহারা তিনবৎসর বা তদধিককাল ও ১২ বৎসরের ন্যূন কাল ভূমি ভোগ করিয়াছে রূপান্তরিতভাবে তাঁহাদিগের প্রতি দখলীস্বত্ব প্রদান করিবার বিধান হইয়াছে।

১৯ ধারা।
৩ ব্যাখ্যা।
ঐ
৪ অধ্যায়।

৬। পাণ্ডুলিপির ১৯ ধারাক্রমে মকররীদার ও ইস্তমরারীদার ও যে প্রজাদের যোত ২০ বৎসর একই হারে খাজানা দেওয়া হইয়াছে অনুমানে খাজানা বৃদ্ধি হওয়া হইতে রক্ষিত বলিয়া প্রকাশ করা গিয়াছে বা যাইবে তাঁহাদিগের দখলীস্বত্ব হরণ হইয়া তাঁহাদিগের কোর্ফা প্রজাদিগের প্রতি প্রদান করা হইতেছে। ইহাতে সমূহ গোলযোগ উৎপাদিত হইবে। মকররীদারেরা যে ভূমি আপনারা কর্ষণ

করেন তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে উপরিতম ভূম্যধিকারিদের অনুগ্রহাধীন হইতে হইবে ও তাঁহাদিগের পেটাও প্রজাদের স্থানে খাজানা পাইবার দাওয়া খর্ব্বীকৃত হইয়া এক্ষণে খাজানারস্বরূপ নানা জিনার উৎপন্ন শস্যের যে পরিমাণ পাইতেছেন তদপেক্ষা কম পরিমাণ লইতে হইবে। এই ক্ষতির অংশ জমীদারদিগকেও সহ্য করিতে হইবে। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মৃত্যুহইলে পাণ্ডুলিপির ২০ ধারার (গ) প্রকরণমতে তাহার ভূমির অধিকার লইতে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব আছে স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু মকররীদারকি তাঁহার কোর্ফা প্রজার মৃত্যু হইলে তাহার ভূমি ভূম্যধিকারী অধিকার করিতে পারিবেন না। প্রথমোক্তস্থলে ঐ ভূমি গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবে, শেষোক্ত স্থলে মকররীদারের প্রতি পুনর্ব্বার বর্ত্তিবে।

২৩ ধারা (গ) প্রকরণ।

৭। প্রচলিত আইনের কোন ব্যাখ্যানুসারেই কোর্ফা প্রজাদার সংক্রান্ত নূতন বিধান গুলির ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয় না। বিচারপতিরা একমত প্রকাশ করিয়াছেন যে কোর্ফা প্রজারা দখলী স্বত্ব লাভ করিতে পারে না। বিচারপতি এল, এস, জাকসন মহোদয় (উইকলীরিপোর্টের ২২ নং ২৬পৃ) লিখেন যে "আইনমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা কর্ত্তৃক ভূমির কোর্ফা বিলি করণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এক দখলীস্বত্বের মধ্যে আর একটি দখলীস্বত্ব জন্মিবার বিধান নাই"। পেটাও দখলী স্বত্বের সৃষ্টি হইলে শ্রেণী বিশেষের বহু সংখ্যক প্রজার অবস্থাগত মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে প্রজা ও তাহাদের পেটাও প্রজাদিগের পরস্পরের স্বত্ব নির্ণয় করণ পক্ষে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে। কোন প্রজা তাহার যোতের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে ঐ অংশ সম্পর্কে মধ্যবর্ত্তি প্রজাস্বরূপ হইয়া বক্রী অংশ সম্পর্কে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা হইবেন। কোর্ফা প্রজাও ভূমিতে যে তাহারা গুরুতর স্বত্ব আছে ইহা উপলব্ধ করিতে পারিলেই তাহার মধ্যে আর এক শ্রেণীর প্রজাদিগকে তাহা কোর্ফা বিলি করিতে পারিবে। প্রকৃত কৃষক শ্রেণীভুক্ত শেষোক্ত ব্যক্তিদের উপকার করণই এক্ষণে উদ্দেশ্য হইলেও তাহাদিগের কোন স্বত্বই থাকিবে না।

১৯, উ, রি, ৯৫।
১৫. উ, রি, ৪৩৯।

৮। যে সকল প্রজা তিন বৎসরের অধিক ও ১২ বৎসরের ন্যূন কাল কোন ভূমি ভোগ করিয়াছে তাহাদিগের প্রতিও আইনসম্মত পদবী ও স্বত্ব প্রদান পক্ষে সমান আপত্তি আছে। এইরূপ করিলে জমীদারের স্বত্বের প্রতি নূতন করিয়া ও অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইবে। এতদ্দেশের প্রচলিত নিয়মই এই যে যাহারা পূর্ণ ১২ বৎসর কাল ভূমি ভোগ কি চাষ করিয়া দখলীস্বত্বলাভ না করিয়াছে তাহারা জমীদার যে খাজানা দাওয়া করেন তাহাই দিতে অথবা ভূমিত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্তু এক্ষণে প্রস্তাব করা হইতেছে যে প্রজা কেবল তিন বৎসর ভূমি ভোগ কি চাষ করিলেই তাহাতে তাঁহার এক প্রকার স্থায়িত্ব স্বত্ব জন্মিবে। ঠিক দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার ন্যায় তাহারও খাজানা হ্রাস হইবার নিমিত্ত দাওয়া করিবার স্বত্ব থাকিবে। প্রজা যত খাজানা দিতে সম্মত আছে ভূম্যধিকারী তদপেক্ষা অধিক দাওয়া করিলে, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বর্দ্ধিত যত খাজানা দাওয়া করিলেন ততটাকা ও সম্ভবতঃ ভূম্যধিকারীর অজ্ঞাতসারে ও বিনানুমতিতে ঐ ভূমিতে কোন ঘর নির্ম্মিত কি অন্য কার্য্য করা গেলে তাহার মূল্য স্বরূপ টাকা উচ্ছেদ করণের প্রজাকে অগ্রে না দিলে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। প্রকাশ্য নীলামে বা যবাও বিক্রয় হইলে এক্ষণকার দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত যে মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা যায় তদ্বিবেচনায় ক্ষতিপূরণের টাকা পূর্ব্বোক্ত হিসাবে দিতে হইলে তাহা তদ্রূপ যোতের সম্পূর্ণ মূল্য অপেক্ষা অধিক হইবে। অতএব অনেকস্থলেই প্রকৃত পক্ষে এই সকল প্রজারা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাদিগের অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান স্বত্ব ভোগের অধিকারী হইবে।

৩১ ধারা।
২৭ (খ) ধারা।

৯। ব্যবস্থাসম্মত যে অনুষঙ্গ গুলিকে দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতেও জমীদারের স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। আদালত সমূহের ব্যাখ্যানুযায়ী সর্ব্বসম্মত রীতি ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রজাকে তাহার দখলীকৃত ভূমিতে জমীদারের অনুমতি বিনা পাকা ঘর, অন্য বাসের ঘর কি বাহিরের প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবারও তাহাতে পুষ্করিণী খনন করিবার ও তাহাতে তৎকর্ত্তৃক কি অন্য যে প্রজা হইতে প্রকাশ্য কি যবাও বিক্রয়ে, অথবা দান, চরমপত্র কি উত্তরাধিকারসূত্রে সে ঐ ভূমিলাভ করিয়াছে সেই প্রজা কর্ত্তৃক কোন বৃক্ষাদি রোপিত হইয়া থাকিলে তাহা কর্ত্তন ও গ্রহণ করিবার অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করা গিয়াছে। এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে "প্রজা নিজ ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করিলে ঐ বৃক্ষে জমীদারের স্বত্ব থাকে ও বৃক্ষ বর্দ্ধিত হওনকালীন তাহাতে প্রজা উপকার লাভ করিতে পারিলেও তাহা ছেদন করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই"। কোনভূমির উপরিস্থিত বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলে বিলি হওন পক্ষে ঐ ভূমির মূল্য বিলক্ষণ হ্রাস হইয়া পড়ে ও কর্ত্তিত বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিয়া ঐ ভূমিকে কৃষিযোগ্য অবস্থায় আনিতে অনেক ব্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং প্রজা বৃক্ষগুলি আত্মসাৎ

৩ ডা ন রি ৬৯৫
৭৮১ পৃষ্ঠা:
৩৬ধারা।
৭৭ ধারা।

অতিরিক্ত উ রি,
৩৬৭।

করিয়া ভূমি ছাড়িয়া দিলে তাহারই সম্পূর্ণলাভ ও ভূম্যধিকারীরই সম্পূর্ণক্ষতি। প্রজাদিগের বাস বাটী সংক্রান্ত বিধানগুলি ভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রণীত হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে আইনের অনিশ্চিত অবস্থাহেতু অনেক প্রজাই সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকে তাহারা ইচ্ছামত তাহাদের ভূমির উপর বাটী প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু ঘটনা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাসবাটী নির্ম্মাণেচ্ছু প্রজা সর্ব্বস্থলেই জমিদার কি তাঁহার নায়েবের নিকট যাইয়া উক্ত কার্য্যের নিমিত্তে এক খণ্ড বাস্তুভূমি জমা করিয়া লন। পাকাবাটী প্রস্তুত করার ইচ্ছা না থাকিলে তাঁহার কোন সেলামী দিতে হয় না। বাটী নির্ম্মাণ করিতে তাঁহাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, কিন্তু তিনি ইহা উত্তমরূপে জ্ঞাত থাকেন যে জমীদারের অনুমতি বিনা তিনি কৃষিযোগ্য ভূমির উপর বাটী প্রস্তুত করিয়া ঐ ভূমিকে বাস্তুরূপে পরিণত করিতে পারেন না। কৃষিযোগ্য ভূমি অপেক্ষা বাস্তুভূমির খাজানা অধিক অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু এরূপ সর্ব্বস্থলে নহে; অনেকস্থানে কমখাজানা পাওয়া যায়। পাকাবাটী কি বাগান প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা করিলে প্রজারা ভূম্যধিকারীর স্থানে সর্ব্বদাই স্থায়ীপাট্টা লইয়া আপনাদের স্বত্বরক্ষা করিয়া থাকেন। গতবৎসরের শাসন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনীতে দৃষ্ট হয় ১৮৭৮-৭৯ সালে বঙ্গপ্রভৃতি প্রদেশে ১১৯,০১৫ খানি এই প্রকার পাট্টা রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। অতএব বিচারাধীন বিধানটি সম্পূর্ণরূপ নিষ্প্রয়োজন, ও ইহাতে বাস্তুভূমির খাজানা তদ্রূপ ভূমির বাজার দর অপেক্ষা শতকরা বৎসর ৫ টাকার অধিক হিসাবে ধরা যাইতে পারিবে না নিয়ম হওয়াতে জমীদারদিগের সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে। যেরূপ অনুমান করা হইয়াছে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সেইরূপ অনুমান করিয়া দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট কোন যোতের মূল্য উহার চারিবৎসরের খাজানা সমষ্টির তুল্য বলিলে ইহাই দৃষ্ট হয় যে প্রজা কোন ভূমির উপর একটি বাসের ঘর কি বাহিরের ঘর নির্ম্মাণ করিলেই উহার কার্য্যক্রমে ঐ ভূমিখণ্ডের খাজানা কমাইয়া শেষে চলিত খাজানার এক পঞ্চমাংশ মাত্র করিয়া লইতে পারিবেন। পরন্তু অনেক স্থানে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের মূল্য প্রায়ই একবৎসরের খাজানা অপেক্ষা অধিক হয় না। অতএব এই সকল স্থানে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত বাস্তুভূমিরূপে পরিণত হইলে প্রস্তাবিত বিধি অনুসারে তাহার খাজানা ঐ অনুপাতে কম হইবে। জমীদারের বিনানুমতিতে পুষ্করিণী খননার্থ প্রজাকে ক্ষমতা দিবার যে বিধান করা হইয়াছে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য গুলি প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিলে তাহার প্রতিও প্রয়োগযোগ্য।

রিপোর্ট ১১১ প্রকরণ।

ষ্টাটিষ্টিকাল রিটর্ণ, ৪০ পৃষ্ঠা।

৪২ ধারা।

রিপোর্টের ১২৯ প্রকরণ।

১০। কোন প্রজা নিজের বাসের জন্য প্রয়োজন নহে এমত কোন কুঠি কি ঘর প্রস্তুত করিলে ঐ প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু এইরূপ স্থলেও বিধান হইয়াছে যে ভূম্যধিকারী ঐ ভূমির অন্যরূপ ব্যবহারের কথা জ্ঞাত না থাকাতে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রজাকে নোটিস না দিলে শেষোক্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকা পাইবার অধিকারী হইবেন। এই প্রশ্নের বিচার কালে বিচারপতি এন্‌সলী সাহেবের পশ্চাল্লিখিত কথা গুলি (৩, ভা. ল. রি, ৭৮৪) স্মরণ করিলে ভাল হয়:—"আইনমত প্রদত্ত দখলী স্বত্বক্রমে কেবল নির্দ্দিষ্ট কতিপয় নিয়মাধীনে প্রজাদের খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে নিয়ম থাকিলেও ভূমির উপর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব স্বত্ব প্রদান করিতে পারা যায় না। ভূম্যধিকারীর সর্ব্বদাই ইহা বলিবার অধিকার আছে যে যে কার্য্যের নিমিত্তে ভূমি দেওয়া হইয়াছিল কেবল সেই কার্য্যেই তাহা ব্যবহৃত হইবে; এই বিষয়ের ব্যবস্থা উদার ভাবে ব্যাখ্যা করিলেও ভূমির এক প্রকার ভোগের স্থলে সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার ভোগের বিধি দৃষ্ট হয় না।"

৩১ ধারা।

১১। খাজানা বৃদ্ধি করণ সম্পর্কে বক্তব্য যে যাহা এত কাল পর্য্যন্ত জমীদারের এই বিষয়ে গুরুতর বাধা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে তাহার কিছুই করা হয় নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে কোন যোতের খাজানা একই হারে দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না বলিয়া যে বিধি আছে অবশ্য কেহই তাহার ন্যায্যতা অস্বীকার করেন না, কিন্তু ঐ যোতের খাজানা যে তদ্রূপে দেওয়া হইতেছে তাহা প্রমাণ করিবার ভার প্রজার উপর ন্যস্ত না করিয়া উক্ত খাজানা যে তদ্রূপে দেওয়া হয় নাই ইহা প্রমাণ করিবার ভার জমিদারের উপর ন্যস্ত হইবার কারণ কি? প্রজাই বলিতেছে যে ঐ খাজানা নির্দ্দিষ্টরূপে দেওয়া হইয়াছে ও তাহার কথা সত্য হইলে সে উত্তমরূপেই তাহা প্রমাণ করিতে পারে, পক্ষান্তরে জমীদারের পক্ষে নিজের কথা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমি অধিকার করিতেছেন এমদ্দেশে এমন জমীদারের সংখ্যা অতি অল্পই; এই বিরল প্রাপ্য ব্যক্তিদিগকে ত্যাগ করিলে প্রায় সকল ভূম্যধিকারীরাই প্রকাশ্য বা ঘরাও বিক্রয়ে তাঁহাদিগের অধিকার লাভ করিয়াছেন। ভূয়োদর্শনে জানিতে পারা যায় যে খাজানা বৃদ্ধির অধিকাংশ মোকদ্দমায়, এমত কি শতকরা নব্বইর অধিক মোকদ্দমায়, প্রজা মোকদ্দমার সময়ের পূর্ব্ব বিশ বৎসর একই হারে খাজানা দেওনের প্রমাণ করাতে আইনমত তাহার সপক্ষে যে অনুমান হইল ভূম্যধিকারীরা ঐ অনুমানের খণ্ডন করিতে পারেন নাই। উক্ত সকল স্থলেই যে ১৭৯৩ সাল অবধি ভূমি অধিকৃত হইয়া আসিতেছিল ইহা সম্ভব নহে। এই রূপ অনুমান চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের সময়ে এতদ্দেশের যে এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষাও অধিক ভূমি পতিত অবস্থায় ছিল ও প্রত্যেক পরগনায় প্রচলিতখাজানার হার সময়ে২ যে পরিবর্ত্তিত হইত এই সকল সুবিদিত ঘটনার

১৭ ধারা।

সহিত সঙ্গত হয় না। ভূম্যধিকারীরা কোন গতিকেই বিশেষতঃ তাহারা নীলাম খরিদার হওয়াতে প্রজার অনুকূল যে অনুমান করা হইল তাহার খণ্ডন করা অসম্ভব দেখিয়া খণ্ডন করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহাদিগের ন্যায্য প্রাপ্য পাইলেন না। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন প্রণীত হইবার অল্পদিন পরেই পূর্ব্বোক্ত বিধির কার্য্যক্রমে জমীদারদিগের বিশেষ কষ্ট অনুভূত হয়, গত বিশ বৎসরের মধ্যে প্রজারা অনেক স্থলেই কোন ব্যবস্থাগত পারিভাষিক কি অন্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া খাজানা বৃদ্ধি নিবারণ করণপক্ষে কৃতকার্য্য হওয়াতে এইরূপ প্রমাণসংগ্রহ করণে সমর্থ হইয়াছে যে তাহার সহায়তায় প্রজার অনুকূল উক্ত অনুমান সংক্রান্ত আইনের কার্য্যক্রমে ভূম্যধিকারির কষ্ট দ্বিগুণিত হইবে। কমিশনের সভ্যেরা এই অনুমান সংক্রান্ত বিধির কার্য্য হইতে গবর্নমেণ্টের স্বার্থরক্ষা করণ আবশ্যক দেখিয়া বিধান করিয়াছেন যে, "যে সকল মহালে চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত প্রচলিত হয় নাই, তথায় উক্ত অনুমানের কার্য্যক্রমে খাজানা বৃদ্ধি হইবার বাধা হইবে না।" অনুমান সংক্রান্ত উক্ত বিধির অন্যায্যতা ইহা অপেক্ষা আর কিছুতেই অধিকতর বিশদ হইতে পারিবে না। যদি গবর্নমেণ্ট আপনার এত দূর প্রভাব ও ক্ষমতা সত্ত্বেও এবং সুরক্ষিত ও সুপ্রণালী সিদ্ধ হিসাবপত্র থাকিলে যে সকল উপায় ও কৌশল সুলভ হয় তাহা লাভ করিয়াও বহুদর্শন বলে নিজ স্বার্থরক্ষা করণার্থে আইন পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সাধারণ ভূম্যধিকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে আইন সংশোধ করিবার আবশ্যকতা কি অধিক ও গুরুতর নহে ?

৬ ও ১৭ ধারা। বর্দ্ধিতস্বল।

১২। খাজানা বৃদ্ধির হার সম্পর্কে এতদ্দেশে প্রজাদের জমীদারকে কত খাজানা দিতে হইবে তাহা কর্তৃপক্ষেরই অবধারণ করা কর্ত্তব্য এই আনুমানিক নিয়মের অনুসরণ করিয়াই প্রচলিত আইনের বিধান গুলির মৌলিক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা সমূহ পাঠ করিয়া আমার উপপত্তি এই যে এতদ্দেশে প্রজাদের খাজানা শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক না হইয়া প্রচলিত রীতি ক্রমেই অবধারিত হইয়া থাকে ব্যবস্থাপকেরা এইটি স্থিরীকৃত মূল নিয়ম বলিয়া সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। ১৭৯৩ সালের আইনে জমীদারকে রীতি অনুযায়ি কি পরগনা প্রচলিত পূর্ণ হারে খাজানা পাইবার অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে প্রজার (স্পষ্টই বোধ হয় ইহারা খোদকাস্তা প্রজা) উচ্ছেদ হইতে মুক্ত থাকিবার যে স্বত্ব ভোগ করে তাহার উল্লেখ করিয়া লার্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখের মন্তব্যলিপির এক স্থানে লিখিয়াছেন যে "যেব্যক্তি ভূমি কর্ষণ করুকনা, জমীদার প্রচলিত খাজানার অপেক্ষা অধিক পাইতে পারেন না, অনেক স্থানেই কৃষকেরা এই খাজানার অপেক্ষা অধিক দিতে সমর্থ নহে। অপর একজনকে ভূমি বিলি করিবার অভিপ্রায় ঐ ভূমির প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা জমীদারের প্রতি প্রদান করিলে তাঁহাকে নিরর্থক অত্যাচার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, এরূপ অত্যাচারে তাহার কোন লাভ নাই।" ১৮১২ সালের ৫ আইন ও নীলামের সকল আইনক্রমেই প্রচলিত বা পরগনা হারের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে; যাহারা ১৮৫৯ সালের ১০ আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারাও এই বিষয়ে জমীদারদিগের স্বত্ব হরণ করেন নাই। শ্রীযুত মাকফর্স্ন সাহেব গত জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখের নিজ মন্তব্য লিপির ৭ প্রকরণে যথার্থই বলিয়াছেন "আমার মতে দখলী স্বত্ব ক্রমে প্রজা কেবল যথেষ্ট উচ্ছেদ হইতে রক্ষিত হইতে পারিবেন কিন্তু সুবিধা জনক নির্দ্দিষ্ট খাজানার হারে তাহা অধিকার করিতে পারিবেন না"। ঈশ্বর ঘোষের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির মধ্যে সর বর্নেস পীকক লিখিয়াছেন "নূতন প্রজার নিকট সঙ্গতমত যে খাজানা পাওয়া যাইতে পারে তদপেক্ষা কম খাজানায় ব্যবস্থাপকগণ যে অপ্রচলিত পূর্ব্বদখলী স্বত্ব প্রদান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন ইহা বলিলে আইনের এরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে তাহাতে চিরস্থায়ি বন্দোবস্তাধীন জিলাসমূহে ভূম্যধিকারীদিগের নির্দ্ধারিত স্বত্বপ্রতিজ্ঞান্যায় হস্তক্ষেপ, ও তাহাদিগের সম্পত্তির বিলক্ষণমূল্য হ্রাসের কারণ হওয়াতে উক্ত চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের সময়ে তাহাদিগের প্রতি আপন পরিশ্রম ও সুচারুরূপ কার্য্য সম্পাদনের সম্পূর্ণ ফলাধিকারী হইবেন বলিয়া যে আশা দেওয়া হইয়াছিল তাহাও ব্যর্থ করা হইবে। এই বিষয়ে প্রিভিকৌন্সলের একটি প্রধান নিষ্পত্তি মধ্যে লেখা আছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে জমীদার যে সময়ের পরগনা বা প্রচলিত হারে তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত খাজানাদায়ী সমস্ত ভূমির খাজানা বৃদ্ধি করিবার স্বত্ববান এই অনুমানের উপরই খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা নির্ভর করিয়া থাকে, কেবল যে স্থলে কোন নিয়মপত্রক্রমে আবদ্ধ হইয়া উক্ত স্বত্ব ক্রমে "তাঁহার কার্য্য করিবার বাধা থাকে কি বিবেচনার বিষয়ীভূত ভূমি বঙ্গদেশীয় ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের স্বীকৃত বর্জ্জিত স্থল মধ্যে গণ্য হয় সেই স্থলেই অন্যরূপ হয়"। ১৭৯৩ সালে গবর্ণমেণ্ট ঐ সালের ১ আইনের ৮ ধারাক্রমে অধীন তালুকদার, প্রজা ও ভূমির কর্ষণকারী অপর ব্যক্তিদের রক্ষা করণ ও মঙ্গলার্থ" প্রয়োজন মত আইন প্রণয়ন করিতে পারিবার নিমিত্ত আপনার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ দিগের লিখিত পত্রের উদ্ধৃত কথাতে দৃষ্ট হয় যে তদ্রূপ ক্ষমতা রাখিয়া কেবল প্রয়োজনমত এইরূপ আইনপ্রণয়ন করণের ক্ষমতার উল্লেখ করা হয় যাহাতে প্রজাদিগকে স্বীয় অধিকার হইতে অন্যায় পূর্ব্বক উচ্ছেদকরণ কি তাহাদিগের উপর অন্যায্যকর্ম্মের ভার ন্যস্ত করণ নিবারিত হইতে পারে। ঐ ক্ষমতা ক্রমে যে জমীদারকে দেয় প্রজার খাজানা ও অবধারিত

রিপোর্টের ৪৬ প্রকরণ।

২৩রাই মার্চ ১৮৭০

হরিংটন্স আনালিসীস, ২ নং ১৮৯ পৃষ্ঠা।

হইতে পারিবে বলিলে ১৭৯৩ সালে একইকালে যে ব্যবস্থা সমূহ প্রণীত হয় তাহার লিখন ও মর্ম্ম বিবেচনার সম্পূর্ণ অসঙ্গত ব্যবহার করা হয়।

১৩। উপরে যে আনুমানিক মূল নিয়ম আক্রমণ করিলাম তাহা অনুসরণ করিয়া কমিশ্যনের সভ্যেরা এই রূপ বিধান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন প্রজার ভূমির বর্দ্ধিত খাজানা ঐ ভূমির উৎপন্ন মোট শস্যের গড় ধরিয়া বাৎসরিক যে মূল্য হয় তাহার চতুর্থাংশের অধিক হইবে না। উৎপন্ন শস্যে জমীদারের প্রাপ্য অংশ এইরূপ যদৃচ্ছভাবে নির্দ্দিষ্ট করণ চেষ্টা কেবল যে জাজ্বল্যমান প্রকৃত ঘটনার বিরুদ্ধ তাহা নয়, কারণ বঙ্গ ও বেহার উভয় দেশেই শস্য ভাগ করিয়া খাজানা দেওয়ার নিয়ম প্রবল থাকিলে উভয় স্থানেই জমীদারের প্রাপ্য অংশ প্রায়ই কোন স্থলে অর্দ্ধেকের কম নাই, এরূপ চেষ্টা ন্যায়বিরুদ্ধ ও অসুবিধাজনক। দেশের যেং স্থানে খাজানা উৎপন্ন সমগ্র শস্য মূল্যের শতকরা ২৫৲ টাকার অনেক অধিক হারে দেওয়া যায় এই বিধি ক্রমে তথায় এককালে খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। ঐ সকল স্থানে ভূম্যধিকারীরা তাঁহাদের ন্যায্য লভ্য হইতে অধিক লভ্য পাইতেছেন এরূপ তর্ক আপাত মনোহরভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। কোন জিলায় উৎপন্ন শস্যের অনুপাতে খাজানা অধিক হইলেই যে তথায় অবশ্যম্ভাবি ফল স্বরূপ ভূম্যধিকারীরা অধিক লভ্য পান কি কোন জিলায় ঐ অনুপাতে খাজানা কম হইলেই যে তাহারা তদ্রূপ কম লভ্য পান ইহা সত্য নহে। পথকর সংক্রান্ত কাগজে মহাল প্রভৃতির যে মূল্য অবধারিত হইয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে বীরভূম ও হুগলীতে উৎপন্ন শস্যের অনুপাতে খাজানা একচতুর্থাংশ অপেক্ষা অনেক অধিক কিন্তু মহালের রাজস্ব তাহার মূল্যের শতকরা ৫৲ টাকার অধিক হিসাবে অবধারিত হইয়াছে। আবার ঢাকা ও চট্টগ্রাম জিলায় ঐ অনুপাত যে দশ ভাগের এক ভাগেরও অল্প কিন্তু মহালের রাজস্ব তাহার মূল্যের শতকরা ২৫ টাকারও কম অবধারিত হইয়াছে। সুতরাং প্রস্তাবিত বিধিক্রমে কার্য্য হইলে এইফল হইবে যে কোনং স্থলে (আমি যেরূপ পূর্ব্বেই বলিয়াছি) ইহাতে খাজানা বৃদ্ধি করণ এককালে হইতে পারিবে না, আবার কোনং স্থলে ইহাতে ভিন্নং অনুপাতে খাজানা বৃদ্ধি হইবে, আবার স্থলবিশেষেইহাতে প্রতি দশবৎসর অন্তর খাজানা দ্বিগুণিতও হইবে, ও সর্ব্বস্থলেইপ্রজা ও ভূম্যধিকারী এতকাল পর্য্যন্ত ভূমি হইতে পরস্পর যে লাভ পাইতেছেন তাহার ব্যত্যয় হইবে। খাজানা বৃদ্ধিসংক্রান্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণপক্ষে ইহাতে আদালতের কোন সাহায্য লাভ হইবে না। সর রিচার্ড টেম্পল সাহেবের শাসন কালে ও তৎপরে গবর্ণমেণ্ট সাধারণের নিমিত্ত যে সমস্ত কাগজপত্র প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশই খাজানার সর্ব্বোচ্চ সীমা ইহা জানিতে পারিলে আদালতের বিশেষ সাহায্য হয় না, কারণ কার্য্যতঃ উৎপন্ন শস্য সম্পর্কে খাজানার অনুপাত একস্থানে বা শত ভাগের ৫ ভাগমাত্র আবার অন্যত্র শত ভাগের ৪০ ভাগও দেখা যায়।

২০ ধারা (গ)।

রিপোর্টে ৪৭ প্রকরণ।

১৮৭৮।৭৯ সালের অতিরিক্ত রিপোর্ট ৩৭৪ পৃষ্ঠা।

হ্যারিসন সাহেবের টেবিল।

১৪। বিখ্যাত খাজানার মোকদ্দমায় ট্রেবর সাহেব বলিয়াছিলেন “দেশ প্রচলিত যে হারক্রমে কোন ভূমির মোট উৎপন্ন শস্যের অন্যতর ভাগের মূল্য বুঝায় তাহা যে নামেই অভিহিত হউক উপযুক্ত ও ন্যায্য শব্দ আমারমতে সেই হার সম্পর্কেই প্রযুক্ত হয় বলিয়া ও বিবাদস্থলে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা যে হারে খাজানা দিয়া থাকেন সেই হারই বিপরীত প্রমাণ করিতে না পারিলে, যে উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করিতে হইবে আইনে এরূপ আদেশ থাকাতে এক্ষণে যে খাজানা দেওয়া যায় বিপরীত প্রমাণের অভাবে তাহাকেই প্রচলিত হার বলিয়া ন্যায়তঃ অনুমান করা যাইতে পারিবে। এই অনুমান প্রবল মানিয়া প্রজা কি জমীদারের চেষ্টা কি ব্যয় বিনা কেবল সাধারণ মূল্য বৃদ্ধিবশতঃ উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে কোন্ মূল নিয়মানুসারে খাজানা নিরূপিত হইবে? এক্ষণে দেয় খাজানাই প্রচলিত খাজানা হওয়াতে, আমার অবলম্বিত মতানুসারে উহাতেই মোট উৎপন্ন শস্যের যে অংশ জমীদারের প্রাপ্য সেই অংশের মূল্য বুঝাইয়া থাকে। জমীদার ও প্রজার কৃত কোন কার্য্য বিনা অন্য কারণে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে জমীদার তাঁহার প্রাপ্য শস্যাংশের বর্দ্ধিত মূল্যানুপাতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান হইবেন।” এই বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত কথা বিবেচনা করিলে পূর্ব্বোক্ত বিধিটিই উপস্থিত প্রশ্নের প্রকৃত ন্যায়ানুগত মীমাংসা স্বরূপ হইতে পারে। ইহা অনুসরণ করিলে জমীদার ও প্রজাকে স্থানীয় রীতি ক্রমে শস্যের যে অংশ প্রত্যেকের উচিত প্রাপ্য বলিয়া প্রকাশ আছে সেই অংশই দেওয়া হইবে ও শস্যের বর্দ্ধিত মূল্য সর্ব্বদাই যে অনুপাতে তাঁহাদিগের মধ্যে বিভাগ হইত ঐ মূল্য সেই অনুপাতেই বিভাগ হইবে। কমিশ্যনের সভ্যেরা ট্রেবর সাহেবের সহিত একমত হইয়া বলেন যে খাজনা সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে হইলে এক্ষণকার প্রচলিত খাজানাই মূল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, অথচ খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমায় অনুপাতমূলক বিধিটি কার্য্যকর করিবার প্রয়াস না পাইয়া সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি বর্দ্ধিত খাজানার একটি সর্ব্বোচ্চ সীমা প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যদি যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধানের পর ভিন্নং জিলায় কি অন্য সকল স্থানে উৎপন্ন শস্য ও খাজানার মধ্যে যে অনুপাত লক্ষিত হয় তাহা চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত ও প্রকাশিত হয় ও খাজানা বৃদ্ধি করণার্থ সকল মোকদ্দমায় ও কার্য্য প্রণালীতে ভবিষ্যতে উক্ত অনুপাত মূলে নিষ্পত্তি করা

৩, উ. রি. ১০ আইন ৪১ পৃষ্ঠা।

রিপোর্ট ৪৭ প্রকরণ।

যায়, তাহাহইলে, আমার বোধ হয়, যে বিখ্যাত খাজানার মোকদ্দমার বিচারে ন্যায়ানুমত যে মূল যুক্তি সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কার্য্য সহজ হইবে ও খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি কার্য্য এক্ষণে যে দুরূহতায় জড়িত থাকে তাহাও অপনীত হইবে। আইনের উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে পূর্ব্বোক্ত বিধির ন্যায্যতা প্রকারান্তরে স্বীকার করা গেলেও ঐ বিধিটি এরূপ আকারে গ্রহণ করিবার অনুরোধ হইয়াছে যে তাহাতে অনুসন্ধান কার্য্যের দুরূহতা, ভিন্ন২ মোকদ্দমার ফলের ভিন্নতা, ও তজ্জনিত গোলযোগ পূর্ব্বের ন্যায় থাকিয়া যাইবে; বিখ্যাত খাজানার মোকদ্দমায় ঐ বিধিটি যে আকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই আকারে কার্য্য হইলেই সর্ব্বদাই উক্ত গোলযোগাদি ঘটিয়া থাকে।

২৩ (ম) ধারা।

২৩ (খ) ধারা।
১০ (খ) ধারা।

১৫। অনুপাতের বিধিটি খাজানা বৃদ্ধি করণ সর্ব্বদাই যেরূপ বিবেচিত হইয়াছে তদ্রূপ মূল বিধি স্বরূপ গণ্য করিলে, বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্ব খাজানার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হইবে না। (১) এই বিধিটির কি কোন যোতের খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে পশ্চাৎ দশবৎসরের মধ্যে আর বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না।

২১ (ক) ধারা।

(২) এই বিধিটির, কি ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কি উৎপন্ন শস্যের মূল্য ভূম্যধিকারী কি প্রজার যত্ন কি ব্যয় বিনাবৃদ্ধি হইয়া থাকিলে ভূম্যধিকারী ঐ বৃদ্ধিজন্য লভ্যের কেবল অর্দ্ধেক অংশ পাইতে স্বত্ববান (৩) এই বিধিটির কোন প্রয়োজন হইবে না। (১) ও (২) বিধি দুইটি অনাবশ্যক হইলেও অপেক্ষাকৃত অনাপত্তিযোগ্য কিন্তু (১) বিধির ন্যায় (৩) বিধিটি স্পষ্ট নির্দ্দেশ সূচক হওয়াতে তৎক্রমে হুগলী ও বর্দ্ধমান জিলার বর্দ্ধিত লাভ ন্যায়তঃ ভাগ করা হইবে, কিন্তু ঢাকা ও চট্টগ্রাম জিলার ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ঐ লভ্য এরূপ অনুপাতে বিভক্ত হইবে যে প্রজার বিরুদ্ধে যত দূর যায় বর্ত্তমান অনুপাত অপেক্ষা ঐ অনুপাত অষ্ট হইতে দশ গুন পর্য্যন্ত অধিক হইবে। খাজানা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিধিবিধানের এই ফল হইবে যে অনুসরণীয় অনুপাত সূচক সহজ একটি বিধির পরিবর্ত্তে মুনসেফ বা কালেকটরের পালনার্থ এমত কতক গুলি বিধি প্রণীত হইবে যে তাহাতে উপস্থিত প্রশ্নের নিষ্পত্তি করণ পক্ষে কণামাত্র ও অধিকতর ন্যায় কি বিচার সম্ভাবনা না থাকিয়া বরং প্রচলিত যে বিধি রহিত করার কল্পনা হইতেছে তজ্জনিত জটিলতা অপেক্ষা অধিক গোলযোগ সংঘটিত হইবে।

১১ ধারা।

৯ ধারা।

রিপোর্টের ৫১ প্রকরণ

রিপোর্টের প্রকরণ।
২৩ (গ) ধারা।

১৬। প্রত্যেক যে রাইয়তি যোতের মধ্যে ১০০ বিঘা কি তদধিক ভূমি আছে তাহা তালুকে পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। তালুকদার যে খাজানা আদায় করেন তাহা হইতে আদায়ের খরচ বাদ দিয়া বক্রী টাকার শতকড়া ১০৲ টাকা তাঁহার অংশের উচ্চতম লাভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না হইলে প্রস্তাবটীতে ভূম্যধিকারিদের যথা কিঞ্চিৎক্ষতি হইলেও তাহা বিশেষ হানিজনক হইত না। তালুকদার মোট যে খাজানা আদায় করেন ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারাক্রমে তাহার শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে তাঁহার লভ্যের অংশ নিরূপিত হইয়া ছিল, ও ১৮৫৯ সালে উক্ত আইন রহিত হইয়া ভ্রান্তিবশতঃ তৎপরিবর্ত্তে নূতন কোনবিধান প্রণীত না হইলেও আদালতে পূর্ব্বোক্ত অংশই উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে। তালুকদার ও মধ্যবর্ত্তী অন্য লোকেরা কৃষিসমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় লোক নহে স্বীকার করাহইয়াছে তবে তাঁহাদিগের লভ্যাংশ বাড়াইয়া দিবার কারণ কি? জমীদারের স্বার্থ হানি করিয়াই বা এরূপ করা হয় কেন?

২৩ (ঘ) ধারা।

১৭। খাজানার ক্রমিক বৃদ্ধি বিষয়ক প্রকরণও আপত্তিযোগ্য। এই প্রকরণে বিধান করা হইয়াছে যে খাজানা ৫ বৎসরের অনধিক কাল পর্য্যন্ত বৎসর২ ক্রমশঃ বাড়িয়া বৃদ্ধির নির্দ্দিষ্ট সীমায় পহুঁছিবে কোন ডিক্রীমত এই রূপ আজ্ঞা হইতে পারিবে। এই বিষয়ে আমার ১৮৮০ সালের ২০ আপ্রিলের মন্তব্য লিপিতে যাহা বলিয়াছি তাহাই পুনর্ব্বার বলিতে ইচ্ছা করি।—"ক্রমিক বৃদ্ধি হওনের নিয়মটি নূতন ও উপস্থিত বিষয়ের সহিত ইহার কোন সংস্রবই নাই। পতিত ভূমির আবাদ করিতেহইলে অধিকসময় না গেলে ঐ ভূমিতে পূর ফসল হইবে না বিবেচনায় কোন প্রজা ক্রম বর্দ্ধনশীল জমার যে তাহা লইতে ইচ্ছা করিতে পারে ইহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত ও ন্যায্য হার অপেক্ষা কম হারে খাজান দিবার অধিকার প্রজার পক্ষে এমন কি দুই কি তিন বৎসরের নিমিত্তেই বা কেন থাকিবে। বর্দ্ধিতখাজানার ভার অল্পে২ করিয়া ক্রমশঃ প্রজার উপর ন্যস্ত করা উচিত এই রূপ বিবেচনা করা গেলে উভয় পক্ষের স্বত্বের যথার্থ পর্য্যালোচনা করা হয় না। তদ্রূপ প্রজা অপেক্ষা কোন শস্যভোক্তা ব্যক্তির শস্যের মূল্য এক কালে বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হউক বলিবার অধিকতর স্বত্ব আছে। প্রজার বিষয়ে অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে যে শস্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়াছে ও সে আপোষে ভূম্যধিকারীকে তাঁহার প্রাপ্য বর্দ্ধিত মূল্যের অংশ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে। এরূপ স্থলে প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিলে সে অনুগ্রহ অপাত্রে করা হইবে এবং তাহাতে মোকদ্দমা করণ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে আপোষে খাজানা নিরূপণ করা চিরকালের নিমিত্তে অসম্ভব হইয়া পড়িবে।"

১৮। যেস্থলে শস্য ভাগ করিয়া খাজানা দিবার নিয়ম আছে তথায় ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য অংশ প্রকৃত পক্ষে অর্দ্ধাংশ ভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরন্তু বঙ্গ ও বেহার উত্তর প্রদেশের অনেক স্থানেই, ভূম্যধিকারী প্রজাকে বীজ, কি পরিশ্রম বা অন্য সাহায্য না করিলেও উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধ অংশ পাইয়া থাকেন। এক্ষণকার প্রচলিত হার কমাইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে যে কেবল অন্যায় হইবে তাহা নহে আরো বর্ত্তমান স্বত্বাদির প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া বহুল গোলযোগ উৎপাদন করিবে। বেহারে শস্য ভাগ করিয়া খাজানা দিবার নিয়ম থাকাতে তত্রত্য প্রজাদের প্রতি বৎসর২ খাজানা-স্বরূপ শস্যের মূল্য হিসাবে টাকা দেওনের ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাবেও আমি আপত্তি করি। যে স্থলে খাজানা স্বরূপ শস্যের ভাগ দেওয়া যায় তথায় খাজানা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা হয় না, উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে উভয় পক্ষই লভ্যের নিজ২ নিয়মিত অংশ পাইয়া থাকেন। এক্ষণে উভয় পক্ষের স্বত্বই যে স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য বিনা আপনা আপনি নিরূপিত হইতেছে, প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে সেই স্থলে মোকদ্দমা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।

৮৬ ধারা।

১৯। ভূম্যধিকারীরা তাহাদের প্রাপ্য খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত ফসল আটক করিবার বিধানের প্রায় সর্ব্বদাই সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। আইনমত উপায় কার্য্যতঃ অবলম্বন না করিয়া বলপূর্ব্বক কার্য্য করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াই তাঁহারা উক্ত বিধানের সাহায্যে উপযুক্ত সময়ে খাজানা আদায় করিতে সমর্থ হন ও বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে প্রজাদিগের যে সময়, কার্য্য, ও অর্থক্ষতি হইত তাহা নিবারণ করিতে পারেন। ভূম্যধিকারীদের আপনাদিগের প্রতি প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিবার প্রায়ই প্রবৃত্তি হয় না ও প্রকৃতই উক্ত ক্ষমতা অপব্যবহার হয় না। অপব্যবহার স্থলে যে গুরুতর দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাহাতে নিরর্থক কি অত্যাচার করণাভিপ্রায়ে ফসল আটক করণ হইতে দেয় না। অন্যায়মতে উক্ত ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য হইলে আইনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রজার বিলক্ষণ রূপে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা আছে। ফসল আটক করণ রূপ বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী ভূম্যধিকারীদের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাঁহারা ইহাকে প্রজাদের নিকট হইতে সময় মত ও সহজে খাজানা আদায়ের উৎকৃষ্টতর কার্য্যকর উপায় বলিয়া জ্ঞান করেন। প্রজারা সাধারণতঃ অমিতব্যয়ী বলিয়া বিদিত আছে, এই প্রণালীটি রহিত করিলে পরিণামে তাহাদিগের উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবে। ইহা রহিত করণ পক্ষে যে সমস্ত কারণ দেওয়া হইয়াছে তাহা অপ্রকৃত ও অপ্রচুর জ্ঞান সম্ভূত হওয়াতে তাহার বলে জমীদার ও প্রজা উভয়েরই পক্ষে দুর্ঘটন স্বরূপ হয় আইনের এমত কোন পরিবর্ত্তন করা ন্যায্য হইবে না।

রিপোর্টের ৪প্রকরণ।

২০। দুই কি ততধিক সহ অংশীর অবিভক্ত মহাল কি তালুকের কার্য্য নির্ব্বাহ করণার্থ কার্য্য নির্ব্বাহক নিযুক্ত হইবার নিমিত্তে কোন এক জন প্রজা কি অতি ক্ষুদ্রতর অংশের অধিকারী প্রার্থনা করিলে জিলার আদালত সমূহের প্রতি যে তদ্রূপ কার্য্যনির্ব্বাহক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয় নাই। সম্প্রতি হাই কোর্টের পূর্ণাধিবেশনের একটি নিষ্পত্তি ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে যে প্রত্যেক সহাধিকারীই প্রাপ্য স্বীয় খাজানার অংশ আদালতে মোকদ্দমা করিয়া ভাগ করিয়া লইতে পারিবেন। ইহাতেই অবিভক্ত মহাল ও তালুকের প্রজাদের কষ্টের কারণ ও সহাংশীদের মধ্যে ও বিবাদের কারণ অপনীত করিবে। অতএব আদালত কর্ত্তৃক কার্য্য নির্ব্বাহক নিয়োগের প্রস্তাব অনাবশ্যক। সর জর্জ কাম্পবেল সাহেবের শাসন কালে এইরূপ একটি প্রস্তাব হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে শাসন ও বিচার কার্য্য সংক্রান্ত যে সকল কর্ম্মচারীর মত জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁহারা প্রতিকূলমত প্রকাশ করেন ও শেষে তাহার দোষ গুণের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়া প্রস্তাবটি ত্যাগ করা হয়। অনর্থক ব্যবস্থা প্রণয়নদ্বারা ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কার্য্য করণে বাধা ঘটাইবার যে প্রবৃত্তি ইউরোপ খণ্ডে মধ্যযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার সৃষ্টি করা নিশ্চই বাঞ্ছনীয় নহে।

৬১ ধারা।

২১। কতিপয় সামান্য বিষয়েও আমাকে অধিকাংশ সংযোগী হইতে ভিন্নমত প্রকাশ করিতে হইল। (১) প্রচলিত আইনে বাকি খাজানার উপর শতকরা ১২৲ টাকা হারে সুদ দিবার ব্যবস্থা আছে পাণ্ডুলিপিতে ভূম্যধিকারীর মাস কিস্তিক্রমে খাজনা আদায় করিবার স্বত্ব হরণ করা হইয়াছে অথচ সুদের হার কতক অংশে আদালতের বিবেচনাধীন করা হইয়াছে। (২) আদালতে স্বীকৃত হইয়াছে বটে যে কোন যোতের সীমার পরিবর্ত্তন না হইয়া পরিমাণের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলে খাজনা বৃদ্ধির হেতু হয় না, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে এই বিষয়ে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার মূল সূত্র অনুসারে কার্য্য হইলে বিধিমতে ইহার মধ্যে আইসে না এইরূপ অনেকস্থলেই ভূম্যধিকারী অধিক ভূমি থাকা হেতুতে খাজানা

৫৬ ধারা।

২২ ধারা।

যুদ্ধ করিবার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে স্থলে বিঘাপ্রতি খাজানা নির্দ্ধারিত আছে সেই স্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম বর্ত্তিতে পারে না, সুতরাং ভূমি অল্প পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেও খাজানা বৃদ্ধি না হইবার কারণ নাই। পক্ষান্তরে প্রজা তাহার দশ বিঘার যোত মাপে এক কাঠা কম হইয়াছে এরূপ বলিলে খাজানা কম হইবার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে পারিবে। (৩) তালুকাদির খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে তাহার বিক্রয় বিষয়ে পাণ্ডুলিপিক্রমে আইনের যে পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা অনাবশ্যক, আমি নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলিতে পারি ইহাতে বহুল মোকদ্দমার সৃষ্টি হইবে।

২৫ ধারা।

২০৬ ধারা।

২২। দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করণযোগ্য করিবার প্রস্তাব করিয়া যে সকল বাদানুবাদ হইবার প্রার্থনা করা হইয়াছিল তাহাতে ইহাই প্রকাশ হয় যে প্রস্তাবটিতে ভূম্যধিকারীদিগের প্রতি অবিচার হইবে অথচ ইহা হিতকর হইবে কি না সেপক্ষে সন্দেহ রহিয়াছে। এই বিষয়ে সুপণ্ডিত প্রধান বিচারপতি মহাশয় তাঁহার গত ৮ জানুয়ারি তারিখের মন্তব্য লিপিতে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা এতদূর ঘটনামূলক ও যুক্তিযুক্ত যে আমি তাহার কএকটি উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। দখলীস্বত্ব সৃষ্টিকরণ যে ন্যায়মূলক কার্য্য বলিয়া সমর্থন করা যাইতে পারে ইহা অনুমান করত তিনি এই সঙ্গত কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "যদি ভূম্যধিকারির প্রতি ন্যায় বিচার করিতে হইলে তাঁহার স্থায়িরূপে ভাল প্রজা পাওয়া প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রজা নিজের স্বার্থ হস্তান্তর করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করিলে সেই ন্যায় বিচার কোথায় থাকিল? প্রজাদের কর্তৃক যোত হস্তান্তরিত হইলে জমীদারদিগের কিছু অসুবিধা অথবা ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া তদ্রূপ কার্য্যে তাহাদিগের আপত্তি করা উচিত নয় এরূপ বলা অন্যায়, আমার বিবেচনায় কেবল এই কারণেই জমীদার অথবা অন্য কোন শ্রেণীর লোকেরা কোন রাজকার্য্যের প্রতি ন্যায়তঃ সম্পূর্ণরূপে আপত্তি করিতে পারেন। প্রতিপক্ষ কোন জমীদার তাঁহার প্রতিবাদীর মহালের অন্তর্গত কতকগুলি রাইয়তি যোত ক্রয় করিয়া তদ্রূপে লব্ধ নিজক্ষমতা ও পদ মর্য্যাদাক্রমে শেষোক্ত ব্যক্তির প্রজাগণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহিতা সৃষ্টি করিলে আমার বোধ হয় তাহা অপেক্ষা বিরক্তির আর গুরুতর কারণ হইতে পারে না। আইনমত ভূম্যধিকারীর নিজ প্রজা মনোনীত করিবার স্বত্ব আছে, তাহা হরণ করিলে যে তাহার প্রতি কোন অন্যায় করা হয় না বোধ হয় কোনরূপ যুক্তি দেখাইয়া এইরূপ তর্ক করা অসম্ভব। তদ্রূপ অন্যায় সহ্যকরণকে আমি কাল্পনিক ক্লেশ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। পক্ষান্তরে ইহাও সমানভাবে সত্যভাবি যে বঙ্গদেশীয় প্রজাদিগের ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ইচ্ছামত তাহাদিগের যোত বিক্রয় করণ কি বন্ধক দেওনের উপায় করিয়া দিলে তাহাদিগকে অসঙ্গতী ও অব্যবস্থায়ী করিবার সুনিশ্চিত উপায় বিধান করা হইবে। আমার বিবেচনায় এই সকল ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিবার ও নিজ সম্পত্তি নষ্ট করিতে না দিবার উৎকৃষ্ট উপায়ই এই যে তাহারা নিজ সম্পত্তিতে স্থায়ী স্বার্থ লাভ করিয়া কোন ভাবে কি কোন প্রকারে তাহা হস্তান্তর করিতে পারিবে না।" দখলী স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য করা হইলে উক্ত স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাদিগকে বাকী খাজানার নিমিত্তে উচ্ছেদ করিবার বিধান পাণ্ডুলিপির নির্দিষ্টমতে রহিত করিতে হইবে। অতএব গবর্ণমেন্ট দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত বিক্রয় যোগ্য বলিয়া স্থির করিলে, জমীদারেরা এরূপ আশা করিতে পারেন যে তাঁহাদিগের স্বাত্বের এই অভিনব হানি সংঘটন হওয়াতে যথোপযুক্তমত ক্ষতিপূরণ করা যাইবে ও অন্ততঃ খাজনা আদায় ও বৃদ্ধিকরণার্থ তাহাদিগের কার্য্য করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে।

৭৯ ধারা।
ব্যাখ্যা।

২৩। ভূম্যধিকারীদের স্বত্বের প্রতি যে অভিনব হস্তক্ষেপ হইতেছে তৎপরিবর্ত্তে পাণ্ডুলিপিতে তাঁহাদিগকে কি সুবিধা ও উপকার দিবার প্রস্তাব হইয়াছে? তালুক, পেটাও তালুক ও যোত উত্তরাধিকার, দান, বিক্রয় কি অন্য কোন সূত্রে হস্তান্তরিত হইলে তদ্রূপ হস্তান্তর করণ কার্য্যের রেজেষ্টরী বিষয়ক বিধান পাণ্ডুলিপির যেং ধারায় আছে কেবল তাহাতেই জমীদারদিগের স্বত্ব এক বিষয়ে স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা তাহাকে প্রচলিত আইনের উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা স্বরূপগণ্য করিতে পারেন। কিন্তু এই বিধানগুলি রাইয়তের যোতের হস্তান্তরকরণীয়তা বিষয় যে সকল নূতন ধারা প্রণীত হইয়াছে তাহারই অবশ্যম্ভাবি উপপত্ত স্বরূপ। কালেক্টর সাহেব কর্তৃক খাজানা নিরূপণ ও তদর্থ নূতন বিধানক্রমে জমীদারের উপকার হইবে কি না সন্দেহ আছে। ইহাতে পক্ষদিগের যে উকীল দ্বারা উপস্থিত হওন ও আপীল করণ সম্পর্কে আইনমত স্বত্ব আছে তাহা হরণ হইবা শাসন কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারিদের হস্তে বিশিষ্ট মূল্যবান স্বত্ব নির্ণয়ের ভার ন্যস্ত হইবে।

৪৮,৫৪ ধারা।

২৪। সমগ্র বিষয় বিবেচনায় আমার মত এই যে, লিখিত ও অলিখিত যে সকল ব্যবস্থাক্রমে এক্ষণে প্রজার সহিত ভূম্যধিকারির সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে তাহা ভূম্যধিকারি সাধারণের যেরূপ আদরের সামগ্রী তত্তুলনায় পাণ্ডুলিপিখানি বর্ত্তমান আকারে অর্দ্ধেক আদরণীয়ও হইবে না। এক দিকে তাঁহাদিগের হিতজনক দুই একটী মাত্র প্রস্তাব করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভিন্নং পঞ্চাশটী দিকে তাঁহাদিগের স্বত্ব খর্ব্ব ও লোপ করিবার প্রস্তাব করা হইতেছে।

১৮৮০ সাল ১৪ জুন। শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন রায়ের মন্তব্য।

১। পাণ্ডুলিপিখানি আমি সাকল্যে অনুমোদন করি না ও ইহাতে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত মূল ব্যবস্থাসম্বন্ধে যে অনেকগুলি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব আছে তাহা আমি অত্যন্ত দূষ্য জ্ঞান করি। আমি এইরূপ পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই মত প্রকাশ করিয়াছি। ভূমিগত স্বত্বসম্পর্কে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে এবংরূপ সম্বন্ধ যে এক শ্রেণীর প্রতি কোন একটি মূল্যবান স্বত্ব প্রদান করিলেই অপর শ্রেণীর স্বার্থের তদনুরূপ খর্ব্বতা সাধিত হইবে। সুতরাং আমার মতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ও ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের নির্দ্দিষ্ট ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের স্বত্বসম্বন্ধে কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে। কিন্তু কার্য্যপ্রণালী ও উভয় শ্রেণীর সম্বন্ধ সরলতর করিয়া ও তাহাদিগের ন্যায্য ও নিঃসন্দিগ্ধ স্বত্বানুযায়ী কার্য্য হওনপক্ষে এক্ষণে আইন ও রীতি-ঘটিত যে সকল বিঘ্ন ও বাধা আছে তাহা অপসরণ করিয়া অনেকাংশে তাহাদিগের উভয়েরই উপকার ও মোকদ্দমা-সংখ্যা হ্রাস করা যাইতে পারে। খাজানাসংক্রান্ত কমিশনে রাজপুরুষ-শ্রেণীভুক্ত সভ্যসংখ্যাই অধিক; তাঁহাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তিরই কিঞ্চিৎ ভিন্ন মত, তাঁহারা বোধ হয় বিবেচনা করেন যে, প্রচলিত আইনে, [১৮৫৯ সালের ১০ আইন ও ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনে] ভূম্যধিকারী ও প্রজার বিরোধী স্বত্ব যে ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা সম্যক্ "বিজ্ঞানসম্মত" না হওয়াতে উভয় শ্রেণীর মধ্যে ভূসম্পর্ক নূতন করিয়া নির্দ্দেশ ও ভূসম্পত্তি নূতন করিয়া ভাগ করা যাইতে পারে ও করাও কর্ত্তব্য।

২। এক বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ ও মতভেদ ঘটিয়াছিল। বিষয়টি এই—১৮৫৯ সালের ১০ আইনে পূর্ব্বপ্রচলিত আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রজার উপকার কি অপকার হইয়াছে। এই বিষয়ে আমার মত স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত ও উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক সমর্থিত। সর বর্ণেস পীকক তাঁহার লিখিত ১৮৬৪ সালের ৩১ মার্চ্চের মন্তব্যলিপিতে বলেন, "আমার বিবেচনায় ৬ ধারাটি আপত্তি-যোগ্য ও প্রথমতঃ ইহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তাধীন জিলাসমূহে প্রজাদিগের প্রতি অপ্রচলিত-পূর্ব্ব দখলীস্বত্ব প্রদান করিয়া জমীদারদিগের ন্যায্য স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে বলিয়া ইহা রহিত করা উচিত।" লর্ড কানিং (১৮৫৯ সালের ১০ আইনের) ঐ পাণ্ডুলিপিতে আপনার সম্মতিসূচক সংবাদ দিয়া বলেন যে, "পাণ্ডুলিপির লিখিত ভূম্যধিকারী ও প্রজার পরস্পর স্বত্ব-সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়গুলি মীমাংসা করা অনেক দিন অবধিই বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি-খানি বঙ্গদেশীয় প্রজার অবস্থার উৎকর্ষসাধনপক্ষে প্রকৃত ও একান্ত প্রয়াসের ফল, ইহাতে প্রজার স্বত্ব স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশকরণ ও জমীদারদিগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করণার্থ যে সকল বিধান বহুকাল পূর্ব্বেই প্রণীত হওয়া উচিত ছিল, তাহার প্রণয়নদ্বারা প্রজারা ইতিপূর্ব্বে যে স্বাধীনতা ও স্বাব-লম্বিতা ভোগ করে নাই, এক্ষণে তাহা ভোগ করিতে পারিবে এরূপ আশা দেওয়া হইয়াছে।"

৩। পূর্ব্বোক্তরূপ উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষদিগের মতদ্বারাই এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইয়াছে বোধ হয়। কিন্তু আমার বিবেচনায় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্ববর্ত্তি অবস্থা ধরা উচিত নহে। এক্ষণে ঐ আইন প্রায় গত ২০ বৎসর অবধি ব্যবস্থাস্বরূপ প্রচলিত রহিয়াছে, বঙ্গদেশীয় লোকেরা ইহার বিধান উত্তমরূপ অবগত হইয়াছেন ও ঐ আইনমূলেই তাঁহাদিগের বন্দোবস্ত ও নিয়মপত্রাদি করিয়াছেন। নূতন ব্যবস্থা প্রচলনজন্য যে অশান্তি ও অসন্তোষের আবির্ভাব হয় তাহারও অনেক হ্রাস হইয়াছে। কোন একটি ব্যবস্থা উত্তমরূপ প্রচলিত হইতে ও দেশের লোকদের তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া আপন আপন সম্বন্ধ স্থির করিয়া লইতে প্রায়ই অনেক সময় লাগে। ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত প্রচলিত আইন পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বলিলে অন্যায় হয় না। যে কার্য্যের ফলস্বরূপ উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে পুনর্ব্বার বিবাদ উপস্থিত হইয়া আবার কিছুকাল অশান্তি ও উপদ্রবের আবির্ভাব হইতে পারে, এবংরূপ কার্য্য অতি সাবধানে পরিহার্য্য। আমার আশঙ্কা হয় যে, বহুল গুরুতর পরিবর্ত্তন না করিয়া পাণ্ডুলিপিখানি আইনে পরিণত হইলে এই ফল উৎপাদন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

৪। পাণ্ডুলিপিসংক্রান্ত একটি আপত্তিযোগ্য বিষয়ের বিশেষমতে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিধানগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রয়াস পাওয়াতে এই ব্যবস্থাক্রমে ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। সরলকরণ পক্ষে অতি অল্পই কার্য্য হইয়াছে। আমি বলি না যে এই বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই, কিন্তু অনেক অধিক করা যাইতে পারিত। পাণ্ডুলিপিখানির উপস্থিত আকারে ইহাতে যে জটিলতার সন্নিবেশ করা হইয়াছে তত্তুলনায় সরল করণার্থ বিধানগুলি কিছুই নহে। সুতরাং আমাদের পাণ্ডুলেখ্যখানির ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থারূপে বিবেচিত হইবার অতি অল্পই স্বত্ব আছে। প্রাচীন ব্যবস্থার একটি ধারা বিস্তার করিয়া দশটি করা হইয়াছে, ও আধুনিক ব্যবস্থাসমূহে যেরূপ দেখা যায় তদ্রূপ অনেক উদাহরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আমরা ভূয়োদর্শনক্রমে অবগত আছি যে উদাহরণ ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য প্রায়ই সফল হয় না ও মূলের অর্থ সুস্পষ্ট না করিয়া বরং তাহাতে নূতন ও অচিন্তিতপূর্ব্ব দুরূহতা ও সন্দেহ উপস্থিত করে। পাণ্ডুলিপিখানির অদৃষ্টক্রমে যদি ইহা ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত হয়, তাহা হইলে যেন ইহাকে যত্নপূর্ব্বক উপযুক্ত আকারে পরিণত করিয়া ইহার অর্দ্ধেক ধারা ও উপধারা এবং সমস্ত উদাহরণ ও ব্যাখ্যাগুলি ত্যাগ করিয়া আইনটিকে সরল ও কার্য্যসুকর করা হয়। উৎকর্ষ সাধনার্থক কতকগুলি বিশেষ আপত্তিযোগ্য বিধান এই সকল উপধারা, উদাহরণ

ও ব্যাখ্যামধ্যেই নিহিত আছে। (১৮ ধারার ১ ব্যাখ্যা ও ৭৭ ধারার (খ) প্রকরণ দেখ।)

৫। পাণ্ডুলিপিতে প্রচলিত আইনের যে সমস্ত বিষয় পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎসমুদয় সমালোচন করা আমার অভিপ্রেত নহে; তন্মধ্যে বিশিষ্ট আপত্তিযোগ্য যে কএকটি প্রস্তাবে গুরুতর অনিষ্ট সম্ভাবনা, কিম্বা বর্ত্তমান স্বত্বের উল্লঙ্ঘন হইতে পারে কেবল সেই গুলিরই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

(ক) ৩ অধ্যায়, ১৮ ধারা।—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকর্ত্তৃক পেটাওবিলিকরণ ও তদ্রূপ প্রজাকে তালুকদারে পরিণত করণার্থ বিধান। ইহাতে ভূম্যধিকারীদিগের ও কিয়ৎপরিমাণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাদের ও আপন পেটাওপ্রজা সম্পর্কীয় স্বত্বের স্পষ্ট উল্লঙ্ঘন হইয়াছে; ইহাতে বহুল পরিমাণে মোকদ্দমা ঘটিবার সম্ভাবনা।

(খ) ৪ অধ্যায়, ২৬-৩১ ধারা।—তিন বৎসরের প্রজাদের প্রতি রূপান্তরিত আকারে দখলীস্বত্ব প্রদান। ইহা একটি জাজ্বল্যমান অন্যায় পরিবর্ত্তন, ইহার বিষয় বলা বাহুল্য।

(গ) ৬ অধ্যায়, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ ধারা।—৩৬ ধারাক্রমে প্রজা আপন যোতের অন্তর্গত ভূমির উপর বাসের ঘরপ্রস্তুত করিতে পারিবে, এই ধারায় আমার আপত্তি নাই। কিন্তু ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ ধারায় অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং বিদ্বেষমূলক ও কষ্টকর মোকদ্দমার সৃষ্টি করিবে। আমার বিবেচনায় প্রজাকে যে কার্য্যের নিমিত্তে ভূমি জমা করিয়া দেওয়া যায়, সে তদ্ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্ত ঐ ভূমি ব্যবহার করিলে অনিষ্টকারী পদবাচ্য। তাহার প্রতি এতদূর দয়া করিয়া অনিষ্টপ্রতিচিকীর্ষু ভূম্যধিকারীর পথে এতগুলি বাধা সৃজন করিবার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণই নাই। ৪০ ধারাটি এতদ্দেশীয় আদালতের প্রাচীন কএকটি নিষ্পত্তি লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইয়াছে। বোধ হয়, ইহার মূল নিয়মে দোষ আছে। তাহার পর অনেক মোকদ্দমায় স্থির হইয়াছে যে মোকদ্দমা করিতে বিলম্ব হইলেই সম্মতি থাকা প্রকাশ হয় না, এবং বাদী প্রতিকার লাভ করিবার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হন না। (ভারতবর্ষীয় ল রিপোর্টের, এলাহাবাদ আদালতের ১ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা ও বঙ্গদেশীয় ল রিপোর্টের ১০ খণ্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা দেখ।)

(ঘ) ৬ অধ্যায়, ৪১ ও ৪২ ধারা।—এই "উৎকর্ষ" সাধন করিতে গেলে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে: ইহা বহুবিস্তীর্ণ ও ব্যাপক ভাবাপন্ন। শিল্পকার, দোকানদার ও কৃষকেতর অন্য ব্যক্তিরা গ্রামের যে বাস্তুভূমি বাসের ঘর প্রস্তুত করণার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন তৎপ্রতি দখলীস্বত্ব বর্ত্তাইবার প্রস্তাবে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু ঐ ভূমির সর্ব্বোচ্চ খাজানা তাহার বাজার দরের শতকরা ৫ টাকার হিসাবে ধার্য্য হওয়ায় আমার আপত্তি আছে। এই হার আমার বিবেচনায় বড় কম। শতকরা ৯ টাকা হইলে ঠিক হয়। গ্রামের যে সমস্ত ভূমি বাসার্থ ব্যবহৃত হয় না ও যে ভূমি কোন নগরের অন্তর্গত (তাহা বাসার্থে ব্যবহৃত হউক বা না হউক), তাহার প্রতি সাধারণ ব্যক্তিদের সম্পত্তি এককালে জব্দ করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে দখলীস্বত্ববিষয়ক নিয়মটি বর্ত্তান যাইতেই পারে না।

(ঙ) ১০ অধ্যায়, ৬৫—৭১ ধারা।—কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণার্থ বিধানের আবশ্যকতা নাই, তাহাতে কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না। কোন সম্পত্তির অংশ পাইবার দাওয়া থাকিয়া যাহারা বেদখল আছে, এমন অনেক লোক কোন আকারে তাহাদিগের দাওয়া স্বীকার করা যাইবে বলিয়া কিম্বা প্রতিপক্ষদিগকে কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে এই বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আমার বিবেচনায় বর্ত্তমান আইন এই সম্পর্কে কার্য্য পক্ষে যথেষ্ট ও তাহা পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই।

(চ) ১১ অধ্যায়, ৭৭ ধারা, (খ) প্রকরণ।—প্রজাদের বৃক্ষচ্ছেদন করিবার স্বত্ব। রতনজী ইদুলজী সেটের মোকদ্দমায় (১০, উ, রি, ১৩ পৃষ্ঠা, পৃ, কৌ) প্রিবী কৌন্সিলের বিচারসংক্রান্ত সভা বলেন, "ভূমির উপরিস্থিত বৃক্ষ ভূমিরই অংশভূত, ঐ বৃক্ষচ্ছেদন ও বিক্রয় করিবার স্বত্ব ভূস্বামীর স্বত্বেরই অনুষঙ্গ। আপীলকারককে (গবর্ণমেণ্টের অধীন ইজারাদার) ঐ বৃক্ষে যে তাঁহার অধিকার আছে কি তাহা ছেদন করিবার যে তাঁহার স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত কোন একটি হেতুমূলক বলিয়া দেখাইতে হইবে। উক্ত অধিকার তাঁহার পাট্টার অবশ্যম্ভাবি অনুষঙ্গ, কিম্বা দ্বিতীয়তঃ তাহা কোন স্পষ্ট ব্যবস্থামূলক, কিম্বা তৃতীয়তঃ তাহা পাট্টামধ্যে সন্নিবেশযোগ্য কোন রীতির অনুযায়ী, কিম্বা চতুর্থতঃ তাহা পাট্টার স্পষ্ট নিয়মানুযায়ী।"

(ছ) ১৮ অধ্যায়, ২০৬ ও ২০৭ ধারা।—ব্যবহারাজীবস্বরূপ এই "উৎকর্ষ সাধন" চেষ্টার জন্য আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ইহাতে নিশ্চয়ই বহুল মোকদ্দমা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু নীলামযোগ্য যোত সম্পর্কে খাজানার ডিক্রীজারীকরণপক্ষে ইহাতে গুরুতর বাধা হইবে। সার বর্নেস্ পীকক তাঁহার একটি নিষ্পত্তির একস্থলে বলিয়াছেন যে "এ দেশে বাদী ডিক্রী পাইলেই তাঁহার কষ্ট আরম্ভ হয়।" বস্তুতঃ আমাদিগের আইনে ডিক্রীজারীকরণের বাধা ও বিলম্ব ঘটাইবার নিমিত্তে অনেকগুলি সুকৌশলসম্পন্ন সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য ডিক্রী অপেক্ষা খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীজারীকরণে বিলম্ব হইলে অধিকতর অনিষ্ট হয় ও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। অন্য ডিক্রীতে কেবল সুদই বাড়িতে থাকে কিন্তু খাজানার ডিক্রীতে সুদ ও তাহার পর সময়ের খাজানা এই দুই বাড়িয়া উঠে।

ইহাও বিবেচনাযোগ্য যে অধীন প্রজারা আপনাদিগের সম্ভাবিত ক্ষতির বিষয় সম্পূর্ণ রূপে অবগত থাকিয়াই যোত লাভ করিয়াছে ও তদ্রূপ অবস্থার জন্যই মূল্য দিয়াছে এরূপ অনুমান

করা যাইতে পারে। উপরিতন ভূম্যধিকারীদের ক্ষতি করিয়া তাহাদের উপকারার্থ আইনের পরিবর্ত্তন করা হউক অর্থাৎ উপরিতন ভূম্যধিকারীকে অধিকতর বাধা ও ক্ষতির সম্ভাবনাধীন করিয়া তাহাদিগকে এককালে ক্ষতি হইতে রক্ষা করা হউক, ন্যায়সঙ্গত মতে তাহারা এরূপ প্রার্থনা করিতে পারে না। অধীন প্রজারা মূল তালুক রক্ষা করিবার ও ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া আপনার স্বার্থ রক্ষা করিবার স্বত্ববান হইয়াছে। আমার বিবেচনায় যে সকল স্থলে দায় ও মধ্যবর্ত্তী ভূসম্পর্ক সংখ্যা অনিয়মিত রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্থলে তাহা লোপ করা বিশেষ মতে আবশ্যক। তজ্রূপ স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্তে উপরিস্থ তালুক বিক্রয় হইলেই ঐ সম্পত্তি রক্ষা হইবার উপায় হয়। রিপোর্টের ১২ ধারায় লিখিত হইয়াছে যে বাকরগঞ্জে ভূস্বামী বা জমীদারের অধীনে ক্রমান্বয়ে তেরজন ব্যক্তির ভূমিতে স্বার্থ আছে। প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনক্রমে কতিপয় মধ্যবর্ত্তী প্রজার কথঞ্চিত উপকার হইলেও আনুষঙ্গিক যে জটিলতা ও তজ্জনিত যে মোকদ্দমা ঘটিবে তদ্বিবেচনায় ঐ উপকার অতি সামান্য।

৬। পরিশেষে, রিপোর্টের ৭ ধারায় যে একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে তৎসম্পর্কে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমার বিবেচনায় প্রজাস্বত্ত্ববিষয়ক সকল নিয়মপত্রই লিখিয়া করিতে হইবে আইনে ইহার আদেশ থাকা আবশ্যক, এই পরামর্শটি কমিশ্যনের অধিকাংশ সভ্যাই বিনা কারণে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রিপোর্টে যে সকল বৃত্তান্তের উল্লেখ ও যুক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে ভূতকাল সম্পর্কে উক্ত আইন প্রবল করা উচিত নহে। নূতন প্রজাসম্বন্ধ ঘটিলে তৎপ্রতি উক্ত আইন বর্ত্তাইবার বিরুদ্ধে আমি একটিও বৃত্তান্ত বা যুক্তি অন্বেষণ করিয়াও পাই নাই।

ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে "এই পরামর্শটি অনেকবার প্রদত্ত ও অনেক সময়ে প্রধান কর্ত্তৃপক্ষগণকর্ত্তৃক সমর্থিতও হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মপত্র লিখিয়া করিবার পরামর্শসিদ্ধতা বহুকাল পূর্ব্বেই ইংলণ্ডীয় জনসাধারণকর্ত্তৃক অনুভূত হইয়াছিল। প্রতারণাবিষয়ক আইনের প্রথম ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে না লিখিয়া বাচনিক পাট্টা দিলে ঐ পাট্টা কেবল ঠিকা পাট্টার ন্যায় প্রবল ও কার্য্যকর হইবে। রেজিষ্টরী আফিসসমূহের কার্য্যদৃষ্টে প্রকাশ যে নূতন রায়তীজমা সৃষ্টিকরণে লিখিত নিয়মপত্রাদির সর্ব্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে।"

কিন্তু ইহা বলা হইয়াছে যে "বঙ্গ ও বেহার প্রদেশের অধিকাংশ রায়তি জমাই লিখিত নিয়মপত্রক্রমে না হইয়া দেশাচারের উপর নির্ভর করে।" এই কথাটি বৃত্তান্তমূলক কি না সন্দেহ আছে ও অস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু নূতন রায়তি যোতসম্পর্কে লিখিত নিয়মপত্র প্রচলনের বিরুদ্ধে এই কথা হইতে যে উপপত্তি করা হইয়াছে তাহা স্পষ্টই ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। দেশাচার বিষয়ক ব্যবস্থা প্রিবী কৌন্সীলকর্ত্তৃক নীলকৃষ্ণদেব বর্ম্মণের মোকদ্দমায় (১২, উ, রি, ২১ পৃষ্ঠা, প্রি, কৌ,) যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, "যে কোন স্থলে কোন দেশাচার প্রচলিত থাকা প্রমাণ হইলে ঐ দেশাচারক্রমে তথায় সাধারণ ব্যবস্থা রহিত হইবে, কিন্তু শেষোক্ত ব্যবস্থাই দেশাচারের বিষয়ীভূত ব্যাপার ভিন্ন অন্যত্র প্রবল হইবে।" পাণ্ডুলিপিতে দেশাচার ও দেশাচারানুগত স্বত্ত্বরক্ষার্থে বিশেষ বিধান করা হইয়াছে। (রিপোর্টের ১২ ধারা দেখ।) ঐ স্থলে লিখিত হইয়াছে, "আমরা বিশ্বাস করি যে এদেশে ও অন্যান্য দেশে এমন অনেক দেশাচার আছে, যাহা লোকে বেশ জানে, ভূম্যধিকারিরাও স্বীকার করেন, এবং বিচারালয়েও প্রমাণ করা যাইতে পারে; এবং আমরা ইহা স্পষ্টরূপে বুঝাইতে চাই যে পাণ্ডুলিপির বিধানদ্বারা স্পষ্টাক্ষরে রহিত করা না গেলে বা স্পষ্টই তাহার বিরুদ্ধ না হইলে এসকল দেশাচারের প্রতি হস্তক্ষেপ করা পাণ্ডুলিপির অভিপ্রেত নহে।" দেশাচার অনুসারে অতি অল্প স্থানেই কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং উহা নূতন রায়তি যোতের প্রতি কিরূপে বর্ত্তিতে পারে বুঝা সহজ নহে। নূতন রায়তি যোত সৃষ্টি হইলেই নূতন লিখিত নিয়মপত্র করিতে হইবে এইরূপ আদেশ করিয়া আইন প্রণীত হইলে তাহাতে কোন স্থানে দেশাচার থাকা প্রমাণ হইলে ঐ দেশের প্রতি হস্তক্ষেপ হইবে না, হইতেও পারিবে না।

প্রতারণাবিষয়ক আইনের প্রথম ধারার ন্যায় কোন আইন প্রণয়ন করিলে স্পষ্টই সুবিধা হয়। ঐরূপ আইন হইলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ সরল হইয়া অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত এবং সন্দেহ ও বিবাদ হইতে মুক্ত হইবে ও মোকদ্দমার বিলক্ষণ হ্রাস হইবে। তাহাতে বর্ত্তমান আইনের প্রায় কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। এতদ্দেশীয় আদালতকর্ত্তৃক অনেক মোকদ্দমায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উচ্ছেদিত প্রজা তাহার ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার অধিকার পাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা করিলে "তাহারই প্রমাণ করা আবশ্যক যে সে জমীদারের প্রদত্ত কোন পাট্টাক্রমে কি ১০ আইনের ৬ ধারামত লব্ধ দখলীস্বত্ত্বক্রমে অধিকার পাইবার স্বত্ত্ববান।" রামমোহন দাসের মোকদ্দমায় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রকৃত নিষ্পত্তি হইতে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত করা গেল। (১৪, উ, রি, ৪১ পৃষ্ঠা।)

৭। দখলীস্বত্ত্ব থাকুক, বর্ত্তমান সকল প্রকার রায়তি যোত ও দেশাচার রক্ষিত হউক, কিন্তু যেন আইনক্রমে কোন রায়তি স্বত্ব সৃষ্টি করা না হয়। ইহাও বিধান করা হউক যে অতঃপর প্রজাত্ব সম্বন্ধসূচক নিয়ম "লিখিত না হইলে কেবল ঠিকা পাট্টার ন্যায় প্রবল ও কার্য্যকর হইবে।" ইহাই সরল ব্যবস্থা, ও বোধ হয় ইহাতেই দেশের উপস্থিত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।

১৮৮০ সাল, ১৬ জুন। মোহিনী মোহন রায়।

———

শ্রীযুক্ত ম্যাকেঞ্জি সাহেবের মন্তব্য।

১। আমি রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছি ও মোটামোটি সমস্ত পাণ্ডুলেখ্যটি গ্রাহ্য করিয়াছি; কিন্তু দুয়েতেই এমন কএকটি কথা আছে যাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি না।

২। কমিশ্যনের কয়েক জন মেম্বর ইদানীং কলিকাতায় না থাকা প্রযুক্ত বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও, শ্রীযুত ফীল্ড সাহেব যে প্রকারে আমাদের অধিকাংশের মত যথাযথরূপে রিপোর্টে সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং আমরা সকলে একত্র থাকিবার সময়ে যে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম তৎসমুদয় যে প্রকারে পাণ্ডুলেখ্যের ধারাগুলিতে ব্যক্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কার্য্য যে প্রকারে করা হইয়াছে, বোধ হয় কেবল একজন মেম্বর, শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন রায়, তাহার দোষ ধরা উচিত বোধ করিয়াছেন। ইনি, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, কমিশ্যনের চোয়াল্লিশ অধিবেশনের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও কম অধিবেশনে উপস্থিত হইবার অবকাশ পান, কখনও উপস্থিত হইলেও অধিবেশনের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় থাকিতে পারিতেন না, অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ের বাদানুবাদ সময়ে উপস্থিত ছিলেন না, এবং এক্ষণে যে কার্য্যের দোষ ধরিতেছেন সেই কার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে অন্য প্রত্যেক মেম্বর অপেক্ষা কম সাহায্য করিয়াছেন। ইহাতে আমি নিজে দুঃখিত আছি, কারণ ইনি আমাদিগকে যে কএকটি পরামর্শ দেন তাহা কাজের পরামর্শ ও তাহাতে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, এবং ইনি অনুপযুক্তরূপ মৌনাবলম্বন না করিয়া উদ্যোগ সহকারে পরামর্শ দিলে, তাঁহার সাহায্যে আমাদের অনেক উপকার হইতে পারিত।

৩। প্রধান লক্ষণগুলি ধরিলে, পাণ্ডুলেখ্যে যে মেম্বর সকলের সাধারণ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। তবে যে দুই জন ভদ্রলোক জমীদারদের বিশেষ প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা, অর্থাৎ বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও বাবু মোহিনীমোহন রায়, চিহ্নিত ব্যতিরেকস্থল। যে পাণ্ডুলিপিতে জমীদারদিগকে খাজানা আদায় ও বৃদ্ধি করিবার অপর্য্যাপ্ত সুবিধা করিয়া দেওয়া যায় ও অধীন প্রজাদের ও রায়তদের আইনমতে স্বীকৃত কতিপয় অধিকার যথাসাধ্য কমাইয়া দেওয়া যায়, কেবল সেই পাণ্ডুলিপিরই তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনুমোদন পাইবার সম্ভাবনা, আমি এইরূপ আশঙ্কা করি। বিশেষতঃ বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় তালুকদারদিগকে বা চাষীদিগকে কোনরূপ অধিকার দানবিষয়ে বরাবর বিরোধী আছেন, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের উচ্চতম খাজানার হার ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর-যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশনের আপন পদানুযায়ী কার্য্যকরণকালে ব্যক্ত অপেক্ষাকৃত উদার মতও উড়াইয়া দেন। এই দুই জন ভদ্রলোকই আপন আপন মতভেদ-সূচক পত্রে "১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্ববর্ত্তি অবস্থা ধরিবার" বিরুদ্ধে যথাশক্তি আপত্তি করেন, যদি ইহাতে প্রজাদের কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা হয়; কিন্তু উভয়েই ১০ আইন ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, যদি তাহাতে তাঁহাদের আপন শ্রেণীর কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহার কিঞ্চিৎ প্রমাণস্বরূপ আমি নিম্নলিখিত পদদ্বয়, বৈলক্ষণ্য দেখাইবার নিমিত্ত, পাশাপাশি স্থাপন করিলাম :—

পাণ্ডুলেখ্যসম্বন্ধে শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন রায়ের মন্তব্য হইতে উদ্ধৃত।

"পাণ্ডুলিপিখানি আমি সাকল্যে অনুমোদন করি না, এবং ইহাতে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত মূল ব্যবস্থাসম্বন্ধে যে অনেকগুলি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব আছে, তাহা আমি অত্যন্ত দূষ্য জ্ঞান করি। আমি এইরূপ পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই মত প্রকাশ করিয়াছি।...এনিমিত্ত আমার মতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ও ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের নির্দ্দিষ্ট ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের স্বত্বসম্বন্ধে আমাদের কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে।.........আমার বিবেচনায় ১০ আইনের পূর্ব্ববর্ত্তি অবস্থা ধরা উচিত নহে।"

কমিশ্যনের অষ্টাদশতম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ হইতে উদ্ধৃত।

"২০ বৎসর কোন রায়তের খাজানা পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিলে, উক্ত ভূমির খাজানা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ভোগ হইয়া আসিতেছে, এই যে অনুমান হয় শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন রায় তাহা পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিলেন।

হাঁ	না
শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন রায়।	কমিশ্যনের অন্য ছয় জন মেম্বর।
শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।	

৪। এই ভিন্নমত মেম্বরেরা যে ভাবে এই বিষয়ে হস্তার্পণ করেন তাহার উল্লেখ করা উচিত জ্ঞান করিলেও, আমি এক মুহূর্ত্ত জন্য এমন বলিনা যে ইহাতে তাঁহাদের দোষাদোষ বিচার অসিদ্ধ বা তাঁহাদের যুক্তি অবজ্ঞেয় হইতেছে। তাঁহারা একটি কঠিন প্রশ্নের একপক্ষ সমর্থন করেন, এবং এরূপ করিতে তাঁহাদের অধিকার আছে। তাঁহারা আপনারা ভূম্যধিকারী হওয়াতে

বঙ্গদেশের জমীদারী স্বত্বের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধীয় বড় বড় কথা বলিবেন, ইহা স্বাভাবিক ঘটে। ১৭৯৩ সালের আইনে "ভূস্বামী" ও "ভূমির মালিক" শব্দের প্রয়োগ লইয়া তাঁহারা অবশ্য অনেক ধুমধাম করিয়াছেন, এবং এরূপ করাও তাঁহাদের পক্ষে বিহিত বটে। তাঁহারা আপন দলের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ শ্রীযুত সার বার্ণেস্ পীকক সাহেবকে দৃঢ়রূপে ও ন্যায্যতঃ ধরিয়া আছেন; এবং তাঁহাদের সৌভাগ্য যে বর্ত্তমান চীফ জষ্টিস সাহেব (এপর্য্যন্ত অপর পক্ষের যুক্তি না শুনিয়া) জমীদার-দলের মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তাঁহাদের বৃত্তান্তঘটিত মতসম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, এবং উহা যে বলা হইবে না এমন কোন সম্ভাবনা নাই। বঙ্গদেশের ভূসংক্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদের প্রতিপোষক ক্ষমতাশালী অনেক সংবাদপত্র আছে, এবং এখানে ও বিলাতে তাঁহাদের অনেক ক্ষমতাশালী বন্ধু আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেক সুন্দরপ্রকৃতি, অতিশয় বুদ্ধিমান ও অক্লান্ত পরোপকারী লোক আছেন। রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিতে ভাল বাসেন ও তাঁহাদের সহিত মৈত্রসম্বন্ধ রাখা সুখকর বোধ করেন। সম্পত্তিসংক্রান্ত পাশ্চাত্য জ্ঞান ও ব্রিটনদ্বীপের ভূমাধিকারী ও প্রজাসম্বন্ধ হইতে যে প্রত্যেক সংস্কারের উৎপত্তি হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের পক্ষে। কেবল বহুবিধ পুরাতন কাগজপত্র, পুরাতন আইন ও পুরাতন গ্রন্থের অনেক নীরস অংশ অধ্যয়ন করিয়া, এবং এই প্রদেশের গ্রাম্য বন্দোবস্তের কতকগুলি অসঙ্গত প্রতীয়মান ব্যবস্থাবশেষ নিবিষ্টচিত্তে ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিয়া, কেহ জানিতে পারে যে এই চিরস্থায়ীবন্দোবস্তী বঙ্গদেশেও ভূমিসংক্রান্ত প্রশ্নের এমন অন্যতর পক্ষ আছে, যাহা জমীদারদের বর্ণনায় দৃষ্ট হয় না; আধুনিক ব্যবস্থাদ্বারা যাহার অনুমানানুরূপ ব্যত্যয় হয় নাই; যাহাতে বহুসংখ্যক বন্ধুশূন্য কৃষকদের স্বার্থ আছে; এবং যাহা ইদানীন্তন কএক বৎসরের ঘটনানিবন্ধন একবার পাকাপাকি করিয়া সুপ্রকাশরূপে গবর্ণমেণ্টের ও ব্যবস্থাপকদিগের বিবেচনাগোচরে আনা আবশ্যক হইয়াছে।

৫। যে যে কারণে আমি নিজে এই মত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি, যে বঙ্গদেশে ব্যবস্থা-গত ও কার্য্যতঃ জীবন্ত প্রজাস্বত্ব আছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমি এস্থলে দিতে পারি না। কৃষকের এই স্বত্বদ্বারা জমীদারের মালিকীস্বত্ব সীমাবদ্ধ ও নিয়মিত, এবং অবিবেচনাজনিত ব্যবস্থাদ্বারা ইহার বিশেষ হানি হইয়া থাকিলেও ইহা এখনও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। ঐ সকল কারণের মধ্যে কতকগুলি কমিশনের কার্য্যবিবরণে, বিশেষতঃ শ্রীযুত ওকিনেলী সাহেবের ঐতিহাসিক মন্তব্য লিপিতে, দৃষ্ট হইবে। কমিশন অধিকাংশ মেম্বরের অভিমতিতে কার্য্যতঃ সেই সাধারণ মত অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু এই বিষয়ের মীমাংসা নিমিত্ত আমি যে সহজ উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাহা অবলম্বন করিবার পথ দেখিতে পান নাই। এ নিমিত্ত আমি অতি সংক্ষেপে আর একবার আমার যাহা বক্তব্য বলিতে চাই, এবং জমীদারেরা সুবোধ হইলে যাহা দিতে চাহিতেন ইহাতে তদতিরিক্ত কিছুই নাই দেখাইতে চাই।

৬। আমি প্রথমেই বলিতেছি যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের প্রতি আমার নিজের বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। ইহার পূর্ব্বে যে সকল চিঠিপত্র চলে, এবং ইহা বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে যে সকল বাদানুবাদ হয়, আমি সমুদয় পড়িয়াছি, এবং আমার বোধ হয় যে এমন প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থাসম্বন্ধে এত অসম্পূর্ণ বিবেচনা ও বাদানুবাদ কখনও হয় নাই। বস্তুতঃ তৎকালে খাজানা আদায়ের সরাসরী কার্য্যপ্রণালী ও ক্রোকপ্রণালী প্রচলিত থাকাতে যে যে দোষের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইত, প্রধানতঃ সেই সেই দোষ নিবারণার্থে উক্ত আইন কল্পিত; এবং মূল ব্যবস্থাগত যে যে বিধান উহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল সে সমুদয় প্রায় বেনামে সংগৃহীত। তৎ-সংক্রান্ত যে রাশি রাশি বিবরণ গবর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় পড়িয়াছিল, এবং পূর্ব্বকালীন যে বহু-সংখ্যক বাদানুবাদ ও প্রস্তাব ক্রমে বিস্মৃতির গর্ভে পতিত হইতে দেওয়া হয়, সেই সকলের প্রতি কোন দৃষ্টি করা হয় নাই। লিখিবার সময়ে আমার সম্মুখে মূল কাগজপত্র রহিয়াছে, এবং রায়তদের স্বত্বসংক্রান্ত ভূতপূর্ব্ব বাদানুবাদসম্বন্ধে, এই সকল স্বত্ব রক্ষণার্থে কোর্ট অব ডিরেক্টরের ভূতপূর্ব্ব আজ্ঞাসম্বন্ধে, এবং জমীদারদের কর্ত্তৃক "অবিহিত স্বত্বাক্রমণ" বিষয়ক কালেক্টরদের ভূতপূর্ব্ব বর্ণনা সম্বন্ধে, এত কম কথা জানা ছিল, দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধীয় রিপোর্টের মধ্যে প্রায় যেটিতে কেবল বঙ্গদেশের গ্রাম্য সমাজের ব্যবস্থা-গত ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ প্রকৃত জ্ঞান দৃষ্ট হইল, সেটি ইহার সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিলাম। এটি শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবের মিনিট, যদিও স্কোন্স সাহেবও বাসেন্দা রায়তের অবস্থাগত প্রকৃত বল সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন না। পাণ্ডুলিপির ভারপ্রাপ্ত মেম্বর শ্রীযুক্ত করি সাহেবের উপদেশার্থে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত এফ, এম, হ্যালিডে সাহেব যে মন্তব্যপত্র লিপিবদ্ধ করেন, তাহাও এই সঙ্গে দিলাম। ১৮৫৯ সালে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা চিরস্থায়ী খাজানার হার প্রাপ্ত হইবার কত নিকটে পৌঁছিয়াছিল, এবং দৃশ্যতঃ উক্ত রায়তদের সাধারণ ভাবে খাজানা বৃদ্ধির উত্তেজনা করিবার কত অল্প অভিপ্রায় ছিল, দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে ১০ আইনসম্বন্ধীয় সিলেক্ট কমিটী, বঙ্গদেশের সহিত যাহার কোন সংশ্রব ছিল না, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রেবিনিউ বোর্ডের এমন এক সরকুলরের ভ্রান্তিমূলক অর্থ করিয়া দখলীস্বত্ব-

সম্বন্ধে বার বৎসরের নিয়ম অবলম্বন করিবার প্রধান প্রবৃত্তি পান, ইহা কাগজপত্র পড়িয়া জানা যায়। পাণ্ডুলিপি যখন উপস্থিত করা যায়, তাহাতে ইহা স্বীকৃত ব্যবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল যে, প্রত্যেক বাসেন্দা রায়তের দখলীস্বত্ব আছে, এবং যে ভূমি পূর্ব্বে তাহাদের দখলে ছিলনা ও যাহার নিমিত্ত তাহাদের লিখিত পাট্টা নাই বাসেন্দা রায়তেরা তাহাও তিন বৎসর চাষ করিলে তাহাদের দখলীস্বত্ব জন্মে। আইন যখন বিধিবদ্ধ হয়, উহাতে বাস্তবিক প্রধানতঃ উক্ত ভ্রান্তি-হেতুক ঐ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইল না।

৭। ১০ আইন প্রণয়নের আভ্যন্তরিক ইতিবৃত্ত যখন এইরূপ, তখন ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় এক প্রকার আপ্তবাক্যস্বরূপ ইহার উল্লেখ করা, এবং ইহার পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তনের কথা সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ ও দেবস্থাপংহরণের ন্যায় গণনা করাই আমার চক্ষে অসঙ্গত বলিয়া লাগে। যদি দেখাইতে পারা যায় যে এই আইনে যে সকল প্রশ্নসম্বন্ধে বিধান আছে, এতদ্দ্বারা তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই, তবে আমি বলি যে অন্য অসম্পূর্ণ ব্যবস্থার ন্যায় ইহার সংশোধন হউক। ইহা অবলম্বন করিয়া আদালতে যে রাশি রাশি বিরোধী নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে এই আইনটী অসম্পূর্ণ। এতদ্দ্বারা কোথাও ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্বের মীমাংসা হইয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ইহাতে নিশ্চয় জমীদারদের সন্তোষ জন্মে নাই, তাঁহারা আপন স্বার্থানুরোধে ইহার সংশোধন নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতেছিলেন, এবং ইহার বিধানক্রমে তাঁহারা প্রথমে আইনমতে যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যখন কেবল তাহা হারাইবার আশঙ্কা হয়, তখনই প্রজাদের সহিত আপনাদের সম্বন্ধের চূড়ান্তমীমাংসাস্বরূপ এই আইনের দোহাই দেন। তাঁহারা আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন যে আইন যেরূপ আছে, তাহাতে তাঁহারা খাজানা আদায় করিতে বা বৃদ্ধি করিতে পারেন না; এবং গবর্ণমেণ্ট কেবল এই এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, আইনটি রদ হইয়া যায় দেখিতে তাঁহাদের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। তবে এই এই বিষয়-সম্বন্ধে আইন সংশোধন করা সর্ব্বথা আমাদের উচিত হইতেছে; কিন্তু যখন আমরা ভূম্যধিকারী-দের স্বার্থানুরোধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার বর্ত্তমানসম্বন্ধ বস্তুগত্যা বিচলিত করিতেছি, উভয় পক্ষের ন্যায়ানুগত সম্বন্ধ সংরক্ষা বা পুনঃসংস্থাপন নিমিত্ত অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে কি না আমাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত। ১৮৫৯ সালের ব্যবস্থাদ্বারা যেরূপ জমীদারদের স্বত্বের সঙ্কোচ ঘটে, সেইরূপ রায়তদেরও কোন হানি হইয়াছে কি না, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে আমার বিবেচনায় কমিশানের মেম্বরেরা বাধ্য ছিলেন।

৮। আমার এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে অতি প্রাচীন কালাবধি ইহাই ভারতবর্ষীয় ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার স্বতঃসিদ্ধ বিধি বলিয়া পরিগণিত হইল যে প্রত্যেক বাসেন্দা কৃষক যে পর্য্যন্ত ভূমিসংক্রান্ত করের নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজাকে কিম্বা (বঙ্গদেশে) চুক্তিমতে রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ জমীদারকে দিত, সে পর্য্যন্ত সে যে ভূমি চাষ করিত সেই ভূমি নির্ব্বিবাদে দখলে রাখিবার অধিকারী ছিল। এই স্বত্ব কৃষকদের স্বভাবতঃ ছিল, এবং ইহা কোনরূপে সদর মালগুজার-স্বরূপ জমীদার হইতে উদ্ভূত নহে। ভূমির নির্দ্দিষ্ট কর না দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন কারণে উচ্ছেদ আমি এতদ্দেশীয় লোকের মনোগত ভাবের ও তাহাদের ব্যবস্থা ও দেশাচারের সমুদয় ভাবগতিকের বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি। আমি বলি যে বঙ্গদেশে প্রত্যেক বাসেন্দা রায়তের আপন যোতে দখলীস্বত্ব ছিল; এবং যে প্রত্যেক কৃষক গ্রাম্যসমাজভুক্ত হইয়া চাষ করিবার নিমিত্ত কায়েম বসবাস করিত, সে তাহাতেই বাসেন্দা রায়ত হইত। আমার মত এই যে, বাসেন্দা রায়ত বলিয়া স্বীকৃত হইলে তাঁহার স্বগ্রামের উপর যে রাজস্ব ধরা যাইত, নির্দ্দিষ্ট স্থানীয় হারে তাঁহার সেই রাজস্বের অংশ দিতে হইত, অন্য কোন উচ্চতর হারে নহে। আমার বিশ্বাস এই যে এই নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে অথবা রায়তবিশেষের খাজানার হার বা সাধারণ স্থানীয় হার ইচ্ছামতে বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা জমীদারদিগকে দিতে ১৭৯৩ সালের ব্যবস্থাপকগণের অভিপ্রায় ছিল না, এবং আমি ইহা প্রায় নিশ্চিত বলিয়া বিবেচনা করি যে আমাদের ব্যবস্থাধীনে প্রথমে সামান্য ভূম্যধিকারীদের দেশাচারানুগত প্রচলিত হার পরিবর্ত্তন করিবার কোনরূপ বৈধ ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আমি স্বীকার করি যে বস্তুতঃ সামান্য ভূম্যধি-কারীরা নীলামখরিদারদের অনুকূলে প্রণীত ও সরকারীরাজস্ব রক্ষণার্থে কল্পিত বিশেষ বিধির লাভ পাইয়া অবিচলিত ভাবে আদালতের অনুমোদন সহকারে (কিন্তু অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপকগণের অনুমোদন বিনা) ইচ্ছামত খাজানা বৃদ্ধি করেন, এবং এক্ষণে ন্যায়তঃ তাঁহাদের এই স্বত্ব অস্বীকার করা যায় না। অন্য দিকে আবার আমি বিবেচনা করি যে রায়তের পদ ন্যায়তঃ একেবারে বিনষ্ট করা যাইতে পারে না। তাহার প্রাচীন স্বত্বের বলে, এবং ঐ স্বত্ব রক্ষাকরণার্থ হোম্ গবর্ণমেণ্টের পুনঃ-পুনঃ-প্রদত্ত আজ্ঞার বলে, সে ইচ্ছামত উচ্ছেদ হইতে রক্ষা পাইবার অধিকারী; সে এরূপ দাওয়া করিবার অধিকারী যে তাহার খাজানার হার নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রচলিত বা আইনমতে স্থাপিত হারই হয়; এবং ১৭৯৩ সালের গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে সে এরূপ উপকার পাইবার অধিকারী, যে তাহার যোত হইতে কেবল ভরণপোষণ নহে, যুক্তিমত লভ্যও পাইতে পারে। যদি ১০ আইন কোন অংশে এই সকল স্বত্বসঞ্চয়ে সহায়তা করিতে না পারে, তবে আমি বলি যে উক্ত উদ্দেশ্য সাধনজন্য রায়তও আপন পক্ষ হইতে উক্ত আইন সংশোধন হইবার ন্যায়ানুগত দাওয়া করিতে পারে।

৯। বুদ্ধিমান জমীদার এইমাত্র চাহেন যে সহজে খাজানা পাইতে পারেন, এবং দেশীয় শস্যের মূল্যবৃদ্ধিজনিত লভ্যের অংশ পাইতে পারেন। যদি তাঁহার এমন সঙ্গতিপন্ন কায়েম প্রজা থাকে, যাহারা মাঝে মাঝে দুর্ব্বৎসর হইলেও তাহার চাপ সহ্য করিতে পারে, তবে তাঁহারই সম্পূর্ণ সুবিধা। তাঁহার খাজানা আদায়ের উপযুক্ত সুবিধা থাকিলে ইচ্ছামতে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার স্বত্বের দাওয়া করণার্থ তাঁহার কোন ন্যায্য কারণ থাকিতে পারে না। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন রায়তের দখল করিবার স্বত্ব স্বীকার করিবেন। তবে কিরূপে আমরা সঙ্গতিপন্ন রায়ত সংগ্রহ করিব? আইনমত প্রাপ্য যাহা এক্ষণে খাজানা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সঙ্কোচ করাই একমাত্র উপায়। যদি ইহা একবার স্বীকৃত হয় যে রায়তের যোতে তাহার লাভজনক স্বার্থ আছে, কৃষিসংক্রান্ত সমৃদ্ধির মূলপত্তন হইল, জ্ঞান করা যাইতে পারে। এক্ষণে জমীদারেরা এই বলিয়া দুঃখ করেন, যে ১০ আইনে তাঁহাদের যে সকল সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা স্বত্বেও তাঁহারা খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন না। শস্যের মূল্য উপলক্ষে তাঁহাদের খাজানা বৃদ্ধি করিবার স্বত্ব ঐ আইনেই প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। রায়তের লাভজনক স্বার্থ তাঁহারা একেবারে চিরকালের নিমিত্ত স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত না হইলে, এখনও তাঁহাদের পথে যে সকল কণ্টক আছে আমি নিজে তাহা দূর করিতে চাহি না। যদি তাঁহারা আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি করিতে চাহেন, তবে আমি বলি যে দেশের সাধারণ উন্নতি সাধনার্থ যে যে যুক্তিসিদ্ধ ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহাতে তাঁহাদের সম্মত হইতে হইবে। এক্ষণে তাঁহাদের যে আয় আছে, আমি তাহা কাড়িয়া লইতে চাহি না; কিন্তু কৃষকদের স্বত্ব স্বীকার ও পুনঃসংস্থাপন-কার্য্যে তাঁহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত না হইলে আমি তাঁহাদের আয়বৃদ্ধি করিবার উপায় প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহি না। জমীদার ও কৃষক উভয়েই অর্থ-বিশেষে মালিক, এবং একজন অন্য জনের স্বত্ব মান্য করিবেন।

১০। ভারতবর্ষীয় ভূমিসংক্রান্ত আইনের কল্পনায় (যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে কার্য্যে নহে) যেরূপ সঙ্গতিপন্ন কৃষকদলের দিকে সর্ব্বদাই টান দেখা যায়, সেইরূপ সঙ্গতিপন্ন কৃষকদলের সংরক্ষণ ও প্রয়োজন হইলে সৃষ্টি, আমার বিবেচনায়, দুর্ভিক্ষ নিবারণের একমাত্র প্রকৃত উপায়। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আমার ইচ্ছা এই যে গবর্ণমেণ্ট খাজানার হার নির্দ্ধারণকার্য্য আপন হস্তে গ্রহণ করেন। আমি আবার বলিতেছি যে, এক্ষণে জমীদারদের যে কোন লভ্য আছে তাহা কাড়িয়া লওয়া আমার ইচ্ছা নহে। তবে যে কএক স্থলে এ লভ্য স্পষ্টই অত্যন্ত অধিক, যথা যেস্থলে ভূম্যধিকারী সকল দায় রায়তের স্কন্ধে ফেলিয়া আপনি মোট উৎপন্নের অর্দ্ধেকের অধিক গ্রহণ করেন, সেস্থলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমার অভিপ্রায় এই যে রাজস্বসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষেরা পূর্ব্বের ন্যায় ভবিষ্যতে লভ্য বণ্টন করিয়া দেন; এবং বাসেন্দা কৃষকদিগের উপর উপরিস্থ কেহ ইচ্ছামতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে না পারে।

১১। এই অভিপ্রায়ে আমি কমিশ্যনের নিকট প্রস্তাব করি যে, কোন রায়ত ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কোন গ্রামের ভূমি চাস করিয়া থাকিলে, রাজস্ব বিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষেরা যে হার স্থির করিয়া দেন, সেই হারে ঐ রায়তের দখল করিবার স্বত্ব স্বীকৃত হউক। দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং জরীপ অনুযায়ী গ্রামের যথেচ্ছ চৌহদ্দী হওয়াতে, যাহাদিগকে প্রাচীন বাসেন্দা রায়তের তুল্য বলিয়া যুক্তিমতে ধরা যায়, সেইরূপ রায়ত হইবার অভিপ্রায়ের উপযুক্ত প্রমাণস্বরূপ আমি তিন বৎসরকাল ধরিয়াছিলাম। শ্রীযুত ওকিনিলী সাহেব, শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এবং অনেকদূর শ্রীযুত হ্যারিসন্ সাহেব আমার সহিত একমত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীযুত ড্যাম্পিয়র সাহেব ও ফীলড সাহেব "১০ আইন সমর্থন করা" প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, যদিও আমার বিশ্বাস এই যে, এ আপত্তি ছাড়া, শ্রীযুত ড্যাম্পিয়র সাহেব এই প্রস্তাবের অনুকূল ছিলেন। এই প্রস্তাব যদি গ্রাহ্য হইত, তবে তিন বৎসরের অধিকারবিশিষ্ট রায়তদের উচ্ছেদ হইলে ক্ষতিপূরণের যে সকল জটিল প্রস্তাব শ্রীযুত হ্যারিসন্ সাহেব উপস্থিত করেন এবং যেগুলি পাণ্ডুলিপির ৪ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রয়োজন হইত না।

১২। আমার এইরূপ মত হওয়াতে, আমি পাণ্ডুলিপির ২০ ধারার (ঙ) প্রকরণের বিধানে সন্তুষ্ট নহি। উক্ত বিধান এই, ভূম্যধিকারির সহিত রায়তের এরূপ চুক্তি হইতে পারে যে উভয়ের মধ্যে যে কোন নিয়ম হয় রায়ত তাহা ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। আমি ১৯ ধারার ৪ ব্যাখ্যার (জ) প্রকরণও আমার ভাল লাগে না, উহাতে ভূম্যধিকারির প্রতি এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে তিনি নূতন প্রজার সহিত এই চুক্তি করিতে পারিবেন যে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে না। আমি বলি যে সাধারণের হিতার্থে পূর্ব্বোক্ত দখলীস্বত্ব ব্যতিরেকস্থল না হয়; সাধারণবিধি হওয়া উচিত; এবং সাধারণ রাজনীতিমূলক কোন বিধি ব্যক্তিবিশেষের চুক্তিদ্বারা ব্যর্থ করিতে দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে। ঐ চুক্তির এক পক্ষের অর্থাৎ রায়তের সর্ব্বদাই অতিরিক্ত অসুবিধা হইবার কথা, এবং স্বাধীন থাকিলে, সে নিঃসন্দেহ যে যে নিয়মে বদ্ধ হইতে অস্বীকার করিত, সেই সেই নিয়মে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইতে পারে। আমি আরো দেখিতে পাইতেছি যে বিলাতের ইকুইটি আদালতে যেস্থলে ক্ষতিপূরণের টাকা দিলে ন্যায় বিচার হইতে পারে সেই স্থলে উচ্ছেদসংক্রান্ত নিয়ম প্রবল করিতে অস্বীকার করা হয়।

১৩। পাণ্ডুলিপির আর একটি কথাসম্বন্ধে অর্থাৎ ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণসম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। যদি দেওয়ানী আদালতসমূহ অর্থতত্ত্ব-ঘটিত বিষয়ের বিচার করিতে অক্ষম বলিয়া তাহাদের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে গবর্ণমেণ্ট আপন রাজস্ববিষয়ক কার্য্যকারকদের দ্বারা জমীদারদিগের প্রাপ্য খাজানা এক্ষণে নির্দ্ধার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, তবে আপন রাজস্ব-নির্দ্ধারণ-কার্য্যসম্বন্ধে নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা থাকা উচিত। অতি প্রাচীন কালাবধি যাবৎ আদালতসমূহ ১০ আইনের অশ্রুতপূর্ব্ব অর্থ না করিয়াছিলেন, তাবৎ গবর্ণমেণ্ট আপন রাজস্ব আপনি নির্দ্ধারণ করিতেন। জমীদার অপেক্ষা লঘুকর নির্দ্ধারণে গবর্ণমেণ্টের অধিকতর স্বার্থ আছে। আমি স্বীকার করি যে গবর্ণমেণ্ট অতীতকালে সর্ব্বদা ইহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজপুরুষদের মনে এই সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; সে যাহা হউক, এরূপ স্থলে উপযুক্ত সংশোধক কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, দেওয়ানী আদালত নহে। যদি আবশ্যক হয়, রাজস্ববিষয়ক কার্য্যকারকদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ শক্ত ও সুবিবেচিত বন্দোবস্তী আইন প্রণয়ন কর; তাহা হইলে ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনমতে আমাদের যেমন কেবল দেওয়ানী আদালতের পার্শ্বে পার্শ্বে ঘুরিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা না করিয়া দেওয়ানী আদালতদিগকে একেবারে একদিকে রাখিতে পারিব।

১৪। ১৫ অধ্যায়সম্বন্ধে শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেব যে যে কথা বলিয়াছেন, আমি সাধারণতঃ তাহাতে সম্মতি দিতে প্রস্তুত আছি। যদি রাজস্ববিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থানবিশেষের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত স্বীকৃত হার নির্দ্দেশ করেন, এবং বিবাদস্থলে ভূম্যধিকারী ও আদালতসমূহ ঐ সকল হার গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হন, তবে যাহা কিছু আবশ্যক তাহা প্রায়ই সম্পন্ন হইবে। কার্য্যতঃ পুরাতন পরগণা নিরিখ পুনঃসংস্থাপিত হইবে। এ নিরিখ শীঘ্রই সর্ব্বত্রব্যাপী ও গ্রাহ্য হইবে।

১৫। কোর্ফাবিলিসম্বন্ধীয় প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন। পাণ্ডুলেখ্যে উহার যে মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে ও ভূমির পরিমাণ ধরিয়া তালুকে ও যোতে যদৃচ্ছাক্রমে যে প্রভেদ করা হইয়াছে, তাহা কতদূর গ্রাহ্য হইবার ও তদনুসারে কতদূর সহজে কার্য্য হইবার সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া আমি কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু এই প্রণালী বিবেচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। কমিশ্যনের কার্য্যবিবরণগত মন্তব্যলিপিতে এ বিষয়ে আমার যাহা কিছু বলিবার প্রয়োজন, বলিয়াছি। আমি এস্থলে কেবল এই কথা বলিতে চাই যে, যে রায়তদের দখলীস্বত্ব নাই তাহাদের খাজানার আইনমত অত্যুচ্চ হার নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে, আমার বিবেচনায় তাহা এদেশের গ্রাম্য বন্দোবস্তের মধ্যে পরিণামে স্থান পাইত, এবং অত্যধিক কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে আস্তে আস্তে সফলরূপ বাধা হইয়া দাঁড়াইত। মোট উৎপন্ন ধরিয়া এইরূপ আইনমত অত্যুচ্চ হার নির্দ্ধারণ করিবার মতের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি হইতে পারে, আমি তৎসমুদয় বেশ জানি; কিন্তু ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত, যে মনুর সময় হইতে এই মত ভারতবর্ষবাসিদের পরিচিত, এবং ইহার প্রয়োগঘটিত অসাম্যে তাহারা অসন্তুষ্ট নহে। করবিষয়ে চিরকালই অসাম্য থাকিবে, এবং আমাদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত, যে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে যাহার মীমাংসা চেষ্টা করিতেছি, তাহা আদৌ খাজানা নহে, ভূমিসংক্রান্ত কর।

১৬। আমার ইহা বলা প্রায় নিষ্প্রয়োজন, যে কমিশ্যনের অধিকাংশ মেম্বরদের সহিত আমি শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের খাজানা-বৃদ্ধি-বিষয়ক মতের প্রতিবাদ করি। উহাতে কার্য্যতঃ এই দাঁড়ায় যে, যখন কোন জিলায় একজন অত্যাচারী ও মোকদ্দমাপ্রিয় জমীদার মাসিক কিস্তির নিমিত্ত রায়তদের নামে নালিশ করিয়া ও অন্যান্য বিরক্তিকর উপায়ে তাহাদের স্বত্ব ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে অত্যধিক খাজানা দিতে বাধ্য করেন, ঐ খাজানা যুক্তিমত অত্যুচ্চ খাজানা অপেক্ষা অনেক অধিক হইলেও উহা ভবিষ্যৎ খাজানা-বৃদ্ধির পক্ষে নূতন সোপান বলিয়া গণ্য হইবে। আইনে যখন দিয়াছে, তখন উক্তরূপ প্রত্যেক জমীদার সর্ব্বথা আপনাদের বর্ত্তমান লভ্য ভোগ করুন, এবং যেরূপ পারেন, আপন মনকে প্রবোধ দিউন; কিন্তু তাঁহার এরূপ আশা করা উচিত নয়, যে গবর্ণমেণ্ট কিম্বা ব্যবস্থাপকগণ তাঁহার দুর্ভাগ্য প্রজাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সাহায্য করিবেন।

১৭। আমি পূর্ব্বমতের ন্যায় তাঁহার এ মতেরও প্রত্যাখ্যান করি, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতহস্তান্তর যোগ্য করা গেলে জমীদারদিগকে "তাঁহাদের স্বত্বের এই নূতন লঙ্ঘন নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ" দেওয়া উচিত। যদি এইরূপ অসঙ্গত দাওয়ানিবন্ধন বঙ্গদেশের জমীদারী স্বত্ব বস্তুতঃ কি ইহার অধিকতর ব্যাপক ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান হয়, তবে ইহাতে কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে, যদিও উহা সম্পূর্ণরূপে শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের কল্পিত প্রণালীতে না হইবারই সম্ভাবনা।

১৮। তাঁহার ও শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন রায়ের মন্তব্যলিপির অন্যান্য কথার যথেষ্ট উত্তর আমার বিবেচনায় কমিশ্যনের রিপোর্টেই আছে।

দার্জ্জিলিঙ্গ, ১৮৮০ সাল, ২৩ মে। } — এ, মাকেঞ্জি।

A চিহ্নিত পরিশিষ্ট।

"ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গালা দেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার" আইনের পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবের ১৮৫৮ সালের ১৯এ মে তারিখের মিনিট।

আমি বিবেচনা করি যে, এই পাণ্ডুলিপির ৩ ও তাহার পরবর্ত্তী ধারাগুলিতে বিচার করিয়া বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে বিষয়ের প্রস্তাব হইয়াছে, ব্যবস্থাপকগণের বিবেচনা নিমিত্ত তদপেক্ষা গুরুতর বিষয় কখনও উপস্থিত হয় নাই, বা (আমি বলি) হইতে পারে না। ১৭৯৩ সালের ১৭ (?) আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণে গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করেন যে, যে সকল শ্রেণীর লোক আপনাদের অবস্থাগুণে সর্ব্বাপেক্ষা সহায়হীন তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং রায়তদের ও অন্য চাষীদের রক্ষা ও মঙ্গল নিমিত্ত যে যে আইনের প্রয়োজন তাহা বিধিবদ্ধ করিবেন। উক্ত ধারাগুলিতে এই অঙ্গীকার পালনের প্রথম মহতী চেষ্টা দৃষ্ট হইতেছে।

এই বিষয় সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা স্বভাবতঃই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতেছে; প্রথম, রায়তের দখলের আইনমত প্রকৃতি বা স্বত্ব, ও দ্বিতীয়, তাহার যে খাজানা ধরা যাইতে পারে।

পাণ্ডুলিপির ৩ ও ৪ ধারায় রায়তের দখলের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পুরুষানুক্রমিক রায়ত, বাসেন্দা রায়ত, ও অন্য রায়তদের উল্লেখ করিয়াছি। আমি ইহা জানি না এমন নয় যে রায়তের দখলের প্রকৃতি এক অর্থে তাহার দেয় খাজানা বা খাজানার হার দ্বারা অনেক পরিমাণে নিরূপিত হয়; কিন্তু আমরা সকলেই দখলসংক্রান্ত চিরস্থায়ী ও কিয়ৎ-কালীন স্বত্বের বৃহৎ প্রভেদ অবগত আছি; এবং আমাদের ভাষায় কি বুঝায় ইহা স্পষ্ট করিয়া বিবেচনা করা, এবং আমরা যে সকল ভূসম্পর্কের নিমিত্ত আইন প্রস্তুত করি, তাহার বিশেষ ভাব আইনমত যথারূপে নির্দ্দেশ করা, আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ হয়।

৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি ভোগ বা চাষ করেন, তাহাতে তাঁহার দখলীস্বত্ব আছে। ৩ ধারায় পুরুষানুক্রমিক রায়ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাসেন্দা ও পুরুষানুক্রমিক এই দুই শব্দে কোন প্রভেদ আছে কি না; এবং যদি থাকে, সেই প্রভেদ কি প্রকার? বাসেন্দা রায়তের যে স্বত্ব আছে বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা অতিশয় উচ্চ দরের, কারণ সে দেয় খাজানা দিলে তাহার দখল নড়চড় করিতে পারা যায় না। আমি অনুমান করি যে বাসেন্দা শব্দে স্থায়ী বাস অর্থাৎ পুরুষানুক্রমিক দখল বুঝায়, এবং এইরূপ রায়ত ১৮১২ সালের ১১ আইনের ৩২ ধারার সূচিত খোদকস্ত বা কদিমা রায়তুলা। নাম যাহা হউক না, স্বত্বটি বোধ হয় প্রধানতঃ দীর্ঘভোগমূলক; এবং বোধ হয় "দীর্ঘভোগমূলক দখলীস্বত্ব" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে বর্ত্তমান স্বত্বের ভালরূপ নির্দ্দেশ হইবে, এবং আইনের নিরূপিত কষ্টিমতে বিবাদীয় ভূসম্পর্ক পরীক্ষা করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হইবে। এই নিমিত্ত আমার প্রথম প্রস্তাব এই যে ৩ ও ৪ ধারার শব্দগুলি তুল্যরূপ হয়, এবং "বাসেন্দা" ও "পুরুষানুক্রমিক" শব্দের পরিবর্ত্তে "দীর্ঘভোগজনিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট" এই কথা দেওয়া যায়।

আমি কিন্তু এরূপ বলি না যে একরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলেই প্রত্যহ যে সকল গোলযোগ মিটাইতে ও নিষ্পত্তি করিতে হয়, তৎসমুদয়ের সফলরূপ মীমাংসা হইবে। ইহাতে সন্দেহ না থাকিতে পারে, যে খোদকস্ত রায়তের দীর্ঘভোগজনিত দখলীস্বত্ব আছে; কিন্তু দীর্ঘভোগ-বর্দ্ধনশীল ও কালাতিপাতে স্থাপ্য। এইরূপে যে দখল কাঁচা ও নূতন হওয়াতে স্থায়ী স্বত্ব বলিয়া গণ্য হয় না, তাহাই দীর্ঘকাল স্বীকৃত হইলে পরিণামে দীর্ঘভোগমূলক হইয়া উঠে। দেশাচারের ন্যায় স্বত্বের উৎপত্তি ও উন্নতি অলক্ষ্য থাকিতে পারে; কিন্তু কালে আমরা তাহার লক্ষণ বর্ণনা করিয়া চিরস্থায়ী করিতে কুণ্ঠিত হই না। যে বাসেন্দা রায়ত সংপ্রতি কোন ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অনুকূলে দীর্ঘভোগজনিত দখলীস্বত্ব সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় বোধ হয় পাণ্ডুলিপির ৫ ধারার শেষ বাক্যে আছে। লিখিত চুক্তিদ্বারা প্রজার স্বত্ব প্রকারান্তরে সঙ্কোচিত করা না গেলে, তিন বৎসর অধিকার ও খাজানা দেওয়া হইলেই এস্থলে দখলীস্বত্বের সৃষ্টি হইতেছে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে বাসেন্দা রায়তেরা যে নূতন ভূমি প্রাপ্ত হন, এই বিধান কেবল সেই ভূমি সম্বন্ধেই করা হইয়াছে। দীর্ঘভোগজনিত সম্পর্কে যে ভূমির পূর্ব্বে ভোগ হয় নাই, তাহা তিন বৎসর পরে পুরাতন ভূমির মধ্যে ধরা যাইবে এবং আমি অনুমান করি, দখলসংক্রান্ত একই নিয়মের অধীন হইবে; এবং আমার বোধ হয়, যখন কিয়ৎকালের দখল হইলেই ভূম্যধিকারির উচ্ছেদ করিবার স্বত্ব সঙ্কোচিত হইতেছে, তখন দীর্ঘকাল দখলহেতুক অন্য রায়তদের অনুকূলে ঐরূপ বিধান করা উচিত।

আমার বিশ্বাস, বহুদর্শনদ্বারা সকলেই জানেন যে রায়তদের পুরাতন ও নূতন দখলের মধ্যে কোন বিশেষ প্রভেদ প্রত্যাশা করা বৃথা। কদিমী শব্দে পুরাতনমাত্র বুঝায়। যে ভূমি

বিশেষমতে রায়তের নিজের এবং যাহার নিমিত্ত অন্য কেহ সমান দাওয়া উপস্থিত করিতে পারে না, খোদকস্ত শব্দে সেই ভূমির দখল বুঝায় বোধ হয়। কিন্তু বড় ও সাধারণ রকমের প্রভেদ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে খোদকস্ত রায়তের ধারাবাহিক দখল জানা আছে; এই দখল তাহার ইচ্ছামতে চলিতেছে, যদিও জমীদারের মৌন সম্মতিতেও বটে। অন্যদিকে, কিয়ৎকালীন দখলের সচরাচর এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা স্থায়ী স্বত্বের বিরোধী, যথা ইদানীন্তন ও আকস্মিক প্রাপ্তি, অনিত্য দখল, নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত পাট্টা। এই নিমিত্ত প্রধানতঃ খাজানার রসীদদ্বারা কিন্তু সম্ভবতঃ অন্য প্রকারে, জমীদার বার বৎসরের দখল স্বীকার করিয়া থাকিলে, তাহাতে দীর্ঘভোগজনিত দখলীস্বত্ব জন্মিবে, ইহাই আমার অধিকতর মনোমত। কিন্তু কোন লিখিত চুক্তির স্পষ্ট বাক্য হইতে, অথবা যে অবস্থায় কোন ভূসম্পর্ক সৃষ্ট হয় বা চলিত থাকিতে দেওয়া হয়, সেই অবস্থার সঙ্গে একত্র করিয়া ধরিলে কোন দলীলের সাধারণ শব্দ প্রয়োগ হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারিবে, যে জমীদারের ইচ্ছাক্রমে কোন দখলীস্বত্ব নূতন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেখানে কোন লিখিত চুক্তি নাই, কেবল বার বৎসর দখল হইলেই স্থায়ী স্বত্ব জন্মিবে; কিন্তু কোন দলীলে উঠিয়া যাইবার স্পষ্ট নিয়ম না থাকিলে যদি স্থলবিশেষে অবস্থানুসারে এরূপ অনুমান না হয়, পাট্টার মিয়াদ গত হইলেই দখল করিবার সীমাবদ্ধ স্বত্ব বুঝাইবে না।

যে বিধিমতে রায়তের ভূমির খাজানা ধরা যাইবে, পাণ্ডুলিপির ও ধারায় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দুই প্রকার হার আছে। পুরুষানুক্রমিক রায়তদের খাজানা অবধারিত হারে ধরা যায়, অন্য রায়তদের সামান্য প্রচলিত হারে। নিঃসন্দেহ এরূপ অভিপ্রায় নাই যে দীর্ঘভোগ জনিত দখলী স্বত্বক্রমে ভূমিভোগকারী যে রায়ত পূর্ব্বে সমান হারে খাজানা দিতে দায়ী ছিল না, পূর্ব্বে যে দাওয়ার বৃদ্ধি হইতে পারিত সেই দাওয়া সঙ্কোচ করিয়া সে পাট্টা পাইবার অধিকারী হইবে। কিন্তু আমার বলিতে হইতেছে যে খোদকস্ত রায়তদের অবধারিত হার সম্বন্ধেই হউক কিম্বা অন্য রায়তদের চলিত হার সম্বন্ধেই হউক, কোন রায়তের যে খাজানা দেয় হয় তাহার পরিমাণ নিরূপণ নিমিত্ত আমরা যে অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে কার্য্যতঃ প্রায়ই সাম্য দেখিতে পাই নাই। হারসম্বন্ধীয় প্রকাশ্য অনুসন্ধানের ন্যায় অসন্তোষজনক ব্যাপার আর নাই। বস্তুতঃ সর্ব্বশ্রেণীর রায়ত ও প্রজাদের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র সাম্য নাই, অথবা অল্পমাত্র আছে; এবং যদিও বস্তুগত্যা প্রদত্ত খাজানার হারগুলি কাছাকাছি হইয়া থাকে, কোন একটি হার আদর্শস্বরূপ ধরিয়া চলা ইহার কারণ নয়। ইহার কারণ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিশেষ বিশেষ নির্দ্ধারিত খাজানা পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে হিসাব করিয়া একটা গড় পড়তা করা যায়। এই কথা বুঝিয়া আমার বোধ হয়, দীর্ঘভোগজনিত দখলীস্বত্বক্রমে ভোগকৃত ভূমির কর নির্দ্ধারণ নিয়মিত করিবার বিধান করা উচিত। যত খাজানা প্রত্যেক স্থলে ধরিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদত্ত টাকার সাম্যদৃষ্টে নিরূপণ করা উচিত, নিকটবর্ত্তী ভূমির উপর যে খাজানা ধরা যায়, তত্তুল্য হার প্রবল করিয়া নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির দায় তাহার আপন স্বত্বানুসারে নিয়মিত হওয়া উচিত, যে স্বত্ব রক্ষা করা তাহার কার্য্য নহে তদনুসারে নয়।

১৭৯৩ সালের প্রচারিত বিধি হইতে যে মূলসূত্র টানিয়া আনা যায়, আমি তদনুসারে চলিতে চাই। ঐ সালের ৮ আইনে জমীদারদিগকে বলা হয়, তাহারা খোদকস্ত রায়তদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে। জমীদার ও প্রজার আইনমত সম্বন্ধেও সরকারী রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভাব ব্যাপ্ত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একপক্ষীয় নহে; ভূমাধিকারীর পক্ষে চিরস্থায়ী ও প্রজার পক্ষে অচিরস্থায়ী নহে। প্রত্যুত প্রজাদের যাহার যেমন অবস্থা ছিল, তাহাই যে যে মহালের উপর জমীদার বিশেষ কারণ বিনা আইনমতে হাত বাড়াইতে পারিতেন না, সেই সেই মহালের প্রাপ্তিযোগ্য আয়প্রকাশক বলিয়া গ্রাহ্য হয়। এই কথার পোষকতায় আমার ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার উল্লেখ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু ব্যবস্থাপকগণের তাৎকালিক অভিপ্রায় ভাল করিয়া জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং তজ্জন্য পরিচিত আইন উদ্ধৃত করাও কর্ত্তব্য। অধীন তালুকদারদের সম্বন্ধে ইহা স্পষ্টই বোধ হয় যে তাহাদের তাৎকালিক অবস্থাদ্বারা জমীদারের হাত বাঁধা পড়ে। বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট যে খাজানা দেয় ছিল, তাহাই তিনি পাইতে পারিবেন, তদধিক নহে; এবং স্পষ্ট করিয়াই এই নিয়ম করা হয় যে, যদিও তাঁহার আপনার দেয় খাজানা বর্দ্ধিত করা গিয়া থাকে, তথাপি কোন কোন ঘটনার প্রমাণ না হইলে তিনি আইনমতে তালুকদারদের স্থানে বর্দ্ধিত খাজানার দাওয়া করিতে পারিবেন না। খোদকস্ত রায়তদের সম্বন্ধেও ঐরূপ। তাহাদের সম্বন্ধে এই বিধি ছিল যে, প্রতারণার প্রমাণ না হইলে পূর্ব্বচুক্তির বিরুদ্ধে তাহাদের স্থানে খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা যাইবে না; কিন্তু যদি ইহা দেখান যায় যে, বন্দোবস্তের পূর্ব্ব তিন বৎসরের মধ্যে যে খাজানা প্রদত্ত হয়, তাহার হার প্রচলিত পরগণা নিরিখ অপেক্ষা কম করা হইয়াছিল, তবে উক্ত দাওয়া হইতে পারিবে। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে গত তিন বৎসরের মধ্যে খাজানা কম করিবার উপর খাজানাবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যদি তিন বৎসরের অধিক

কাল সমান পরিমাণে রায়তের খাজানা আদায় করা স্থির থাকে, তবে নিৰ্দ্ধারিত কর পরিবর্ত্তিত করা যাইবেনা। অবধারিত খাজানা নিরূপণনিমিত্ত এই ব্যবস্থা আমার প্রধান প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়। এই বিধি ১৭৯৩ সাল অবধি প্রবল আছে। খোদকস্ত রায়ত যদি ছয় বৎসর খাজানা দিয়া থাকে, তবে তাহার খাজানার হার অত্যন্ত কম একথা শুনা যাইতে পারে না। ১৭৯৩ সালে তিনি এই আইনের আশ্রয় পান, এবং এক্ষণে আইন অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরিমাণে রায়তের রক্ষক হইতে পারে না। ১৭৯৩ সালে বিধি ছিল যে দীর্ঘভোগজনিত দখলী স্বত্বক্রমে ভোগকৃত ভূমির নিৰ্দ্ধারিত খাজানা তিন বৎসর মধ্যে প্রচলিত নিরিখের কম করা হইয়াছে, ইহার প্রমাণ হইলে ঐ খাজানা সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারিত; এবং যে মূলসূত্রানুসারে এইরূপ কার্য্য হইত তাহা বস্তুগত্যা এই স্বীকারমূলক বোধ হয় যে তিন বৎসরের অধিককাল সমান খাজানা দেওয়া গেলে, ভবিষ্যতে ঐ খাজানা দিতে থাকিবার দীর্ঘভোগজনিত স্বত্ব জন্মে। আমি আরো বিবেচনা করি যে চিরস্থায়ীবন্দোবস্তের ব্যবস্থাগত মতানুসারে যেরূপ জমীদারের, সেইরূপ প্রজারও, নির্দ্ধার্য্যকর সফলরূপে চিরস্থায়ী হয়। ইহা এত মূল্যবান্ সত্য যে ইহা বিস্মৃত হইতে দেওয়া উচিত নহে। ইহা দীর্ঘভোগজনিত ভূমির দখীলকারদের প্রতি যেমন অন্য প্রজাদের প্রতিও তেমনই বর্ত্তে, কিন্তু ইহা পূর্ব্বোক্ত দখীলকারদের প্রতিও বর্ত্তে। উঠবন্দী প্রজার ও কিয়ৎকালীন ইজারদারের স্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত প্রজাস্বত্ব উক্ত বন্দোবস্তের নির্দ্দিষ্ট মূলে ছিল। এই সকল স্থায়ী প্রজাস্বত্ব হইতে সমুৎপাদ্য স্থিত খাজানা বন্দোবস্তের অবধারিত আয় ধরিয়া প্রত্যেক মহালের সদরজমা নিয়মিত হয়, এবং বিশেষ কারণ দেখাইতে না পারিলে, জমীদারেরা তৎকালে আদেয় খাজানা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইতেন না। গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় চুক্তি জমীদারদের পক্ষে চুক্তি প্রবল করিত। কোন মহালের খাজানার একাংশ অবধারিত (যদিও অপরিজ্ঞাত) বলিয়া অনুমিত হইত: এবং গবর্ণমেণ্টের দাওয়া সীমাবদ্ধ হওয়াতে তৎসম্বন্ধে এই নিয়মও উক্ত থাকিত যে এই বিশেষ শ্রেণীর প্রজাদের দেয় খাজানা জমীদারদের স্থির রাখিতে হইবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে মহালের প্রজারা এক্ষণকার ন্যায় তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম যে শ্রেণীকে সামিলী তালুকদার বলে। এই সাধারণ শ্রেণীবন্ধনের অন্তর্গত ভূসম্পর্ক-সমূহ ভিন্ন ভিন্ন জিলায় প্রচলিত স্থানীয় ভাষায় অনেক ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইত, কিন্তু সর্ব্ব স্থলে ঐ ভূসম্পর্কের যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে নির্দ্দিষ্ট খাজানায় পুরুষানুক্রমে ভোগকৃত দখলী-স্বত্ব বুঝায়। দ্বিতীয় অপেক্ষাকৃত অধীন শ্রেণী; ইহা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে, না হইতেও পারে; দীর্ঘভোগজনিত দখলীস্বত্বক্রমে যে রায়তেরা যোত ভোগ করে, তাহারা এই শ্রেণীর লোক। তৃতীয়, যে রায়তেরা বা অন্য প্রজারা কিয়ৎকালের নিমিত্ত ভোগ করে। প্রথম শ্রেণীসম্বন্ধে জমীদারদের খাজানা বৃদ্ধি করিবার সাধারণ স্বত্ব নাই বলিয়া প্রকাশ করা হয়। উক্ত প্রজাকর্ত্তৃক তখন যে খাজানা দেয় ছিল, তাহাই তাঁহার চরমদায় বলিয়া গ্রাহ্য হয়। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ নিয়মানুসারে, জমীদার আপন দাওয়া বাড়াইবার কারণ দেখাইতে পারিতেন, কিন্তু উক্ত বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে প্রজার ভূসম্পর্ক অনাক্রম্য ছিল। ঐ স্বত্বই আমাদের সময় পর্য্যন্ত ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ২৬ ধারাদ্বারা বৰ্ত্তমান হইয়া আসিয়াছে। আবার, দ্বিতীয় শ্রেণীর রায়তদের যে যে স্বত্ব ছিল, সেই সেই স্বত্ব ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬০ ধারায় ও ১৮৪৫ সালের ১ আইনে ঐরূপেই মান্য করা হইয়াছে।

এই সকল কারণে আমি বলি যে, জমীদারের সদর জমা চির-অবধারিত, এবং প্রজার খাজানা চির-বৰ্দ্ধনশীল নহে। দুইই আইনদ্বারা অবধারিত, এবং আমার বোধ হয়, আইনের আন্তরিক ভাব আগ্রহসহকারে কার্য্যে পরিণত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

১৭৯৩ সাল অবধি যে যোতদার দীর্ঘভোগজনিত দখলীস্বত্বক্রমে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহার খাজানা সম্বন্ধে কোন গোলযোগ হইতে পারে না। আমি কেবল হারের কথা বলিতেছি না, খাজানার পরিমাণের কথাও বলিতেছি। এত দীর্ঘকাল যে খাজানা প্রদত্ত হইয়াছে, আইনের ভাব দেখিতে গেলে, তাহা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে সকল যে অধীন ভূসম্পর্ক ছিল, আমার বিবেচনায় তৎপ্রতিও এই বিধি প্রয়োগ করা উচিত; অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারায় বিশেষ স্থলে জমীদারদের প্রতি তালুকদারদের বা তত্তুল্য স্বত্বক্রমে ভোগী অন্য প্রজাদের খাজানা বৃদ্ধি করিবার যে ক্ষমতা অর্পণ করা যায়, আমি সেই ক্ষমতা রহিত করিতে চাই। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি কর। ১৭৯০ সালের বন্দোবস্ত হইবার পর প্রায় ৭০ বৎসর গত হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যে তালুক-দারের খাজানা লইয়া কোন গোলযোগ হয় নাই। বস্তুতঃ বাকী রাজস্ব নিমিত্ত যতকাল কোন মহাল নীলাম না হয়, এতকালের পর, তালুকদারদিগকে আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে না; কিন্তু এমন কষ্টজনক দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে আসিয়া থাকে, যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট কি প্রজার,

প্রত্যেক ব্যক্তির অপরিচিত নীলাম খরিদারেরা আইনমতে খাজানা বৃদ্ধি করিবার আপনাদের যে বিশেষ স্বত্ব আছে তাহা প্রবল করিতে যায়। ইহা তালুকদারের পক্ষে জীবন মরণের কথা। গত পঞ্চাশ বৎসরের অনেক অধিক কাল তিনি ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা অবধারিত খাজানা দিয়া আসিয়াছেন, ঐ খাজানা আদৌ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল পত্তন মধ্যে পরিগণিত ছিল। সহসা এক হাজার টাকার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি তিন হাজার টাকার দাওয়া হয়। ইহা সত্যই তাঁহার পক্ষে জীবন মরণের কথা। আইনক্রমে অত্যূর্দ্ধ এই হইতে পারে যে, যদি খরিদার ইহা প্রমাণ করিতে পারেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপদধারী ১৭৯০ সালের জমীদার জিলার বিশেষ দেশাচারমতে অথবা কিয়ৎকালের নিমিত্ত খাজানা কম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া কিম্বা ঐ ভূসম্পর্কের নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত খাজানার দাওয়া করিতে পারিতেন, তাহা হইলেই কেবল খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু ১৭৯০ সালের জমীদার আপনার সুবিধা ছাড়িয়া দেন; এবং তিনি যে দাওয়া প্রবল করিতে কার্য্যতঃ আপনাকে অক্ষম জ্ঞান করেন, এত দীর্ঘকালের পর কোন প্রজার বিরুদ্ধে সেই দাওয়া পুনর্জীবিত করিতে দিলে তাঁহাকে হানিজনক বিপদে ফেলা হয়।

আমি বলিয়াছি যে দীর্ঘভোগজনিত স্বত্ববিশিষ্ট ১৭৯০ সালের যোতদার সম্বন্ধে কোন গোলযোগ হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তনকালে সমুৎপন্ন দীর্ঘভোগজনিত দখলীস্বত্ব সম্বন্ধে আমার বোধ হয় যে, খাজানা নির্দ্ধারণের স্বত্বসম্বন্ধে যে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়, আইনের দ্বারা তাহার মীমাংসা করা উচিত এবং অনুপদিষ্ট আদালতের বিচার নিমিত্ত তাহা রাখিয়া দেওয়া উচিত নয়। আমি এইরূপ নির্দ্দেশ করিবার প্রস্তাব করি যে, দীর্ঘভোগজনিত দখলীস্বত্বক্রমে ভূমি ভোগ কারী যে রায়ত পাট্টা পাইয়া বা পাট্টা ব্যতিরেকে সমানভাবে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজানা দিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া হইতে পারিবে না।

চিরকাল দখিলকার বাসেন্দা রায়তেরা আপনাদের স্বত্ব নিমিত্ত জমীদারদের স্থানে কোন অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় নাই। যদি কোন বিষয়ে আমরা এই দেশের প্রচলিত ব্যবস্থায় পবিত্র বল প্রয়োগ করিতে পারি, তবে এই বিষয়ে। পরিশ্রম ও দখল এই দুই হইতে দীর্ঘভোগজনিত স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব জন্মে। কেবল তিন বৎসরের মধ্যে কম করা হইয়া থাকিলেই, ১৭৯৩ সালের ৮ আইনমতে দীর্ঘভোগজনিত স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের নির্দ্ধারিত খাজানা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। পরবর্ত্তীকালের স্বত্বসম্বন্ধে আমি বার বৎসর প্রস্তাব করি। সকল রায়ত দীর্ঘভোগজনিত স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত নহে; কিন্তু দীর্ঘভোগজনিত স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোতের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া সেই সঙ্গেই আইনের ব্যক্ত বিধিমতে তাহার যে স্বার্থ থাকিবে আমাদের তাহাও নির্দ্দেশ করা উচিত।

এই উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলিপির অন্যান্য অংশের বিচার করিতে আমার অবকাশ না হইতে পারে, কিন্তু প্রথম ধারাগুলি একটি স্বতন্ত্র বিষয় সম্বন্ধীয়, এবং এক্ষণে আমি কেবল এই বিষয়ের কথাই বলিলাম। কিয়ৎকালীন ও সীমাবদ্ধ ভূসম্পর্ক সম্বন্ধে, আমি ২ ধারার শেষাংশের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। তথায় বিধান আছে যে ৩ ধারায় যে হার (অর্থাৎ যে চলিত পরগণা নিরিখ) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কোন রায়ত কোন অবস্থায় তদতিরিক্ত হারে বর্দ্ধিত খাজানা দিতে দায়ী হইবে না। ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ২৬ ধারায় বিধি আছে যে জমীদার "স্বেচ্ছাক্রমে" খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন; এবং যখন বস্তুগত্যা স্থানীয় হার নির্দ্দেশ ইচ্ছামত দাওয়ার বিরুদ্ধে হইতেছে, পাণ্ডুলিপির প্রস্তাব অবলম্বিত হইলে বর্ত্তমান ব্যবস্থা রহিত হইবে।

B চিহ্নিত পরিশিষ্ট।

মিনিট।

খাজানা আদায় বিষয়ক পাণ্ডুলিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসম্বন্ধে সাধারণতঃ শ্রীযুত করি সাহেবের সহিত আমার ঐকমত্য আছে; এবং ইহার সম্বন্ধে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট আসিয়াছে, আমি এক্ষণে তৎসমুদয় তাঁহার নিকট পাঠাইতে চাই। তন্মধ্যে কোন কোন রিপোর্টে মূলসূত্রবিষয়ক প্রয়োজনীয় তর্ক বিতর্ক আছে এবং বিশেষ বৃত্তান্ত সম্বন্ধেও অনেকগুলি সৎপরামর্শ আছে। এ সমুদয় শ্রীযুত স্যামুএলস সাহেবের রিপোর্টে বিশেষ করিয়া দেখা যায়, এবং তথায় ভাওলী যোতে বর্ত্তিবার যোগ্য আইনসম্বন্ধে কএকটি প্রয়োজনীয় কথাও দৃষ্ট হইবে।

২। এতদ্দেশীয় যাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে, আপীলসম্বন্ধে তাঁহাদের অত্যন্ত ও অত্যাশ্চর্য্যরূপ ঐকমত্য দেখা যায়। সকলেই আপীল চাহেন, এবং এই অধিকার কোনরূপে সঙ্কোচ করা অসুবিধা ও অন্যায় জ্ঞান করেন। ৫০ টাকার কম মূল্যের মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল হইতে দিয়া, সর্ব্বসাধারণের এইরূপ মনোগত ভাবানুসারে আমি কার্য্য করিতে চাই; কিন্তু টাকা গ্রহণ ও প্রদানের অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন থাকিলে, বিচার কার্য্যসংক্রান্ত আদালতে আপীল হইবে।

৩। সদর আদালতের জজ্ শ্রীযুত রেক্স সাহেব বলেন যে, ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ২৬ ধারা বিধিবদ্ধ হইবার পর অনেক নজীর দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ ধারাক্রমে যেপ্রকার প্রজা বিশেষরূপে রক্ষিত, নীলামখরিদার ইচ্ছামতে তদ্ভিন্ন সকল প্রজাকেই উচ্ছেদ করিতে বা তাহাদের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন; কিন্তু বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপির ৩ ও ৪ ধারাক্রমে অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও ঐরূপ রক্ষণ প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং ঐ ধারাদ্বয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবস্থার ও তন্মূলক আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধ। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, পাণ্ডুলিপির ঐ অংশের অভিপ্রায় ১৮৪৫ সালের ১ আইনের অভিপ্রায় হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ উক্ত অভিপ্রায় খোদকস্ত ও কদিমী রায়তদের স্বত্ব নির্দ্দেশ করা ও বজায় রাখা, এবং "অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী পুরুষানুক্রমিক রায়ত" ও "বাসেন্দা রায়ত ও কৃষক" শব্দে উক্ত শ্রেণীর রায়তই বুঝায় বলিয়া আমি বোধ করি। সর্ব্বদাই যাহার অর্থ করিবার প্রয়োজন ছিল, হয়ত এই সুযোগে সেই "খোদকস্ত ও কদিমী রায়ত" শব্দের অর্থ করা উচিত। সদর আদালতের জজ শ্রীযুত স্কোন্স সাহেব পরামর্শ দিয়াছেন যে পাণ্ডুলিপির ৩ ও ৪ ধারায় ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্ত্তে "দীর্ঘভোগজনিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট" এই কথা দেওয়া হয়; এবং তিনি ক্রমাগত দখলের মিয়াদ বার বৎসর অবধারিত করিতে চাহেন, তাহার পর কোন রায়ত তাঁহার প্রস্তাবিত বর্ণনার মধ্যে আসিবে। ইহাতে আমি সম্মতি দিতে চাই, কারণ আমার বিশ্বাস যে ইহা করিলে রায়তদের সম্বন্ধে আমাদের যে প্রধান কর্ত্তব্য ব্যবস্থাপন কার্য্যদ্বারা দীর্ঘকাল পালিত হয় নাই, সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন হইবে। আমাদের আইনের অন্যত্র যে "খোদকস্ত ও কদিমী রায়তের" উল্লেখ আছে, তাহাতেই যে এইরূপ অর্থবোধ হয় ইহাও আমি কোন উপায়ে দেখাইতে চাহি।

৪। ঐরূপ রায়তেরা বাস্তবিক যে খাজানা দেয়, শ্রীযুক্ত স্কোন্স সাহেব পরিমাণসম্বন্ধে তাহা স্থায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমার দ্বিধা আছে, কারণ আমার বিশ্বাস এই যে, এক্ষণে জমানিশস্তীর সাধারণ আদালতে মোকদ্দমা করিয়া যেরূপ হয়, সেইরূপ এই বিষয় নূতন খাজানাসংক্রান্ত আদালতদ্বারা নিরূপিত হইতে দেওয়া অপেক্ষাকৃত ভাল। আর আমার ইচ্ছা এই যে নূতন আদালতের বিচার্য্য বি[illegible], ভিন্ন প্রকার মোকদ্দমার উল্লেখ মধ্যে খাজানা বন্দোবস্ত বা ধার্য্য বা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

৫। আপন আপন রায়তদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপির ৮ ধারা দ্বারা জমীদারদের যে ক্ষমতাসঙ্কোচ হইতেছে তদ্বিষয়ে যে যে কর্ম্মচারীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত স্যামুএলস সাহেবের সহিত আমি সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া বিবেচনা করি যে, রায়তেরা সহজ উপায়ে যাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়া যাইতে পারে, এইরূপ কোন কোন ক্ষুদ্র জমীদারেরা যদিও এই ক্ষমতাহরণ কষ্টকর বলিয়া বোধ করিবে, তথাপি বর্ত্তমান প্রণালীক্রমে এত গুরুতর অন্যায়াচারণ হয় ও এত অসহ্য অত্যাচার হইতে পারে যে পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবমতে নিঃসন্দেহ এই প্রণালীর সংশোধন হওয়া উচিত।

৬। যে সকল কর্ত্তৃপক্ষ এই পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাঁহারা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাতে মুন্সেফদের পরিবর্ত্তে কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরদের হাতে নূতন আদালতের কর্ম্মসমর্পণবিষয়ক আমার মতের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ডেপুটী কালেক্টরদিগকে অতি সাবধানে নির্ব্বাচিত করিয়া শীঘ্রই প্রত্যেক জিলায় এইরূপে অবস্থাপিত করিতে হইবে যে তিন থানা লইয়া এক একজন থাকিবেন। অন্ততঃ প্রথমে এই কার্য্যকারকদের হস্তে এই নূতন ক্ষমতা দিলেই রায়তদের আবশ্যক আশ্রয় ও সংরক্ষণের বিধান হইবে। পরে সম্ভবতঃ মুন্সেফদের দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারিবে, কিন্তু এক্ষণে নহে। নূতন আইনের কার্য্যনির্ব্বাহ নিমিত্ত প্রথমে মুন্সেফদিগকে নিয়োগ করিলে ইহার প্রস্তাবিত সুবিধা সকল নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে।

১৮৫৮ সাল, ২৭ নবেম্বর। এফ, জে, হ্যালিডে।

এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রেবিনিউ বোর্ডের স্থানে রিপোর্ট পাইলে ভাল হইত; কিন্তু ইহার নিমিত্ত আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া শেষে উক্ত রিপোর্টের অভাবে আপন মত লিখিতে বাধ্য হইলাম। যখন পরে পাওয়া যায় তজ্জন্য আর কোন বলিবার কথা থাকিলে, আমি তাহা যোগাইতে ত্রুটি করিব না।

এফ, জে, এচ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে;

সংক্ষেপ নাম।

উড়িষ্যাখণ্ড ছাড়া, এবং তফসীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যেই দেশ থাকে সেইই দেশে এই আইন বর্ত্তিবে; কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যাখণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবেন; এবং উক্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি এই আইন অথবা ঐ জ্ঞাপনপত্রে ইহার যে অংশ নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা উক্ত খণ্ডে প্রচলিত হইবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

এই আইন ১৮৮০ সালের ——মাসের——তারিখে প্রবল হইবে।

আরম্ভ।

২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখ অবধি ইহার প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলি এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল। যৎকালে এই আইন বা ইহার কোন অংশ উড়িষ্যাখণ্ডে বর্ত্তান যায়, তৎকালে ঐ সকল আইনের মধ্যে যেই আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তান গেলে, তন্মধ্যে যেই আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে আর চলিবে না।

যেই আইন রহিত হইল, তাহার কথা।

কিন্তু

(১) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন বা ব্যবস্থা রহিত করা যায়, কোন ব্যবস্থায় বা দলীলে সেই আইনের বা ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশ বিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ করিতে হইবে;

(২) এই রহিতকরণ দ্বারা

(ক) রহিত করা কোন আইনের বিগত কার্য্যের, অথবা ঐ আইনমতে যথাবিধি যাহা কিছু করা বা করিতে দেওয়া হইয়াছে তাহার, কিম্বা

(খ) রহিত করা আইনমতে যে কোন স্বত্ব বা অধিকার লব্ধ, কর্ত্তব্য উৎপন্ন, বা দায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার, কিম্বা

(গ) পূর্ব্বোক্তরূপ কোন স্বত্ব, অধিকার, কর্ত্তব্য বা দায়সংক্রান্ত কোন অনুসন্ধানের বা আইনমত কার্য্যানুষ্ঠানের বা প্রতিকারের কোন ব্যাঘাত হইবে না; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে যেরূপ পারিত, সেইরূপে উক্ত অনুসন্ধান ও আইনমত কার্য্যানুষ্ঠান ও প্রতিকার হইতে পারিবে; এবং

(৩) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন ব্যবস্থা, স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই রহিতকরণ দ্বারা তাহা পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

৩ ধারা। পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ না হইলে, এই আইনের নিম্নলিখিত শব্দ ও কথাগুলি নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হইবে।—

শব্দার্থ।

প্রচলিত আইন ক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যেই সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেইই রেজিষ্টরে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

মহাল।

যে ব্যক্তি মালিক স্বরূপ একাকী বা সংসৃষ্টভাবে কোন মহাল বা তাহার কোন অংশ বা তদন্তর্গত কোন স্বার্থ ভোগদখল করেন, "ভূস্বামী বা জমীদার" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

ভূস্বামী বা জমিদার।

"তালুক" শব্দে (১) নিজ ভূস্বামির অধীন ও রায়তের উর্দ্ধতন খাজানা দায়ী ভূসম্পর্ক বুঝাইবে। (২) কোন ভূসম্পর্ক রাজস্ব বা খাজানার দায়ে মুক্ত থাকিলে, যদি মহালের ভূস্বামির স্বার্থ ও উক্ত রাজস্বমুক্ত বা খাজানা মুক্ত ভূসম্পর্ক এই উভয়ের মধ্যে ঐ ভূমিতে কোন খাজানা দায়ী স্বার্থ না থাকে, তবে "তালুক" শব্দে উক্ত ভূসম্পর্কও বুঝাইবে।

তালুক।

উদাহরণ।

(ক) পত্তনী নামক স্বার্থ একটি তালুক।

(খ) কএক বৎসরের মিয়াদের ইজারা একটি তালুক।

(গ) আনন্দের ১২০ বিঘা নিষ্কর লাখেরাজ ভূমি আছে, তাহা বলরামের মালগুজারী মহালের সীমার অন্তর্গত এবং প্রচলিত আইনক্রমে জিলার কালেক্টর সাহেব লাখেরাজ ভূমির যে সাধারণ রেজিষ্টর রাখেন তাহার কোন দফার মধ্যে লিখিত নহে। এই ভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে রায়তদের দখলে আছে। তাহারা আনন্দকে খাজানা দিয়া থাকে। উক্ত ভূমিতে আনন্দের যে স্বার্থ আছে তাহা তালুক বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) এক মালগুজারী মহালের ভূস্বামী বলরাম ঐ মহালের অন্তর্গত ৫০ বিঘা ভূমি খাজানামুক্ত করিয়া আনন্দকে দান করিলেন। ঐ ভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে রায়তদের দখলে আছে। ঐ রায়তদের যে খাজানা দেয় হয়, উক্ত দানের বলে আনন্দ তাহা পাইবার অধিকারী। এই ৫০ বিঘায় আনন্দের যে স্বার্থ আছে তাহা তালুক বলিয়া গণ্য হইবে।

তালুকদার।

যে ব্যক্তি মালিকস্বরূপ একাকী বা সংস্পৃষ্টভাবে কোন তালুক বা তাহার কোন অংশ বা তদন্তর্গত কোন স্বার্থ ভোগদখল করেন, "তালুকদার" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

পেটাওতালুক।

"পেটাওতালুক" শব্দে (১) কোন তালুকদারের অধীন ও রায়তের উর্দ্ধ্বতন খাজানাদায়ী ভূসম্পর্ক বুঝাইবে। (২) কোন ভূসম্পর্ক খাজানার দায়ে মুক্ত থাকিলে, যদি মহালের ভূস্বামির স্বার্থ ও উক্ত খাজানা-মুক্ত ভূসম্পর্ক ঐ উভয়ের মধ্যে ঐ ভূমিতে কোন খাজানাদায়ী স্বার্থ থাকে, তবে "পেটাও তালুক" শব্দে উক্ত ভূসম্পর্কও বুঝাইবে।

প্রথম শ্রেণীর পেটাও তালুক।

একই ভূমি সম্বন্ধে একাধিক পেটাও তালুক থাকিলে, নিজ তালুকদারের অধীন পেটাও তালুককে "প্রথম শ্রেণীর পেটাও তালুক" বলা যাইবে। ঐ পেটাও-

দ্বিতীয় শ্রেণীর পেটাও তালুক।

তালুকের অব্যবহিত অধীন তালুককে "দ্বিতীয় শ্রেণীর পেটাও তালুক", এবং শেষোক্ত পেটাও তালুকের

তৃতীয় শ্রেণীর পেটাও তালুক।

অব্যবহিত অধীন তালুককে "তৃতীয় শ্রেণীর পেটাও তালুক" বলা যাইবে, ইত্যাদি।

উদাহরণ।

(ক) দর পত্তনী প্রথম শ্রেণীর পেটাও তালুক।
(খ) সে পত্তনী দ্বিতীয় শ্রেণীর পেটাও তালুক।
(গ) দর ইজারা একটি পেটাও তালুক।
(ঘ) বলরাম গোপালপুর মহালের ভূস্বামী চন্দ্রের অধীনে ২০০০ বিঘা ভূমির পত্তনী তালুকদার ঐ ২০০০ বিঘার মধ্যে ৮০ বিঘা ভূমি বলরাম খাজানামুক্ত করিয়া আনন্দকে দান করেন। এই ৮০ বিঘা প্রকৃত প্রস্তাবে রায়তদের দখলে আছে। ঐরূপ দান করা গেলে পর তাহারা আনন্দকে খাজানা দিয়া থাকে। আনন্দের স্বার্থ পেটাও তালুক বলিয়া গণ্য হইবে।

পেটাও তালুকদার।

যে ব্যক্তি মালিকস্বরূপ একাকী বা সংস্পৃষ্টভাবে কোন পেটাও তালুক বা তাহার কোন অংশ বা তদন্তর্গত কোন স্বার্থ ভোগ দখল করেন, "পেটাও তালুকদার" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

রায়ত।

যে ব্যক্তি ভূমি ভোগ করে, অথবা ভূমি দখল ও চাষ করে, সেই ব্যক্তি কিম্বা স্বত্ব সম্বন্ধে সেই ব্যক্তির পূর্ব্বপদধারী ঐ ভূমি চাষ বা আবাদ করিবার নিমিত্ত প্রথমে দখল পাইয়া থাকিলে, ১১ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে "রায়ত" শব্দে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইবে। কোন ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদ্বারা, বা চাকরদ্বারা, বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা, অথবা যে ব্যক্তিদিগকে ঐ ভূমি বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করেন তাহাদের দ্বারা, অথবা অংশতঃ এই ব্যক্তিদের একদলের ও অংশতঃ অন্যদলের দ্বারা, চাষ করিলে, এই লক্ষণের মর্ম্মানুসারে ভূমি চাষ বা আবাদ করেন।

"যোত"

যে ভূমি কোন রায়ত ভোগ করে, কিম্বা দখল ও চাষ করে, এবং যাহা এক স্বতন্ত্র প্রজাস্বত্বের বিষয়ীভূত হয়, সেই ভূমিতে ঐ রায়তের যে স্বার্থ থাকে তাহাকে "যোত" বলে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত।

যে যোতে কোন রায়তের বা ৪১ ধারার লিখিত কোন প্রজার দখলী স্বত্ব থাকে, "দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট যোত" বলিতে সেই যোত বুঝাইবে।

কোর্ফা রায়ত।

যে ব্যক্তিকে কোন রায়ত আপনার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করে, "কোর্ফা রায়ত" বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

খাজানা।

তালুকদার বা পেটাও তালুকদার বা দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত যে ভূমি ভোগ করেন, সেই ভূমিতে অব্যবহিত উর্দ্ধতন স্বার্থ বিশিষ্ট ভূস্বামীকে বা তালুকদারকে বা পেটাও তালুকদারকে উক্ত উর্দ্ধতন স্বার্থ স্বীকার ও পরিশোধ নিমিত্ত তাহার যাহাকিছু নগদ বা শস্যাদি-রূপে দিতে হয়, অথবা ভূমি ব্যবহার বা দখল করিবার নিমিত্ত কিম্বা ঘাসকর বা বনকর বা জলকর প্রভৃতি স্বত্ব ভোগনিমিত্ত প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ যাহা কিছু নগদ বা শস্যাদিরূপে দিতে হয়, তাহাকে "খাজানা" বলে।

"ভূমি।"

"ভূমি" শব্দে তদুপরিস্থ বন ও জলও বুঝায়। কোন রায়ত যে ভূমি চাষ বা ভোগ করে, তৎপ্রতি এই শব্দের প্রয়োগ হইলে, যে ভূমি কৃষি কার্য্য বা বাগানের নিমিত্ত ব্যবহার করা যায় বা ব্যবহার করিবার কল্পনা থাকে, সেই ভূমি বুঝাইবে। ১৮ অধ্যায়ে এইশব্দে (ক) তালুক, বা পেটাওতালুক ও যোত, ও (খ) কৃষিকার্য্য, বাগান বা পশুচারণ প্রভৃতি কার্য্য নিমিত্ত, অথবা বাসগৃহ বা শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতির ইমারত নিমিত্ত যে ভূমি ব্যবহার করা বা করিতে দেওয়া যায় তাহা ও (গ) ঘাসকর বনকর, জলকর প্রভৃতি স্বত্ব বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা।—বাস্তু ভূমি রায়তের দখলে থাকিলে, কৃষি কার্য্যার্থে ব্যবহৃত ভূমি হইবে, এবং ঐ রায়ত যে ভূমি চাষ করে তাহার সহিত এক যোত বলিয়া গণ্য হইবে।

"প্রজা।"

যে ব্যক্তি নগদ বা শস্যাদিরূপ খাজানা দিতে দায়ী তাহাকে "প্রজা" বলে।

ভূম্যধিকারী।

যে ব্যক্তিকে কোন প্রজা নগদ বা শস্যাদিরূপ খাজানা দিতে দায়ী, তাঁহাকে "ভূম্যধিকারী" বলে।

ভোগানুমতিপত্র। পাট্টা।

যে নিদর্শনপত্র বলে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ সৃষ্ট হয় বা চলিত থাকে, তাহা ভূম্যধিকারী প্রজার অনুকূলে সম্পাদন করিলে, সেই নিদর্শনপত্রকে "ভোগানুমতিপত্র" বা "পাট্টা" বলে।

কবুলিয়ত।

যে নিদর্শনপত্রবলে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসম্বন্ধ সৃষ্ট হয় বা চলিত থাকে, তাহা প্রজা ভূম্যধিকারির অনুকূলে সম্পাদন করিলে, সেই নিদর্শনপত্রকে "কবুলিয়ত" বলে, ইহার মধ্যে ভোগানুমতিপত্রের বা পাট্টার অনুরূপ পত্রও গণ্য।

কালেক্টরী।

যে জিলায় একজন কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত হন "কালেক্টরী" শব্দে সেই জিলা বুঝাইবে। যে ভূমি ঐ জিলার স্থানীয় সীমার অন্তর্গত নহে কিন্তু ঐ জিলার খাজানা

খানায় যে মহালের রাজস্ব দেওয়া যায় সেই মহালের অন্তর্গত, "কালেক্টরী" শব্দে সেই ভূমি গণ্য হইবে না।

স্বাক্ষরিত।

কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারাতে ঢেরা সহী করিলে "স্বাক্ষরিত" শব্দে ঢেরা সহী করা বুঝাইবে। এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের "মোহরযুক্ত"ও বুঝাইবে।

বিচারপতি।

"বিচারপতি" শব্দে কোন আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ বুঝাইবে।

ধারা।

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

দেশাচার প্রভৃতি সংরক্ষণের কথা।

৪ ধারা। এই আইনের কোন কথা দ্বারা

(ক) কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত স্বত্ব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হইলে অথবা এই আইনের বিধানক্রমে স্পষ্টতঃ বা ভাবত পরিবর্ত্তিত বা রহিত না হইলে তাহার,

(খ) আইনে যেরূপ লক্ষণ ও সীমার নির্দ্দেশ আছে তদনুযায়ী বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের,

(গ) এই আইন দ্বারা স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ যে বিশেষ বা স্থানীয় আইন রহিতকরা না যায় তাহার কোন বিধানের,

কোন ব্যতিক্রম করিবার অভিপ্রায় নাই।

উদাহরণ।

নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে বা বৎসরং হিসাবে রায়তের আপন ভূমি কোর্ফাবিলি করিবার দেশাচার এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে, এবং এই আইনের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই। এই আইন দ্বারা উক্ত দেশাচারের কোন ব্যতিক্রম হয়, এরূপ অভিপ্রায় নাই।

খণ্ডে ও অধ্যায়ে আইন বিভাগের কথা।

৫ ধারা। এই আইন পশ্চাল্লিখিতমতে খণ্ডে ও অধ্যায়ে বিভক্ত।—

প্রথম খণ্ড।—ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধীয় মূল ব্যবস্থা।

১ অধ্যায়।—তালুকদার ও পেটাওতালুকদারদের কথা।

২ অধ্যায়।—যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান্ তাহাদের কথা।

৩ অধ্যায়।—যে রায়তেরা বার বৎসর ভূমি ভোগ করিয়া দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের কথা।

৪ অধ্যায়।—যে রায়তেরা তিন বা তদধিক বৎসর কিন্তু বার বৎসরের ন্যূন কাল ভূমি ভোগ করিয়াছে তাহাদের কথা।

৫ অধ্যায়।—যে রায়তেরা তিন বৎসরের ন্যূন কাল ভূমি ভোগ করিয়াছে তাহাদের কথা।

৬ অধ্যায়।—ইমারত প্রভৃতির নিমিত্ত ভূমির ব্যবহারের কথা।

৭ অধ্যায়।—স্বত্ব নিমজ্জনের কথা।

৮ অধ্যায়।—তালুক, পেটাওতালুক ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর রেজিষ্টরী করণের কথা।

৯ অধ্যায়।—খাজানা, খাজানার কিস্তী, খাজানার রসীদ, খাজানা আদায় করণ, খাজানা বণ্টন ও খাজানা বন্ধকের কথা।

১০ অধ্যায়।—সহাধিকারিদের কথা।

১১ অধ্যায়।—ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের কোনং রূপ বিবিধ স্বত্বের কথা।

১২ অধ্যায়।—বেহারের নিমিত্ত বিশেষ বিধানের কথা।

১৩ অধ্যায়।—ক্ষতিপূরণের ও দণ্ডের কথা।

১৪ অধ্যায়।—মিয়াদের কথা।

দ্বিতীয় খণ্ড। ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের মধ্যে মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর বিধি।

১৫ অধ্যায়।—দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তদের ও তালুকদার পেটাওতালুকদারদের নগদ খাজানা দিতে হইলে, খাজানা বৃদ্ধি করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬ অধ্যায়।—বিনা ডিক্রীতে সরাসরী নীলাম দ্বারা কোনং স্থলে বাকী খাজানা আদায় করিবার কথা।

১৭ অধ্যায়।—ভূম্যধিকারী ও তদীয় প্রজা বা কর্ম্মকারকদের মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার কার্য্যপ্রণালী-গত কোনং বিশেষ বিধির কথা।

১৮ অধ্যায়।—বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমার ও অন্য কোনং মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালীর কথা।

প্রথম খণ্ড।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধীয় মূল ব্যবস্থা।

---

১ অধ্যায়। তালুকদার ও পেটাওতালুকদারদের কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি অবধারিত খাজানায় তালুক বা পেটাওতালুক ভোগ হইলে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে না পারিবার কথা।

৬ ধারা।—(ক) মিয়াদী পাট্টাক্রমে ভোগ না হইলে, কোন তালুকদার বা পেটাও তালুকদার, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তৎকালাবধি যাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই এরূপ অবধারিত খাজানা দিয়া আপন তালুক বা পেটাওতালুক ভোগ করিতে থাকিলে, তাঁহার ঐ খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

অপরিবর্ত্তিত খাজানায় বিশ বৎসর ভোগ হইলে অনুমানের কথা।

(খ) এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় যদি প্রমাণ হয় যে, যে হারে খাজানা দিয়া কোন তালুক বা পেটাওতালুক ভোগ হইতেছে, উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব বিশ বৎসর মধ্যে তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই, তবে ঐ তালুক বা পেটাওতালুক উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজনা দিয়া ভোগ হইয়া আসিতেছে, এরূপ অনুমান হইবে। কিন্তু যদি বিপরীত দর্শান যায়,

অথবা উক্ত তালুক বা পেটাওতালুক পরে সৃষ্ট হইয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা পরবর্ত্তি কোন সময়ে অবধারিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ দেওয়া যায়, তবে ঐ অনুমান হইবে না।

বর্জ্জিত কথা।—যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, তদন্তর্গত তালুকের বা পেটাওতালুকের বেলা রাজস্বের কিংবা কালীন বন্দোবস্তের মিয়াদ ফুরাইলে উক্তরূপ অনুমান হইয়া ঐ তালুকের বা পেটাওতালুকের খাজানা বৃদ্ধির বাধা হইবে না; কিন্তু কোন রাজস্ব বিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের স্থানে পাকা বন্দোবস্ত করিবার বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া, বন্দোবস্তী কার্য্যানুষ্ঠানমধ্যে ঐ তালুক বা পেটাওতালুক অবধারিত রূপে খাজানা দিয়া চিরকাল ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকিলে, স্বতন্ত্র কথা।

৭ ধারা। উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক বা পেটাওতালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতিরিকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ (১) যে ভূম্যাধিকারির অধীনে ঐ তালুক প্রভৃতি ভোগ করা যায় তিনি, (ক) জিলার বিশেষ দেশাচারক্রমে, কিম্বা (খ) যে নিয়মাধীনে ঐ তালুক বা পেটাওতালুক ভোগ হয় তদনুসারে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান্; অথবা (২) ঐ তালুকদার বা পেটাওতালুকদার আপনার খাজানা কবুলতি লওয়া দাখিল বর্দ্ধিত খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে ঐ খাজানা তোলা যাইতে পারে।

যে তালুক বা পেটাওতালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোনং স্থলে মাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।

১ ব্যাখ্যা।—কোন তালুকদার বা পেটাওতালুকদার যদি দেখাইতে পারেন যে তাঁহার তালুক বা পেটাওতালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ছিল ও কালেক্টর সাহেবের আফিসে রেজিষ্টরী করা যাইতে পারিত, তবে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে রেজিষ্টরী করা গিয়া না থাকিলেও, ঐ তালুকদার বা পেটাওতালুকদার এই ধারামত উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

২ ব্যাখ্যা।—ভূমিগ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের বিধান মতে যে ভূমি গৃহীত হয় তন্নিমিত্ত কোন তালুকদারের বা পেটাওতালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে ঐ কমান এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮ ধারা। ৬ বা ৭ ধারায় প্রকার স্বত্বের কথা থাকিলেও বিপরীত ভাবের স্পষ্ট চুক্তি যে স্থলে না থাকে, সেই স্থলে, ঐ তাবৎ তালুকদার বা পেটাওতালুকদার, পোবস্তী হইয়া তাঁহার তালুকের বা পেটাওতালুকের যে ভূমি বৃদ্ধি হয় তন্নিমিত্ত অতিরিক্ত খাজানা দিতে দায়ী হইবেন, এবং শিকস্তী হইয়া বা প্রকারান্তরে তাঁহার তালুকের বা পেটাওতালুকের ভূমির পরিমাণ কম হইলে তন্নিমিত্ত খাজানা কম করিয়া লইবার স্বত্ববান্ হইবেন। যে পরিমাণ ভূমি বাড়ে বা কমে, তাহা তালুকের বা পেটাওতালুকের পূর্ব্বের ভূমির যে অংশ হয়, সে পরিমাণ খাজানা বাড়ান বা কমান যায় তাহা পূর্ব্ব প্রদত্ত খাজানার সেই অংশ হইবে।

পোবস্তীক্রমে প্রাপ্ত ভূমির নিমিত্ত তালুকদারের বা পেটাওতালুকদারের খাজানা বৃদ্ধির দায়ের ও শিকস্তীক্রমে হ্রাস হওয়ার নিমিত্ত খাজানা কমাইয়া লইবার স্বত্বের কথা।

৯ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের বা পেটাওতালুকদারের খাজানার হার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে ঐ হার নিকটস্থ তদ্রূপ তালুক বা পেটাওতালুক যাঁহারা ভোগ করেন তাঁহারা দেশাচারানুগত যে হারে খাজানা দেন সেই হার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; যে স্থলে তদ্রূপ দেশাচারানুগত হার নাই অথবা যে স্থল ৮ ধারার বর্জ্জিত কথার মধ্যে পড়ে, সেই স্থলে আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায় জ্ঞান করেন সেই হারে খাজানা বৃদ্ধির সীমা হইবে। কিন্তু যে স্থলে কোন দেশাচারানুগত হার নাই সেই স্থলে তালুকদারের বা পেটাওতালুকদারের মোট যত খাজানা পাওনা হয় তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহার লভ্য তাহার শতকরা ত্রিশভাগের অধিক না হয়। উক্ত তালুকদার আপনার তালুকের বা পেটাওতালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপনি দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানামুক্ত করিয়া দান করিলে, ঐ২ অংশের নিমিত্ত যুক্তিমত খাজানা হিসাব করিয়া পূর্ব্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

তালুকের ও পেটাও-তালুকের খাজানা বৃদ্ধির সীমার কথা।

১০ ধারা। (ক) যে স্থলে কোন তালুকদারের বা পেটাওতালুকদারের খাজানা-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে সেখানে বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্ব দেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না, এবং আদালত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে খাজানা বৃদ্ধি ক্রমে২ করা হইবে অর্থাৎ যাবৎ খাজানা বৃদ্ধির উর্দ্ধ সীমায় উপস্থিত না হওয়া যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে২ বৎসর২ খাজানা বৃদ্ধি হইবে।

বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্ব দেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হইবার ও খাজানাবৃদ্ধি ক্রমশঃ হইবার কথা।

(খ) এই আইনের বিধানমতে কোন দেওয়ানী আদালত কোন তালুকদারের বা পেটাওতালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করিয়া থাকিলে, উক্ত খাজানা বৃদ্ধি করিবার চূড়ান্ত আজ্ঞার তারিখ অবধি দশ বৎসর গত না হইলে উক্ত খাজানা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে না।

খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে দশবৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে না পারিবার কথা।

ব্যাখ্যা।—পোবস্তী হইয়া ভূমি বৃদ্ধি হওয়াতে যে খাজানা বৃদ্ধি হয় অথবা শিকস্তী হইয়া ভূমি নষ্ট হওয়াতে যে খাজানা হ্রাস হয়, তাহা এই ধারার (খ) প্রকরণের মর্ম্মানুযায়ী পরিবর্ত্তন নহে।

১১ ধারা। (ক) প্রকারান্তরের দেশাচার বা চুক্তি থাকিলেও, গবর্ণমেণ্ট বা কোন ভূস্বামী, এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে, নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বা বৎসর২ হিসাবে না হইয়া কোন ব্যক্তিকে একমাত্র হস্তান্তরপত্রক্রমে কট্টিমত একশত বিঘার অধিক ভূমি হস্তান্তর করিয়া দিলে পর ঐ ব্যক্তি উক্তরূপ হস্তান্তরীকৃত ভূমি অধিকার করিয়া থাকিলে ৮, ৯ ও ১০ ধারার মর্ম্মা-

নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বা বৎসর২ হিসাবে না হইলে, গবর্ণমেণ্ট বা কোন ভূস্বামী যে ব্যক্তিকে ১০০ বিঘার অধিক ভূমি হস্তান্তর করিয়া দেন, তাঁহার ৮, ৯ ও ১০ ধারার মর্ম্মানুযায়ী তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

মুখারী তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্তরূপ প্রত্যেক তালুক ঐ ব্যক্তি বা তাঁহার উত্তরাধিকারী বার বৎসর ভোগ করিয়া থাকিলে, চিরস্থায়ী ও হস্তান্তরযোগ্য হইবে।

নির্দ্দিষ্টকালের নিমিত্ত বা বৎসরং হিসাবে না হইলে, কোন তালুকদার বা পেটাওতালুকদার যে ব্যক্তিকে ১০০ বিঘার অধিক ভূমি হস্তান্তর করিয়া দেন, তাঁহার ৮, ৯ ও ১০ ধারার মর্ম্মানুযায়ী পেটাওতালুকদার বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

(খ) প্রকারান্তরের দেশাচার বা চুক্তি থাকিলেও, কোন তালুকদার বা পেটাও তালুকদার, এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে, নির্দ্দিষ্টকালের নিমিত্ত বা বৎসরং হিসাবে না হইয়া কোন ব্যক্তিকে একমাত্র হস্তান্তরপত্রক্রমে কল্পিতমত একশত বিঘার অধিক ভূমি হস্তান্তর করিয়া দিলে পর ঐ ব্যক্তি উক্তরূপ হস্তান্তরীকৃত ভূমি অধিকার করিয়া থাকিলে, ৮, ৯ ও ১০ ধারার মর্ম্মানুযায়ী পেটাও তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্তরূপ প্রত্যেক পেটাও তালুক ঐ ব্যক্তি বা তাঁহার উত্তরাধিকারী বার বৎসর ভোগ করিয়া থাকিলে, চিরস্থায়ী ও হস্তান্তরযোগ্য হইবে।

হস্তান্তর করিবার সময়ে হস্তান্তরীকৃত ভূমির অর্দ্ধেকের অধিক কৃষিকর্ম্মের অনুপযোগী থাকিলে, ১১ ধারার লিখিত তালুকদার ও পেটাও তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধির সীমার কথা।

১২ ধারা। ১১ ধারার উল্লিখিত একমাত্র হস্তান্তরপত্রে যে ভূমি ধরা যায় তাহার অর্দ্ধেকের অধিক ঐ হস্তান্তরকরণকালে কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী থাকিলে, এবং উক্ত কৃষিকর্ম্মের অনুপযোগী ভূমি কৃষিযোগ্য করা ঐ হস্তান্তরকরণের একটি উদ্দেশ্য হইলে, এবং ঐ কৃষিকর্ম্মের অনুপযোগী ভূমি তদনুসারে কৃষিযোগ্য করা গেলে, ১১ ধারার উল্লিখিত উক্তরূপ কোন তালুকদারের বা পেটাও তালুকদারের খাজানা, ৯ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, এরূপে বৃদ্ধি করা যাইবে না, যে ৯ ধারার উল্লিখিত অবশিষ্ট টাকা ঐ ধারার বিধান অনুসারে হিসাব করিয়া ধরিলে ঐ টাকার শতকরা কুড়ি ভাগের কম তাঁহার লভ্য না হয়; এবং যে স্থলে ঐ খাজানা বৃদ্ধি করা যায়, সেই স্থলে আদালতের যেরূপ উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হয়, আদালত ঐ তালুকদারকে বা পেটাওতালুকদারকে লভ্যস্বরূপ উক্ত অবশিষ্ট টাকার শতকরা কুড়ি ভাগের অধিক তদ্রূপ কোন অংশ দিতে পারিবেন।

চিরস্থায়ী তালুক ও পেটাওতালুক পুরুষানুক্রমে ভোগ্য এবং উইল ও হস্তান্তর করিবার যোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিবার কথা।

১৩ ধারা। সমুদয় চিরস্থায়ী তালুক ও পেটাওতালুক অন্য স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় পুরুষানুক্রমে ভোগ্য, উইল করিবার যোগ্য, বিক্রয় বা দান ক্রমে বা ভোগাধিকারির ইচ্ছামত প্রকারান্তরে হস্তান্তরযোগ্য, তাঁহার নিজের দেনার জন্য দায়ী, এবং দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালীর অধীন হইবে, বলিয়া প্রকাশ করা গেল।

পত্তনী তালুকের আইনমত অনুষঙ্গের কথা।

১৪ ধারা। (ক) পত্তনী তালুক চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত খাজানা দিয়া ভোগ করা যায়; ইহা পুরুষানুক্রমে ভোগ্য, উইল করিবারযোগ্য, বিক্রয় বা দানক্রমে বা ভোগাধিকারির ইচ্ছামত প্রকারান্তরে হস্তান্তরযোগ্য, তাঁহার নিজের দেনার জন্য দায়ী, ও অন্য স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালীর অধীন হইবে।

(খ) পত্তনী তালুকের খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে, তাহা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে না, কিন্তু ঐ তালুক প্রকাশ্য নীলামে ধরিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারিবে এবং উক্ত তালুকের বাকী খাজানার অতিরিক্ত বিক্রয়োৎপন্ন টাকার যাহা কিছু উদ্বর্ত্ত থাকে, ত্রুটিকারী পত্তনীদার অর্থাৎ ঐ পত্তনী তালুক ভোগাধিকারী এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে তাহা পাইতে পারিবেন।

ভূমি বিলি করিবার স্বত্ত্বের কথা।

(গ) পত্তনীদার আপনার তালুকের অন্তর্গত ভূমি যে কোন প্রকারে স্বীয় স্বার্থগত অধিক সুবিধা দেখেন, সেই প্রকারে বিলি করিতে পারিবেন, এবং উক্ত পত্তনীদার অন্যের সহিত যে কোন চুক্তি করেন, তাহা সেই চুক্তির উভয় পক্ষ এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ও আসৈনীদের অর্থাৎ প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈধ ও সিদ্ধ থাকিবে। কিন্তু ভূস্বামী পত্তনী তালুক করিয়া দিবার সময়ে তাহার যে অবস্থা ছিল, তাঁহার বাকী খাজানার নিমিত্ত তিনি ঐ তালুককে সেই অবস্থায় দায়ী ধরিতে পারিবেন, এবং স্বীয় প্রজা পত্তনীদারের কার্য্যজনিত সমুদয় দায় হইতে মুক্ত জ্ঞান করিতে পারিবেন, উক্ত চুক্তিদ্বারা ভূস্বামির এই স্বত্ত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

ব্যাখ্যা।— কোন পাট্টাক্রমে স্পষ্ট ভূসম্পর্ক ঐ পাট্টায় পত্তনী তালুক বলিয়া লেখা গেলে, এইরূপ অনুমান হইবে যে এই ধারার নির্দ্দিষ্ট অনুষঙ্গ সহিত তালুক কল্পিত হইয়াছে।

১৪ ধারার বিধান আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ পেটাও পত্তনীতালুকের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

১৫ ধারা। ১৪ ধারার বিধান আবশ্যক পরিবর্ত্তনসহ নিম্নলিখিত পেটাওতালুকের প্রতি অর্থাৎ দরপত্তনী নামা দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্তনী তালুকের প্রতি, ও সেপত্তনীনামা তৃতীয় শ্রেণীর পত্তনী তালুকের প্রতি, ও চাহর পত্তনী নামা চতুর্থ শ্রেণীর পত্তনী তালুকের প্রতি, বর্ত্তিবে।

২ অধ্যায়।—যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ত্ববান তাহাদের কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই, রায়ত সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিলে, তাহার সেই হারে ভোগ করিতে থাকিবার কথা।

১৬ ধারা। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তৎকালাবধি খাজানার যে অবধারিত হার পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সেই হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে, তাহাদের সেই হারে ভূমি ভোগ করিতে থাকিবার অধিকার আছে।

১ ব্যাখ্যা।—খাজানা শস্যাদিরূপে দেয় হইলে, উৎপন্নের অবধারিত অংশ এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী অবধারিত হার বলিয়া গণ্য হইবে।

২ ব্যাখ্যা।—ভূমি ভিন্ন২ ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে, কিম্বা হস্তান্তর করা গেলে, অথবা যে ভূমির সহিত এক যোগে কোন যোতের অংশ ছিল সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত করা গেলে, যদি ঐ কার্য্য দ্বারা খাজানার

হার পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকে, তবে এই ধারার কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

মোকদ্দমার পূর্ব্বে বিশ বৎসর মধ্যে ভূমির খাজানা পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিলে অনুমানের কথা।

১৭ ধারা। যদি কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রমাণ হয় যে, কোন রায়ত যে ভূমি ভোগ করে, তাহার খাজানা উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বিশ বৎসর মধ্যে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তবে তাহার বিপরীত দর্শান না গেলে, বা উক্ত খাজানা পরে কোন সময়ে ধার্য্য হইয়াছে ইহার প্রমাণ দেওয়া না গেলে, এই অনুমান হইবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ হইয়া আসিতেছে।

ব্যাখ্যা।—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে খাজানার পরিবর্ত্তন হয় নাই, সেই খাজানায় সেই সময়াবধি ভূমি ভোগ হইয়া আসিতেছে, রায়ত স্পষ্ট বাক্যে এতদ্রূপ বাদ উত্থাপন না করিলেও, যদি ঐ রূপে ভোগ হইবার বিরুদ্ধ কোন কথা তাহার উক্তির মধ্যে না থাকে, তবে ঐ অনুমান হইতে পারিবে।

কিয়ৎকালীন বন্দোবস্তী মহাল হইলে, বর্জ্জিত কথা।

বর্জ্জিত কথা।—যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই তদন্তর্গত ভূমি ভোগকারী রায়তের বেলা, রাজস্বের কিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের মিয়াদ ফুরাইলে, উক্ত অনুমানবলে ঐ ভূমির খাজানা বৃদ্ধির কোন বাধা হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব বিষয়ক কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের স্থানে পাকা বন্দোবস্ত করিবার বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, বন্দোবস্তের আনুষ্ঠানিক কার্য্যমধ্যে অবধারিত খাজানার হারে ঐ ভূমি চিরকাল ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়া থাকিলে, স্বতন্ত্র কথা।

রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিলে, পয়স্তী হইয়া ভূমি বৃদ্ধি হইলে তজ্জন্য তাহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবার ও শিকস্তী হইয়া ভূমি কম হইলে তজ্জন্য তাহার খাজানা কমাইয়া লইতে পারিবার কথা।

১৮ ধারা। কোন রায়ত অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অধিকারী হইলে পয়স্তী হইয়া তাহার যোতের যত ভূমি বৃদ্ধি হয় তন্নিমিত্ত অতিরিক্ত খাজানা দিতে দায়ী হইবে এবং শিকস্তী হইয়া তাহার যোতের যে পরিমাণ ভূমি কম হয়, তন্নিমিত্ত খাজানা কমাইয়া লইতে পারিবে। পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাস উক্ত যোতের পূর্ব্ব পরিমাণের যে অংশ হয়, খাজানার বৃদ্ধি বা হ্রাস পূর্ব্বপ্রদত্ত খাজানার সেই অংশ হইবে।

৩ অধ্যায়।—যে রায়তেরা বার বৎসর ভূমি ভোগ করিয়া দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের কথা।

বার বৎসর ভূমি ভোগ করিলে, অথবা দখল ও চাষ করিলে, দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা।

১৯ ধারা। ২১ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, যে কোন রায়ত ক্রমাগত বার বৎসর কাল প্রজাস্বরূপ ভূমি ভোগ করিয়া, অথবা প্রজাস্বরূপ ভূমি দখল ও চাষ করিয়া তন্নিমিত্ত খাজানা দিয়া আসিয়াছে, তাহা পাট্টাক্রমে বা অন্য যে প্রকারে ভোগ বা দখল করা যাউক না কেন, সেই ভোগ করা, অথবা দখল ও চাষ করা ভূমিতে সেই রায়তের দখলী স্বত্ব আছে।

উদাহরণ।

আমজাদ আটবৎসর ভূমি ভোগ ও চাষ করিয়া তন্নিমিত্ত খাজানা দেয়। অষ্টম বৎসরে ভূমি শিকস্তী হইয়া ঐ স্থান জলমগ্ন হয়, এবং আমজাদ খাজানা দেওয়া বন্ধ করে। সাত বৎসর পরে ভূমি সেই স্থানে আবার উঠে। ঐ ভূমিতে আমজাদের দখলী স্বত্ব নাই।

১ ব্যাখ্যা।—রায়তের পিতা অথবা রায়ত অন্য যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয় সেই ব্যক্তি ঐ ভূমি যত কাল ভোগ বা দখল করে, সেই কাল রায়ত স্বয়ং যত কাল ভোগ বা দখল করিয়াছে তাহার সহিত, উক্ত বার বৎসর কালের হিসাব ধরিবার সময়ে যোগ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ভূম্যধিকারীর সম্মতিক্রমে হউক বা না হউক, বার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে উত্তরাধিকার ভিন্ন প্রকারান্তরে হস্তান্তর হইলে হস্তান্তরকারী যত কাল ভোগ বা দখল করিয়া থাকে তাহা হস্তান্তরক্রমে গৃহীতার ভোগের বা দখলের সময়ের সহিত যোগ করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু উক্ত ভূম্যধিকারী উক্তরূপ যোগ হইবে বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া সম্মতি দিলে, ঐরূপ যোগ হইতে পারিবে।

২ ব্যাখ্যা।—যে ভূম্যধিকারির অধীনে কোন রায়ত উক্ত বারবৎসরের সমুদয় বা কিয়দংশ কাল ভূমি ভোগ বা দখল করে, ঐ ভোগ করা বা দখল করা ভূমিতে সেই ভূম্যধিকারির কোন স্বত্ব ছিল না, অথবা সেই ভূম্যধিকারী একজন সহাধিকারী মাত্র, এরূপ প্রমাণ হইলে ঐ রায়তের দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কোন বাধা হইবে না।

৩ ব্যাখ্যা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন,—

(ক) কোন মোকররীদারের বা ইস্তমরারীদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ বা দখল করিয়া তাঁহাকেই যে ব্যক্তি খাজানা দেন, তিনি;

(খ) ১১ ধারার লিখিত কোন তালুকদারের বা পেটাও তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ বা দখল করিয়া তাঁহাকেই যে ব্যক্তি খাজানা দেন সেই ব্যক্তি আপনি পেটাও তালুকদার না হইলে, এবং তিনি দখল পাইবার পূর্ব্বে অন্য হেতুতে এই আইনের, অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের, কিম্বা বঙ্গীয় মন্ত্রসভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের বিধানমতে সেই ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া না থাকিলে, তিনি;

(গ) কোন ভূমির দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের অব্যবহিত অধীনে ঐ ভূমি ভোগ বা দখল করিয়া তাঁহাকেই যে ব্যক্তি খাজানা দেন, ঐ ভূমি নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বা বৎসর২ হিসাবে ভোগ বা দখল করা না হইলে, তিনি;

(ঘ) কোন ভূস্বামীর অব্যবহিত অধীনে খামার, বা নিজজোত, বা সেরা ভূমি ভোগ বা দখল করিয়া তাঁহাকেই যে ব্যক্তি খাজানা দেন, ঐ ভূমি নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বা বৎসর২ হিসাবে ভোগ বা দখল করা না হইলে, তিনি।

৪ ব্যাখ্যা।—নিম্নলিখিত স্থলে নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না,

(ক) যে ভূমি কোন ভূস্বামির মহালের অংশ, সেই ভূমিতে ঐ ভূস্বামী;

(খ) যে ভূমি ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ বা ১৩ ধারার লিখিত কোন তালুকদারের তালুকের অংশ, সেই ভূমিতে ঐ তালুকদার;

(গ) যে ভূমি ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ বা ১৩ ধারার লিখিত কোন পেটাও তালুকদারের পেটাও তালুকের অংশ, সেই ভূমিতে ঐ পেটাও তালুকদার;

(ঘ) যে ভূমিতে কোন মকররীদারের বা ইস্তমরারীদারের মকররী বা ইস্তমরারী স্বত্ব আছে, সেই ভূমিতে ঐ মকররীদার বা ইস্তমরারীদার;

(ঙ) যে ভূমি কোন ইজারদারের ইজারার অন্তর্গত, সেই ভূমিতে ঐ ইজারদার। কিন্তু, কোন ভূমিতে প্রজা রায়তের যথাবিধি দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে পর ঐ ভূমি ইজারার অংশ স্বরূপ ভোগ করিলে, ঐ দখলী স্বত্ব নষ্ট হইবে না।

(চ) কোন ভূমির দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের অব্যবহিত অধীনে ঐ ভূমি ভোগ বা দখল করিয়া তাঁহাকেই যে ব্যক্তি খাজানা দেন, উক্ত ভূমি নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বা বৎসরং হিসাবে ভোগ করিলে, সেই ব্যক্তি।

(ছ) কোন ভূস্বামির অব্যবহিত অধীনে খামার নিজ যোত বা সেরী ভূমি ভোগ বা দখল করিয়া তাঁহাকেই যে ব্যক্তি খাজানা দেন, ঐ ভূমি নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত, বা বৎসরং হিসাবে ভোগ করা গেলে, সেই ব্যক্তি;

(জ) যে প্রজা আপন ভূম্যধিকারির স্থানে প্রথমে ভূমির অধিকার পাইবার সময়ে ঐ ভূম্যধিকারির সহিত লিখিত চুক্তি করেন যে ঐ ভূমিতে দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হইবে না, ঐ চুক্তিপত্র নিয়মিতরূপ রেজিষ্টরী করা গেলে সেই প্রজা। অন্য কোন স্থলে কোন চুক্তি থাকাতে প্রজার দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কোন বাধা হইবে না।

২০ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা এই আইনদ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে যে যোতে দখলীস্বত্ব জন্মিয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত আইনমত অনুষঙ্গ হইবে, অর্থাৎ,

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের আইনমত অনুষঙ্গের কথা।

(ক) ঐ যোতের বাকীখাজানার ডিক্রী জারীক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারবে, কিন্তু অন্য কোন ডিক্রী জারীক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে না।*

কেবল বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবার কথা।

*৬৪ ধারার বিধান আছে যে কোন ভূম্যধিকারী ডিক্রী পাইলে অন্য প্রকারে ডিক্রী জারী করিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করিবেন। বিক্রয়ের সময়ে সকলেই ডাকিতে পারিবেন।—২০৮ ধারার (১) প্রকরণ দেখ।

(খ) ঐ যোত বরাও বিক্রয় বা দানক্রমে হস্তান্তর ও উইলক্রমে বিনিয়োগ করা যাইতে পারিবে, এবং উক্ত হস্তান্তর বা বিনিয়োগ কার্য্যের সিদ্ধতা পক্ষে ভূম্যধিকারির সম্মতি আবশ্যক হইবে না। কিন্তু ভূম্যধিকারির লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর বা অন্তিম বিনিয়োগ ভূম্যধিকারির নিকটে সিদ্ধ হইবে না। হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্তা যাবৎ অধিকার না পান তাবৎ এই প্রকরণমত হস্তান্তর কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না।*

বিক্রয় বা দানক্রমে হস্তান্তর ও উইলক্রমে বিয়োগ করা যাইতে পারিবার কথা।

* হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার বিধান অন্যত্র আছে।—৮ অধ্যায়ের ৪৬-৫৪ ধারা দেখ।

(গ) প্রজা যে উত্তরাধিকারের ব্যবস্থার অধীন, সেই ব্যবস্থানুসারে ঐ যোত উত্তরাধিকৃত হইতে পারিবে, কিন্তু ভূম্যধিকারির সম্বন্ধে সিদ্ধ থাকিতে পারে তাঁহার লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে ঐ যোত বা তাহার খাজানা এরূপে বিভাগ করা যাইবে না। কোন ভূমির দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত উত্তরাধিকারী না রাখিয়া ও উইল না করিয়া মরিলে, ভূম্যধিকারী ঐ ভূমির অধিকার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

প্রজার উত্তরাধিকারের ব্যবস্থাক্রমে উত্তরাধিকৃত হইতে পারিবার কথা।

(ঘ) ভূমির দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট কোন রায়ত ঐ স্বত্ব বা ভূমি বা তাহার কোন অংশ বন্ধক দিতে পারিবেন না, ও তদ্রূপ বন্ধক সর্ব্বথা ব্যর্থ হইবে, এবং কোন বিচারালয় তাহা গ্রাহ্য করিবেন না অথবা বিচারসম্পর্কীয় কোন কার্য্যে তাহা ফলবৎ করিবেন না।

বন্ধক দিতে না পারিবার কথা।

(ঙ) যে ভূমিতে কোন রায়তের দখলী স্বত্ব আছে খাজানা না দেওয়া গেলে বা অন্য কোন কারণে তাহাকে সেই ভূমি হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু যদি ঐ রায়তের সহিত ভূম্যধিকারির এই মর্ম্মের লিখিত চুক্তি হইয়া থাকে যে রায়ত কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ভূমি হইতে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, তবে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। তদ্রূপ কোন নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে উক্তরূপ কোন রায়তের উচ্ছেদ হইলে, সে ২৯ ও ৩১ ধারার বিধানমত উৎকর্ষ সাধনের ক্ষতিপূরণের টাকা পাইতে পারিবে।

যে ভূমিতে রায়তের দখলী স্বত্ব আছে, সেই ভূমি হইতে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে না পারিবার কথা।

২১ ধারা। যে স্থলে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট কোন যোতের নিমিত্ত রায়ত শস্যাদিরূপ খাজানা দিয়া থাকে এবং ঐ রায়ত স্বীয় ভূম্যধিকারির স্থানে শস্যোৎপাদন নিমিত্ত বীজ বা মজুর বা অন্য কোন সাহায্য পায় না, সেই স্থলে ২৩ ধারার (গ) প্রকরণের উল্লিখিত প্রধান শস্য সম্বন্ধে ঐ খাজানা মোট উৎপন্নের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক হইবে না। উক্ত প্রধান শস্য ছাড়া অন্য শস্য হইলে, যদি ভূম্যধিকারী ও প্রজা লিখিয়া চুক্তি করিয়া থাকেন যে মোট উৎপন্নের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ খাজানাস্বরূপ ভূম্যধি-

দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজানা শস্যাদিরূপ দেওয়া হইলে, তাহা প্রধান শস্যাদির সম্বন্ধে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক না হইবার কথা।

অন্য শস্য সম্বন্ধে বিশেষ চুক্তিপত্র করিয়া প্রবল করিতে পারিবার ও তদ্রূপ চুক্তিপত্র না থাকিলে প্রধান শস্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের মূল্য আদায় করিতে পারিবার কথা।

কারিকে দেওয়া যাইবে, তবে ঐ চুক্তি প্রবল করা যাইতে পারিবে; কিন্তু উক্তরূপ চুক্তিপত্র না থাকিলে, ভূম্যধিকারী ২৩ ধারার (গ) প্রকরণের বিধানমতে গণিত মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ ছাড়া বা তাহার অধিক পাইতে পারিবেন না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা যে২ হেতু ধরিয়া বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার কথা।

২২ ধারা। যে ভূমিতে কোন রায়তের দখলীস্বত্ব আছে সেই ভূমির নিমিত্ত ঐ রায়ত ভূম্যধিকারিকে মুদ্রাযোগে (নগদ খাজানা দিলে, এই আইনের অন্য বিধানের নিয়মাধীনে, ঐ ভূম্যধিকারী সেই খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত এক বা একাধিক হেতু ধরিয়া ঐ খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, অন্য হেতু ধরিয়া নয়।—

(১) সমশ্রেণীর রায়তেরা পার্শ্ববর্ত্তী সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(২) ঐ রায়ত যে পরিমাণ ভূমির নিমিত্ত পূর্ব্বে খাজানা দিয়াছে, জরীপ দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে সে তদপেক্ষা অধিকপরিমাণ ভূমি ভোগ করিতেছে।

(৩) যে সময়ে খাজানা ধার্য্য হয়, সেই সময়ের অথবা পরবর্ত্তী কোন সময়ের উৎপাদিকা শক্তির তুলনায় রায়তের পরিশ্রম বা খরচ ভিন্ন এবং যাহা অস্থায়ী বা আকস্মিক মাত্র নহে এরূপ কারণ ভিন্ন ঐ রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(৪) যে সময়ে খাজানা ধার্য্য হয়, সেই সময়ের বা পরবর্ত্তি কোন সময়ের দামের তুলনায় রায়তের পরিশ্রম বা খরচ ভিন্ন এবং যাহা অস্থায়ী বা আকস্মিক মাত্র নহে এরূপ কারণ ভিন্ন এ স্থানে বা চলিত বাজারে শস্যের দাম বৃদ্ধি হইয়াছে।

উদাহরণ।

(১) হেতুসম্বন্ধীয়।

(ক) আনন্দ একণে যে ভূমি ভোগ ও দখল করেন, তাঁহার পিতামহ সত্তর বৎসর পূর্ব্বে তাহা কৃষিযোগ্য করিয়া আবাদ করেন, এবং তাহা ঐ পিতামহ হইতে উত্তরাধিকারক্রমে তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছে। বলরাম পনের বৎসর ভূমি ভোগ ও চাষ করিয়াছেন। যখন তিনি ঐ ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হন, তখন আবাদ অবস্থায় ছিল। সুতরাং আনন্দ ও বলরাম উভয়েরই দখলীস্বত্ব আছে। ইহার প্রমাণ আছে যে, প্রথমে যে রায়ত বাস করিয়া ভূমি কৃষিযোগ্য করে, তাহার পুত্রপৌত্রাদির বিশেষ অধিকার আছে। আনন্দ ও বলরাম সমশ্রেণীর রায়ত নহেন।

(খ) আনন্দের প্রপিতামহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে যোত ভোগ করিতেন, তাহা উত্তরাধিকারক্রমে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ ভোগ দখল করিতেছেন। বলরাম বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যোতের অধিকার প্রাপ্ত হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে রায়তদের ভোগদখল ছিল, তাহাদের পুত্রপৌত্রাদি পরে অধিকারপ্রাপ্ত রায়তদের অপেক্ষা টাকা প্রতি চারি আনা কম নিরিখে ভূমি ভোগ করে, ইহার প্রমাণ আছে। আনন্দ ও বলরাম সমশ্রেণীর রায়ত নহেন।

(গ) আনন্দ যে ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ভূম্যধিকারির অধীনে ও তাঁহাকেই খাজানা দিয়া ভোগ করে। বলরাম ১৯ ধারার ৩ ব্যাখ্যার (গ) দফার উল্লিখিত অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আনন্দ ও বলরাম সমশ্রেণীর রায়ত নহে।

(২) হেতু সম্বন্ধীয়।

(ক) আনন্দ নামা রায়ত বিঘা প্রতি এক টাকা হিসাবে ভূমি ভোগ করিয়া ১৭ বিঘার নিমিত্ত ১৭ টাকা বার্ষিক খাজানা দিয়া আসিতেছে। জরীপ করিয়া দেখা গেল যে সে ২৩ বিঘা ভূমি ভোগ করিতেছে, এবং ঐ সমস্ত ভূমি একই প্রকারের। তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইয়া ২৩ টাকা হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ নামা রায়ত জমা ওয়াসিল বাকী কাগজে ও রায়তের কবজে ১৭ বিঘা বলিয়া স্বতন্ত্র লিখিত যোত ভোগ করিয়া তজ্জন্য ৩৩৸০ খাজানা দিয়া থাকে। কস্মিন্‌ কালে এই যোতের জরীপ হয় নাই এবং শিকস্তী হইয়া ইহার পরিমাণ কম হইয়াছে, একথা কেহ বলে না। কিন্তু জরীপ করিয়া দেখা গেল যে স্পষ্ট করিয়া পৃথক্ করা যাইতে পারে এরূপ ১৫ বিঘা ভূমি পৈবস্তী হইয়া ঐ যোতে যোজিত হইয়াছে। মূল যোতের যে কোন অংশ দেখ, এই পৈবস্তী ভূমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, এবং আনন্দের সমশ্রেণীর রায়তেরা পার্শ্ববর্ত্তী সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, তাহা বিঘা প্রতি দুই টাকা প্রমাণ হয়। আনন্দের ৩৩৸০ সানেক খাজানার অতিরিক্ত ৩০৲ টাকা দিতে হইবে।

(গ) আনন্দ ১৮৬০ সালে পাট্টা পত্র বলে যোতের অধিকার প্রাপ্ত হন। ঐ পাট্টায় যোতের ভূমি ৩৭ বিঘা বলিয়া লেখা আছে ও চৌহদ্দী দেওয়া আছে। ভূমি আবাদী গ্রামের মধ্যে অবস্থিত ও উহার চৌহদ্দী স্থির করিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ১৮৮০ সালে ঐ চৌহদ্দীর অন্তর্গত ভূমি জরীপ করিয়া ৪৫ বিঘা পাওয়া গেল। পাট্টার চৌহদ্দীর মধ্যে যে অতিরিক্ত ৮ বিঘা ভূমি পাওয়া গেল, তজ্জন্য আনন্দের বর্দ্ধিত খাজানা দিতে হইবে না।

(ঘ) আনন্দ ১৮৫০ সালে পাট্টাপত্র বলে যোতের অধিকার প্রাপ্ত হন। ঐ পাট্টায় যোতের ভূমি ন্যুনাধিক ৫০ বিঘা বলিয়া লেখা আছে, ও চৌহদ্দী দেওয়া আছে। ভূমি যে গ্রামে আছে তাহা ১৮৫০ সালে প্রায় অবিচ্ছিন্ন জঙ্গল ছিল এবং চৌহদ্দী ঠিক ও নির্দ্দিষ্ট নহে। ১৮৮০ সালে দেখা গেল যে আনন্দের অধিকারে ২০০ বিঘা আবাদী ভূমি আছে, চৌহদ্দীর দ্বারা যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা ঐ ভূমি সম্বন্ধে খাটে। আনন্দের খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

(ঙ) আনন্দ ১৮৬৩ সাল অবধি ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত বিঘা প্রতি এক টাকা হিসাবে ৩০ বিঘা ভূমি ভোগ ও চাষ করে। সে ঐ প্রকার নিয়মিত রূপে যে ভূমি ১৮৭৫ সালপর্য্যন্ত চাষ করে তাহার পূর্ব্ব সীমায় আনন্দের ভূম্যধিকারির অপরিকৃত পতিত ভূমি ছিল। ১৮৭৬ সালে আনন্দ এই পতিত ভূমির প্রান্ত হাত বাড়াইতে আরম্ভ করে, এবং ১৮৮০ সালে দেখা গেল যে আপন ভূম্যধিকারির সম্মতি বিনা সে আপনার প্রথম ভোগ ও চাষ কৃত ৩০ বিঘার অতিরিক্ত পতিত ভূমির ২০ বিঘা অধিকার করিয়াছে। আনন্দের ভূম্যধিকারী এই ২০ বিঘা সম্বন্ধে আনন্দকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া গণনা করিয়া তাহাকে ঐ ভূমি হইতে উচ্ছেদ করিবার ও উহার ওয়াশীলাত আদায় করিবার মোকদ্দমা করিতে পারেন, অথবা আনন্দের মূল ৩০ বিঘা যোতের অতিরিক্ত ২০ বিঘা নিমিত্ত তাহাকে প্রজা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। শেষোক্ত স্থলে আনন্দ উক্ত ২০ বিঘার নিমিত্ত অতিরিক্ত বা বর্দ্ধিত খাজানা দিতে দায়ী হইবে।

১ ব্যাখ্যা।—(ক) যে ভূমির খাজানা যাঁহার প্রাপ্য হয়, সেই ভূমিতে তাঁহার চিরস্থায়ী হস্তান্তরযোগ্য স্বার্থ না থাকিলে, কিম্বা

'ভূম্যধিকারী' শব্দের অর্থ।

(খ) যে ভূমির খাজানা যাঁহার প্রাপ্য হয়, সেই ভূমিতে তাঁহার ইজারা বা পাট্টাই স্বত্ব না থাকিলে, এই ধারার মর্ম্মানুসারে তাঁহাকে "ভূম্যধিকারী" বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

২ ব্যাখ্যা।—যে ভূমি কৃষিকার্য্য, বাগান, বা পশুচারণ প্রভৃতি কার্য্য নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহার করিবার কল্পনা থাকে, এই ধারায় "ভূমি" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে। পশুচারণ নিমিত্ত যে ভূমি ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহার করিবার কল্পনা থাকে, চতুর্থ হেতু ক্রমে ভূম্যধিকারী তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ খাজানা এই রূপে নিরূপণ করিতে হইবে। সাবেক খাজানা যে সময়ে ধার্য্য হয় সেই সময়ে বা পরে কোন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী কৃষিযোগ্য ভূমির যে নিরিখ প্রচলিত ছিল, সাবেক খাজানার হার সেই নিরিখের যে অংশ, বর্দ্ধিত খাজানার হার পার্শ্ববর্ত্তী কৃষিযোগ্য ভূমির খাজানার হারের সেই অংশ হইবে।

"ভূমি" শব্দের অর্থ।

৩ব্যাখ্যা।—এই আইনের পশ্চাল্লিখিত বিধানমত হারের তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদিত হইলে, তদ্রূপে যে কোন হার ধার্য্য করা যায় তাহা এই ধারার নির্দ্দিষ্ট খাজানারদ্ধির প্রথম হেতুর মর্ম্মানুযায়ী প্রচলিত হার বলিয়া গণ্য হইবে।

কালেক্টর সাহেব যে হার ধার্য্য করেন তাহা প্রচলিত হার বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

২৩ ধারা। (ক) যে কোন স্থলে ২২ ধারার নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় বা চতুর্থ হেতুর বলে কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা বৃদ্ধি করা যায় সেই স্থলে যদি কেবল ভূম্যধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বা শস্যের মূল্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে উক্ত ভূম্যধিকারী উক্ত বৃদ্ধির সমুদায় লাভ পাইবার অধিকারী হইবেন। যদি উক্ত বৃদ্ধি ভূম্যধিকারির বা রায়তের পরিশ্রম বা খরচ ভিন্ন প্রকারান্তরে হইয়া থাকে, তবে উক্ত ভূম্যধিকারী ঐ লাভের কেবল অর্দ্ধেক পাইবার অধিকারী হইবেন।

কেবল ভূম্যধিকারির পরিশ্রমে ও খরচে হইলে, সমস্ত বৃদ্ধিতে, নতুবা কেবল অর্দ্ধেকে, তাঁহার অধিকার হইবার কথা।

(খ) যে স্থলে ২২ ধারার নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় বা চতুর্থ হেতুর বলে কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা বৃদ্ধি করা যায়, বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বপ্রদত্ত খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না; এবং বর্দ্ধিত উৎপাদিকাশক্তি বা বর্দ্ধিত মূল্য সাবেক উৎপাদিক শক্তি বা সাবেক মূল্য অপেক্ষা যে পরিমাণে অধিক হয় বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বপ্রদত্ত খাজানা অপেক্ষা সেই পরিমাণাতিরিক্ত হারে ধরা যাইবে না। বর্দ্ধিত উৎপাদিকা শক্তি বা বর্দ্ধিত মূল্য নিরূপণ করিবার সময়ে, আদালত বা কালেক্টর সাহেব অবস্থানুসারে যেরূপ যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেইরূপ কএক বৎসরের গড়পড়তর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন।

তৃতীয় বা চতুর্থ হেতুর বলে যত দূর খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে, তাহার কথা।

কএক বৎসরের যুক্তিমত গড় পড়তা ধরিয়া হিসাব করিবার কথা।

(গ) যে স্থলে ২২ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রথম, তৃতীয় বা চতুর্থ হেতুর বলে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট কোন রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যায়, সেই স্থলে বর্দ্ধিত খাজানা যে ভূমির নিমিত্ত খাজানা দেয় হয় সেই ভূমির মোট উৎপন্নের গড়, বার্ষিক মূল্যের চারি ভাগের এক ভাগের অধিক, কিম্বা ১৯ ধারার ৩ব্যাখ্যার (গ) দফার উল্লিখিত কোন রায়তের বেলা, দশভাগের তিনভাগের অধিক হইবে না। উক্ত গড় বার্ষিক মূল্য কেবল প্রধান শস্যগুলি ধরিয়া এবং যে কএক বৎসর যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় সেই কএক বৎসরের ফসলের সময়ের দাম ধরিয়া গণনা করা যাইবে।

প্রথম বা তৃতীয় বা চতুর্থ হেতুর বলে যে খাজানা বৃদ্ধি করা যায়, তাহা প্রধান শস্য ধরিয়া মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের চারি ভাগের এক ভাগের অধিক না হইবার কথা।

রেবিনিউ বোর্ড সময়েং উক্ত গড় বার্ষিক মূল্য গণনা করিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, ও প্রণীত হইলে তাহা পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা রহিত করিতে পারিবেন, এবং কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া উক্ত বিজ্ঞাপনের নির্দ্দিষ্ট কোন্ জিলায় বা জিলা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন চক্রে উক্ত গণনা নিমিত্ত কোন্ কোন্ শস্য প্রধান শস্য বলিয়া গণ্য হইবে ইহা নিরূপণ করিয়া জ্ঞাপন করিবেন। তদ্রূপ কোন জিলার বা চক্রের নিমিত্ত উক্ত প্রধান শস্যগুলি উক্তরূপে নিরূপিত ও বিজ্ঞাপিত হইলে, ঐ প্রধান শস্যের কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এক বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

গড়মূল্য নির্ণয়ার্থ ও প্রধান শস্য নিরূপণ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন প্রদানার্থ রেবিনিউ বোর্ডের বিধি করিবার কথা।

(ঘ) যে কোন স্থলে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন যোতের খাজানা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া হয়, আদালত কিম্বা কালেক্টর সাহেব, উচিত বোধ করিলে, আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ বৃদ্ধি ক্রমেং করা যাইবে, অর্থাৎ, যতদূর খাজানা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া হয়, বৎসরং ক্রমেং খাজানা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে তত দূর বৃদ্ধি করা যাইবে।

ক্রমেং খাজানা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

(ঙ) যে কোন স্থলে ২২ ধারার নির্দ্দিষ্ট চতুর্থ হেতুর বলে রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে দেখা যায়, সেই স্থলে ঐ রায়ত যদি পথকর, পূর্ত্তকার্য্যকর প্রভৃতির বাবদ বার্ষিক কোন টাকা দিয়া আসিয়া থাকে, তবে অন্যপ্রকারে ঐ রায়তের যে বর্দ্ধিত খাজানা দিতে হয় তাহা ঐ বার্ষিক টাকার তুল্য পরিমাণে কমাইয়া দিতে হইবে।

পথকর প্রভৃতির নিমিত্ত রায়তের বাদ পাইতে পারিবার কথা।

উদাহরণ।

দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত আনন্দ বার্ষিক খাজানা ৮৲ টাকা দিয়া আসিতেছিল। খাজানা বৃদ্ধির কার্য্য সূর্চ্চন হইয়া, দেখা গেল যে এই খাজানা চতুর্থ হেতুর বলে বাড়াইয়া ন্যায়রূপে ১২৲ টাকা করা যাইতে পারে। কিন্তু আনন্দ পথকর বলিয়া বৎসর চারি আনা দিতেছিল, সুতরাং ভবিষ্যতে তাহার চারি আনা কম ১২৲ টাকা, অর্থাৎ ১১৸০ দিতে হইবে।

কোনং স্থলে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা বৃদ্ধি না হইবার কথা।

২৪ ধারা। (১) যে নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ গত হয় নাই, সেই মেয়াদে লিখিত পাট্টার বলে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়ত ভূমি ভোগ করিলে, কিম্বা (২) খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না ভূম্যধিকারির সহিত রায়তের এইরূপ চুক্তি হইয়া থাকিলে, ঐ রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যে স্থলে খাজানা কমাইয়া লইতে পারিবেন, তাহার কথা।

২৫ ধারা। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের মুদ্রা-যোগে (নগদ) যে খাজানা দিতে হয়, কেবল নিম্নলিখিত এক বা একাধিক হেতুতে ঐ রায়ত, ১০৫ ধারার (ক) প্রকরণের ও ১১১ ধারার (ক) প্রকরণের ও ১১৩ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, সেই খাজানা কমাইয়া লইতে পারিবে।

(১) ঐ রায়ত পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমির খাজানা দিয়াছে, জরীপদ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, সে তদপেক্ষা কম ভূমি ভোগ করিতেছে।

(২) যে সময়ে খাজানা ধার্য্য হয় সেই সময়ের বা পরবর্ত্তী কোন সময়ের উৎপাদিকা শক্তির সহিত তুলনায় ঐ রায়তের ভোগকৃত ভূমির বর্ত্তমান উৎপাদিকা শক্তি, রায়তের ক্ষমতাতীত যে কারণ অস্থায়ী বা আকস্মিক মাত্র নহে, সেই কারণে কমিয়া গিয়াছে।

(৩) যে সময়ে খাজানা ধার্য্য হয় সেই সময়ের বা পরবর্ত্তী কোন সময়ের দামের সহিত তুলনায় ঐ স্থানের বা চলিত বাজারের শস্যের দাম রায়তের ক্ষমতাতীত যে কারণ অস্থায়ী বা আকস্মিকমাত্র নহে, সেই কারণে কমিয়া গিয়াছে।

৪ অধ্যায়।—যে রায়তেরা বার বৎসরের কম কিন্তু তিন বৎসর বা তদধিককাল ভূমিভোগ করিয়াছে। তাহাদের কথা।

যে রায়ত তিন বৎসর ভূমি চাষ বা ভোগ করিয়াছে ইচ্ছামত উচ্ছেদ হইতে তাহার সংরক্ষণের কথা।

২৬ ধারা। যে রায়ত বার বৎসরের কম কিন্তু ক্রমাগত তিন বৎসর বা তদধিক কাল নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে বা বৎসরং হিসাবে নিলি করা খামার, নিজ যোত বা সেরী ভূমি ছাড়া ভূমি প্রজাস্বরূপ ভোগ করে, অথবা প্রজাস্বরূপ দখল ও চাষ করে, নিম্নলিখিত কোন একটি কারণ না ঘটিলে ভূম্যধিকারী তাহাকে ভূমিহইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ (ক) যদি সে খাজানা না দেয়, অথবা (খ) কোন নিয়ম লঙ্ঘন নিমিত্ত উচ্ছেদরূপ দণ্ড হইবে তাহার পাট্টায় এরূপ স্পষ্ট বিধান থাকিলেও যদি সে ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করে, কিম্বা (গ) ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত খাজানার দাওয়া করিলে যদি সে তাহা দিতে অস্বীকার করে।

রায়তকে বর্দ্ধিত খাজানার দাওয়ার নোটিস দিবার কথা।

উক্ত বর্দ্ধিত খাজানা ও তাহা দাওয়া করিবার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া রায়তকে নোটিস দেওয়া যাইবে; (ক) যেং জিলায় বা জিলার অংশে ফসলী বা আমলী সন চলে, তথায় জ্যৈষ্ঠ মাসে বা তৎপূর্ব্বে, আর (খ) যে২ জিলায় বা জিলার অংশে বাঙ্গালা সন চলে, তথায় পৌষ মাসে বা তৎপূর্ব্বে ঐ নোটিস দেওয়া যাইবে। উক্ত বর্দ্ধিত খাজানা চাহিবার হেতু এই আইনের কোন বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে না।

উক্তরূপ কোন রায়তকে ঐরূপ নোটিস দেওয়া গেলে, যদি সে ভূমি অধিকারে রাখে, তাহার দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে হইবার কথা।

২৭ ধারা। (ক) ২৬ ধারার বিধানমতে উক্তরূপ কোন রায়তকে বর্দ্ধিত খাজানার দাওয়ার নোটিস দেওয়া গেলে, নোটিস পাইবার তারিখের পর যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরের প্রথম দিবসের পর যদি সে ঐ নোটিসের উল্লিখিত ভূমি ভোগ দখল করিতে থাকে, তবে ঐ দিবসাবধি তাহার ঐ বর্দ্ধিত খাজানা দিতে হইবে।

ঐ রূপ কোন রায়ত উক্ত বর্দ্ধিত খাজনা দিতে অনিচ্ছুক হইলে, তাহার ভূমি ইস্তফা করিতে পারিবার কথা।

(খ) যদি উক্ত রায়ত দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অনিচ্ছুক হয় ও নোটিসের লিখিত ভূমি পরিত্যাগ করিতে চাহে, তবে যে বৎসর নোটিস দেওয়া যায় সেই বৎসর শেষ না হইতে২ কোন সময়ে সে আপন ভূম্যধিকারিকে ইস্তফা করিবার নোটিস দিতে পারিবে। ঐ ইস্তফা করিবার নোটিস আদালতের দ্বারা দিতে হইবে, এবং যদি ঐ ভূম্যধিকারি নোটিস পাইবার পর আগামী বৎসরের প্রথম মাসের মধ্যে ২৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট উপদ্রবজনিত ক্ষতিপূরণের টাকা ঐ রায়তকে দেন বা আদালতে দাখিল করেন, তবে উভয়ের মধ্যে ঐ ভূমি সম্পর্কে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ রহিত হইবে।

উক্তরূপ কোন রায়ত আপন ভূমি ইস্তফা করিলে, উপদ্রবজনিত ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহার এক বৎসরের বর্দ্ধিত খাজানা পাইবার অধিকারের কথা।

২৮ ধারা। যে রায়ত আপন ভোগকৃত ভূমির নিমিত্ত দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ ভূমি ইস্তফা করে, সে উপদ্রবজনিত ক্ষতিপূরণস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত নোটিসের দাবীকৃত এক বৎসরের বর্দ্ধিত খাজানার তুল্য টাকা পাইবার অধিকারী হইবে। উক্ত (খ) প্রকরণের বিধানানুসারে ঐ টাকা ঐ রায়তকে না দেওয়া গেলে বা আদালতে দাখিল করা না গেলে, সে সাবেক খাজানা দিয়া ঐ ভূমি অধিকার রাখিতে পারিবে, অথবা স্বীয় ইচ্ছাতে ঐ টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। *

* উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের কথা।

যে রায়ত বার বৎসর ভোগ করিয়া দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয়, উৎকর্ষসাধন নিমিত্ত সচরাচর তাহার ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হয় না, কারণ আমরা স্থির করিয়াছি যে খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহার যোত নীলাম করা যাইবে, এবং যে মূল্য পাওয়া যায় তন্মধ্যে উৎকর্ষসাধনের মূল্যও থাকিবে। ভূম্যধিকারির খাজানার দাওয়া শোধ করা গেলে পর বিক্রয়োৎপন্ন যাহা কিছু উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা রায়ত পাইবে। খাজানা না দিলেই কেবল এইরূপ ঘটিবে। পাট্টার নিয়ম লঙ্ঘন নিমিত্ত যে উচ্ছেদ ঘটিতে পারে, তৎসম্বন্ধে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তকে উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিবার বিধান ২০ ধারার (ঙ) প্রকরণে করা গিয়াছে।

যে রায়ত তিন বৎসর ভোগ করে নাই, উৎকর্ষসাধন নিমিত্ত তাহার ক্ষতিপূরণের কোন বিধি করিব না আমরা স্থির করিয়াছি।

যে রায়তেরা বার বৎসরের কম কিন্তু তিন বৎসর বা তদধিক কাল ভোগ করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে বিধান করা আবশ্যক এবং পাণ্ডুলিপিতে তাহাদের সম্বন্ধে বিধান করা গিয়াছে।

যে রায়ত বার বৎসরের কম কিন্তু তিন বৎসর ভোগ করিয়াছে তাহাকে উচ্ছেদ করা গেলে, উৎকর্ষসাধন নিমিত্ত তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারের কথা।

২৯ ধারা। যে রায়ত নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে বা বৎসর২ হিসাবে বিলি করা খামার, নিজজোত, বা সেরী ভূমি ছাড়া ভূমি বার বৎসরের কম কিন্তু ক্রমাগত তিন বৎসর বা তদধিককাল প্রজাস্বরূপ ভোগ করে বা প্রজাস্বরূপ দখল ও চাষ করে, তাহাকে যদি ২৬ ধারার উল্লিখিত কোন হেতুতে ঐ ভূমি হইতে উচ্ছেদ করা যায়, অথবা যদি সে ২৭ ধারার (খ) প্রকরণমতে ঐ ভূমি ইস্তফা করে, তবে উক্তরূপে ভোগ বা দখল করিবার সময়ে সে ঐ ভূমিতে যে কোন উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবে।

ব্যাখ্যা।—যে কার্য্যদ্বারা ভূমি চাষ করিবার স্থায়ী সুবিধা হইয়াছে, অথবা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি স্থায়ীরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে, এই ধারার "উৎকর্ষসাধন" শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে, এবং ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি গণ্য হইবে, যথা,—

(ক) চাষী রায়তের বাসের উপযোগী বাসগৃহ ও গোশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ;

(খ) কৃষিকার্য্যার্থে জল সঞ্চয়, যোগান বা বিতরণের নিমিত্ত পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি খনন;

(গ) ভূমির জলনিঃসরণের, অথবা জলপ্লাবন হইতে ভূমি সংরক্ষণের,
অথবা জলজনিত ক্ষয় বা অন্যহানি নিবারণের কার্য্য সকল;

(ঘ) কৃষিকার্য্যার্থ ভূমি আবাদ বা পরিষ্কার করা বা ঘেরা;

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া বা পুনর্ব্বার করা, অথবা তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা;

(চ) ফল বৃক্ষ রোপণ করা।

ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়ে মিলিয়া ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিতে পারিবার কথা। উভয়ের মিল না হইলে, দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি করিবার ও ঐ নিষ্পত্তি যে বিধানক্রমে হইবে তাহার কথা।

৩০ ধারা। ২৯ ধারার উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত যত টাকা যে প্রকারে যে সময়ে দিতে হইবে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়ে মিলিয়া তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। উভয়ের মিল না হইলে, দেওয়ানী আদালত একজনের দরখাস্ত পাইলে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিরূপণ করিতে পারিবেন এবং তাহা নিরূপণ করিবার সময়ে নিম্নলিখিত বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।—

(ক) রায়ত যে বৎসর উৎকর্ষসাধন কার্য্যে অর্থব্যয় করে, সেই বৎসরের পর যত কাল তাহার প্রজাসম্বন্ধ থাকে ও উৎকর্ষসাধনজনিত উপকার প্রাপ্ত হয়, রায়ত উৎকর্ষসাধন নিমিত্ত যত টাকা খরচ করে, তাহা হইতে সেই কালের প্রত্যেক বৎসরের বাবদ হারহারিমতে কিয়দংশ বাদ দিলে, ঐ উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে রায়তের ক্ষতিপূরণের টাকা স্থির হইবে।

(খ) কোন উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে ক্ষতিপূরণের টাকা নিরূপণ করিবার সময়ে, তাহা উক্ত রূপে মেরামত করিয়া বা সংবস্থায় রাখিতে হইলে যত টাকা যুক্তিমতে আবশ্যক বোধ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা কমাইতে হইবে।

(গ) রায়তের কার্য্য দ্বারা যোতের অপকর্ষ সাধিত হইলে, তাহার হিসাব ধরিতে হইবে।

ক্ষতিপূরণের টাকার নিমিত্ত ডিক্রী দিবার কথা।

দেওয়ানী আদালত ক্ষতিপূরণের টাকা নিরূপণ করিয়া তাহার ডিক্রী দিবেন। ঐ ডিক্রীতে ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত যত টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা ৫০ টাকার অনধিক হইলে, ঐ ডিক্রী চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে।

তিন বৎসরের রায়তের খাজানা কমাইয়া লইবার দাওয়া করিতে পারিবার ও ভূম্যধিকারী অস্বীকার করিলে, ভূমি ইস্তফা করিয়া ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিতে পারিবার কথা।

৩১ ধারা। ২৬ ধারার উল্লিখিত কোন রায়ত ২৫ ধারার উল্লিখিত সমুদয় বা কোন হেতুর বলে মুদ্রাযোগে (নগদ) দেয় তাঁহার খাজানা কমাইয়া লইবার দাওয়া করিতে পারিবেন। উক্ত রায়তের ঐরূপে খাজানা কমাইয়া লইবার অধিকার থাকিলেও, ভূম্যধিকারী ঐ রায়তের খাজানা কমাইয়া দিতে অনিচ্ছুক হইলে, ঐ রায়ত ২৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ ভূমি ইস্তফা করিতে পারিবে, এবং তাহা হইলে ২৮,২৯, ও ৩০ ধারার বিধানমতে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবে। এরূপস্থলে যে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় হইতে পারিবে, তাহা না কমাইয়া দেওয়া একবৎসরের খাজানার টাকার তুল্য হইবে।

৫ অধ্যায়।—যে রায়তেরা তিন বৎসরের ন্যূনকাল ভূমি ভোগ করিয়াছে তাহাদের কথা।

যে রায়ত তিন বৎসরের কম ভোগ করিয়াছে, ভূম্যধিকারির তাহাকে ইচ্ছাক্রমে কিন্তু কেবল আদালতের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা। (১) এই আইনের অন্য বিধানের নিয়মাধীনে যে রায়ত, লিখিত চুক্তিক্রমে হউক বা না হউক, তিন বৎসরের ন্যূন কাল প্রজাস্বরূপ ভূমি ভোগ, বা প্রজাস্বরূপ ভূমি দখল ও চাষ করিয়াছে, সে ঐ ভোগ বা দখল বশতঃ আপন ভূম্যধিকারির ইচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি অধিকারে রাখিতে পারিবে না; কিন্তু যে রায়ত আপন ইচ্ছাক্রমে ভূমি ছাড়িয়া যায় না, দেওয়ানী আদালতের কার্য্য ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভবিষ্যৎ খাজানা নিরূপণ নিমিত্ত বা খাজানা কমাইয়া লইবার নিমিত্ত উক্ত রায়তের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে না পারিবার কথা।

(২) যে রায়ত তিন বৎসরের ন্যূন কাল প্রজাস্বরূপ ভূমিভোগ বা প্রজাস্বরূপ ভূমিদখল ও চাষ করিয়াছে সে,

(ক) যে খাজানা দিয়া উক্ত ভূমি ভোগ অথবা দখল ও চাষ, করিয়া থাকিতে পারিবে, তাহার নিরূপণ নিমিত্ত, কিম্বা

(খ) আপন পূর্ব্বে উক্ত ভূমির যে খাজানা দিত তাহা কমাইয়া লইবার নিমিত্ত,

আপন ভূম্যধিকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইতে পারিবে না।

উক্তরূপ কোন রায়ত নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে অধিকার প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে কম্বা মিয়াদ গত হইলেও ভোগ করিতে থাকিলে উঠিয়া যাইবার নোটিস না দিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে না পারিবার কথা।

৩৩ ধারা। (১) ৩২ ধারার উল্লিখিত কোন রায়ত যদি নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ ছাড়া অন্য প্রকারে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অথবা নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও ঐ মিয়াদ গত হইলে পর যদি আপন ভূম্যধিকারির স্পষ্ট বা ভাবানুগত সম্মতিক্রমে ভূমি ভোগ করিতে থাকে, তবে পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ঐ

রায়তকে উঠিয়া যাইবার নোটিস না দেওয়া গেলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না।

(২) ঐ উঠিয়া যাইবার নোটিস লিখিয়া দেওয়ানী আদালতের দ্বারা দিতে হইবে।

উঠিয়া যাইবার নোটিস যে সময়ে ও যে প্রকারে দিতে হইবে তাহার কথা।

(ক) যেং জিলায় বা জিলার অংশে ফসলী বা আমলী সন চলে, তথায় জ্যৈষ্ঠ মাসে বা তৎপূর্ব্বে, আর (খ) যেং জিলায় বা জিলার অংশে বাঙ্গালা সন চলে, তথায় পৌষ মাসে বা তৎপূর্ব্বে ঐ নোটিস দিতে হইবে।

৩৩ ধারার বিধান মতে যে রায়তকে নোটিস দেওয়া যায়,

৩৪ ধারা। যদি কোন রায়ত ৩৩ ধারার (১) প্রকরণের উল্লিখিত স্থলে ঐ ধারার (২) প্রকরণের বিধানমতে ভূমি হইতে উঠিয়া যাইবার নোটিস পাইয়া ঐ নোটিস পাইবার পর আগামী বৎসরের প্রথম দিবসাবধি ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অস্বীকার করে; কিম্বা

কিম্বা তিনবৎসরের ন্যূন মিয়াদগত হইলে যে রায়ত ভূম্যধিকারির সম্মতি বিনা ভোগ করিতে থাকে,

যদি কোন রায়ত তিন বৎসরের কম মিয়াদে ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ঐ মিয়াদ গত হইলে ঐ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অস্বীকার করে এবং ভোগ করিতে থাক সম্বন্ধে আপন ভূম্যধিকারির স্পষ্ট বা ভাবানুগত সম্মতি না পাইয়া থাকে;

তাহাকে মোকদ্দমা করিয়া আদালত দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারিবার কথা।

যতকাল অন্যায় রূপে ভোগ হয়, তাহা গণনার মধ্যে না আনিবার কথা।

তবে ভূম্যধিকারি যে বৎসর নোটিস দেওয়া হয় সেই বৎসর গত হইলে পর অথবা ঐ মিয়াদ ফুরাইলে পর তিন মাস মধ্যে উক্ত রায়তকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন; এবং যেস্থলে উক্তরূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই স্থলে নোটিস দিবার বৎসরের বা ঐ মিয়াদের পর কোন সময় এমন করিয়া ধরা যাইবে না যে ঐ রূপ কোন রায়ত, এই আইনক্রমে তিন বৎসর বা তদধিক কাল ভূমি ভোগকারী অথবা দখল ও চাষকারী রায়তেরা যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উপকার প্রাপ্ত হইবে।

উক্ত রায়তকে উচ্ছেদ করা গেলে, ঐ ভূমি বিলি হইয়া থাকিবার পূর্ণমূল্য ও হানিপূরণের নিমিত্ত ঐ রায়তের দায়ের কথা।

এবং যদি ঐ ভূম্যধিকারী উক্ত রায়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী পান তবে পূর্ব্বোক্ত বৎসর বা মিয়াদ গত হইলে পর যত কাল অধিকার প্রাপ্ত হন নাই তত কাল বিলি করিলে ঐ ভূমির যে মূল্য হইত তাহা, এবং অধিকার প্রাপ্ত না হওয়াতে তাঁহার অন্য যেহানি বা ক্ষতি হইয়াছে তাহার যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণের টাকা ঐ ডিক্রী জারী করিয়া আদায় করিতে পারিবেন।

যে রায়ত তিন বৎসরের কম ভূমি ভোগ করিয়াছে, লিখিত চুক্তি না থাকিলে বা নোটিস না দেওয়া গেলে, তাহার অধিক খাজানা দিতে দায়ী না হইবার কথা। নোটিস খাজানাবৃদ্ধির হেতু লিখিবার কথা।

৩৫ ধারা। (১) কোন রায়ত তিন বৎসরের ন্যূনকাল প্রজাস্বরূপ ভূমি ভোগ করিলে, অথবা প্রজাস্বরূপ দখল ও চাষ করিলে, সে পূর্ব্ব বৎসর যে খাজানা দিয়াছে তাহার অধিক খাজানা দিতে দায়ী হইবে না। কিন্তু যদি ঐ অধিক খাজানা দিবে বলিয়া রায়ত ভূম্যধিকারির সহিত চুক্তিপত্র করিয়া থাকে; কিম্বা যদি ঐ অধিক খাজানার দাওয়া করিয়া ৩৩ ধারার লিখিত নোটিস ঐ ধারার (২) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে দেওয়া যায়, তবে ঐ অধিক খাজানা দিতে হইবে যে ২ হেতুর বলে ঐ অধিক খাজানার দাওয়া হয়, তাহা ঐ নোটিসে লেখা থাকিবে; কিন্তু ঐ হেতুগুলি এই আইনের কোন বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে না।

ঐ নোটিস পাইলে রায়তের ভূমি ইস্তফা করিতে পারিবার ও ইস্তফা না করিলে, সাবেক খাজানার দ্বিগুণমাত্র পর্য্যন্ত দাবিকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে হইবার কথা।

(২) (১) প্রকরণের বিধানমতে উক্তরূপ কোন রায়তকে অধিক খাজানার দাওয়ার নোটিস দেওয়া গেলে, ঐ রায়ত উক্ত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অনিচ্ছুক হইলে ঐ নোটিস পাইবার পর আগামী বৎসরের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে ঐ ভূমি ইস্তফা করিতে পারিবে সে এইরূপে ঐ ভূমি ইস্তফা না করিলে, আগামী বৎসরের উক্ত প্রথম দিবসাবধি ঐ নোটিসের দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে দায়ী হইবে। কিন্তু এই নিয়মমতে কোন স্থলে তাহার সাবেক খাজানার দ্বিগুণের অধিক দিতে হইবে না।

ব্যাখ্যা।—যখন কোন রায়তকে উঠিয়া যাইবার বা নির্দ্দিষ্ট বর্দ্ধিত খাজানা দিবার নোটিস দেওয়া যায় এবং সে উক্ত নোটিসের উল্লিখিত ভূমি অধিকারে রাখাই স্থির করে, ঐ নোটিস দ্বারা প্রজানস্বত্ব রহিত হয় না, এবং উক্ত নোটিস (১) প্রকরণগত নোটিস বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬ অধ্যায়।—ইমারত নিমিত্ত ভূমি ব্যবহার করিবার কথা।

ভূমি ইমারত নিমিত্ত কিম্বা উহা যেরূপ ব্যবহার জন্য দেওয়া যায় তাহার বিরুদ্ধ অন্য কার্য্য নিমিত্ত রায়তের ব্যবহার করিতে না পারিবার কথা।

৩৬ ধারা। যে ভূমি কৃষিকার্য্য, বাগান, বা পশু চারণ প্রভৃতিকার্য্য নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়, সেই ভূমি ১৬ বা ২৬ ধারার উল্লিখিত কোন রায়ত ভোগ করিতে থাকিলে, ঐ ভূমির ভূম্যধিকারির অনুমতি ব্যতীত উহার কোন অংশ ইমারত নিমিত্ত অথবা উহা পূর্ব্বোক্ত যে ব্যবহারে লাগে বা যে ব্যবহার জন্য দেওয়া গিয়াছে তাহার বিরুদ্ধ অন্য কোন কার্য্য নিমিত্ত ব্যবহার করিবে না।

উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণের প্রতি এই বিধি না বর্ত্তিবার কথা।

কিন্তু উক্ত অনুমতি বিনা রায়ত ঐ ভূমির উপর আপনার ও আপন পরিবারের ব্যবহারের ও দখলের উপযোগী ইষ্টক নির্ম্মিত বা অন্য প্রকারের বাসগৃহ ও তৎসঙ্গে যে বাহিরের ঘর ও গোশালাদি আবশ্যক হয় তাহা নির্ম্মাণ করিতে পারিবে।

রায়ত অন্য কার্য্য নিমিত্ত ভূমি ব্যবহার করিলে তাহাকে আপত্তির নোটিস দেওয়া যাইতে পারিবার কথা।

৩৭ ধারা। যদি উক্তরূপ কোন রায়ত ভূম্যধিকারির অনুমতি বিনা উক্ত ভূমি ইমারত নিমিত্ত অথবা উহা যে ব্যবহারে লাগে বা যে ব্যবহার জন্য দেওয়া গিয়াছে তাহার বিরুদ্ধ অন্য কোন কার্য্য নিমিত্ত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, উক্ত ভূম্যধিকারী ঐ রায়তকে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাহার প্রতি আদেশ থাকিবে যে, ঐ ভূমির অন্যরূপ ব্যবহার

হইতে বিরত হইবে, এবং উহার পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলে, উহাকে পূর্ব্বাবস্থায় পুনঃ সংস্থাপিত করিবে।

যুক্তিমত সময় মধ্যে নোটিস দেওয়া গেলে, রায়ত যদি আদেশ পালন না করে, ও ভূম্যধিকারী নিষেধসূচক আজ্ঞালন, তবে ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা অমান্য করিলে রায়তকে উচ্ছেদ করিতে পারিবার কথা।

৩৮ ধারা। যে স্থলে কোন রায়ত ভূমিপরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিবার পর যুক্তিমত সময় মধ্যে ঐ রায়তকে উক্ত নোটিস দেওয়া যায়, সেই স্থলে যদি ঐ রায়ত নোটিসের আদেশ পালন না করে, এবং যদি উক্ত ভূম্যধিকারী বিশেষ উপকার বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের বিধান মতে দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিয়া ঐ রায়তের প্রতি এই মর্ম্মের নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রাপ্ত হন যে ঐ রায়ত ঐ ভূমির অবস্থা পরিবর্ত্তন কার্য্য হইতে বিরত হয়, এবং, উহার পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিলে, উহা পূর্ব্বাবস্থায় পুনঃসংস্থাপিত করে, তবে ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা দিবার ডিক্রীর তারিখের পর একমাস মধ্যে, অথবা এক তরফা ডিক্রী হইলে, ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞার নোটিস রায়তকে দিবার পর একমাস মধ্যে, ঐ রায়ত তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে, যে ভূমি সম্বন্ধে ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রদত্ত হয় আদালত সেই ভূমি হইতে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন; এবং ভূমির পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত করা গেলে, ঐ ভূমির সেই অবস্থা পুনঃসংস্থাপন করিতে ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা দাতা আদালত, যত টাকা আবশ্যক জ্ঞান করেন হানিপূরণ স্বরূপ ঐ রায়তের তত টাকাও দিতে হইবে; এবং ঐ ভূমির উপরে যে কোন ইমারত বা কার্য্য নির্ম্মাণ বা সম্পাদন করিয়া থাকিলে, তৎসম্বন্ধে কোন ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবে না।*

*এই স্থলে পাণ্ডুলেখ্যগত অনুমান এই যে ভূম্যধিকারী সতর্ক এবং আপন সম্পত্তির উপর কি ঘটিতেছে, তাহা সন্ধান রাখেন। যাহা করিতে রায়তের স্বত্ব নাই, এক গুঁয়ে হইয়া তাহা করিতে থাকিলে, এই স্থলে উচ্ছেদই দণ্ড।

যুক্তিমত সময়ের মধ্যে নোটিস দেওয়া না গেলে, এবং ভূম্যধিকারী অগ্রে ভূমির ব্যবহার পরিবর্ত্তনের কথা অবগত ছিলেন ইহার প্রমাণ না থাকিলে, রায়তের উচ্ছেদ না হইতে পারিবার ও ইমারত প্রভৃতি উঠাইবার নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার কথা।

৩৯ ধারা। যে স্থলে কোন রায়ত ভূমির ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিবার পর যুক্তিমত সময়ের মধ্যে ঐ রায়তকে নোটিস দেওয়া না যায়, সেই স্থলে যদি এরূপ প্রমাণ না থাকে যে উক্ত নোটিস দিবার উপায় অবলম্বন করিবার অনেক কাল পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী ঐ বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, এবং ভূম্যধিকারী পূর্ব্বোক্তরূপ নিষেধসূচক আজ্ঞালন, তবে তদর্থে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকারে উক্ত নিষেধসূচক আজ্ঞা পালন করিতে ঐ রায়তকে বাধ্য করা যাইতে পারিবে। কিন্তু তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না, এবং ৩৭ ধারার উল্লিখিত নোটিস পাইবার পূর্ব্বে ঐ রায়ত যে কোন ইমারত বা কার্য্য নির্ম্মাণ করে, তাহা স্থানান্তরিত করিতে হওয়াতে তাহার যে কোন ক্ষতি হয়, নিষেধসূচক আজ্ঞাদায়ী আদালত যুক্তিমতে তাহার তুল্য বলিয়া যত টাকা নিরূপণ করেন, সেই পরিমাণ ভূম্যধিকারির স্থানে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তত টাকা পাইবার অধিকারী হইবে।*

*এই স্থলে পাণ্ডুলেখ্যগত অনুমান এই যে ভূম্যধিকারী আপন সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে উপেক্ষা করেন, সুতরাং তিনি সত্বর কালে রায়তকে যতদূর আপত্তির নোটিস দিতে পারিতেন, ততদূর দম নাই।

ভূম্যধিকারী অবগত হইয়া বিনা আপত্তিতে রায়তকে অর্থব্যয় করিতে দিলে,

৪০ ধারা। উক্তরূপ কোন রায়ত ঐরূপ কোন ভূমি ইমারত নিমিত্ত অথবা উহা পূর্ব্বোক্তরূপে যে ব্যবহারে লাগিত তাহা যে ব্যবহার জন্য দেওয়া হয় তাহার বিরুদ্ধ অন্য কোন কার্য্য নিমিত্ত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভূম্যধিকারী ইহা অবগত হইয়াও যদি আপত্তি না করিয়া ঐ রায়তকে উক্ত ইমারত বা অন্য কার্য্য নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে দেন; কিম্বা উক্ত রায়তের ঐ ভূমির ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিতে

কিম্বা ভূম্যধিকারী দুই বৎসরের মধ্যে আপত্তির নোটিস না দিলে,

আরম্ভ করিবার পর দুই বৎসর মধ্যে যদি ঐ ভূম্যধিকারী ঐ রায়তকে ৩৭ ধারার উল্লিখিত নোটিস দিতে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে ঐ ভূম্যধিকারী পরে ঐ পরিবর্ত্তিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে বারিত হইবেন, এবং ঐ ভূমি ইমারত নিমিত্ত বা উহার ব্যবহারপরিবর্ত্তন করিয়া অন্য যে কার্য্যে লাগান গিয়াছে সেই কার্য্য নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

পরে ভূমির ব্যবহার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আপত্তি করিতে বারিত হইবার কথা।

যে ভূমি ইমারত বা অন্য কার্য্য নিমিত্ত দেওয়া যায়, বার বৎসর সেই ভূমির অধিকার হইলে দখলীস্বত্ব জন্মিবার কথা

৪১ ধারা। (ক) ইমারত নিমিত্ত আবাদ কৃষি কার্য্য, বাগান, পশুচারণ প্রভৃতি কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নিমিত্ত যে ভূমি, ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়, সেই ভূমি পাট্টা ক্রমে হউক বা না হউক, কোন প্রজার নিজ অধিকারে এই আইন প্রচলিত হইবার পর পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর থাকিলে, ঐ প্রজা, বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে, ঐ ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা।—প্রজা পিতা বা অন্য যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁহার অধিকার দখলীস্বত্ব পাইবার পক্ষে এই বিধির মর্ম্মানুসারে প্রজার অধিকার বলিয়া গণ্য হইবে।

ঐ স্বার্থ পুরুষানুক্রমে ভোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য, ও উইল করিবার যোগ্য হইবার কথা।

(খ) উক্তরূপে যে ব্যক্তি দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহার স্বার্থ পুরুষানুক্রমে ভোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য, ও উইল করিবার যোগ্য হইবে, এবং দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে তাহার নীলাম হইতে পারিবে।

খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে ভূমি ইমারত প্রভৃতি সমেত বিক্রীত হইতে পারিবার কথা।

(গ) উক্ত প্রজা ঐ ভূমির খাজানা দিতে ত্রুটি করিলে, ঐ ভূমি তদুপরিস্থ ইমারত বা অন্য কার্য্য সমেত ঐ বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলামে ধরা যাইতে পারিবে ও ৬৪ ধারার বিধানের নিয়মাধীন হইবে।

কিন্তু যদি ভূম্যধিকারির সহিত প্রজার এরূপ চুক্তি থাকে যে প্রজা কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, তবে ঐ নিয়ম লঙ্ঘন নিমিত্ত তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

ইমারত ও তদ্রূপ অন্য কার্য্যে নির্ম্মিত ব্যবহৃত ভূমির খাজানা বৃদ্ধি করিবার বিধির কথা।

৪২ ধারা। কোন প্রজা ৪১ ধারার বিধানমতে কোন ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে, যদি পূর্ব্ব দশবৎসরের মধ্যে ঐ ভূমির খাজানা বৃদ্ধ না হইয়া থাকে, ভূম্যধিকারী সময়ে২ ঐ খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, যে তাহা তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ও তদ্রূপ কার্য্যে ব্যবহৃত পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির নিমিত্ত অন্য প্রজাদের দত্ত খাজানার তুল্য হয়, অথবা ঐ ভূমির বাজার দরের শতকরা পাঁচভাগের তুল্য হয়।

৭ অধ্যায়।

স্বত্ব নিমজ্জনের কথা।

যখন একই ব্যক্তি মহাল ও তদন্তর্গত তালুকের মালিক হন তখন ঐ তালুকের উক্ত মহালে নিমজ্জিত হইবার কথা।

৪৩ ধারা। (ক)—যখন ঘরাও বা প্রকাশ্য নীলামে ক্রয় দ্বারা, কিম্বা দান, উত্তরাধিকারী অথবা উইল দ্বারা কোন মহালের ভূস্বামী উক্ত মহালের অন্তর্গত কোন তালুকের মালিক হন, তখন যদি উক্ত ভূস্বামী নিজের কোন বিপরীত অভিপ্রায় ছিল ইহা দর্শাইতে না পারেন তবে অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে উক্ত তালুক ভূস্বামীর স্বার্থে নিমজ্জিত হইয়াছে এবং একই ব্যক্তি মহাল ও তালুক উভয়ের মালিক হওয়াতে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে ঐ তালুক বিলুপ্ত হইয়াছে।

(১) ঐ ব্যক্তির একই স্বত্বে ও একই সময়ে মহাল ও তালুক এই উভয়ের মালিক হওয়া আবশ্যক।

(২) নাবালক স্থলে যতদিন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত না হন কিম্বা অসুস্থমনা ব্যক্তি স্থলে যতদিন তিনি সুস্থমনা না হন ততদিন এরূপ অনুমান হইবে না।

(৩) যে কোন ব্যক্তির উক্ত তালুকের উপর অধিকার আছে তাহার কিম্বা কোন পেটাও তালুকদারের কিম্বা কোন রায়তের প্রতিকূলে উক্ত স্বত্বনিমজ্জনবিধি বর্ত্তিবে না।

(৪) উক্ত ভূস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী তালুকদারের যেসকল ব্যক্তির সহিত ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকাতে তাহাদের উপর যে সমস্ত স্বত্ব ছিল কিম্বা তিনি তাহাদের নিকট যে সমস্ত দায়ে আবদ্ধ ছিলেন, উক্ত ভূস্বামী, গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের জন্য ভূমি নীলাম সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তাহার বিধানের নিয়মাধীনে এবং ডিক্রীজারী দ্বারা অথবা ডিক্রীজারী ব্যতিরেকে বাকী খাজানার জন্য নীলাম সম্বন্ধে এই আইনের যে সমস্ত বিধান আছে তাহার নিয়মাধীনে সেই সমস্ত স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন ও সেই সমস্ত দায়ে আবদ্ধ হইবেন।

উপবিধান।

কিন্তু দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সহাধিকারী হইলে যদি সকলে না হইয়া এক বা ততোধিক ব্যক্তি উক্ত মহালের অন্তর্গত তালুকের মালিক হন তাহা হইলে স্বত্বনিমজ্জন ঘটিবে না।

অভিপ্রায় প্রকাশক দলীল তিন মাসের মধ্যে রেজিষ্টরী করিবার এবং তালুকের অন্তর্গত ভূমিতে প্রচারিত করিবার কথা।

(খ) যে তারিখে এ ব্যক্তি মহাল ও তালুক উভয়ের মালিক হইলেন সেই তারিখ হইতে তিন মাস গত হইলে উক্ত বিপরীত অভিপ্রায় নিম্নলিখিতরূপে সপ্রমাণ করিতে হইবে, অন্য রূপে করা হইবে না, অর্থাৎ উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশক এবং উক্ত তিন মাসের মধ্যে যথানিয়মে রেজিষ্টরী করা দলীল দাখিল করিয়া এবং ২০৩ ধারার (ক) প্রকরণের অন্তর্গত (৪) ও (৫) দফায় উক্ত ধারা উল্লিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার যে রীতির বিধান হইয়াছে সেই রীত্যনুসারে উক্ত দলীলের নকল প্রচারিত করা হইয়াছে এই বিষয়ের প্রমাণ দিয়া।

যে স্থলে উৎকৃষ্টতর স্বত্বের মালিক নিকৃষ্ট স্বার্থ প্রাপ্ত হইবে সে স্থলে ৪৩ ধারার বিধান সকল প্রয়োগ হইবার কথা।

৪৪ ধারা। ৪৩ ধারার বিধান সকল, আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ যত দূর সম্ভব, কোন তালুকদার ১ম শ্রেণীর পেটাও তালুক প্রাপ্ত হইলে, তাহার উপর খাটিবে, কোন ১ম শ্রেণীর পেটাও তালুকদার ২য় শ্রেণীর পেটাও তালুক প্রাপ্ত হইলে তাহার উপর খাটিবে এবং এইরূপ নিয়মে ক্রমান্বয়ে খাটিবে; এবং কোন জমীদার বা তালুকদার অথবা পেটাও তালুকদার, যে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট যোতের খাজানা ইতিপূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উক্ত জমীদার বা তালুকদার অথবা পেটাও তালুকদারকে দেওয়া হইত সেই দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হইলে, তাহার উপর খাটিবে।

যখন ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারি সাহেব কোন মহাল ক্রয় করিবেন তখন মালিকী স্বার্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বত্বে নিমজ্জিত হইবার কথা।

৪৫ ধারা।—এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশ সকলে এই আইন হইল এবং পূর্ব্বাবধি এই আইন ছিল যে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব ক্রয় দ্বারা কিম্বা অন্য প্রকারে কোন মহাল প্রাপ্ত হইলে ঐ মহালের অন্তর্গত ভূমির মালিকী স্বত্ব ঐ ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বত্বে নিমজ্জিত হইবে এবং একই ব্যক্তিতে ঐ মালিকী স্বত্ব ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বত্ব সম্মিলিত হওয়াতে উক্ত মালিকী স্বত্বের বিলোপ হইবে। ৪৩ ধারার (ক) প্রকরণে উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ নিয়ম ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব কর্ত্তৃক প্রাপ্ত উক্তরূপ প্রত্যেক মহালে খাটিবে।—বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৭৯ সালের ৮ আইনের এই প্রকার কোন মহালের উপর যে কার্য্যকারিতা আছে তাহার, কিম্বা রাজকীয় প্রাপ্য আদায় জন্য যৎকালে যেকোন আইন প্রবল থাকে তাহার বিরুদ্ধে যাইবে এই ধারার অন্তর্গত কোন কথার এরূপ অর্থ করিতে পারা যাইবে না।

উদাহরণ।—

ভূমির বাকী রাজস্বের জন্য নীলামে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের পক্ষে বর্দ্ধমানের কালেক্টর সুলতানপুর নামক এক মহাল ক্রয় করিলেন। ক, খ, গ, এই মহালের অন্তর্গত ভূমির ভোগাধিকারী রায়ত এবং বিক্রয়ের পূর্ব্বে তাহারা বাৎসরিক কতক টাকা খাজানাস্বরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুলতানপুরের মালিককে দিয়াছে। বিক্রয়ের পর তাহারা উক্ত বৎসরিক কতক টাকা ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবকে দিবার দায়ী এবং ঐ কতক টাকা ভূমির রাজস্ব স্বরূপ দেয়, খাজানা স্বরূপ দেয় নহে।

৮ অষ্টম অধ্যায়।

তালুক, পেটাও তালুক এবং দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত হস্তান্তর করণের রেজিষ্টরী করিবার কথা।

প্রজার তদীয় ভূমাধিকারির সেরেস্তায় তাহার তালুক বা পেটাও তালুক অথবা দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত হস্তান্তর করণ রেজেষ্টরী করিবার কথা।—ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে খাজানার বিভাগ তাঁহাকে বাধ্য করিতে না পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। কোন তালুকের বা পেটাও তালুকের অথবা তাহার কোন অংশের কিম্বা কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের উত্তরভোগিত্ব বা হস্তান্তর করণ, ঐ উত্তরভোগিত্ব সংঘটনের বা হস্তান্তর করণের পর তিন মাসের মধ্যে যে ভূম্যধিকারীকে উক্ত তালুক বা পেটাওতালুক অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা দিতে হয় তাঁহার সেরেস্তায় বা কাছারীতে রেজেষ্টারী করিতে হইবে। এবং উক্ত ভূম্যধিকারির প্রতি এই আদেশ হইতেছে যে তিনি উক্ত প্রত্যেক হস্তান্তর করণ ও উত্তরভোগিত্ব রেজেষ্টরী করেন ও অন্য প্রকারে সফল করেন। কিন্তু কোন ভূম্যধিকারী উক্ত তালুক বা পেটাও তালুক কিম্বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট তালুকের খাজনার কোন বিভাগ বা বণ্টন রেজেষ্টরী করিয়া দিতে বা সফল করিতে বাধ্য নহেন এবং উক্ত ভূম্যধিকারির লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে কোন বিভাগ বা বণ্টন তাঁহার বিপক্ষে সিদ্ধ হইবে না।

১ ব্যাখ্যা।—এই ধারার "হস্তান্তর করণ" শব্দে ঘরাও বিক্রয়, দান বা বিনিময় দ্বারা কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর করণ বুঝান এবং এইরূপ হস্তান্তর করণ এই ধারার "হস্তান্তর করণ" শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট।

২ ব্যাখ্যা।—উইল বা উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে বর্ত্তমান এই ধারার "উত্তরভোগিত্ব" শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট যে উত্তরভোগিত্ব স্থলে একাধিক উত্তরাধিকারী থাকেন তথায় প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর নিজ২ নাম রেজেষ্টরী করিয়া লইবার স্বত্ব আছে।

তালুক, পেটাও তালুক বা দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তর করা গেলে, ভূম্যধিকারির ফী পাইবার অধিকারের কথা।

৪৭ ধারা। তালুক, পেটাও তালুক বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট তালুকের প্রত্যেক উত্তরভোগিত্ব ও হস্তান্তর করণ স্থলে, যদি উক্ত হস্তান্তরকরন উহার নিজ বাকি খাজানার ডিক্রীজারী ক্রমে নীলাম হইয়া না হয় তবে উহার ভূম্যধিকারির ফী পাইবার স্বত্ব আছে এবং ঐ ফী উক্ত হস্তান্তরকরণ ও উত্তরভোগিত্বের রেজেষ্টরী হইলে দিতে হইবে। ঐ ফী উক্ত তালুক, পেটাও তালুক বা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট তালুকের বাৎসরিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা হিসাবে হইবে, কিন্তু ঐ ফী এক টাকার কম বা এক শত টাকার অধিক হইবে না। ঐ ফী না দিলে উক্ত ভূম্যধিকারী ঐ হস্তান্তর করণ বা উত্তরভোগিত্ব রেজেষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

হস্তান্তর করিলে এবং হস্তান্তর করণ বা উত্তরভোগিত্ব রেজেষ্টরি করিলে খাজানা দিবার দায়ের উপর যে ফল বর্ত্তিবে তাহার কথা।

৪৮ ধারা। (ক) তালুক, পেটাও তালুক বা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট যোত হস্তান্তর করণ স্থলে যদি উক্ত হস্তান্তর করণ ডিক্রী জারী ক্রমে নীলাম হইয়া না হয়, তবে রেজেষ্টরীর দরখাস্তের তারিখ হইতে ও তৎপরে, উক্ত তালুক বা পেটাও তালুক বা দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোতের খাজানার দায় হইতে হস্তান্তরকারী নিজে নিষ্কৃতি পাইবেন এবং যাঁহাকে হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন তিনি নিজে তজ্জন্য দায়ী হইবেন।

(খ) তালুক, পেটাও তালুক বা দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত উহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারী ক্রমে নীলাম হইয়া হস্তান্তরিত হইলে আদালত কর্তৃক উক্ত বিক্রয় মঞ্জুরের দিন হইতে ও তৎপরে উক্ত খাজনার জন্য হস্তান্তরকরণসূত্রে প্রাপ্তা নিজে দায়ী হইবেন। পূর্ব্ব প্রজা উক্ত দিন পর্য্যন্ত সমস্ত খাজনার জন্য নিজে দায়ী থাকিবেন।

(গ) কোন তালুক বা পেটাও তালুক উহার বাকী খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম না হইয়া যদি অন্য ডিক্রীজারীর নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হয়, তবে যে প্রজার স্বার্থ এই রূপে হস্তান্তরিত হইল, ভূম্যধিকারিকে এই রূপ হস্তান্তর হইবার নোটিস্ দেওয়া সেই প্রজার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইবে। যদি উক্ত প্রজা যথোচিত সময়ের মধ্যে নোটিস্ দেয়, তবে বিক্রয় মঞ্জুর হইবার দিন অবধি খাজনার দায় হইতে সে নিজে নিষ্কৃতি পাইবে এবং হস্তান্তর সূত্রে প্রাপ্তা তজ্জন্য দায়ী হইবে। যদি যথোচিত সময়ের মধ্যে নোটিস্ দিতে সে অবহেলা করে তবে সে যত দিন না ঐ রূপ হস্তান্তর হইবার নোটিস্ না দেয় ততদিন ঐ খাজনার জন্য নিজে দায়ী থাকিবে।

(ঘ) কোন ব্যক্তি কোন তালুক, পেটাওতালুক বা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট যোতের উত্তরভোগিত্ব প্রাপ্ত হইলে, এই উত্তরভোগী ব্যক্তি দখল প্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্ব প্রজার মৃত্যু হইতে ও তৎপরে দেয় খাজনার জন্য নিজে দায়ী হইবে।

ডিক্রীজারী ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর ভিন্ন অন্য হস্তান্তর করণের রেজিষ্টরী না হইলে তাহার ফলের কথা।

৪৯ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে নীলামে হস্তান্তর করণ ভিন্ন অন্য কোন রূপে কোন তালুক, বা পেটাও তালুক বা দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর করণ স্থলে যদি ৪৬ ধারার বিধানমতে তিন মাসের মধ্যে উক্ত হস্তান্তর করণের রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত না করা হয় এবং রীতিমত ফী উপস্থিত না করা হয় তবে হস্তান্তরকারী ঐ খাজানার দায়ী থাকিবেন এবং ঐ ভূম্যধিকারী ঐ হস্তান্তরকরণ গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু এক বৎসরের খাজানার উপর শত করা কুড়ি টাকা ফী দিলে, সেই ভূম্যধিকারী উক্ত তিন মাস কাল গত হইলে ঐ হস্তান্তর করণ রেজিষ্টরী করিয়া দিবেন। পরন্তু ঐ ফী দশ টাকার কম ও এক হাজার টাকার অধিক হইবে না।

কোন তালুক বা পেটাও তালুকের উত্তরভোগিত্ব বা ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর করণের রেজিষ্টরী না হইলে তাহার ফলের কথা।

৫০ ধারা। (ক) কোন তালুক বা পেটাও তালুকের উত্তরভোগিত্ব প্রাপ্ত হইলে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে নীলামে উহা হস্তান্তরিত হইলে, যাহাদের নামে হস্তান্তর হইয়াছে তাহাদের সকলে কিম্বা অন্যতম অথবা উত্তরভোগিগণ সকলে কিম্বা তাহাদের অন্যতম ৪৬ ধারার বিধানমতে তিন মাসের মধ্যে যদি উক্ত উত্তরভোগিত্ব বা হস্তান্তর করণের রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত না করে এবং রীতিমত ফী জমা না দেয়, তবে ঐ ভূম্যধিকারির উক্ত তালুক বা পেটাও তালুক ক্রোক করিবার ও দখল করিবার স্বত্ব থাকিবে।

ভূম্যধিকারী ক্রোকী তালুক বা পেটাও তালুকের খাজানা আদায় করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাকে আপনার খাজানা ইত্যাদি বাদে বক্রী টাকার হিসাব দিতে হইবে, ইহার কথা।

(খ) ঐ তালুক বা পেটাও তালুক ক্রোক হইবার পর এবং যে পর্য্যন্ত ঐ উত্তরভোগিত্ব বা হস্তান্তর করণ রেজিষ্টরী না হয় সেই পর্য্যন্ত পেটাও তালুকদার কিম্বা রায়ত গণের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিবার ঐ ভূম্যধিকারীর স্বত্ব থাকিবে, এবং ক্রোকের খরচা, আদায়ের ব্যয় ও নিজ প্রাপ্য খাজানা বাদে বক্রী টাকা যে ব্যক্তি উত্তরভোগিত্বসূত্রে অথবা ঐ নীলাম খরিদ সূত্রে অধিকারী হইবে, তাহার গচ্ছিত ধনের ন্যায় জমা রাখিবেন।

আদায় পর্য্যন্ত না হইলে উত্তরভোগিত্ব বা খরিদ সূত্রে অধিকারী ব্যক্তির বাকীর জন্য দায়ী হইবার কথা।

(গ) পেটাও তালুকদার অথবা রায়ত গণের নিকট হইতে এইরূপ আদায়ী খাজানা যদি ক্রোকের খরচা, আদায়ের ব্যয় এবং ঐ ভূম্যধিকারির প্রাপ্য খাজানা পরিশোধ করণে পর্য্যাপ্ত না হয়, তবে উত্তরভোগিত্ব বা ডিক্রীজারীর নীলামে খরিদসূত্রে অধিকারী ব্যক্তি ঐ বাকী টাকার জন্য দায়ী হইবেন এবং উক্ত ভূম্যধিকারী ৬৪ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে তাঁহার নিকট হইতে উক্ত টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

তিন মাস পরে জরিমানা দিলে ভূম্যধিকারী তালুক বা পেটাও তালুক রেজিষ্টরী করিতে পারেন, ইহার কথা।

(ঘ) উক্ত তিন মাস কাল গত হইবার পর যে কোন সময়ে ঐ ভূম্যধিকারী এক বৎসরের খাজানার উপর শতকরা কুড়ি টাকা ফী দিলে ঐ উত্তরভোগিত্ব বা ডিক্রীজারীর নীলামে হস্তান্তর করণ রেজিষ্টরী করিয়া দিতে পারিবেন; কিন্তু ঐ ফী দশ টাকার কম বা এক হাজার টাকার অধিক হইবে না।

কোন যোতের পক্ষে উত্তরভোগিত্বের বা ডিক্রীজারীর নীলামে হস্তান্তরকরণের রেজিষ্টরী না হইলে তাহার ফলের কথা।

৫১ ধারা। কোন তালুক বা পেটাও তালুকের উত্তরভোগিত্ব প্রাপ্ত হইলে কিম্বা ডিক্রীজারীর নীলাম দ্বারা উহা হস্তান্তরিত হইলে যদি ৪৬ ধারার বিধান মতে উক্ত উত্তরভোগিত্ব বা হস্তান্তরকরণ, হস্তান্তর করণ সূত্রে প্রাপ্তাগণ সকলে বা তাহাদের অন্যতম অথবা উত্তরভোগিগণের সকলে বা অন্যতম রেজিষ্টরী না করে, তবে উক্ত যোত ক্রোক করিবার ও দখল করিবার ঐ ভূম্যধিকারির স্বত্ব থাকিবে এবং তিনি উহা চাষ করিতে বা চাষের জন্য বিলি করিতে পারিবেন। এক বৎসরের খাজানার উপর শতকরা কুড়ি টাকা ফী দিলে, উক্ত তিনমাসকাল গত হইবার পর যে কোন সময়ে ঐ ভূম্যধিকারী ঐ উত্তরভোগিত্ব বা ডিক্রীজারীর নীলামে হস্তান্তরকরণ রেজিষ্টরী করিতে দিবেন; কিন্তু উক্ত ফী দশ টাকার কম কিম্বা এক হাজার টাকার অধিক হইবে না। উত্তরভোগিত্ব বা ডিক্রীজারীর নীলামে হস্তান্তর করণ সূত্রে অধিকারী ব্যক্তি ফসলী, আমলী বা বাঙ্গালা সনের মধ্যে যাহা তাহার দেশে প্রচলিত আছে ঐ উত্তরভোগিত্ব বা হস্তান্তর করণের ঠিক পরবর্ত্তী সেই সন শেষ হইবার পূর্ব্বে যদি রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত না করে কিম্বা রীতিমত ফী দিবার প্রস্তাব না করে তবে ঐ যোত ঐ ভূম্যধিকারির সম্পূর্ণ অধিকারে থাকিবে।

যদি ভূম্যধিকারী রেজিষ্টরী না করেন বা করিতে অস্বীকার করেন তবে তাঁহাকে বাধ্য করিবার জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিবে। যে স্থলে অর্থক্ষতি ঘটিয়াছে সে স্থলে হানিপূরণের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে,।

৫২ ধারা। যদি কোন ভূম্যধিকারী কোন তালুক, পেটাও তালুক বা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট যোত, ৪৬ ধারার বিহিত রীত্যনুসারে রেজিষ্টরী না করেন বা অন্য প্রকারে সকল না করেন কিম্বা করিতে অস্বীকার করেন, তবে ঘরাও নীলাম, দান বা বিনিময় দ্বারা হস্তান্তর করণস্থলে ঐ হস্তান্তরকারক কিম্বা যে কোন স্থলে হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্তা বা উত্তরভোগী দেওয়ানী আদালতে উক্ত ভূম্যধিকারীর নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে। এবং কি জন্য ঐ উত্তরভোগিত্ব বা হস্তান্তরকরণ রেজিষ্টরী হইবে না যদি তাহার বিশিষ্ট হেতু দর্শান না হয়, তবে উক্ত দেওয়ানী আদালত উহার রেজিষ্টরীর হুকুম দিয়া ডিক্রী দিবেন এবং তদ্ব্যতীত যে স্থলে উক্ত উত্তরভোগিত্ব বা হস্তান্তরকরণ রেজিষ্টরী করিতে বা অন্য প্রকারে সকল করিতে তাচ্ছিল্য বা অস্বীকার করায় অর্থক্ষতি হইয়াছে সে স্থলে হানিপূরণের অনুমতি দিতে পারিবেন।

যাঁহার নামে পত্তনী করা যাইবে বা যিনি উইল সূত্রে পত্তনীতালুক পাইবেন তাঁহার বাৎসরিক খাজানার অর্দ্ধেক পরিমাণে জামিন দিবার কথা।

৫৩ ধারা। (ক) যে স্থলে কোন পত্তনী তালুক ঘরাও নীলাম, দান বা বিনিময় দ্বারা অথবা ডিক্রী জারিতে নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইবে, সে স্থলে হস্তান্তরকরণ সূত্রে প্রাপ্তার নিকট উক্ত তালুকের দেয় বাৎসরিক খাজানার অর্দ্ধেক পরিমাণে মাতব্বর জামিন চাহিবার ভূস্বামীর স্বত্ব থাকিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ জামিন দেওয়া ও লওয়া না হয় ততদিন ঐ ভূস্বামী উক্ত হস্তান্তর করণ রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

যদি এক মাসের মধ্যে জামিন উপস্থিত করা না হয় তবে ভূস্বামী ঐ তালুক ক্রোক করিতে পারেন, ইহার কথা।

(খ) যদি হস্তান্তর করণ স্থলে ঐরূপ জামিন চাওয়া হয় এবং ঐ হস্তান্তর করণের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে উক্ত জামিন উপস্থিত করা না হয় তবে যে পর্য্যন্ত না উক্ত জামিন উপস্থিত করা হয় সেপর্য্যন্ত হস্তান্তর করণ সূত্রে প্রাপ্তাকে বাদ দিয়া উক্ত তালুক ক্রোক ও দখল করিবার ভূস্বামীর স্বত্ব থাকিবে। ৫০ ধারার (খ) ও (গ) প্রকরণের বিধান সকল এই প্রকার ক্রোকের উপর বর্ত্তিবে।

প্রস্তাবিত জামিন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে জিলার জজসাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবার কথা। উক্ত জজসাহেব ইহাতে হুকুম দিতে পারেন এবং ঐ হুকুমের আপীল নাই।

(গ) হস্তান্তরকরণসূত্রে প্রাপ্তার প্রস্তাবিত জামিন যদি ভূস্বামী অগ্রাহ্য করেন এবং এই রূপ অগ্রাহ্য করাতে হস্তান্তর করণ সূত্রে প্রাপ্তা অসন্তুষ্ট হন তবে তিনি জিলার জজ সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিতে পারেন যে জজসাহেব উক্ত ভূস্বামীকে উক্ত জামিন গ্রহণ করিবার ও উক্ত হস্তান্তর করণের রেজিষ্টরী করিবার হুকুম দেন। প্রস্তাবিত জামিনের যোগ্যতা বিষয়ে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মিলে তিনি ঐ হুকুম দিতে পারেন, আর যদি তাঁহার

হুদ্বোধ না জন্মে তবে দরখাস্ত না মঞ্জুর করিয়া হুকুম দিতে পারেন। এইরূপ হুকুমের আপীল হইবে না।

রেবিনিউবোর্ড উত্তরভোগিত্ব এবং হস্তান্তর করণের রেজিষ্টরের পাঠ নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারিবেন, তাহার কথা। চারি আনা ফী দিলে লেখার নকল পাইবার তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের স্বত্ব থাকিবে তাহার কথা।

৫৪ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড সকল শ্রেণীর ভূস্বামীগণের জন্য পাঠ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন। যে সকল তালুক পেটাও তালুক বা দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা উক্ত ভূস্বামীগণকে দেওয়া হয় সেই সকল তালুক, পেটাওতালুক বা দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতের উত্তরভোগিত্ব বা হস্তান্তরকরণের রেজিষ্টর উক্ত ভূস্বামিগণ উক্ত পাঠে রাখিবেন। রেবিনিউ বোর্ড উক্ত রেজিষ্টর রাখিবার নিয়মাবলী করিতে ও করা হইলে রহিত বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন এবং এতদ্ব্যতীত ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিলে পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড বিধান করিতে পারিবেন। চারি-আনা ফী দিলে উক্ত রেজিষ্টরে তৎসম্বন্ধীয় লেখার নকল পাইবার উক্ত উত্তরভোগিত্ব বা হস্তান্তরকরণ সম্পর্কীয় যে কোন ব্যক্তির স্বত্ব থাকিবে। ঐ ভূস্বামির কিম্বা যে ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ সচরাচর খাজনা গ্রহণ করে তাহার স্বাক্ষর উক্ত নকলে থাকিবে এবং যদি ঐ ভূস্বামী সর্ব্বদা মোহর ব্যবহার করেন তবে উক্ত ভূস্বামির মোহর উক্ত নকলে থাকিবে।

৯ অধ্যায়।

খাজানা, খাজানার কিস্তি, খাজানার কবজ, খাজানা আমানত, খাজানাবন্টন এবং খাজনা বন্ধকের কথা।

তালুকদারের বা পেটাও-তালুকদারকে কোন্২ তারিখে এবং কোন্২ কিস্তিতে খাজনা দেয় তাহার কথা।

৫৫ ধারা। (ক) যে২ তারিখে ও যে২ কিস্তিতে দেওয়া প্রথানুগত কিম্বা তালুকদার বা পেটাও তালুকদার তাহাদের ভূস্বামির সহিত যে২ তারিখে ও যে২ কিস্তিতে দিবার করার করিয়াছে সেই২ তারিখে ও সেই২ কিস্তিতে, উক্ত তালুকদার বা পেটাও তালুকদারের দেয় খাজানা দিতে হইবে এবং উক্ত প্রথা বা করার না থাকিলে এই ধারার (খ) প্রকরণে উল্লিখিত তারিখে এবং উক্ত প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট রীত্যনুসারে অবধারিত কিস্তিতে দিতে হইবে।

রায়তদিগের খাজানা কোন্২ তারিখে এবং কোন্২ কিস্তিতে দেয় তাহার কথা।

(খ) রায়তদিগের দেয় খাজানা চারি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে দিতে হইবে। উক্ত কিস্তি ক্রমান্বয়ে ১লা আষাঢ়, ১লা আশ্বিন, ১লা পৌষ এবং ১লা চৈত্র তারিখে পাওনা হইবে। যে স্থলে এই আইন আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ খাজানা দিবার কিস্তির বন্দোবস্তকারক কোন করার করা হইয়াছে বা কোন প্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে

(ক) ঐ করার বা প্রথা অনুসারে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে দেয় কিস্তির সমষ্টি ১লা আষাঢ় তারিখে দেয় কিস্তির টাকা বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) উক্ত করার বা প্রথা অনুসারে শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন মাসে দেয় কিস্তির সমষ্টি ১লা আশ্বিন তারিখে দেয় কিস্তির টাকা বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) উক্ত করার বা প্রথা অনুসারে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে দেয় কিস্তির সমষ্টি ১লা পৌষ তারিখে দেয় কিস্তির টাকা বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) উক্ত করার বা প্রথা অনুসারে মাঘ, ফাল্গুন এবং চৈত্র মাসে দেয় কিস্তির সমষ্টি ১লা চৈত্র তারিখে দেয় কিস্তির টাকা বলিয়া গণ্য হইবে।

ঐরূপ কোন করার বা প্রথা না থাকিলে, কালেক্টর সাহেব যেরূপ অনুসন্ধান আবশ্যক জ্ঞান করিবেন তাহা করণান্তর এবং সেই জিলার যে রীতি তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত বোধ করিবেন সেই রীতি অনুসারে, উপরোক্ত প্রত্যেক ত্রৈমাসিক কিস্তিতে মোট খাজানা কত অংশ দিতে হইবে তাহা অবধারিত করিয়া দিবেন। খাজানার যত অংশ ক্রমান্বয়ে ১লা আষাঢ়, ১লা আশ্বিন, ১লা পৌষ এবং ১লা চৈত্র তারিখে দেয় বলিয়া এইরূপে স্থির হইল তাহার নোটিস নিম্নলিখিতরূপে দিতে হইবে।

কালেক্টর সাহেবের যে হুকুমে উক্ত কিস্তি অবধারিত হইয়াছে তাহার নকল ঐ জিলার প্রত্যেক থানায় এবং পশ্চাৎ উল্লিখিত কর্ম্মচারিদিগের অর্থাৎ জিলার জজ, কালেক্টর, মাজিষ্ট্রেট, তাবৎ মুনসেফগণ, মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ এবং ঐ জিলার সব-রেজিষ্ট্রারগণের আদালত বা কাছারীতে লটকাইয়া দিয়া এবং ঐ জিলার সদর মোকামে, ঐ জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক মহকুমার সদরে এবং বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে২ স্থানে আদেশ করিবেন সেই২ স্থানে ঢেড়রা দিয়া উক্ত হুকুম প্রচারিত করিয়া নোটিস দিতে হইবে।

কাহাকে বাকীখাজানা জ্ঞান করা যাইবে তাহার কথা। বাকীখাজানার সুদের কথা।

৫৬ ধারা। ৫৫ ধারার বিধানমতে যে দিবস খাজানার কিস্তি দেয় সেই দিন বা সেই তারিখে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যে কোন খাজানার কিস্তি দেওয়া বা পরিশোধ করা না হইবে তাহা বাকীখাজানা বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে এবং সেই দিন বা সেই তারিখ অবধি যে তারিখে উহার ডিক্রীর হুকুম হইবে সেই তারিখ পর্য্যন্ত বাৎসরিক শতকরা বার টাকা হারে উহার উপর সুদ চলিবে। যে দিন বা যে তারিখে কিস্তি দেয় সেই দিন বা সেই তারিখে নিজ আয়ত্বের বহির্ভূত কোন কারণে উক্ত টাকা দিতে বা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়াছিল যদি প্রজা ইহা দর্শাইতে না পারে তবে যে২ স্থলে উক্ত বাকীখাজানা কোন দেওয়ানী আদালতের সাহায্যে আদায় হয় সেই২ স্থলে সেই দেওয়ানী আদালত হইতে উক্ত সুদের ডিক্রী হইবে।

খাজানার কবজের কথা।

ভূম্যধিকারিকে খাজানা দিলে প্রজার কবজ পাইবার স্বত্ব আছে তাহার কথা। ঐ কবজে কি২ বিষয় উল্লিখিত থাকিবে তাহার কথা। ভূম্যধিকারির নিকট কবজের অনুলিপি থাকিবার কথা।

৫৭ ধারা। (ক) নিজ ভূম্যধিকারিকে খাজানা বা খাজানার ন্যায় আদায় যোগ্য কোন টাকা দিলে উক্ত টাকার কবজ অবিলম্বে পাইবার প্রত্যেক প্রজার স্বত্ব আছে। টাকা দিবার তারিখ; যে টাকা নগদ দেওয়া হইল তাহা; কিম্বা যে স্থলে খাজানা শস্যাদিরূপে দিতে হয় সে স্থলে যে পরিমাণ শস্য দেওয়া হইল তাহা; যে তালুক, পেটাওতালুক, বা যোত সম্বন্ধে খাজানা বা টাকা নগদ কিম্বা শস্যাদিরূপে দেওয়া হইল তাহা; যে কিস্তিতে এবং যে সনের ঐ টাকা দেওয়া স্বীকার করা হইল তাহা; ঐ কবজে এই সকল বিষয়ের সবিশেষ উল্লেখ থাকিবে। ঐ ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের একখানি অনুলিপি রাখিবেন এবং ঐ অনুলিপিতে উক্ত সমস্ত বিশেষ কথা সন্নিবেশিত হইবে।

(খ) নিজ জিলায় ফসলী, আমলী বা বাঙ্গালা সনের মধ্যে যাহা চলিত তাহার শেষে প্রত্যেক প্রজা তদীয় ভূম্যধিকারির নিকট হইতে একখানি হিসাবের বিবরণ পাইবার অধিকারী। ঐ প্রজা উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট যে তালুক, পেটাওতালুক, যোত কিম্বা ভূমির জন্য খাজানা দেয়, সেই তালুক, পেটাওতালুক, যোত বা ভূমি; তজ্জন্য বাৎসরিক যত খাজানা দিতে হয় তাহা; ঐ সনের প্রারম্ভে যত খাজানা বাকী আছে তাহা; ঐ সনে যত টাকা দেওয়া হইয়াছে; তাহার কত অংশ ঐ সনের খাজনায় জমা হইয়াছে এবং কতই বা গতসন সকলের বাকীতে জমা হইয়াছে তাহা; ঐ সনের শেষে যদি দেনা বাকী থাকে তবে কত টাকা দিতে বাকী আছে, এই সকল বিষয় উক্ত হিসাবের বিবরণে লেখা থাকিবে। উক্ত ভূম্যধিকারী ঐ হিসাবের বিবরণের একখানি অনুলিপি রাখিবেন এবং ঐ অনুলিপিতে উক্ত সমস্ত বিশেষ কথা সন্নিবেশিত হইবে।

বাৎসরান্ত হিসাবের বিবরণ পাইবার প্রজার স্বত্ব আছে তাহার কথা। ভূম্যধিকারির অনুলিপি রাখিবার কথা।

(গ) প্রত্যেক ভূম্যধিকারী উক্ত কবজ ও হিসাবের বিবরণের পাঠ রাখিবেন এবং তাহার সহিত অনুলিপি সকল সংলগ্ন থাকিবে। [illegible] পাঠ একত্র বহীর আকারে বাঁধা হইবে, প্রত্যেক বহীতে উক্ত কবজ বা হিসাব পঞ্চাশ খানার কম থাকিবে না এবং উহার পাতার নম্বর থাকিবে। প্রত্যেক কবজ বা হিসাবের নম্বর থাকিবে এবং উহার অনুলিপিতে পরস্পর একই নম্বর থাকিবে।

ভূম্যধিকারীর উক্ত কবজ ও হিসাবের বিবরণের পাঠ সম্বলিত বহী ও উহার অনুলিপি রাখিবার কথা।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই আইন প্রচলিত হইবার ছয় মাস পরে কোন প্রজাকে প্রার্থনামতে উপরের লিখিত বিশেষ কথা সম্বলিত কবজ বা হিসাবের বিবরণ দিতে অবহেলা বা অস্বীকার করিলে, তাঁহাকে ৮৮ ধারার লিখিত দণ্ডের দায়ী হইতে হইবে।

বিহিত পাঠে কবজ বা হিসাবের বিবরণ দিতে অবহেলা বা অস্বীকার করিলে দণ্ডের কথা।

কালেক্টরীতে খাজানা আমানত করিবার কথা

৫৮ ধারা। (১) ৫৯ ধারার নিরূপিত নিয়মাধীনে প্রজা পশ্চাৎ উল্লিখিত যে কোন স্থলে তাহার দেয় খাজানা, যাহার জন্য ও যৎসম্পর্কে খাজানা দেওয়া হয় সেই তালুক, পেটাও তালুক, যোত বা ভূমি যে জিলায় কিম্বা মহকুমায় থাকিলে যে মহকুমার মধ্যে স্থিত সেই জিলার কালেক্টরী খাজানাখানায় বা সেই মহকুমার খাজানাখানায় আমানত করিয়া দিতে পারিবে। অর্থাৎ

কোন্২ স্থলে প্রজা যে খাজানা পাওনা হইয়াছে তাহা কালেক্টরীতে আমানত করিয়া দিতে পারে।

(ক) যে স্থলে প্রজা বা তাহার কর্ম্মকারক মাল কাছারীতে বা যে স্থলে ঐ খাজানা দিতে হয় তথায় যথাসময়ে ঐ খাজানা দিবার প্রস্তাব করিয়াছে এবং এইরূপে প্রস্তাবিত খাজানা লওয়া হয় নাই।

(খ) যে স্থলে ঐ খাজানা সহাধিকারিদিগকে সংযুক্তভাবে দিতে হয় এবং ঐ প্রজা ঐ খাজানার সহাধিকারিদিগের সংযুক্ত কবজ পাইতে অক্ষম হইয়াছে এবং সহাধিকারিরা বা জিলার জজ সাহেব কোন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন নাই।

(গ) যে স্থলে কোন২ ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী এ প্রজার প্রকৃত রূপে এই সন্দেহ জন্মিবে।

(২) উপরোক্ত বিধানের নিয়মাধীনে এবং উপরোক্ত স্থলে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট হইতে, নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী তালুক, পেটাও তালুক যোত এবং ভূমির খাজানা আমানত গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকট উক্ত খাজানা আমানত করা যাইবে। যে স্থলে কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে এইরূপ বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে সে স্থলে উক্ত ভূমিখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী কোন তালুক, পেটাও তালুক যোত বা ভূমির খাজানা আমানত কোন কালেক্টরী বা মহকুমার খাজানাখানায় গৃহীত হইবে না।

কোন রাজকীয় কার্য্যকারক খাজানা আমানত গ্রহণ করিবার বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৫৯ ধারা। উক্ত খাজানা আমানত নিম্নলিখিত নিয়মাবলীর অধীনে হইবে অর্থাৎ—

যে নিয়মে খাজানা আমানত করা যাইতে পারে তাহার কথা।

(ক) যে স্থলে প্রস্তাব করা হইয়াছে সেই স্থলে ঐ প্রস্তাবের পর কালেক্টরী বা মহকুমার খাজানাখানা বা সমস্ত রাজকীয় কার্য্যালয় যে তারিখে প্রথম খুলিবে সেই তারিখ হইতে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে আমানত করিতে হইবে এবং অন্যান্য স্থলে খাজানা দেনা হইবার পর যে তারিখে প্রথমে উক্ত খাজানাখানা বা রাজকীয় কার্য্যালয় খুলিবে [illegible] পূর্ণ পনের দিনের মধ্যে [illegible] কালেক্টরী বা মহকুমার খাজানাখানা অথবা রাজকীয় [illegible] দশম দিনে বন্ধ [illegible] উক্ত খাজানাখানা [illegible] খুলিবে সেই তারিখে আমানত করিতে হইবে।

(খ) [illegible] ৫৮ ধারামতে [illegible] ও তৎসঙ্গে২ এই আইনের সংযুক্ত তফসীলের [illegible] চিহ্নিত পাঠে বা তৎসদৃশ কোন পাঠে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র দাখিল [illegible] আমানত করিতে হইবে প্রজা [illegible] ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে [illegible] লিখিয়া দিবে, অথবা সে যদি [illegible] বিষয়ীভূত [illegible] অবগত না থাকে তাহা হইলে যে ব্যক্তি নিজে তাহা অবগত আছে সে উহা লিখিয়া দিবে।

(গ) ৫৮ ধারার উল্লিখিত তালুক, পেটাও তালুক, যোত বা ভূমি সম্বন্ধে প্রজার নিকট ঐ ভূম্যধিকারির পাওনা খাজানার এবং যে স্থলে প্রস্তাব করা হইয়াছিল সে স্থলে উক্ত প্রস্তাব কালে যদি কিছু সুদ পাওনা থাকে সেই সুদের সমস্ত টাকা খাজানা বলিয়া আমানত করিতে হইবে।

৬০ ধারা। ৫৮ ধারার নিরূপিত কোন অবস্থাতে ও ৫৯ ধারার উল্লিখিত নিয়মাবলীর অধীনে খাজানা আমানত করিতে আসিলে কালেক্টরী খাজানাখানা বা মহকুমার মালখানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক বা উপরোক্ত রাজকীয় কার্য্যকারক তাহা গ্রহণ করিবেন এবং নিজের মোহর করিয়া উক্ত খাজানার রসীদ দিবেন। যেন বাস্তবিক নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত টাকা গ্রহণ করিয়াছে সেই ভাবে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ উক্ত প্রজাদের এবং উপরোক্ত প্রকারে আমানতি খাজানা হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র স্বরূপ হইবে এবং সেইরূপে কার্য্যে লাগিবে।

এইরূপে আমানতি খাজানার কবজ খাজানাখানার কর্ত্তৃপক্ষের বা রাজকীয় কার্য্যকারকের নিজ মোহর করণান্তর দিবার কথা এবং উহা নিষ্কৃতি পত্র স্বরূপ হইবার কথা।

(ক) ৫৮ ধারার (ক) চিহ্নিত স্থলে যাহার নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তি।

একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার আদেশ-সূচক হুকুম দিতে পারিবেন। ঐ হুকুম দিবার পূর্ব্বে যে কোন সহাধিকারী উপস্থিত হয় নাই, ঐ হুকুমের নকল তাহার উপর জারী করা যাইবে।

এই হুকুম অমান্য করিলে জজসাহেব কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারেন।

এইরূপে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষকে কর্ম্মচ্যুত করিবার কথা।

৬৬ ধারা।—(১) যদি উক্ত সহাধিকারিগণ উক্ত হুকুম হইবার পর এক মাসের মধ্যে অথবা যে স্থলে ঐ হুকুম জারী হইয়াছে তথায় উক্ত জারী হইলে এক মাসের মধ্যে সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না করে এবং ঐ জিলার জজ সাহেবের গোচরার্থ ঐ নিয়োগের সংবাদ না দেয়, তবে উক্ত জিলার জজ সাহেব (ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ উক্ত মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের ভার লইতে সম্মত হন সে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহাল, তালুক বা পেটাও তালুক বা পেটাও তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন,

(খ) যে কোন স্থলে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত সহাধিকারিগণকে এই নিয়োগের দ্বারা আবদ্ধ হইতে হইবে।

(২) বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এই ধারার বিধান সকল যে কোন মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকে খাটে তৎসমুদয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ করণার্থ যে কোন জিলার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এইরূপ নিয়োগ হইয়া গেলে উক্ত ব্যক্তি (১) প্রকরণের অন্তর্গত (খ) দফার মতে জিলার জজ সাহেব কর্ত্তৃক কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবে।

"কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন" কোর্ট অব ওয়ার্ড কর্ত্তৃক কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবে, তাহার কথা।

(৩) যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ (১) প্রকরণের অন্তর্গত (ক) দফা মতে কোন মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করেন সেই স্থলে ১৮৭৯ সালের কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ বিষয়ক আইনের যে সমস্ত বিধান অস্থাবরসম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্পর্কীয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবে।

কার্য্যাধ্যক্ষের বেতনের ও জামিন দিবার ও ক্ষমতার কথা। হিসাব রাখা তাহার যে কর্ত্তব্য তাহার ও কর্ম্মচ্যুত করিবার কথা।

৬৭ ধারা। ৬৬ ধারার (১) প্রকরণের অন্তর্গত (খ) দফা মতে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলে জিলার জজ সাহেব উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের পারিশ্রমিক বন্দোবস্ত করিতে ও সময়ে২ তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। ঐ পারিশ্রমিক অবধারিত বেতন বা তিনি কার্য্যাধ্যক্ষরূপে যে টাকা আদায় করেন তাহার উপর শতকরা হার হইতে পারে। ঐ কার্য্যাধ্যক্ষ তাহার কর্ম্মে রীতিমত আঞ্জাম করিবার জন্য জজ সাহেবের যে জামিন যুক্তিসঙ্গত ও যথোচিত বিবেচনা হইবে সেই জামিন দিতে হইবে তিনি নিযুক্ত না হইলে সহাধিকারিরা যেং ক্ষমতা সংসৃষ্টভাবে প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তিনিও কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থে সেই সেই ক্ষমতা পাইবেন ও প্রয়োগ করিবার অধিকারী হইবেন। তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন এবং সহাধিকারীদিগকে বা তাহাদের কোন জনকে মধ্যে২ উক্ত হিসাব পরিদর্শন করিতে ও উহার নকল লইতে দিবেন। তিনি ঐ জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে কর্ম্মচ্যুত হইতে পারিবেন, অন্য প্রকারে হইবেন না এবং কালেক্টরের বা উক্ত মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তির দরখাস্তে কর্ম্মচ্যুত হইতে পারিবেন।

যদি সহাধিকারিগণ রীতিমত কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহাদিগকে কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার কথা।

৬৮ ধারা। যদি জিলার জজ সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মে যে সহাধিকারিগণ কর্ত্তৃক সংসৃষ্ট ভাবে কার্য্যাধ্যক্ষতা সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি ব্যতীত চলিবে, তবে ঐ জিলার জজ সাহেব যে কোন সময়ে ঐ কার্য্যাধ্যক্ষতাভার উক্ত সহাধিকারিগণকে প্রত্যার্পণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

সহাধিকারিগণের সংসৃষ্ট কবজ অথবা কার্য্যাধ্যক্ষের কবজ পাইলে খাজানা দিবার কথা। একজন সহাধিকারী নিজ অংশের খাজানার জন্য পৃথক্ নালিশ করিতে পারেন।

৬৯ ধারা। পশ্চাৎ উল্লিখিত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন, উক্ত সহাধিকারিগণের সংসৃষ্ট কবজ পাইলে কিম্বা যে স্থলে তাঁহারা বা জিলার জজসাহেব কোন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন সে স্থলে ঐ কার্য্যাধ্যক্ষের কবজ পাইলে সহাধিকারিগণকে দেয় খাজানা দেওয়া যাইবে। উক্ত খাজানার বাকী আদায় করিবার জন্য যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে তাহাতে ঐ সমস্ত সহাধিকারিগণকে পক্ষ করিতে হইবে। সমস্ত সহাধিকারিগণের পরিবর্ত্তে যদি এক বা ততোধিক সহাধিকারী ঐ রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করেন সেই মোকদ্দমা এবং যে মোকদ্দমায় সমস্ত সহাধিকারিগণকে পক্ষ করা হয় নাই সেই মোকদ্দমা মায় খরচা ডিসমিস হইয়া যাইবে।

বর্জ্জিত কথা (১)।—যে স্থলে প্রজা খাজানা পৃথক্ দিবার যুক্তি করিয়াছে তাহার কথা।

বর্জ্জিত কথা (১)।—যে স্থলে কোন প্রজা এবং এক বা ততোধিক সহাধিকারী, অন্য বা অন্য সকল সহাধিকারির সম্মতিক্রমে এই করার করিয়াছে যে, খাজানার যে অংশে এক বা ততোধিক সহাধিকারী অধিকারী তাহা উহাকে বা উহাদিগকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেওয়া হইবে সে স্থলে উক্ত খাজানার অংশ উক্তরূপে দেয় ও উক্ত রূপে আদেয় হইবে।

বর্জ্জিত কথা (২)।—যে স্থলে প্রজা খাজানার অংশ বরাবর পৃথক্ দিয়া আসিতেছে তাহার কথা।

বর্জ্জিত কথা (২)—যে স্থলে প্রজা বহুসহাধিকারির মধ্যে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে, অন্য বা অন্য সকল সহাধিকারির বিনা আপত্তিতে, এক বা ততোধিক সহাধিকারী খাজানার যে অংশের অধিকারী উহা বরাবর দিয়া আসিতেছে, সেস্থলে খাজানার উক্ত অংশ ঐরূপে দেয় এবং ঐ রূপে আদেয় হইবে।

বর্জ্জিত কথা (৩)।—যে স্থলে সহাধিকারী যোগসাযোগের জন্য খাজানার নিজ অংশ প্রাপ্ত না হয়, তাহার কথা।

বর্জ্জিত কথা (৩)—যে স্থলে কোন সহাধিকারী, প্রজা এবং অন্যান্য সহাধিকারির যোগে, প্রজার দেয় খাজানার নিজ অংশ প্রাপ্ত হইতে না পারে, সে স্থলে উক্ত সহাধিকারী খাজানার নিজ অংশ পৃথক্ আদায়ের জন্য মোকদ্দমা করিতে পারে এবং উক্ত মোকদ্দমায় উক্ত অন্যান্য সহাধিকারিকে প্রতিবাদী করিবে।

এক জন সহাধিকারী তালুক সরাসরী নীলামে উঠাইতে পারে না, কিম্বা ভূমি মাপ করিতে পারে না, কিম্বা প্রজার খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারে না, তাহার কথা।

৭০ ধারা। কোন সহাধিকারী অন্যান্য সহাধিকারির সহিত সংসৃষ্টভাবে ভিন্ন কিম্বা সমস্ত সহাধিকারীকর্ত্তৃক বা জিলার জজসাহেবকর্ত্তৃক নিযুক্ত-কর্ম্মাধ্যক্ষ দিয়া ভিন্ন ১৬ অধ্যায়ের বিধানমতে কোন তালুক সরাসরী নীলামে উঠাইতে, কিম্বা উক্ত সহাধিকারিগণের প্রজাগণের ভোগদখলে স্থিত ভূমি মাপ করিতে, কিম্বা উক্ত প্রজাগণের খাজানা বৃদ্ধি করিতে, কিম্বা যে স্থলে উক্ত মাপ বা খাজানা বৃদ্ধি জন্য মোকদ্দমা করা আবশ্যক সে স্থলে, উক্ত সহাধিকারিগণকে উক্ত মোকদ্দমার পক্ষ না করিয়া ঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারিবে না।

---

১১ একাদশ অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণের কতকগুলি মিশ্রস্বত্বের বিধি।

জমীদারগণ যে কয়েক বৎসরের জন্য ইচ্ছা যে কোন পাট্টে এবং যে কোন খাজানায় পাট্টা দিতে সক্ষম, তাহার কথা।

৭১ ধারা। জমীদারেরা যে কয়েক বৎসরের জন্য ইচ্ছা এমন কি চিরকালের জন্য এবং যে কোন পাট্টে এবং চুক্তিকারী পক্ষগণের অতিশয় সুবিধাজনক ও তাহাদের প্রত্যেকের স্বার্থের অতিশয় উপকারী যে কোন খাজানায় সেই ভূমির পাট্টা দিতে পারেন, যে ভূমি তালুকদার, পেটাও তালুকদার বা রায়তগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভোগ দখল করিত না, বা যে ভূমি উক্তরূপে ভোগ করা হইলেও তৎপরে উক্ত জমীদারের খাস বা প্রকৃত অধিকারে আসিয়াছে। কিন্তু এই সকল কার্য্য এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীন এবং নিম্ন-লিখিত নিয়মাবলীর অধীনে হওয়া আবশ্যক, এবং অন্যরূপে হইবে না।

নিয়মাবলীর কথা।

১। প্রজার সহিত যে কোন স্বত্বে চুক্তি হইবে, সেই স্বত্বে তাহার নিয়মাবলীর এবং উহার বিষয়ীভূত খাজানার পরিমাণের বিশেষ নিরূপণ থাকা আবশ্যক।

২। প্রকৃত খাজানার উপর আবওয়াব মাথট নাম দিয়া কিম্বা অন্য নাম দিয়া যে কোন অন্যায় কর ধার্য্য করা হইবে, তৎসমুদায় আইনবিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, এবং উক্ত কর-আদায়কারী ব্যক্তি ৮৭ ধারার বিহিত দণ্ডের নিয়মাধীন হইবে, এবং ঐরূপ আবওয়াব ইত্যাদি দিবার জন্য যদি কোন নিয়ম বা করার থাকে, তৎসমুদায় অসিদ্ধ ও বাতিল হইবে।

৩। ভূস্বামীর সহিত চুক্তিকারী কিম্বা তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি উক্ত ভূস্বামীর স্বাক্ষরিত বা লিখিত ক্ষমতা ভিন্ন ঐ ভূমির অথবা তাহার কর আদায়ের ভার লইতে পারিবে না।

কোন জমীদার লাখেরাজ ভূমি দান করিতে পারে, এবং উক্ত দান কেবল ঐ দাতা, তাহার উত্তরাধিকারিগণ কিম্বা তাহার বা তাহাদের সম্পর্কে দাওয়াকারী, যে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে পারিবে।

ভূম্যধিকারী তাহার প্রজার উপর কোন আবওয়াব ধার্য্য করিতে পারিবে না, তাহার কথা।

৭২ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী (ক) যে কোন ছলে তাহার প্রজার উপর নূতন কর কিম্বা গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব অবধারণকালে দেয় বলিয়া ধরা হয় নাই এরূপ কোন টাকা, কিম্বা যে টাকা আইন দ্বারা অনুমত বা রাজস্বসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অনুমোদিত, প্রাচীন প্রথানুযায়ী নহে, তাহা ধার্য্য করিতে পারিবে না।

কিম্বা তাহার প্রজাগণকে বলপূর্ব্বক হাজির করাইতে বা আইনানুসারে ভিন্ন অন্যরূপে বলপূর্ব্বক খাজানা আদায় করিতে পারে না, তাহার কথা।

(খ) খাজানার ব্যবস্থা করিবার জন্য কিম্বা অন্য কোন অভিপ্রায়ে তাহার প্রজাগণকে হাজির করাইতে কিম্বা এই আইনে বিহিত উপায় ভিন্ন, বলপূর্ব্বক খাজানা আদায় করিবার জন্য, বলপ্রকাশক অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না।

ভূম্যধিকারী প্রজাকে দখল দেওয়াইতে ও ঐ দখল বজায় রাখিতে বাধ্য, তাহার কথা।

৭৩ ধারা। ভূম্যধিকারী প্রজাকে যৎসম্পর্কে তাহাদের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ আছে, সেই তালুক, পেটাও তালুক, যোত বা ভূমির শান্তিপূর্ণ ও নির্ব্বিঘ্ন দখল ও ভোগে যতদিন ঐ সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন রক্ষা করিতে বাধ্য। যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার অধীনে, বা উৰ্দ্ধতন দাওয়াকারী কোন ব্যক্তি উপদ্রব, বা বিঘ্ন করিতেছে কেবল সেই স্থলেই উক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। যে স্থলে তৃতীয় পক্ষ উপদ্রব বা বিঘ্ন করিতেছে, তথায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে না।

নূতন বিলিস্থলে প্রজার প্রার্থনামতে ভূম্যধিকারী হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে উক্ত প্রজাকে দখল দেওয়াইতে বাধ্য।

পাট্টাদাতার স্বার্থের অতিরিক্ত স্বত্বে পাট্টা দেওয়া যাইতে পারে না, তাহার কথা।

৭৪ ধারা। ভূমিতে স্বার্থবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি আপন স্বার্থের অতিরিক্ত স্বত্বে উক্ত ভূমির সিদ্ধ পাট্টা দিতে সক্ষম নহেন।

পাট্টাদাতার স্বার্থের অতিরিক্ত স্বত্বযুক্ত পাট্টা উক্ত স্বার্থের পরিমাণ পর্য্যন্ত সিদ্ধ এবং শুদ্ধ অতিরেকের পক্ষে অসিদ্ধ, তাহার কথা।

পাট্টাদাতার স্বার্থের অতিরিক্ত স্বত্বে পাট্টা দেওয়া হইলে উক্ত স্বার্থের পরিমাণ পর্য্যন্ত সিদ্ধ এবং শুদ্ধ অতিরেকের পক্ষে অসিদ্ধ, কিন্তু যদি উক্ত পাট্টাদাতা উক্ত পাট্টা দিবার পর উক্ত অতিরেক প্রাপ্ত হয়, তবে উক্ত পাট্টাদাতা এবং উক্ত পাট্টাগ্রহীতা এবং ক্রমান্বয়ে তাহাদের বা তাহাদের অন্যতরের অধীনে দাওয়াকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে উক্ত অতিরেকের সম্বন্ধে উক্ত পাট্টা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

আদৌ স্বার্থহীন কোন ব্যক্তি পাট্টা দিলে ঐ পাট্টা তৎপরে প্রাপ্ত স্বার্থের পরিমাণ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইবে, তাহার কথা।

যদি কোন ব্যক্তি যে ভূমিতে তাহার কোন স্বার্থ নাই, সেই ভূমির পাট্টা কোন পাট্টাগ্রহীতাকে দেয় এবং সে উক্ত পাট্টাসূত্রে উক্ত ভূমিতে দখল পায়, এবং

যদি উক্ত পাট্টাদাতা ব্যক্তি তৎপরে উক্ত ভূমিতে কোন স্বার্থ প্রাপ্ত হয়, তবে উক্ত পাট্টাদাতা এবং উক্ত পাট্টা-গ্রহীতা এবং ক্রমান্বয়ে তাহাদের বা তাহাদের অন্তরের অধীনে দাওয়াকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে উক্ত উত্তরকালে প্রাপ্ত স্বার্থের পরিমাণ পর্য্যন্ত উক্ত পাট্টা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

চুক্তি অনুসারে যদি নিষিদ্ধ না হয়, তবে সাধারণ রূপে জরীপ ও মাপ করিবার ভূম্যধিকারির অধিকার আছে, তাহার কথা।

৭৫ ধারা। ৭০ ধারার বিধানের নিয়মাধীন এবং যদি ভূমির দখলীকারগণের সহিত স্পষ্ট নিয়মে নিষিদ্ধ না হয়, তবে ভূম্যধিকারী যে মহাল, তালুক, পেটাও তালুক বা যোতের খাজানা পাইয়া থাকেন, সেই মহাল, তালুক, পেটাও তালুক বা যোতের অন্তঃর্গত তাবৎ ভূমি সাধারণরূপে জরীপ ও মাপ করিতে তাঁহার অধিকার আছে, এবং তদ্ব্যতীত উক্ত জরীপ বা মাপ করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত ভূমিতে তাঁহার প্রবেশাধিকার আছে।

উদাহরণ।

(ক) ক নামক কোন জমীদার নিজ মহালের এক অংশ খকে পত্তনি বিলি করিল; ককে দেয় পত্তনি খাজানা পাঁচ শত টাকা অবধারিত হইল। কাজে কাজেই রায়তেরা খকে খাজানা দিতে লাগিল। ক ও খ উভয়ে পত্তনি পাট্টাভুক্ত ভূমি জরীপ ও মাপ করিবার অধিকারী।

(খ) ক কোন মহালের ভূস্বামী। খ কয়েক মহালের স্থানীয় সীমার মধ্যস্থিত লাখেরাজ ভূমি ভোগ করে। ক, খয়ের লাখেরাজ ভূমি মাপিবার অধিকারী নহে।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে উপস্থিত মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মাপ অনুসারে মাপ করিবার কথা।

৭৬ ধারা। (ক) যেস্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে উপস্থিত মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালত বা কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে ভূমি মাপ হয়, সেস্থলে উক্ত মাপ, যে মাপে কক্ষিমত এক বিঘাতে ১৪৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণমেণ্ট মাপ অনুসারে হইবে। যে পরগণায় ভূমি অবস্থিত সেই পরগণায় নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ডের অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় মাপ দ্বারা যদি উক্ত মোকদ্দমার পক্ষগণের স্বত্ব বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমার ব্যবহারের জন্য গবর্ণমেণ্ট মাপ উক্ত স্থানীয় মাপে পরিণত করিতে হইবে।

প্রয়োজন হইলে স্থানীয় মাপে পরিণত করিবার কথা।

বিবাদস্থলে উক্ত নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ডের দৈর্ঘ্য স্থির করিবার কথা।

(খ) এই আইনমতে কোন মোকদ্দমায় উক্ত নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ডের দৈর্ঘ্য-সম্বন্ধে কোন বিবাদ উঠিলে, কালেক্টর সাহেব তাঁহার নিকট উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় কিম্বা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমায়, উক্ত অভিপ্রায়ে ঐ দেওয়ানী আদালত কালেক্টরের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, উক্ত মানদণ্ডের যথার্থ দৈর্ঘ্য স্থির করিয়া দিবেন। জিলার জজ সাহেবের নিকট ঐ কালেক্টরের নিষ্পত্তির আপীল হইবে। উক্ত আপীল উপস্থিত না করিলে উক্ত কালেক্টরের নিষ্পত্তি শেষ ও চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রজা ভূমির অবস্থা চিরকালের জন্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, তাহার কথা। উৎকর্ষ সাধনের উপবিধি।

৭৭ধারা। (ক) প্রজা যে ভূমি প্রজারূপে ভোগ করে, সেই ভূমি যে অভিপ্রায়ে বিলি করা হইয়াছে, বা যে অভিপ্রায়ে প্রথানুসারে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, সেই অভিপ্রায়মত উক্ত ভূমি যথোচিত নিয়মে ব্যবহার করিতে বাধ্য। রায়ত তাহার ভূম্যধিকারির সম্মতি ভিন্ন যাহাতে ভূমি চিরকালের জন্য কৃষিকার্য্য বা বাগাতকার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, এরূপে ভূমির অবস্থা প্রকৃষ্টরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। কিন্তু যে কোন রায়ত উক্ত সম্মতি ব্যতিরেকে ২৯ ধারায় উল্লিখিত যে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারে।

রায়ত নিজকর্ত্তৃক বা স্বত্ববান্ পূর্ব্বতন রায়ত কর্ত্তৃক রোপিত বৃক্ষ কাটিবার অধিকারী, তাহার কথা।

(খ) রায়ত, যে কোন প্রথা তদ্বিরুদ্ধে থাকুক, তাহার যোতস্থিত নিজ-কর্ত্তৃক বা যে রায়তের নিকট হইতে প্রকাশ্য বা স্বরাও বিক্রয়, দান, উইল, কিম্বা উত্তরাধিকারিত্বদ্বারা উক্ত যোত প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃক রোপিত বৃক্ষ কাটিবার ও নিজ ব্যবহারে আনিবার অধিকারী।

প্রজা হস্তান্তরকরণের নোটিস না পাইলে পূর্ব্ব ভূম্যধিকারিকে দত্ত খাজানার জন্য ভূম্যধিকারির স্বার্থের হস্তান্তরকরণ-সূত্রে প্রাপ্তার নিকট দায়ী নহে, তাহার কথা।

৭৮ ধারা। যে কোন স্থলে ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তরিত হইয়াছে, সেই স্থলে যদি ঐ হস্তান্তরকরণ সূত্রে প্রাপ্তা প্রজাকে হস্তান্তরকরণের নোটিস্ না দিয়া থাকে, তবে যে খাজানা হস্তান্তরকরণের পর পাওনা হইয়াছে, এবং যে ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তরিত হইয়াছে, তাহাকে দেওয়া হইয়াছে সেই খাজানার জন্য উক্ত প্রজা হস্তান্তরকরণসূত্রে প্রাপ্তার নিকট দায়ী নহে।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ কোন কোন স্থলে কি ঘটনাদ্বারা শেষ হয়, তাহার কথা।

৭৯ ধারা। এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে প্রজাই স্বত্ব উহার পক্ষগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাবলীর কোন একটি দ্বারা ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত স্থলে শেষ হইয়া থাকে, অর্থাৎ—

নির্দ্ধারিত সময় অতীত হওন দ্বারা—বর্জ্জিত স্বল।

১। নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য পাট্টাস্থলে—যদি প্রজা ভূম্যধিকারির বিনা আপত্তিতে অতিরিক্তকাল ভোগ না করে, কিম্বা যদি পাট্টার বল ভিন্ন অন্যরূপে

ভূমির দখলে প্রজার স্বত্ব না থাকে, তবে উক্ত নির্দ্ধারিত কাল অতীত হওন দ্বারা।

ভূমাধিকারীর মেয়াদী স্বার্থের স্থিরাকরণদ্বারা। বর্জ্জিতকথা।

২। যে ভূম্যধিকারির স্বার্থ শুদ্ধ কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থায়ী, উক্ত স্বার্থের অতিরিক্তকালে প্রজাই স্বত্ব যাঁহার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই, সেই ভূম্যধিকারী পাট্টা দিলে—যদি পাট্টার বল ভিন্ন অন্যরূপে ভূমি দখলে প্রজার স্বত্ব না থাকে, তবে উক্ত স্বার্থের কাল অতীত হওনদ্বারা, এবং উক্ত ভূম্যধিকারির দখল নিঃশেষ হওয়া দ্বারা।

নোটিস্ দিয়া রায়ত-কর্ত্তৃক ভূমি ইস্তফাকরণ দ্বারা।

৩। নিয়মিত কালের জন্য দেওয়া পাট্টা ভিন্ন অন্য কোনসূত্রে রায়তকর্ত্তৃক ভোগ স্থলে—রায়ত এক যোতরূপে যে ভূমি ভোগ বা চাষ করিয়া আসিতেছে সেই সমগ্র ভূমি ইস্তফা-করণ দ্বারা। বিশেষ নিয়ম এই যে উক্ত ভূমির খাজানার অধিকারী ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার ক্ষমতা-প্রাপ্ত কর্ম্মকারককে রায়তের অভিপ্রায় সম্বলিত নোটিস, ইস্তফা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্ব বৎসরে যে জিলায় বা জিলার কোন অংশে ফসলী বা আমলী সন প্রচলিত তথায় জ্যৈষ্ঠমাসে বা তাহার পূর্ব্বে এবং যে জিলায় বা জিলার কোন অংশে বাঙ্গালা সন প্রচলিত তথায় পৌষমাসে বা তাহার পূর্ব্বে, রায়তের লিখিয়া দিতে হইবে।

যদি রায়ত উক্ত নোটিস্ না দিয়া থাকে এবং ঐ ভূমি অন্য ব্যক্তিকে বিলি করা না হইয়া থাকে, তবে উক্ত রায়ত উক্ত ভূমির খাজানার জন্য দায়ী থাকিবে।

যদি উক্ত খাজানার অধিকারী ব্যক্তি বা তাহার কর্ম্মকারক উক্ত নোটিস্ লইতে বা উক্ত নোটিস্ প্রাপ্তির রসীদ স্বাক্ষর করিয়া দিতে অস্বীকার করে, তবে যে আদালতের এলাকার মধ্যে উক্ত ভূমি বা তাহার কোন অংশ অবস্থিত, সেই আদালতে উক্ত রায়ত দরখাস্ত করিতে পারে। এবং উক্ত দরখাস্ত করিলে উক্ত আদালত উক্ত ব্যক্তি বা তাহার কর্ম্ম-কারকের উপর উক্ত নোটিস্ জারী করাইবেন।

পরিত্যাগকরণ দ্বারা।

৪। হস্তান্তরকরণযোগ্য যোতস্থলে——যৎকালে প্রজা ভূমির চাষ হইতে বা উহার খাজানা দেওয়া হইতে বিরত হইয়া এক বৎসর ধরিয়া নিকটস্থ স্থান হইতে অনুপস্থিত হইয়াছে এবং যৎ-কালে ভূম্যধিকারী প্রজাই স্বত্ব নিঃশেষ হইয়াছে ব্যবহার দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করেন, তৎকালে পরিত্যাগকরণ দ্বারা।

খাজানা না দেওয়ার জন্য রায়তকে উঠাইয়া দেওয়া দ্বারা।

৫। হস্তান্তরকরণযোগ্য যোতস্থলে বাঙ্গালা সনের শেষ কিম্বা ফসলী বা আমলী বা বিলায়তী সনের জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে উক্ত যোতের জন্য বাকী খাজানা পাওনা হইলে,—যে ভূমি সম্বন্ধে উক্ত বাকী পাওনা হইয়াছে সেই ভূমি হইতে উঠাইয়া দেওয়া দ্বারা।

দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বা হুকুম জারী ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন রায়তকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে না। কোন সনের খাজানা না দেওয়ার জন্য উঠাইয়া দিবার যে স্বত্ব থাকে, পরবর্ত্তী কোন সনের খাজানা গ্রহণ করিলে, তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে।

খাজানা না দেওয়ার জন্য ইজারাদার বা পাট্টাদারকে উঠাইয়া দেওয়া দ্বারা।

৬। ভূমিতে চিরস্থায়ী বা হস্তান্তরকরণযোগ্য স্বার্থশূন্য ইজারাদার বা অন্য পাট্টাদারের পক্ষে, বাকী খাজানা পাওনা হইলে এবং দেওয়া না হইলে—পাট্টা বাতিল করা এবং পাট্টাদারকে উঠাইয়া দেওয়া দ্বারা।

দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বা হুকুমজারী ভিন্ন অন্য প্রকারে উক্ত পাট্টা বাতিল করিতে ও উক্ত পাট্টাদারকে উঠাইয়া দিতে পারা যাইবে না।

কোন কোন স্থলে ছাড়িয়া দিবার নোটিস দ্বারা।

৭। কোন রায়ত দখলীস্বত্বশূন্য হইলে এবং ২৬ ধারায় যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে সেরূপ রায়ত না হইলে, কিম্বা নির্দ্ধারিত সময়ের প্রজা তাহার ভূম্যধিকারির স্পষ্ট বা ভাবতঃ সম্মতিতে উক্ত নিরূপিত সময় গত হইবার পরও ভোগ করিলে—৩৩ ধারার বিধানমতে ছাড়িয়া দিবার নোটিস্ দ্বারা।

ব্যাখ্যা।—উচ্ছেদের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা ছাড়িয়া দিবার নোটিসের সহিত একরূপ নহে।

প্রজা ভূম্যধিকারির স্বত্ব অস্বীকার করিলে এবং বিরোধী স্বত্ব উত্থাপন করিলে অস্বীকার দ্বারা।

৮। যে কোন প্রজার পক্ষে—যে মোকদ্দমায় তাহার ভূম্যধিকারী এক পক্ষ আছেন, সেই মোক-দ্দমায় যদি ঐ প্রজা উক্ত ভূম্যধিকারির স্বত্ব অস্বীকার করে এবং এই আইন বা দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইনের বিধানমতে লিখিত বা আদালত কর্ত্তৃক লিখনে পরিবর্ত্তিত বিষয় দ্বারা আপনার বা অন্য ব্যক্তির বিরোধী স্বত্ব আছে ইহা উত্থাপন করে, এবং যদি উক্ত ভূম্যধি-কারী ছয় মাসের মধ্যে উক্ত অস্বীকারকে উক্ত প্রজাই স্বত্ব-বিলোপ-স্বরূপ ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞান করিয়া-ছেন ইহা ব্যবহার দ্বারা প্রকাশ করেন, তবে উক্ত অস্বীকার দ্বারা।

কিন্তু যেস্থলে উক্ত প্রজা উক্ত ভূম্যধিকারী দখল দেওয়াইলে এরূপ দর্শাইতে পারিবে যে উক্ত অস্বীকারকরণ কালে উক্ত ভূম্যধিকারির স্বত্ব নিঃশেষ হইয়াছে বা ব্যর্থ হইয়াছে, বা অগ্রাহ্য হইয়াছে; কিম্বা যেস্থলে উক্ত ভূম্যধিকারী দখল না দেওয়াইলে উক্ত প্রজা এরূপ দর্শাইতে পারিবে যে, প্রকৃত পক্ষে ভ্রম বা ভুলক্রমে ভূম্যধিকারী বলিয়া সে তাহার স্বত্ব স্বীকার করিয়াছে, সেস্থলে অস্বীকার দ্বারা উক্ত বিলোপ অনুমোদনীয় হইবে না।

উদাহরণ।

খ ১২৭১ সালের ১লা বৈশাখ হইতে সন ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত ক নামক জমীদারের নিকট হইতে কোন মহাল ইজারা লইয়া ১২৭২ সালে গ নামক রায়তকে উক্ত মহালের অন্তর্গত কুড়ি বিঘা ভূমি বিলি করিল, এবং গকে দখল দেওয়াইল। ইজারার নিরূপিত কাল গত হইবার সময়ে ১২৮৮ সালের চৈত্র মাহায় ক গকে নোটিস্ দিল, ১২৮৯ সালের খাজানা খকে দিও না। খ ১২৮৯ সালের খাজানার প্রথম কিস্তীর জন্য গয়ের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিল, এবং ঐ মোকদ্দমায় গ খয়ের ভূম্যধিকারিত্ব স্বত্ব অস্বীকার করিল। উত্তরকালে খ কয়ের নিকট হইতে আরও দশ বৎসরের জন্য ইজারা পাইয়া উক্তরূপে খয়ের স্বত্ব অস্বীকার জন্য গকে উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। উক্ত বৃত্তান্ত প্রদর্শন করিলে গকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

যদি ক্রেতা নিঃশেষ করিতে চাহে তাহা হইলে রাজস্ব বা খাজানার বাকীর জন্য নীলাম দ্বারা।

৯। মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের নীলাম খরিদদার ব্যক্তি তত্তৎকালে প্রবল যে কোন আইনদ্বারা পাট্টা না দিবার বা প্রজাই স্বত্ব নিঃশেষ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই আইনের অধীনে খাজানা বা রাজস্বের বাকীর জন্য যৎকালে ভূম্যধিকারির উক্ত মহাল, তালুক বা পেটাও তালুক বিক্রয় নীলাম হইয়া যায় এবং যৎকালে উক্ত ক্রেতা পাট্টা অসিদ্ধ করিতে চাহে, বা উক্ত প্রজাই স্বত্ব নিঃশেষ করিতে চাহে।

শুদ্ধ খাজানা না দেওয়াতে ভূম্যাধিকারী ও প্রজাসম্বন্ধ নিঃশেষ হয় না, তাহার কথা।

ব্যাখ্যা। কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, তবে উক্ত সম্পত্তির জন্য উক্ত প্রজাকর্ত্তৃক উক্ত ভূম্যধিকারিকে দেয় খাজানা না দেওয়ামাত্রে উক্ত সম্বন্ধ নিঃশেষ হইবে না।

যে রায়তকে ভূমি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার পূর্ব্বরোপিত শস্যে অধিকার আছে এবং ঐ শস্য তুলিয়া লইবার জন্য ভূমিতে প্রবেশাধিকার আছে, তাহার কথা।

৮০ ধারা। যেস্থলে ডিক্রীজারীতে রায়তকে ভূমি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেস্থলে যদি উঠাইয়া দিবার কালীন ঐ ভূমিতে শস্য বা অন্য অসংগৃহীত জমীর উৎপন্ন জন্মিয়া থাকে, এবং যদি রায়ত উক্তরূপে উচ্ছেদ না হইলে উহা কাটিবার বা সংগ্রহ করিবার অধিকার পাইত, এরূপ হয়, তবে ঐ উচ্ছেদ সত্তেও রায়ত ঐ শস্য বা উৎপন্ন কাটিবার বা সংগ্রহ করিবার অধিকারী, এবং উক্ত রায়ত সেই শস্য রক্ষা, কাটা, সংগ্রহ করা ও লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে উক্ত ভূমি ব্যবহার করিবার অধিকারী এবং এইরূপ ব্যবহার করিলে যে কয়েক দিনের জন্য রায়ত উক্ত ভূমি ব্যবহার করিবে, রায়ত সেই কয়েক দিনের যথোচিত খাজানা দিবার দায়ী।

ভূম্যধিকারী ইচ্ছা করিলে বিবাদস্থলে আদালত যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে সেই মূল্যে উক্ত শস্য বা উৎপন্ন ক্রয় করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

কিন্তু যদি ভূম্যধিকারী ডিক্রীজারীর দরখাস্ত-কালে উক্ত শস্য বা উৎপন্ন ক্রয় করিবার অভিপ্রায় আছে এইরূপ নোটিস্ দেয়, তবে উক্ত ভূম্যধিকারী উচিত মূল্যে উক্ত শস্য বা উৎপন্ন ক্রয় করিতে পারে।

যেস্থলে উক্ত মূল্যসম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও রায়তে ঐক্য হইবে না, সেস্থলে উভয়ের অন্যতর দরখাস্ত করিলে আদালত উক্ত শস্য বা উৎপন্নের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন এবং ঐ মূল্য নির্দ্দিষ্টকারক হুকুম ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ হইবে।

---

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

বেহারের পক্ষে বিশেষ বিধান।

যদি কোন রায়ত কোন মহালের অন্তর্গত ভূমি ইতি পূর্ব্বে বার বৎসর ভোগ করিয়া থাকে, তবে উক্ত মহালের অন্তর্গত ভূমি তিন বৎসর ভোগ করিলে উক্ত রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মিবে, তাহার কথা।

৮১ ধারা। যে রায়ত সালের মাসের তারিখে জরত ভিন্ন অন্য ভূমি দখল করিতেছে এবং উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসর অবিচ্ছেদে দখল করিয়া আসিতেছে, সেই রায়তের তিন বৎসর অবিচ্ছেদে দখলে স্থিত উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব জন্মিয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যদি প্রথমোক্ত ভূমি যে মহালের অন্তর্গত সেই মহালে কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কালে যে মহাল উক্ত মহালের সহিত এক মহালভুক্ত ছিল সেই মহালে স্থিত জরত ভিন্ন অন্য প্রকার যে কোন ভূমি উক্ত প্রজা উপরোক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বার বৎসরের প্রত্যেক বৎসর দখল করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা।—সম্পূর্ণরূপে ভূস্বামীর জন্য এবং তাহার লাভ লোকসানে, তাহার নিজ মূলধনে, কিম্বা তাহার চাকর বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা, কিম্বা অংশতঃ উক্ত উভয় দলের লোক অবিচ্ছেদে বার বৎসর যে ভূমির কৃষিকার্য্য চালিয়া আসিতেছে, "জরত" ভূমিশব্দে সেই ভূমি বুঝিতে হইবে।

যে ভূমিতে রায়তের দখলীস্বত্ব ছিল, ভূম্যধিকারির সহিত সেই ভূমির বিনিময়ে প্রাপ্ত ভূমিতেও উক্ত রায়তের দখলীস্বত্ব থাকবার কথা।

৮২ ধারা। যে ভূমিতে রায়তের দখলীস্বত্ব আছে তাহার সমগ্র বা কিয়দংশ একই মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের অংশভুক্ত অন্য ভূমির বিনিময়ে স্ব ইচ্ছায় যদি উক্ত রায়ত তাহার ভূম্যধিকারিকে দেয়, তবে উক্ত ভূমির বিনিময়ে প্রাপ্ত ভূমিতে রায়তের দখলীস্বত্ব থাকিবে।

> শস্যাদিরূপে দেয় খাজানা মোট উৎপন্নের অর্দ্ধেকের অতিরিক্ত হইবে না এবং কোন স্পষ্ট করার না থাকিলে মোট উৎপন্নের অর্দ্ধেক হইবে, ইহার কথা।

৮৩ ধারা। যদি খাজানা বাস্তবিক মোট উৎপন্নের কিয়দংশস্বরূপে ভূম্যধিকারিকে দেয় হয়, তবে কোনস্থলেই উক্ত অংশ অর্দ্ধেকের অতিরিক্ত হইবে না, এবং যেস্থলে বিভিন্ন-অংশ নিরূপণকারী কোন লিখিত করারপত্র নাই, সেস্থলে উক্ত অংশ অর্দ্ধেক বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

> যদি খাজানা শস্যাদিরূপে বা শস্যের কিয়দংশের অর্থমূল্যে দেয় হয়, তবে ভূম্যধিকারী বা প্রজা বিবাদস্থলে নিষ্পত্তিকরণার্থে কোন কার্য্যকারক পাঠাইবার জন্য কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে পারেন, ইহার কথা।

৮৪ ধারা। (ক) যেস্থলে খাজানা ভূমির বাস্তবিক মোট উৎপন্নের নির্দ্দিষ্টঅংশ দিয়া কিম্বা ক্ষেত্রস্থ শস্যের আন্দাজ বা যাচাই দ্বারা নিরূপিত উক্ত অংশের তুল্য অর্থমূল্য দিয়া কিম্বা তাদৃশ কোন উপায়দ্বারা দেয় হয়, এবং যেস্থলে দেয় উৎপন্নের অংশ বন্দোবস্ত করিবার জন্য বা দেয় তত্তুল্য অর্থমূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য উভয় পক্ষের, অর্থাৎ ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বয়ং বা কার্য্যকারক দ্বারা উক্ত ভূমিতে একত্র উপস্থিত থাকা আবশ্যক হয়, সেস্থলে যদি উক্ত পক্ষদ্বয় উপরোক্ত অভিপ্রায়ে উক্ত ভূমিতে একত্র উপস্থিত থাকা আপসে বন্দোবস্ত করিতে না পারে, কিম্বা দেয় উৎপন্নের অংশ বন্দোবস্ত করিবার বিষয়ে বা দেয় তত্তুল্য অর্থমূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে উক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন বিবাদ উত্থিত হয়, তবে উক্ত পক্ষদ্বয়ের অন্যতর জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিতে পারেন যে, তিনি উৎপন্নের অংশ বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বা উপরোক্ত তত্তুল্য অর্থমূল্য নির্দ্ধারণ করিতে এবং তদনুসারে নিষ্পত্তি করণার্থে একজন উপযুক্ত কার্য্যকারক পাঠান।

> কালেক্টর কার্য্যকারক পাঠাইবেন, তাঁহার কৃত নিষ্পত্তি দেওয়ানী আদালত নামঞ্জুর না করিলে, বলবৎ হইবার কথা।

(খ) ঐরূপ কোন দরখাস্ত কালেক্টরের নিকট করা হইলে তিনি উক্ত অভিপ্রায়ে কোন উপযুক্ত কার্য্যকারক পাঠাইবেন। উক্ত কার্য্যকারক যেস্থানে ও যে সময়ে নিষ্পত্তি করিবেন, সেই স্থান ও সময়ের যথোচিত নোটিস উভয় পক্ষকে দিবেন এবং তদনুসারে সেই স্থানে ও সেই সময়ে নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং যে পক্ষকে দোষী বোধ করিবেন, সেই পক্ষকে খরচা দিতে আদেশ করিতে পারিবেন। যদি কোন পক্ষ নোটিস পাইয়া হাজির না হয়, তথাপি সেই পক্ষের অনুপস্থিতিতে কৃত নিষ্পত্তিতে তাহাকে বাধ্য হইতে হইবে। নিষ্পত্তি হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে। কোন পক্ষ অসন্তুষ্ট হইলে ঐ নিষ্পত্তি নামঞ্জুর করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। ঐরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত না করিলে, এই নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে।

> দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র যাচাইর পর পনের দিনের মধ্যে কালেক্টরের কাছারীতে আমানত হইবার কথা।

৮৫ ধারা। যদি ভূমির জন্য দেয় খাজানা উক্ত ভূমির বাস্তবিক মোট উৎপন্নের অবধারিত অংশের তুল্য অর্থমূল্য হয় এবং উক্ত তুল্য অর্থমূল্য ক্ষেত্রস্থ শস্যের আন্দাজ বা যাচাই (দানাবন্দী) দ্বারা বা তাদৃশ অন্য কোন উপায়ে নির্দ্ধারিত হয়, তবে দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র উক্ত যাচাইর পর পনের দিনের মধ্যে জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

> রায়ত বা ভূম্যধিকারী শস্যাদিরূপে বা মোট উৎপন্নের অংশের তুল্য মূল্যরূপে দেয় খাজানা বাৎসরিক অর্থখাজানার পরিবর্ত্তিতরূপে পাইবার অধিকারী, তাহার কথা। যে নিয়মে উক্ত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, সেই নিয়মের কথা। পরিবর্ত্তন করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৬ ধারা। দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যে কোন প্রজা কিম্বা উক্ত প্রজার ভূম্যধিকারী ৮৪ ধারার উল্লিখিত রীত্যনুসারে দেয় খাজানা বাৎসরিক অর্থ খাজানায় পরিবর্ত্তিতরূপে পাইবার অধিকারী। উক্ত অর্থ খাজানার প্রত্যেক শস্যকর্ত্তনকালে উৎপন্ন শস্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্পর্ক থাকিবে না, কিন্তু এই আইনের বিধানাধীনে উক্ত অর্থমূল্য বৃদ্ধি হইতে পারিবে। তুল্য শ্রেণীর প্রজাগণকর্ত্তৃক তুল্য প্রকারের ও সন্নিহিত স্থানস্থ তুল্য সুবিধাযুক্ত ভূমির জন্য দেয় প্রচলিত অর্থ খাজানা অনুসারে কিম্বা যদি সন্নিহিত স্থানে উক্তরূপ কোন প্রচলিত হার না থাকে, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের বাস্তবিক মোট উৎপন্নের ভূম্যধিকারির প্রাপ্য অংশের গড় মূল্য ধরিয়া, রায়ত কৃষিকার্য্যের সমস্ত ঝোঁক লইয়াছে সেই বিবেচনায় উহা হইতে উচিতমত কিছু বাদ দিয়া, উক্ত বাৎসরিক অর্থ খাজানা অবধারিত হইবে।

কালেক্টরের নিকট অবলম্বনীয় কার্য্যপ্রণালী-সম্বন্ধে ১৫ অধ্যায়ের বিধান সকল যতদূর প্রাসঙ্গিক হইবে ততদূর এই ধারার বাৎসরিক অর্থ খাজানার বন্দোবস্তসম্বন্ধে খাটিবে।

---

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হানিপূরণ এবং দণ্ডের কথা।

> দেয় খাজানার অতিরিক্ত প্রজার নিকট হইতে ভূম্যধিকারী অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, হানিপূরণের কথা।

৮৭ ধারা। আইনমতে প্রজার দেয় খাজানার অতিরিক্ত কিছু টাকা বা উক্ত ভূমির উৎপন্নের অংশ উক্ত ভূম্যধিকারী উক্ত প্রজার নিকট আইনবিরুদ্ধরূপে লইলে, উক্ত প্রজা উক্ত প্রকারে অন্যায়রূপে গৃহীত টাকা, উক্ত টাকার দ্বিগুণের অনধিক হানিপূরণ সমেত, উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট হইতে আদায় করিবার অধিকারী।

খাজানার কবজ না দিলে হানিপূরণ আদায় হইতে পারিবার কথা।

৮৮ ধারা। প্রজা খাজানাস্বরূপ কিছু টাকা দিলে যদি উহার কবজ না দেওয়া হয়, তবে উক্ত প্রজা উক্ত খাজানা গ্রহীতার নিকট হইতে এইরূপে প্রদত্ত টাকার দ্বিগুণের অনধিক হানিপূরণ আদায় করিবার অধিকারী।

আটক দ্বারা অন্যায়পূর্ব্বক খাজানা আদায় করিলে, হানিপূরণের কথা।

৮৯ ধারা। খাজানা আইনমতে পাওনা হউক বা না হউক, যদি কোন প্রজার নিকট হইতে তাহাকে আইন বিরুদ্ধরূপে কয়েদ বা অন্য প্রকারে আটক করিয়া আদায় করা যায়, তবে উক্ত প্রজা এইরূপ অন্যায় আদায়দ্বারা তাহার যে হানি হইয়াছে সেই হানির যাহা উপযুক্ত পূরণ বলিয়া জ্ঞান হইবে সেই হানিপূরণ আদায় করিবার অধিকারী। ঐরূপ অন্যায়কারী ব্যক্তি আইন মতে যে দণ্ডের বা শাস্তির যোগ্য, এই ধারামত হানিপূরণ দেওয়া গেলে, সেই দণ্ড বা শাস্তির কোন বাধা বা ব্যতিক্রম হইবে না।

যথোচিত বা সম্ভবপর কারণ ব্যতিরেকে যে খাজানা দেওয়া হয় নাই, সেই খাজানার উপর শতকরা ২৫ টাকার অনধিক হানিপূরণ আদালত দেওয়াইতে পারেন, তাহার কথা।

৯০ ধারা। বাকী খাজানা আদায়ের জন্য উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে প্রতিবাদী যথোচিত বা সম্ভবপর কারণ অসত্ত্বে তাহার দেয় খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, এবং ৫৫ ধারার বিধানমতে যে তারিখে উক্ত খাজানা দেয় সেই তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে বাদী বা নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপন্ন বাদীর কর্ম্মকারক উক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করে নাই, কিম্বা যে স্থলে বাদী বা উক্ত কর্ম্মকারক উক্ত প্রস্তাবিত টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, সে স্থলে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পূর্ব্বে ৫৮ ধারার বিধানমতে উক্ত টাকা কালেক্টরীতে আমানত করে নাই, তবে আদালতের পক্ষে ইহা আইনসঙ্গত যে খাজানা বা খরচার জন্য যত টাকার ডিক্রী হইয়াছে তাহা ছাড়া ডিক্রীতে দত্ত খাজানার উপর শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ আদালতের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইবে, সেই হানিপূরণ উক্ত বাদীকে দেওয়ান। এই হানিপূরণ দেওয়াইবার হুকুম হইলে উহার এবং মোকদ্দমার যে খাজানা এবং খরচার ডিক্রী হইয়াছে উহার ডিক্রীর তারিখ হইতে আদায় দেওয়া পর্য্যন্ত শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ চলিবে।

ব্যাখ্যা।—হানিপূরণ ছাড়া ডিক্রীতে প্রদত্ত খাজানার উপর ডিক্রীর পূর্ব্বকালীন সুদ আদালত না দিতে পারেন।

খাজানার জন্য যাহার নামে অন্যায়রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে সেই প্রতিবাদীকে, প্রার্থিত টাকার উপর শতকরা ২৫ টাকার অনধিক ক্ষতিপূরণ আদালতের দেওয়াইতে পারিবার কথা।

৯১ ধারা। বাকী খাজানা আদায়ের জন্য উপস্থিত কোন মোকদ্দমাতে যদি আদালতের এরূপ বোধ হয় যে বাদী বিশিষ্ট বা সম্ভবপর কারণ ব্যতিরেকে প্রতিবাদীর বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে কিম্বা কালেক্টরীতে আমানত করিয়া দিবার তারিখে যত টাকা বাদীর পাওনা বলিয়া আদালতের বোধ হইবে সেই সমস্ত টাকা ৫৮ ধারার বিধানমতে প্রতিবাদী যথাসময়ে কালেক্টরীতে দিয়া আসিয়াছে, তবে উক্ত আদালতের পক্ষে ইহা আইনসঙ্গত যে প্রতিবাদীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যাহা আদালতের বিবেচনায় উপযুক্ত হইবে তত টাকা দেওয়াইয়া দেন, কিন্তু উহা বাদীর প্রার্থিত মোট টাকার উপর শতকরা ২৫ টাকার অতিরিক্ত হইবে না। এবং আদায় বা দেওয়ার দিন পর্য্যন্ত বাৎসরিক শতকরা ১২ টাকা হারে সুদ সমেত উক্ত টাকা, ঐ আদালতের ডিক্রী দ্বারা যে সমস্ত টাকা দিবার অনুমতি হয়, তাহার ন্যায় বাদীর নিকট হইতে আদায় হইবে।

---

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মিয়াদের কথা।

তৃতীয় তফসীলে উল্লিখিত মোকদ্দমা এবং দরখাস্ত উক্ত তফসীলে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে হইবে, নতুবা ডিস্‌মিস্‌ হইয়া যাইবে।

৯২ ধারা। ৯৩ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে এই আইনসংলগ্ন তৃতীয় তফসীলে নিরূপিত মোকদ্দমা, আপীল এবং দরখাস্ত ক্রমান্বয়ে ইহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত যে সময় নির্দ্ধারিত আছে, সেই সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে হইবে; এবং উপস্থিতকরা প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল এবং কৃত দরখাস্ত উক্তরূপে নির্দ্ধারিত মিয়াদের কাল অতীত হইলে, মিয়াদের তর্ক না উঠিলেও ডিস্‌মিস্‌ হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষীয় মিয়াদবিষয়ক আইনের কোন কোন অংশ উক্ত মোকদ্দমা ও দরখাস্তে খাটিবে, তাহার কথা।

৯৩ ধারা। ১৮৭৭ সালের ভারতবর্ষীয় মিয়াদবিষয়ক আইনের নিম্নলিখিত অংশ সকল ৯২ ধারায় উল্লিখিত মোকদ্দমা, আপীল এবং দরখাস্তে খাটিবে; অর্থাৎ, দ্বিতীয় ভাগের ৪র্থ ও ৫ম ধারার ব্যাখ্যা এবং সমগ্র তৃতীয় ভাগ।

যে স্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার পরস্পর স্বত্ত্বসম্পর্কীয় মোকদ্দমার শেষ না হইলে ভূম্যধিকারী খাজানার জন্য প্রজার নামে পূর্ব্বে মোকদ্দমা করিতে না পারে, সে স্থলে সময় গণনার কথা।

৯৪ ধারা। যে স্থলে কোন ব্যক্তিগণের মধ্যে উপস্থিত মোকদ্দমার ফল এই যে তাহারা পরস্পর ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ বিশিষ্ট থাকিবে এবং যত দিন মোকদ্দমা চলিতেছিল ততদিন তাহারা ঐ সম্বন্ধে যুক্ত ছিল, কিন্তু যত দিন না তাহাদের পরস্পরের স্বত্ত্ব মোকদ্দমাদ্বারা অবশেষে নিঃশেষ হইয়াছে, তত দিন ভূম্যধিকারী খাজানার জন্য প্রজার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অক্ষম ছিলেন, সে স্থলে উক্ত কোন প্রজার নামে মোকদ্দমা করিবার মিয়াদের কাল ঐ মোকদ্দমা শেষ হওয়া হইতে গণনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ভূম্যধিকারী ও প্রজায় মোকদ্দমা হইলে তাহার কার্য্যপ্রণালী।

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অথবা তালুকদার অথবা পেটাও তালুকদারদিগের নগদ খাজানা বৃদ্ধি করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

চিরস্থায়ী হস্তান্তরযোগ্য স্বার্থবিশিষ্ট ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন্ আদালতে যাইয়া নালিশ করিবেন, তাহার কথা।

৯৫ ধারা। (ক) যে ভূমিতে রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মিয়াছে সেই ভূমিতে চিরস্থায়ী হস্তান্তরযোগ্য স্বার্থবিশিষ্ট ভূম্যধিকারী, ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট প্রথম তিনটী কারণের এক বা অধিক হেতুতে উক্ত রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে আপন ইচ্ছাক্রমে এই অধ্যায়ের পর লিখিত বিধানমতে দেওয়ানী আদালতে অথবা কালেক্টর সাহেবের নিকট যাইয়া নালিশ করিতে পারেন। উক্ত ধারার ৪র্থ হেতুবশতঃ খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে কেবল মাত্র কালেক্টর সাহেবের নিকট যাইতে পারিবেন।

খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে ইজারা-সত্ত্ব বা পাট্টাপ্রদত্ত স্বার্থবান জমাদার কোন্ আদালতে নালিশ করিবেন, তাহার কথা।

(খ) যে ভূমিতে রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মিয়াছে সেই ভূমিতে ইজারাসত্ত্বত অথবা পাট্টাপ্রদত্ত স্বার্থবিশিষ্ট ভূম্যধিকারী ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট প্রথম কারণত্রয়ের এক বা অধিক কারণবশতঃ পূর্ব্বোক্ত রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে এই অধ্যায়ের পরলিখিত বিধানমতে দেওয়ানী আদালতে যাইয়া নালিশ করিতে পারিবেন, এবং যদি এরূপ স্বার্থের দশ বৎসরের অন্যূন সময় অভুক্ত থাকে, তাহা হইলে তৃতীয় ও চতুর্থ কারণদ্বয় অথবা তাহার অন্যতর কারণবশতঃ খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে এরূপ ভূম্যধিকারী কালেক্টর সাহেবের নিকট যাইয়া নালিশ করিতে পারিবেন; কিন্তু দশ বৎসরের ন্যূন স্বার্থ থাকিলে পারিবেন না।

*১। দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী।

দেওয়ানী আদালতে খাজানাবৃদ্ধির কার্য্যানুষ্ঠান আবেদনপত্রের দ্বারা আরম্ভ করিতে হইবে। যদি আগামী বৎসরের খাজানার ন্যূনাধিক্য করিতে হয় তাহা হইলে কোন্ সময়ে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে তাহার কথা।

৯৬ ধারা। ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণে এক বা অধিক কারণবশতঃ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে ভূম্যধিকারী যদি দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে চাহেন তাহা হইলে উক্ত আদালতে অথবা আদালতের তরফ এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিবেন। আগামী বৎসরের খাজানার ন্যূনাধিক্য করিতে হইলে আবেদনপত্র (ক) যে সকল জিলায় বা জিলার বিভাগে ফসলী বা আমলী সন চলিত তথায় বৈশাখ মাসে বা তাহার পূর্ব্বে (খ) এবং যে সকল জিলায় বা জিলার বিভাগে বাঙ্গালা সন প্রচলিত তথায় অগ্রহায়ণ মাস বা তাহার পূর্ব্বে, দাখিল করিতে হইবে।

আবেদনপত্রে খাজানা বৃদ্ধির সমস্ত হেতুর উল্লেখ থাকিবার কথা।

৯৭ ধারা। এই আবেদনপত্রে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রত্যেক যোতের সম্বন্ধে ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট কোন্ কারণ বা কারণ সমূহবশতঃ খাজানাবৃদ্ধির দাওয়া করা হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনা থাকা আবশ্যক।

প্রথম কারণবশতঃ বৃদ্ধি প্রার্থনা করিলে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকা উচিত, তাহার কথা।

১। যদি উক্ত কারণসমূহের প্রথম কারণবশতঃ খাজানাবৃদ্ধির দাওয়া করা হয়, তাহা হইলে আবেদনপত্রে অধিকন্তু নিম্নলিখিত বিষয় সকলের উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

(ক) রায়তের দখলীকৃত ভূমির পরিমাণ এবং যে স্থলে নানাশ্রেণীর ভূমি থাকে সে স্থলে প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির পরিমাণ।

(খ) উক্তভূমি অথবা উক্তভূমির প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদত্ত খাজানার হার।

(গ) প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদত্ত হারের পরিবর্ত্তে যে হার প্রচলিত আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া বাদী দাওয়া করেন।

দ্বিতীয় কারণবশতঃ বৃদ্ধি প্রার্থনা করিলে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকা উচিত, তাহার কথা।

২। যখন উক্ত কারণসমূহের দ্বিতীয় কারণবশতঃ খাজানা বৃদ্ধি দাবী করা হইবে তখন আবেদনপত্রে অধিকন্তু নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

(ক) যে পরিমাণ ভূমির জন্য পূর্ব্বে খাজানা রায়ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইত এবং যদি নানাশ্রেণীর ভূমি থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির পরিমাণ।

(খ) এরূপ ভূমির জন্য যে মোট খাজানা প্রদত্ত হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির জন্য যে হারে বা হারসমূহে উক্ত খাজানা নির্ণীত হইয়াছিল।

(গ) (ক) চিহ্নিত অংশে নির্দ্দিষ্ট ভূমি অপেক্ষা অতিরিক্ত যে ভূমির জন্য বাদী অধিক খাজানা পাইবার দাবী করেন, তাহার পরিমাণ।

(ঘ) (গ) চিহ্নিত অংশের নির্দ্দিষ্ট ভূমির জন্য যে অতিরিক্ত খাজানা দাবী করা হয়, তাহার পরিমাণ।

(ঙ) মোট যত খাজানার দাবী করা হয় অর্থাৎ খ ও ঘ চিহ্নিত অংশে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার মোট।

তৃতীয় কারণবশতঃ বৃদ্ধি প্রার্থনা করিলে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকা উচিত, তাহার কথা।

৩। যখন তৃতীয় কারণবশতঃ খাজানাবৃদ্ধির দাবী করা হয় তখন আবেদনপত্রে অধিকন্তু নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

(ক) রায়তের ভোগাধীন ভূমির পরিমাণ এবং যে স্থলে নানাশ্রেণীর ভূমি থাকে, প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির পরিমাণ।

* এই কার্য্যপ্রণালীতে খাজানার হার নোটিস এবং তৎ সহিত যোগাযোগ ও পারিভাষিকত্ব সমূহের কোন সম্পর্ক রহিল না।

(খ) এরূপ ভূমির জন্য যে মোট খাজানা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইত এবং যে হারে অথবা হারসমূহে উক্ত খাজানা নির্ণীত হইয়াছিল।

(গ) ভূমির যে উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কারণ ও পরিমাণ।

(ঘ) এরূপ বৃদ্ধি হওয়ার ফলস্বরূপ বাদী যে বর্দ্ধিত খাজানা বা খাজানার হার দাবী করেন।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধান সকল দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমায় খাটিবার কথা।

৯৮ ধারা। (ক) যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত আবেদনপত্র দাখিল করা হইয়াছে, সে আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের বিধানসমূহ অনুসারে কার্য্য করিবেন এবং উক্ত আবেদনপত্র দাখিল করণদ্বারা উপস্থাপিত মোকদ্দমার বিচারের কার্য্যপ্রণালী উক্ত আইনের বিধানসমূহ অনুসারে সম্পাদিত হইবে।

অর্থী-প্রত্যর্থীর মধ্যে উত্থাপিত ন্যায়সঙ্গত বিবাদী বিষয়ের মীমাংসা দেওয়ানী আদালতের করিয়া দিবার কথা।

(খ) উক্ত আদালত ভূম্যধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার স্বত্ব এবং প্রার্থিত খাজানা বৃদ্ধির ন্যায্যতা বিষয়ে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত খাজানা অথবা ন্যায্য অথবা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা যায় এরূপ ন্যূন খাজানা গ্রহণে স্বত্ববান বলিয়া হুকুম দিতে পারিবেন, এবং যত দূর সম্ভব মোকদ্দমার বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্য অর্থী-প্রত্যর্থীগণের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উত্থাপিত সকল বিষয়েরই নিষ্পত্তি করিয়া দিতে পারিবেন। যেস্থলে আদালত খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন, সেস্থলে খাজানা বৃদ্ধি যে বৎসর আবেদনপত্র দাখিল হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী ফসলী, আমলী অথবা বাঙ্গালা সনের আরম্ভ হইতে বলবৎ হইবে।

উদাহরণ।

(ক) ক ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট কারণসমূহের প্রথম কারণবশতঃ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট খ নামক রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিবার জন্য নালিশ করে। সে বলে, খ বিঘা প্রতি এক টাকা খাজানায় ২০ বিঘা জমী ভোগ করে এবং ২০ টাকা খাজানা দেয়; খ যে শ্রেণীর প্রজা সেই শ্রেণীর প্রজাদের তুল্যরূপ সুবিধাবিশিষ্ট সেই প্রকারের নিকটবর্ত্তী ভূমির খাজানা প্রচলিত হার অনুসারে এক টাকা আট আনা। সুতরাং খর খাজানা বর্দ্ধিত হইয়া ৩০ টাকা হওয়া উচিত। খ জবাব দেয় যে, সে ১৫ বিঘা মাত্র জমী ভোগ করে এবং উক্ত প্রচলিত হার যে তাহার প্রদত্ত বিঘা প্রতি এক টাকার অধিক, তাহা সে অস্বীকার করে। প্রচলিত হার যে এক টাকা আট আনা তাহা প্রমাণ করিতে ক অপারগ হইল। তথাপি খ ১৫ বিঘা কি ২০ বিঘা জমী ভোগ করে, এবং তাহার খাজানা ১৫ টাকা কি ২০ টাকা, আদালত তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন।

(খ) ক ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট কারণসমূহের দ্বিতীয় কারণবশতঃ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট খ নামক রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিবার জন্য নালিশ করে। সে বলে, খ পূর্ব্বে বিঘাপ্রতি এক টাকা আট আনা হারে দশবিঘা জমী ভোগ করিত। তাহার পর অল্প দিন হইল, দৈবঘটনাক্রমে আর আট বিঘা জমী তাহার যোতে বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং খর পূর্ব্ব দত্ত ১৫ টাকার পরিবর্ত্তে ২৭ টাকা খাজানা দেওয়া উচিত। দৈবঘটনাক্রমে তাহার যোতে যে জমী বৃদ্ধি হইয়াছে খ তাহা অস্বীকার করে। সে বলে, যে সে পূর্ব্বে দশ বিঘা নয়, পনের বিঘা জমী ভোগ করিত এবং খাজানার হার এক টাকা আট আনা নয়, বিঘাপ্রতি এক টাকা মাত্র ছিল। দৈবঘটনার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। তথাপি খ পূর্ব্বে দশ বিঘা কি পনের বিঘা জমী যোত রাখিত এবং খাজানার হার এক টাকা, কি এক টাকা আট আনা, আদালত তাহার বিচার করিবেন।

(গ) ক দখলীস্বত্ববিশিষ্ট খ নামক রায়তের নামে খাজানাবৃদ্ধির নালিশ করে। নালিশের কারণ এই যে, গবর্ণমেণ্ট খাল কাটান প্রযুক্ত খএর জমীর জল নিঃসরণ হইয়া ঐ জমীর উন্নতি হওয়ায় খএর খরচ এবং চেষ্টা ব্যতিরেকে ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। জমীর উৎপাদিকাশক্তি যে বৃদ্ধি হইয়াছে খ তাহা অস্বীকার করে এবং বলে, যে তাহার জমীর খাজানা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে অপরিবর্ত্তিত থাকা প্রযুক্ত উহার খাজানা বৃদ্ধি দিতে বাধ্য নহে। ক নিজ কথামত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইল। তথাপি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে খ এক খাজানার হারে জমী ভোগ করিতেছে এবং ঐ হার কখন পরিবর্ত্তিত হয় নাই, এ কথা সত্য কি না এবং তজ্জন্য তাহার জমী খাজানা বৃদ্ধি হইতে রক্ষা পাইতে পারে কি না, আদালত ইহার বিচার করিবেন।

২। কালেক্টরের নিকট কার্য্য-প্রণালীর কথা।

খাজানা বৃদ্ধি বা খাজানা বন্দোবস্তের জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা।

৯৯ ধারা। যে ভূম্যধিকারী ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট কারণচতুষ্টয়ের মধ্যে এক বা অধিক কারণবশতঃ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিবার জন্য কালেক্টরের নিকট যাইয়া নালিশ করিতে ইচ্ছা করেন, কিম্বা যে জমীদার, ১১২ ধারার বর্ণিত স্থলে সেই ধারায় উল্লিখিত বিষয় সকলের বিশেষ অবস্থা নিশ্চিত রূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যে জমীর খাজানা পাইতে স্বত্ববান্ সেই জমী অথবা তাহার কোন অংশ যে জিলায় অবস্থিত তথাকার কালেক্টর সাহেবের নিকট তজ্জন্য দরখাস্ত করিবেন।

জমী দুই কিম্বা তদধিক জিলায় অবস্থিত হইলে বিচারাধিপত্যের কথা।

যে স্থলে ভূমি একই কমিশানরের বিভাগের অন্তর্গত দুই বা তদধিক জিলায় অবস্থিত, সেস্থলে উক্ত কমিশানর সাহেব এবং যে স্থলে ভূমি একই কমিশ্যনরের বিভা-

গের অন্তর্গত নহে, এমন দুই বা ততধিক জিলায় অবস্থিত, সেস্থলে রেবিনিউ বোর্ড, কোন কারণ উপযুক্ত বোধ হইলে, আদেশ দিতে পারেন যে উক্ত ভূমির কোন এক অংশ অন্য যে কোন কালেক্টরীর অন্তর্গত তথাকার কালেক্টরের নিকট উক্ত দরখাস্ত উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারিবে। এবং শেষোক্ত কালেক্টর প্রথমতঃই একরূপ দরখাস্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে যেরূপ কার্য্যবিধির অনুসরণ করিতেন এস্থলেও সেইরূপ করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

যে ভূম্যধিকারী এই ধারামত দরখাস্ত করিয়াছেন এই অধ্যায়ে ইহার পর তিনি দরখাস্তকারী নামে অভিহিত হইবেন। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর এবং সত্যপাঠলিখন বিষয়ে ১৬৮ ধারার যে যে বিধান আছে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার দরখাস্তেও সে সকল বিধান খাটিবে।

দরখাস্তকারির (১) হারের তালিকা (২) বর্দ্ধিত জমা-বন্দী, অথবা (৩) বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

১০০ ধারা। দরখাস্তকারী আপন দরখাস্তে যে মহাল তালুক বা পেটাওতালুকের বিষয়ে দরখাস্ত করা হইয়াছে তাহার (১) হারের তালিকা (২) বর্দ্ধিত জমাবন্দী এবং বন্দোবস্তী জমাবন্দীর জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন।

হারের তালিকার অর্থ।

যে ফর্দ্দে বা তফসীলে কোন মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের স্থানীয় প্রচলিতশ্রেণী-বিভাগ-প্রণালী অনুসারে ভূমির শ্রেণী এবং প্রত্যেক শ্রেণীর উপর দেয় খাজানার হার লিখিত থাকে তাহার নাম হারের তালিকা। যেস্থলে ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট কারণসমূহের প্রথম বা দ্বিতীয় কারণবশতঃ খাজানা বৃদ্ধির দাবী করা হয়, তখন উক্ত তালিকায় তালিকা প্রস্তুত করার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত দেয় খাজানার হার প্রকাশ থাকিবে। যখন উক্ত কারণ সমূহের তৃতীয় ও চতুর্থ কারণ বশতঃ খাজানা-বৃদ্ধি দাবী করা হয়, তখন উক্ত ফর্দ্দে উক্ত প্রচলিত হার প্রকাশ থাকিবে, এবং আরও কালেক্টর সাহেব উক্ত কারণসমূহের প্রত্যেক কারণবশতঃ যে বর্দ্ধিত হার নির্দ্ধারিত করিয়া দেন তাহাও প্রকাশ থাকিবে।

জমাবন্দীর অর্থ।

যে ফর্দ্দে বা তফসীলে কোন মহাল, তালুক বা পেটাও-তালুকের রায়তগণের নাম, ভূমির পরিমাণ এবং যখন ভূমি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত তখন প্রত্যেক রায়তের প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির পরিমাণ, প্রত্যেক শ্রেণীস্থ ভূমির জন্য পূর্ব্বে দেয় খাজানার হার, প্রত্যেক রায়তের ভোগাধীন প্রত্যেক শ্রেণীর জমীর সমষ্টির জন্য উক্ত রায়তের দেয় মোট খাজানা, এবং প্রত্যেক রায়তের দেয় খাজানার সর্ব্বসুদ্ধ মোট প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম জমা-বন্দী।

বর্দ্ধিত জমাবন্দীর অর্থ।

যে জমাবন্দীতে অধিকন্তু নিম্নলিখিত বিষয় সকলও প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম বর্দ্ধিত জমাবন্দী।

(ক) যেস্থলে ২২ ধারায় উল্লিখিত কারণ সমূহের প্রথম কারণবশতঃ খাজানা বৃদ্ধির আদেশ করা হয় তখন—পূর্ব্ব দেয় হারের পরিবর্ত্তে কোন শ্রেণীর ভূমির জন্য যে প্রচলিত হারের আদেশ করা হইয়াছে, তজ্জন্য প্রত্যেক রায়তের ভোগাধীন উক্ত শ্রেণীর জমীর জন্য দেয় নূতন মোট খাজানা; এবং প্রত্যেক রায়তের দেয় খাজানার নূতন সর্ব্বসুদ্ধ মোট।

(খ) যখন পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহের দ্বিতীয় কারণবশতঃ খাজানা বৃদ্ধির আদেশ করা হয় তখন—প্রত্যেক রায়তের দখলী বলিয়া প্রমাণীকৃত প্রত্যেক শ্রেণীর অতিরিক্ত ভূমি; পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ প্রত্যেক রায়তের ভোগাধীন উক্ত শ্রেণীর জমীর জন্য দেয় নূতন মোট খাজানা; এবং প্রত্যেক রায়তের দেয় খাজানার নূতন সর্ব্বসুদ্ধ মোট।

(গ) যখন পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহের তৃতীয় অথবা চতুর্থ কারণবশতঃ খাজানা বৃদ্ধির আদেশ করা হয়—তখন প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির জন্য খাজানার যে বর্দ্ধিত হারের আদেশ হইল; তজ্জন্য প্রত্যেক রায়তের ভোগাধীন উক্ত শ্রেণীর সমস্ত ভূমির জন্য দেয় নূতন মোট খাজানা; প্রত্যেক রায়তের দেয় খাজানার নূতন সর্ব্বসুদ্ধ মোট।

বন্দোবস্তী জমাবন্দীর অর্থ।

যে ভূম্যধিকারী, কোন্ রায়তেরা খাজানার জন্য তাঁহার নিকট দায়ী, উক্ত রায়তদিগের দেয় খাজানা কি, এবং যে যে ভূমিখণ্ডের জন্য উক্ত খাজানা উক্ত রায়তদিগের প্রত্যেক কর্ত্তৃক দেয় হইয়াছে তাহা কোথায়, এই সকল নির্ণয় করিতে অপারগ, তাঁহার দরখাস্ত অনুসারে কালেক্টর সাহেব যে জমাবন্দী প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহার নাম বন্দোবস্তী জমা-বন্দী।

ক। হারের তালিকা পাইবার জন্য কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

হারের তালিকার জন্য দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তের সঙ্গে সে যে তালিকা অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকট খাজানা আদায় করিতে চাহে, তাহার নকল দাখিল করিবে।

১০১ ধারা। (ক) যখন দরখাস্তকারী যে মহাল, তালুক বা পেটাওতালুকের জন্য দরখাস্ত হইয়াছে সেই মহাল তালুক বা পেটাওতালুকের হারের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রার্থনা করে, তখন সে তাহার আপনার মতে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত এবং যদনুসারে সে দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রায়তগণের নিকট বর্দ্ধিত খাজানা আদায় করিবার দাবী করে, এরূপ এক হারের তালিকার নকল দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিবে। অধিকন্তু উক্ত দরখাস্তে তাহার, যে সকল কারণবশতঃ উক্ত খাজানা বৃদ্ধি করিতে দাবী করে, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; এবং ২২ ধারায় উল্লিখিত তৃতীয় এবং চতুর্থ কারণস্থলে যে সময় হইতে উক্ত কারণ সকল কার্য্যকর হইয়াছে, তাহাও লিখিত থাকিবে।

(খ) দরখাস্ত হইলে পর কালেক্টর সাহেব যে মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের সম্বন্ধে দরখাস্ত হইয়াছে, তাহার রায়তগণকে নোটিস দিবেন এবং উক্ত নোটিসদ্বারা তাহাদিগকে এক মাসের মধ্যে উপস্থিত হইয়া উক্ত নকলে লিখিত হারে সম্মত হইতে অথবা উক্ত হারে তাহাদের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহা উত্থাপন করিতে, আদেশ করিবেন।

এক মাসের মধ্যে রায়তদিগকে সম্মতি দিবার বা আপত্তি করিবার জন্য নোটিস দিবার কথা।

১০২ ধারা। (ক) যদি নোটিস প্রকাশ বা জারী করার এক মাসের মধ্যে দরখাস্তকারী যাহাদিগের খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন সেই সকল প্রজারা নির্দ্দিষ্ট হারে সম্মতি প্রদান করে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব তদনুসারে হারের তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং ১০৫ ধারার বিধান সকল সে স্থলে খাটিবে। যদি উক্ত রায়তেরা উক্ত নির্দ্দিষ্ট হারে সম্মতি প্রদান না করে, এবং যদি তাহারা অথবা তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং উক্ত হারে আপত্তি করে, কালেক্টর সাহেব যে মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের সম্বন্ধে দরখাস্ত করা হইয়াছে তাহার জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানের অন্তে তিনি তাহার এক বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবেন। এবং সেই বর্ণনাপত্রে দরখাস্তকারিগণ বা তাহাদের মধ্যে কেহ যে হার দাবী করে, তাহার আদেশ বা নিষেধ করিবার এবং তৎপরিবর্ত্তে কোন কম হার আদেশ করিবার কারণ সকল প্রকাশ করিবেন।

যদি রায়তেরা উক্ত হারে সম্মত না হয় কিম্বা আপত্তি করে, তবে কালেক্টরের হারের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য কার্য্যানুষ্ঠানের এবং দরখাস্তকারির দাবীকরা হারের আদেশ বা নিষেধ করিবার কারণ প্রদর্শন করিবার কথা।

(খ)। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত হারের তালিকা প্রচারিত করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে দরখাস্তকারী এবং রায়তদিগকে এই বলিয়া নোটিস দিতে হইবে যে যদি তাঁহার অথবা তাঁহাদের উক্ত হারের তালিকা অথবা তাহার কোন অংশের উপর কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে উক্ত প্রচারের পর এক মাসের মধ্যে সেই আপত্তি উত্থাপন করিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিত দরখাস্ত দাখিল করা আবশ্যক।

দরখাস্তকারী এবং রায়তদিগের নিকট, তাহারা আপত্তি করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ের নোটিসের সহিত হারের তালিকা প্রচার করিবার কথা।

১০৩ ধারা। যদি এই প্রকার কোন আপত্তি দাখিল করা হয়, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব তাহার বিচার করিবার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন এবং নিজ প্রস্তুত হারের তালিকা পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে পারেন। উক্ত এক মাস সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে পর এবং উক্ত হারের তালিকা সংশোধন অথবা পরিবর্ত্তন হইলে পর, কালেক্টর সাহেব উক্ত হারের তালিকা এবং তাহার সঙ্গে তাঁহার কার্য্যবিবরণ এবং দরখাস্তকারী কিম্বা রায়তগণকর্ত্তৃক দাখিল করা আপত্তির দরখাস্তসমূহ বিভাগের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট অথবা বিভাগের কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা রেবিনিউ বোর্ডে পুনর্দৃষ্টি জন্য পেশ করিবেন। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে সময়ে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত আজ্ঞাপত্রদ্বারা কোন্ মোকদ্দমা রেবিনিউ বোর্ড দ্বারা, কোন্গুলি কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা চূড়ান্তরূপে পুনর্দৃষ্ট হইবে, আদেশ করিতে পারিবেন। এরূপ আদেশ করিবার সময় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর খাজানার কত মোট সমষ্টি লইয়া বা কত পরিমিত জমীর জন্য মোকদ্দমা, বা সেই মোকদ্দমায় কত সংখ্যক রায়ত লিপ্ত, তাহা বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা দিবেন।

এরূপে আপত্তি হইলে কালেক্টরের হারের তালিকা সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার কথা।

কালেক্টর হারের তালিকা ও তাহার সহিত তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান এবং আপত্তির দরখাস্ত উর্দ্ধতম রাজস্ব কর্ম্মচারীদের পুনর্দৃষ্টি নিমিত্ত অর্পণ করিবার কথা।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বোর্ড ও কমিশ্যনরের পুনর্দৃষ্টি ক্ষমতা বিষয়ে বন্দোবস্ত করিবার কথা।

১০৪ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড অথবা কমিশ্যনর সাহেব যেরূপ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় তদনুসারে হারের তালিকা এবং ১০৩ ধারার বিধানমতে পেশকরা কার্য্যবিবরণ পুনর্দর্শন, সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিবার এবং সেই সঙ্গে প্রেরিত আপত্তি অথবা তাহার কোন অংশ গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, এবং চূড়ান্ত আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে যদি কোন স্থলে এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সুবিধা বোধ হয়, তাহা হইলে আরও কার্য্যানুষ্ঠান বা তদন্তের জন্য আদেশ করিতে বা অপেক্ষা করিতে পারিবেন। বোর্ড কিম্বা কমিশ্যনর সাহেব পুনর্দর্শনের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার সময় কার্য্যপ্রণালীতে লিপ্ত কোন লোকের অথবা এরূপ লোকের তরফ উপস্থিত কোন উকীল বা আডবোকেটের কথা শুনিতে পারিবেন, কিন্তু শুনিতে বাধ্য হইবেন না।

বোর্ড কিম্বা কমিশ্যনরের হারের তালিকা পুনর্দৃষ্টি, সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবার এবং অধিকন্তু তদন্ত আদেশ করিতে পারিবার এবং স্বার্থবান্ পক্ষের কথা শুনিতে পারিবার কথা।

১০৫ ধারা। (ক) বোর্ড অথবা কমিশ্যনরের চূড়ান্ত অনুমতিপ্রাপ্ত উক্ত প্রকার হারের তালিকা, ১০৬ ধারার কথিত দেওয়ানী আদালতে অথবা কালেক্টরের নিকটস্থ সমস্ত কার্য্যপ্রণালীতে পূর্ব্বোক্ত দরখাস্তকারী এবং রায়তগণের সম্বন্ধে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত তালিকা, ১০২ ধারার (খ) প্রকরণে উল্লিখিত নোটিস্ যে বৎসর দেওয়া হইবে, তাহার পরবর্ত্তী বৎসরের আরম্ভ হইতে, যে সকল জমী লইয়া উক্ত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে দশ বৎসরের

শিকস্তী এবং পৈবস্তীজনিত হ্রাস বৃদ্ধির নিয়মাধীনে হারের তালিকা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবার কথা।

জন্য, এবং তাহার পরও যে পর্য্যন্ত এই আইনানুযায়ী নূতন কার্য্যপ্রণালীদ্বারা পরিবর্ত্তিত না হয় তত দিন বহাল থাকিবে; যে সকল রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ প্রথা, চুক্তি কিম্বা যুক্তিসঙ্গত অন্য কোন বিশেষ কারণে অধিকতর সুবিধাজনক হার পাইতে স্বত্ববান্ নহে, উক্ত তালিকায় নির্দ্দিষ্ট হার, এই আইনের অন্যান্য বিধানসমূহের নিয়মাধীনে, তাহাদের দেয় ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত হার বলিয়া পরিগণিত হইবে।

হারের তালিকার সহীমোহরের নকল এই আইনের বিধান অনুসারে কার্য্য হইয়াছে তন্নির্ণয়ার্থ চূড়ান্ত প্রমাণ হইবার কথা।

(খ) উক্ত হারের তালিকা অথবা তাহার সহী মোহরের নকল, বোর্ড, কমিশনর এবং কালেক্টর সাহেবের কার্য্যপ্রণালী যে এই আইনের বিধানসমূহমতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সকল দেওয়ানী আদালতে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ হইবে।

দরখাস্তকারির দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিয়া হারের তালিকা বলবৎ করিতে পারিবার কথা।

১০৬ ধারা। (ক) দরখাস্তকারী দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিয়া এই প্রকার রায়তের বিরুদ্ধে উক্ত তালিকা জারী করিয়া লইতে পারেন, এবং দশের অনধিক যে কোন সংখ্যক রায়তকে ঐ মোকদ্দমায় সহপ্রতিবাদী করিয়া লইতে পারেন। কিম্বা দরখাস্তকারী হারের তালিকা চূড়ান্ত অনুমতি পাইবার তারিখের পর তিন মাস অন্তে এবং এক বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন।

কিম্বা তিন মাসের পর বর্দ্ধিত জমাবন্দীর জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা।

এরূপ দরখাস্ত পাইলে কালেক্টর সাহেব বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার জন্য কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন এবং এই জন্য এই আইন অনুসারে যে সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিতে শক্তিবান হইয়াছেন সে সমস্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন। যদি কালেক্টর সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধমতে বিশ্বাস হয় যে রায়তদিগের অবাধ্যতা বা অযৌক্তিক আচরণে দরখাস্তকারী হারের তালিকা বলবৎ করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার সমস্ত খরচা ঐ প্রকার রায়তদিগের দিতে হইবে বলিয়া আদেশ করিতে পারেন।

রায়তেরা অবাধ্য হইলে বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার খরচার কথা।

হারের তালিকা প্রস্তুত হওয়া প্রযুক্ত প্রমাণের ভার পরিবর্ত্তিত না হইবার কথা।

(খ) দেওয়ানী আদালত অথবা কালেক্টরের নিকট এই প্রকার যে কোন কার্য্যানুষ্ঠানে হারের তালিকা নির্দ্দিষ্ট ভূমিশ্রেণীর খাজানার হার ভিন্ন আর সকল বিষয় প্রমাণ করিবার ভার উপরি উক্ত ঐ প্রকার রায়তদিগের খাজানা বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রথমতঃই দেওয়ানী আদালতে যাইয়া নালিশ করিলে যেরূপ হইত সেইরূপ দরখাস্তকারির উপরই পড়িবে।

খ। বর্দ্ধিত জমাবন্দী পাইবার জন্য কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

বর্দ্ধিত জমাবন্দীর জন্য দরখাস্তকারী, সে যে বর্দ্ধিত জমাবন্দী অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের নিকট খাজানা আদায় করিতে চাহে, তাহার এক নকল দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিবে, ইহার কথা।

১০৭ ধারা। (ক) যখন দরখাস্তকারী যে মহাল, তালুক বা পেটাওতালুকের জন্য দরখাস্ত হইয়াছে, সেই মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের বর্দ্ধিত জমাবন্দীর প্রার্থনা করে, তখন সে আপনার মতে যে জমাবন্দী ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করে, এবং যদনুসারে সে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তগণের নিকট বর্দ্ধিত খাজানা সংগ্রহ করিবার দাবী করে, এরূপ এক বর্দ্ধিত জমাবন্দীর নকল দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিবে। অধিকন্তু নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক রায়তের খাজানা বৃদ্ধি দাবী করার কারণ অথবা কারণ সকল তাহার স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, এবং ২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় ও চতুর্থ কারণস্থলে যে সময় হইতে উক্ত কারণ সকল কার্য্যকর হইয়াছে তাহারও নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এরূপ বর্দ্ধিত জমাবন্দীর নকলে রায়তের নাম লেখা থাকিলে উহা সে যে তাহার নামের পার্শ্বে লিখিত ভূমিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট, তাহার স্বীকার বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এক মাসের মধ্যে রায়তকে সম্মতি দিবার জন্য বা আপত্তি করিবার জন্য নোটিস দিবার কথা।

(খ) কালেক্টর সাহেব ইহার পর বর্দ্ধিত জমাবন্দীর নকলে যে সকল রায়তের নাম লেখা আছে তাহাদিগকে নোটিস্ দিবেন, এবং সেই নোটিস্ দ্বারা তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক মাসের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বর্দ্ধিত জমাবন্দীর নকলে তাহাদের নিজ নিজ নামে যেরূপ লেখা হইয়াছে, তাহাতে সম্মত হইতে অথবা যদি সেই লেখায় তাহাদের কিছু আপত্তি থাকে, তাহা উত্থাপন করিতে আদেশ করিবেন।

যদি সকল রায়ত উপস্থিত হয় এবং বর্দ্ধিত জমাবন্দীতে সম্মতি দেয়, তবে উহা দশ বৎসরের জন্য উভয়পক্ষকে আবদ্ধ করিবে, এই মর্ম্মে কালেক্টরের আজ্ঞা দিবার কথা।

১০৮ ধারা। (ক) যদি উক্ত নোটিস প্রচার অথবা জারী করার পর এক মাসের মধ্যে ঐ সমস্ত রায়ত উপস্থিত হইয়া যে বর্দ্ধিত খাজানার হারের দাবী করা হইয়াছে তাহাতে, কিম্বা বর্দ্ধিত জমাবন্দীর উক্ত নকলে তাহাদের প্রত্যেকের নামে যেরূপ লেখা হইয়াছে, তাহাতে সম্মতি দেয়, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব আজ্ঞাপত্রের তারিখ হইতে দশ বৎসর সময়ের জন্য ঐ বর্দ্ধিত জমাবন্দী অনুসারে কার্য্য করিতে দরখাস্তকারী এবং উক্ত প্রজারা বাধ্য বলিয়া আজ্ঞা দিবেন, এবং পৈবস্তীতে যোজিত জমীর খাজানা বৃদ্ধি এবং শিকস্তীতে ক্ষরিত জমীর খাজানা হ্রাস সম্বন্ধীয় এই আইনের বিধানসমূহের নিয়মাধীনে, পূর্ব্বোক্ত দশ বৎসর এবং তাহার পরও যত দিন চুক্তি, অথবা এই আইন অনুযায়ী নূতন কার্য্যপ্রণালীদ্বারা পরিবর্ত্তিত না হয়, তত দিন উক্ত দরখাস্তকারী এবং উক্ত রায়তগণ উক্ত

বৰ্দ্ধিত জমাবন্দী অনুসারে কাৰ্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে।

(খ) যদি উক্ত এক মাস সময়ের মধ্যে উক্ত সমস্ত রায়ত উপস্থিত না হয় এবং পূর্ব্বোক্তমত সম্মতি না দেয়, কিম্বা যদি তাহারা অথবা তাহাদের মধ্যে কেহ উপস্থিত হয় এবং যে বৰ্দ্ধিত খাজানার হার দাবী করা হইয়াছে তাহাতে কিম্বা বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীর উক্ত নকলে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি করে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব যে মহাল, তালুক বা পেটাওতালুক সম্বন্ধে দরখাস্ত হইয়াছে তাহার বৰ্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার কাৰ্য্যানুষ্ঠান করিবেন। এই কাৰ্য্যানুষ্ঠানের মধ্যে যে কোন সময়ে যে কোন রায়ত হার এবং বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীর নকলস্থিত বিষয়ে, যতদূর পর্য্যন্ত তাহার নিজের সম্বন্ধ, লিখিত দরখাস্তের দ্বারা সম্মতি দিতে পারে, এবং তাহা হইলে উক্ত রায়ত এবং উক্ত দরখাস্তকারী উক্ত হার ও বিষয় অনুসারে কাৰ্য্য করিতে বাধ্য হইবেন।

যদি রায়তেরা সকলে উপস্থিত না হয়, ও সম্মতি না দেয়, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ নিজের দের হার ও লেখার উপর আপত্তি করে, কালেক্টর বৰ্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিবেন। কোন রায়তের যে কোন সময়ে নিজের নামে লেখাবিষয়ে সম্মতি দিতে পারিবার কথা।

১০৯ ধারা। (ক) এই সকল কাৰ্য্যানুষ্ঠানের উপসংহার হইলে কালেক্টর উহার একবর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং তাহাতে তিনি যে সকল কারণবশতঃ বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীর নকলস্থিত সমস্ত হার বা লেখা অথবা তাহাদের যে কোনটীর আদেশ, নিষেধ বা পরিবর্ত্তন করিবেন, তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। তাহার পর এই সকল বিষয়ে তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি বৰ্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিবেন।

কালেক্টর কাৰ্য্যবিবরণের বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীর নকলের হার ও লেখা আদেশ বা নিষেধ করিবার কারণ প্রদর্শন করিবেন, ইহার কথা।

(খ) উক্ত প্রকারে প্রস্তুত বৰ্দ্ধিত জমাবন্দী প্রচারিত করিতে হইবে; এবং সেই সঙ্গে দরখাস্তকারী ও রায়তদিগকে এই বলিয়া নোটিস দিতে হইবে, যে যদি তাহার অথবা তাহাদের উক্ত বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীতে যে সকল হার ও লেখা আছে, তাহাতে কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে উক্ত প্রচারের পর এক মাসের মধ্যে সেই আপত্তি উত্থাপন করিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিত দরখাস্ত দাখিল করা আবশ্যক।

এক মাসের মধ্যে দরখাস্তকারী ও রায়তদিগকে আপত্তি করিবার জন্য বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীর সঙ্গে নোটিস দিবার কথা।

১১০ ধারা। (ক) যদি দরখাস্তকারী কিম্বা রায়তেরা কিম্বা রায়তদিগের মধ্যে কেহ বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীর হার অথবা লেখার বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করে, তাহা হইলে কালেক্টর তাহার বিচার করিবেন; এবং উক্ত আপত্তি সমূহের সত্যতা অথবা তদন্যথা বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণ পাইবার জন্য তাঁহার যেরূপ আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, এরূপ কোন কাৰ্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে পারিবেন, এবং মূল কাৰ্য্যপ্রণালীতে তিনি যে সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিতেন, এস্থলেও সে সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার যেরূপ ন্যায্য বোধ হয় তদনুসারে তিনি পূর্ব্বোক্ত হার বা লেখা নামঞ্জুর করিবার, সংশোধন করিবার, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিবার, অথবা পূর্ব্বোক্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করিবার, আজ্ঞা দিতে পারেন।

কালেক্টরের আপত্তির বিচার করিবার এবং আজ্ঞা প্রচারের পূর্ব্বে আরো প্রমাণ লইতে পারিবার কথা।

(খ) যে কোন ভূম্যধিকারী বা রায়ত পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞার দ্বারা স্পৃষ্ট হইবে, সে যদি উহাতে অসন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে পূর্ণ ত্রিশ দিনের মধ্যে খণ্ডের কমিশ্যনরের নিকট আপীল রুজু করিতে পারিবে; এবং এরূপ আপীল হইলে উক্ত কমিশ্যনর আরও অনুসন্ধান করিয়া বা তদ্ব্যতিরেকে তাঁহার নিজের যেরূপ ন্যায্য বোধ হয় তদনুসারে আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কালেক্টরের আদেশের উপর আপীল করিবার কথা।

১১১ ধারা। (ক) যদি পূর্ব্বোক্ত বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীতে উক্ত এক মাস সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি না করা হয়, কিম্বা যদি কোন আপত্তি করা হয়, তবে ১১০ ধারার বিধান মতে তাহার নিষ্পত্তি হইবামাত্রেই, দরখাস্তকারী এবং বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীতে উল্লিখিত রায়তগণ যত দিন কাৰ্য্যানুষ্ঠান হইতেছিল তাহার মধ্যে তাহারা অথবা তাহাদের কেহ উপস্থিত হউক আর নাই হউক, পূর্ব্বোক্ত বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীমত কাৰ্য্য করিতে একান্তই বাধ্য হইবে; এবং পৈবস্তীতে যোজিত জমীর খাজানা বৃদ্ধি এবং শিকস্তীতে ক্ষয়িত জমীর খাজানার হ্রাস বিষয়ক এই আইনের বিধান সকলের নিয়মাধীনে উক্ত মাস শেষ হইবার পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত, এবং তাহার পর যত দিন চুক্তি বা এই আইনের অনুযায়ী নূতন কাৰ্য্যানুষ্ঠানদ্বারা পরিবর্ত্তিত না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত উহারা ঐ বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীতে বাধ্য থাকিবে; অধিকন্তু ১০৫ ধারার (খ) প্রকরণের বিধান সকলও এই বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীতে খাটিবে।

যদি আপত্তি না হয় বা হইলেও যদি নিষ্পত্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে নিষ্পত্তির সময় হইতে দশ বৎসরের জন্য বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীতে বাধ্য থাকিবার ও ১০৫ ধারার (খ) প্রকরণ তাহাতে খাটিবার কথা।

(খ) যে রায়ত ঐ প্রকার বৰ্দ্ধিত জমাবন্দীর অনুসারে দরখাস্তকারীকে খাজানা দিতে বাধ্য হয়, সে উক্ত খাজানায় স্বত্ববান্ বলিয়া দাবীকারী কোন তৃতীয় ব্যক্তির ওয়াসিলাৎ দিতে বাধ্য হইবে না; কিন্তু এরূপ মোকদ্দমা কেবল মাত্র উক্ত দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে চলিতে পারিবে।

দরখাস্তকারীকে খাজানা দিতে রায়তকে বাধ্য করিলে রায়তের তৃতীয় ব্যক্তিকে খাজানা দিতে বাধ্য না হইবার কথা।

গ। বন্দোবস্তী জমাবন্দী পাইবার জন্য কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

বন্দোবস্তী জমাবন্দীর জন্য দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তে যে অবস্থাহেতুক তাহাকে দেয় খাজানা স্থির করিতে অপারগ হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিবার কথা।

১১২ ধারা। (ক) যখন দরখাস্তকারী যে মহাল, তালুক বা পেটাওতালুকের সম্বন্ধে দরখাস্ত হইয়াছে সেই মহাল, তালুক বা পেটাওতালুকের বন্দোবস্তী জমাবন্দীর জন্য প্রার্থনা করে, তখন সে তাহার দরখাস্তে যে সকল ঘটনাবশতঃ কোন্ রায়তেরা তাহার নিকট খাজানা দিতে বাধ্য, এরূপ রায়তদিগের দেয় খাজানা কত এবং যে সকল ভুমিখণ্ডের জন্য ঐ সকল রায়তের প্রত্যেককর্ত্তৃক উক্ত খাজানা দেয় হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই; তাহা প্রকাশ করিবে। কালেক্টর সাহেব দরখাস্তকারী পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নির্ণয় করিতে পারে নাই এবং তজ্জন্য হারের তালিকা এবং বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার জন্য অবলম্বিত কার্য্যপ্রণালী কার্য্যকর হইবে না, ইহা স্ববোধমতে বুঝিতে পারিলে, বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন; এবং তাহা হইলে উক্ত মহাল, তালুক বা পেটাও তালুকের রায়তদিগকে নোটিস্ দিবেন।

বিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার জন্য রায়তকে নোটিস দিবার কথা।

(খ) সেই নোটিসে তাহাদিগকে একমাসের মধ্যে উপস্থিত হইতে এবং তাহাদের প্রত্যেকের ভোগ-করা প্রত্যেক ভূমিখণ্ড, তাহার শ্রেণী, পরিমাণ এবং চৌহদ্দী, সেই জমীর জন্য ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত খাজানা, এবং যে খাজানা তাহারা এক্ষণে দিতে স্বীকৃত আছে, সমস্ত বর্ণনা করিতে তাহাদিগকে বলা হইবে। অধিকন্তু প্রত্যেক রায়ত তাহার ভোগ করা জমীতে দখলীস্বত্ব আছে বলিয়া দাবী করে কি না, বর্ণনা করিবে।

যদি রায়ত প্রার্থিতমত বিশেষ বৃত্তান্ত দেয় এবং দরখাস্তকারী তাহাতে সম্মত হয়, কালেক্টর তদনুসারে বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিবেন। যদি বৃত্তান্ত না দেওয়া অথবা দিলেও প্রতিবাদ করা হয়, কালেক্টরের কোন্ জমীর জন্য কোন্ রায়তের কত খাজানা দেয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে কার্য্যারম্ভ করিবার কথা।

১১৩ ধারা। ঐ নোটিস প্রকাশ অথবা প্রদান জারী করার পর এক মাসের মধ্যে যদি রায়তেরা উপস্থিত হয়, এবং নোটিসদ্বারা তাহাদিগকে যে সকল বিষয় বলিতে বলা হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করে, এবং দরখাস্তকারী এই প্রকারে বর্ণিত বিষয়ে সম্মতি দান করে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব তদনুসারে বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিবেন; ১০৮ ধারার (ক) প্রকরণের বিধান সকল বন্দোবস্তী জমাবন্দীতে খাটিবে। যদি ঐ রায়তেরা না উপস্থিত হয়, এবং উক্ত বিষয় সকল না বর্ণনা করে, কিম্বা যদি উক্ত বিষয় সকল তাহাদের বা তাহাদের যে কোন ব্যক্তিদ্বারা বর্ণিত হইলে, দরখাস্তকারী যে সকল কারণে উহার উপর আপত্তি করেন, তাহা কালেক্টর সাহেবের আপাততঃ প্রতীতিতে প্রচুর বোধ হয়, তাহা হইলে কোন্ সকল রায়ত দরখাস্তকারীকে খাজানা দিতে বাধ্য, কোন্ কোন্ জমীর জন্য উক্ত খাজানা দেয়, উক্ত জমীতে রায়তের কিরূপ স্বত্ব আছে, পূর্ব্বদত্ত খাজানা বা হারের অধিক হউক বা না হউক কি পরিমাণ খাজানা বা হার উক্ত জমীর জন্য দরখাস্তকারী উক্ত রায়তদিগের নিকট হইতে আদায় করিতে স্বত্ববান্, তাহা স্থির এবং নির্ণয় করিবার জন্য উক্ত কালেক্টর কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

কালেক্টর কি স্থির করিলেন এবং তাহার কারণ কি কি প্রদর্শন করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানের এক বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

১১৪ ধারা। কার্য্যানুষ্ঠানের উপসংহারে কালেক্টর সাহেব উহার বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবেন; এবং উহাতে ১১৩ ধারার উল্লিখিত নানা বিষয়ের নির্ণয় এবং তাদৃশ নির্ণয়ের কারণ সকল প্রকাশ করিবেন। তাহার পর তিনি ঐ সকল বিষয়ের নিজকৃত নির্ণয় অনুসারে বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিবেন। ১০৯ ধারার (খ) প্রকরণের এবং ১১০ এবং ১১১ ধারার বিধান সকল বন্দোবস্তী জমাবন্দীতে খাটিবে।

সাধারণ বিধান।

দরখাস্তে যে কোন সংখ্যক ভূম্যধিকারী যোগ দিতে পারিবার কথা, কিন্তু কালেক্টরের স্বতন্ত্র কার্য্যানুষ্ঠানের আদেশ দিতে পারিবার কথা।

১১৫ ধারা। ৯৯ ধারামত দরখাস্তে, উক্ত ধারায় বিচারাধিপতাবিষয়ক বিধানের নিয়মাধীনে যে কোন সংখ্যক ভূম্যধিকারীর একযোগ হওয়া আইনসঙ্গত হইবে, এইরূপ একযোগী ভূম্যধিকারীগকল কালেক্টরের কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যয়ের কে কত অংশ দিতে সম্মত তাহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করিতে পারিবেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেব যদি উপযুক্ত মনে করেন যে কোন দরখাস্তকারীর অধিকৃত যে কোন মহাল, তালুক, পেটাও তালুক অথবা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমির সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কার্য্যানুষ্ঠানের আজ্ঞা করিতে পারেন; এরূপ ঘটনা হইলে উক্ত দরখাস্তকারীকে এরূপ স্বতন্ত্র কার্য্যানুষ্ঠানের সমস্ত খরচা দিতে হইবে।

কালেক্টরের মৈত্রীভাবে মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারিবার এবং একপ মিটান সিদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

১১৬ ধারা। ১০১ ধারা, ১০৭ ধারা অথবা ১১২ ধারা অনুযায়ী যে কোন স্থলে কালেক্টর যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে উল্লিখিত বিষয় সকলের নির্ণয় এবং নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দরখাস্তকারী এবং রায়ত এই উভয়ের বিবাদের বিষয় সকল মৈত্রীভাবে মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন, এবং যদি এরূপ মিটান হইয়া যায় তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব মিটান শর্ত্তের রীতিমত নথী প্রস্তুত করিবেন, এবং ঐ নথী অনুসারে কার্য্য করিতে উহাতে লিখিত সকল ব্যক্তি বাধ্য হইবে।

প্রয়োজনমতে কার্য্যানুষ্ঠানের খরচা দরখাস্তকারীর আমানত করিবার কথা; না পারিলে তাহার ফলের কথা।

১১৭ ধারা। (ক) যখন যখন দরখাস্তকারী কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিস্‌দ্বারা আদেশ প্রাপ্ত হইবে, তখন কালেক্টর সাহেব কার্য্যানুষ্ঠান চালাইবার জন্য যে টাকা আবশ্যক বলিয়া নির্দ্ধারিত করিবেন সেই টাকা আমানত করিবে। যদি দরখাস্তকারী তাঁহার উপর নোটিস্ দিবার দিনের পর পনের দিনের মধ্যে ঐ টাকা আমানত না করে, তাহা হইলে কালেক্টর কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কিম্বা তিনি আপনার বিবেচনামতে উক্ত পনের দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেলে উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

যাহারা সহাধিকারী অথবা যাহারা ১১৫ ধারামত একত্র হইয়াছে এরূপ দরখাস্তকারিগণের মধ্যে কেহ কেহ আমানত করিতে অপারগ হইলে তাহার কথা।

(খ) যেস্থলে দুই বা তদধিক দরখাস্তকারী ১১৫ ধারার বিধানমতে একযোগ হয়, সেস্থলে উহাদের মধ্যে যে কেহ তাহার নিজের মহাল, তালুক বা পেটাওতালুকের সম্বন্ধে কার্য্যানুষ্ঠান চালাইবার জন্য কালেক্টর যে টাকা স্থির করিয়া দেন আমানত করিতে পারে, এবং কালেক্টর সাহেব এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান চালাইতে পারেন। কালেক্টরের নোটিস দ্বারা আদিষ্ট টাকার নিজ অংশ আমানত না করে এরূপ যে কোন দরখাস্তকারীর অধিকৃত মহাল, তালুক বা পেটাওতালুকের সম্বন্ধে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার জন্য কালেক্টর আজ্ঞা দিতে পারেন। যদি ঐ দরখাস্তকারিগণ সহাধিকারী হয়, তাহা

দুই বা তদধিক দরখাস্তকারিদের একজন প্রয়োজনীয় টাকা আমানত করিতে পারিবার এবং বাকীদারদের নিকট তাহা আদায় করিতে পারিবার কথা।

হইলে তাহাদের মধ্যে যে কোন একজন অথবা তদধিক ব্যক্তি উক্ত পনের দিন শেষ হইবার পর সাত দিনের মধ্যে আর একজন যে টাকা আমানত করিল না, তাহা আমানত করিতে পারিবে এবং ঐ প্রকারে আমানত করা টাকা দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা দ্বারা আদায় করিতে স্বত্ববান্ হইবে।

অনুমতি ব্যতীত দরখাস্তকারী অপসৃত হইলে অথবা কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে আর নূতন কার্য্যানুষ্ঠান না হইবার কথা।

১১৮ ধারা। যে কোন স্থলে কালেক্টর সাহেব ১১৭ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার আজ্ঞা করেন, এবং যে কোন স্থলে দরখাস্তকারী কালেক্টরের অনুমতি ব্যতীত কার্য্যানুষ্ঠান হইতে অপসৃত হয়েন, সে স্থলে কালেক্টরের নিকট অথবা দেওয়ানী আদালতে প্রথমোক্ত কার্য্যানুষ্ঠানের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট জমার জন্য খাজানা বৃদ্ধির নূতন কার্য্যানুষ্ঠান উক্ত বন্ধ করিবার আজ্ঞার তারিখ হইতে অথবা অপসরণ প্রযুক্ত কার্য্যানুষ্ঠান শেষ হইবার তারিখ হইতে দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে চলিতে পারিবে না। কিন্তু এই ধারায় এমন কিছুই অন্তর্ভুক্ত নাই, যাহার এরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, যে তদ্দ্বারা উক্ত দশ বৎসরের মধ্যে পৈবস্তীতে যোজিত জমীর খাজানা বৃদ্ধি বা শিকস্তীতে ক্ষয়িত জমীর খাজানা হ্রাস করা বন্ধ হইতে পারে।

এবং ১১২ ধারার উল্লিখিত নোটিস্ কিরূপে প্রচার করিতে হইবে, তাহার কথা।

১১৯ ধারা। (ক) ১০১ ধারার (খ) প্রকরণে, ১০২ ১০১, ১০২, ১০৭, ১০৯ ধারার (খ) প্রকরণে, ১০৭ ধারার (খ) প্রকরণে, ১০৯ ধারার (খ) প্রকরণে ও ১১১ ধারার (গ) প্রকরণে যে নোটিসের উল্লেখ আছে, তাহার নকল এবং যেস্থলে হারের তালিকা কিম্বা বর্দ্ধিত জমাবন্দীর অথবা বন্দোবস্তী জমাবন্দীর নকল নথীর সামিল করা হইয়াছে কিম্বা প্রকাশিত করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে, উহারও নকল, যে সকল ভূমির সম্বন্ধে দরখাস্ত করা হইয়াছে, সেই সকল জমী যে সকল গ্রামের অন্তর্গত, এরূপ প্রত্যেক গ্রামের মাল কাছারীতে কিম্বা উক্ত গ্রামের অথবা উক্ত ভূমির কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দিলেই প্রকাশ করা হইবে; এবং উক্ত গ্রামে অথবা উক্ত ভূমি সকলের উপর ঢেঁড়রা দিয়া উক্ত নোটিস্ যে লট্‌কান হইয়াছে তাহার ঘোষণা করিতেও হইবে। বিশেষ এই যে উক্ত হারের তালিকা বা বর্দ্ধিত জমাবন্দী বা বন্দোবস্তী জমাবন্দীর যে অংশটুকুতে উক্ত গ্রামের ভূমির কথা আছে, উক্ত গ্রামে সেইটুকু মাত্র প্রকাশ করা আবশ্যক হইবে।

সাধারণ নোটিসের পরিবর্ত্তে অথবা তাহার অতিরিক্ত ব্যক্তিগত নোটিস দিবার কথা।

(খ) যেস্থলে একজন অথবা কতিপয় মাত্র রায়তের বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান অবলম্বন করা হইয়াছে, কিম্বা যেস্থলে ন্যায্য বলিয়া বোধ হয়, সেস্থলে কালেক্টর সাহেব আপনার বিবেচনামতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক রায়তের নামে তাহার সম্বন্ধীয় বিষয় সকল সম্বলিত এক এক খানি নোটিস প্রদান করা হয়, ঐ নোটিস এই ধারার বিধানমত সাধারণ নোটিসের পরিবর্ত্তে অথবা তাহার অতিরিক্ত হইতে পারে।

রেবিনিউ বোর্ড যে সকল নিয়ম বাঁধিয়া দিবেন কালেক্টর কার্য্যানুষ্ঠানে ঐ সকল নিয়মদ্বারা চালিত হইবার কথা।

১২০ ধারা। হারের তালিকা, বর্দ্ধিত জমাবন্দী অথবা বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান আবশ্যক, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য কালেক্টর সাহেব রেবিনিউ বোর্ডকর্ত্তৃক তাঁহার উপদেশার্থ যে সকল বিধি প্রণীত হয়, তদনুসারে চলিবেন; রেবিনিউ বোর্ড বাঙ্গালাদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মতিক্রমে সময়ে সময়ে এই আইনের বিধান

গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে বিধি প্রণয়ন, রহিত বা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা, বোর্ডের থাকিবার কথা।

সকলের সহিত অসঙ্গত না হয় এরূপ বিধি ঐ সকল বিধানকে বলবৎ করিবার জন্য উক্ত বোর্ডের যেরূপ

আবশ্যক বোধ হয়, প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং প্রণীত হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে, তাহাতে যোগ করিতে ও তাহা রহিত করিতে পারিবেন। ঐ বিধি এবং তাহার বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন এবং রহিত করণ কলিকাতা গেজেটের পর পর তিন ইস্যুতে প্রকাশিত হইবে।

সাক্ষীর সমন এবং পরীক্ষার জন্য এবং দলীল উপস্থিত করাইবারজন্য দেওয়ানী আদালতের যে সকল ক্ষমতা আছে তাহা কালেক্টরের পাইবার কথা।

১২১ ধারা। (ক)। কালেক্টর সাহেব তাঁহার বিবেচনামতে তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানের যে কোন সময়ে হউক, মোকদ্দমার কোন পক্ষ হউক আর না হউক, সাক্ষী সমন করিতে, তাহাদিগকে আদালতে উপস্থিত করিতে এবং তাহাদের পরীক্ষা করিতে এবং দলীলাদি দাখিল করাইতে এবং খরচা দেওয়াইতে, অথবা তাহার ভাগ বিলি করিতে দেওয়ান আদালতের যে সকল ক্ষমতা আছে, তাহা পরিচালনা করিতে পারিবেন; এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের যে সকল বিধান ঐ সকল বিষয়ে খাটিতে পারে, তাহা উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কালেক্টরের সম্বন্ধেও খাটিবে।

সালিশীতে অর্পণ করিবার এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধির বিধান সকল তাহাতে খাটিবার কথা।

(খ) তিনি স্বার্থবান্ ব্যক্তিদিগের সম্মতি ক্রমে, তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানের যে কোন সময়ে আপন বিবেচনামতে, যে কোন বিষয় সালিশীতে সমর্পণ করিতে পারেন, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫০৬ হইতে ৫২২ পর্য্যন্ত ধারার বিধান সকল এই আইনের বিধান সকলের সঙ্গে যতদূর সঙ্গত হয় ঐ সালিশীর কার্য্যানুষ্ঠানে খাটিবে।

রেবেনিউ বোর্ডের সাধারণ উপদেশক্রমে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের বাৎসরিক মূল্যের তালিকা কালেক্টরের প্রস্তুত করিবার এবং পুনর্দৃষ্টি বা মনোনীত করণ জন্য উহা বোর্ডে পেশ করিবার কথা।

১২২ ধারা। (ক) প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব ফসল কাটার সময় ২৩ ধারার (গ) প্রকরণেকথিত প্রধান শস্য সকলের বাৎসরিক দামের তালিকা প্রস্তুত করিবেন। রেবিনিউ বোর্ড সময়ে সময়ে যে সকল সাধারণ আদেশ দিবেন, উক্ত মূল্যের তালিকা তদনুসারে প্রস্তুত হইবে; এবং প্রস্তুত হইলে পর মনোনীত করণের বা পুনর্দর্শনের জন্য উক্ত তালিকা বোর্ডের নিকট সমর্পিত হইবে।

বোর্ডকর্ত্তৃক পুনর্দৃষ্ট ও মনোনীত মূল্যের তালিকা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইবার এবং আপাততঃ প্রতীতিতে উহা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের প্রমাণ হইবার কথা।

(খ)। উক্ত ২৩ ধারার (গ) প্রকরণে কথিত জিলা অথবা ভূখণ্ডের জন্য যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত হইবে, তাহা রেবিনিউ-বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত ও পুনর্দৃষ্ট হইলে উক্ত বোর্ডের একজন সেক্রেটরীর-দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া প্রতি বৎসর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে। এরূপে প্রকাশিত মূল্যের তালিকা এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, এবং যে জিলা বা ভূখণ্ডের জন্য উহা উক্ত প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে তথাকার সেই বৎসরের প্রধান প্রধান শস্যের মূল্যের বিষয়ে আপাততঃ প্রমাণ হইবে।

কালেক্টর জমী জরীপ করিতে এবং রায়তদিগকে হাজির থাকিতে আদেশ করিবেন; নোটিস প্রচারের কথা।

১২৩ ধারা। (ক) কালেক্টর সাহেব তাঁহার বিবেচনামতে কার্য্যানুষ্ঠানের যে কোন সময়ে যে সকল ভূমির জন্য কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে সে সমস্ত জমী অথবা তাহার যে কোন অংশ জরীপ করাইতে পারেন, এবং রায়ত অথবা অন্য স্বার্থবিশিষ্ট লোককে জরীপ করিবার সময় উপস্থিত থাকিতে হইবে, এই উপদেশ দিয়া আজ্ঞা দিতে পারেন। উক্ত আজ্ঞা ১১৯ ধারায় উল্লিখিত নোটিস্ প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত ধারায় বিহিত উপায় অনুসারে প্রচার করিতে হইবে।

হাজির না হওয়ার ফলের কথা।

(খ) যে কোন রায়ত এরূপ আজ্ঞা প্রচারের পর উপস্থিত না হয় এবং তাহার নিজের জমী দেখাইয়া না দেয়, সে সম্পাদিত জরীপ যে ঠিক তদ্বিষয়ে এবং তাহার অনুপস্থিতিতে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান হইবে তদ্বিষয়ে আপত্তি করিতে নিষিদ্ধ হইবে। যদি রীতিমত অনুসন্ধানের পর কালেক্টর সাহেব জমী জরীপ করিতে এবং রায়ত ও জমী ভোগকারী অন্য লোকদিগের নাম নির্ণয় করিতে অপারগ হয়েন, তাহা হইলে ঐ জমীতে ভূম্যধিকারীর সম্পূর্ণ এক্তার বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন। যদি কোন রায়ত বা অন্য ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশ লিপিবদ্ধ হইলে পর পনের দিনের মধ্যে উপস্থিত হয় এবং তাহার পূর্ব্বে অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব তাহার যেরূপ ন্যায্য বিবেচনা হয়, সেইরূপ যে কোন শর্ত্তে বা নিয়মে তাঁহার পূর্ব্ব অভিপ্রায় প্রকাশ পরিবর্ত্তন অথবা রদ করিতে পারেন। যদি উক্ত রায়ত অথবা অন্য ব্যক্তি ঐরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব উক্ত অভিপ্রায়প্রকাশ পরিবর্ত্তন বা তাহা রদ করিতে অস্বীকার করিয়া আজ্ঞা করিতে পারেন। ১১০ ধারার (খ) প্রকরণে বিধান সকল ঐ আজ্ঞায় খাটিবে।

এই আইন অনুসারে কার্য্য জন্য বিশেষ কালেক্টর নিযুক্ত হইবার এবং কালেক্টর অথবা বিশেষ কালেক্টরের তত্ত্বাবধানাধীনে ডেপটী কালেক্টরের কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

১২৪ ধারা। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই অধ্যায়ের কার্য্যানুষ্ঠের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন, এবং জিলার কালেক্টর এবং উক্ত ব্যক্তির এই আইনমতে অর্পিত কার্য্য ভাগ করিয়া লইবার জন্য যেরূপ সুবিধা বোধ হয় তদ্রূপ আদেশ দিতে পারেন। যে কোন ডেপটী

কালেক্টর, জিলার কালেক্টর অথবা কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির শাসন ও তত্ত্বাবধানে ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৬, ১২৭ এবং ১২৮ ধারায় কালেক্টরকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা সমস্ত বা অংশতঃ পরিচালনা করিতে পারিবেন। কালেক্টর সাহেব, হয় আপন ইচ্ছায়, না হয় ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া প্রকাশ করে এমন লোকের দরখাস্ত মতে উক্তরূপ শাসন এবং তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন।

আমলা প্রভৃতি নিয়োগের কথা।

১২৫ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক সেই উদ্দেশে কৃত বিধি সমূহের অধীনে কালেক্টর সাহেব এই অধ্যায়ের বিধান সকল অনুসারে ধার্য্য হইবার জন্য আবশ্যক সমস্ত কার্য্য এবং সমস্ত অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজনমত আমলা ও অন্য কর্ম্মকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই সকল কর্ম্মকারকের বেতন ও চাকরীর মিয়াদ কমিশ্যনরের সম্মতির অধীন হইবে।

কার্য্যানুষ্ঠান শেষ হইলে কালেক্টর সমস্ত খরচার হিসাব প্রস্তুত করিবেন, অতিরিক্ত আমানত ফিরাইয়া দিবার এবং কম হইলে আদায় করিবার কথা।

১২৬ ধারা। ১০৪ ধারামতে চূড়ান্ত সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া হারের তালিকার জন্য কার্য্যানুষ্ঠান চূড়ান্ত হইয়া যাইবামাত্র অথবা ১১০ এবং ১১৪ ধারামতে রুজু করা আপীল অথবা উত্থাপন করা আপত্তি নিষ্পত্তি হইয়া গেলে কালেক্টর সাহেব এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানের মোট ব্যয়ের এক হিসাব প্রস্তুত করিবেন। যদি এই মোট ব্যয় ১১৭ ধারামতে আমানতী টাকার মোট অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে দরখাস্তকারীদিগের মোট আমানতী টাকার অংশ অনুসারে বাকী টাকা উহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি এরূপ (ব্যয়ের) মোট সমষ্টি, আমানতী টাকার মোট সমষ্টি অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ১১৭ ধারার বিহিত নোটিস্ দিবার পর ১৫ দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীদিগের ঐ ফাজিল টাকা ঐরূপ অংশে দিতে হইবে। এরূপ দেওয়ার ত্রুটী হইলে রাজকীয় প্রাপ্য আদায়ের জন্য সে সময়ে যে আইন বলবৎ থাকিবে, তাহার বিধানসমূহ অনুসারে রাজকীয় প্রাপ্যের ন্যায় ঐ টাকা আদায় হইতে পারে।

হিসাবে কার্য্যানুষ্ঠানের কোন্ কোন্ বাব ধরিতে হইবে তাহার কথা।

১২৭ ধারা। ১২৬ ধারামতে প্রস্তুত কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে নিম্নলিখিত বাব সকল ভুক্ত হইতে পারে।

(ক) যে কালেক্টর অথবা ডেপুটী কালেক্টর দ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত বেতন ও বায়বরদারী অথবা উহার কোন অংশ। এই বাবমত খরচ স্থির করিবার সময় কার্য্যানুষ্ঠানে কালেক্টর বা ডেপুটী কালেক্টরের সময়ের যে অংশ ব্যয় হইয়াছে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(খ) ১২৫ ধারামতে নিযুক্ত আমলাদিগের বেতন অথবা যেস্থলে উক্ত আমলারা অনেক কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল, সেস্থলে যে কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে উক্ত আমলাগণের দত্ত সময়াংশের অংশানুযায়ী উক্ত বেতনের ভাগ।

উপবিধান।

(গ) সমস্ত নৈমিত্তিক ব্যয় এবং কার্য্যানুষ্ঠানার্থ যে ব্যয় বাস্তবিক করা হইয়াছে। কিন্তু কালেক্টর অথবা কমিশ্যনর সাহেব আপন বিবেচনামতে ১১০ ধারা অথবা ১১৪ ধারানুযায়ী রুজু করা আপীল অথবা উত্থাপন করা আপত্তি মীমাংসা করিবার সময় আজ্ঞা করিতে পারেন যে উহার অব্যবহিত খরচা আপত্তিকারী অথবা আপীল রুজুকারী, অথবা কার্য্যানুষ্ঠানে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তি উহার প্রতিবাদ করে, তাহার দিতে হইবে।

যখন দরখাস্তকারী কৃতকার্য্য হন রায়তেরা খরচা দিতে বাধ্য ; খরচা এক বৎসরের বর্দ্ধিত খাজানার অধিক না হইবার কথা।

১২৮ ধারা। (ক) যে স্থলে বর্দ্ধিত জমাবন্দী প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং কার্য্যানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ দরখাস্তকারী বর্দ্ধিত খাজানায় স্বত্ববান্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেস্থলে কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে রায়তদিগের নিকট হইতে খরচা দেওয়াইবার হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু কোন রায়তই বর্দ্ধিত জমাবন্দী অনুসারে নির্দ্ধারিত তাহার যোতের এক বৎসরের খাজানার অধিক খরচা দিতে বাধ্য হইবে না। কালেক্টর সাহেব আপন বিবেচনা মতে আদেশ দিতে পারেন যে, এই কারণবশতঃ যে কোন রায়তের দেয় খরচা তিন বৎসরের অনধিক যে কোন সময় পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দী দ্বারা প্রদত্ত হইবে। কালেক্টরের হুকুমের তারিখ হইতে আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত প্রকার প্রত্যেক কিস্তির উপর শতকরা বাৎসরিক ছয় টাকার হিসাবে সুদ দিতে হইবে।

কিস্তীবন্দী অনুসারে খরচা দেয় হইতে পারে।

অনাদায়ী খরচা বাকী খাজানার ন্যায় আদায় হইতে পারিবার কথা।

(খ) এই ধারা অনুসারে রায়তের দেয় খরচা যদি হুকুমের তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে না দেওয়া হয়, অথবা যেস্থলে খরচা কিস্তিবন্দীতে দেয়, যদি কোন কিস্তির নির্দ্ধারিত দিনে সেই কিস্তি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাকী খাজানা যে উপায়ে আদায় হয়, উক্ত খরচা সেই উপায়ে আদায় হইবে।

রায়তের নকল পাইতে স্বত্ববান্ হইবার কথা।

১২৯ ধারা। কার্য্যানুষ্ঠানের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট সকল ব্যক্তিই এই অধ্যায়ের বিধান সকলের অনুযায়ী কালেক্টর কর্তৃক প্রস্তুত বর্ণনাপত্র এবং কোন হারের তালিকা বর্দ্ধিত জমাবন্দী অথবা বন্দোবস্তী জমাবন্দীর সহী মোহরের নকল পাইতে স্বত্ববান্ হইবে। এইরূপ

নকল লইবার খরচা উক্ত ব্যক্তির দিতে হইবে। চারি আনা ফী দাখিল করিলে রায়ত কোন জমাবন্দীর যতটুকুতে তাহার সম্পর্ক আছে, ততটুকুর সহী মোহরের নকল পাইতে স্বত্ববান্ হইবে।

দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট মতে জিলার জজ সাহেবের এক স্থান হইতে রুজু করা বহুসংখ্যক মোকদ্দমা উঠাইয়া কালেক্টরের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিবার কথা।

১৩০ ধারা। যেস্থলে একই স্থানে যোত রাখে এরূপ রায়তগণের বিরুদ্ধে এক বা ততোধিক ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতে বহুসংখ্যক মোকদ্দমা রুজু করে, এবং দেওয়ানী আদালতের এরূপ বাঞ্ছনীয় বোধ হয় যে উক্ত মোকদ্দমাসমূহ এই অধ্যায়ের অন্তর্গত বিধানসমূহ অনুসারে কালেক্টরের দ্বারা নিষ্পত্তি হওয়া উচিত, সেস্থলে উক্ত দেওয়ানী আদালত যে জিলার জজ সাহেবের অধীন, সেই জজ সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে অনুরোধ করিতে পারিবেন। উক্ত জিলার জজ সাহেব যদি উচিত বিবেচনা করেন, উক্ত মোকদ্দমা সকল উঠাইয়া উক্ত কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে কালেক্টর সাহেব ৯৯ ধারার বিধানসমূহমতে তাঁহার নিকট দরখাস্ত হইলে যেরূপ করিতেন, উক্ত মোকদ্দমা সকলও সেইরূপে নিষ্পত্তি করিবার জন্য কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। যেস্থলে জজ সাহেবের অর্পণমত কালেক্টর সাহেব হারের তালিকা, বর্দ্ধিত জমাবন্দী অথবা বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার জন্য কার্য্যানুষ্ঠান করিতে যাইবেন, সেস্থলে তিনি এরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমির প্রতি উক্ত হারের তালিকা, বর্দ্ধিত জমাবন্দী অথবা বন্দোবস্তী জমাবন্দী খাটিবে, তাহা স্থির করিয়া লইবেন।

যেখানে বিবাদ আছে সেখানে কালেক্টরের আপন ইচ্ছামতে খাজানা বন্দোবস্ত করিতে পারিবার কথা।

১৩১ ধারা। যদি কোন জিলার কালেক্টর সাহেবের এরূপ প্রতীতি হয় যে তাঁহার জিলার কোন বিস্তৃত স্থানের মধ্যে খাজানার সম্বন্ধে সম্ভবতঃ শান্তিভঙ্গ উপস্থিত করিতে পারে, এরূপ বিবাদ উপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত উক্ত স্থানের রায়তগণকর্ত্তৃক ভূম্যধিকারীদিগকে দেয় খাজনার বিষয়ে বন্দোবস্ত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ প্রতীতিকে মনে স্থান দিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন এবং কমিশনর সাহেবের দ্বারা উহা শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন। যদি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা হৃদ্বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি কালেক্টর সাহেবকে আপন ইচ্ছামতে খাজানার বন্দোবস্ত করিতে ক্ষমতা দিতে পারিবেন। এইরূপ ক্ষমতা পাইলে পর ৯৯ ধারামতে দরখাস্ত করা হইলে কালেক্টর যে সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিতেন এই উদ্দেশে তিনি সেই সকল ক্ষমতার সহিত বন্দোবস্তের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

৩। তালুকদার এবং পেটাওতালুকদারদিগের দেয় নগদ খাজানা বৃদ্ধি করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

তালুক অথবা পেটাওতালুকের খাজানা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক ভূম্যধিকারির দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

১৩২ ধারা। নিম্ন-লিখিত স্থলসমূহে অর্থাৎ—

(ক) যেস্থলে ভূস্বামী আপন অব্যবহিত অধীন স্বার্থবান্ তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করিবার দাবী করে;

(খ) যে স্থলে তালুকদার আপন অব্যবহিত অধীন স্বার্থবিশিষ্ট পেটাওতালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করিবার দাবী করে;

(গ) যে স্থলে উর্দ্ধতন পেটাওতালুকদার আপনার অব্যবহিত অধীন স্বার্থবিশিষ্ট পেটাওতালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করিবার দাবী করে;

(ঘ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ১৮ ধারার বিধানসমূহ অনুসারে নির্দ্ধারিত হারে ভূমি ভোগে স্বত্ববান্ রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিবার দাবী করে;

(ঙ) যেস্থলে ভূম্যধিকারী ৪২ ধারার বিধানসমূহ অনুসারে ৪১ ধারার নির্দ্দিষ্ট ভূমির খাজানা বৃদ্ধি করিবার দাবী করে;

উক্ত ভূস্বামী, তালুকদার, উর্দ্ধতন পেটাওতালুকদার অথবা ভূম্যধিকারীকে দেওয়ানী আদালতে অথবা দেওয়ানী আদালতের তরফ নিযুক্ত কোন কর্ম্মকারকের নিকট এক আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে। আগামী বৎসরের খাজানা ন্যূনাধিক করিতে হইলে (ক) যে জিলায় অথবা জিলার যে সকল অংশে ফসলী বা আমলী সন প্রচলিত, তথায় বৈশাখ মাসে বা তাহার পূর্ব্বে কিম্বা (খ) যে জিলায় অথবা জিলার যে সকল অংশে বাঙ্গালা সন প্রচলিত, তথায় অগ্রহায়ণ মাসে বা তাহার পূর্ব্বে উক্ত আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

আগামী বৎসরের খাজানা ন্যূনাধিক করিতে হইলে কোন্ সময়ে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে, তাহার কথা।

এই প্রকারে দেওয়ানী আদালতে দাখিল কর্‌া সমস্ত আবেদনপত্রের প্রতি ৯৮ ধারার বিধান সকল বর্ত্তিবে।

---

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

কোন্ কোন্ স্থলে ডিক্রী ব্যতীত সরাসরী বিক্রয়দ্বারা বাকী খাজানা আদায় হইবার কথা।

কোন্ কোন্ প্রকার তালুকের সরাসরী বিক্রয়ের জন্য দরখাস্ত করিতে ভূস্বামীর স্বত্ববান্ হইবার কথা।

১৩৩ ধারা। ৭০ ধারার বিধান এবং এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিধানসমূহের নিয়মাধীনে মালগুজারী মহালের ভূস্বামীরা যে সকল পত্তনী এবং অন্যান্য তালুক সৃষ্টি কালীন বন্দোবস্তের করারে বাকী খাজানার নিমিত্ত বিক্রয় করিবার অথবা বিক্রয় করাইবার স্বত্ব বিশেষরূপে আপন হস্তে রাখিয়াছেন, সেই সকল পত্তনী তালুক বা অন্যান্য তালুকের সাময়িক বিক্রয়ের জন্য যেরূপ ইতঃপর ১৩৪ এবং ১৩৫ ধারায় বিহিত হইয়াছে, তদনুসারে দরখাস্ত করিতে স্বত্ববান্। যে সকল স্থলে বিক্রয়ের করারে সময় সম্বন্ধে কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই

সেই সকল স্থলেই এই ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করা সীমাবদ্ধ হইবে এরূপ নহে। উহা কেবল মাত্র বৎসরের শেষে বিক্রয় করিবার করার বিশিষ্ট বন্দোবস্তে ভোগাধীন তালুকেও তুল্যরূপে বর্ত্তিবে।

১৩৪ ধারা। (ক) বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে অর্থাৎ যে বৎসরের খাজানা বাকী তাহার পর বৎসরের প্রথমে ঐরূপ যে কোন ভূস্বামী ১৩৩ ধারায় যে সকল তালুকের প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল তালুকের সমস্ত বা যে কোন অধিকারীদিগের নিকট গত বৎসরের হিসাবে তাঁহার নিজ প্রাপ্য যাহা বাকী আছে তাহার বিশেষরূপে বর্ণনা সম্বলিত দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট দাখিল করিতে পারিবেন।

পহেলা বৈশাখে প্রথম বিক্রয়ের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা।

(খ) এইরূপ প্রাপ্য বাকীর বিশেষ বর্ণনা, ইহার পর, কালেক্টরের কাছারীর কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার সঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে যদি দাবী করা টাকা আগামী পহেলা জ্যৈষ্ঠের পূর্ব্বে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার পরিশোধ জন্য বাকীদারের তালুক ঐ দিবস প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে। যদি জ্যৈষ্ঠমাসের পহেলা রবিবার অথবা অন্য কোন ছুটির দিন হয়, তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে তাহার পর প্রথম যে দিন কাছারী খুলিবে সেই দিন বিক্রয় হইবে।

পাওনার অনাদায়ে বিক্রয়ের নোটিসের সঙ্গে প্রাপ্য বাকীর বিশেষ বর্ণনা কালেক্টরের কাছারীতে লটকাইয়া দিবার কথা।

(গ) এই রূপ এক নোটিস ভূস্বামীর নিজ সদর কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইবে এবং ঐ নোটিসের নকল অথবা নোটিশের যে অংশ কোন বিশেষ স্থলে খাটিবে তাহার উদ্ধৃত অংশের নকল ভূস্বামী, তালুকের কার্য্য যেস্থানে সম্পন্ন হয়, তথায় অথবা বাকীদারের তালুকের মধ্যে প্রধান গ্রাম বা নগরে উক্তরূপে প্রচারিত হইবার জন্য পাঠাইয়া দিবেন। ভূস্বামী কেবল উপরি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর প্রতিপালন জন্য দায়ী রহিবেন।

ভূস্বামীর সদর কাছারীতে উক্ত প্রকার নোটিস লট্‌কাইয়া দিবার এবং তালুকে প্রচার করিবার কথা।

(ঘ) ঐ নকল অথবা তাহার যে উদ্ধৃত অংশ স্থল বিশেষের প্রতি বর্ত্তে একজন পেয়াদাদ্বারা জারী করিতে হইবে; ঐ পেয়াদা বাকীদারের রসীদ অথবা তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষের রসীদ অথবা যেস্থলে তাহাদের ঐ রসীদ অপ্রাপ্য হয়, নিকটবাসী তিনজন সম্পন্ন লোকের স্বাক্ষর, ঐ নোটিস্ যে ঐ জায়গায় আনীত এবং প্রকাশিত হইল তাহার প্রমাণস্বরূপ ফেরত আনিবে।

তালুকে প্রচার করিবার জন্য আদেশ করা নোটিস দেওয়া এবং দিবার বিশিষ্ট প্রমাণের কথা।

যদি গ্রামের লোকেরা প্রমাণস্বরূপ তাহাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার করে, তাহা হইলে ঐ পেয়াদা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী মুন্সেফের কাছারীতে অথবা যেখানে মুন্সেফ নাই, সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী থানায় যাইবে, এবং তথায় ঐ নোটিস্ রীতিমত প্রচার করা হইয়াছে এই মর্ম্মে আপন ইচ্ছায় শপথ করিবে। উক্ত মুন্সেফ বা থানার কর্ম্মকারক উক্ত মর্ম্মের এক সার্টিফিকেট সহী এবং মোহর করিয়া উক্ত পেয়াদার হস্তে দিবেন।

ব্যাখ্যা।—উক্ত নকল অথবা উহার যে অংশ স্থলবিশেষে খাটে সেই অংশ বাকীদারের নিজের হস্তে প্রদান করা ও উহা কাছারীতে অথবা তালুকস্থিত প্রধান গ্রাম বা নগরে প্রচার করা ঠিক তুল্যস্থানীয় হইতে পারে না।

(ঙ) যদি উক্ত রসীদ বা প্রমাণস্বরূপ গৃহীত স্বাক্ষরের মর্ম্ম হইতে এরূপ বোধ হয় যে নোটিস্ বৈশাখমাসের পনেরই তারিখের পূর্ব্বে যে কোন সময়ে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত রসীদ বা স্বাক্ষর নির্দ্ধারিত দিবসে বিক্রয়ের কার্য্যানুষ্ঠানের উপযুক্ত প্রতিভূ স্বরূপ হইবে।

১৩৫ ধারা। বৎসরের মধ্যভাগে কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিনে ভূস্বামী আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রচলিত বৎসরের খাজানার হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য বাকীর এক বর্ণনাপত্র সম্বলিত দরখাস্ত কালেক্টরের নিকট দাখিল করিতে পারিবেন। এবং যদি অগ্রহায়ণ মাসের পহেলা তারিখের পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত বাকীর সমস্ত না দেওয়া হয়, অথবা উহার যে অংশ, কার্ত্তিক মাসের মধ্যবর্ত্তী দাবীর সহিত বাকী খাজানা একত্র করিলে যে মোট টাকা হয় তাহা হইতে বাদ দিলে, বৎসরের প্রথম হইতে কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত ভূস্বামীর কিস্তিবন্দী অনুসারে যে মোট দাবী হয় তাহার চতুর্থাংশ বা চারি আনা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই অংশ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত অগ্রহায়ণ মাসের পহেলা তারিখে বাকীদারের তালুক নীলাম হইবে বলিয়া উক্ত ভূস্বামী উক্তরূপ প্রচার করিতে পারিবেন।

কার্ত্তিক মাসে দ্বিতীয় বিক্রয়ের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা।

জাত মাগাইদ বাকী যদি বৎসরের খাজানার এক চতুর্থাংশ বা তাহার অধিক হয়, তাহা হইলে বিক্রয় হইবার কথা।

১৩৬ ধারা। (ক) যদি তালুকের খাজানার হিসাবে ভূস্বামীর দাবীকৃত বাকী ১৩৪ বা ১৩৫ ধারা অনুসারে এরূপ তালুক বিক্রয়ের নির্দ্ধারিত দিবসের ঠিক পূর্ব্ব দিন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ১৪০ এবং ১৪১ ধারার বিহিত প্রকারে সর্ব্বদায় শূন্যভাবে বিক্রয় হইবে। ১৩৭ এবং ১৩৮ ধারার বিহিতস্থল ভিন্ন অন্যস্থলে যদি উক্ত দাবীর টাকা পূর্ব্বোক্ত বিক্রয়ের দিনের পূর্ব্ব দিনের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দেওয়া বা দাখিল করা না হয়, তাহা হইলে অন্য কোন কারণবশতঃ উক্ত বিক্রয় স্থগিত অথবা মুলতবী রাখা যাইবে না।

দাবীকৃত বাকী না দাখিল করা হইলে বিক্রয় স্থগিত না হইবার কথা।

ব্যাখ্যা।—ভূস্বামীর দাবীকৃত বাকী উক্ত ভূস্বামীকে অথবা উহা গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহার কর্ম্মকারককে দেওয়া যাইতে পারে; অথবা গবর্ণমেণ্টের খাজানাখানাসমূহে গ্রহণ করার বিধিসমূহের নিয়মাধীনে ১৪৬ ধারার বিধানসমূহ অনুসারে বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট কালেক্টরের খাজানাখানায় দাখিল করা যাইতে পারে।

বিক্রয় নামঞ্জুরের জন্য মোকদ্দমা হইবার কথা।

(খ) ভূস্বামীর প্রাপ্য খাজানা বাকী নাই এই কারণে অথবা অন্য কোন কারণে যে কেহ ভূস্বামীর বিক্রয় করিবার স্বত্ব প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা করে, বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার জন্য ভূস্বামীর নামে নালিশ করিতে এবং উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে পারিলে সম্পূর্ণ খরচা এবং ক্ষতিপূরণ সহিত ডিক্রী পাইতে তাহার ক্ষমতা থাকিবে।

এরূপ মোকদ্দমায় ক্রেতাকে পক্ষ করিবার কথা।

(গ) এরূপ মোকদ্দমায় খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করা যাইবেক এবং বিক্রয় না মঞ্জুর করিয়া ডিক্রী দিতে হইলে যে ভূস্বামীর প্রার্থনামত বিক্রয় হইয়াছে, সেই ভূস্বামীর খরচে খরিদারের সমস্ত ক্ষতির যাহাতে পূরণ হয় আদালত সতর্ক হইয়া তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

উদাহরণ।

এই সমস্ত স্থলে উপযুক্ত কারণ দর্শান হইয়াছে।

(ক) পত্তনীদার ক তাহার পত্তনী তালুক বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার জন্য নালিশ করে, সে বলে ১৩৪ ধারার (খ) প্রকরণে যেরূপ বিধান আছে কালেক্টরের কাছারীর কোন প্রকাশ্য স্থানে সেরূপ নোটিস্ লট্‌কাইয়া দেওয়া হয় নাই এবং তাহার কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল।

(খ) কোন পত্তনী তালুকের সংসৃষ্ট মালিক ক, খ ও গ পত্তনী তালুক বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার জন্য নালিশ করে, এবং তাহারা বলে ১৩৪ ধারার (গ) প্রকরণে যেরূপ বিধান আছে তদনুসারে নোটিসের কোন নকল অথবা তাহার উদ্ধৃত অংশ কাছারীতে অথবা ভূমিস্থিত প্রধান গ্রাম বা নগরে প্রচারিত হয় নাই। যদিও বোধ হয় ক ও খর হস্তে নকল দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি উহাদের কথা ঠিক সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল।

নিম্নলিখিত স্থলে উপযুক্তকারণ প্রদর্শন করা হয় নাই।

(গ) পত্তনীদার ক পত্তনী তালুক বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার জন্য নালিশ করে; তাহার নালিশের কারণ এই যে, ১৩৪ ধারার (গ) প্রকরণের বিধানানুসারে ভূমির প্রধান গ্রাম বা নগরে কিম্বা কাছারীতে নোটিসের নকল বা তাহার উদ্ধৃত অংশ প্রচার করা হয় নাই। প্রমাণ হইল যে নোটিসের নকল বা তাহার উদ্ধৃত অংশ উক্ত প্রকরণের বিধান মত প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু পেয়াদা উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের বিধানমত বাকীদারের বা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষের রসীদ অথবা নিকটবাসী তিনজন সম্পন্নলোকের স্বাক্ষর ফেরত আনে নাই এবং ঐ প্রকরণমত সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী মুন্‌সেফের নিকট অথবা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী থানায় ঐ নকল বা তাহার উদ্ধৃত অংশ যে প্রকাশ করিয়াছে তাহার জন্য আপন ইচ্ছায় শপথও করে নাই।

বাকীদারের বিক্রয়ের পূর্ব্বে সরাসরী তদন্তের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা।

১৩৭ ধারা। (ক) যে কোন স্থলে তালুকদার বিজ্ঞাপিত নোটিসে নির্দ্দিষ্ট ভূস্বামীর কোন বাকী খাজানার দাওয়ার প্রতিবাদ করে, সে স্থলে উক্ত তালুকদার নোটিসের সময়ের মধ্যে সরাসরী তদন্তের জন্য দরখাস্ত করিতে ক্ষমতাবান্ হইবে; তাহার পর যদি সম্ভব হয়, বিক্রয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হইতে পারে এই উদ্দেশে ভূস্বামীকে নোটিসের পর সুবিধামত অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার কবুলিয়ত এবং অন্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে বলা হইবে।

যদি দাবীকৃত খাজানা না আমানত করা হয় তবে বিক্রয় স্থগিত না হইবার কথা।

(খ) যদি এরূপ হুকুম বাহির হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী কার্য্যানুষ্ঠান সেই নিষ্পত্তি অনুসারে সম্পাদিত হইবে। কিন্তু যদি মোকদ্দমা বিক্রয়ের দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, তাহা হইলে মোকদ্দমা সত্বেও পর্য্যায়ানুসারে ঐ তালুকের ডাক হইবে, এবং যদি ভূস্বামী কিম্বা বিক্রয় স্থলে উপস্থিত তাহার কোন কর্ম্মকারক দাবীর টাকা পাইবার জন্য জেদ্ করে তাহা হইলে উহা বিক্রয় হইবে, এবং জবাবদিহীর ভার ঐ ব্যক্তির উপর থাকিবে; এবং যদি দাওয়া প্রতিবাদকারী তালুকদার দাবীকৃত টাকা কিম্বা তত মূল্যের কোম্পানির কাগজ দাখিল না করে, অথবা পূর্ব্বে দাখিল না করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিক্রয় বন্ধ হইবে না, এবং সরাসরী মোকদ্দমাও চলিতে দেওয়া হইবে না; এবং যদি টাকা আমানত না করা হয় তাহা হইলে, যাহাকে বাকীদার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার বিক্রয় নামঞ্জুরের জন্য অথবা ক্ষতিপূরণের জন্য রীতিমত মোকদ্দমা করা ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় থাকিবে না।

তদন্ত প্রার্থনা না করিলে মোকদ্দমা করিবার ক্ষমতা না যাইবার কথা।

(গ) এই ধারামত সরাসরী তদন্তের জন্য দরখাস্ত না করিলে তালুকদারের উক্তরূপ রীতিমত মোকদ্দমা করিতে বাধা হইবে না।

পেটাওতালুকদার তালুক বিক্রয় হইলে আপনাদের পেটাওতালুকের স্বত্ব উচ্ছেদ হইতে আপনাদিগকে যে যে উপায়ে রক্ষা করিতে পারিবে তাহার কথা।

১৩৮ ধারা। প্রথম শ্রেণীর পেটাওতালুকদারদিগকে তালুক বিক্রয় হইলে তাহাদের পেটাওতালুকের স্বত্ব উচ্ছেদজনিত ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম সকল বিধান করা হইয়াছে।

যে টাকার জন্য তালুক বিক্রয় হইতেছে সেই টাকা দিয়া।

(১) এরূপ একজন বা তদধিক পেটাওতালুকদার, বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন হইলে কালেক্টরী খাজানাখানায় অথবা বিক্রয় সম্পাদক কর্ম্মচারির নিকট যে টাকা

আদায়ের জন্য তালুক বিক্রয় হইয়া যাইতেছে, সেই টাকা দিতে পারে এবং এরূপ টাকা দেওয়া হইলে ঐ বিক্রয় বন্ধ থাকিবে।

বাকী শোধ করিবার জন্য পূর্ব্বে টাকা দাখিল করিয়া।

(২) উক্ত পেটাওতালুকদারদিগের মধ্যে যে কেহ একজন বা তদধিক ব্যক্তি তালুক বিক্রয়ের জন্য নির্দ্ধারিত দিনে যে দাবী বাকী থাকিবার সম্ভাবনা পরিণামে সেই বাকী দাবী শোধ করিবার উপযুক্ত টাকা পূর্ব্বেই দাখিল করিতে পারে; এবং যদি দাখিল করা টাকা দাবী শোধের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে বিক্রয় হইবে না, কিন্তু ভূস্বামীকে তাহার দাবীর টাকা দিবার পর, যদি কিছু বেশী থাকে তাহা যে ব্যক্তি টাকা দাখিল করিয়াছিল, তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে।

যদি দাখিল করা টাকা পেটাওতালুকদারের স্থানে পাওনা খাজানা হয়, তাহা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৯ ধারা। (ক) যে স্থলে ১৩৮ ধারামতে কোন পেটাওতালুকদার আপনার পেটাওতালুক রক্ষা করিবার নিমিত্ত টাকা দিয়াছে, যদি ঐ দাখিল করা সমস্ত টাকা অথবা তাহার কোন অংশ যে তালুক বিক্রয় হইবে তাহার অধিকারীর উক্ত পেটাওতালুকদারের নিকট পাওনা টাকা হয়, তবে পাওনা কি না আমানত করিবার সময় স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে হইবে, এবং যে খাজানার দাবী ঐ সময়ে তাহার নামে উপস্থিত আছে অথবা যে বৎসর বা যে কএক মাসের জন্য বিক্রয়ের নোটিস প্রকাশ হইয়াছে সেই মাস বা বৎসরের হিসাবে ঐ বিজ্ঞাপিত তালুকের অধিকারী তাহার বিরুদ্ধে যে দাবী উপস্থিত করিতে পারে, সেই দাবী শোধের জন্য উক্ত দাখিল করা সমস্ত টাকা বা তাহার যে কোন অংশ আবশ্যক বোধ হয়, তাহা দাখিলকারী প্রজার হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

যদি দাখিল করা টাকা আপন ঘর হইতে অগ্রিম দেওয়া টাকা হয়, তবে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

(খ) যদি যে ব্যক্তি তালুক বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য টাকা আমানত করে সে আপনার নিকট হইতে প্রাপ্য সমস্ত খাজানা বা তাহার অংশ দিয়া থাকে, এবং সেইজন্য আমানত করা টাকা সমস্ত বা অংশতঃ তাহার নিজ হইতে অগ্রিম দেওয়া হয়, এবং খাজানার হিসাবে শোধ না হয়, তাহা হইলে উক্ত আমানতী টাকা অথবা (ক) প্রকরণের লিখিত মত খাজানার দাবীর শোধের পর যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহা তাহার নামে ভবিষ্যৎ খাজানার দাবী শোধের জন্য জমা করা হইবে না, অথবা উসুলও দেওয়া হইবে না; বরং ঐ উপায়ে রক্ষিত তালুকের অধিকারীকে প্রদত্ত দেনা বলিয়া গণ্য হইবে; এবং উক্তরূপে রক্ষিত তালুক আমানতকারীর নিকট টাকার প্রতিভূ থাকিবে; এবং বন্ধক দ্রব্যে বন্ধকগ্রহীতার যেরূপ দাওয়া থাকে তদ্রূপ আমানতকারীর ঐ তালুকে দাওয়া থাকিবে; এবং যে টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে তাহা ঐ তালুকের উপস্বত্ব হইতে আদায় করিবার জন্য দরখাস্ত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ ঐ তালুকের দখল পাইতে স্বত্ববান্ হইবে।

বাকীদার তালুকদার যদি তালুক ফিরিয়া পাইতে চাহে, তবে অগ্রিম দেওয়া সমস্ত টাকা সুদ সমেত অবশ্য দিবার কথা।

(গ) যে ব্যক্তি অগ্রিম টাকা দিয়া ঐ তালুককে উক্ত প্রকার স্বার্থ-লাভ করিয়াছে এবং তৎপ্রযুক্ত দখল প্রাপ্ত হইয়াছে, যদি বাকীদার তালুকদার সেই ব্যক্তির হস্ত হইতে আপন তালুক ফেরত পাইতে ইচ্ছা করে, তবে উক্ত ব্যক্তি যে তারিখ হইতে দখল প্রাপ্ত হইয়াছে সেই দিন পর্য্যন্ত শতকরা বার টাকার হিসাবে সুদ সমেত সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে, অথবা অগ্রিম দেওয়া সমস্ত টাকা সুদ সমেত তালুকের উপস্বত্ব হইতে শোধ হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য রজু করা রীতিমত মোকদ্দমায় প্রমাণ না করিতে পারিলে, সে উক্ত তালুক ফেরত পাইতে স্বত্ববান্ হইবে না।

পর্য্যায়ক্রমে লাট বিক্রয় হইবার কথা; নোটিসের রসীদ ও হিসাব লইয়া ভূস্বামীর তরফ লোক উপস্থিত থাকিবার কথা।

১৪০ ধারা। (ক) পূর্ব্বে কাছারীতে লট্কান নোটিস বিক্রয়ের সময় খুলিয়া লওয়া হইবে এবং সেই নোটিসে যেরূপ পর পর আছে তদনুসারে লাট সকল বিক্রয়ের জন্য ধরা হইবে। ভূস্বামীর তরফ একজন লোক প্রত্যেক বিজ্ঞাপিত লাটের বাকীর হিসাবে বিক্রয়ের দিন পর্য্যন্ত যত টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহার এক বিশেষ বর্ণনাপত্র এবং সেই সঙ্গে ১৩৪ ধারার (ঘ) প্রকরণে উল্লিখিত সার্টিফিকেট অথবা রসীদ লইয়া বিক্রয় স্থলে উপস্থিত থাকিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপস্থিত করা বর্ণনাপত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা করা এবং তাহা হইতে বাকীর সত্তা নির্ণীত না হয়, কিম্বা যতক্ষণ রসীদের নোটিস না পড়া হয়, ততক্ষণ কোন লাট বিক্রয়ার্থ ধরা যাইবে না। এই সকল নিয়ম যে প্রতিপালিত হইল তাহা প্রত্যেক লাট বিক্রয়ের সময়ের স্বতন্ত্র কার্য্যানুষ্ঠানে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

বৎসরের মধ্যভাগে দ্বিতীয়বার বিক্রয়ের সময় কিস্তীবন্দী উপস্থিত করিবার কথা।

(খ) যদি ১৩৫ ধারার বিধানমতে বর্ণিত বিক্রয় হয়, তাহা হইলে বাকীদারের কিস্তীবন্দীও উপস্থিত করিতে হইবে; যেন তদ্দ্বারা বিক্রয়ের দিন পর্য্যন্ত দাবীর চারি আনা অংশের অধিক বাকী আছে দৃষ্ট হইতে পারে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা স্থিরীকৃত না হয় ততক্ষণ বিক্রয় হইবে না।

কাগজপত্রের শুদ্ধতা ইত্যাদির জন্য ভূস্বামীরই কেবল দায়ী হইবার কথা।

(গ) এইরূপ উপস্থিত করা কাগজপত্রের শুদ্ধতা এবং সত্যতা জন্য কেবলমাত্র ভূস্বামী দায়ী হইবেন, আর কেহ হইবে না। কালেক্টর সাহেব অথবা বিক্রয়কারী কর্ম্মচারী কেবল উহার প্রকাশ্যতা ও

ন্যায্যতা ভিন্ন এবং এই অধ্যায়ে তাঁহার চলিবার উপদেশের জন্য যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার প্রতিপালন ভিন্ন, অন্য কোন বিষয়ের জন্য তাঁহাকে জবাবদিহী করিতে হইবে না।

প্রকাশ্য কাছারীতে কালেক্টরকর্ত্তৃক বিক্রয় হইবে; বিক্রয়ের অবশ্য দ্রষ্টব্য কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১৪১ ধারা। (ক) ভূমির রাজস্বের সংগ্রাহক যে কালেক্টর সাহেবের কালেক্টরীর এলাকাধীন ভূমি, তিনি প্রাকাশ্যস্থানে বিক্রয়-কার্য্য সম্পাদন করিবেন; যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য ডাকে তাহাকে তালুক বিক্রয় করা যাইবে। প্রকৃত বাকীদার ভিন্ন যে কেহ হউক ডাকিতে পারিবে; যাহার দাবী শোধের জন্য বিক্রয় হইতেছে সে এবং বাকীদারের পেটাওতালুক-দারেরা বর্জ্জিত হইবে না, (অর্থাৎ তাহারা ডাকিতে পারিবে); পণের টাকার মধ্যে শতকরা পনের টাকা বিক্রয় শেষ হইবার অব্যবহিত পর-ক্ষণে দিতে হইবে এবং বিক্রয়-কার্য্য-নির্ব্বাহক কর্ম্ম-চারী আমানত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা হাতে আছে অথবা দুই ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করিতে পারিবে, আপন হৃদ্বোধমতে এরূপ নিশ্চয় জানিতে না পারিলে কোন ব্যক্তির ডাক গ্রাহ্য করিতে অথবা ডাকদারকে লাট দেওনে অস্বীকার করিতে ক্ষমতা-বান্ হইবেন।

শতকরা পনের টাকা যদি আমানত না করা হয়, কিম্বা পণের বাকী টাকা যদি না দেওয়া হয়, তবে দ্বিতীয়বার বিক্রয় হইবার কথা; শেষোক্ত স্থলে আমানত বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

(খ) যদি ঐ শতকরা পনের টাকা দুই ঘণ্টার মধ্যে না দেওয়া হয়, অথবা উক্ত সময়ের মধ্যে ঐ টাকার তুল্যমূল্য কোম্পানির কাগজ দাখিল করা না হয়, তবে সেই দিনেই লাট পুনর্ব্বিক্রয় হইবে। যদি পণের অবশিষ্ট টাকা অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে জিলার সদর মোকামের বাজারের মধ্যে ঢেঁড়রা দিয়া ঘোষণাকরতঃ তৎপর দিবসে অর্থাৎ নবম দিবসে ঐ লাট যে পুনর্ব্বিক্রয় হইবে তাহার নোটিস্ দেওয়া হইবে। নোটিসের পর নির্দ্ধারিত সময়ে, উহা প্রথম ক্রেতার দায়ে বিক্রীত হইবে। প্রথম ক্রেতার অগ্রিম দত্ত শতকরা পনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। উক্ত ক্রেতা দ্বিতীয় বিক্রয়ের দর প্রথম বিক্রয়ের দর হইতে ন্যূন হইলে তাহার জন্যও দায়ী হইবে। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারীর বিষয়ে যে কার্য্যবিধান আছে তদনুসারে ঐ বাকী টাকা আদায় হইবে।

বাজেয়াপ্ত আমানতী টাকা কিরূপে নিয়োজিত হইবে, তাহার কথা।

(গ) বাজেয়াপ্ত করা আমানতী শতকরা পনের টাকা বিক্রয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিয়োজিত হইবে; অবশিষ্ট গবর্ণমেণ্টে জমা হইবে।

তালুক বিক্রয় হইলে উহা বাকীদারের কার্য্যদ্বারা উৎপন্ন দায় হইতে মুক্তভাবে বিক্রয় হইবার কথা।

১৪২ ধারা। (ক) বাকী খাজানার জন্য ১৩৩ হইতে ১৪১ পর্য্যন্ত ধারা সমূহের নিয়মানুসারে প্রকাশ্য নীলামে যে সকল তালুক বিক্রয় হইবে, বাকীদার অধিকারী, তাহার উত্তরাধিকারী কিম্বা তাহার স্বরূপ অন্য ব্যক্তির কার্য্যদ্বারা ঐ তালুকে যে সকল দায় পৌঁছিয়াছে সেই সকল দায়ে আবদ্ধ না হইয়া বিক্রয় হইবে বলিয়া এতদ্দ্বারা আদেশ করা হইল, 'কিন্তু যেস্থলে তালুককে এরূপ দায়ে আবদ্ধ করিবার ক্ষমতা, যে লিখিত পঠিত বন্দোবস্তে ঐ তালুক ভোগ করা হইত, তদন্তর্গত কোন স্বত্ব অনুসারে স্পষ্ট করিয়া অধিকারীকে দেওয়া হইয়াছে, সেস্থলে এ নিয়ম বর্ত্তিবে না।

ভূস্বামীর সম্মতি ব্যতীত ভূমির হস্তান্তরিতকরণ ও বন্ধক প্রভৃতি বিধিসিদ্ধ হইবে না।

(খ) ভূস্বামী আপনি তালুক সৃষ্টি করিয়া সমস্ত তালুকের উপর আপনার সৃষ্ট অবস্থায় খাজানা পাইবার যে অধিকার লাভ করিয়াছেন, বিক্রয়, দান, অথবা অন্য উপায়ে সেই তালুক হস্তান্তরিত হইলে, অথবা তাহা বন্ধক দিলে, অথবা তাহার সীমাবদ্ধ অন্য ব্যবস্থা করিলে ভূস্বামীর সেই অক্ষুণ্ণ অধিকারের কোন ব্যত্যয় হইবে না; কারণ ঐ খাজানাই তাঁহার ঐ তালুকসম্বন্ধে রক্ষিত সম্পত্তি। কিন্তু যদি ভূস্বামীর স্পষ্ট অনুমতি থাকে, তাহা হইলে তালুক এইরূপে হস্তান্তরিত হইতে পারে।

বাকীদার কর্ত্তৃক যে সকল ভোগানুমতিপত্র দত্ত হইয়াছিল, তৎসমুদয় বিক্রয়ে রদ হইবে।

(গ) এইরূপে বাকী খাজানার দরুণ যে তালুক বিক্রয় হইবে, সেই তালুক সম্বন্ধে তালুকদার ও কৃষকদিগের মধ্যবর্ত্তি স্বার্থ সৃষ্টিকারী যে সকল ভোগানুমতিপত্র থাকিবে, তৎসমুদয় রদ হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি এই সকল ভোগানুমতিপত্রে ভূস্বামীর বিশেষ সম্মতি থাকে, তাহা হইলে উহা রদ হইবে না। এইরূপ ভোগানুমতিপত্রের বলে যাহারা ভূমি অধিকার করিয়াছে, ভূমি দখল এবং রায়তদিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিতে তাহাদের কোন স্বত্ব থাকিবে না। বাকীদার ইহাদিগকে খাজানা প্রদান যোগ্য আপন স্বার্থের কিছু কিছু অংশ দিয়াছিল; কিন্তু যখন তাহার অধিকার বিলুপ্ত হইল, তখন এই সকলের অধিকারও বিলুপ্ত হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে।

রায়তদিগের সহিত সরলভাবে চুক্তি হইলে বর্জ্জিত কথা।

কিন্তু এই ধারার কোন কথায় এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, তালুকের ক্রেতা কোন খুদকস্ত রায়তকে কিম্বা বাসেন্দা এবং পুরুষানুক্রমিক ভূমির কর্ষণকারীকে ছাড়াইতে অথবা এই সকল প্রজাদের সহিত পূর্ব্বতন দখলকারী বা তাহার প্রতিনিধির সরল ভাবে যে সকল চুক্তি হইয়াছিল, তৎসমুদয় ভঙ্গ

করিতে সমর্থ হইবেন; কিন্তু যদি এই ক্রেতা খাজানার নিরিখ স্থির করিবার জন্য যথানিয়মে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এরূপ প্রমাণ করিতে পারেন যে, যখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দখলকারীর সহিত এই সকল চুক্তি হইয়াছিল, তখন অধিক খাজানার দাবি হইতে পারিত, তাহা হইলে এই সকল চুক্তিপত্র রদ হইবে। এই সকল বিধান মানিয়া ক্রেতা ক্রীত তালুকের অন্তর্গত ভূমিভোগী রায়তের অধিকৃত ভূমির খাজানা এই আইনের বিধান অনুসারে বৃদ্ধি করিতে পারেন; কিন্তু কোন রায়তকে এই আইনের বিধান ব্যতীত প্রকারান্তরে ছাড়াইতে পারিবেন না।

১৪৩ ধারা। (ক) ক্রেতা যখন যত টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে তৎসমুদয় দিবেন, তখন তিনি যে কর্ম্মচারী বিক্রয় করিয়াছেন, সেই কর্ম্মচারীর নিকট হইতে ঐ টাকা দেওয়ার একখানি সার্টিফিকেট পাইবেন।

সমুদয় মূল্য দিলে ক্রেতাকে সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

(খ) ইহার পর ক্রেতা এই সার্টিফিকেট লইয়া ক্রীত তালুক তাহার নামে লইবার জন্য ভূস্বামীর কাছারীতে যাইবেন, এবং যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ক্রীত তালুকের বার্ষিক খাজানার অর্দ্ধাংশ পরিমিত প্রতিভূ দিয়া তালুক অধিকারের অনুমতিপত্র লাভ করিবেন। এই অনুমতিপত্রের সহিত অতঃপর ক্রেতাকে আপন আপন খাজানা দিবার জন্য রায়ত ও অন্যান্য লোকের উপর একখানি নোটিস্ থাকিবে।

জমীদার ইহাকে অধিকার দিতে বাধ্য।

(গ) ক্রীত তালুকের সম্বন্ধে কাছারীতে যে সকল কাগজপত্র থাকিবে ভূস্বামী তৎসমুদয় ক্রেতাকে দেখিতে দিবেন। ক্রেতা উপযুক্ত প্রতিভূ দিতে প্রস্তুত থাকিলেও যদি ভূস্বামী ভূমি হস্তান্তরিত করিতে বিলম্ব করেন, অথবা ভূমি অধিকারের অনুমতিপত্র দিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে ক্রেতা কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন। কালেক্টর তাঁহাকে ভূমি অধিকারের অনুমতি দিবেন। আদালতে ডিক্রী হইলে যেরূপে অধিকার লাভ হয়, কালেক্টর একজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়া সেইরূপে ক্রেতাকে আপন অধিকারে স্থাপিত করিবেন। কিন্তু ভূস্বামী যদি প্রতিভূ উপযুক্ত নয় বলিয়া আপত্তি করিয়া ভূমির অধিকার দিতে বিলম্ব করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান আইনের ৫৩ ধারার (গ) প্রকরণ অনুসারে কার্য্য হইবে।

যদি জমীদার অধিকার দিতে বিলম্ব করেন বা অসম্মত হন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ের প্রতিবিধান।

১৪৪ ধারা। (ক) নূতন ক্রেতা আপনার ক্রীত ভূমি অধিকার করিতে গেলে তালুকদার স্বয়ং অথবা তাঁহার ও কৃষকদিগের মধ্যবর্ত্তী তৎকৃত পেটাওতালুকের বা অর্পিত স্বার্থের অধিকারিগণ যদি বাধা দিতে চেষ্টা করে, কিম্বা ক্রীত তালুকের খাজানা আদায়ে গোলযোগ ঘটায়, তাহা হইলে ক্রেতা অবিলম্বে আপনার ন্যায্য অধিকার লাভ করিতে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের সহায়তার জন্য কালেক্টরের নিকট আবেদন করিবেন।

যদি বাকীদার অথবা তাহার অধীন লোকেরা ক্রেতাকে বাধা দেয়, তাহা হইলে অবলম্বনীয় কার্য্যপ্রণালী।

(খ) কালেক্টর অতঃপর আপন মোহরে অঙ্কিত ও আপনার নাম স্বাক্ষরিত একখানি ঘোষণাপত্র বাহির করিবেন। এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখ থাকিবে যে, ভূস্বামীকে দেয় বাকী খাজানার জন্য ভূমি বিক্রয় হওয়াতে নূতন অধিকারী উহা ক্রয় করিয়া পূর্ব্বতন তালুকদার যে অবস্থায় ভূস্বামী হইতে তালুক লইয়াছিলেন, সেই অবস্থায় অধিকৃত তালুক সংসৃষ্ট সমস্ত অধিকার ও স্বত্ব লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি মাত্র রায়ত ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ হইতে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন। রায়ত বা প্রজারা যদি অন্য কাহাকে টাকা দেয়, তাহা হইলে বাকী খাজানার জন্য বা অন্য কোন কারণে তাহাদের নামে নালিশ হইলে তাহারা এই টাকার কথা বলা গেলে তাহাদের নামে জমা হইবে না।

কালেক্টরের ঘোষণাপত্র প্রচার।

(গ) এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার পরেও যদি পূর্ব্বতন অধিকারী অথবা তাহার পূর্ব্বতন প্রজারা নূতন ক্রেতাকে অধিকৃত ভূমিতে প্রবেশ করিতে না দেয়, অথবা যদি কাহারও পক্ষে শান্তিভঙ্গ হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা একখানি লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিলে পুলিসের সাহায্য পাইবেন, ও কোনরূপ দাঙ্গা অথবা শান্তিভঙ্গ হইলে আইন অনুসারে আপনার অধিকার লাভের সময় যাহারা ক্রেতাকে বাধা দিয়াছিল, তাহাদের উপর সমস্ত দায়িত্ব থাকিবে।

যদি বাকীদার বা তাহার অধীন প্রজারা ক্রমাগত বাধা দেয়, তাহা হইলে অবলম্বনীয় কার্য্যপ্রণালী।

১৪৫ ধারা। ভূমি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহা নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে ব্যয় করা হইবে।

বিক্রয়লব্ধ টাকা ব্যয় করিবার নিয়ম।

(১) নিট যে টাকা সংগৃহীত হইবে, প্রথমে তাহার শতকরা এক টাকা লইয়া বর্ত্তমান আইনের ১৩১ হইতে ১৪৪ পর্য্যন্ত ধারা অনুসারে আবশ্যকমত অতিরিক্ত সেরেস্তার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্টের হিসাবে জমা থাকিবে।

শতকরা এক টাকা গবর্ণমেণ্টে জমা দিতে হইবে।

(২) যে বাকীর নিমিত্ত বিক্রয় হয়, তাহার পর ভূস্বামী অথবা অপর কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সেই প্রাপ্য সমস্ত টাকা (সুদ ও তালুক বিক্রয় করিবার খরচা সমেত) তাহাকে দেওয়া হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের (অথবা যদি পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথমে ভূমি বিক্রয় হয়, তাহা হইলে যে বৎসর সম্প্রতি গত হইয়াছে, তাহার) অতিরিক্ত বয়েকা বাকী এইরূপে পরিশোধ করা যাইবে না। উপযুক্ত সময়ে সরাসরীমতে ভূমি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় না করা হইলে ভূস্বামীর ঐ পূর্ব্ব প্রাপ্য টাকা তালুকদারের আপনার ঋণ বলিয়া

তৎপর জমীদারের খাজানার দাবীপূরণ। উপবিধান।

পরিগণিত হইবে। দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া যেমন অপরাপর ঋণের টাকা আদায় করা যায় এ টাকাও তেমনি আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) ভূস্বামীর প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, ভূমি নীলামকারী কর্ম্মচারী তাহা গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে আমানত করিবেন। এই উদ্বৃত্ত অংশে প্রথম শ্রেণীর পেটাওতালুকদারের অথবা যে সকল ব্যক্তি বাকীদার হইতে কোন স্বত্ব লাভ করিয়া ঐ সময়ে বিক্রীত ভূমিতে অথবা তাহার কোন অংশে কোন মূল্যবান্ স্বার্থের অধিকারী থাকেন, তাঁহাদের দাবী পরিপূরণ করা যাইবে।

যাহারা নীলামে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের ক্ষতিপূরণ জন্য অবশিষ্ট টাকা গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে আমানত করিবার কথা।

(৪) যে কোন ব্যক্তি আপনাকে (৩) প্রকরণের উল্লিখিত কোন স্বার্থে অধিকারী বিবেচনা করেন, তিনি যথাবিধি মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাঁহার প্রদত্ত মূল্যের দাবী অথবা ভূমি বিক্রয় জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

পেটাওতালুকদারেরা তাহাদের ক্ষতিপূরণার্থ বা মূল্যের দাবী করিতে সমর্থ।

(৫) আদালত অনুসন্ধান করিয়া যদি বাদীর দাবী ন্যায্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আদালত বাদী পূর্ব্বে যে মূল্য দিয়াছিল, তাহা অথবা বিক্রয়ের সময় তাঁহার স্বার্থের যে মূল্য হয়, তাহা কিম্বা উপস্থিত ঘটনা অনুসারে যাহা ন্যায়সঙ্গত ও উচিত বোধ হয়, তাহা বাদীকে দিবেন। যদি দাওয়াকারী একজনের অধিক হয় তাহা হইলে সমস্ত দাবীর যাবৎ মীমাংসা না হইবে, তাবৎ আমানতী টাকা হইতে কাহাকেও কিছু দেওয়া হইবে না। যে টাকা জমা আছে, যদি দাবীর নিরূপিত মূল্য তাহা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে সেই আমানত করা টাকা অনুপাত অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ বিভাগের পর সকলের যে যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা বাকীদারের ঋণ বলিয়া পরিগণিত হইবে, এই ঋণের টাকা যে নিয়মে সচরাচর ডিক্রীজারী করা যায়, তদনুসারে আদায় করা হইবে।

যদি বাদীর দাবী ন্যায্য হয়, তাহা হইলে আদালতের নিষ্পত্তি।

(৬) কোন প্রথম শ্রেণীর পেটাওতালুকদার অথবা বিক্রীত তালুকের অন্তর্গত ভূমিতে যাঁহার প্রতি কোন স্বার্থ অর্পিত হইয়াছে, এরূপ কোন অধিকারী বার্ষিক খাজানা দিবার নিয়মে ভূমি অধিকার করিলে বিক্রয়ক্রমে উক্ত পেটাওতালুক কি অর্পণকার্য্যগত স্বত্ব অসিদ্ধ হওয়াতে ক্ষতিপূরণের দাবী উপস্থিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু বিক্রয়ের পূর্ব্বে তাঁহারা আপনাদের দেয় খাজানা দিয়াছেন, অথবা কালেক্টারীতে জমা রাখিয়াছেন, যদি ইহা সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণের দাবী উপস্থিত করিতে পারিবেন।

যদি পেটাওতালুকদার বিক্রয়কালে আপনার খাজানা বাকী রাখে, তাহা হইলে নালিশ হইবে না।

(৭) বিক্রয়োৎপন্ন অবশিষ্ট টাকার উপর যদি কোর্ফাপ্রজা অথবা অর্পিত স্বত্ব কোন ব্যক্তি বিক্রয়ের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে কোনরূপ দাবী উপস্থিত না করে, কিম্বা তাহাদের দাবীর মূল্য যদি আমানতী টাকা অপেক্ষা অল্প হয়, তাহা হইলে যে বাকীদারের তালুক বিক্রীত হইয়াছে, তিনি সেই টাকা অথবা বিষয় বিশেষে তাহার অতিরিক্ত অংশ পাইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এ অবস্থায় আমানতী টাকা অথবা তাহার কোন অংশ অধিককাল রাখিবার কোন হেতু না থাকায় আদালত আপনাদের মোহরাঙ্কিত একখানি সার্টিফিকেট বাকীদারকে দিবেন। বাকীদার কালেক্টরকে সেই সার্টিফিকেট দেখাইলেই ঐ টাকা মুক্ত করিয়া তাহাকে দেওয়া যাইবে। এইরূপে কোন কোর্ফা রায়ত অথবা কোন অর্পিত স্বত্ব ব্যক্তির অনুকূল ডিক্রীজারী হইলে, তাহারা আদালতের মোহরাঙ্কিত একখানি সার্টিফিকেট পাইবে; সার্টিফিকেটে আমানতী টাকার মধ্য হইতে প্রাপ্য তাহাদের টাকার বিষয় লিখিত থাকিবে। এই সার্টিফিকেট কালেক্টরকে দেখাইলেই তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হইবে।

কোন দাবী উপস্থিত না হইলে অথবা সকলের দাবী পরিপূরণ করিলে তালুকদার বিক্রয়লব্ধ টাকা পাইবার অধিকারী।

(৮) এই জমা করা টাকায় যাহাদের কোনরূপ স্বার্থ থাকিবে, তাহারা সমস্ত প্রাপ্য টাকা অথবা তাহার কিয়দংশ বাহির করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু তাহাদিগকে এই টাকার স্থলে কোম্পানীর কাগজ রাখিতে হইবে। গতবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে যে রূপ থাকিবে, তদনুসারে এই কাগজের ডিস্কৌণ্ট অথবা প্রিমিয়ম নির্দ্ধারিত হইবে।

জমা করা টাকার স্থলে কোম্পানীর কাগজ রাখা।

১৪৮ ধারা। ১৩৩ হইতে ১৪৫ ধারা অনুসারে রাজস্ব সংক্রান্ত রাজপুরুষদিগের যে আধিপত্য থাকে তাহা নিম্নলিখিত নিয়মে নিরূপিত হইবে:—

রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারিদের সরাসরীমত নীলাম সম্পর্কে ক্ষমতানির্ণায়ক বিধি।

(১) যদি তালুকের অন্তর্গত সমস্ত ভূমি এক কালেক্টরীর অধীনে থাকে, তাহা হইলে কালেক্টর তাহার বিক্রয়ের ব্যবস্থা অথবা অন্য কোনরূপে আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) যদি তালুকের অন্তর্গত সমস্ত ভূমি দুই কিম্বা অধিক সংখ্যক কালেক্টরীর অধীনে থাকে, তাহা হইলে যে কালেক্টরীর অধীনে অধিকাংশ ভূমি আছে, সেই কালেক্টর তাহার বিক্রয়ের ব্যবস্থা অথবা অন্য কোনরূপে আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) যদি কোন স্থলে কালেক্টর তাঁহার নিজের অধীনে সমস্ত ভূমি অথবা তাহার বহু অংশ আছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হন, তাহা হইলে তিনি আদেশ পাইবার নিমিত্ত কমিশনারের নিকট অথবা রেবিনিউ বোর্ডে রিপোর্ট করিবেন। যদি ভূমি

কমিশনারের শাসনাধীন দুই কিম্বা অধিক সংখ্যক জিলায় থাকে, তাহা হইলে সেই কমিশনার, এবং যদি ভূমি কমিশনারের শাসনের বহির্ভূত দুই কিম্বা অধিক সংখ্যক জিলায় থাকে, তাহা হইলে রেবিনিউ বোর্ড কালেক্টরকে ঐ বিষয়ে কার্য্য করিতে আদেশ দিবেন। বিচারাধিপত্য সম্পর্কে এই আদেশই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(৪) উক্ত কার্য্যপক্ষে রেবিনিউ বোর্ডের নির্দ্ধারিত নিয়মে একজন কালেক্টর এই অধ্যায় বর্ণিত বিক্রয় অথবা অন্য কোনরূপে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে একজন ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী এবং তাহাদের প্রজা বা এজেণ্টদের মধ্যে যে মোকদ্দমা হয়, তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য-প্রণালীর কতিপয় বিশেষ নিয়ম।

১৪৭ ধারা। ভূম্যধিকারী এবং তাহাদের প্রজা বা এজেণ্টদিগের মধ্যে নালিশের হেতু উপস্থিত হইয়া যে মোকদ্দমা হইবে, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কার্য্য-প্রণালী তৎসমুদয়ে প্রয়োজিত হইবে।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বা এজেণ্ট ঘটিত মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন প্রয়োজিত হইবে।

ডিক্রীর পূর্ব্বে অথবা পরে এই মোকদ্দমাসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য উল্লিখিত আইন অনুসারে নির্ব্বাহিত হইবে, উক্ত আইনের ৫৮ ধারা অনুসারে এই সকল মোকদ্দমার একখানি বিশেষ রেজেষ্টরীবহি প্রতি দেওয়ানী আদালতে রক্ষিত হইবে।

এই সকল মোকদ্দমার একখানি বিশেষ রেজেষ্টরী বহি প্রতি আদালতে থাকিবে।

১৪৮ ধারা। যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারী, প্রজা বা এজেণ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহার দখল পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, এই সকল মোকদ্দমার কারণ স্থানীয় ভূম্যধিকারী ও প্রজা বা এজেণ্ট ঘটিত মোকদ্দমা যে স্থানে উপস্থিত করিতে হইবে, সেই দেওয়ানী আদালতের সীমার মধ্যে সঙ্ঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

১৪৯ ধারা। ভূম্যধিকারী ও প্রজার সংস্রব ঘটিত যে সকল মোকদ্দমা ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক অথবা তাহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইবে, এবং যে সকল মোকদ্দমা ১৫০ ধারায় লিখিত মতানুসারে এজেণ্টের বিরুদ্ধে হইবে, তৎসমুদয় (ক) ১৮৭৯ সালের কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের আইন অনুসারে নিয়োজিত ম্যানেজার কর্ত্তৃক অথবা তাহার বিরুদ্ধে এবং (খ) রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীগণের অব্যবহিত শাসনাধীন মহালের সরবরাহকার অথবা তহসীলদারকর্ত্তৃক অথবা তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে; এই সকল মহাল সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের সম্পত্তিই হউক, অথবা ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তিই হউক, এই নিয়মের কোন ব্যতায় হইবে না। এই সকল মোকদ্দমা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের নামে অথবা এই সকল মহালের অধিকারী ব্যক্তি বিশেষের নামে পরিচালিত অথবা সমর্থিত হইবে।

খাস মহালের সরবরাহকার এবং তহসীলদার আপনাদের নিজের নামে নালিশ করিতে, এবং তাহাদের নামে নালিশ হইতে পারিবে।

১৫০ ধারা। (ক) প্রত্যেক যে নায়েব বা গোমস্তা স্বীয় নিয়োগকর্ত্তার লিখিত ক্ষমতাপত্রক্রমে উক্ত কার্য্য পক্ষে বিশেষমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ১৪৯ ধারায় উল্লিখিত মোকদ্দমা চালাইবার জন্য তাঁহারা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৬, ৩৭ এবং ৩৮ ধারার অর্থ অনুসারে চিহ্নিত এজেণ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবেন। যে আদালতে উক্ত নায়েব বা গোমস্তা উপস্থিত হন বা দরখাস্ত কি অন্য কার্য্য করেন, বিচারাধিপত্যসম্পর্কে তাঁহার স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ নিয়োগকর্ত্তা উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে। এই প্রকার মোকদ্দমা ঐ নিয়োগকর্ত্তার নামে ও সপক্ষে উপস্থিত করিয়া চালান যাইবে।

ভূম্যধিকারী এবং প্রজা-ঘটিত মোকদ্দমায় নায়েব অথবা বিশেষমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত গোমস্তারা ক্ষমতা-প্রাপ্ত এজেণ্ট হইবে।

(খ) বর্ত্তমান আইনের কোন বিধান অনুসারে ভূম্যধিকারীর উপর যে নোটিস্ জারী হইতে পারে, এবং ভূম্যধিকারীকে যে টাকা অথবা ফী দিতে পারা যায়, সেই নোটিস্ (ক) প্রকরণের লিখিত মত প্রকারে ও কার্য্যপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উক্ত ভূম্যধিকারীর নায়েব অথবা গোমস্তার উপর জারী হইতে, এবং উক্ত বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত নায়েব অথবা গোমস্তাকে সেই টাকা অথবা ফী দিতে, উক্ত ভূম্যধিকারীর উপর নোটিশ জারী করিলে কি তাঁহাকে টাকা দিতে চাহিলে যেরূপ ফল হইত, উক্ত নায়েব অথবা গোমস্তা সম্পর্কেও ঠিক তাহাই হইবে।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্ত্তে নায়েব অথবা গোমস্তার নামে নোটিশজারী হইবে, এবং নায়েব অথবা গোমস্তাকে টাকা অথবা ফী দিতে পারা যাইবে।

১৫১ ধারা। প্রত্যেক ভূম্যধিকারী আপনার কোন রায়তের (যে রায়তের জোতের খাজানা সেই ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য) বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন এবং ৩২ ধারার বিধান অনুসারে প্রত্যেক রায়ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সমস্ত অথবা কোন একটীর নির্দ্ধারণ জন্য ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে পারে, বিষয় গুলি এই—

রায়তী স্বত্ব নির্দ্ধারণ জন্য ভূম্যধিকারী অথবা রায়তকর্ত্তৃক উত্থাপিত মোকদ্দমা।

(ক) ঐ রায়তের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ।

(খ) ঐ ভূমির জন্য দেয় বার্ষিক খাজানার সমষ্টি।

(গ) সেই রায়তের শ্রেণী। অর্থাৎ সে অবধারিত হারে ভূমি অধিকার করিবার যোগ্য কি না, অথবা সে দখলীস্বত্ববান্ কি না কিম্বা সে ৩২, ৩৩ ও ৩৪ ধারার অর্থ অনুসারে তিন অথবা তদধিক বৎসরের জন্য আপন অধিকৃত ভূমি কর্ষণ করিতেছে কি না।

এইরূপ মোকদ্দমার আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে বাদী যথাক্রমে আপনার যাহা কথা থাকে লিখিবে। বাদী স্বীয় আবেদনপত্রের লিখিত কথা যথাযথ প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইলেই যে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে তাহা নহে।

১৫২ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানা না দেওয়ার দরুণ কোন রায়তকে ছাড়াইয়া দিতে অথবা পাট্টা রদ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি রায়তকে ছাড়াইবার জন্য অথবা পাট্টা রদ করিবার জন্য এবং বাকী খাজানা পাইবার জন্য একি মোকদ্দমা করিতে পারেন। কিম্বা বাকী খাজানার জন্য পূর্ব্বের কোন অসম্পন্ন ডিক্রীর নজীর দেখাইয়া রায়তকে ছাড়াইবার অথবা পাট্টা রদ করিবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারেন। এই সকল মোকদ্দমার ডিক্রীতে বাকী টাকার উল্লেখ থাকিবে। যদি এই টাকা সুদ এবং মোকদ্দমার খরচা সমেত ডিক্রীর তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে আদালতে দাখিল করা হয়, তাহা হইলে ডিক্রীজারী স্থগিত থাকিবে। যদি পঞ্চদশ দিবসে আদালত বন্ধ হয়, তাহা হইলে যেদিন আদালত খুলিবে, সেই দিনে এই টাকা দিতে হইবে।

রায়তকে ছাড়াইবার অথবা পাট্টা রদ করিবার দাবী কি প্রকারে করিতে হইবে।

ডিক্রীর টাকা ১৫ দিবসের মধ্যে দিলে উচ্ছেদ স্থগিত থাকিবে।

ব্যাখ্যা ১।—খাজানার এক কিম্বা অধিক কিস্তি বাকী পড়িলে কিম্বা খাজানার টাকা দিবার পাট্টার অন্য কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে পাট্টা অসিদ্ধ হইবে, পাট্টায় এরূপ শর্ত্ত থাকিলেও যাহার উপর ডিক্রী হইয়াছে, সে এই ১৫ দিনের নিয়মের লাভ পাইবে,

ব্যাখ্যা ২। যদি আপীলে বা পুনরালোচনায় পূর্ব্বতন ডিক্রী পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত হয়, তাহা হইলে আপীলের পুনরালোচনার রায়ের তারিখ হইতে ১৫ দিন গণনা করিতে হইবে। আর যদি আপীলে বা পুনরালোচনায় ডিক্রী পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বতন ডিক্রীর তারিখ হইতে ১৫ দিন ধরিতে হইবে।

১৫৩ ধারা। যে রায়ত প্রজাস্বরূপ ভূমি ভোগ করিয়াছে, কিম্বা দখল ও কর্ষণ করিয়াছে, সে আপনার দেয় খাজানা কমাইবার জন্য নিম্নলিখিত আদালতে নালিশ করিতে পারে,

রায়ত কোন বিচারালয়ে আপনার খাজানা কমাইবার নালিশ করিবে।

(১) ২৫ ধারায় লিখিত প্রথম অথবা দ্বিতীয় হেতু অনুসারে যখন খাজানা কমাইবার দাবী করা হইবে দেওয়ানী আদালতে অথবা কালেক্টরের নিকটে।

(২) ২৫ ধারার তৃতীয় হেতু অনুসারে যখন খাজানা কমাইবার দাবী করা হইবে কেবল কালেক্টরের নিকট।

কিন্তু অন্ততঃ দশজন রায়ত এই সূত্রে একত্র মোকদ্দমা না করিলে কালেক্টরের সমক্ষে এইরূপ মোকদ্দমা হইতে পারিবে না। সকলের যোত পৃথক্ হইলেও যদি সকলের ভূমির খাজানা এক জমীদারের প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে দশ কিম্বা অধিক সংখ্যক রায়ত এই মোকদ্দমায় একত্র হইতে পারে।

(খ) তালুকদার, পেটাওতালুকদার, কিম্বা শিকস্তী হওয়াতে ১৮ ধারা অনুসারে কম খাজানা দিবার যোগ্য কোন রায়ত আপনার খাজানা কমাইবার জন্য দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উত্থাপন করিতে পারে।

তালুকদার, কিম্বা পেটাওতালুকদার অথবা মোকররীদারের খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে হইবে।

(গ) দেওয়ানী আদালতে খাজানা কমাইবার জন্য যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে, তৎসমুদয়ে ৯৮ ধারার বিধান প্রয়োজিত হইবে। আর কালেক্টরের নিকট খাজানা কমাইবার যে মোকদ্দমা হইবে, তাহাতে যতদূর খাটিতে পারে, পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিধান সকল প্রয়োগ করা যাইবে।

এই প্রকার মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী।

১৫৪ ধারা। ৬১ ধারার বিধান মানিয়া ১৪৯ ধারায় লিখিত কোন মোকদ্দমায় ডিক্রীজারীর পরওয়ানা যাহার উপর ডিক্রীজারী হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অথবা তাহার সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রচার হইবে। কিন্তু ইহা যুগপৎ তাহার নিজের ও তদীয় সম্পত্তির বিরুদ্ধে বর্ত্তিবে না। স্থাবর কিম্বা অস্থাবর অথবা উভয়বিধ সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে।

ডিক্রীর কার্য্যপ্রণালী ব্যক্তি অথবা সম্পত্তির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইবে, কিন্তু উভয়ের বিরুদ্ধে নয়।

১৫৫ ধারা। যখন কোন ভূম্যধিকারী বর্ত্তমান আইনের বিধান অনুসারে ছাড়াইবার উপযুক্ত কোন রায়তকে ছাড়াইতে অথবা পাট্টার বা প্রজাস্বত্বের মিয়াদ অতীত হইবার পর নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভোগকারী কোন ইজারদার কিম্বা অন্য কোন প্রজাকে ছাড়াইতে, কিম্বা এজেন্সীর সময় অতীত হইবার পর কোন এজেন্টকে ছাড়াইতে, কিম্বা কোন ব্যবস্থার বা আইনের স্পষ্ট বিধান অনুসারে কোনরূপ ক্রোক বা উচ্ছেদ বলবৎ করিতে মোকদ্দমা উপস্থিত করায়, আদালত বাদীর পক্ষে ডিক্রী দেন, দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২৩৫ ধারার বিহিত প্রকারে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত আবশ্যক হইবে না বাদী আদালতে আবশ্যক খরচা দিলে আদালত অবিলম্বে ডিক্রীজারীক্রমে দখল দিবার আদেশ

উচ্ছেদ প্রভৃতি কোন কোন স্থলে আদালত অযোগে ডিক্রীজারীর আজ্ঞা দেবেন।

দিবেন। কিন্তু যেস্থলে ১৫২ ধারা প্রয়োজিত হয়, সেস্থলে ডিক্রীর তারিখ হইতে ১৫ দিন অতীত না হইলে এরূপ কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

এই প্রকার বিষয়ে আপীল হইলেও ডিক্রীজারী স্থগিত থাকিবে না।

১৫৬ ধারা। ১৫৫ ধারা লিখিত আদেশের আপীল হইলেও ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার জন্য আবেদন গ্রাহ্য করা আদালতের পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে না। যাহাকে এই আদেশক্রমে উচ্ছেদ করা যায়, এরূপ কোন ব্যক্তি যাবৎ ঐ ডিক্রী রদ না হয় তাবৎ আপনার অধিকার ফিরিয়া পাইবে না।

যদি খাজানা বৃদ্ধি করিবার কিম্বা ভূমির উপর স্বত্ব স্থাপনের কোন নিষ্পত্তি বিচারপত্রে না হয়, তাহা হইলে জিলার জজ এবং অতিরিক্ত জজ ১০০ টাকার নীচে যে সকল ডিক্রী দিবেন, তাহার আপীল হইবে না।

১৫৭ ধারা। যদি দাবীর মূল্য একশত টাকার অধিক না হয়, এবং রায়তের বা প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্বঘটিত কোন প্রশ্নের কিম্বা বিরোধী দাওয়াদারদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত বা ভূমিগত কোন স্বার্থসংক্রান্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি ঐ মোকদ্দমার বিচারপত্রে না হইয়া থাকে, তাহা হইলে জিলার জজ এবং অতিরিক্ত জজ দেওয়ানী কার্য্যবিধি বা এই আইনের অষ্টাদশ অধ্যায় অনুসারে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন, তাহার আপীল হইবে না বলিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইয়াছে, উপস্থিত আইনে তাহা পরিবর্ত্তিত হইল বলিয়া মনে করা হইবে না।

উদাহরণ।

ক খএর উপর কোন ভূমির খাজানার দাবী করিয়া নালিশ করিল। খ কহিল, এই খাজানা গএর প্রাপ্য, কএর নয়। গকে এই মোকদ্দমার কোন পক্ষ করা হইল না। আদালত খএর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিলেন। বিরোধী দাওয়াদারদের মধ্যে ভূমির স্বত্ব সংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বার্থ-সংক্রান্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি এই মোকদ্দমার বিচারপত্রে হইল না।

৩০ দিনের পর কোন রায়ের পুনরালোচনা হইবে না।

১৫৮ ধারা। ১৪৯ ধারা লিখিত মোকদ্দমায় যে রায় বা আজ্ঞা বাহির হইবে, সেই রায়ের বা আজ্ঞার তারিখ হইতে ৩০ দিনের পর কলিকাতার হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য কোন দেওয়ানী আদালত রায়ের বা আজ্ঞার পুনরালোচনা করিবার জন্য সেই আবেদন গ্রহণ করিবেন না।

যে নোটিসের বা সমনের বিশেষ বিধান নাই, দেওয়ানী কার্য্যবিধিতে প্রতিবাদীর উপর নোটিস অথবা সমনজারী হইবার বিধিমতে তাহা জারী হইবে।

১৫৯ ধারা। এই আইন অনুসারে যে সকল নোটিস্ অথবা সমন জারী করা আবশ্যক হইবে ও যাহার জন্য কোন বিশেষ বিধান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তৎসমুদয় ১৭৪ ধারা অনুসারে প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিবার বিধানমতে জারী করা হইবে।

এজেন্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

যে সকল এজেন্ট খাজানা আদায় করিতে, কিম্বা তাহা গ্রহণ করিতে, অথবা ভূমির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে নিযুক্ত হন তাহাদের বিরুদ্ধে টাকা, হিসাব বা দলীলের জন্য মোকদ্দমা।

১৬০ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী খাজানা আদায়, গ্রহণ বা ভূমির কার্য্যাধ্যক্ষতা জন্য কাহাকে এজেন্ট স্বরূপ নিযুক্ত করিলে যদি সেই এজেন্ট আপনার হস্তগত টাকা, হিসাব বা দলীলাদি ভূম্যধিকারীকে দিতে বা কিম্বা আয় ব্যয়ের উপযুক্ত হিসাব দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে, তাহা হইলে সেই ভূম্যধিকারী সেই এজেন্টের নামে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারী টাকার নির্দ্দিষ্ট সমষ্টি বা হিসাবের বিষয় বা দলীলাদি জানিলে তদ্বিষয়ে নালিশ করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারী এই এজেন্টের হস্তে ঠিক কত টাকা বা কোন হিসাব বা দলীলাদি আছে জানিতে পারিলে তিনি আদালতে সেই টাকা এবং হিসাব ও দলীলাদির বর্ণনা করিবেন।

এজেন্ট দস্তর মত হিসাব না দেওয়াতে যদি টাকার নির্দ্দিষ্ট সমষ্টি বা কাগজপত্রের বিষয় জানিতে না পারা যায়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী আদালতের নিকট হিসাব গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিবেন।

১৬১ ধারা। সেই এজেন্ট উপযুক্ত হিসাব দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করাতে যদি ভূম্যধিকারী সেই এজেন্টের হস্তগত নির্দ্দিষ্ট টাকা, কাগজপত্র বা বৌচর বা অন্য কোনরূপ দলীলাদির বিষয় জানিতে না পারেন, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী এবিষয় আদালতে উল্লেখ করিবেন, এবং উক্ত এজেন্টের নিকট হিসাব লইবার ও ঐ হিসাব লইয়া যে টাকা তাঁহার প্রাপ্য হয়, এবং যে কাগজপত্র বা বৌচর বা দলীল দস্তাবেজ এজেন্টের নিকট আছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। তৎসমুদয় দেওয়াইবার জন্য আদালতের নিকট ডিক্রী প্রার্থনা করিবেন।

হিসাব না দেওয়ার হেতু প্রদর্শনার্থ প্রতিবাদীর উপর সমনে আদেশ থাকিবে।

১৬২ ধারা। ১৬০ এবং ১৬১ ধারামতে উপস্থিত করা প্রত্যেক আবেদনপত্রের প্রতি দেওয়ানী কার্য্যবিধির বিধান প্রয়োজিত হইবে। কিন্তু ১৬১ ধারায় যে আবেদনপত্রের উল্লেখ আছে, তাহার বেলা পূর্ব্বোক্ত দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৬৪ ধারা অনুসারে দত্ত সমনে আয় ব্যয়ের সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক হিসাব না দেওয়ার এবং এজেন্টের কার্য্য উপলক্ষে তাহার হস্তগত সমস্ত কাগজপত্র ও দলীল দস্তাবেজ দাখিল না করার হেতু প্রদর্শনার্থ প্রতিবাদীর উপর আদেশ থাকিবে।

১৬৩ ধারা। যদি উক্ত প্রতিবাদী কারণ না দেখায়, এবং আদালতের বিবেচনায় যদি তাহার সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক হিসাব না দেওয়ার কারণ উপযুক্ত বোধ না হয়, তাহা হইলে আদালত এই হিসাব দাখিল করিতে প্রতিবাদীকে আদেশ দিবেন। এজন্য তারিখ অবধারিত হইবে। এই তারিখে বা ইহার পূর্ব্বে ঐ হিসাব দাখিল করিতে হইবে। এই আদেশ দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২৬০ ধারার বিধানমতে প্রবল করা যাইবে।

যদি প্রতিবাদী কারণ না দেখায়, কিম্বা যথোপযুক্ত কারণ দেখাইতে না পারে, তাহা হইলে আদালত হিসাব দাখিল করিবার আদেশ দিবেন। দাখিল করিবার তারিখ অবধারিত হইবে। এই আদেশ কিরূপে বলবৎ হইবে।

১৬৪ ধারা। প্রতিবাদী এই হিসাব দাখিল করিলে আদালত বাদীকে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এবং তাহাতে কোন আপত্তি থাকিলে, তাহা উত্থাপন করিবার জন্য উপযুক্ত সময় দিবেন। কোন আপত্তি থাকিলে আদালত নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহা শুনিবেন; এবং সেই হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। শুনানির পর যদি বাদী প্রতিবাদীর হস্তগত কোন টাকা কিম্বা কাগজপত্র বা বৌচর বা দলীল দস্তাবেজ পাইবার যোগ্য না হন, তাহা হইলে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে। আর যদি দেখা যায় যে বাদী কোন টাকা কিম্বা কাগজপত্র বা বৌচর বা দলীল দস্তাবেজ পাইবার যোগ্য তাহা হইলে আদালত তৎসমুদয় বাদীকে দিবার জন্য ডিক্রী দিবেন। ডিক্রীতে টাকা এই সকল কাগজপত্র, বৌচর বা দলীল দস্তাবেজ নির্দ্দেশ করা থাকিবে।

এই হিসাব দেখিবার এবং কোনরূপ আপত্তি করিবার জন্য বাদীকে সময় দেওয়া হইবে। এই আপত্তি শুনিবার দিন অবধারিত হইবে। শুনানির পর ডিক্রী হইবে।

---

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

বাকী খাজানা পাইবার জন্য মোকদ্দমা এবং অন্য কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী।

১৬৫ ধারা। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা-ঘটিতসম্বন্ধ স্বীকৃত অথবা সপ্রমাণ হইলে এই অধ্যায়ের কার্য্যপ্রণালী নিম্নলিখিত মোকদ্দমাগুলিতে প্রয়োজিত হইবে, যথা;—

ভূম্যধিকারী ও প্রজা-ঘটিত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে এই অধ্যায়ের কার্য্যপ্রণালী কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমায় খাটিবে।

(১) যে ভূমি বাঙ্গালার মহামান্য হাইকোর্টের প্রথমস্থলীয় বিচারাধিপত্যের সীমার বহির্ভূত থাকিবে, তাহার খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা।

(২) এই প্রকার ভূমি হইতে ছাড়াইবার মোকদ্দমা।

(৩) এই প্রকার ভূমিতে অধিকার লাভ করিবার মোকদ্দমা।

(৪) বেআইন খাজানা বা কর আদায়ের ক্ষতি-পূরণার্থ এবং রসীদ দিতে অস্বীকার করিলে মোকদ্দমা।

(৫) তালুক, পেটাওতালুক অথবা দখলী স্বত্ব-বিশিষ্ট যোতের উত্তরাধিকার হস্তান্তরিতকরণ রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার জন্য ৫২ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা।

কিন্তু কোন পক্ষ দরখাস্ত করিলে জিলার জজ সাহেব এই মোকদ্দমা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধানসমূহ অনুসারে বিচার করিবার আদেশ দিতে পারেন, এইরূপ আদেশ দিলে উক্ত আইনের সমস্ত বিধান এই সকল মোকদ্দমায় প্রয়োজিত হইবে।

জিলার জজ এই সকল মোকদ্দমার কোন একটী দেওয়ানী আইনের কার্য্যপ্রণালী অনুসারে বিচার করিবার আদেশ দিবেন।

আবেদনপত্র প্রভৃতি।

১৬৬ ধারা। আবেদনপত্র দাখিল করিয়া এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে। যে নিম্নতম দেওয়ানী আদালত এই মোকদ্দমার বিচারে সমর্থ তাহাতে এই বিবরণপত্র দাখিল করিতে হইবে।

যে নিম্নতম আদালত এই মোকদ্দমার বিচারে সমর্থ, তাহাতে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

১৪৮ ধারা লিখিত ভূমি যদি ভিন্ন ভিন্ন জিলায় থাকে, কিম্বা এক জিলায় থাকিয়াও ভিন্ন ভিন্ন আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন হয়, তাহা হইলে দেওয়ানী আইনের ১৯ ধারার বিধান সকল এই মোকদ্দমায় খাটিবে।

সীমার বিভিন্নতা হইলে মোকদ্দমার স্থান নির্দ্দেশ।

যখন এইরূপে উপস্থিত করা মোকদ্দমা দায়ের থাকিবে, তখন কোন আদালত এই পক্ষদ্বয়ের কিম্বা যাহাদের অধীনে তাহারা দাওয়া করে সেই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঐ প্রকার উপকার পাইবার জন্য উপস্থিত করা আর কোন মোকদ্দমা অথবা পূর্ব্বের মোকদ্দমায় যে ইস্যু ধার্য্য আছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা সারতঃ সেই ইস্যুবিশিষ্ট কোন মোকদ্দমা গ্রহণ অথবা তাহার বিচার করিতে পারিবেন না।

যখন এই মোকদ্দমা দায়ের থাকিবে, তখন এই পক্ষের এইরূপ বিষয় ঘটিত অন্য কোন মোকদ্দমার বিচার হইতে পারিবে না।

১৬৭ ধারা। নালিশের বিবরণপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকিবে:—

নালিশের বিবরণপত্রে যে সকল বিষয় থাকিবে।

(ক) যে আদালতে মোকদ্দমা উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম।

(খ) বাদীর নাম, বর্ণনা এবং বাসস্থানের নির্দ্দেশ।

(গ) প্রতিবাদীর নাম, বর্ণনা এবং বাসস্থানের নির্দ্দেশ।

(ঘ) দাবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(ঙ) যে তারিখে এই মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ।

(চ) প্রার্থিত উপকারের দাওয়া।

(ছ) তালুক, পেটাওতালুক, যোত অথবা ভূমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা হইলে তাহার পরিমাণ, অবস্থান নাম ও সীমার বর্ণনা। যেস্থলে বাদী সীমা নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইবে সেস্থলে উহার পরিবর্ত্তে চিনিতে পারিবার জন্য পর্য্যাপ্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

এই বিবরণপত্রের ভাষাসম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪৯ ধারা প্রয়োজিত হইবে।

১৬৮ ধারা। (ক) এই বিবরণপত্রে বাদী স্বয়ং এবং যেস্থলে তিনি উকীল নিযুক্ত করিয়াছেন সেস্থলে তাহার নিয়োজিত উকীল স্বাক্ষর করিবেন। বিবরণপত্রের নিম্নভাগে বাদী অথবা আদালতের বিবেচনায় যাঁহারা এই মোকদ্দমার বিবরণ সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহার সত্য পাঠ লিখিবেন কিন্তু অনুপস্থিতির জন্য বিশেষ কারণ বশতঃ বাদী স্বয়ং স্বাক্ষর করিতে না পারিলে তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

বিবরণপত্র স্বাক্ষরিত করিতে এবং তাহাতে সত্য পাঠ দিতে হইবে।

সত্য পাঠের কথা ও স্বাক্ষরসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৬৯ ধারার বিধান সকল খাটিবে।

(খ) ১৬৬ ধারা অনুসারে যে নালিশের বিবরণপত্র দাখিল করা হইবে, তাহাতে যতদূর পারা যায়, তাহা অগ্রাহ্য করা, সংশোধন করা এবং প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, এবং ৫৭ ধারার বিধান সকল প্রয়োজিত হইবে। এই বিবরণপত্র গ্রাহ্য হইলে আদালত ১৪৭ ধারা নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টরী বহিতে ১৬৭ ধারা লিখিত সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করাইবেন। এই সকল রেজিষ্টরীর লেখায় বিবরণপত্র যেরূপ পর পর গৃহীত হইবে তদনুসারে প্রতি বৎসরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে নম্বর দেওয়া হইবে।

নালিশের বিবরণপত্র অগ্রাহ্যকরণ সংস্করণ প্রত্যর্পণ এবং গ্রহণ।

পক্ষ প্রভৃতি।

১৬৯ ধারা। বর্ত্তমান অধ্যায়ের বিধান অনুসারে যে সমস্ত মোকদ্দমা উত্থাপিত ও বিচারিত হইবে, তৎসমুদয়ে মোকদ্দমাকারী বাদীর পরিবর্ত্তে অন্য বাদী করিতে অথবা অতিরিক্ত বাদী নিয়োগ করিতে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৭ ধারা এবং পক্ষের কাহাকে নিষ্কাশিত অথবা সংযোজিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ে ৩২ ধারা প্রয়োজিত হইবে। এই অধ্যায়ের কার্য্যপ্রণালী অনুসারে যে কোন মোকদ্দমার বিচার হইবে তাহাতে যে ব্যক্তি বাদী অথবা প্রতিবাদীর বিপক্ষে মোকদ্দমার মূল বিষয় সম্পর্কে কোন স্বত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হইবে, আদালত তাহাকে কোন পক্ষ করিবেন না। কিন্তু মোকদ্দমার কোন পক্ষ ও তদ্রূপ কোন ব্যক্তির মধ্যে অধিকার সম্বন্ধে বিবাদ থাকিলে যদি উপস্থিত মোকদ্দমার মীমাংসা জন্য ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে পক্ষদিগের মোকদ্দমার ন্যায় তাহার নিষ্পত্তি করা যাইতে পারিবে।

পক্ষের পরিবর্ত্তন, নিষ্কাশন এবং সংযোজন।

মোকদ্দমার দুই পক্ষ ভূম্যধিকারী অথবা প্রজার বিপক্ষে যে ব্যক্তি দাবী করিবে তাহাকে কোন পক্ষ করা হইবে না।

উদাহরণ।

ক এক জন ভূস্বামী, খ এক জন রায়ত, ক খএর নামে কোন যোতের খাজানার জন্য নালিশ করিল এবং আপনার সপক্ষে এই যোতের সম্বন্ধে খএর সহিত যে কবুলিয়ত হইয়াছিল, তাহা আদালতের নথীর সামিল করিয়া দিল, খ এই কবুলিয়তের বিষয় অস্বীকার করিয়া কহিল, তাহার যোত কএর এলাকার অন্তর্ভুক্ত নয়, উহা নিকটবর্ত্তী ভূস্বামী গএর এলাকাভুক্ত। গ উপস্থিত হইয়াও এবিষয়ে আপনার স্বত্ব দেখাইয়া এই মোকদ্দমার এক জন পক্ষ হইতে ইচ্ছা করিল। আদালত গকে এই মোকদ্দমার কোন পক্ষ করিবেন না, কিন্তু কবুলিয়ত যথার্থ কি না, তাহার মীমাংসা করিবেন।

১৭০ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে যে সমস্ত মোকদ্দমা উপস্থিত ও বিচার হইবে, তৎসমুদয়ে দেওয়ানী আইনের নিম্নলিখিত বিধানগুলি প্রয়োজিত হইবে, যথা—

মোকদ্দমার কারণ যোগকরণ বিষয়ক ৪৫ ধারা।

মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করণ সম্পর্কে ২৫ ধারা, এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট এবং উকীল নিয়োগ সম্বন্ধে ৩৬ ধারা, ৩৭ ধারার (ক) এবং (খ) প্রকরণ এবং ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪১ ধারা।

মোকদ্দমার কারণ সংযোগ করিয়া দেওন, মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করণ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট এবং উকীল নিয়োগ সম্বন্ধে দেওয়ানী আইনের বিধান প্রয়োজিত হইবে।

দলীল সংসৃষ্ট প্রমাণ প্রভৃতি।

১৭১ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থাপিত ও মীমাংসিত হইবে, তৎসমুদয়ে দলীলাদির উপস্থাপন, গ্রহণ, অগ্রাহ্যকরণ ও প্রত্যর্পণসম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের নিম্নলিখিত বিধানগুলি প্রয়োজিত হইবে, অর্থাৎ—

এই অধ্যায়মত মোকদ্দমায় দলীল প্রভৃতি উপস্থিত করণ বিষয়ক দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন কোন বিধান প্রয়োজিত হইবে।

বাদী যে দলীলের উপর নির্ভর করিয়া নালিশ করিয়াছে, সেই দলীলের উপস্থাপন, সেই দলীল কিম্বা তাহার কোন নকলের সমর্পণ এবং যে সকল দলীল বাদী আপনার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার তালিকাসম্বন্ধে ৫৯ ধারা।

যাঁহার অধিকারে ও ক্ষমতায় দলীল আছে, তদ্বিষয়ের উল্লেখসম্বন্ধে ৬০ ধারা।

দোকানের খাতাপত্র উপস্থাপন এবং তাহাতে যে যে বিষয় লিখিত আছে, তাহাতে চিহ্ন দেওন বা তাহা প্রত্যর্পণসম্বন্ধে ৬২ ধারা।

মোকদ্দমা নথীবদ্ধ করিবার সময় যে সমস্ত দলীল উপস্থিত হয় নাই, তৎসমুদয়ের অগ্রহণীয়তা সম্বন্ধে ৬৩ ধারা।

আদালত আপনার অথবা অন্য আদালতের সেরেস্তা হইতে যে সকল কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইবেন তৎসম্বন্ধে ১৩৭ ধারা। ১৩৭ ধারায় যে বিবরণপত্রের উল্লেখ আছে, তাহা মোক্তার অথবা ঘটনাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে দাখিল করিতে হইবে।

প্রথম শুনানিতে দলীল সংসৃষ্ট প্রমাণ প্রস্তুত রাখিবার সম্বন্ধে ১৩৮ ধারা।

দলীল উপস্থাপিত না করিলে যাহা হইবে, তৎসম্বন্ধে ১৩৯ ধারা।

দলীল গ্রহণ এবং অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রতিগ্রহণীয় দলীল অগ্রাহ্যকারী আদালত সম্বন্ধে ১৪০ ধারা।

সেরেস্তায় দলীলের স্থাপন, প্রমাণিত দলীল চিহ্নিত ও নথীবদ্ধ করণ. এবং খাতায় লিপিবদ্ধ বিষয় সম্বন্ধে ১৪১ ধারা।

অস্বীকৃত দলীলগুলি চিহ্নিত করণ এবং প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে ১৪২ ধারা।

দলীলসমূহ আটক রাখিতে আদালতের আদেশ সম্বন্ধে ১৪৩ ধারা।

যে সমস্ত দলীল প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে ১৪৪ ধারা।

মোকদ্দমা শুনানির পূর্ব্বকার্য্য।

১৭২ ধারা। ১৬৮ ধারা অনুসারে আবেদনপত্র রেজিষ্টরী করা হইলে সমনের নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইয়া দাবীর জবাব দিবার জন্য প্রত্যেক প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইবে।

প্রতিবাদীর উপর সমন জারী। প্রতিবাদীকে কি ভাবে উপস্থিত হইতে হইবে।

(ক) প্রতিবাদী স্বয়ং জবাব দিতে পারিবে। কিম্বা,

(খ) উপযুক্তমতে আদেশ প্রাপ্ত ও মোকদ্দমাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের উত্তর-দানসমর্থ কোন উকীল অথবা,

(গ) এই সমস্ত বিষয়ের উত্তর-দান-সমর্থ অন্য কোন ব্যক্তির সমভিব্যাহারী উকীল।

এই প্রকার সমনে বিচারপতির কিম্বা তিনি যে ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবেন, তাহার সাক্ষর থাকিবে, এবং ইহা আদালতের মোহরাঙ্কিত হইবে। কিন্তু যদি প্রতিবাদী আদালতে নালিশ উপস্থিত হইলেই আপনি আসিয়া বাদীর দাবী স্বীকার করে, তাহা হইলে তদ্রূপ সমন বাহির করা হইবে না।

এই অধ্যায় অনুসারে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থাপিত ও মীমাংসিত হইবে, তৎসমুদয়ে বাদী কিম্বা প্রতিবাদীর উপস্থিতির সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬৬ এবং ৬৭ ধারার এবং প্রতিবাদীর উপস্থিতির দিন অবধারণ সম্বন্ধে ঐ আইনের ৬৯ ধারার বিধান প্রয়োজিত হইবে।

উভয় পক্ষের উপস্থিতি।

১৭৩ ধারা। মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জন্য সমন হইবে। এই সমনদ্বারা যে দলীলে বাদীর প্রয়োজন হইয়াছে, কিম্বা যে দলীলের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিবাদী আপনাকে সমর্থন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, প্রতিবাদীকে সেই দলীল উপস্থিত করিতে বলা হইবে। অধিকন্তু এতদ্দ্বারা যে সকল সাক্ষী বিনা সমনে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিবে, প্রতিবাদীকে নির্দ্দিষ্ট দিনে সেই সকল সাক্ষী হাজির করিতে বলা যাইবে। যে সকল সাক্ষী বিনা সমনে উপস্থিত হইতে অসম্মত হইবে, তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইবার জন্য যথোপযুক্ত সময় থাকিতে সমনজারী করিতে হইবে।

মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জন্য সমন হইবে, এবং তাহাতে প্রতিবাদীকে দলীল উপস্থিত ও সাক্ষী হাজির করিতে আদেশ দেওয়া যাইবে।

১৭৪ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে যে সকল মোকদ্দমার বিচার হইবে, তৎসমুদয়ে দেওয়ানী আইনের নিম্নলিখিত বিধান সকল প্রয়োজিত হইবে, যথা :—

প্রতিবাদীর উপর যে সমন হইবে, তাহা জারী করিবার বিধান।

প্রতিবাদীর উপর জারীর জন্য সমন দিবার সম্বন্ধে ৭২ ধারা।

সমন জারীর কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে ৭৩ ধারা।

কএক জন প্রতিবাদীর উপর সমন ধরাইবার সম্বন্ধে উপবিধি ব্যতিরিক্ত ৭৪ ধারা।

স্থাবর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক এজেণ্টের উপর সমন ধরাইবার সম্বন্ধে ৭৭ ধারা।

প্রতিবাদীর পরিবারস্থ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর সমন ধরাইবার সম্বন্ধে ৭৮ ধারা।

যে ব্যক্তির উপর জারী করা যায় তাহার রসীদ স্বাক্ষর সম্বন্ধে ৭৯ ধারা।

যখন প্রতিবাদী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি রসীদ স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হয়, কিম্বা তাহাকে না পাওয়া যায়, তখনকার কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে ৮০ ধারা।

সমন ধরাইবার সময় এবং প্রণালীবিষয়ক পৃষ্ঠলিপি সম্বন্ধে ৮১ ধারা।

সমন ধরাইবার কর্ম্মচারীর পরীক্ষা-প্রণালী এবং পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে দিবার সম্বন্ধে ৮২ ধারা।

পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে সমন দিলে যাহা হইবে তৎসম্বন্ধে ৮৩ ধারা।

অন্য প্রকারে সমন জারী হইলে উপস্থিতির সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ৮৪ ধারা।

যদি প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকায় বাস করে, এবং সমন লইবার জন্য তাহার কোন এজেণ্ট না থাকে, তাহা হইলে সমন ধরাইবার সম্বন্ধে ৮৫ ধারা।

রাজধানী নগরে সমন ধরাইবার সম্বন্ধে ৮৬ ধারা।

কারাবাসী প্রতিবাদীর উপর সমন ধরাইবার সম্বন্ধে ৮৭ ধারা।

কারাগার অন্য জিলায় হইলে তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে ৮৮ ধারা।

সমনের পরিবর্ত্তে পত্র লেখার সম্বন্ধে ৯১ ধারা।
এই পত্র প্রেরণের প্রণালীর সম্বন্ধে ৯২ ধারা।
যে ব্যক্তি পরওয়ানা বাহির করান তাহার ব্যয়ে জারী হইবার প্রণালীর সম্বন্ধে ৯৩ ধারা।
সমনের মত নোটিস এবং আদেশপত্র দিবার সম্বন্ধে ৯৪ ধারা; এবং ডাকের ইষ্টাম্পের সম্বন্ধে ৯৫ ধারা।

কিন্তু হস্তান্তরকরণোপযোগী তালুক, পেটাও-তালুক এবং যোতের বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে প্রতিবাদীর উপর সমন ধরাইতে যদি না পারা হয়, তাহা হইলে আদালত সেই সমনের এক খণ্ড সেই তালুক, পেটাওতালুক অথবা যোতের অন্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং ইহাই উত্তম ও যথোচিত জারী করণ বলিয়া গণ্য হইবে।

বিচারের পূর্ব্বে কোন্ কোন্ স্থলে প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করা যাইবে কিন্তু তালুক, পেটাওতালুক কিম্বা দখলীবিশিষ্ট যোত যে ঋণের জন্য বন্ধক আছে তৎসম্বন্ধে এরূপ হইবে না।

১৭৫ ধারা। ১৬৫ ধারার (১) প্রকরণ লিখিত কোন মোকদ্দমায় যদি বাদী এই হেতু দেখাইয়া বিচারের পূর্ব্বে প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনার নালিশের বিবরণপত্রসহ একখানি দরখাস্ত সমর্পণ করে যে, প্রথমে সমন বাহির হইলে প্রতিবাদী দাওয়ার উত্তর দিতে উপস্থিত না হইয়া পলায়ন করিবে; তাহা হইলে আদালত বাদী অথবা ঘটনাভিজ্ঞ তৎপ্রতিনিধির বক্তব্য শুনিবেন এবং তৎকর্ত্তৃক উপস্থাপিত দলীলাদি পরিদর্শন করিবেন। যদি এই কয়েকটী বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়—

(ক) যে, যে জিলায় এই আদালত আছে প্রতিবাদী সেই জিলায় বাস করে,

(খ) যে, প্রদর্শিত হেতু দেখিয়াই যদি দাবীর যাথার্থ্যে বিশ্বাস জন্মে,

(গ) যে, প্রথম সমন বাহির হইলে প্রতিবাদী দাবীর উত্তর দিতে উপস্থিত না হইয়া পলায়ন করিবে;

তাহা হইলে আদালত প্রতিবাদীর নামে ওয়ারণ্ট বাহির করিতে পারিবেন। তাহাতে প্রতিবাদীকে আদালতে উপস্থিত হইয়া বাদীর দাবীর টাকা দেওয়ার জন্য জামিন না দেওয়ার হেতু দেখাইতে আদেশ থাকিবে। ৬৪ ধারা-লিখিত তালুক, পেটাওতালুক অথবা দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতের বাকী খাজানার জন্য যে মোকদ্দমা হইবে, তাহাতে এই প্রকার ওয়ারণ্ট বাহির করা হইবে না।

ওয়ারণ্ট ফিরাইয়া দিবার সময়। প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করা হইলে তাহাকে নোটিস্ দিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। যখন এই প্রকার ওয়ারণ্ট বাহির হইবে, তখন আদালত তাহা ফিরাইয়া দিবার সময় অবধারণ করিবেন এবং যে কর্ম্মচারীর উপর এই ওয়ারণ্ট জারী করিবার ভার থাকিবে, সে প্রতিবাদী গ্রেপ্তার হইলে তাহাকে একখানি নোটিস দিবে। এই নোটিসে দাবীর সমস্ত বিবরণ থাকিবে, এবং যদি প্রতিবাদী দাওয়ার প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে প্রতিবাদী আপনার প্রতিবাদ সমর্থন জন্য যে সমস্ত দলীলের উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তৎসমুদয় সঙ্গে আনিবার আদেশ থাকিবে।

ওয়ারণ্টক্রমে গ্রেপ্তার হইয়া প্রতিবাদীর আদালতে উপস্থিত হওয়ার পর কার্য্যপ্রণালী।

১৭৭ ধারা। এইরূপ ওয়ারণ্টে প্রতিবাদী গ্রেপ্তার হইলে তাহাকে যত শীঘ্র পারা যায়, আদালতে হাজির করা হইবে। যদি প্রতিবাদী দাবীর বিরুদ্ধে হেতু দেখাইতে অসমর্থ হয়, এবং আদালত যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে বাদীর দাবীর টাকা দিবার জন্য প্রতিবাদীকে জামিন দিবার আদেশ দিতে পারিবেন; জামিন দিতে না পারিলে তাহাকে দেওয়ানী কারাগারে রাখা যাইতে পারিবে। যাবৎ সে জামিন দিতে অথবা আদালতের আদেশানুসারে নির্দ্দিষ্ট টাকা জমা রাখিতে না পারিবে, তাবৎ সে খালাস পাইবে না। প্রতিবাদী এই অবস্থায় আপনাকে দেউলিয়া বলিয়া প্রকাশ হইবার আবেদন করিতে পারে, ঈদৃশ স্থলে দেওয়ানী কার্য্যবিধির বিংশ অধ্যায়ের বিধান সকল প্রয়োজিত হইবে।

যেস্থলে প্রতিবাদী জামিন দেয় সেস্থলে জামিনের খোলসার দরখাস্ত সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৪৮০ ধারা, এবং যেস্থলে প্রতিবাদী দেওয়ানি জেলে স্থাপিত হইবে, সেস্থলে তাহার খোরাকী সম্বন্ধে উক্ত আইনের ৪৮২ ধারা প্রয়োজিত হইবে।

প্রতিবাদীর উপর গ্রেপ্তারী ওয়ারণ্ট জারী না হইলে কার্য্যপ্রণালী।

১৭৮ ধারা। যদি প্রতিবাদী ওয়ারণ্টে গ্রেপ্তার না হয়, তাহা হইলে আদালত বাদীর প্রার্থনা অনুসারে যাবৎ বাদী দ্বিতীয় ওয়ারণ্টের জন্য প্রার্থনা করিতে সমর্থ না হইবে, তাবৎ মোকদ্দমা হয় স্থগিত রাখিবেন, না হয় এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়া তাহা আদালতের গৃহে এবং প্রতিবাদীর আবাসবাটীতে সংলগ্ন রাখিতে আদেশ দিবেন। ঘোষণাপত্রে মোকদ্দমা শুনানির দিন অবধারিত থাকিবে। এই দিন প্রতিবাদীর আবাসবাটীতে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিবার তারিখের অন্যূন দশ দিন পরবর্ত্তী হইবে। ঘোষণাপত্র অনুসারে প্রতিবাদী আদালতে হাজির হইলে ১৭৭ ধারার বিধান অনুসারে তাহার বিচার হইবে।

বিনা কারণে গ্রেপ্তার করিলে ক্ষতিপূরণ।

১৭৯ ধারা। যদি আদালত দেখেন যে, প্রতিবাদীকে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহা হইলে আদালত এইরূপ গ্রেপ্তার অথবা মোকদ্দমার বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত জেলে থাকাহেতুক প্রতিবাদীর যে কোন হানি বা ক্ষতি হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ জন্য প্রতিবাদীকে যাহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ করেন এরূপ টাকা দিতে আদেশ করিবেন।

১৮০ ধারা। ১৬৫ ধারার (১) প্রকরণে যে সমস্ত মোকদ্দমার উল্লেখ আছে, তৎসমুদয়ে বিচারের পূর্ব্বে ক্রোকের সম্বন্ধে এবং অবৈধ ক্রোকের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৪৮৩ হইতে ৪৯১ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারার বিধান প্রয়োজিত হইবে। কিন্তু যাহাতে ৬৪ ধারার বিধান প্রয়োজিত হইতে পারে, এরূপ তালুক, পেটাওতালুক এবং দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোতের বাকী খাজানার জন্য যে মোকদ্দমা হইবে, তাহাতে যাবৎ বাদী আদালতকে না বুঝাইতে পারে যে, সেই তালুক, পেটাও-তালুক কিম্বা দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিলেও সুদ ও খরচা সমেত মোকদ্দমার বাকী খাজানার টাকা উঠিবে না, তাবৎ বিচারের পূর্ব্বে এইরূপ ক্রোক করিবার আদেশ দেওয়া হইবে না।

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমায় বিচারের পূর্ব্বে ক্রোকের সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধির ব্যবস্থা।

১৮১ ধারা। ১৮০ ধারা অনুসারে ক্রোক হইলেও প্রতিবাদী অকর্ত্তিত শস্য এবং অন্য অসংগৃহীত উৎপন্ন দ্রব্যপ্রভৃতি ছেদন ও সংগ্রহ করিয়া তাহার সচরাচর ব্যবহার্য্য কোন গোলায় অথবা অন্য কোন স্থলে রাখিয়া দিতে পারিবে। যদি প্রতিবাদী এবিষয়ে উপেক্ষা করে তাহা হইলে বাদী ঐ সকল শস্য ছেদন ও সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত গোলায় বা স্থানে অথবা নিকটবর্ত্তী অন্য কোন সুবিধাজনক স্থলে রাখিতে পারিবে।

প্রতিবাদী ক্রোক করা অকর্ত্তিত শস্যপ্রভৃতি কাটিয়া ও একত্র করিয়া গোলাজাত করিতে পারে। যদি প্রতিবাদী অমনোযোগী হয়, তাহা হইলে বাদী ইহা করিবে।

যে সকল শস্য বা উৎপন্ন দ্রব্য গোলাজাত রাখিলে অপকৃষ্ট বা নষ্ট হইতে পারে, আদালত কোন পক্ষের আবেদন পাইলে যেমন উচিত বোধ করেন তদনুরূপ প্রণালী এবং নিয়ম অনুসারে তৎসমুদয় কোন ব্যক্তিদ্বারা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিবেন। এই আজ্ঞাপত্রে ঐ ব্যক্তির নামোল্লেখ থাকিবে।

যে সমস্ত শস্যাদি গোলাজাত করিলে নষ্ট হইতে পারে, তৎসমুদয় বিক্রীত হইবে।

১৮২ ধারা। বর্ত্তমান অধ্যায়ের বিধান অনুসারে উপস্থিত যে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার হইবে, তৎসমুদয়ে সাক্ষীদিগের উপর সমন জারী এবং তাহাদের উপস্থিতির সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধির নিম্নলিখিত বিধান সকল প্রয়োজিত হইবে, যথা:—

সাক্ষীদিগের উপর সমন জারী এবং তাহাদের উপস্থিতির সম্বন্ধে বিধান।

সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হইবার জন্য কিম্বা দলীল উপস্থাপিত করিবার জন্য সমনের সম্বন্ধে ১৫৯ ধারা।

সমন দিবার প্রার্থনা করিয়া সাক্ষীদিগের জন্য যে খরচা আদালতে দেওয়া হইয়াছে সেই খরচা এবং তাহার হার সম্বন্ধে ১৬০ ধারা।

সাক্ষীদিগকে এই খরচা দেওয়ার সম্বন্ধে ১৬১ ধারা।

যেস্থলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খরচা না দেওয়া হইয়াছে, এবং যে স্থলে সাক্ষীকে এক দিনের অধিক রাখা হইয়াছে সেই স্থলের কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে ১৬২ ধারা।

সমনের লিখিত যে সময়ে, যেস্থলে এবং যে জন্য সাক্ষীকে উপস্থিত হইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ১৬৩ ধারা।

দলীল দাখিল করিবার জন্য সমনের সম্বন্ধে ১৬৪ ধারা।

আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্য-দানের ক্ষমতা সম্বন্ধে ১৬৫ ধারা।

সমন ধরাইবার প্রণালীর সম্বন্ধে ১৬৬ ধারা।

সমন ধরাইবার সময়ের সম্বন্ধে ১৬৭ ধারা।

পলাতক সাক্ষীর সম্পত্তি ক্রোকের সম্বন্ধে ১৬৮ ধারা।

সাক্ষী উপস্থিত হইলে সেই ক্রোক রহিত করিবার সম্বন্ধে ১৬৯ ধারা।

সাক্ষী উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইবে, তৎসম্বন্ধে ১৭০ ধারা।

আপনার ইচ্ছানুসারে আদালতের মোকদ্দমায়-লিপ্ত নহে এরূপ লোকদিগকে সমন দিয়া সাক্ষীর শ্রেণীতে নিবেশিত করণ বিষয়ে ১৭১ ধারা।

সাক্ষ্যদিবার জন্য যাহাদের উপর সমন হইয়াছে, তাহাদের উপস্থিত হইতে বাধ্যতা সম্বন্ধে ১৭২ ধারা।

এই সকল ব্যক্তিদিগের প্রস্থানের সময় সম্বন্ধে ১৭৩ ধারা।

অনুপস্থিত হইলে এবং সাক্ষ্য দিতে বা দলীল দাখিল করিতে অসম্মত হইলে যে ফল হইবে তৎসম্বন্ধে ১৭৪ ধারা।

সাক্ষী পলায়ন করিলে যে কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইবে, তৎসম্বন্ধে ১৭৫ ধারা।

কোন্ কোন্ লোকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আদালতে নিজে উপস্থিত হইতে বাধ্য নয়, তৎসম্বন্ধে ১৭৬ ধারা।

আদালত আহ্বান করিলে যদি কোন পক্ষ সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে যে ফল হইবে, তৎসম্বন্ধে ১৭৭ ধারা; এবং

যে পক্ষের উপর সমনজারী হইয়াছে, তাহাদের প্রতি সাক্ষী সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রয়োজিত হইবে, এসম্বন্ধে ১৭৮ ধারা।

উভয় পক্ষের উপস্থিতি।

১৮৩ ধারা। এই অধ্যায় অনুসারে যে সকল মোকদ্দমার বিচার হইবে তৎসমুদয়ে উভয় পক্ষের উপস্থিতির সম্বন্ধে এবং উভয় পক্ষ অনুপস্থিত হইলে যে ফল হইবে, তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের নিম্নলিখিত বিধান সকল প্রয়োজিত হইবে, যথা:—

উভয় পক্ষের উপস্থিতি সম্বন্ধে এবং অনুপস্থিত হইলে কি হইবে, তৎসম্বন্ধে বিধান।

আদালতে উপস্থিত হইতে এবং দাবীর উত্তর দিতে প্রতিবাদীর উপর যে সমন হইবে, সেই সমনে যে দিন অবধারিত থাকিবে সেই দিনে উভয়পক্ষের উপস্থিতির সম্বন্ধে ৯৬ ধারা।

প্রতিবাদী সমন বাহির করিবার ফী না দেওয়ায় সমন ধরাণ না হইলে মোকদ্দমার ডিস্মিসের সম্বন্ধে ৯৭ ধারা।

কোনও পক্ষ উপস্থিত না হইলে মোকদ্দমার ডিস্মিসের সম্বন্ধে ৯৮ ধারা।

এরূপ স্থলে আদালতে প্রতিবাদীর পুনর্ব্বার সেই মোকদ্দমার উপস্থাপন করিতে পারিবার অথবা আদালতের সেই মোকদ্দমা নথীবদ্ধ করিতে পারিবার সম্বন্ধে ৯৯ ধারা।

কেবল বাদী উপস্থিত হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইবে, তৎসম্বন্ধে ১০০ ধারা।

মোকদ্দমা স্থগিত করণের দিনে পুনর্ব্বার যে দিন অবধারিত হইবে, যে স্থলে প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইবে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত না হওয়ার উপযুক্ত কারণ দেখাইবে সেস্থলে যে কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইবে তৎসম্বন্ধে ১০১ ধারা।

কেবল প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে, যে কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইবে, তৎসম্বন্ধে ১০২ ধারা।

বাদী অনুপস্থিত থাকিলে যদি তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়, তাহা হইলে সে পুনর্ব্বার সেই মোকদ্দমা উত্থাপন করিতে পারিবে না, এ সম্বন্ধে ১০৩ ধারা।

কতিপয় বাদীর মধ্যে এক কিম্বা অনেক জন অনুপস্থিত হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইবে, তৎসম্বন্ধে ১০৫ ধারা।

অনেক প্রতিবাদীর মধ্যে এক কিম্বা অনেক জন অনুপস্থিত হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইবে, তৎসম্বন্ধে ১০৬ ধারা।

কোন পক্ষ স্বয়ং উপস্থিত হইতে আজ্ঞপ্ত হইলে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন ব্যতীত যদি অনুপস্থিত হয়, তাহা হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইবে, তৎসম্বন্ধে ১০৭ ধারা।

প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কোন এক তর্ফা ডিক্রী খারিজ করিবার সম্বন্ধে ১০৮ ধারা; এবং

প্রতিপক্ষকে না জানাইয়া কোন ডিক্রী খারিজ করা হইবে না, এ সম্বন্ধে ১০৯ ধারা।

প্রতিবাদী আপনার পক্ষ সমর্থন জন্য স্ববক্তব্য লিখিয়া আদালতে নথীবদ্ধ করিতে পারে। আদালত না চাহিলে অন্য কোন লিখিত বিবরণ নথীবদ্ধ হইবে না।

১৮৪ ধারা। ইচ্ছা করিলে প্রতিবাদী আপনার পক্ষ সমর্থন জন্য স্ববক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আদালতে নথীবদ্ধ করিতে পারে। কোন পক্ষ অন্য কোন লিখিত বিবরণ নথীবদ্ধ করিতে পারিবে না, অথবা আদালতও তাহা গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু আদালত কোন লিখিত বিবরণ চাহিতে পারেন, এবং তাহার উপস্থাপনের সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

আদালতে টাকা দেওয়ার সম্বন্ধে এবং সেই প্রদত্ত টাকার সুদের সম্বন্ধে এবং বত টাকা বাদ দেওয়া তৎসম্বন্ধে বিধান।

১৮৫ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে যে সকল মোকদ্দমার উত্থাপন ও বিচার হইবে, তৎসমুদয়ে আদালতে টাকা দাখিল করার সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের নিম্নলিখিত বিধান সকল প্রয়োজিত হইবে, যথা;—

বাদীর দাবী পূরণ জন্য প্রতিবাদীর টাকা আমানত করার সম্বন্ধে ৩৭৬ ধারা।

বাদীকে আমানত করার নোটিস দেওয়ার সম্বন্ধে ৩৭৭ ধারা।

নোটিস পাওয়ার পরে বাদীকে আমানত করা টাকার উপর সুদ না দেওয়ার সম্বন্ধে ৩৭৮ ধারা।

যেস্থলে বাদী আপনার দাবী পূরণ জন্য আমানত করা সমস্ত টাকা অথবা তাহার কোন অংশ গ্রহণ করিবে, সেস্থলে যে কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইবে, তৎসম্বন্ধে ৩৭৯ ধারা; এবং

আইন অনুসারে আদায় যোগ্য নিশ্চিত টাকা বাদ দেওন সম্বন্ধে ১১১ ধারা।

আদালত স্থানীয় অনুসন্ধানের জন্য আদেশ দিতে পারেন।

১৮৬ ধারা। যদি উচিত বোধ হয়, তাহা হইলে আদালত আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে অথবা মোকদ্দমার কোন পক্ষের আবেদন অনুসারে কোন মোকদ্দমার স্থানীয় অনুসন্ধানের আদেশ দিতে পারিবেন। সকল প্রকার অনুসন্ধানে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯ এবং ৪০০ ধারা প্রয়োজিত হইবে।

যদি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোনপক্ষ প্রমাণ প্রদর্শনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে একবারে রায় দেওয়া হইবে।

১৮৭ ধারা। যদি কোন পক্ষ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত আপনার পক্ষ সমর্থনোপযোগী প্রমাণ প্রদর্শনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে আদালত কাল বিলম্ব না করিয়া রায় দিতে পারিবেন

মোকদ্দমা স্থগিত করণ।

কোন্ কোন্ স্থলে মোকদ্দমার শুনানি স্থগিত থাকিতে পারে।

১৮৮ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে মোকদ্দমা অন্য কোন্ দিন পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিতে পারে স্থগিত করণের আদেশে এই দিনের নির্দ্দেশ থাকিবে, যথা;—

(১) যেস্থলে কোন পক্ষ উপস্থিত না থাকে, এবং তাহার উকীল অথবা ১৭২ ধারার (গ) প্রকরণোল্লিখিত ব্যক্তি মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয়ের, যাহা আদালতের বিবেচনায় উত্তরদান যোগ্য এবং সেই পক্ষ উপস্থিত থাকিলে যাহার উত্তর দিতে পারিত, উত্তর দিতে সমর্থ না হইবে।

(২) ১৯১ ধারার বিধানসমূহ অনুসারে কার্য্য করিবার পর যেস্থলে আদালত বিবেচনা করিবেন যে, উভয়পক্ষঘটিত বিচার্য্যবিষয়ের নিষ্পত্তি জন্য অন্য কোন প্রমাণ গ্রহণ আবশ্যক হইবে;

(৩) যেস্থলে কোন পক্ষ উপযুক্ত হেতু দেখাইয়া প্রমাণ প্রদর্শন জন্য অথবা অন্য কোন বিষয়ের জন্য সময় প্রার্থনা করিবে; আদালত এই হেতুর বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন।

প্রথমস্থলে আদালত পরবর্ত্তী যে দিনে মোকদ্দমার শুনানি হইবে, সেই দিনে উভয় পক্ষকে উপস্থিত হইতে আদেশ দিবেন।

স্থগিত করণের খরচা।

দ্বিতীয়স্থলে আদালত মোকদ্দমার স্থগিত করণের পরবর্ত্তী শুনানির দিনে বিচার জন্য ইস্যু ধার্য্য করিয়া দিবেন। সকল স্থলেই আদালত যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন তদনুসারে স্থগিত করণের খরচারসম্বন্ধে আদেশ দিবেন।

শুনানি ক্রমাগত চলিবে।

কিন্তু একবার আরম্ভ হইলে আদালত যদি কোন কারণে মোকদ্দমা স্থগিত রাখা আবশ্যক বোধ না করেন, তাহা হইলে যাবৎ উপস্থিত সমুদয় সাক্ষীর জবানবন্দী না হইবে, তাবৎ মোকদ্দমার শুনানি প্রতিদিন ক্রমাগত চলিবে। স্থগিত করিতে হইলে বিচারপতি স্থগিত রাখার কারণ স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিবেন।

পরবর্ত্তী শুনানির দিনে উভয়পক্ষ উপস্থিত না হইলে কিম্বা স্থগিত করণের প্রমাণ প্রদর্শন না করিলে যে উপায় অবলম্বিত হইবে তাহার কথা।

১৮৯ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে যে সকল মোকদ্দমা উত্থাপন ও বিচার হইবে, তৎসমুদয় যদি উভয়পক্ষ স্থগিত করণের পরবর্ত্তী শুনানির দিনে উপস্থিত না হয় তাহা হইলে যাহা হইবে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৫৭ ধারা এবং কোন পক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন না করিতে পারিলেও আদালতের মীমাংসার সম্বন্ধে উক্ত আইনের ১৫৮ ধারা প্রয়োজিত হইবে।

মোকদ্দমার শুনানি।

উভয় পক্ষ উপস্থিত হইলে আদালত প্রত্যেক পক্ষ বিপক্ষের উল্লিখিত বিবরণ অথবা দলীলাদি স্বীকার কিম্বা অস্বীকার করে কি না তদ্বিষয় নির্দ্ধারিত ও লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৯০ ধারা। সমন অথবা তৎপরে আদালতের আদেশ অনুসারে উভয় পক্ষ শুনানির প্রথম নির্দ্দিষ্ট দিনে অথবা স্থগিত করণের পরবর্ত্তী কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইলে আদালত—

(১) প্রতিবাদী অথবা তাহার উকীলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবেন যে (ক) আবেদনপত্রে নালিশের বিবরণ যাহা বলে তাহা সে স্বীকার অথবা অস্বীকার করে কি না; এবং (খ) সে কোন লিখিত বিবরণ নথীবদ্ধ না করিলে অথবা তাহার এই বিবরণ অসম্পূর্ণ হইলে এই অভিযোগের উত্তর দান স্থলে কি বলে।

(২) বাদী অথবা তাহার উকীলকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রতিবাদীর উল্লিখিত বিবরণ বাদী স্বীকার অথবা অস্বীকার করে কি না, তদ্বিষয় জানিবেন।

(৩) প্রত্যেক পক্ষ অথবা তাহাদের উকীলকে জিজ্ঞাসা করিয়া, বিপক্ষের উপস্থাপিত কোন দলীলের যাথার্থ তাহারা স্বীকার অথবা অস্বীকার করে কি না, তাহা জানিবেন।

আদালত এই স্বীকার এবং অস্বীকারের বিষয় লিখিয়া রাখিবেন।

মোকদ্দমাসংক্রান্ত কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের উত্তরদান-সমর্থ কোন পক্ষ অথবা কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য-গ্রহণ।

১৯১ ধারা। আদালত অতঃপর নিজে আদালতে হাজির বা উপস্থিত কোন পক্ষের অথবা সেই পক্ষ অথবা তাহার উকীলের সমভিব্যাহারী মোকদ্দমা-সংক্রান্ত বিষয়ের উত্তরদান-সমর্থ কোন ব্যক্তির জবানবন্দী লইবেন। যদি উচিত বোধ হয়, তাহা হইলে বিপক্ষ যেসকল প্রশ্ন উত্থাপন করিবে উক্ত জবানবন্দীর মধ্যে তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারিবে।

এই সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিতে হইবে এবং ইহা মোকদ্দমার নথীতে থাকিবে।

বিচারপতি এই জবান-বন্দীর মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবেন। ইহা মোকদ্দমার নথীতে থাকিবে।

খোলা আদালতে বিচারপতির সমক্ষে ও শ্রবণ গোচরে সাক্ষীর জবানবন্দী হইবে।

১৯২ ধারা। বিচারপতির সমক্ষে ও শ্রবণগোচরে এবং নিজ তাঁহার আদেশে ও তত্ত্বাবধানে খোলা আদালতে উপস্থিত সাক্ষীদিগের মুখে মুখে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

সাক্ষ্যের বিবরণ কি ভাবে লিখিত হইবে।

সাক্ষ্যের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু বিচারপতি সাক্ষ্য গ্রহণ সময়ে সাক্ষীগণ যে যে বিষয় প্রকাশ করিবে, তদ্বিষয়ের স্মারকলিপি করিবেন। ইহাতে সাক্ষ্যের তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। এই স্মারকলিপি বিচারপতি নিজ হস্তে এবং নিজ ভাষায় লিখিবেন। যদি ইংরাজী তাঁহার নিজ ভাষা না হয়, এবং যদি তিনি ইংরাজীতে এই চুম্বক লিখিতে পারেন, তাহা হইলে ইংরাজীতে লিখিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার স্বাক্ষর থাকিবে, এবং ইহা মোকদ্দমার নথীবদ্ধ হইবে।

বিচারপতি স্বয়ং স্মারকলিপি লিখিতে না পারিলে তিনি এবিষয়ের শ্রুতলিপি করাইবেন।

যদি বিচারপতি উপরোক্ত আদেশমত স্মারকলিপি লিখিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অসামর্থের কারণ লেখাইবেন, এবং খোলা আদালতে তাঁহার কথনমতে ঐ স্মারকলিপি লেখাইবেন। উক্তরূপে লিখিত প্রত্যেক স্মারকলিপি মোকদ্দমার নথীর অংশ হইবে।

সাক্ষ্য লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কতিপয় বিধান প্রয়োগ করা যাইবে।

১৯৩ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে যে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার হইবে, তৎসমুদয়ে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের নিম্নলিখিত বিধান সকল প্রয়োজিত হইবে, যথা:—

কোন বিশেষ প্রশ্ন এবং তাহার যে উত্তর হয়, তাহা লেখার সম্বন্ধে ১৮৬ ধারা।

সাক্ষীদিগের আকার ইঙ্গিতের উপর মন্তব্য সম্বন্ধে ১৮৮ ধারা।

মোকদ্দমা শেষ হইবার পূর্ব্বে বিচারপতি স্থানান্তরিত হইলে তৎকর্ত্তৃক গৃহীত সাক্ষ্য লইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে ১৯১ ধারা ; এবং

কোন সাক্ষীকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া তাহার সাক্ষ্য গ্রহণে আদালতের ক্ষমতা সম্বন্ধে ১৯৩ ধারা।

কখন রায় দিতে হইবে, এ বিষয়ে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের যে যে ধারা প্রয়োজিত হয়।

১৯৪ ধারা। ১৯০, ১৯১, ১৯২ এবং ১৯৩ ধারা অনুসারে কার্য্য করিবার পর, প্রত্যেক পক্ষের পক্ষীয় স্বীকৃত বা প্রমাণীকৃত দলীলাদি বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর, এবং উভয় পক্ষ কিম্বা তাহাদের উকীলদিগের হেতুবাদ শুনিবার পর, বিচারপতি খোলা আদালতে সাধারণতঃ অবিলম্বে প্রকাশ্যভাবে রায় দিবেন। যদি তৎক্ষণাৎ রায় দান করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী কোন দিনে দিবেন। উভয় পক্ষ কিম্বা তাহাদের উকীলদিগকে ঐ দিনের যথাযোগ্য নোটিস দিতে হইবে। বর্ত্তমান অধ্যায় অনুসারে উপস্থিত যে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার হইবে, তৎসমুদয়ে দেওয়ানী কার্য্যবিধির নিম্নলিখিত বিধান সকল প্রয়োজিত হইবে, যথা :—

বিচারপতির পূর্ব্বপদধারীর লিখিত রায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে ১৯৯ ধারা।

রায়ের ভাষা সম্বন্ধে ২০০ ধারা।

রায়ের অনুবাদ সম্বন্ধে ২০১ ধারা।

রায়ের তারিখ, তাহাতে স্বাক্ষর করণ এবং তাহার সংশোধনের সম্বন্ধে ২০২ ধারা।

ছোট আদালত ব্যতীত অপরাপর আদালতের রায়ের বিষয় সম্বন্ধে ২০৩ ধারা।

খরচা কাহার দিতে হইবে, রায়ে এ বিষয়ের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ২১৯ ধারা।

খরচার বিষয়ে আদালতের ক্ষমতা সম্বন্ধে ২২০ ধারা।

কোন টাকা পাওনা আছে ইহা স্বীকৃত বা নির্ণীত হইলে তাহা হইতে খরচা বাদ দিবার সম্বন্ধে ২২১ ধারা ; এবং

খরচার সুদের কথা ২২২ ধারার যে অংশে আছে, সেই অংশ।

ডিক্রী ও তাহাতে যাহা থাকিবে তৎসম্বন্ধে বিধান।

১৯৫ ধারা। (ক) ডিক্রীর সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধির নিম্নলিখিত বিধান সকল প্রয়োজিত হইবে, যথা :—

ডিক্রীর তারিখ এবং তাহাতে বিচারপতির স্বাক্ষরের সম্বন্ধে ২০৫ ধারা।

ডিক্রীর বিষয় এবং তাহার সংশোধনের ক্ষমতার সম্বন্ধে ২০৬ ধারা।

কিস্তিক্রমে টাকা দিবার সম্বন্ধে ২১০ ধারা ; এবং

টাকা বাদ দেওয়ার সম্বন্ধে ২১৬ ধারা।

ডিক্রী করা টাকার সুদ।

(খ) টাকার ডিক্রী হইলে যে টাকার ডিক্রী হইবে, যাবৎ সেই টাকা আদায় না হয়, তাবৎ তাহার সুদ শতকরা বার্ষিক ছয় টাকার অনধিক হিসাবে ধরা যাইবে।

কোন কোন মোকদ্দমার ডিক্রীতে ভূমির বর্ণনা থাকিবে।

(গ) ১৬৫ ধারার ১, ২, ৩, কিম্বা ৫ প্রকরণ লিখিত মোকদ্দমার কোন একটীর ডিক্রীতে ১৬৭ ধারার (ছ) প্রকরণ লিখিত সমস্ত বিবরণ থাকিবে।

বাকী খাজানার জন্য বিক্রয়যোগ্য তালুক, পেটাওতালুক অথবা দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোতের সম্বন্ধে যে ডিক্রী হইবে, তাহাতে ডিক্রী করা বাকীখাজানার পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকিবে।

(ঘ) তালুক, পেটাওতালুক কিম্বা দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোত এবং অন্য কোন তালুক, পেটাওতালুক কিম্বা দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট অথবা অন্যবিধ যোতের বাকী খাজানার জন্য যে ডিক্রী হইবে, সেই ডিক্রীতে, যাহাতে ৬৪ ধারার বিধান প্রয়োজিত হয়, এরূপ প্রত্যেক তালুক, পেটাওতালুক কিম্বা দখলিস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোতসংক্রান্ত ডিক্রী করা বাকী খাজানার পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকিবে।

উভয় পক্ষ রায় এবং ডিক্রীর সহীমোহরের নকল পাইতে পারিবে।

১৯৬ ধারা। পক্ষেরা আদালতে আবেদন করিলে আপন আপন রায়ে রায় এবং ডিক্রীর সহীমোহরের নকল পাইতে পারিবে।

ডিক্রীজারী করণের কথা।

সাধারণ বিধান।

যৎকর্ত্তৃক ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করা যাইবে, কেবল রায় প্রকাশ করণকালে বাচনিক প্রার্থনা করা যাইতে পারিবে, তদ্ভিন্ন সকল স্থলে লিখিয়া করিতে হইবে।

১৯৭ ধারা। ডিক্রীদার কিম্বা তাঁহার উকীলকে ডিক্রীজারী করণের প্রার্থনা করিতে হইবে। তদ্রূপ প্রার্থনা লিখিয়া করিতে হইবে, কিন্তু রায় প্রকাশ করণকালে করা গেলে ২০১ ধারার বিধান মান্য করিয়া বাচনিক প্রার্থনা করা যাইতে পারিবে।

এই অধ্যায়মতে মোকদ্দমার ডিক্রীজারী করণ পক্ষে দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের বিধান বর্ত্তিবার কথা।

১৯৮ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে সমস্ত মোকদ্দমা উপস্থিত ও বিচার করা যায় তাহার ডিক্রীজারী করণ কার্য্যের প্রতি দেওয়ানী কার্য্য বিধান আইনের নিম্নলিখিত বিধি, যতদূর সঙ্গত ততদূর, বর্ত্তিবে ; অর্থাৎ

যে আদালতেরদ্বারা ডিক্রীজারী করা যাইতে পারিবে তৎসম্পর্কে ২২৩ ধারা ;

আপনার ডিক্রী অন্য আদালতেরদ্বারা জারী করা যাইবে, আদালতের এইরূপ অভিপ্রায় হইলে কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ২২৪ ধারা ;

প্রেরিত ডিক্রীর নকল প্রভৃতি তদ্রূপ অন্য আদালতকর্ত্তৃক প্রমাণ না লইয়া গাঁথিয়া রাখা গেলে তৎসম্পর্কে ২২৫ ধারা ;

ডিক্রী যে আদালতে পাঠান যায় তৎকর্ত্তৃক জারী হওন বিষয়ক ২২৬ ধারা ;

অন্য আদালতের প্রেরিত ডিক্রী হাইকোর্টকর্ত্তৃক জারী হওন বিষয়ক ২২৭ ধারা ;

যে আদালতে জারী করণার্থে ডিক্রী পাঠান যায় তাহার ক্ষমতার ও জারী করণের আজ্ঞার উপর আপীল সম্পর্কে ২২৮ ধারা ;

যে আদালতে ডিক্রী পাঠান যায় তৎকর্ত্তৃক জারী করণ স্থগিত রাখা গেলে তৎসম্পর্কে ২৩৯ ধারা ;

তদ্রূপ স্থলে ডিক্রীমত খাতকের স্থানে জামীন লওন কি তাঁহাকে নিয়মবদ্ধ করণ সম্পর্কে ২৪০ ধারা ;

ডিক্রীমত খাতকের কি ২৩৯ ধারা ক্রমে তাঁহার সম্পত্তি মুক্ত করা গিয়া থাকিলে তাহা পুনরায় ধৃত করণ সম্পর্কে ২৪১ ধারা ;

ডিক্রীকারী আদালতের কি আপীল আদালতের আজ্ঞা যে আদালতে ডিক্রীজারী করণার্থে প্রেরণ করা যায় তাহার মানিবার বিষয়ে ২৪২ ধারা ;

ডিক্রীমত খাতকের ও তাঁহার সম্পত্তির উপর একই সময়ে ডিক্রীজারী করিতে আদালতের বিবেচনামত অসম্মতি প্রকাশকরণবিষয়ক ২৩০ ধারার ২ প্রকরণ ;

অনেক সংসৃষ্ট ডিক্রীদার থাকিলে তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তিকর্ত্তৃক ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাবিষয়ক ২৩১ ধারা ;

ডিক্রী যাঁহাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, যে তালুক, পেটাওতালুক, যোত কি ভূমির বাকী খাজানার নিমিত্ত উক্ত ডিক্রী দেওয়া গেল, ঐ তালুকপ্রভৃতিতে ডিক্রীদারের স্বত্ব তাঁহার প্রতিই হস্তান্তর করা গেলে, তৎকর্ত্তৃক ডিক্রীজারী করণের প্রার্থনাবিষয়ক ২৩২ ও ২৩৩ ধারা ;

ডিক্রীমত খাতকের মৃত্যু হইলে তৎস্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের বিপক্ষে ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাবিষয়ক ২৩৪ ধারা ;

ডিক্রীদার ও ডিক্রীমত খাতকের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ডিক্রীজারী স্থগিত থাকনবিষয়ক ২৪৩ ধারা ;

যে আদালত ডিক্রীজারী করেন তাঁহার নির্ণীতব্য বিষয় সম্পর্কীয় ২৪৪ ধারা ;

পরস্পরের বিপক্ষ ডিক্রী বিষয়ক ২৪৬ ধারা ;

একই ডিক্রীমতে পরস্পর বিপক্ষ দাওয়াবিষয়ক ২৪৭ ধারা ;

কোন কোন স্থলে ডিক্রীজারী করিতে না হওয়ার কারণ দেখাইবার নোটিস দেওনবিষয়ক ২৪৮ ধারা ;

নোটিস জারী হইলে পর কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ২৪৯ ধারা ;

পরওয়ানা যে সময়ে বাহির করিতে হইবে তদ্বিষয়ক ২৫০ ধারা ;

তাহাতে তারিখ দেওন, স্বাক্ষরকরণ, মোহর করিয়া দেওন, ও তাহা ফিরিয়া পাঠাইবার সময় বিষয়ক ২৫৫ ধারা ;

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে দেয় টাকার নিমিত্তে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রীবিষয়ক ২৫২ ধারা ;

জামিনের বিপক্ষে ডিক্রী বিষয়ক ২৫৩ ধারা ।

এই আইনের ৬৮ ধারার বিধান মান্য করিয়া টাকার নিমিত্তে ডিক্রীজারীকরণবিষয়ক ২৫৪ ধারা ;

ডিক্রীমত টাকা যে যে রূপে দেওয়া যাইবে তদ্বিষয়ক ২৫৭ ধারা ;

ডিক্রীমত খাতককে সময় দিবার নিমিত্ত ও ডিক্রীমত ঋণ শোধ করণার্থ নিয়মপত্রবিষয়ক ২৫৭ ক ধারা ;

ডিক্রীদারকে টাকা দেওনবিষয়ক ২৫৮ ধারা ।

প্রজাকে উচ্ছেদ করণার্থ কি তাঁহাকে পুনরায় অধিকার দেওনার্থ ডিক্রী যেরূপে জারী করিতে হইবে।

১৯৯ ধারা। কোন প্রজাকে ভূমি হইতে উচ্ছেদ করণার্থে কি তাঁহাকে কোন ভূমিতে পুনর্ব্বার অধিকার দেওয়াইবার নিমিত্তে ডিক্রী হইয়া থাকিলে ঐ ভূমি ডিক্রীক্রমে যে ব্যক্তিকে দেওয়া স্থির হইয়াছে তাঁহার প্রতি কি তৎসপক্ষে তাহা গ্রহণ করণার্থে তিনি যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি ঐ ভূমির অধিকার সমর্পণ করিয়া ও ডিক্রীদ্বারা আবদ্ধ কোন ব্যক্তি ঐ ভূমি ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে, প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া, উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে।

প্রজার দখলীকৃত কোন ভূমিতে কোন তালুকদার পেটাও তালুকদার কি অন্য ব্যক্তির অধিকার থাকিলে তাঁহাকে উচ্ছেদ করণার্থে কি তাঁহাকে পুনরায় অধিকার সমর্পণার্থ ডিক্রী যে রূপে জারী করিতে হইবে।

২০০ ধারা। কোন প্রজা কি অপর যে ব্যক্তি কোন ভূমি দখল করিতে স্বত্ববান তাঁহার দখলীকৃত ভূমি হইতে কোন তালুকদার, পেটাওতালুকদার কি অন্য ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী হইলে, অথবা কোন প্রজা কি অপর যে ব্যক্তি কোন ভূমি দখল করিতে স্বত্ববান তাঁহার দখলীকৃত ভূমিতে কোন তালুকদার, পেটাওতালুকদার কি অন্য ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার অধিকার দেওয়াইবার ডিক্রী হইলে, উক্ত ভূমির কোন প্রকাশ্য স্থানে জারীর পরওয়ানার এক কেতা লটকাইয়া দিয়া এবং উপযুক্ত কোন স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা প্রচলিত রীতিমতে অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে দখলীকারের নিকট ঐ ডিক্রীর মর্ম্ম ঘোষণা করাইয়া উক্ত ডিক্রীজারী করা যাইবে ;

কিন্তু দখলীকারের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিলে তাহারও নামে সেই মর্ম্মের লিখিত নোটিস্ জারী করিয়া দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই।

নিজ খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীজারীক্রমে তালুক, পেটাও তালুক ও যোতের বিক্রয়ের কার্য্য বিধান।

তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রী হইলে তাহা জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের পাঠ।

২০১ ধারা। কোন তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের বাকী খাজানার নিমিত্তে সম্পূর্ণরূপে কি অংশত ডিক্রী হইলে, উক্ত বাকী খাজানা সম্পর্কে ঐ ডিক্রী জারী করণার্থে প্রথম যে প্রার্থনা করা যায় তাহা লিখিয়া করা গেলে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত লিখিত এক খানি বর্ণনাপত্র থাকিবে ও প্রার্থনা করণের বিষয়ে যত শীঘ্র সুবিধা হয় তদ্রূপ বর্ণনপত্র দিতে হইবে। অর্থাৎ

(ক) মোকদ্দমার নম্বর ;

(খ) পক্ষদিগের নাম ;

(গ) ডিক্রীর তারিখ ;

(ঘ) খাজানার যত টাকার ডিক্রী হইয়াছে ;

(ঙ) খরচের যত টাকার ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে ,

(চ) ডিক্রীর উপর আপীল করা হইয়াছে কি না ;

(ছ) ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের আয়তন ও সীমা যতদূর জানা আছে তৎসম্বলিত সম্যক বর্ণনা ;

(জ) ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের বাৎসরিক খাজানা।

৫৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টরী বহীতে যাহা লেখা থাকে প্রার্থনাপত্রের সহিত তাহার নকল দিতে হইবার কথা।

যে স্থলে ৫৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমত রেজিষ্টরী বহী রাখা গিয়া থাকে তাহার যে অংশের সহিত উক্ত তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের সম্পর্ক থাকে ঐ প্রার্থনাপত্র কি লিখিত বর্ণনাপত্রের সহিত ঐ অংশের এক কেতা নকল গাঁথিয়া দিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্র উপযুক্ত পাঠে করা গেলে আদালত, তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের বিক্রয়ের আদেশ দিতে পারিবেন; উপযুক্ত পাঠে না হইলে প্রার্থনাপত্র সংশোধিত কি অগ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে।

২০২ ধারা। তদ্রূপ প্রার্থনাপত্র কি লিখিত বর্ণনাপত্র উপযুক্ত পাঠে উপস্থিত করা গেলে আদালত ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় হওনার্থ আজ্ঞা করিবেন। উক্ত প্রার্থনাপত্র উপযুক্ত পাঠে না হইলে আদালত তাহা সংশোধন করিতে দিতে কি উপযুক্ত পাঠে নূতন প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করণের হানি না করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

তালুক, পেট ওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করণের নোটিস যেরূপে প্রচার করিতে হইবে।

২০৩ ধারা। (ক) ২০২ ধারা ক্রমে তদ্রূপ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করণার্থ আজ্ঞা করা গেলে তদ্রূপে আদিষ্ট বিক্রয়ের নোটিস নিম্নলিখিত প্রকারে দিতে হইবে, অর্থাৎ

(১) পূর্ব্বোক্ত আদালতের কাছারী বাটীতে ২০১ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্তসম্বলিত এক খানি বিজ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া দিয়া ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত যে উক্ত বিজ্ঞাপনের লিখিত তারিখে বিক্রয় করা যাইবে ইহা প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারী বাটীতে তদ্রূপ এক খানি বিজ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া দিতে হইবে।

(৩) জিলার জজ সাহেবকর্ত্তৃক উক্ত ডিক্রীজারী করা না গেলে জিলার জজ সাহেবের কাছারী বাটীতে তদ্রূপ এক খানি বিজ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া দিতে হইবে।

(৪) উক্ত তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্তর্গত ভূমির কোন প্রকাশ্য স্থানে তদ্রূপ এক খানি বিজ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া দিতে হইবে।

(৫) উক্ত তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত যে নগর কি গ্রামের অতি সন্নিহিত তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে তদ্রূপ এক খানি বিজ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া দিতে হইবে।

যত টাকার ডাক হয় তাহাতে ডিক্রী শোধ হইলে অন্য দায় স্বীকার করিয়া; অন্যথা দায় হইতে মুক্ত করিয়া বিক্রয় হইতে পারিবে। বিজ্ঞাপনপত্রে ইহার উল্লেখ থাকিবে।

(খ) তদ্রূপ বিজ্ঞাপনপত্রে ইহাও প্রকাশ থাকিবে যে উক্ত তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রথমতঃ ২০৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমত রেজিষ্টরী করা দায়ের নিয়মাধীনে নীলাম করা যাইবে, ও তাহা যত টাকা ডাকা যায় ডিক্রী ও খরচের টাকা শোধ করণ পক্ষে তাহা যথেষ্ট হইলে তদ্রূপ দায়গ্রস্ত হইয়াই বিক্রীত হইবে। অন্যথা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে তাহা সমস্ত দায় হইতে মুক্ত করিয়া পরে কোন তারিখে উপযুক্ত নোটিস দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

বিক্রয়ের তারিখ যেরূপে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

(গ) বিক্রয়ের তারিখ এরূপে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে যেন তাহা (ক) প্রকরণের (১) দফার নির্দ্দিষ্টমত বিজ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া দিবার তারিখ হইতে বিশ দিনের ন্যূন কোন দিনে কি কোন বন্ধের দিনে না পড়ে।

ডিক্রী ও খরচের টাকা আদালতে দেওয়া গেলে কি ডিক্রীদার টাকা শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই বিক্রয় স্থগিত হইতে পারিবে।

২০৪ ধারা। তদ্রূপ তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত নীলামে তুলিয়া ডাক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, মোকদ্দমার খরচা যত ডিক্রী হয় তাহা ও নীলামকরণের খরচ সুদ্ধ ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া যাইতে পারিবে। ঐ টাকা উক্তরূপে আদালতে দেওয়া না গেলে, কি ডিক্রীদার আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ হওয়াতে উক্ত মর্ম্মে লিখিয়া প্রার্থনা না করিলে বিক্রয় স্থগিত করা যাইবে না। এরূপ স্থলে পুনরায় ডিক্রীজারী করণার্থ কোন প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

বিক্রয় স্থগিত করণার্থে যে ব্যক্তিরা ডিক্রী ও খরচের টাকা আদালতে দিতে পারিবেন।

২০৫ ধারা। ২০৪ ধারার উল্লিখিত ডিক্রী ও খরচের টাকা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ আদালতে দাখিল করিতে পারিবেন, অর্থাৎ—

(ক) ডিক্রীমত খাতক;

(খ) যে তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল কোন ব্যক্তি আপনিই যে তাহার উপযুক্তমত রেজিষ্টরী করা স্বত্বাধিকারী, ও ডিক্রীমত খাতক যে তদ্রূপ স্বত্বাধিকারী নহে, ইহা বলিলে ও তাঁহার উক্তির প্রমাণস্বরূপ ৫৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমত রেজিষ্টরী বহীরও এক কেতা নকল উপস্থিত করিলে তিনি;

(গ) তদ্রূপ তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতে যাঁহার স্বার্থ কি স্বত্ব থাকে তিনি;

(ঘ) যে তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল তাহা দায়মুক্ত হইয়া বিক্রয় হইলে তদধীনস্বত্ববিশিষ্ট যে ব্যক্তির স্বত্বের ব্যাঘাত হইতে পারে তিনি;

(গ) ও (ঘ) প্রকরণমত যে ব্যক্তি আদালতে টাকা দেন তিনি ত্রুটিকারকের নামে ঋণ দেওয়া টাকার ন্যায় তাহা পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারিবেন।

(গ) ও (ঘ) প্রকরণমত যে ব্যক্তি আদালতে টাকা দেন তিনি তদ্রূপে দেওয়া টাকার নিমিত্তে ঋণ দেওয়া টাকার ন্যায় নালিশ করিয়া যাঁহার খাজানা দিতে ত্রুটি হওয়াতে কি অবৈধ কার্য্যবশতঃ ঐ তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল তাঁহার নিকট আদায় করিতে পারিবেন।

কোন্ কোন তালুকের প্রতি ১৩৮ ও ১৩৯ ধারা বর্ত্তিবার কথা।

যে তালুকের সৃষ্টির সময় পরস্পর আদান প্রদান কন্না নিয়ম পত্রে উক্ত তালুক বিক্রয় করিবার কি বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিবার স্বত্ব বিশেষ কোন নিয়ম ক্রমে সংরক্ষিত হইয়াছে, তদ্রূপ তালুকের প্রতি পূর্ব্বোক্ত বিধানসমূহের উপর ১৩৮ ও ১৩৯ ধারার বিধানও বর্ত্তিবে।

তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রথমতঃ সকল দায় স্বীকার করিয়া নীলামে তুলিতে হইবে, ও যত টাকা ডাক হয় তাহাতে ডিক্রী ও খরচের টাকার শোধ হইলে বিক্রয় করা যাইবে।

২০৬ ধারা। বিক্রয়ার্থ নির্দ্দিষ্ট দিনে উক্ত তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রথমতঃ সকল দায়ের নিয়মাধীনে নীলামে তুলিতে হইবে, অর্থাৎ ডিক্রীমতখাতক কি স্বত্বসম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বাধীকারীকর্ত্তৃক কোন দায় সৃষ্ট হইয়া থাকিলে ক্রেতা তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন না। ডাকের টাকা ডিক্রী ও বিক্রয় করণের খরচসুদ্ধ সমস্ত খরচের টাকা শোধ হওন পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইলে উক্ত তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ঐ দায়ের অধীন হইয়া বিক্রীত হইবে।

"দায়" শব্দের অর্থ।

ব্যাখ্যা। এই ধারায় "দায়" শব্দে যে প্রকার দায়, স্বত্ব, পেটাও পাট্টা, কি পেটাও স্বার্থ উক্ত তালুকের, পেটাওতালুকের কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের ক্রটিকারী অধিকারী নিজ স্বার্থ হানি করিয়া আইনমতে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হওয়াতে লিখিত ও উপযুক্তমতে রেজিষ্টরী করা দলীল ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই প্রকার দায় প্রভৃতি বুঝাইবে ও অন্তর্নিবিষ্ট করিবে। এরূপ স্থলে ঐ তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা যাঁহাকে দেয় উক্ত দলীলের এক খানি প্রতিলিপি তাঁহাকে দিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরীকরণবিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৭ খণ্ডে সমনজারী করিবার যেরূপ বিধান আছে প্রত্যেক রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের প্রতি আদেশ হইলেই তিনি উক্ত প্রতিলিপি তদ্রূপ কোন ব্যক্তির উপর সেইরূপে জারী করাইবেন। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে লিখিত ও রেজিষ্টরী করণ পক্ষে যে আইন যৎকালে খাটে তৎক্রমে উপযুক্তমতে রেজিষ্টরী করা দলীলেরদ্বারা কোন দায় সৃষ্ট হইয়া থাকিলে, এই আইন প্রচলিত হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে উক্ত প্রতিলিপি জারী করা যাইতে পারিবে। এই ধারামত বিক্রয় হইলে যিনি ক্রেতা হন, উপরের ব্যাখ্যামত ও নির্দ্দিষ্ট দায়, স্বত্ব, পেটাও পাট্টা, ও পেটাও স্বার্থ ভিন্ন অপর কোন দায় প্রভৃতির বিষয় তাঁহার গোচর হইলে তিনি এক বৎসরের মধ্যে তাহা অসিদ্ধ কি খণ্ডন করণার্থ কার্য্য করিতে অধিকারী হইবেন।

ডাকের টাকায় ডিক্রী ও খরচের টাকা শোধ না হইলে ও ডিক্রীদার দায়মুক্তভাবে বিক্রয় করিতে চাহিলে পরে নির্দ্ধারিত কোন তারিখে তদ্রূপ বিক্রয়ের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২০৭ ধারা। (ক) যত টাকার ডাক হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত ডিক্রী ও খরচের টাকা শোধ হওন পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হইলে ও তজ্জন্য ডিক্রীদার ঐ তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়মুক্তভাবে বিক্রয় হয় ইহা ইচ্ছা করিলে, তাঁহার প্রার্থনামতে বিক্রয়কারি কর্ম্মকারক ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত নীলাম হইতে উঠাইয়া লইয়া প্রকাশ্যরূপে জানাইবেন যে উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া না গেলে তাহার পর পঞ্চদশ দিনের অন্যূন কি ত্রিশ দিনের অনধিক কোন দিনে তাহা নীলামে তুলিয়া দায়মুক্তভাবে বিক্রয় করা যাইবে। ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্তর্গত ভূমির কোন প্রকাশ্য স্থানে যতশীঘ্র সুবিধা হয় উক্ত মর্ম্মের একখানি বিজ্ঞাপন লাগাইয়া দিতে হইবে। পশ্চাদুক্ত তদ্রূপ বিক্রয়ের দিনে ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত নীলামে তুলিয়া দায়মুক্তভাবে বিক্রয় করা যাইবে।

ডাক না হইলে ডিক্রীদারকে ডাকিতে হইবার কথা।

(খ) (ক) প্রকরণমতে ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত নীলামে তোলা গেলে যদি কোন ডাক না হয়, ডিক্রীদারকে ডাকিবার নিমিত্তে আদেশ করা যাইবে। তিনি ডাকিতে অসম্মত হইলে ডিক্রীমত খাতকের শরীর কি তাহার অন্য স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির উপর আর ডিক্রী জারী করিবার অধিকারী হইবেন না।

২০৬ কি ২০৭ ধারামত বিক্রয়ের প্রতি যে যে বিধি বর্ত্তিবে।

২০৮ ধারা। ২০৬ কি ২০৭ ধারামত যে প্রত্যেক বিক্রয় করা যায় তৎপ্রতি নিম্নলিখিত বিধি সকল বর্ত্তিবে :—

(১) বিক্রয় কার্য্য ২০৩ ধারার কি ২০৭ ধারার (ক) প্রকরণের বিধানমত নির্দ্দিষ্ট ও বিজ্ঞাপিত দিনে কি তাহার পর নিরূপিত কোন দিনে নীলাম করিয়া সম্পন্ন করা যাইবে, কিম্বা ইহার সুবিধা না হইলে, তাহার পর যে দিন কার্য্য চলে সেই দিনে করা যাইবে। ক্রটিকারক ভিন্ন সকল ব্যক্তিই ও ডিক্রীদার ডাকিতে পারিবেন।

(২) যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবেন ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত তাঁহাকেই বিক্রয় করা গিয়া তাঁহার ডাকের টাকার মধ্যে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে টাকা অবিলম্বে জমা দিবার নিমিত্ত আদেশ করা যাইবে। তদ্রূপ জমা না দিলে ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পুনর্ব্বার নীলামে তুলিয়া অবিলম্বে ঐ দিনেই কি ইহার সুবিধা না হইলে তাহার পর যে দিন কার্য্য চলে সেই দিনে বিক্রয় করা যাইবে; এবং যে মূল্য আদায় হয় তাহা, যে ব্যক্তি ডাকিয়া শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে টাকা জমা দিতে পারেন নাই তাঁহার ডাক অপেক্ষা কম হইলে, যে টাকা কম হয় তাহা বাকী খাজানার ডিক্রী শোধের নিমিত্ত টাকা দেওয়ানার্থ আইন ক্রমে ঐ ব্যক্তির স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) খরিদের টাকার যে টাকা দিতে বাকী থাকে, বিক্রয়ের তারিখ সুদ্ধ গণনা করিয়া অষ্টম দিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে, কিম্বা অষ্টম দিন ছুটীর দিন হইলে তাহার পর প্রথমে যে দিন কার্য্যালয় সকল খুলা থাকে সেই দিনে, তাহা দিতে হইবে। উক্ত বাকী টাকা তদ্রূপে দেওয়া না গেলে জমার টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবে; ঐ তালুক পেটাও তালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত (১) ও (২) প্রকরণমতে পুনরায় বিক্রয় করা যাইবে; যে ক্রেতা পূর্ব্বোক্তমত বাকী টাকা পূরণ করিয়া দিতে অক্ষম হইলেন, উক্ত তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতে কি পরে যত টাকায় তাহা বিক্রয় হয় তাহাতে তাঁহার কোন দাওয়া থাকিবে না; এবং শেষোক্ত টাকা উক্ত ক্রেতার ডাকের টাকার কম হইলে যত টাকা কম হয়, বাকী খাজানার ডিক্রী শোধের নিমিত্তে টাকা দেওয়ানার্থ আইন ক্রমে তাহা তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

মূল্য দেওয়া গেলে বিক্রয় দৃঢ় করা যাইবে, ক্রেতাকে সর্টিফিকেট দিতে হইবে ও তাঁহাকে দখল দেওয়াইবার জন্যে কোন কর্ম্মচারিকে পাঠাইতে হইবে।

২০৯ ধারা। (ক) খরিদের সমস্ত টাকা দেওয়া হইলে পর আদালত ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করণ পক্ষে কোন বলবৎ কারণ না থাকিলে তাহা দৃঢ় করিবেন, ও বিক্রয়ের সময়ে যে ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা যায় তাঁহার নাম ও বিক্রয়ের তারিখ উল্লেখ করিয়া সর্টিফিকেট দিবেন। উক্ত ক্রেতা ৪৬ ধারার বিধানমত রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে আদিষ্ট হইলেই ঐ সর্টিফিকেট উপস্থিত করিতে ও দেখাইতে হইবে। ক্রেতা প্রার্থনা করিয়া প্রয়োজনীয় খরচের টাকা জমা করিয়া দিলে ঐ তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতে তাঁহাকে দখল দেওয়াইবার নিমিত্তেও প্রজা ও অন্য যে সকল ব্যক্তির সহিত ঐ বিষয়ের কোন সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে বিক্রয়ের কথা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে কোন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিবেন।

বেনামী খরিদারকে স্বীকার করা যাইবে না।

(খ) (ক) প্রকরণমত সর্টিফিকেট প্রাপ্ত প্রত্যেক খরিদারের প্রতি দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের ৩১৭ ধারার সমস্ত বিধান বর্ত্তিবে।

২০৭ ধারার (ক) প্রকরণমত ক্রেতা ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতে ভূম্যধিকারির লিখিত ক্ষমতাপত্র বিনা কোন দায় সৃষ্ট হইয়া থাকিলে তাহা হইতে মুক্ত বিবেচনায় ঐ তালুকাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২১০ ধারা। ২০৭ ধারার (ক) প্রকরণের বিধানক্রমে যে ব্যক্তি কোন তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ক্রয় করেন, তিনি ঐ তালুকাদির উপর তাহার কোন স্বামী কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কি সপক্ষ কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক আইনমতে সৃষ্ট দায় ভিন্ন অন্য কোন দায় বর্ত্তান গিয়া থাকিলে এক বৎসরের মধ্যে উক্ত সমস্ত দায় অসিদ্ধ ও খণ্ডন করণার্থ কার্য্য করিবার অধিকারী হইবেন কিন্তু প্রথমোক্ত সকল দায় সৃষ্টি করণের স্বত্ব ঐ তালুকাদির স্বামী লিখিত যে নিয়মপত্রক্রমে প্রথমতঃ অধিকার পান তৎক্রমে কিম্বা ঐ অধিকারদাতার নিজের কি তাহার স্থলাভিষিক্ত কি সপক্ষ কর্ম্মকারকের পশ্চাৎদত্ত লিখিত ক্ষমতাপত্রক্রমে স্পষ্টাক্ষরে প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক।

উপাবধি। খোদকস্ত রায়ত কি ঐ স্থানবাসী পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্য্যকারীদের উচ্ছেদ না করিতে পারিবার কথা।

পরন্তু তদ্রূপ কোন ক্রেতাই খোদকস্ত রায়ত কি ঐ স্থানে বাস করিয়া যে ব্যক্তিরা পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে কি ঐ রায়ত কি কৃষকদিগের সহিত সরলভাবে কোন নিয়মপত্রাদি হইয়া থাকিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু উক্ত ক্রেতা খাজানা নিরূপণ করিবার নিমিত্তে রীতিমত মোকদ্দমা করিলে তাহাতে যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে তদ্রূপ নিয়মপত্র করিবার সময় অধিকতর খাজানা ন্যায়তঃ পাওয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে সেই স্থল বর্জ্জিত স্থল বিবেচনা হইবে।

ডিক্রীমত খাতক কি তাঁহার সহিত যোগ করিয়া অন্য ব্যক্তি ক্রয় করিলে দায় অসিদ্ধ না হইতে পারিবার কথা।

ইহাও বিধান হইল যে, কোন স্থলে ডিক্রীমত খাতক আপনি কি অন্য কোন ব্যক্তি ঐ তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সহিত প্রবঞ্চনাভাবে যোগ করিয়া কার্য্যকরতঃ ক্রেতা হইলে তদ্রূপ কোন দায় অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে না।

ক্রেতা আইনমত খাজানাবৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু এই আইনের বিহিতমত ভিন্ন কোন প্রকারে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

উক্ত বিধান প্রবল মানিয়া তদ্রূপ কোন ক্রেতা তাঁহার ক্রীত তালুক, পেটাও তালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্তর্গত ভূমি কোন প্রজার অধিকারে থাকিলে এই আইনের বিধানক্রমে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করণার্থ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন। কিন্তু এই আইনে যেরূপ বিধান আছে তদ্ভিন্ন কোন রূপেই কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না।

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে, তাদ্বিষয়ক বিধি।

২১১ ধারা। বিক্রয়োৎপন্ন টাকার ব্যবহারসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি পালন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, অর্থাৎ—

বিক্রয় করণের খরচ প্রথমে দিতে হইবে।

(১) ঐ তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দিতে হইবে।

পরে ডিক্রীর টাকা শোধ করিতে হইবে।

(২) যে ডিক্রীজারী করিবার নিমিত্তে ঐ যোত বিক্রয় করা গেল, সেই ডিক্রী ক্রমে যত টাকা পাওনা হয় তাহার পর ডিক্রীদারকে সেই টাকা দিতে হইবে।

টাকা যদি উদ্বর্ত্ত থাকে, ডিক্রী ক্রমে যে বাকী খাজানা আদায় হইল তাহার পর খাজানা দেনা পড়িয়া থাকিলে ঐ টাকা হইতে দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) উক্ত সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিলে, ডিক্রীদ্বারা সকলের শেষ যে বাকী খাজানা আদায় হইল, তাহা দেয় হইবার তারিখের পর ঐ তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকিলে উক্ত উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে ঐ খাজানা দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু ডিক্রীদার যে মোকদ্দমায় ঐ ডিক্রী পাইলেন, কোন খাজানা তাহার মধ্যে ধরা যাইতে পারিলে তিনি এই বিধিমতে তাহা আদায় করিতে ও কোন স্থলেই শেষ ডিক্রীর তারিখের পর ছয় মাসের অধিক কালের খাজানা পাইতে পারিবেন না। ডিক্রীদারের তদ্রূপ খাজানা পাইবার স্বত্ববিষয়ে ডিক্রীমত খাতক বিবাদ উপস্থিত করিলে, আদালত তাহার নিষ্পত্তি করিবেন ও ঐ নিষ্পত্তি ডিক্রীর ন্যায় প্রবল হইবে।

ঐ খাজানা দিয়াও টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা ডিক্রীমত খাতককে দিতে হইবে।

(৪) ৩ প্রকরণের উল্লিখিত খাজানা শোধ হইবার পরেও টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

গুরুতর বেদাঁড়া প্রযুক্ত গুরুতর হানি হওয়া প্রমাণ হইলেই কেবল বিক্রয় অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

২১২ ধারা। (ক) ডিক্রীদার নীলামের কথা প্রকাশ করণে কি নীলামের কার্য্য চালাওনে গুরুতর বেদাঁড়া হইয়াছে ও তৎপ্রযুক্ত তাঁহার গুরুতর হানি হইয়াছে বলিয়া আদালতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং গুরুতর বেদাঁড়া ও তদ্রূপ গুরুতর হানি প্রমাণ হইলে আদালত ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, অন্যথা নহে।

(খ) কোন স্থলে বিক্রয় অসিদ্ধ করণের আজ্ঞা হইলে ঐ আজ্ঞাক্রমে আদালতের বিবেচনানুসারে সুদ সহিত কি সুদ বিনা খরিদের সমস্ত টাকা ক্রেতাকে ফিরিয়া দেবার আদেশ হইবে। কোন ব্যক্তির হস্তে খরিদের উক্ত টাকা কি তাহার কোন অংশ গিয়া থাকিলে ও তাঁহার উপর (ক) প্রকরণমত প্রার্থনাপত্রের নোটিস্ জারী করা হইলে তাঁহার উপর আদালত টাকার ডিক্রীর ন্যায় উক্ত আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন।

নীলাম অসিদ্ধকরণ আজ্ঞাক্রমে খরিদের টাকা ফিরিয়া দিবার আদেশ হইবে ও ঐ আজ্ঞা টাকার ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(গ) ক্রেতা ঐ তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই তালুক, পেটাওতালুক বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের ভূম্যধিকারীকে কোন খাজানা দিয়া থাকিলে ও কোন খাজানা কি লভ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে আদালত ঐ সমস্ত টাকার হিসাব করিয়া কোন টাকা বাকী থাকিলে যিনি তাহা পাইবার অধিকারী তাঁহাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদ্রূপ আজ্ঞা ডিক্রীর ন্যায় প্রবল হইবে, কিন্তু উক্ত হিসাব লওন জন্য ডিক্রীমত খাতকের পুনর্ব্বার অধিকার পাইবার বিলম্ব হইতে দেওয়া যাইবে না।

ডিক্রীমত খাতক অধিকার পাইলে আদালতের হেসাব লইতে পারিবার কথা।

২১৩ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে অর্থাৎ—(১) কোন তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত তৎসম্পর্কে বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় হইলে ও বিক্রয়োৎপন্ন টাকাতে ডিক্রীর টাকা শোধ না হইলে;

যে যে স্থলে ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা এবং তাঁহাকে ধৃত ও কারাবদ্ধ করিয়া ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(২) তালুক, পেটাওতালুক, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত না হইয়া অন্য কোন ভূমি সম্পর্কে বাকী খাজানার ডিক্রী হইলে;

(৩) খাজানা কি আবোয়াব অবৈধমতে বলপূর্ব্বক লওয়াতে কি রসীদ দিতে অস্বীকার করাতে ক্ষতিপূরণের ডিক্রী হইলে;

(৪) খরচের নিমিত্তে ডিক্রী হইলে, ঐ ডিক্রী নিম্নলিখিত সকল কি তাহার অন্যতর কোন উপায়দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ (ক) ডিক্রীমতখাতকের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণদ্বারা, (খ) ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়করণদ্বারা, (গ) ও ডিক্রীমত খাতককে ধৃত ও কারাবদ্ধ করণদ্বারা।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়করণবিষয়ক বিধি।

২১৪ ধারা। দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের নিম্নলিখিত ধারা, এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে সমস্ত মোকদ্দমা উপস্থিত ও বিচার করা যায়, তাহার ডিক্রীজারী করণের প্রতি বর্ত্তিবে, অর্থাৎ—

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ সম্পর্কীয় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধান এই অধ্যায়মত উপস্থাপিত ও বিচারিত মোকদ্দমার ডিক্রীজারীর প্রতি বর্ত্তিবে।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সহিত নির্ঘণ্টপত্র দিতে হওন বিষয়ক ২৩৬ ধারা;

স্থাবর সম্পত্তিক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে যে যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তদ্বিষয়ক ২৩৭ ধারা;

প্রার্থনাপত্রের সহিত যেস্থলে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টর হইতে উদ্ধৃত কথা দিতে হইবে, তদ্বিষয়ক ২৩৮ ধারা;

টাকার ডিক্রী হইলে ক্রোক করা সম্পত্তির মূল্য যতদূর হইতে পারে, ডিক্রীর টাকার তুল্য হওয়া উচিত, ইহার বিধান ২৪৫ ধারার যে অংশে আছে সেই অংশ;

ডিক্রীজারীক্রমে যে যে প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে তদ্বিষয়ক ২৬৬ ধারা;

ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদকরণসংক্রান্ত ২৬৭ ধারা;

ঋণ ও স্থার ও অন্য যে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে নাই, তাহার ক্রোকবিষয়ক ২৬৮ ধারা;

প্রতিবাদীর অধিকারে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা ক্রোককরণ ও পশ্বাদি ক্রোক করা গেলে তাহার আহারাদির বিধিকরণ বিষয়ক ২৬৯ ধারা;

ক্রেয়-বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ক্রোককরণবিষয়ক ২৭০ ধারা;

ঘরের ও অন্তঃপুরের মধ্যে সম্পত্তি ধৃতকরণ বিষয়ক ২৭১ ধারা;

সম্পত্তি আদালতে কি গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীর নিকট গচ্ছিত থাকিলে তাহা ক্রোককরণ বিষয়ক ২৭২ ধারা;

টাকার ডিক্রী ও অন্য ডিক্রী ক্রোক করিবার ও ডিক্রীদারের পক্ষে সন্ধান জানাইতে হওন বিষয়ক ২৭৩ ধারা;

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোককরণ বিষয়ক ২৭৪ ধারা;

ডিক্রীমত কার্য্যসাধন হইলে পর ক্রোক উঠাইয়া লওন বিষয়ক ২৭৫ ধারা;

ক্রোক হইবার পর সম্পত্তি গোপনে হস্তান্তর করা গেলে ব্যর্থ হওন বিষয়ক ২৭৬ ধারা;

মুদ্রা কি নোট ক্রোক করা গেলে তাহা পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারন এতদ্বিষয়ক ২৭৭ ধারা;

ক্রোককরা সম্পত্তির উপর দাওয়ার ও ক্রোক করিবার আপত্তি অনুসন্ধান লওন ও নীলাম স্থগিত করণ বিষয়ক ২৭৮ ধারা;

দাওয়াদারের যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ক ২৭৯ ধারা;

ক্রোক হইতে সম্পত্তি মুক্তকরণ বিষয়ক ২৮০ ধারা;

ক্রোককরা সম্পত্তির মুক্ত হওয়ার দাওয়া অগ্রাহ্যকরণবিষয়ক ২৮১ ধারা;

অন্য ব্যক্তির দাওয়ার অধীনে সম্পত্তি ক্রোক থাকাবিষয়ক ২৮২ ধারা,

ক্রোকী সম্পত্তির উপর স্বত্ব স্থাপন করিবার মোকদ্দমা হইতে পারন বিষয়ক ২৮৩ ধারা;

ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বত্ববান্ ব্যক্তিদিগকে টাকা দিতে আদালতের আজ্ঞা করণের ক্ষমতা বিষয়ক ২৮৪ ধারা;

নানা আদালতের ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তদ্বিষয়ক ২৮৫ ধারা;

যাহারদ্বারা ও যেরূপে নীলাম হইবে তদ্বিষয়ক ২৮৬ ধারা;

প্রকাশ্য নীলামদ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণাবিষয়ক ২৮৭ ধারা;

বিচারপতি প্রভৃতির নিষ্কৃতি পাওনবিষয়ক ২৮৮ ধারা;

ঘোষণা যেরূপে করা যাইবে তদ্বিষয়ক ২৮৯ ধারা;

নীলাম হইবার সময় বিষয়ক ২৯০ ধারা;

নীলামের দিনান্তর নিরূপণ করণ ও দেনা ও খরচা দিবার

প্রস্তাব হইলে ও দেওয়ার প্রমাণ হইলে নীলাম স্থগিত করণের ক্ষমতা বিষয়ক ২৯১ ধারা ;

ডিক্রীজারীক্রমে নীলামে যে কর্ম্মচারীদের সম্পর্ক থাকে বিক্রীত সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাদের না ডাকিবার ও তাহা ক্রয় না করণবিষয়ক ২৯২ ধারা ;

পুনশ্চ বিক্রয় করিয়া কম মূল্য পাওয়া গেলে ত্রুটিকারী ক্রেতার দায়ী হওনবিষয়ক ২৯৩ ধারা ;

ডিক্রীদার অনুমতি না পাইলে সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহার ডাকিতে কি সম্পত্তি ক্রয় করিতে না পারন ও ক্রয় করিলে মূল্য পরিশোধে ডিক্রীর টাকা লওনবিষয়ক ২৯৪ ধারা ;

ডিক্রীজারীক্রমে নীলামোৎপন্ন টাকা হারহারিমতে ডিক্রীদারদের মধ্যে বাঁটিয়া দেওন ও বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তদ্বিষয়ের উপর বিধি সম্পর্কীয় ২৯৫ ধারা ;

ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্র ও প্রকাশ্য কোম্পানির শ্যারের বিধিবিষয়ক ২৯৬ ধারা ;

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার টাকা দেওন বিষয়ক ২৯৭ ধারা ;

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলে দাঁড়ার দোষ হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ না হওন কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ করিতে পারণ বিষয়ক ২৯৮ ধারা ;

প্রতিবাদীর অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত হইলে ক্রেতাকে তাহা দেওন বিষয়ক ২৯৯ ধারা ;

ডিক্রীমত খাতক অন্যের দাওয়ার অধীনে যে অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ববান হন তাহা দেওন বিষয়ক ৩০০ ধারা ;

ঋণ ও প্রকাশ্য কোম্পানীর শ্যার দেওয়াওন বিষয়ক ৩০১ ধারা ;

ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্র ও শ্যার হস্তান্তর করিয়া দেওন বিষয়ক ৩০২ ধারা ;

অন্য সম্পত্তির অর্পণ করণসূচক আজ্ঞা বিষয়ক ৩০৩ ধারা;

স্থাবর সম্পত্তি নীলাম করণ বিষয়ক ৩০৪ ধারা ;

স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতার আমানত বিষয়ক ৩০৬ ধারা ;

সমুদয় টাকা দিবার সময় বিষয়ক ৩০৭ ধারা ;

টাকা দেওয়ার ত্রুটি হইলে কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ৩০৮ ধারা;

স্থাবর সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করিতে হইলে জ্ঞাপন পত্র বিষয়ক ৩০৯ ধারা ;

ডিক্রীজারীক্রমে অবিভক্ত মহালের একাংশ বিক্রয় হইলে মূল্য ডাক করণে সহ অংশীর অগ্রগণ্য হওন বিষয়ক ৩১০ ধারা ;

(১) গুরুতর বেদাঁড়া ও (২) গুরুতর হানি না হইলে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ না হওন বিষয়ক ৩১১ ধারা ;

আপত্তি গ্রাহ্য কিম্বা অগ্রাহ্য হওয়ার ফল বিষয়ক ৩১২ ধারা ;

বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করণের ক্ষমতা বিষয়ক ৩১৩ ধারা ;

বিক্রয় সিদ্ধ করণ বিষয়ক ৩১৪ ধারা ;

বিক্রয় অসিদ্ধ হইলে ক্রেতাকে মূল্য ফিরিয়া দেওন বিষয়ক ৩১৫ ধারা ;

স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে সার্টিফিকেট দেওন বিষয়ক ৩১৬ ধারা ;

বেনামী খরিদারকে না স্বীকার করণ বিষয়ক ৩১৭ ধারা ;

ডিক্রীমত খাতকের অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি দেওন বিষয়ক ৩১৮ ধারা ;

প্রজার অধিকারস্থ স্থাবর সম্পত্তি দেওন বিষয়ক ৩১৯ ধারা ;

* কালেক্টর সাহেবের প্রতি স্থাবর সম্পত্তি নীলাম করিয়া ডিক্রীর টাকা শোধ হইবার বিধান করিবার ক্ষমতা দেওন বিষয়ে আদালতের ক্ষমতা সম্পর্কীয় ৩২৬ ধারা ;

টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ভূমি বিক্রয়ের স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বিধি প্রণয়ন বিষয়ক ৩২৭ ধারা ;

ডিক্রীজারী করিবার বাধা দেওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৩২৮ ধারা ;

ডিক্রীমত খাতকের দ্বারা কি তাঁহার প্রবৃত্তিক্রমে বাধকতা হইলে কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৩২৯ ধারা ;

বাধা ক্রমাগত হইতে থাকিলে কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৩৩০ ধারা ;

ডিক্রীমত খাতক ভিন্ন কোন দাওয়াদার সরল মনে বাধকতা করিলে কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৩৩১ ধারা ;

যে ব্যক্তিকে বেদখল করা গেল তিনি ডিক্রীদারের অধিকার পাইবার স্বত্ববিষয়ে বিবাদ করিলে কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৩৩২ ধারা ;

৩৩১ ও ৩৩২ ধারামত যে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হওন ও তাহার উপর আপীল হইতে পারন বিষয়ক ৩৩৩ ধারা ।

ক্রেতাদের স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার বাধা কি প্রতিকূলাচরণ বিষয়ক ৩৩৪ ধারা, ও

প্রতিবাদী ভিন্ন কোন দাওয়াদার বাধক হইলে তদ্বিষয়ক ৩৩৫ ধারা।

ধৃত ও কারাবদ্ধকরণবিষয়ক বিধান।

ডিক্রীমত যে খাতককে বিচারের পূর্ব্বে ধৃত করা যায় তিনি ডিক্রীর টাকা শোধ করিতে না পারিলে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করণ কি কারাগারে তাঁহাকে আটকাইয়া রাখনের আজ্ঞা।

২১৫ ধারা। ডিক্রীমত খাতক ১৭৭ ধারার বিধানমতে উপস্থিত হইবার জামীন দিয়া আদালতে উপস্থিত থাকিলে, কিম্বা ঐ ধারার বিধানমত তাঁহাকে কারাগারে অর্পণ করা গেলে ডিক্রীদারের প্রার্থনাক্রমে ও তিনি দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের ৩৩৯ ধারার বিধানমত খোরাকীর টাকা আমানত করিলে, আদালত ২১৬ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, উক্ত ডিক্রীমত খাতক তৎক্ষণাৎ ডিক্রীর টাকা না দিলে কারাগারে অর্পিত হন বা তথায় বদ্ধ থাকেন এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদ্রূপ প্রার্থনা না হইলে ও ডিক্রীমত খাতক কারাবদ্ধ থাকিলে, বিচার প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ তিন দিন পরে তাঁহাকে মুক্ত করা যাইবে।

প্রতিভূ ডিক্রীমত খাতককে আসেধে অর্পণ না করিলে তাঁহারই বিরুদ্ধে পরওয়ানা জারী করিতে পারা যাইবে।

২১৬ ধারা। ডিক্রীমত খাতক উপস্থিত হইবার জামিন দিয়া বিচার প্রকাশের সময় উপস্থিত না হইলে, ও প্রতিভূর প্রতি আদেশ হইলে তিনি উক্ত খাতককে আসেধে অর্পণ না করিলে, ঐ প্রতিভূর বিরুদ্ধে খাতকের দেয় টাকার ডিক্রী হইলে যেরূপ হইত, সেইরূপে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির করা যাইতে পারিবে।

ধৃত ও কারাবদ্ধকরণ বিষয়ক দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের কএক ধারা এই অধ্যায়মত ডিক্রীজারীর প্রতি বর্ত্তিবে।

২১৭ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত ও নিষ্পত্তি করা যায় তাহার ডিক্রীজারীর প্রতি দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের নিম্নলিখিত ধারাসমূহের বিধান বর্ত্তিবে, অর্থাৎ—

ডিক্রীমত খাতকের কারাবদ্ধ হওনের স্থান, ঘরের মধ্যে ধৃত হওন ও টাকা দিলে মুক্ত হওন বিষয়ক ৩৩৬ ধারা ;*

ধরিয়া আনিবার পরওয়ানায় ডিক্রীমত খাতককে আনিবার আজ্ঞা বিষয়ক ৩৩৭ ধারা ;

যে হারে খোরাকী পাওয়া যাইবে তদ্বিষয়ক ৩৩৮ ধারা ;

ডিক্রীমত খাতকের খোরাকী গচ্ছিত-করণ বিষয়ক ৩৩৯ ধারা ;

ডিক্রীর টাকার উপর খোরাকী চড়াইয়া দেওন-বিষয়ক ৩৪০ ধারা ;

ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দেওন বিষয়ক ৩৪১ ধারা ;

যত দিন কারাবদ্ধ হইবে তদ্বিষয়ক ৩৪২ ধারা ; ও

পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিপিবিষয়ক ৩৪৩ ধারা ;

এই অধ্যায়মত মোকদ্দমার প্রতি দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের বিবিধ বিধান বর্ত্তিবার বিধি।

এই অধ্যায়মত মোকদ্দমার প্রতি দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের কোন কোন অধ্যায় ও ধারা সাধারণতঃ বর্ত্তিবে।

২১৮ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত ও বিচার করা যায় তাহার প্রতি দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের নিম্নলিখিত অধ্যায় ও ধারা বর্ত্তিবে অর্থাৎ ডিক্রীমত খাতক ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে তদ্বিষয়ক ২০ (বিংশ) অধ্যায় ;

কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ, কি ঋণ শোধকরণের অক্ষমতা হইলে তদ্বিষয়ক ২১ (এক বিংশ) অধ্যায় ;

মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক ২২ (দ্বাবিংশ) অধ্যায় ;

৩৯৬ ধারা ভিন্ন ক্ষমতাপত্রবিষয়ক বিধি সংক্রান্ত ২৫ (পঞ্চবিংশ) অধ্যায় ;

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কর্ম্মচারীদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক ২৭ (সপ্তবিংশ) অধ্যায় ;

সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক ২৯ (ঊনত্রিংশ) অধ্যায় ;

ট্রষ্টী ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদক ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারীদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক ৩০ (ত্রিংশ) অধ্যায় ;

নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক ৩১ (একত্রিংশ) অধ্যায় ;

সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমাবিষয়ক ৩২ (দ্বাত্রিংশ) অধ্যায় ; ও

বিবিধ বিধি সম্পর্কীয় ৪৯ (ঊনপঞ্চাশৎ) অধ্যায়ের ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৫, ৬৪৮, ৬৫১ ও ৬৫২ ধারা।

আপীল বিষয়ক বিধি।

মূল ও আপীলী ডিক্রী দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের বিধানক্রমে হইবার কথা।

২১৯ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত ও নিষ্পত্তি করা যায় তাহার প্রতি এই আইনের ১৩৭ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া মূল ডিক্রীর উপর আপীল-বিষয়ক দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের ৪১ অধ্যায়ের ও আপীলী ডিক্রীর উপর আপীলবিষয়ক উক্ত আইনের ৪২ অধ্যায়ের বিধান বর্ত্তিবে।

বাকী খাজানার মোকদ্দমার দাওয়া দশ টাকার অনধিক হইলে আপীল হইবে না।

২২০ ধারা। ২১৯ ধারার লিখিত বিপরীত কোন কথা থাকিলেও বাকী খাজানার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া দাওয়ার টাকা দশ টাকার অনধিক হইলে, ও তদ্রূপ মোকদ্দমায় প্রজার খাজানা বৃদ্ধি কি পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্বের বিচার না হইলে ও বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের স্থানে এই ধারামত চূড়ান্ত বিচার করণের ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন মুন্সেফ কি বিচার সংক্রান্ত অন্য কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে তাহার উপর আপীল হইবে না। জিলার জজ সাহেব তদ্রূপ যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়, তাহার কাগজপত্র চাহিয়া লইতে ও কার্য্যপ্রণালী কি নিষ্পত্তিগত কোন গুরুতর ভ্রম, কি ত্রুটি কি বেদাঁড়া বশতঃ ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে ইহা তাঁহার হৃদ্বোধ হইলে যে আজ্ঞা করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন। উক্ত আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

জিলার জজ সাহেবের পুনরালোচনার ক্ষমতা থাকিবে।

কোন আজ্ঞার উপর দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের বিধান অনুসারে আপীল হইবে। বর্জ্জিত বিধি।

২২১ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত ও বিচার করা যায় তাহার প্রতি দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের ৪৩ অধ্যায়ে কোন আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক যে সমস্ত বিধান আছে তাহা বর্ত্তিবে। কিন্তু ২২০ ধারার উল্লিখিত কোন মোকদ্দমাতে জিলার জজ কি আডিশ্যনাল জজ যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল হইবে না।

বিচার পুনরালোচনা করণবিষয়ক বিধি।

বিচার পুনরালোচনা সম্পর্কে দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের বিধান প্রবল হইবে।

২২২ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত ও বিচার করা যায়, তাহার প্রতি এই আইনের ১৫৮ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া বিচার পুনরালোচনা বিষয়ক দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের ৪৭ অধ্যায়ের সমস্ত বিধান বর্ত্তিবে।

পূর্ব্বে নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা। উপবিধি।

২২৩ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত ও বিচার করা যায়, তাহার প্রতি দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের ১৩ ধারার বিধান বর্ত্তিবে। কিন্তু তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় স্থাবর সম্পত্তিগত স্বত্ব কি স্বার্থ সংক্রান্ত কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি হইলে উক্ত নিষ্পত্তিক্রমে এই অধ্যায়ের বিধানানুযায়ী না হইয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের বিধানমতে বিচারিত কোন মোকদ্দমায় ঐ বিষয়ের আবার বিচার হইবার বাধা হইবে না।

বিনা খরচে পরওয়ানা জারী করণের ক্ষমতা।

২২৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় কি বিচারাধীন থাকে কোন পক্ষ তৎসম্পর্কে কোন প্রয়োজনীয় পরওয়ানা জারী করণের খরচ দিতে অসমর্থ কোন দেওয়ানী আদালতের ইহা হৃদ্বোধ হইলে ঐ আদালত বিনাব্যয়ে উক্ত পরওয়ানা জারী হইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

মুন্সেফী আদালতে রেবিনিউ এজেণ্টদের উকীলের কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

২২৫ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধান ক্রমে কি এই অধ্যায়ে দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের যে সমস্ত বিধানের উল্লেখ আছে তৎক্রমে কোন উকীল যে কার্য্য করিতে পারেন মুন্সেফী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কে ১৮৭৯ সালের, ১৮ আইনের ১০ ধারার উপবিধিতে যে রেবিনিউ এজেণ্টের উল্লেখ আছে, তাঁহারাও তাহা করিতে পারিবেন।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

বৎসর ও সংখ্যা।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত হইল।
	বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা।	
১৭৯৩ সা, ৮ আ,	সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িশ্যার সমস্ত জমীদার ও হজুরীতালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদিগের সহিত সরকারের মালগুজারীর অর্থে দশসনী বন্দোবস্তের বিষয়ের যে সকল আইন ইংরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফিব্রুয়ারি ও তাহার পর যে যে তারিখে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার আইন।	৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬৪, ও ৬৮ ধারা।
১৮০৫ সা, ১২ আ,	এক্ষণে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত পট্টেশপুর ও কুমারদিচর ও বাগড়ী পরগণাসুদ্ধ কটক জিলায় সাধারণ রাজস্বের বন্দোবস্ত ও আদায় বিষয়ক আইন।	৭ ধারা।
১৮১২ সা, ৫ আ,	ভূমির মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এক্ষণে চলন আছে, তাহার কোন কোন দাঁড়া শুধরিবার ও সারিবার নিমিত্ত আইন।	২, ৩, ৪, ২৬ ও ২৭ ধারা।
১৮১২ সা, ১৮ আ,	ইংরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার মর্ম্ম সুস্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ ও রহিত করিবার ও ঐ সকল ধারার লিখিত দাঁড়া সকলের পরিবর্ত্তে নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার আইন।	হেতুবাদ ও ২ ও ৩ ধারা।
১৮১৯ সা, ৮ আ,	কোন২ অধিকার সিদ্ধ হওন ও তৎসম্পর্কীয় করার দাদ সঙ্গত হওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখনের ও জমীদারদিগের ও পত্তনীতালুকদার ওগয়রহের পরস্পর স্বত্বের বিবরণের ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনের নকশা নির্দ্দিষ্ট করণের ও তাহার প্রকার ও নিয়মের বিবরণের ও বাঙ্গালাদেশের জমীদারদিগের ও তালুকদারদিগের তহসীলের দাঁড়ার মধ্যে পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত কোন২ দাঁড়ার তাৎপর্য্য স্পষ্ট করণের ও তাহার কোন২ দাঁড়া শুধরণের নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২০ সা, ১ আ,	যদি জমীদারের বাকী তাহার তালুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায় তবে সেই নীলাম ইংরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে হইবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সা, ১১ আ,	চরের কি কোন নদী কি সমুদ্র স্থান ত্যাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তি যেং হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবেক, সেইং হুকুম প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আইন।	৪ ধারার ১ প্রকরণের "এবং ঐ বৃদ্ধি হওয়া ভূমি যদি কোন প্রধান দখীলকারের পেটার কোন দখীলকারের দখলের ভূমিতে সংলগ্ন হয়," এই এই কথা হইতে ও তাহা সুদ্ধ ঐ প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত।

বৎসর ও সংখ্যা।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত হইল।
	বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন।	
১৮৬২ সা, ৬ আ,	১৮৫৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশোধন করিবার আইন) সংশোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৫ সা, ৮ আ,	আগমপত্রের কিম্বা প্রচলিত দেশাচারের বলে যেং পেটাওতালুক বিক্রয় দ্বারা কি প্রকারান্তরে হস্তান্তরীকৃত হইতে পারে, তৎসম্পর্কীয় বাকী খাজানা আদায় করণোপলক্ষে তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সা, ৪ আ,	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ব্যাখ্যা ও সংশোধন করিবার এবং কোন কোন বিচার সিদ্ধ করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সা, ৮ আ,	ভূম্যধিকারির ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের আইন।	
১৮৫০ সা, ২৫ আ,	১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৫ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয়, তাহাতে বায়নার টাকা সরকারে জব্দকরণের আইন।	যতদূর রহিত হয় নাই, ততদূর।
১৮৫০ সা, ৩১ আ,	বাঙ্গালাদেশের পত্তনীতালুকের নীলামের নিমিত্তে যেং দাঁড়ার আবশ্যক আছে, তাহা শুধরিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৩ সা, ৬ আ,	মালগুজারীর বাকীর বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং পত্তনীতালুক ও বিক্রয় যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানার বিষয়ে সরাসরী ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমির নীলামের বিষয়ক আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৯ সা, ১০ আ,	ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গালাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৯ সা, ১১ আ,	বাঙ্গালা রাজধানীর বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে ভূমির নীলাম করিবার আইন পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিবার আইন।	৫৫ ধারার "ক্রোককরা ভিন্ন" এই এই কথা।

দ্বিতীয় তফসীল।

(৫৯ ধারা দেখ।)

ক পাঠ।

আমি আনন্দ বড়াল ধর্ম্মতঃ কহিতেছি যে আমি [প্রজা আনন্দ নিজে জ্ঞাত না থাকিলে, কি চন্দ্রনাথ] অমুক ভূমি [তালুক, পেটাওতালুক, যোত কি ভূমির বর্ণনা সম্ভব হইলে পরিমাণ ও সীমা সুদ্ধ লিখ] দখল করিয়া থাকি। তাহার বার্ষিক খাজানা এত টাকা [টাকা লিখ] ও উক্ত খাজানা ঈশ্বরচন্দ্রকে অমুক তারিখ [টাকা শেষবার যে তারিখে দেওয়া গেল সেই তারিখ] পর্য্যন্ত দেওয়া যাইত, ও অমুক তারিখে [খাজানা যে তারিখে দেনা পড়ে] উক্ত [তালুক, পেটাওতালুক, যোত কি ভূমির] ভূমির এত টাকা খাজানা পাওনা হইল। উক্ত [তালুক, পেটাওতালুক, যোত ও ভূমির] ভূমি সম্পর্কে আর কোন কি অধিক খাজানা দেনা নাই। এবং আমি ধর্ম্মতঃ আরো কহিতেছি যে,

[৫৮ ধারার (ক) প্রকরণমত স্থলে]

আমি অমুক তারিখে [তারিখ] অমুক স্থানে [মাল-কাছারী কি অন্য যেস্থানে খাজানা দেওয়া যায় তাহার নাম লিখ] অমুকের সমক্ষে [খাজানা দিতে চাহিবার সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজনের নাম কর] উক্ত টাকা অমুককে [যে ব্যক্তিকে খাজানা দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল তাঁহার নাম কর, ঐ ব্যক্তি ভূম্যধিকারী কি তাঁহার যে এজেণ্ট খাজানা লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত, কি সচরাচর খাজানা লইয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি হওয়া উচিত] দিতে চাহিলাম, ও উক্ত ঐ টাকা গ্রহণ করিতে ও তাহার জন্য রসীদ দিতে চাহিলেন না। অথবা,

[৫৮ ধারার (খ) প্রকরণমত স্থলে]

যে উক্ত ঈশ্বরচন্দ্রের অমুক তারিখে [তারিখ] মৃত্যু হইয়াছে ও গোপালচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, ও কেশবলাল তাঁহার উত্তরাধিকারী ও সহাধিকারী। তাঁহারা সাধারণ কোন কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত করেন নাই, জিলার জজ সাহেবকর্ত্তৃক ও তদ্রূপ সাধারণ কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত হয় নাই ও তাঁহারা আমাকে উক্ত টাকার নিমিত্তে সংসৃষ্টভাবে রসীদ দিতে প্রস্তুত হইলেন না, আমিও তদ্রূপ রসীদ পাইলাম না। অথবা,

[৫৮ ধারার (গ) প্রকরণমত স্থলে]

যে উক্ত ঈশ্বরচন্দ্রের অমুক তারিখে [তারিখ] মৃত্যু হইয়াছে ; ও তাঁহার বিধবা গণেশসুন্দরী ও উক্ত ঈশ্বরচন্দ্রের পোষ্যপুত্র বলিয়া ইন্দ্রনাথ নামক আর এক ব্যক্তি তাঁহার বিষয় পাইবার দাওয়া করিতেছেন। গণেশসুন্দরী উক্ত দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ বলেন এবং তিনি ও ইন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই আমাকে [কি চন্দ্রনাথকে] তাঁহাকে ভিন্ন অন্য দাওয়াদারকে খাজানা না দিই এই নিমিত্তে সতর্ক করিয়াছেন, ও আমার [কি চন্দ্রনাথের] মনে উক্ত দুইজন দাওয়াদারদের মধ্যে কে খাজানা পাইবার স্বত্ববান্, এই বিষয়ে সঙ্গতমত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

তৃতীয় তফসীল।

(৯২ ধারা দেখ।)

১ প্রথম ভাগ।— মোকদ্দমা।

মোকদ্দমা যে প্রকারের।	মিয়াদ।	যে সময় হইতে মিয়াদ চলিবে।
১। ৮৪ ধারার (খ) প্রকরণমত নিষ্পত্তি অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা।	এক মাস।	নিষ্পত্তির তারিখ অবধি।
২। ১৪৫ ধারার (১) প্রকরণমতে নীলামদ্বারা কোন স্বার্থ ব্যর্থ করা গেলে পেটাওতালুকদার কর্ত্তৃক তাহার মূল্য পাইবার কি ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা।	দুই মাস।	নীলামের তারিখ অবধি।
৩। ৫৮ ধারার বিধানমতে খাজানা আমানত করা গেলে উক্ত আমানত করণের তারিখের পূর্ব্বে যে খাজানা দেনা পড়ে, তাহা আদায় হওনার্থ মোকদ্দমা।	ছয় মাস।	৫২ ধারামত আমানত করণের নোটিস জারীর তারিখ অবধি।
৪। ৭৯ ধারার (৮) প্রকরণমত অস্বীকারকরণ হেতুক স্বত্ব জব্দ হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা।	ছয় মাস।	অস্বীকার করণের তারিখ অবধি।
৫। বলপূর্ব্বক অবৈধমতে খাজানা আদায় হইলে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	বলপূর্ব্বক অবৈধমতে আদায় করণের তারিখ অবধি।
৬। কয়েদ কি অন্য অবরোধের দ্বারা অন্যায়পূর্ব্বক খাজানা আদায় হইলে, ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	অন্যায়পূর্ব্বক আদায় করণের তারিখ অবধি।
৭। অত্যধিক খাজানা লওন বশতঃ ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	অত্যধিক খাজানা লওনের তারিখ অবধি।
৮। অবৈধমতে অনিয়মিত কোন সেস কি কর আদায় হইলে, ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	অবৈধমতে আদায়করণের তারিখ অবধি।

মোকদ্দমা যে প্রকারের।	মিয়াদ।	যে সময় হইতে মিয়াদ চলিবে।
৯। খাজানার রসীদ দিতে অসম্মত হইলে, ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	অসম্মত হওনের তারিখ অবধি।
১০। তালুকদার, পেটাওতালুকদার কি প্রজা নির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা দিলে ঐ খাজানা কম হইবার জন্য তাহাদিগের কর্ত্তৃক ১৫৩ ধারার (খ) প্রকরণমত মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	যে কারণে খাজানা কম হইবার অধিকার হয়, সেই কারণ জন্মিবার তারিখ অবধি।
১১। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার যোতের পরিমাণ শিকস্তিবশতঃ কমিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার কর্ত্তৃক খাজানা কম হইবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	ঐ পরিমাণ কম হইবার তারিখ অবধি, অথবা ক্রমশঃ কম হইলে, কম হওয়া শেষ হইবার তারিখ অবধি। এইরূপ ক্রমশঃ কম হওনের মধ্য কোন সময়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।
১২। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার ভূমির যে পরিমাণের জন্য খাজানা পূর্ব্বে দেওয়া যাইত, মাপিয়া তাহা অপেক্ষা কম প্রমাণ হওয়াতে তাঁহার কর্ত্তৃক খাজানা কম হইবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	মাপ হওনের তারিখ অবধি।
১৩। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা কর্ত্তৃক নিজ ক্ষমতা বহির্ভূত কোন কারণবশতঃ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কমিয়াছে বলিয়া খাজানা কম হইবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	তদ্রূপ কারণ সঙ্ঘটনের তারিখ, কি মূল্য হ্রাস হওনের তারিখ অবধি।
১৪। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা কর্ত্তৃক নিজ ক্ষমতা বহির্ভূত কোন কারণ বশতঃ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়াছে বলিয়া খাজানা কম হইবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	তদ্রূপ কারণ সঙ্ঘটনের কথা যখন জানা যায় তদবধি।
১৫। কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে দণ্ডস্বরূপ যোত উচ্ছেদ হইবে চুক্তিপত্র ক্রমে এই মর্ম্মে স্পষ্ট বিধান থাকিয়া তদ্রূপ নিয়ম ভঙ্গ হইলে, কোন তালুকদার, পেটাওতালুকদার, কি প্রজাকে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
১৬। কোন মহাল, তালুক কি পেটাওতালুক, বাকী রাজস্ব, কি বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইলে, যিনি তাহা ক্রয় করিয়া তদ্গত কোন তালুকদারী, পেটাওতালুকদারী, কি প্রজাই স্বত্ব, কি পেটাও স্বার্থ ব্যর্থ করিবার অধিকারী হন, তাঁহার কর্ত্তৃক তদ্রূপ স্বত্ব কি স্বার্থ ব্যর্থ করণার্থ মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	বিক্রয় দৃঢীকরণের পর যে তারিখে উক্ত ক্রেতা তদ্রূপ তালুকদারী, পেটাওতালুকদারী, কি প্রজাই স্বত্ব, কি পেটাও স্বার্থ থাকন বিষয়ে প্রথম অবগত হন, সেই তারিখ অবধি।
১৭। বিশেষ উপকারবিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৯ ধারার বিহিতমত না হইয়া যে স্থলে কোন প্রজা ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক অবৈধ মতে কোন যোত হইতে উচ্ছেদ হইয়াছে তদ্রূপ প্রজা কর্ত্তৃক ঐ যোতের অধিকার পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্ত তদ্রূপ ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	বেদখল হইবার তারিখ অবধি।

মোকদ্দমা যে প্রকারের।	মিয়াদ।	যে সময় হইতে মিয়াদ চলিবে।
১৮। কোন তালুক, পেটাওতালুক কি দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতে উত্তরাধিকারিত্ব বর্ত্তিলে, কি তাহা হস্তান্তরীকৃত হইলে, কোন ভূম্যধি-কারীকে উক্ত বিষয় বলপূর্ব্বক রেজিষ্টরে লিখাইবার নিমিত্ত ঐ উত্তরাধিকারী কি যাঁহার সপক্ষে হস্তান্তর করা যায়, তৎকর্ত্তৃক ৫২ ধারামত মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	যে তারিখে স্পষ্ট কি ভাবতঃ অস-ম্মতি প্রকাশ করা যায়, সেই তারিখ অবধি।
১৯। ৫৮ ধারার বিধানমতে খাজানা আমানত করা না গেলে, বাকী খাজানা আদায় করণার্থ মোকদ্দমা।	তিন বৎসর।	বাঙ্গালা সনের শেষ যে দিনে, কি আমলী, ফসলী কি বিলায়তী সন হইলে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ যে দিনে যে বাকী খাজানার দাওয়া করা যায়, তাহা দেনা পড়িল, সেই তারিখ অবধি।
২০। বিশেষ উপকারবিষয়ক ১৮৭৭ সালের আই-নের ৯ ধারার বিহিতমত না হইয়া যেস্থলে কোন তালুকদার কি পেটাওতালুকদার কোন ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক অবৈধমতে কোন তালুক কি পেটাওতালুক হইতে উচ্ছেদ হইয়াছে, ঐ তালুকদার কি পেটাওতালুকদার কর্ত্তৃক উক্ত তালুক কি পেটাওতালুকের পুনর্ব্বার অধিকার পাইবার নিমিত্ত উক্ত ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।	তিন বৎসর।	বেদখল হওনের তারিখ অবধি।
২১। প্রজাস্বত্বসম্বন্ধের নিয়ম অবধারণ করণার্থ ১৫১ ধারামত মোকদ্দমা।	প্রজাস্ব সম্বন্ধ থাকিবার কোন সময়ে।	প্রজাস্ব সম্বন্ধের আরম্ভ অবধি।
২২। কোন এজেন্টের হস্তগত কোন টাকা কি কাগজপত্র পাইবার, কি কোন এজেন্টকে বলপূর্ব্বক হিসাব দেওয়াইবার নিমিত্ত ১৬০ কি ১৬১ ধারামত মোকদ্দমা।	এজেন্ট-স্বরূপ কর্ম্ম - করণের কোন সময়ে কি ঐ কর্ম্ম শেষ হই-বার পর এক বৎ-সরের মধ্যে।	এজেন্ট যে সময়ে ঐ টাকা কি কাগজ-পত্র পাইলেন, সেই সময় অবধি।
২৩। মোকদ্দমা করিবার স্বত্ববান্ ব্যক্তিকে যে স্থলে, প্রতারণা করিয়া এজেন্টের তদ্রূপ টাকা প্রাপ্তির বিষয় জানিতে দেওয়া হয় নাই, কি যে স্থলে এজেন্ট মিথ্যা হিসাব দেয়, সেই স্থলে পূর্ব্বের ন্যায় মোকদ্দমা।	এক বৎসর।	প্রতারণার বিষয় মোকদ্দমা করিবার স্বত্ববান্ ব্যক্তির প্রথম যখন গোচর হয় সেই সময় অবধি। কিন্তু কোন স্থলেই এজেন্টের কর্ম্ম শেষ হইবার পর তিন বৎসরের অধিক মিয়াদ দেওয়া যাইবে না।
২৪। হারহারিমতে খাজানা দিবার নিমিত্ত ৬৩ ধারা-মত মোকদ্দমা।	প্রজাস্ব সম্বন্ধ থাকিবার কোন সময়ে।	

দ্বিতীয় ভাগ।—আপীল।

আপীল যে প্রকারের।	মিয়াদ।	যে সময় হইতে মিয়াদ চলিবে।
২৫। এই আইনমত কোন ডিক্রী কি আজ্ঞার বিরুদ্ধে জিলার জজ সাহেবের আদালতে আপীল।	ত্রিশ দিন।	যে ডিক্রী কি আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইল তাহার তারিখ অবধি।
২৬। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবকৃত কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল।	ত্রিশ দিন।	যে আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইল তাহার তারিখ অবধি।

তৃতীয় ভাগ।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্র যে প্রকারের।	মিয়াদ।	যে সময় হইতে মিয়াদ চলিবে।
২৭। নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ ২১২ ধারার (ক) প্রকরণমত প্রার্থনাপত্র।	ত্রিশ দিন।	বিক্রয় দৃঢ়ীকরণের তারিখ অবধি।
২৮। কোন পত্তনীতালুক যাঁহাকে হস্তান্তর কি উইল করিয়া দেওয়া যায়, তিনি যে জামীন দিতে চাহেন, তাহা লইবার জন্য ভূম্যধিকারীকে আজ্ঞা করিবার নিমিত্তে ৫৩ ধারার (গ) প্রকরণমত প্রার্থনাপত্র।	তিন মাস।	উক্ত জামীন স্পষ্ট কি ভাবতঃ যে তারিখে অগ্রাহ্য করা যায়, সেই তারিখ অবধি।
২৯। কোন ব্যক্তি কোন তালুক, পেটাওতালুক কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ক্রয় করিলে, তাঁহার কর্তৃক অধিকার পাইবার নিমিত্ত ২০৯ ধারার (ক) প্রকরণমত মোকদ্দমা।	তিন মাস।	বিক্রয় দৃঢ়ীকরণের তারিখ অবধি।
৩০। যত টাকা ডিক্রী হইল, ডিক্রী হইবার পর তাহার উপর সুদ না ধরিয়া কিন্তু ঐ ডিক্রীজারী করণের খরচা সুদ্ধ ৫০০ টাকার অনধিক কোন ডিক্রী কি আজ্ঞা এই আইনমত কি এই আইনক্রমে যে আইন রহিত হইল সেই আইনমত করা গেলে তাহা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র। ডিক্রীমত খাতক বল কি প্রতারণাক্রমে নির্দ্দিষ্ট তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত ডিক্রীজারীর বাধকতা করিলে, আদালত আরো এক বৎসরের অনধিক সময় দিতে পারিবেন।	তিন বৎসর।	১। ডিক্রী কি আজ্ঞার তারিখ অবধি; অথবা, ২। আপীল হইয়া থাকিলে আপীল-আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রী কি আজ্ঞার তারিখ অবধি; অথবা, ৩। বিচারের পুনরালোচনা হইয়া থাকিলে, পুনরালোচনের নিষ্পত্তির তারিখ অবধি।
৩১। ৩০ প্রকরণমতে হিসাব করিয়া ৫০০ টাকার অধিক টাকার ডিক্রী হইলে, তাহা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র।	মিয়াদবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সালের আইনে যে সময়ের বিধান হইয়াছে, সেই সময়।	মিয়াদবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সালের আইনে যেরূপ বিধান হইয়াছে সেইরূপ।

Rajkrishna Mukhopadhyaya, M. A. & B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JANUARY 6, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ৬ জানুয়ারি।

PART VII.

Circular Orders of the High Court and Board of Revenue.

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাপত্র।

CIRCULAR ORDERS OF THE BOARD OF REVENUE, L. P.

SEPTEMBER 1879.

HON'BLE C. T. BUCKLAND.

No. 2.

OMIT the word "Presidency" from line eight of clause 18, section III of the revised Excise Rules, and the word "Moorshedabad" from the heading in column 2 of the statement annexed to that clause.

No. 3.

A FEE of rupees two will in future be levied for the issue of a pass under clauses 30 and 48, section XVII of the Board's Excise Rules, to the wholesale dealers of ganja for the importation of the drug into any district. Accordingly the words "on payment of a fee of rupees two" should be inserted after the words "Form 34, Appendix A," in line five of clause 30. A similar addition should also be made of the words "The pass must" in line five of clause 48.

2. The amount of fees collected should be credited in the excise returns under the head "miscellaneous."

No. 4.

DISTRICT Officers are requested to indent on the Superintendent of Stationery for revised forms of excise returns Nos. XIV (quarterly) and XIX and XLII (yearly), and to use them in lieu of the present forms.

No. 5.

ACT XVIII of 1869 having been repealed by Act I of 1879, the following corrections should be made in volume I of the revised edition of the Board's Rules:—

Page 84 Section II, Rule 18, lines 2 to 4.

For the words "clause 19, schedule I, of the general Stamp Act, XVIII of 1869 (see the general exemption following Article 66, Schedule A, Act X of 1862)," the following should be substituted. "Article 39, Schedule I of the Indian Stamp Act, I of 1879."

Page 213 section XII, rule 9, line 8.
" 222, " IV, " 7, line 20.
" 285, " IV, heading register 26, line 3.

For "XVIII of 1869" substitute "I of 1879."

OCTOBER 1879.

HON'BLE C. T. BUCKLAND.

No. 1.

THE attention of Divisional and District Officers is drawn to Rule 3, Section 5, Chapter IX, page 202 of the Board's Rules (new edition) which, for convenience of reference, is reproduced in the margin.

"3. All reports to superior authority must be complete in themselves. Voluminous enclosures are not to be submitted with a simple expression of opinion. It is the duty of every officer making a report to superior authority to state the case concisely in his own language, avoiding all unnecessary prolixity, and not submitting enclosures that are not distinctly required to elucidate the subject. This rule applies with special force to vernacular documents, which it can be very rarely necessary to forward. It is a primary rule that all useless correspondence is to be avoided."

2. This rule applies to the correspondence with the Board from Commissioners, Opium Agents, and other officers who are in direct communication with the Board, as well as to the correspondence of Commissioners with subordinate officers.

[*Government Gazette, 6th January* 1880.]

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলর।

১৮৭৯ সাল সেপ্টেম্বর মাস।

মান্যবর শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

২ নম্বর।

সংশোধিত আবকারী বিধির তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১৮ ধারার ৭ পংক্তি হইতে "প্রেসিডেন্সী" এই শব্দটী এবং উক্ত ধারা সংযুক্ত বর্ণমালপত্রের শীর্ষকের দ্বিতীয় ঘর হইতে "মুরশিদাবাদ" এই শব্দটী উঠাইয়া ফেলিবে।

৩ নম্বর।

গাঁজা থোকে বিক্রয়ের ব্যবসায়ীদিগকে উক্ত দ্রব্য কোন জিলায় আমদানী করিবার নিমিত্ত বোর্ডের আবকারী বিধির ১৭ পরিচ্ছেদের ৩০ ও ৪৮ ধারামতে যে ছাড়পত্র দেওয়া যায়, ভবিষ্যতে তাহার উপর দুই টাকা ফী আদায় করিতে হইবে। এই নিমিত্ত ৩০ ধারার ৫ পংক্তিতে "কালেক্টর সাহেব" এই কথার পর "দুই টাকা ফী পাইলে" এইই কথা দিতে হইবে। এই রূপে ৪৮ ধারার ৬ পংক্তিতে "কার্য্যকারকের স্থানে" এই কথার পর "দুই টাকা ফী দিয়া" এই কথা যোগ করিতে হইবে।

২। যত ফী আদায় হয় তাহা আবকারী রিটর্ণে "বিবিধ" শীর্ষকের নীচে জমা দিতে হইবে।

৪ নম্বর।

জিলার কর্তৃপক্ষদিগকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা আবকারী ১৪ নং (ত্রৈমাসিক) ও ১৯ ও ৪০ নং (বার্ষিক) রিটর্ণের সংশোধিত পাঠ ষ্টেশনরী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে চাহিয়া লইয়া বর্ত্তমান পাঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবেন।

৫ নম্বর।

১৮৬৯ সালের ১৮ আইন ১৮৭৯ সালের ১ আইন দ্বারা রহিত হওয়াতে, বোর্ডের বিধির নূতন সংস্করণের প্রথম বালমে নিম্নলিখিত সংশোধন গুলি করিতে হইবে।

৮৪ পৃষ্ঠা, ২ পরিচ্ছেদ, ১৮ ধারা ২ অবধি ৪ পর্য্যন্ত পংক্তি।	"১৮৬৯ সালের ১৮ অর্থাৎ ইষ্টাম্পের সাধারণ আইনের ১ তফশীলের ১৯ প্রকরণ (১৮৬৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফশীলের ৬৬ প্রকরণের পরবর্ত্তী সাধারণ বর্জ্জিত কথা দেখ)" এই ২ কথার পরিবর্ত্তে "ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের প্রথম তফশীলের ৩৯ প্রকরণ" এই ২ কথা দিতে হইবে।
২১১ পৃষ্ঠা, ১২ পরিচ্ছেদ, ৯ ধারা, ৮ পংক্তি। ২২২ পৃষ্ঠা ৪ পরিচ্ছেদ ৭ ধারা, ২০ পংক্তি। ২৮০ পৃষ্ঠা ৪ পরিচ্ছেদ ২৬ নম্বর রেজিষ্টরে নীচে ৩ পংক্তি।	"১৮৬৯ সালের ১৮" এই কথার পরিবর্ত্তে "১৮৭৯ সালের ১" এই কথা দিতে হইবে।

১৮৭৯ সাল আক্টোবর মাস।

মান্যবর শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

১ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ২০২ পৃষ্ঠার ৯ অধ্যায়ের ৫ পরিচ্ছেদের ৩ ধারার প্রতি দেশখণ্ডের ও জিলার কর্তৃপক্ষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া দেখিবার সুবিধার নিমিত্ত তাহা পার্শ্বে উদ্ধৃত করা গেল।

> ৩। উপরিস্থ কর্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট দিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। সামান্যমত প্রকাশ করিয়া অনেক কাগজপত্র পাঠাইতে হইবে না। যে প্রত্যেক কার্য্যকারক উপরিস্থ কর্তৃপক্ষের নিকটে রিপোর্ট করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংক্ষেপে নিজের কথায় সমুদয় বৃত্তান্ত লিখিবেন, এবং তদ্বিষয়ের ব্যাখ্যানিমিত্ত যাহা স্পষ্টতঃ প্রয়োজনীয় নহে এরূপ কাগজপত্র পাঠাইবেন না। এতদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত কাগজপত্র সম্বন্ধে এই বিধি বিশেষরূপে খাটে তদ্রূপ কাগজপত্র পাঠান প্রায়ই আবশ্যক হয় না। অনর্থক পত্রাদি লিখন পরিত্যাগ করিতে হইবে, এটী মুখ্য বিধি।

২। কমিশনর সাহেবদের, আফিসের এজেন্টদের ও অন্য যেসকল কার্য্যকারকেরা বোর্ডে সাক্ষাৎসম্বন্ধে চিঠিপত্র চালাইতে পারেন তাঁহাদের বোর্ডে যে চিঠীপত্র লিখিতে হয়, তৎপ্রতি এই বিধি বর্ত্তে, এবং কমিশনরদের সঙ্গে অধীন কার্য্যকারকদের যে চিঠিপত্র চলে, তৎপ্রতিও এই বিধি বর্ত্তে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৬ জানুয়ারি।]

3. As the enclosures of a letter do not usually come under the notice of the head of the office, it has become the practice of the head assistants and clerks in public offices to have the enclosures of letters copied by apprentices, or other unauthorized persons, who cannot write or spell correctly. Apprentices and unauthorized volunteers in the offices of Government who write a bad hand should be suspended at once until they learn to write well and legibly.

4. There are many clerks on the sanctioned establishments who might advantageously be placed on leave without pay for a time until they learn to write a clear and legible hand. Experience has shewn that such persons will, if thus compelled, learn to write well, according to the standard copy prescribed for their instruction and imitation.

5. A bad habit has grown up of using native dates and native eras instead of the English dates and era. Where a public officer has occasion to use local native dates and eras for any special purpose, he should invariably give the corresponding English date and era. As a rule, only the English date and era should be used. Where this rule is not observed, the correspondence will be returned for amendment to the officer who submits it.

No. 2.

With reference to the provisions of Sections 53 and 54 of the Indian Stamp Act, I of 1879, all revenue officers are informed that it has been ruled by Government that the deduction of one anna for each rupee or fraction of a rupee required to be made under those sections in granting refunds on account of spoiled or unused stamps, is intended to cover the discount allowed on the purchase of stamps, as well as all other expenses incurred in their manufacture.

NOVEMBER 1879.

HON'BLE, C. T. BUCKLAND.

No. 1.

THE Board, having considered the replies to their circular letter No. 789A, dated the 18th October 1879, promulgate the following rules for the information and guidance of the officers concerned :—

Rules regarding Nazir's Accounts.

1. No money should be unnecessarily allowed to pass through the Nazir's hands. Direct payments into the treasury should be insisted on, and direct payments made whenever this is possible.

2. Every Nazir shall keep the following books :—

A.—A cash-book, with subsidiary registers as described below.
B.—A treasury remittance-book.
C.—A stock-book.

3. In the general cash-book should be shown the details of all receipts and payments not included in any subsidiary register, and the daily totals of receipts and payments included in such a register. The number of subsidiary registers to be kept must vary in different districts. One subsidiary register should show realizations under process. When realizations under process of any particular kind are numerous, there may be more than one such register. In it should appear disbursements on account of stamps representing process fees not paid before the issue of process.

4. It should be noted, with reference to the last rule, that whenever a process has issued without previous payment of fee for the realization of any sum, the Nazir, out of the first amount which he recovers, should purchase stamps to the amount of the process fees due, and affix them to his report of recovery. If payment is offered to the officer by whom a process was issued, he should require a report from the Nazir that the process fees have been paid before accepting payment. To such report stamps to the amount of the fee should be affixed. It is the Record-keeper's duty to report the fact if the record of any case in which process fees were recoverable should be sent to him without stamps denoting the proper fee.

5. Each entry in the treasury remittance-book should be initialled by the Treasury Officer as an acquittance to the Nazir.

[*Government Gazette, 6th January* 1880.]

৩। চিঠির সঙ্গে যে কাগজপত্র যায় তাহা সচরাচর কার্য্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয় না। এনিমিত্ত যাহারা ভাল করিয়া লিখিতে কি বানান করিতে পারে না এরূপ শিক্ষানবিশ বা অন্য কোন অনমুমত ব্যক্তিদের দ্বারা সরকারী কার্য্যালয়ের হেড আসিষ্টান্টেরা কি ক্লার্কেরা চিঠির সঙ্গে যাইবার কাগজপত্র নকল করাইয়া লন, এইরূপ প্রথা দাঁড়াইয়াছে। রাজকীয় কার্য্যালয়ের যে সকল শিক্ষানবিশ ও অনমুমত স্বেচ্ছাগত ব্যক্তি বদ খত লিখে, যত কাল তাহারা ভাল করিয়া স্পষ্ট স্পষ্ট লিখিতে না পারে, অবিলম্বে তত কালের নিমিত্ত তাহাদিগকে স্থগিত করিতে হইবে।

৪। যত কাল পরিষ্কার ও স্পষ্ট করিয়া লিখিতে না শিখে, অনুমোদিত সেরেস্তার অনেক কেরানীকেও তত কালের নিমিত্ত বিনা বেতনে ছুটী দিতে পারিলে ভাল হয়। বহুদর্শন দ্বারা জানা গিয়াছে যে এইরূপ বল প্রয়োগ করিলে, উক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা ও অনুকরণ নিমিত্ত যে আদর্শ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহারা তদনুযায়ী উত্তমরূপে লিখিতে শিখে।

৫। ইংরেজী তারিখ ও সালের পরিবর্ত্তে এদেশীয় তারিখ ও সাল ব্যবহার করিবার কুরীতি বাড়িয়া গিয়াছে। কোন বিশেষ কারণে কোন সরকারী কার্য্যকারকের কোনস্থলে এদেশের স্থানীয় তারিখ ও সাল দিবার প্রয়োজন হইলে, তিনি সেই সঙ্গে তত্তুল্য ইংরেজী তারিখ ও সাল দিবেন। কেবল ইংরেজী তারিখ ও সাল দিতে হইবে, এইটীই সামান্য বিধি। এই বিধি পালন না হইলে, যে কার্য্যকারক চিঠিপত্র পাঠান সংশোধন নিমিত্ত উহা তাঁহার নিকটে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

---

২ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্পবিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৫৩ ও ৫৪ ধারার বিধান উপলক্ষে রাজস্বসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যকারকদিগকে এই কথা জানান যাইতেছে; গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে নষ্টীকৃত কিম্বা অব্যবহৃত ইষ্টাম্প নিমিত্ত টাকা ফিরাইয়া দিবার কালে উক্ত ধারাদ্বয় ক্রমে প্রত্যেক টাকা বা টাকার ভগ্নাংশ প্রতি এক আনা বাটা লইবার যে আদেশ আছে, ইষ্টাম্প ক্রয়ের যে ডিস্কৌণ্ট দেওয়া যায় ও ইষ্টাম্প প্রস্তুত করিতে অন্যান্য যে খরচা পড়ে তৎসমুদয়ের ব্যয়পোষণ করাই সেই আদেশের উদ্দেশ্য।

১৮৭৯ সাল নবেম্বর মাস।

মান্যবর শ্রীযুত টি, সি, বকলাণ্ড সাহেব।

---

১ নম্বর।

বোর্ড ১৮৭৯ সালের ১৮ অক্‌টোবরের ৭৮৯ A নং সরকুলর পত্রের যে যে উত্তর পাইয়াছেন তৎসমুদয় বিবেচনা করিয়া ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকদের অবগতি ও উপদেশ নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিধি প্রচার করিলেন।

নাজীরের হিসাব সংক্রান্ত বিধি।

১। আবশ্যক না হইলে নাজীরের হাত দিয়া কোন টাকা পাঠাইতে হইবে না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে খাজানাখানায় যাহাতে টাকা দেওয়া হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে, এবং যে স্থলে পারা যায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে টাকা দিতে হইবে।

২। প্রত্যেক নাজীরের নিম্নলিখিত বহী রাখিতে হইবে;

ক।—ক্যাশবুক, অর্থাৎ টাকার হিসাব বহী, ও তদানুষঙ্গিক নিম্নলিখিত প্রকারের রেজিষ্টরগুলি।

খ।—ট্রেজুরী রিমিটান্স বুক, অর্থাৎ খাজানাখানার চালান বহী।

গ।—ষ্টাক বুক, অর্থাৎ জিনিষের হিসাব বহী।

৩। কোন আনুষঙ্গিক রেজিষ্টরে যে সকল আয় ব্যয়ের কথা লেখা থাকে না তৎসমুদয়ের বিস্তারিত বিবরণ, এবং তদ্রূপ রেজিষ্টরে যে সকল আয় ব্যয়ের কথা লেখা থাকে তৎসমুদয়ের দৈনিক মোট সাধারণ ক্যাশ বহীতে দিতে হইবে। আনুষঙ্গিক রেজিষ্টর যত খান রাখিতে হইবে তাহার সংখ্যা ভিন্ন২ জিলায় ভিন্ন২ হইবে। পরওয়ানা হিসাবে যত টাকা আদায় হয়, এক খান আনুষঙ্গিক রেজিষ্টরে ইহা দেখাইতে হইবে। যে স্থলে কোন বিশেষ প্রকার পরওয়ানা হিসাবে অনেক আদায় হয়, সেস্থলে একাধিক তদ্রূপ রেজিষ্টর থাকিতে পারে। পরওয়ানা দিবার পূর্ব্বে যে পরওয়ানার ফী দেওয়া যায় নাই, তন্নিমিত্ত যে ইষ্টাম্পের খরচ পড়ে তাহাও ঐ রেজিষ্টরে দেখাইতে হইবে।

৪। পূর্ব্বধারা উপলক্ষে ইহা মনে রাখা উচিত যেপূর্ব্বে ফী দেওয়া না গেলে যে২ স্থলে কোন টাকা আদায় নিমিত্ত পরওয়ানা দেওয়া যায়, সেই২ স্থলে নাজীর প্রথম যে টাকা আদায় করেন তাহা হইতে পাওনা পরওয়ানা ফীর তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প ক্রয় করিয়া আদায়ের রিপোর্টে লাগাইয়া দিবেন। যে কার্য্যকারক পরওয়ানা দেন তাঁহার নিকটে টাকা দিবার প্রস্তাব হইলে, উক্ত টাকা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি পরওয়ানার ফী দেওয়া হইয়াছে কি না এই বিষয়ে নাজীরের নিকটে রিপোর্ট চাহিবেন। ঐ রিপোর্টে ফীর তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প লাগাইয়া দিতে হইবে। যাহাতে পরওয়ানার ফী পাওয়া যাইবে এরূপ কোন মোকদ্দমার নথী উপযুক্ত ফী প্রকাশক ইষ্টাম্প বিনা মোহাফেজের নিকটে পাঠান গেলে, তাঁহার তাদ্বিষয়ে রিপোর্ট করা কর্ত্তব্য।

৫। খাজানাখানার চালান বহীতে যে যে কথা লেখা থাকে, নাজীরের মুক্তিদান নিমিত্ত তাহার প্রত্যেক কথায় খাজানাখানার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার নিজ নামের আদ্যাক্ষর সংযোগ করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৬ জানুয়ারি।]

6. The stock-book should contain a list of all furniture, tents, and stores of all kinds under the Nazir's charge, being arranged so as to show separately whether office furniture, circuit-house furniture, &c. All new purchases and sales, &c., of old stock should be entered at the time.

7. The Nazir is under the general supervision of the Serishtadar, who will examine his accounts and initial his cash-book daily.

8 At the close of each month the Treasury Officer will satisfy himself and certify to the Collector that the Nazir's accounts have been duly kept.

A.

Cash-book of the Nazir of the Collectorate for the month of 18

RECEIPTS.						DISBURSEMENTS.						
DATE.	From whom received.	On what account.	Amount.	Daily total of subsidiary registers.	Daily total.	Date.	Serial number of remittance to treasury	To whom paid.	On what account.	Amount.	Daily total of subsidiary registers.	DAILY TOTAL.
			Rs. A. P.							Rs. A. P.		

B.

Treasury Remittance-book for the month of 18

Serial Number.	Date.	Amount remitted to the treasury	Initials of Treasurer.	REMARKS.

[*Government Gazette*, 6th *January* 1880.]

৬। আসবাব ও তাম্বু প্রভৃতি যত প্রকার জিনিষপত্র নাজীরের জিম্মায় থাকে ষ্টাক অর্থাৎ জিনিসের হিসাব বহীতে তৎসমুদয়ের তালিকা থাকিবে; তৎসমুদয় এইরূপে সাজাইতে হইবে যে আফিসের আসবাব, সরকিট হৌসের আসবাব ইত্যাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদর্শিত হইবে। নূতন দ্রব্যক্রয় ও পুরাতন জিনিসপত্রের বিক্রয় প্রভৃতি তত্তৎ কালেই লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৭। নাজীর সেরেস্তাদারের সাধারণ তত্ত্বাবধারণাধীন। সেরেস্তাদার প্রতিদিন তাঁহার হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ও তাঁহার ক্যাশবহিতে স্বীয় নামের আদ্যাক্ষর সংযোগ করিবেন।

৮। নাজীরের হিসাব নিয়মিতরূপে রাখা হইয়াছে প্রতিমাসান্তে খাজানাখানার কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আপনার হৃদ্বোধ জ মাইয়া লইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে সংসিত লিপি পাঠাইবেন।

ক।

অমুকস্থানের কালেক্টরী কাছারীর নাজীরের ১৮ সালের মাসের ক্যাশ বহী।

আয়						ব্যয়						
তারিখ	যাহার কাছে পাওয়া গেল	যে হিসাবে	কত	আনুষঙ্গিক রেজি- ষ্টর বহীর দৈনিক মোট	দৈনিক মোট	তারিখ	খাজানাখানায় চালান নং ক্রমিক নম্বর	যাহাকে দেওয়া গেল	যে হিসাবে	কত	আনুষঙ্গিক রেজিষ্টর বহীর দৈনিক মোট	দৈনিক মোট
			টাকা							টাকা		

খ।

১৮ সালের মাসের খাজানাখানার চালানবহী।

ক্রমিক নম্বর	তারিখ	খাজানাখানায় যত টাকা পাঠান গেল	খাজাঞ্চির নামের আদ্যাক্ষর	মন্তব্য।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০। ৬ জানুয়ারি।]

No. 2.

THE following headings should be substituted for those of register (No. 45 [71]) of immovoable property held by the ministerial officers, at page 283 of the Board's rules, volume I :—

1. Name and designation of officer.

2. Nature of property and extent of interest held. (Note.—This includes immoveable property as well as shares in any partnership or company doing business as a land mortgage bank.)

3. District in which the property is situate.

4. In whose name held.

5. How acquired, whether by purchase, inheritance, or otherwise.

6. When acquired.

7. Signature and certificate of the officer that he has no other immoveable property besides that mentioned in column 2.

8. Remarks by immediate superior. (Note.—If after the first return is submitted no fresh acquisition is made, the fact should be stated in the next year's statement.)

No. 3.

ADD the following registers to the list given in clause 4, section I, chapter XII, page 270 of the Board's rules, new edition :—

64-65—(19-20.)

২ নম্বর।

আমলারা যে স্থাবর সম্পত্তি ভোগ করে, বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালমের ২৮৩ পৃষ্ঠায় তাহার ৪৫ (৭১) নং রেজিষ্টরে যেং কথা আছে, তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথা দিতে হইবে।—

১। আমলার নাম ও পদের খ্যাতি।

২। সম্পত্তির ভাব ও ভোগকৃত ভূসম্পর্কের পরিমাণ। (মন্তব্য।—ইহাতে স্থাবর সম্পত্তি বুঝাইবে ও ভূমি বন্ধক রাখিবার কুঠীস্বরূপ যাহারা কর্ম্ম করে তদ্রূপ সম্ভূয়সমুত্থানের কি কোম্পানির স্বার্থ বা অংশও বুঝাইবে।)

৩। সম্পত্তি যে জিলায় আছে।

৪। যাহার নামে আছে।

৫। ক্রয়, উত্তরাধিকার, বা অন্য যেরূপে প্রাপ্ত।

৬। কখন পাওয়া গিয়াছে।

৭। ২ ঘরের লিখিত সম্পত্তি ভিন্ন তাহার অন্য স্থাবর সম্পত্তি নাই, এই বলিয়া আমলার স্বাক্ষর ও শংসিতলিপি।

৮। অব্যবহিত উপরিস্থ কার্য্যকারকের মন্তব্য কথা। (মন্তব্য।—প্রথম রিটর্ণ পাঠাইবার পর যদি নূতন সম্পত্তিপ্রাপ্তি না ঘটে, পর বৎসরের বিবরণপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।)

---

৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ২৭০ পৃষ্ঠার ১২ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৪ ধারায় যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত রেজিষ্টর যোগ কর।—

৬৪-৬৫—(১৯-২০)।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A. AND B. L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MARCH 9, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ৯ মার্চ।

PART VII.

Circular Orders of the High Court and Board of Revenue.

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাপত্র।

CIRCULAR ORDERS OF THE BOARD OF REVENUE, L. P.

NOVEMBER 1879.

Hon'ble H. L. Dampier.

No. 4.

A revised series of rules, for the guidance of officers in the administration of wards', attached, and other properties, has been published by the authority of the Board of Revenue, Lower Provinces. These rules supersede the rules contained in chapter XXV, pages 340 to 349 of the Board's Rules, old edition, as well as all subsequent alterations and additions introduced therein, as notified from time to time in the Board's circular orders.

2. A copy of the revised rules is now being forwarded by the Board to each Commissioner, Collector, and Sub-divisional Officer. Managers of estates can obtain copies of the rules from the Superintendent, Bengal Secretariat Press, on payment of the price fixed. Every officer concerned is specially requested to make himself thoroughly acquainted with the rules.

3. For convenience sake, the delegations of authority under section 15 of the Court of Wards' Act, 1879, have been included in their appropriate places among the rules. A list of these delegations, and of the Lieutenant Governor's sanction to them under the said section, will be found in Government order No $\frac{2313}{899}$ LR, dated 10th November 1879, which is annexed.

4. Officers concerned in the management of wards' estates should not hesitate to refer to their superiors any questions arising under the new Act or the rules regarding which they are in doubt. Wherever the rules do not enjoin any change from the practice which has prevailed up to the passing of the Act, the former practice may be adhered to, unless it is inconsistent with anything in the Act or rules.

5. The Board's circular order No. 4 of March 1875 is hereby cancelled.

No. 2313—899LR, dated Calcutta, the 10th November 1879.

From—C. W. Bolton, Esq., Under-Secy. to the Govt. of Bengal,

To—The Secretary to the Board of Revenue, Land Revenue Department.

With reference to your letters No. 578A, dated 28th August 1879, and No. 687A, dated 11th October following, I am directed to say that the Lieutenant-Governor authorizes the Board of Revenue as Court of Wards to delegate to Commissioners, Collectors, or Deputy Commissioners the powers recited in the following rules, which have been framed by the Board under the Court of Wards' Act, IX (B C.) of 1879.

Section I.—Rule 7.

Delegation to Collectors and Deputy Commissioners of power to receive, for transmission to the Commissioner and Board, applications of the civil court, that the Court of Wards should take charge of certain properties.

Section II.—Rule 3.

Delegation to Commissioners of power to determine which shall be the managing Collector of a ward's property situated in more than one district.

Section III.—Rules 3 and 7.

Delegation to Commissioners and Collectors of power to make certain appointments, and to authorize certain managers to make appointments.

Rules 9 and 10.

Delegation to Commissioners and Collectors of power to fine, suspend, and dismiss employés of the Court of Wards as therein defined; and to authorize certain managers to fine, suspend, and dismiss.

Rule 11.

Delegation (a) to Collectors of power, under section 47 of the Act, to order any past or present manager, or guardian or past or present officer subordinate to a manager or guardian, to deliver up his accounts or any property which may be in his possession within such time as may be fixed by them; and (b) to Commissioners of power, under section 58 of the Act, to punish any person who refuses to comply with an order made under section 47 with simple imprisonment and attachment of his property, until the order is complied with.

[*Government Gazette*, 9*th March* 1880.]

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলর।

১৮৭৯ সাল নবেম্বর মাস।

মান্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডম্পিয়ার সাহেব।

---

৪ নম্বর।

নিম্ন বঙ্গপ্রদেশের রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাক্রমে নাবালগ সুপালিত ও ক্রোক কৃত ও অন্যান্য সম্পত্তির কর্তৃত্বভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকদের উপদেশার্থ সংশোধিত বিধি প্রকাশ করা গিয়াছে। বোর্ডের বিধির পুরাতন সংস্করণের ২৫ অধ্যায়ের ৩২৭ অবধি ৪১ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় যে সকল বিধি আছে ও পরে তাহাতে বোর্ডের সরকুলর অর্ডার সময়ে বিজ্ঞাপিত যে সকল পরিবর্ত্তন ও সংযোগ করা গিয়াছে, তৎ সমুদয়ের পরিবর্ত্তে এই বিধি বলবৎ হইবে।

২। সংশোধিত বিধির এক২ খণ্ড বোর্ড প্রত্যেক কমিশনর ও কালেক্টর সাহেবের ও ম্যানেজার কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে পাঠাইতেছেন। মফঃসলের কার্য্যাধ্যক্ষের বাঙ্গালা দপ্তরের ছাপাখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট নির্দ্দিষ্ট মূল্য পাঠাইলে ঐ বিধি পাইতে পারিবেন। এতৎ সম্পর্কীয় প্রত্যেক কার্য্যকারকের প্রতি বিশেষ আদেশ করা যাইতেছে যে তিনি এই বিধি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন।

৩। সুবিধা জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ড বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ১৫ ধারামত ক্ষমতার্পণ বিধির যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতৎ সংযুক্ত ১৮৭৯ সালের ১০ নবেম্বরের ২৩১১ L.R. নম্বর গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় ঐ ক্ষমতার্পণের তালিকা ও উক্ত ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক তাহার অনুমোদন দৃষ্ট হইবে।

৪।—যে সকল কার্য্যকারকেরা নাবালগ পালিত মহালের কার্য্যাধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, নূতন আইন কি বিধি সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সন্দেহ হইলে তাঁহার উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকট প্রশ্ন অর্পণ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আইন বিধিবদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত যে প্রথা প্রচলিত ছিল, বিধিতে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার আদেশ না থাকিলে, পূর্ব্ব প্রথা যদি আইনের কি বিধির বিধানের অসঙ্গত না হয়, তবে ঐ প্রথানুসারেই চলিতে হইবে।

৫।—১৮৭৫ সালের মার্চ মাসের বোর্ডের ৪ নম্বর সরকুলর অর্ডর এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৭৯ সাল ১০ নবেম্বর কলিকাতা। ২৩১১—৮৭৯ LR. নং।

ভূম্যধিকার রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুত জাস, ডবলিউ, বোল্টন সাহেবের পত্র।

১৮৭৯ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখে আপনার ৫৭৮ A নং ও তৎপরবর্ত্তি ১১ অক্টোবর তারিখের ৮৮৭ A নং পত্র সম্পর্কে আমি আদেশ প্রাপ্ত হইয়া জানাইতেছি যে, কোর্ট অব ওয়ার্ড বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ৯ আইনমতে বোর্ড পশ্চাল্লিখিত যে বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে যে২ ক্ষমতার উল্লেখ আছে, রেবিনিউ বোর্ড কোর্ট অব ওয়ার্ডস্বরূপ কমিশনর কি কালেক্টর কি ডেপুটী কমিশনর সাহেবদের প্রতি সেই২ ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই অনুমতি দিলেন।

১ পরিচ্ছেদ।—৭ ধারা।

কোর্ট অব ওয়ার্ড কোন সম্পত্তির ভার গ্রহণ করুন, কমিশনর সাহেবের নিকট ও বোর্ডে পাঠাইবার নিমিত্ত এই মর্ম্মের দেওয়ানী আদালতের প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কালেক্টর ও ডেপুটী কমিশনর সাহেবদের প্রতি অর্পণ।

২ পরিচ্ছেদ।—৩ ধারা।

কোন নাবালগ সুপালিত ব্যক্তির সম্পত্তি একাধিক জিলায় থাকিলে কোন কালেক্টর সাহেব ঐ সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষ হইবেন, ইহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা কমিশনর সাহেবদের প্রতি অর্পণ।

৩ পরিচ্ছেদ।—৩ ও ৭ ধারা।

কোন২ পদে নিয়োগ করিবার ও কোন২ কার্য্যাধ্যক্ষকে নিয়োগ করিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতা কমিশনর ও কালেক্টর সাহেবদের প্রতি অর্পণ।

৯ ও ১০ ধারা।

ঐ নির্দ্দিষ্ট কোর্ট অব ওয়ার্ডের কর্ম্মচারিদিগের অর্থদণ্ড করিবার ও তাহাদিগকে স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার ও কোন২ কার্য্যাধ্যক্ষকে অর্থদণ্ড ও স্থগিত ও পদচ্যুত করণের অনুমতি দিবার ক্ষমতা কমিশনর ও কালেক্টর সাহেবদের প্রতি অর্পণ।

১১ ধারা।

(ক) ভূতপূর্ব্ব বা বর্ত্তমান কার্য্যাধ্যক্ষকে বা অভিভাবককে কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা অভিভাবকের অধীন ভূতপূর্ব্ব বা বর্ত্তমান কোন কার্য্যকারককে, কালেক্টর সাহেব যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন সেই সময় মধ্যে নিকাশ দিতে বা আপন অধিকারগত কোন সম্পত্তি দিতে অনুমতি দেওয়ানী কার্য্যবিধির আইনের ৪৭ ধারামত ক্ষমতা কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ; ও (খ) যে ব্যক্তি ২৭ ধারামত আজ্ঞা পালন করিতে অস্বীকার করে, যাবৎ আজ্ঞাপালন না হয় তাবৎ আইনের ৪৮ ধারামতে সেই ব্যক্তির দেওয়ানী কারাদণ্ড ও সম্পত্তি ক্রোক করিবার ক্ষমতা কমিশনর সাহেবের প্রতি অর্পণ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৯ মার্চ।]

SECTION V.—RULE 9.

Delegation to Commissioners of power to remit and write off the accounts, arrears of rent, and debt as specified.

SECTION VI.—RULE 9.

Delegation to Commissioners of power to allow managers' accounts to be audited by a Deputy Collector.

SECTION XII.—RULE 2.

Delegation to Commissioners of power to order a suit to be brought on behalf of a ward, and to pass such other orders as may be requisite for the proper conduct of any suit in which a ward is concerned.

No. 5.

IN order to distinguish Registers Nos. 64 and 65 at pages 273 and 286 of the Board's Rules, Volume I, new edition, from Registers Nos. 17 and 18 prescribed at page 286 of the Board's Rules for use in districts in which Act X of 1859 is in force, the following addition should be made to the headings of Registers Nos. 64 and 65—"under Act VIII (B.C.) 1869."

HON'BLE C. T. BUCKLAND.

No. 6.

THE accompanying rules for the guidance of public officers in taking up land for Guaranteed Railways; for Railways to be constructed by private companies; for State Railways, and for canals and roads, should be substituted for the present sections II and III of the Rules for the guidance of public officers in the administration of the Land Acquisition Act X of 1870, published at pages 113 to 120 of Volume I of the new edition of the Board's Rules.

2. A new edition of the Land Acquisition Manual containing the rules with all revisions up to date, together with the Act, is about to issue.

SECTION II.

Special rules issued under the authority of the Board of Revenue for the guidance of public officers in taking up land for Guaranteed Railways; for Railways to be constructed by Private Companies; for State Railways, and for Canals and Roads.

PART I.

GUARANTEED RAILWAYS AND RAILWAYS TO BE CONSTRUCTED BY PRIVATE COMPANIES.

1. LAND required for guaranteed railways and railways to be constructed by private Companies is divided into four classes—A, B, C, and D. *First,* class A, land which a Railway Company receives free of charge, under the contract with the Government, for permanent occupation; *second,* class B, land also provided free of cost, but only for temporary occupation; *third,* class C, land which the Railway Company has to provide at its own cost; *fourth,* class D, land which does not come directly into the possession of the Railway Company at all.

2. Class A comprises the land required for the permanent works of a railway, including the road with its bridges, &c., and all stations, workshops, permanent store-houses, and the like, necessary for the line when opened, and which, under the contracts, is to be provided by Government free of cost to the Railway Companies. The occupation of this land by a Railway Company is so far permanent that it only ceases when their contract is terminated or surrendered, and the whole lapses to Government. It is all provided free of charge.

3. Class B contains land essential for the execution of the permanent works of a railway, but not required after the completion of the line, in part or in whole, such as land for spoil banks, for extra excavation to make banks, for river diversion, and for the storage

৫ পরিচ্ছেদ।—৯ ধারা।

বাকী খাজানা ও নির্দ্দিষ্ট ঋণ ক্ষমা করিতে ও হিসাব হইতে উঠাইয়া দিতে পারিবার ক্ষমতা কমিশ্যনর সাহেবদের প্রতি অর্পণ।

৬ পরিচ্ছেদ।—৯ ধারা।

ডেপুটী কালেক্টরের দ্বারা কার্য্যাধ্যক্ষদের হিসাব নিষ্পত্তি করিতে দিবার ক্ষমতা কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পণ।

১২ পরিচ্ছেদ।—২ ধারা।

কোন রাজানুপালিত ব্যক্তির পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আজ্ঞা দিবার, এবং যে মোকদ্দমায় কোন রাজানুপালিত ব্যক্তি লিপ্ত থাকেন তাহা নিয়মিতরূপে চালাইবার নিমিত্ত অন্য যে২ আদেশ করা আবশ্যক হয় সেই২ আদেশ করিবার ক্ষমতা কমিশ্যনর সাহেবদের প্রতি অর্পণ।

---

৫ নম্বর।

যে২ জিলায় ১৮৫৯ সালের ১০ আইন প্রচলিত আছে সেই২ জিলায় ব্যবস্থার্থ বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২৮৬ পৃষ্ঠায় নির্দ্দিষ্ট ১৭ ও ১৮ নম্বরের রেজিস্টরের সহিত বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ১ বালামের ২৭৩ ও ২৮৬ পৃষ্ঠায় ৬৪ ও ৬৫ নম্বরের রেজিস্টরের বিভেদ স্থাপনার্থ "১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনমতে" এই২ কথা ৬৪ ও ৬৫ নম্বরের রেজিস্টরের শীর্ষকে যোগ করিতে হইবে।

মান্যবর শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

---

৬ নম্বর।

ভূমিগ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সরকারী কার্য্যকারকদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শক বিধির বর্ত্তমান যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ১ বালামের ১১৩ অবধি ১২০ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে গারান্টী করা রেলওয়ের নিমিত্ত ও সামান্য কোম্পানিদের নির্ম্মেয় রেলওয়ের নিমিত্ত ও রাজকীয় রেলওয়ের নিমিত্ত ও খালের ও পথের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণার্থ সরকারী কার্য্যকারকদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এতৎ সংযুক্ত বিধি দেওয়া গেল।

২। এপর্য্যন্ত ঐ বিধির যে২ সংশোধন হইয়াছে তৎসমুদয় সহ ঐ বিধি ও আইন একত্র করিয়া ভূমি গ্রহণ বিষয়ক পুস্তকের নূতন সংস্করণ শীঘ্রই বাহির হইবে।

---

২ পরিচ্ছেদ।

গারান্টী করা রেলওয়ের নিমিত্ত ও সামান্য কোম্পানিদের নির্ম্মেয় রেলওয়ের নিমিত্ত ও রাজকীয় রেলওয়ের নিমিত্ত ও খালের ও পথের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণার্থ সরকারী কার্য্যকারকদের কার্য্যপদ্ধতিপ্রদর্শনার্থ রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাক্রমে প্রচারিত বিশেষ বিধি।

১ খণ্ড।

গারান্টী করা রেলওয়ে ও সামান্য কোম্পানিদের নির্ম্মেয় রেলওয়ে সংক্রান্ত বিধি।

১। গারান্টী করা রেলওয়ের ও সামান্য কোম্পানিদের নির্ম্মেয় রেলওয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভূমি A, B, C ও D চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম, A শ্রেণীর, ভূমি কোন রেলওয়ে কোম্পানি চিরকাল দখলের জন্য, গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তিক্রমে, বিনা মূল্যে পাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়, B শ্রেণীর, ভূমি বিনা মূল্যে কিন্তু কিয়ৎকাল দখলের নিমিত্ত দেওয়া যায়। তৃতীয়, C শ্রেণীর, ভূমি রেলওয়ে কোম্পানির আপন খরচে লইতে হয়। চতুর্থ, D শ্রেণীর, ভূমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনও রেলওয়ে কোম্পানির অধিকারে আইসে না।

২। কোন রেলওয়ে খুলিলে তাহার রাস্তা ও সেতু প্রভৃতি এবং ষ্টেশন ও কারখানা ও চিরস্থায়ি গুদাম ঘর ও তদ্রূপ অপরাপর চিরস্থায়ী কার্য্যের নিমিত্ত যে ভূমির প্রয়োজন হয় এবং যাহা চুক্তিমতে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বিনা মূল্যে ঐ রেলওয়ে কোম্পানিকে প্রদান করা হয়, সেই ভূমি A শ্রেণীর অন্তর্গত। কোন রেলওয়ে কোম্পানি কর্ত্তৃক এই ভূমির অধিকার এত দূর চিরস্থায়ী যে কেবল তাঁহাদের চুক্তি ফুরাইলে বা পরিত্যক্ত হইলেই ঐ অধিকারের অবসান হইবে, এবং সমুদয় ভূমি সরকারে খাস হইয়া যাইবে। এই সমুদয় ভূমি বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয়।

৩। যে ভূমি কোন রেলওয়ের চিরস্থায়ী কার্য্য সকল সম্পাদনার্থে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কি ঐ পথের কোন অংশ কি সমুদয় সমাপ্ত হইলে পর অপ্রয়োজনীয় হয়, সেই ভূমি B শ্রেণীর অন্তর্গত। যদ্রূপ মৃত্তিকাদি রাস্তার পার্শ্বে রাখিবার নিমিত্ত, বাঁধ প্রস্তুত করণার্থ অতিরিক্ত খননের নিমিত্ত, নদী

of railway materials held in stock by the Railway Company, pending the construction of the line or their despatch to the works.* It also is provided free of charge. The occupation of this class of land will be temporary.

4. Class C contains the land which a Railway Company has to provide at its own cost. This is the land which is required for the provision or preparation of materials, for purposes contingent on the actual execution for the works on the line, or for other miscellaneous objects which the Government recognizes as falling legitimately within the scope of the Railway Company's operations, though not giving the Company a claim to the provision of land free of charge. As a Railway Company is bound to pay for the construction of all works out of its capital, only receiving from Government, without charge, the land on which the works stand, the provision of all materials, and the means of facilitating the execution of all works, are to be at the cost of the Railway Company.† It is proper to bear in mind, in fixing the rent, that this land will in part deteriorate by the use to which it is put, and in part will not so deteriorate. In all cases, however, it will be most convenient to deal with the land, in the first instance, in the same manner. It will be taken possession of by Government, and handed over to the Railway Company for occupation at a fair rental. When the necessity for occupation ceases the land will be restored to the Government by the Railway Company. The proper time for the relinquishment being determined by the Railway officer and Consulting Engineer.

5. Class D contains that land which, being required in consequence of the works of a railway, still does not come directly into the occupation of the Railway Company. It will be provided free of charge. It will be exclusively land for roads, either new roads leading to railway stations, or to permanent store-yards or workshops detached from the main works, diversions, or changes of old roads made necessary by railway works.

6. Inconvenience would arise if Railway Companies were permitted to hold land on their own account, or otherwise than is above explained. By causing them to rent from the Government all land to which they are not entitled free, in the manner above explained, simplicity in the tenure of their property is secured, which will be a matter of importance at a future time when the railway may be transferred to Government. The determination of the value to be paid by the Government for any land not included in class A, which might be held by a Railway Company, would certainly be in such an event a great embarrassment.

7. Houses, trees, tanks, or other property on land which is not provided free of charge, and for which special payment or compensation is necessary, must be paid for at once by the Railway Company, and the Revenue officers will be held strictly responsible for the regular adjustment by the Railway Companies of all charges on this account and on account of land, to be determined in the manner above explained. In the case of land provided free of charge, the materials, &c., derived from the "clearance" of the surface, which then will be at the expense of Government, will be disposed of by the Revenue officers to the best advantage.

---

* The last sort of land is allowed free under the Right Hon'ble the Secretary of State's letter No. 25 of 30th November 1858.

† The following words were also in the original rules, and in the rules for taking up lands for railway purposes by the Government of India, issued 29th June 1861:—

"In this class, therefore, will fall all land for brick-making, for quarrying ballast (a) for houses for persons employed on the work, &c; so also land for houses for engine-drivers and the like on the line when opened, and for other similar purposes will come under class C."

But Her Majesty's Secretary of State for India thought that any particularization in the rule might raise questions as to the power of Government to alter or vary the terms of the contract (a power which the Government has no intention of claiming). It has therefore been thought best to give these words in a note, simply for the guidance of the officers of Government and parties interested, as to the construction which Government puts on the contract in regard to certain points of frequent practical application.

(a) In the original rules, the words "for roads to works in progress" here found place, but they have been struck out as calculated to mislead. It is clear a road may be required from a site used temporarily for storage of materials itself in class B. This would carry the road itself into the same class. A road from a brickfield or quarry would be in the same category as the brickfield or quarry, viz. class C; whereas a road from a detached but permanent store-yard, although leading "to works in progress," would not the less come under class D, should such road still be necessary after the completion of those particular works. Thus, generally, the circumstances of the tenure of land at the end of the road furthest from the railway will decide the class into which the road itself shall be placed.

[*Government Gazette, 9th March* 1880.]

ফিরাইবার নিমিত্ত, এবং রেলওয়ের যে সকল সরঞ্জাম, ঐ পথ প্রস্তুত হইবার বা তৎসংক্রান্ত কার্য্যার্থে প্রেরিত হইবার অপেক্ষায়, রেলওয়ের কোম্পানি কর্ত্তৃক গুদাম জাত থাকে, তন্নিমিত্ত* এই প্রকার ভূমির প্রয়োজন। ইহাও বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয়। এই শ্রেণীর ভূমি [illegible] অল্পকালের জন্য অধিকৃত হইবে।

৪। যে ভূমি কোন রেলওয়ে কোম্পানির আপন খরচে লইতে হয় তাহা C শ্রেণী অন্তর্গত। উপকরণ আহরণ বা প্রস্তুত করণ নিমিত্ত, প্রকৃত রূপে রাস্তার কার্য্য সম্পাদন সাপেক্ষ উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত কিম্বা বিধিমতে কোম্পানির কার্য্যের মধ্যে পড়ে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য যত [illegible] বিষয় ধরেন কিন্তু যাহাতে কোম্পানির বিনা মূল্যে ভূমি পাইবার দাওয়া হয় না তন্নিমিত্ত এই প্রকার ভূমির প্রয়োজন। যে ভূমির উপর কার্য্য সকল থাকে তাহাই কেবল বিনা মূল্যে [illegible] স্থানে প্রাপ্ত হইয়া রেলওয়ে কোম্পানি আপন মূলধন হইতে সমুদয় কার্য্যের নির্ম্মাণার্থ টাকা দিতে বাধ্য; এনিমিত্ত সমুদয় উপকরণের আহরণ ও কার্য্য সকল সহজে সম্পাদন [illegible] উপায় বিধান রেলওয়ে কোম্পানির খরচে হইবে।† খাজানা নিরূপণ করিবার সময়ে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে এই ভূমি যেরূপ কার্য্যে ব্যবহারার্থে গৃহীত হয় তদ্দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে অপকর্ষ প্রাপ্ত হইবে ও কিয়ৎ পরিমাণে ঐ প্রকার অপকর্ষ প্রাপ্ত হইবে না। পরন্তু সকল স্থলেই প্রথমতঃ ভূমি লইয়া একরূপ কার্য্য করাই অত্যন্ত সুবিধা। উহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে ও উপযুক্ত খাজানা দিয়া দখল করিবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানিকে দেওয়া যাইবে। দখল করিয়া রাখিবার প্রয়োজনাভাব হইলে রেলওয়ে কোম্পানি ঐ ভূমি গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যর্পণ করিবেন। রেলওয়ের কার্য্যকারক ও কনসল্টিং ইঞ্জিনিয়র সাহেব পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারিত করিবেন।

৫। যে ভূমি কোন রেলওয়ের কার্য্যের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় হইয়াও সাক্ষাৎসম্বন্ধে রেলওয়ে কোম্পানির দখলে আইসে না, তাহা D শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাও বিনা মূল্যে প্রদান করা যাইবে। ইহা কেবল রাস্তার নিমিত্ত অর্থাৎ রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবার কিম্বা প্রধান কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র কারখানায় বা চিরস্থায়ি গুদাম ঘরে যাইবার নূতন রাস্তার নির্ম্মাণ, অথবা রেলওয়ের কার্য্যার্থে পুরাতন রাস্তা ফিরাইবার বা পরিবর্ত্তন করিবার যে প্রয়োজন হয় তন্নিমিত্ত, দেওয়া যাইবে।

৬। রেলওয়ে কোম্পানিদিগকে নিজ হিসাবে অথবা উপরি বর্ণিত নিয়মে [illegible] আচরণ করিয়া ভূমি ভোগ করিতে দিলে অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা। উপরি বর্ণিত প্রকারে যে সকল ভূমিতে তাঁহাদের নিষ্কররূপ অধিকার নাই সেই সকল ভূমি গবর্ণমেণ্ট হইতে খাজানা করিয়া লইবার জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করাতে তাঁহাদের ভূসম্পত্তি পাট্টার সরলতা রক্ষা পাইবে। উত্তর কালে ঐ রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইবার সময়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে। A শ্রেণীর অন্তর্গত নহে এরূপ যে কোন ভূমি রেলওয়ে কোম্পানির অধিকৃত থাকে, তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে মূল্য প্রদান করিবেন তাহা নিরূপণ করা, উক্তরূপ কোন ঘটনা হইলে নিশ্চয়ই অতিশয় ক্লেশকর হইবে।

৭। যে ভূমি বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয় নাই, ও যাহার নিমিত্ত বিশেষ মূল্য বা ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া প্রয়োজন হয়, তাহার উপরিস্থ গৃহ, বৃক্ষ, পুষ্করিণী বা অপর সম্পত্তির জন্য, রেলওয়ে কোম্পানি একেবারে মূল্য দিবেন; এবং পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকারে নিরূপণ করিয়া, এই হিসাবে ও ভূমির হিসাবে যত টাকা দিতে হয়, রেলওয়ে কোম্পানি নিয়মিতরূপে সমুদয় মিটাইয়া দিবেন, এবিষয়ে রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারকেরা বিশেষ দায়ী থাকিবেন। বিনা মূল্যে প্রদত্ত ভূমির স্থলে, তাহার উপরিভাগ তৎকালে গবর্ণমেণ্টের খরচে পরিষ্কার করাতে যে দ্রব্যাদি লব্ধ হয় তাহা লইয়া রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারকেরা যতদূর সুবিধামতে পারেন কার্য্য করিবেন।

---

* শেষোক্ত প্রকারের ভূমি প্রকৃত মান্যবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৫৮ সালের ৩০ নবেম্বর তারিখের ২৫ নং পত্রানুসারে বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

† মূল বিধিতে ও রেলওয়ে কার্য্যের নিমিত্ত ভূমিগ্রহণার্থ ১৮৬১ সালের ২৯ জুন তারিখে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত বিধিতে পশ্চাল্লিখিত কথা গুলি ছিল

"অতএব, ইষ্টক নির্ম্মাণ নিমিত্ত, প্রস্তর খনন নিমিত্ত, (ক) কার্য্যাদিতে নিযুক্ত লোকদের গৃহ নিমিত্ত ভূমি এই শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে, এবং রাস্তা, পুলিস কলচালক প্রভৃতির গৃহ নিমিত্ত ও তদ্রূপ অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত ভূমিও C শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে।"

কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব বিবেচনা করেন যে, বিধিতে কোন [illegible] বিশেষ করিয়া লিখিলে, চুক্তির নিয়ম পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে গবর্ণমেণ্টের কি ক্ষমতা আছে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। এই ক্ষমতার দাওয়া করিতে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নাই। এতন্নিমিত্ত, কার্য্যে সচরাচর যাহার প্রয়োগ ঘটে এরূপ কোন২ বিষয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট চুক্তির কি অর্থ করেন, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকদের ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের উপদেশার্থ তাহা প্রকাশ করিয়া এই কথা গুলি টীকায় দেওয়া ভাল বিবেচনা করা গিয়াছে।

(ক) মূলবিধিতে "যে কার্য্য চলিতেছে তাহার [illegible] নিমিত্ত [illegible] থাকে এই শব্দ ছিল, কিন্তু উহা ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে বলিয়া উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে [illegible] শ্রেণীর অন্তর্গত দ্রব্য গুদামজাত করিয়া রাখিবার জন্য কিয়ৎকালমাত্র ব্যবহার্য্য কোন স্থান হইতে রাস্তার প্রয়োজন হইতে পারে। ইহাতেই ঐ রাস্তা উক্ত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িবে। ইষ্টকক্ষেত্র বা প্রস্তরাদির খনি হইতে যে রাস্তা থাকে, তাহা ঐ ইষ্টকক্ষেত্র বা খনির দর্শন অর্থাৎ C শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে, আবার স্বতন্ত্র অথচ চিরস্থায়ি [illegible] হইতে কোন রাস্তা যে কার্য্য চলিতেছে" তদতিরিক্ত গেলে ও, ঐ বিশেষকার্য্য সমাপ্ত হইলে [illegible] যে [illegible] ঐ রাস্তা [illegible] শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে। এরূপ সামান্যতঃ রেলওয়ের অতি দূরবর্ত্তি রাস্তা। সীমা যে ভূমিতে থাকে তাহার অবস্থানুসারে রাস্তার শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮[illegible]। ৯ মার্চ।]

8. The annual rent on lands in class C, occupied by any Railway Company, shall be fixed at 5 per cent. on the outlay incurred by Government in taking up the land, *plus* any revenue or rent payable to Government in respect of the said land.

9. In the case of land already belonging to, and in the occupation of, Government, the rent shall be fixed at 5 per cent. on the value of the land as estimated by the Collector.

10. In the event of the land being required for purposes through which its letting value will be diminished, the Railway Company, on relinquishing it, shall pay, in addition to any rent paid during the occupation of the land under the previous instructions, the estimated difference between the actual value of the land when relinquished and the value that the land would have had if the rent remained at the amount that was paid during the occupancy of the Company.

11. When land, presented in free gift by private individuals for the purpose of a railway, is made over to a Railway Company in class C, no rent shall be charged by Government for the land.

12. Under clause 10 above, the real value of the land to the Government, before it was handed over to the Company, would be properly estimated on the basis of the rent charged for it. But when land has been actually paid for by the Company already, no re-opening of the old transactions should take place, and the adjustment can be made when any land is given up.

13. Compensation paid for surrender of a lease or any other charge should be considered in fixing the rent. If the land is not in the occupation of the Government, and therefore cannot be transferred to the Company without charge of some sort, it comes under clause 8, above.

14. It will be necessary for the Government to see that all rents or other payments for clearances, &c., chargeable on behalf of Government against any Railway Company are duly realized.

15. All contemplated changes in the land in possession of a Railway Company should be promptly reported by the Railway Agent to the Consulting Engineer to Government, who will notify the same to the local Government. It will be for the latter to see that the necessary steps are taken by the Revenue authorities for entering such changes in their records, and for carrying out all further proceedings that are requisite on such an occurrence.

16. The several classes of land required for guaranteed railways and railways to be constructed by private Companies will be colored pink, yellow, purple, and green, respectively, in the plans, and the exact purpose to which each parcel of land is to be devoted will be noticed in the schedule.

17. The subjoined form of schedule should be used for all guaranteed railways and railways constructed by private Companies:—

Form of Schedule.

Plan sheet No. ____________________

Railway ____________________

District ____________________

Schedule of land required for the use of the Railway in—

Village

Pergunnah

District

Number on plan.	Purpose for which required.	Payable by Government.			Payable by railway Company.
		A. (Pink.) Land for permanent occupation by Railway Company.	B. (Yellow.) Land for temporary occupation by Railway Company.	D. (Green.) Land to be occupied by Government permanently.	C. (Purple.) Land for occupation by Railway Company permanently or temporarily

Consulting Engineer to Government. *Chief Engineer—Railway.*

[*Government Gazette, 9th March* 1880.]

৮। কোন রেলওয়ে কোম্পানির অধিকৃত C শ্রেণীর ভূমির বার্ষিক খাজানা, ঐ ভূমি লইতে গবর্ণমেন্টের যে খরচ পড়ে তাহার উপর শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা ও ঐ ভূমি সম্পর্কে গবর্ণমেন্টে যত টাকা রাজস্ব বা খাজানা দিতে হয় তত টাকা ধার্য্য হইবে।

৯। গবর্ণমেন্টের অধিকারে ও দখলে যে ভূমি থাকে, কালেক্টর সাহেব সেই ভূমির যে মূল্য অনুমান করেন, তাহার উপর শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা খাজানা ধার্য্য হইবে।

১০। যে কার্য্যদ্বারা ভূমির বিলিকরণ সম্পর্কীয় মূল্য কমিয়া যাইবে, সেই কার্য্যের নিমিত্ত ভূমির প্রয়োজন হইলে, রেলওয়ে কোম্পানি পূর্ব্বাদেশমতে ঐ ভূমি দখল করিবার সময়ে যে খাজানা দেন, ঐ ভূমি ত্যাগ করিলে তদতিরিক্ত ত্যাগকরণ কালীন ঐ ভূমির প্রকৃত মূল্যের সহিত কোম্পানি দখল করিবার সময়ে যত টাকা খাজনা দিতেন তত টাকা খাজানা থাকিলে ঐ ভূমির যে মূল্য হইত সেই মূল্যের যত টাকা প্রভেদ অনুমান হয় তত টাকা দিবেন।

১১। রেলওয়ের কার্য্য নিমিত্ত সামান্য কোন ব্যক্তি বিনা মূল্যে যে ভূমি দান করেন, C. শ্রেণীমত সেই ভূমি রেলওয়ে কোম্পানিকে দেওয়া গেলে, ঐ ভূমির নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট কোন খাজানা ধরিবেন না।

১২। উপরিলিখিত ১০ ধারামতে, রেলওয়ে কোম্পানিকে ভূমি দিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টের নিকট ঐ ভূমির প্রকৃত মূল্য কি ছিল, ইহা ঐ ভূমির নিমিত্ত যে খাজানা ধরা যায় তদবলম্বনে যথার্থরূপে অনুমান করা যাইবে। কিন্তু কোম্পানি ভূমির মূল্য দিয়া থাকিলে, পুরাতন কথার পুনরান্দোলন করা হইবে না, এবং যৎকালে কোন ভূমি পরিত্যক্ত হয় তৎকালে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারিবে।

১৩। পাট্টা কি অন্য কোন দায় পরিত্যাগ নিমিত্ত যে ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদত্ত হয়, তৎপ্রতি বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া খাজানা ধার্য্য করিতে হইবে। ভূমি গবর্ণমেন্টের দখলে না থাকা প্রযুক্ত কোন প্রকারের দায় ব্যতিরেকে তাহা উক্ত কোম্পানিকে দেওয়া যাইতে না পারা গেলে, তাহা উপরিলিখিত ৮ ধারার বিধানের অধীন হইবে

১৪। গবর্ণমেন্টের ইহা দেখা আবশ্যক যে কোন রেলওয়ে কোম্পানির স্থানে গবর্ণমেন্টের যত খাজানা বা পরিষ্কার করণ প্রভৃতির নিমিত্ত যত টাকা পাওনা হয়, তৎসমুদয় নিয়মিতরূপে আদায় করা হয়।

১৫। কোন রেলওয়ে কোম্পানির অধিকৃত ভূমির যে সকল পরিবর্ত্তন করিতে কল্পনা থাকে, তৎসমুদয় রেলওয়ের এজেন্ট সাহেব শীঘ্র গবর্ণমেন্টের কন্সল্টিং ইঞ্জিনিয়র সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবেন; উক্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেব তদ্বিষয়ের সংবাদ স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে দিবেন। উক্ত গবর্ণমেন্ট দেখিবেন যে রাজস্বসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষেরা ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন, আপনাদের রিকার্ড মধ্যে লিখনার্থ এবং ঐ রূপ ঘটনা নিবন্ধন আর যে সকল কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় তন্নির্ব্বাহার্থ আবশ্যক সমস্ত উপায় অবলম্বন করেন।

১৬। গারাণ্টী করা রেলওয়ের ও সামান্য কোম্পানিদের নির্ম্মেয় রেলওয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভূমির ভিন্ন২ শ্রেণী নকশায় পাটল, পীত, ধূম্র ও হরিদ্বর্ণে যথাক্রমে চিত্রিত হইবে এবং প্রত্যেক ভূমিখণ্ড ঠিক যে অভিপ্রায়ে অর্পিত হইবে তাহা তকসীলে প্রকাশ থাকিবে।

১৭। গারাণ্টীকরা ও সামান্য কোম্পানিদের নির্ম্মেয় সমুদয় রেলওয়ের নিমিত্ত নিম্নলিখিত তকসীলের পাঠের ব্যবহার হইবে।

তকসীলের পাঠ।

এত নং নকসার কাগজ।
অমুক রেলওয়ে।
অমুক জিলা।
রেলওয়ের ব্যবহারার্থ প্রয়োজনীয় ভূমির তকসীল।
গ্রাম।
পরগনা।
জিলা।

নকসার নম্বর।	যে নিমিত্ত প্রয়োজনীয়।	গবর্ণমেন্ট কর্তৃক দেয়।			রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক দেয়।
		A	B	D	C
		(পাটল।) ভূমি রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক চিরকাল দখলের নিমিত্ত।	(পীত।) ভূমি রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক কিয়ৎকাল দখলের নিমিত্ত।	(হরিৎ।) ভূমি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক চিরকাল দখল করিবার নিমিত্ত।	(ধূম্র।) ভূমি রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক চিরকাল কি কিয়ৎকাল দখলের নিমিত্ত।

গবর্ণমেন্ট কনসল্টিং ইঞ্জিনিয়র। রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনিয়র।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০। ৯ মার্চ।]

PART 2.

State Railways.

1. Land required for State Railways may be divided into two classes—A and B.

Class A.—Land required permanently, or land necessary for the railway when it is open for public traffic, and when the works of construction are finished. Such lands are the sites of bridges, embankments, cuttings, fencings, and other works; the cess or berme introduced for the sake of safety between the limits of the works and the adjacent spoil bank, bazar, or side-cutting; roads permanently required and immediately in the neighbourhood of stations, over-bridges, under-bridges, or level-crossings on the railway; land or water required for the water-supply; land wanted for the preparation and reception of such materials as are used in maintenance, as ballast-pits; land for the lasting diversion of water-courses, and all space permanently required at the stations, whether for traffic, storage, workshops, dwellings, or recreation.

2. *Class B.*—Land required temporarily, or land necessary to be taken up, but not permanently wanted. Such land will be for roads required for access to works while in progress, but which will subsequently be abandoned; land for side cutting and spoil banks occupied during construction for the preparation and reception of materials used in constructing the railway, as brick-fields, quarries, or ballast-pits; the temporary diversion of streams and high-ways. The sites of overseers' dwellings to be occupied only during construction will come in this class.

3. All transfers of land belonging to a State Railway are reported by the Executive Engineer to the Engineer-in-Chief, who is required to notify the same to Government for such orders as will ensure the changes being entered by the Revenue officers in their records, and for carrying out all further proceedings that are requisite on such an occasion.

4. Land required permanently under class A for a State Railway will be colored pink in the plans; those temporarily under class B will be colored yellow.

5. Subjoined is the form of schedule of lands taken for State Railways:—

State Railway

Plan No.——— ——— ———————

District ———————————

Schedule of land taken for the use of the Railway in—

Zillah

Pergunnah

Mouzah

Number of plan.	Purpose for which required.	Class A, colored pink.	Class B, colored yellow.
		Occupation permanent.	Occupation temporary.
		Land for the regular works of the railway, including land for high roads and rivers, &c.	Land for excavations spoil, and for contingencies of construction, for dwelling-houses, &c., &c.
		Acres. R. P.	Acres. R. P.
	Total		

Executive Engineer. *Engineer-in-Chief.*

PART 3.

General—for all Railways, Roads, and Canals.

1. All land required for any line of railway, road, or canal should be applied for in continuous portions; the measurements and areas being recorded in accordance with the fiscal divisions of villages, estates or mouzahs, pergunnahs and zillahs. In the case of land required for a railway these details should be given in schedules, for form of which, *vide* clause 17, part I, and clause 5, part 2, showing in detail the several classes to which the land belongs.

[*Government Gazette, 9th March* 1880.]

২ খণ্ড।

রাজকীয় রেলওয়ে।

১। রাজকীয় রেলওয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভূমি A ও B এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

A শ্রেণী।—যে ভূমি চিরকালের জন্য প্রয়োজনীয়, অথবা সাধারণের বাণিজ্যার্থে রেলওয়ে খুলা গেলে ও নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে পরে রেলওয়ের নিমিত্ত যে ভূমি আবশ্যক উক্ত ভূমিতে সেতু, বাঁধ, খাত, বেড়া ও অন্য কার্য হয়; এবং কার্য্যের সীমা আর নিষ্কাশিত উদ্বৃত্ত মৃত্তিকারাশি বা বাঁধার বা পার্শ্ব খাত এই উভয়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সম্পাদনার্থ যে স্থান রাখা যায়, ও ষ্টেশনের ও ঊর্দ্ধ সেতুর ও অধঃসেতুর ও রেলওয়ে চৌমাথা অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তি যে রাস্তা চিরকালের জন্য প্রয়োজনীয়, ও জল যে যাইবার জন্য যে ভূমির বা জলের প্রয়োজন হয়, ও রাস্তা সংরক্ষণ কার্য্যে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার ও রাখিবার নিমিত্ত যে ভূমি আবশ্যক হয় (যথা চাবড়া কাটিবার গর্ত্ত), ও স্থায়িরূপে জল প্রণালী নির্ম্মাণের নিমিত্ত যে ভূমি চাই, ও বাণিজ্যের বা গুদামজাত করণের বা কারখানার বা বাস গৃহের বা আমের জন্য ষ্টেশনে চিরকাল যত স্থানের প্রয়োজন, তৎসমুদয়ের নিমিত্ত উক্ত ভূমি লাগে।

২। B শ্রেণী।—যে ভূমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ যে ভূমি গ্রহণ করা আবশ্যক, কিন্তু চিরকাল চাই না। যে কার্য্য চলিতেছে তাহার নিকটে যাইবার জন্য যে রাস্তার প্রয়োজন, কিন্তু পরে যাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তন্নিমিত্ত; ও রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থ ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার ও রাখিবার জন্য নির্ম্মাণকালে পার্শ্বখাত করণার্থ ও উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি রক্ষণার্থ ইষ্টকক্ষেত্র, পাথরের খনি, চাবড়া কাটিবার গর্ত্ত প্রভৃতির জন্য যে ভূমি অধিকৃত হয়, তন্নিমিত্ত; ও সরকারী রাস্তা ও খাল প্রভৃতি কিয়ৎকালের জন্য ফিরাইবার নিমিত্ত, এই প্রকার ভূমির প্রয়োজন। কেবল নির্ম্মাণকালে ওবরসিয়রদের বাসগৃহের নিমিত্ত যে ভূমি অধিকৃত হয়, তাহাও এই শ্রেণী অন্তর্গত।

৩। রাজকীয় রেলওয়ের ভূমি হস্তান্তর করা গেলে, এক্জিকিটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেব প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেবের নিকট তাহার রিপোর্ট করিবেন। রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যকারকেরা আপনাদের রিপোর্টে ঐ পরিবর্ত্তন নিশ্চিত রূপে লিখিয়া লন, এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত, এবং ঐ ঘটনা উপলক্ষে আর যত আনুষ্ঠানিক কার্য্য আবশ্যক হয় তাহা হইবার নিমিত্ত প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেব গবর্ণমেণ্টে তাহার সংবাদ দিবেন, এই আদেশ আছে।

৪। রাজকীয় রেলওয়ের নিমিত্ত চিরকাল A শ্রেণীমত যে ভূমির প্রয়োজন, নকসায় তাহা পাটলবর্ণে চিত্রিত হইবে; কিয়ৎকাল B শ্রেণীমত যে ভূমির প্রয়োজন, তাহা পীতবর্ণে চিত্রিত হইবে।

৫। রাজকীয় রেলওয়ের নিমিত্ত গৃহীত ভূমির তকসীলের পাঠ নিম্নলিখিতরূপ হইবে:—

রাজকীয় রেলওয়ে।

এত নং নকসা।

অমুক জিলা।

রেলওয়ের ব্যবহারার্থে গৃহীত ভূমির তকসীল।

জিলা।

পরগনা।

মৌজা।

নকসার নম্বর।	যে নিমিত্ত প্রয়োজনীয়।	A শ্রেণী, পাটলবর্ণে চিত্রিত।	B শ্রেণী, পীতবর্ণে চিত্রিত।
		চিরকালের নিমিত্ত অধিকৃত।	কিয়ৎকালের নিমিত্ত অধিকৃত।
		সরকারী রাস্তা নদী প্রভৃতির নিমিত্ত ভূমি ছাড়া রেলওয়ের নিয়মিত কার্য্যের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভূমি।	খাতের নিমিত্ত উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত, নির্ম্মাণ জন্য রাস্তার নিমিত্ত, বাসগৃহাদির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভূমি।
		একর রুড পোল।	একর রুড পোল।
	মোট...		

এক্জেকিটিব ইঞ্জিনিয়র। প্রধান ইঞ্জিনিয়র।

৩ খণ্ড।

সমুদয় রেলওয়ে ও রাস্তা ও খালের নিমিত্ত সাধারণ বিধি।

১। কোন রেলওয়ের কি রাস্তার কি খালের নিমিত্ত যে ভূমির প্রয়োজন হয়, তাহাও অংশ ধরিয়া তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে; গ্রাম, মহাল বা মৌজা, পরগনা ও জিলা, এইপ্রকার রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগ অনুসারে মাপ ও আয়তন লিখিতে হইবে। রেলওয়ের নিমিত্ত যে ভূমির প্রয়োজন, তাহা যে যেরূপ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে বিশেষ করিয়া তকসীলে দেখাইতে হইবে। তকসীলের পাঠ ১ খণ্ডের ১৭ ধারায় ও ২ খণ্ডের ৫ ধারায় দেখ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৮০। ৯ মার্চ।]

2. Plans furnished by Railway officers of lands required for a guaranteed railway, or a line to be constructed by private Companies will be drawn on a scale of 150 feet to the inch; those for State Railways, roads, or canals on a scale of 300 feet to the inch. Each plan should consist of the length of one mile, and they should be numbered consecutively. The area of the land to which each plan refers should be noted, in acres, roods, and poles, and in standard beegahs of 14,400 square feet, on the face of the plan, as well as in an accompanying reference sheet or schedule. Where lands situated in different villages are covered by the plan, the area of the portion included in each village is to be shown separately in the plan and schedule. Each plan and schedule shall also bear a note stating the purposes for which the land is required.

3. The boundary of a district will of course seldom or never coincide with the termination of a mile. Unless it does so, a separate plan should be prepared for each of the broken parts of a mile on either side of the boundary, so as to keep the records of each district separate.

4. As soon as the plans of the several miles or portions of a mile are completed, they should be submitted by the Surveyor to the Collector or officer appointed to take up the land, *i.e.*, some officer vested with the powers of a Collector under section 3 of the Act.

5. Detached portions of land should be referred to some fixed point on one of the main sheets, with such distances and compass or other bearings as will enable the land to be identified at once. A corresponding entry should also be made on the main sheet to draw attention to the detached portion.

6. The general correctness of the plans and schedules furnished by the Engineer for guaranteed railways and railways to be constructed by private Companies will be attested by the Consulting Engineer to the Government of India; those for State Railways by the Engineers-in-Chief or other controlling officers; and the attesting officers will in each case forward the application, through Government, to the Board of Revenue to be dealt with as may be necessary by the Revenue authorities.

7. The instructions laid down in clauses 7 to 19, section I, for the framing and submission of estimates, and for the issue of declarations, will apply.

8. After issue of the declaration, the Collector, or the officer appointed to take up the land, will call on the officer who conducted the preliminary investigation, or some other officer to be appointed on the Collector's requisition by the Department or Company on account of which the land is to be occupied, to mark out the boundaries of the land. These marks, whether pegs or trenches, must be in exact accordance with the plans or instructions, and the termination of each mile must be clearly defined by side pegs and a cross nicking. The numbers (reckoned consecutively from the starting point of the line) of the miles of which they severally mark the termination and commencement should be painted on the front and back of each peg respectively. The officer entrusted with the execution or supervision of this work should himself mark the spots where the line passes out of one district into another.

9. The officer appointed to take up the land will then appoint an ameen or surveyor to make the measurements necessary for fixing the value of the land and for preparing schedules.

10. The ameen's maps for all railways, roads, and canals, should be prepared on paper or tracing-cloth, and should correspond each to each with those of the professional officer, and each one should represent a mile according to the marks on the ground where the termination of each mile is represented by a cross nicking. The maps must show the different holdings and the boundaries of each village differently colored, and should be upon the scale of 75 feet to the inch. Each plot or dág of the ameen's measurement is to be numbered consecutively from the beginning of each mile; and the area of each plot (in standard beeghas of 14,400 square feet) with the name of the proprietor should be noted on the plot on the face of the plan. In the cases of lands required for railways a separate series of numbers must be given for each class of land (A, B, C, or D).

11. From each separate plan is to be prepared a separate schedule in the form given in appendix H.

[*Government Gazette, 9th March* 1880.]

২। গারান্টী করা রেলওয়ের বা সামান্য কোম্পানিদের নির্ম্মেয় রেল পথের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভূমির যে নক্সা রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ দেন, তাহা ১০০ ফুটে এক ইঞ্চি স্কেল টানিতে হইবে; রাজকীয় রেলওয়ের কিম্বা রাস্তার কি খালের নক্সা ৩০০ ফুটে এক ইঞ্চি স্কেলে টানিতে হইবে। এক মাইল দীর্ঘ স্থান লইয়া এক এক খান নক্সা প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক খানে ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে। প্রত্যেক নক্সায় যে ভূমির উল্লেখ থাকে, তাহার আয়তন একর, রুড ও পোলে ও ১৪,৪০০ বর্গফুটের কল্পিত বিঘায় নক্সার উপরে ও তৎসঙ্গে প্রেরিত উল্লেখের কাগজে বা তফসীলে লিখিত হইবে। নক্সার মধ্যে ভিন্ন ২ গ্রামের ভূমি পড়িলে, প্রত্যেক গ্রামের অন্তর্গত অংশের আয়তন নক্সায় ও তফসীলে স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইতে হইবে। আর যে নিমিত্ত ভূমির প্রয়োজন প্রত্যেক নক্সায় ও তফসীলে তদ্বিষয়ক মন্তব্য কথা লেখা থাকিবে।

৩। কার্য্যতঃ জিলার সীমা কোন মাইলের প্রান্তের সহিত প্রায়ই বা কখন মিলিবে না। না মিলিলে, উক্ত সীমার উভয় পার্শ্বে মাইলের যে প্রত্যেক অংশ পড়ে, তাহার স্বতন্ত্র নক্সা প্রস্তুত করিতে হইবে, এইরূপে প্রত্যেক জিলার রিকার্ড স্বতন্ত্র রাখা যাইবে।

৪। কয়েক মাইলের বা কোন মাইলের কয়েক অংশের নক্সা সমাপ্ত হইলে পর, সর্ব্বেয়র অর্থাৎ জরিপী কার্য্যকারক কালেক্টর সাহেবের নিকট বা ভূমি গ্রহণার্থে নিযুক্ত অর্থাৎ আইনের ৩ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট ঐ নক্সা পাঠাইবেন।

৫। প্রধান এক খান কাগজের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থল উল্লেখ করিয়া স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের এরূপ দূরত্ব ও কম্পাসের বা অন্য প্রকারের বেয়ারিং দিতে হইবে যেন তাহা অবিলম্বে চিনা যায়। ঐ স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রধান কাগজেও তদ্রূপ কথা লেখা থাকিবে।

৬। গারান্টী করা রেলওয়ের ও সামান্য কোম্পানিদের নির্ম্মেয় রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়র যে নক্সা ও তফসীল দেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কন্সল্টিং ইঞ্জিনিয়র সাহেব তাহার সাধারণ শুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। রাজকীয় রেলওয়ের নক্সা ও তফসীল প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেব বা অন্য কর্তৃত্বভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক পরীক্ষা করিবেন; এবং প্রত্যেক স্থলে পরীক্ষাকারী কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়া বোর্ডে দরখাস্ত পাঠাইবেন, ও রাজস্ব সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষেরা তাহা লইয়া যেরূপে আবশ্যক বোধ করেন সেইরূপে কার্য্য করিবেন।

৭। প্রথম পরিচ্ছেদের ৭ অবধি ১৯ পর্য্যন্ত ধারায় অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার ও পাঠাইবার ও বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার যে ২ আদেশ আছে, তদনুসারে কার্য্য হইবে।

৮। বিজ্ঞাপনপত্র প্রচার করিবার পর, কালেক্টর সাহেব বা ভূমি গ্রহণার্থে নিযুক্ত কার্য্যকারক যে কর্ম্মচারী প্রথমস্থলীয় অনুসন্ধান করেন তৎপ্রতি, অথবা যে কার্য্য বিভাগের বা কোম্পানির নিমিত্ত ভূমি অধিকার করিতে হইবে কালেক্টর সাহেবের আদেশমতে সেই কার্য্য বিভাগের বা কোম্পানির নিযুক্ত অন্য কোন কর্ম্মচারির প্রতি ভূমির সীমার চিহ্ন দিবার আদেশ করিবেন। এই চিহ্ন খুঁটাই হউক কি খাতই হউক, ঠিক নক্সা বা আদেশমতে হওয়া চাই, এবং পার্শ্বদিকে খুঁটা মারিয়া ও এড়ো খাঁজকাটা দাগ দিয়া প্রত্যেক মাইলের প্রান্ত স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। পথের প্রথম স্থল হইতে ক্রমিক গণনানুসারে যে২ মাইলের শেষ ও আরম্ভ যে খুঁটা দ্বারা চিহ্নিত হয় সেই২ মাইলের সংখ্যা সেই খুঁটার সম্মুখভাগে ও পশ্চাৎ ভাগে যথাক্রমে চিত্রিত করিতে হইবে। এই কার্য্য সম্পাদন বা তত্ত্বাবধান করিবার ভার যে কার্য্যকারকের প্রতি থাকে, পথ যে স্থলে এক জিলা হইতে অন্য জিলায় যায় তিনি স্বয়ং সেই স্থল চিহ্নিত করিবেন।

৯। তৎপরে ভূমি গ্রহণার্থে নিযুক্ত কার্য্যকারক ভূমির মূল্য ধার্য্য করণার্থ ও তফসীল প্রস্তুত করণার্থ যে জরীপের প্রয়োজন তাহা করিবার নিমিত্ত এক জন আমীন বা সর্ব্বেয়র নিযুক্ত করিবেন।

১০। রেলওয়ের ও রাস্তার ও খালের নিমিত্ত আমীন যে সকল মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তৎসমুদয় কাগজের বা আঁকিবার কাপড়ের উপর প্রস্তুত করিবেন, এবং প্রত্যেক মানচিত্র জরীপী কার্য্যকারকের মানচিত্রের সহিত মিলিবে, এবং ভূমিতে যে২ চিহ্ন থাকে তদনুসারে প্রত্যেক মানচিত্রে এক২ মাইলের চিত্র থাকিবে ও প্রত্যেক মাইলের অন্তে এক একটী এড়ো খাঁজকাটা দাগ থাকিবে। মানচিত্রে ভিন্ন২ যোত ও ভিন্ন২ গ্রামের সীমা ভিন্ন২ বর্ণে চিত্রিত থাকিবে ও ৭৫ ফুট এক ইঞ্চি দ্বারা ব্যক্ত হইবে। প্রত্যেক মাইলের প্রারম্ভ অবধি আমীনের জরীপী প্রত্যেক খণ্ডের বা দাগের ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে; এবং কল্পিত ১৪,৪০০ বর্গফুটের বিঘায় প্রত্যেক খণ্ডের আয়তন ও তাহার অধিকারির নাম নক্সায় ঐ খণ্ডের উপর লিখিতে হইবে। রেলওয়ের নিমিত্ত যে২ ভূমির প্রয়োজন, তাহার A বা B বা C বা D প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত স্বতন্ত্র নম্বরের শ্রেণী দিতে হইবে।

১১। প্রত্যেক স্বতন্ত্র নক্সা হইতে H চিহ্নিত পারশিষ্টের পাঠে একটী স্বতন্ত্র তফসীল প্রস্তুত করিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৯ মার্চ।]

12. The boundary of a district will, as already remarked, seldom or never coincide with the termination of a mile. Unless it does so, a separate plan and schedule must be prepared for each of the broken parts of a mile on either side of the boundary, so as to keep the records of each district separate.

13. Again, it is very improbable that the termination of a mile will coincide precisely with the boundary of a holding. Unless it does so, the holding must be broken up into the portions lying on either side of the termination of a mile, and planned and entered in the schedule accordingly.

14. As soon as the plan and schedule of each mile, or portion of a mile, is completed, it should be submitted by the ameen to the officer appointed to take up the land, who will immediately test the correctness of the ameen's work in every particular, making any alterations that he may think necessary in red ink, and returning the rough copy to the ameen to be copied fair, as finally approved. The officer will, at the same time, himself appraise the quality of the land, and the value of the houses, trees, or crops upon it.

15. The ameen will prepare the usual abstract or *khatian* of his survey and measurements as directed in clause 15, section I.

16. The officer appointed to take up the land will then issue the notices prescribed by section 9 of the Act, and prepare a register in the form given in appendix I, in which he will enter the particulars of each case separately. It is desirable, as far as possible, to treat as one case all the land in one plan for which compensation is to be paid to one person or set of persons.* The cases should be entered in separate groups according to the nature of the tenures as "revenue free," "revenue paying," &c.

17. There should be a separate register for each separate mile, or portion of a mile, to correspond with the separate plan and schedule of the ameen or surveyor. The register cannot be completed until the proceedings are finally closed, but the officer should at once test the correctness of the areas entered in it by comparing the total area which it shows (which must of course be *identical* with that shown in the corresponding plan and schedule of the ameen or surveyor) with the gross area of the whole mile as shown in the original plan (*see* clause 2 above). If the result be a difference of more than 2½ per cent., the cause must be investigated and (if correction is impossible) recorded. But correction must always be made where practicable, as a difference of area is a proof that one of the two plans is incorrect.

18. As soon as the register and records of each mile are as complete as the officer can make them, they shall be forwarded to the Collector of the district, who, when he has received all the records of the portion of the line which passes through his district, will prepare an abstract in the form given in appendix K.

19. The abstract should be bound up with the registers, schedules, and plans, and with the receipts given for the compensation paid, and should be deposited in the record-room with a proper label upon it.

20. When the necessity for occupation ceases, the land belonging to any railway will be restored to Government, the proper time for this being determined by the Consulting Engineer in the case of lands relinquished by Companies, and by the Engineer-in-Chief when no longer required for State Railways, or other controlling officers.

---

* *Vide* clause 30, section I, which provides that "the reference to be made by the Collector to the Court under section 15 or 43 shall in no one case cover more land than is included in any one of the mile plans prepared by the surveyor." The course to be adopted will be better understood from the following illustration:—

Let AB, BC, CD, DE be mile sections of a strip of land required for a road. Let AX, XY, YZ, and ZE represent the portions of the strip which are severally included in distinct estates, and let O mark the intersection of the strip and the district boundary.

A B C D E

X Y Z O
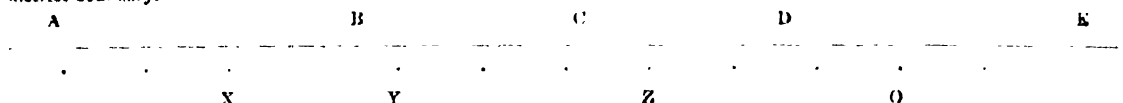
Then the compensation for the lands comprised in AB, BX, XY, YC, CZ, ZD, DO, OE, respectively, must be determined in separate and distinct cases, whether the award be made by the Collector or the case be referred to the Court for adjudication. And in this illustration the cases comprising the lands from A to O and O to E severally will of course be disposed of by the authorities of the districts in which the areas in question are respectively included.

[*Government Gazette, 9th March* 1880.]

১২। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জিলার সীমা কোন মাইলের প্রান্তের সহিত প্রায়ই বা কখন মিলিবে না। না মিলিলে, উক্ত সীমার উভয় পার্শ্বের মাইলের প্রত্যেক অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র নকসা ও তফসীল প্রস্তুত করিতে হইবে, এইরূপে প্রত্যেক জিলার রিকর্ড স্বতন্ত্র রাখা যাইবে।

১৩। আবার, কোন মাইলের প্রান্ত কোন খেতের সীমার সহিত ঠিক মিলিবে, ইহাও অত্যন্ত অসম্ভব। না মিলিলে, মাইলের প্রান্তের উভয় পার্শ্বস্থ খণ্ডে খেত বিভক্ত করিয়া তৎক্রমে তাহার নকসা করা ও তাহা তফসীলে লেখা যাইবে।

১৪। প্রত্যেক মাইলের বা কোন মাইলের প্রত্যেক অংশের নকসা ও তফসীল সমাপ্ত হইলে, আমীন ভূমি গ্রহণার্থে নিযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট তাহা পাঠাইবেন। ঐ কার্য্য কারক অবিলম্বে প্রত্যেক বিষয়ে আমীনের কার্য্যের শুদ্ধতা পরীক্ষা করিবেন, কোন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধ করিলে লাল কালী দিয়া তাহা করিবেন ও চূড়ান্তরূপে অনুমোদিত হইল বলিয়া পরিষ্কার করিয়া নকল করিবার নিমিত্ত খসড়া লেখা ফিরাইয়া দিবেন। তৎকালেই উক্ত কার্য্যকারক ভূমির গুণ ও তদুপরিস্থ গৃহের বা বৃক্ষের বা শস্যের মূল্য নিরূপণ করিবেন।

১৫। ১ পরিচ্ছেদের ১৫ ধারায় যেরূপ আদেশ আছে তদনুসারে আমীন আপন জরীপের ও মাপের চলিত চুম্বক বা খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন।

১৬। তৎপরে ভূমি গ্রহণার্থে নিযুক্ত কার্য্যকারক আইনের ৯ ধারার নির্দিষ্ট নোটিস দিবেন, ও I চিহ্নিত পরিশিষ্টের পাঠে একখান রেজিষ্টরী বহী প্রস্তুত করিবেন, ও ঐ বহীতে প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষ বিবরণ লিখিবেন। এক নকসার অন্তর্গত যে সমুদয় ভূমির নিমিত্ত এক ব্যক্তি বা এক ব্যক্তি শ্রেণীকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হয়, তৎসমুদয়, যতদূর সম্ভব, এক বিষয় বলিয়া ধরা বাঞ্ছনীয়। * "লাখেরাজ", "রাজস্বদায়ি" প্রভৃতি ভূসম্পর্কের প্রকার ভেদে বিষয় গুলি ভিন্ন২ শ্রেণী করিয়া লিখিতে হইবে।

১৭। প্রত্যেক মাইলের বা কোন মাইলের প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহী রাখিতে হইবে, ঐ বহী আমীনের বা সর্বেয়রের স্বতন্ত্র নকসার ও তফসীলের সহিত মিলিবে। আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্পূর্ণরূপে শেষ না হইলে, রেজিষ্টরী বহী সমাপ্ত করা যাইতে পারে না; কিন্তু উক্ত কার্য্যকারক যে আয়তন লিখিত হইয়াছে তাহাতে মোট যত আয়তন হয়, ইহা আমীনের বা সর্বেয়রের নকসায় ও তফসীলে প্রদর্শিত আয়তনের সহিত মিলিবে) মূল নকসায় প্রদর্শিত (উপরিলিখিত ২ ধারা দেখ) সমুদয় মাইলের মোট আয়তনের সহিত তাহার তুলনা করিয়া অবিলম্বে লিখিত আয়তনের শুদ্ধতা পরীক্ষা করিবেন। শতকরা ২ ভাগের অধিক বিভিন্ন দৃষ্ট হইলে, তাহার হেতু অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং সংশোধন করা অসম্ভব হইলে ঐ কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু সাধ্য হইলে সর্ব্বত্র সংশোধন করিতে হইবে, কেন না দুই খান নকসার মধ্যে একখান যে অশুদ্ধ আয়তন ভেদই ইহার প্রমাণ।

১৮। উক্ত কার্য্যকারক যতদূর পারেন প্রত্যেক মাইলের রেজিষ্টরী বহী ও রিকার্ড ততদূর সম্পূর্ণ করিয়া, জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। কালেক্টর সাহেব আপন জিলার মধ্যে পথের যে অংশ পড়ে তাহার সমুদয় রিকার্ড পাইলে, K চিহ্নিত পরিশিষ্টের পাঠে একটী চুম্বক প্রস্তুত করিবেন।

১৯। ঐ চুম্বক রেজেষ্টরী বহী ও তফসীল ও নকসা ও প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের টাকার রসীদের সহিত একত্র বাঁধাইয়া ও উপযুক্ত লাবেল দিয়া মোহাফেজ খানায় রাখিতে হইবে।

২০। অধিকারে রাখিবার প্রয়োজন না থাকিলে, কোন রেলওয়ের অধিকৃত ভূমি গবর্ণমেণ্টে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে। ইহার সময় কোম্পানিরা ভূমি পরিত্যাগ করিলে কনসল্টিং ইঞ্জিনিয়র সাহেব নিরূপণ করিবেন, এবং রাজকীয় রেলওয়ের নিমিত্ত ভূমির প্রয়োজন না থাকিলে প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেব অথবা অন্য কর্তৃত্বভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ নিরূপণ করিবেন।

---

* ১ পরিচ্ছেদের ৩০ ধারা দেখ। ঐ ধারায় বিধান আছে যে, "সর্বেয়র যে২ মাইলের নকসা প্রস্তুত করেন তন্মধ্যে কোন একটীর অন্তর্গত যত ভূমি থাকে, কালেক্টর সাহেব আইনের ১০ বা ১১ ধারামতে আদালতে যে প্রস্তাব করেন তাহা কোন স্থলে তদধিক ভূমি সম্বন্ধে হইবে না।" কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, নিম্নলিখিত উদাহরণ দেখিয়া ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

মনে কর AB, BC, CD, DE, কোন রাস্তার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভূমি খণ্ডের ভিন্ন২ মাইল ভাগ। AX, XY, YZ ZE, ভিন্ন২ মহালের অন্তর্গত ভূমিখণ্ড, এবং O উক্ত ভূমিখণ্ডের ও জিলা সীমার অবচ্ছেদ স্থল।

A	B	C	D	E
X	Y	Z	O	

তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবকে মীমাংসা করুন বা আদালতের বিচারার্থে অর্পণ করুন AB, BX, XY, YC, CZ, ZD, DO, OE, এই কয়েক খণ্ডের অন্তর্গত ভূমির ক্ষতিপূরণের টাকা পৃথক ও স্বতন্ত্র করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। এই উদাহরণে A অবধি O পর্য্যন্ত ও O অবধি E পর্য্যন্ত ভিন্ন ভূমির বিষয় যে ভূমি যে জিলার অন্তর্গত সেই জিলার কর্তৃপক্ষেরা স্বতন্ত্র রূপে মীমাংসা করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৬০। ৯ মার্চ।]

21. All lands required for any railway under class B will, in the first instance, be permanently acquired by Government in accordance with the general rules, except in the neighbourhood of towns and other places of importance where the land is above the ordinary value. Such portions of B class lands as will not suffer deterioration while in the possession of the Railway officers may, to secure economy, be taken temporarily.

22. No Railway officer shall obtain possession of land whether by purchase, lease, or on simple toleration, except through the Revenue authorities.

23. In order to secure a correct record of title for all railway lands, a register of title with a complete set of plans to correspond should be kept, in the case of State Railways, in the office of the Engineer-in-Chief. In the case of guaranteed railways and other railways constructed by private companies a similar register and set of plans is kept in the office of the Consulting Engineer to the Government of India. In all cases two other copies should be furnished, one for the office of the Board of Revenue and the other for the office of the Collector of the district in which the land lies.

24. It is the duty of the Consulting Engineer to the Government of India for Guaranteed Railways, and the Engineer-in-Chief or other controlling officers of State Railways, in conjunction with Engineers in charge of railways and the Revenue authorities periodically to adjust the boundaries, the controlling officers being held specially responsible for any excess or deficiency in the land held for railway purposes, as well as for the punctual fulfilment of the foregoing rules in their several departments, and for the careful record of correct registers and plans in their respective offices.

[*Government Gazette*, 9*th March* 1880.]

২১। যে নগরের বা অন্য প্রধান স্থানের নিকট ভূমির অ[illegible] অধিক মূল্য হইবে সে স্থানে B শ্রেণীতে কোন রেলওয়ের নিমিত্ত ভূমির প্রয়োজন হয়, সেই স্থানে [illegible] চিরকালের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিবেন। রেলওয়ে কার্য্যকারকদের অধিকারে থাকিলে B শ্রেণীর ভূমির যে অংশের অপকর্ষ সাধন হইবে না, পরিমিত ব্যয়োদ্দেশে তাহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত লওয়া যাইতে পারে।

২২। রাজস্বসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদের দ্বারা না হইলে রেলওয়ের কোন কর্ম্মচারী ক্রয়ক্রমে বা পাট্টা ক্রমে বা কেবল নিরাপত্তি স্থলে কোন ভূমি অধিকার করিবেন না।

২৩। রেলওয়ের ভূমির স্বত্বাধিকারের শুদ্ধ রিকার্ড রাখিবার নিমিত্ত স্বত্বাধিকারের রেজিষ্টরী বহী ও তদনুযায়ি সম্পূর্ণ এক সেট নকসা রাজকীয় রেলওয়ের সম্বন্ধে প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আফিসে রাখা যাইবে। গারান্টী করা ও সামান্য কোম্পানিদের নির্ম্মিত রেলওয়ের সম্বন্ধে উক্তরূপ রেজিষ্টরী বহী ও নকসা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কনুসল্টিং ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আফিসে রাখা যায়। প্রত্যেক স্থলে আরো দুই কেতা যোগাইতে হইবে, এক কেতা রেবিনিউ বোর্ডের আফিসের জন্য ও অন্য কেতা যে জিলায় ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসের জন্য।

২৪। গারান্টী করা রেলওয়ের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কনুসল্টিং ইঞ্জিনিয়র সাহেবের ও রাজকীয় রেলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেবের বা অন্য কর্ত্তৃত্বভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য এই যে রেলওয়ে যে ইঞ্জিনিয়র সাহেবদের জিম্মায় থাকে তাঁহাদের সহিত ও রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত একত্রে নিয়মিত কালান্তরে সীমার মিলি বন্দোবস্ত করেন। রেলওয়ের কার্য্য জন্য যে ভূমি অধিকৃত হয় তাহার বাড়তি কমতি নিমিত্ত, ও ভিন্ন২ অধীন কার্য্য বিভাগ কর্ত্তৃক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিধির ঠিক২ পালন নিমিত্ত, ও শুদ্ধ রেজিষ্টরী বহীর ও নকসার রিকার্ড সাবধানে আপন২ আফিসে রাখিবার নিমিত্ত কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ বিশেষরূপে দায়ী বলিয়া গণ্য।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A. AND B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 11, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ১১ মে ।

PART VII.

Circular Orders of the High Court and Board of Revenue.

সপ্তম খণ্ড ।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাপত্র ।

CIRCULAR ORDER ISSUED BY AUTHORITY OF THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT FORT WILLIAM IN BENGAL.

CIVIL.

No. 37, dated 10th December 1879.

In supersession of the instructions contained in Circular Order No. 6, dated 3rd March 1877, Civil Judicial Officers are directed in future to furnish the District Registrar with a brief notice of the facts of any case in which a registered document is discredited by the judgment of the courts.

CIVIL AND CRIMINAL.

No. 38, dated the 15th December 1879.

The attention of all subordinate Civil and Criminal Courts is invited to the change in the existing law (Sections 45 and 46, Act XX of 1865,) made by Sections 4 and 5, Act XVIII of 1879, which comes in force on the 1st proximo.

2. An Advocate, Vakeel or Attorney of a High Court other than this Court will not, after that date, be entitled to practise as such in the Lower Provinces of Bengal unless he ordinarily practises in the Court on the roll of which he is entered, or some Court subordinate thereto. This change in the law should at once be brought to the notice of practitioners whom it affects.

CIVIL.

No. 40, dated the 22nd December 1879.

The Court are pleased to make the following further exception to the rule laid down in circular order No. 22, dated 8th June 1878, requiring a separate charge to be made for every copy of a notice or proclamation issued under Article 7, Part II of the Rule I of the rules dated 6th February 1878, issued under Clause 1, Section 20 of the Court Fees Act VII of 1870.

2. Where in any case more than one copy of a citation issued under Section 250 Act X of 1865, or of a notice issued under Section 5, Act XXVII of 1860, has to be affixed in Court-houses or offices which are situated at the same station, but one fee shall be charged.

3. Where such Court-houses or offices are situated at different stations, a separate fee shall be charged in respect of the notices affixed in the Courts or offices at each station.

CIRCULAR ORDERS OF THE BOARD OF REVENUE, L. P.

DECEMBER 1879.

Hon'ble C. T. Buckland
and
Hon'ble H. L. Dampier

No. 1

The Board having had under their consideration the question of levying fees under section 64 of Act VII (B.C.) of 1876, have decided that such fees can only be levied for a first registration after a transfer of an interest. The following is therefore to be substituted for the second sentence of Rule I, section 8, chapter V, volume I, page 118 of the Board's Rules:—

Fees can only be levied for a first registration after a transfer of an interest.

[*Government Gazette*, 11*th May* 1880.]

HON'BLE C. T. BUCKLAND.

No. 2.

PROVISIONS similar to those made in section 38 of the General Stamp Act XVIII of 1869, for the grant of rewards to informers of offences committed against the Stamp law, having been omitted from the Indian Stamp Act I of 1879, the following rule, to which the approval of Government has been obtained, is issued for the information and guidance of all Revenue Officers in the Lower Provinces.

2. For information given regarding any evasion of the Stamp law, the Collector shall, if he thinks fit, grant rewards, not exceeding in any one case the amount of the fine levied from the offender up to a maximum of Rs. 50. When a larger reward than Rs. 50 is deemed necessary, an application should be made to the Board. The rewards should not be paid out of the fine levied from the offender, but the fine must be credited to "Law and Justice" and the reward debited to "Stamps."

No. 3.

DISTRICT Officers are informed that a revised form of Return No. XXIII, corresponding with the provisions of the Indian Stamp Act I of 1879, is now passing through the press, and that they are required to adopt this form in submitting their return for the present quarter.

HON'BLE H. L. DAMPIER.

No. 4.

A REVISED series of settlement rules, entitled "Settlement Manual, 1879," has been published by the authority of the Board of Revenue, Lower Provinces. These rules will shortly appear as a chapter of volume II of the new edition of the Board's Rules, and supersede those contained in chapter XX of the old edition, as well as all alterations and additions introduced therein, as notified from time to time in the Board's circular orders. The old rules should therefore no longer be quoted.

2. The Manual, it will be seen, is not a mere reprint of the old rules; obsolete rules and appendices have been expunged, and those retained have been carefully revised wherever necessary. Further, the rules as well as the appendices have been re-arranged and re-classified in detail.

3. Copies of the Settlement Manual are now being distributed, and every revenue officer is requested to make himself thoroughly acquainted with its contents.

4. The Superintendent of Stationery will be instructed to print the revised forms of appendices, and officers requiring copies should indent for them in the usual manner.

No. 5.

THE attention of Commissioners and District Officers is drawn to the accompanying extract (paragraph 3) from a Despatch of the Secretary of State for India, relating to the Board's Land Revenue Administration Report for 1877-78, and they are requested to exercise a close supervision over the proceedings of all officers charged with the duty of collecting rents from Government and Wards' estates under direct management.

2. The Secretary of State presses on the Government the expediency of writing off arrears which are really irrecoverable, instead of allowing these nominal balances to encumber the accounts.

"I CANNOT consider the state of collections satisfactory. The subject of the arrears due on Wards' estates has been noticed in my Despatch No. 30 of the 3rd July last. As regards temporarily settled estates (the arrears on account of which appear to be due chiefly from estates under management), and especially Government estates, the balances appear to me to be often unduly and unnecessarily large, and to have a tendency to increase. This would seem to indicate some defect in administration. I cannot admit that with an efficient system it is necessary that estates managed by Government officers should be always in arrear to the extent of half a year's rental or more. In ryotwari districts, which as observed by the Lieutenant-Governor, are practically Government estates, the collections were nearly 99 per cent of the current demand, and the gross balance at the close of the year about 20 per cent. of a year's demand."

[*Government Gazette*, 11*th May* 1880.]

মান্যবর শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

২ নম্বর।

ইষ্টাম্প আইনের বিরুদ্ধ অপরাধ হইবার সংবাদ যাঁহারা দেন তাঁহাদিগকে পুরস্কার দিবার যেরূপ বিধান সাধারণ ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ৩৮ ধারায় ছিল, ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনে তত্তুল্য বিধান না থাকায়, নিম্নপ্রদেশস্থ রাজস্ব বিষয়ক কার্য্যকারক সকলের অবগতি ও উপদেশ নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিধি প্রচার করা গেল। এই বিধি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১। ইষ্টাম্প আইন লঙ্ঘন সম্বন্ধে সম্বাদ দেওয়া গেলে, কালেক্টর সাহেব যদি উচিত বোধ করেন, অপরাধির নিকট পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত যত অর্থদণ্ড আদায় হয়, কোন স্থলে তাহার অধিক না হয় এরূপ পুরস্কার দিবেন। পঞ্চাশ টাকার অধিক পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক বোধ হইলে, বোর্ডের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। অপরাধির স্থানে যে অর্থদণ্ড আদায় হয়, তাহা হইতে পুরস্কার দেওয়া যাইবে না। অর্থদণ্ড "আইন ও বিচার" এই ঘরে জমা দিতে হইবে, এবং পুরস্কার "ইষ্টাম্প" হিসাবে খরচ লিখিতে হইবে।

৩ নম্বর।

জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানান যাইতেছে যে ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের বিধান অনুযায়ি ২৩ নং রিটর্ণের সংশোধিত পাঠ এক্ষণে মুদ্রিত হইতেছে, এবং বর্ত্তমান ত্রৈমাসের রিটর্ণ পাঠাইবার সময় তাঁহারা এই পাঠ অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ হইল।

মান্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব।

৪ নম্বর।

"১৮৭৯ সালের বন্দোবস্ত বিষয়ক পুস্তক" নাম বন্দোবস্ত কার্য্যের সংশোধিত বিধিশ্রেণী নিম্নপ্রদেশস্থ রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল বিধি শীঘ্রই বোর্ডের বিধি পুস্তকের নূতন সংস্করণের দ্বিতীয় বালামের একটি অধ্যায় হইয়া বাহির হইবে, এবং পুরাতন সংস্করণের ২০ অধ্যায়ের বিধি ও সময়ে সময়ে বোর্ডের সর্কুলর অর্ডরে বিজ্ঞাপিত হইয়া তাহাতে যে সকল পরিবর্ত্তন ও সংযোগ ঘটিয়াছে তৎসমুদয় এতদ্দ্বারা রহিত করা যাইবে। এনিমিত্ত পুরাতন বিধি আর উদ্ধৃত করিতে হইবে না।

২। দৃষ্ট হইবে যে উক্ত পুস্তক পুরাতন বিধির পুনর্মুদ্রাঙ্কন মাত্র নহে; অব্যবহার্য্য বিধি ও ক্রোড়পত্র ছাড়িয়া ফেলা গিয়াছে, এবং যে গুলি রাখা গিয়াছে সেগুলিও যে স্থলে প্রয়োজন হইয়াছে সাবধানে সংশোধন করা গিয়াছে। অধিকন্তু, বিধি ও ক্রোড়পত্র বিশেষরূপে নূতন করিয়া বিন্যস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।

৩। বন্দোবস্ত বিষয়ক পুস্তক এক্ষণে বিলি করা যাইতেছে, এবং রাজস্ব সংক্রান্ত প্রত্যেক কার্য্যকারককে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে এই পুস্তকের বিষয়গুলি আয়ত্ত করেন।

৪। ক্রোড়পত্রের সংশোধিত পাঠ মুদ্রিত করিবার আজ্ঞা ষ্টেশনরী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি দেওয়া যাইবে, এবং যে কার্য্যকারকেরা পাঠ চাহেন তাঁহারা চলিত রীতিক্রমে তাহার ইণ্ডেণ্ট পাঠাইবেন।

৫ নম্বর।

ভূরাজস্বের কার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ক ১৮৭৭-৭৮ সালের বোর্ডের রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব যে পত্র লিখেন, এতৎ সঙ্গে উদ্ধৃত তাহার তৃতীয় পদের প্রতি কমিশনর সাহেবদের ও জিলার কর্ত্তৃপক্ষদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্টের ও রাজানুপালিত ব্যক্তিদের যেই মহালের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব থাকে তথায় খাজানা আদায় করিবার ভার যে কার্য্যকারক সকলের প্রতি অর্পিত হয় তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

২। যে সকল বাকী প্রকৃত পক্ষে আদায় হওয়া অসম্ভব, সেই সকল নামে বাকীদ্বারা হিসাবপত্র ভারাক্রান্ত না করিয়া তৎসমুদয় বাদ দিয়া ফেলা সুবিধা বলিয়া শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

"আদায়ের অবস্থা আমি সন্তোষজনক বিবেচনা করিতে পারি না। বিগত জুলাই মাসের ৩ তারিখে আমি যে ৩১ নং পত্র লিখি তাহাতে রাজানুপালিত ব্যক্তিদের মহালের প্রাপ্য বাকীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহালে (এই সকল মহালের মধ্যে কর্ত্তৃত্বাধীন মহলেই অধিক বাকী পড়িয়াছে দেখা যায়), বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের খাস মহালে, বাকী অনেক সময়ে অনুপযুক্তরূপ ও অনাবশ্যকরূপ অধিক এবং ক্রমেই বাড়িতেছে, আমার এইরূপ বোধ হয়, ইহাতে কার্য্যপ্রণালীর কোন দোষ আছে এরূপ অনুমান হয়। উৎকৃষ্ট কার্য্যপ্রণালী থাকিলে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকদের কর্ত্তৃত্বাধীন মহালে নিয়ত এক বৎসরের অর্দ্ধেক কি তদধিক খাজানা বাকী পড়িবেই পড়িবে, ইহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বলিয়াছেন যে, রায়তওয়ারি জিলাগুলি ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল সকল তথায় চলিত সনের দাবির মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৯ টাকা আদায় হয়, এবং বৎসরের শেষে মোট বাকী এক বৎসরের দাওয়ার শতকরা ২০ টাকার কাছাকাছি দাঁড়ায়।"

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১১ মে।]

No. 6.

THE Government of Bengal, Judicial, Political, and Appointment Departments, have decided* that although the Legal Remembrancer is ultimately responsible for the institution and results of legal proceedings at every stage, the Board should be consulted in revenue cases of importance, and that, with this object, a copy of the brief shall be sent by the Commissioner or the Collector to the Board for information—

* Government order No. 3262, dated 5th August 1879, to the address of the Legal Remembrancer.

(1) "In all cases or classes of cases involving revenue questions in which the Board may by general orders so direct.

(2) "In all cases of importance in which the Commissioner or Collector may think that the Board, as the chief revenue authority, should be informed of the facts,"

in order that the Board may be able to place themselves in communication with the Legal Remembrancer whenever they may think fit to do so.

2. The Government has further directed that the Legal Remembrancer shall "consult the Board in all cases involving either general revenue questions, or affecting seriously the interests of Government in the Revenue Department."

3. With reference to clause (1) above, the Board direct that copy of the brief shall be submitted to them in all cases in which a suit is brought against Government or the Court of Wards to contest, set aside, or modify any proceedings of the revenue authorities in which the Board have taken a part; in cases affecting the right of Government to lands taken possession of as islands; and in cases affecting the right of Government to assess alluvial increments.

4. For the present, copies of briefs should also sent be up in cases instituted by under-tenants or ryots to contest enhancements of rent, whether in Government estates, Wards' estates, or in estates the property of private individuals, brought under settlement under Bengal Act VIII of 1879. In such cases, when several suits are instituted on similar grounds, it will only be necessary to send up copy of the brief in one typical case, with a report explanatory of the general circumstances.

5. No special instructions are called for under clause (2) or paragraph 2 above, as under the general rules therein laid down, a copy of the brief must be sent to the Board in cases of importance in which the Commissioner or Collector may think that the Board, as the chief revenue authority, should be informed of the facts; and the Legal Remembrancer has been directed to consult the Board in cases involving general revenue questions, or affecting seriously the interests of Government in the Revenue Department.

No. 7.

THE Board are now issuing, with the approval of Government, a revised code of survey rules under Bengal Act V of 1875, entitled "Thakbust Manual, 1879." These revised rules were drawn up after consultation with the Superintendent of Revenue Survey of India, and several local officers of experience in the (Survey) Thakbust Department. They supersede the rules contained in chapter XXIII of the Board's Rules (old edition), and the alterations and additions introduced therein from time to time, as well as the revised survey rules under the above Act, which were introduced tentatively and supplied* to a few selected officers in 1876.

* Board's order No. 398A, dated 28th August 1876, to Commissioners of Burdwan, Dacca, Orissa, and Patna, and Board's No. 779A, dated 16th November 1877, to Superintendent of Revenue Survey, L. C., &c.

2. As this Thakbust Manual is chiefly intended for the use of thakbust officers, the Board do not deem it necessary to distribute more copies than those noted on the margin. Any officer engaged on survey operations under the Board's control, who may require a copy of the Thakbust Manual, will be supplied with it on his applying for it through the head of his department.

Settlement Officer, Chittagong ...	1 copy.
Settlement Officer, Khoordah ...	4 copies.
Junior Superintendent of Survey, Midnapore	2 „
Each Collector and Deputy Commissioner ..	1 copy.
Each Commissioner	1 „
Deputy Surveyor-General of India	2 copies.

[*Government Gazette*, 11*th May* 1880.]

৬ নম্বর।

জুডিশ্যাল, পলিটিক্যাল ও আপৈণ্টমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন * যে যদিও রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেব মোকদ্দমার অনুষ্ঠান নিমিত্ত ও প্রতি পদে তাহার ফলের নিমিত্ত পরিণামে দায়ী, গুরুতর রাজস্বসংক্রান্ত মোকদ্দমায় বোর্ডের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা উচিত, এবং এই নিমিত্ত কমিশ্যনর বা কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় অবগতি নিমিত্ত বোর্ডে মোকদ্দমার এক প্রস্থ ব্রীফ বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইবেন, অর্থাৎ,

* রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের ৫ আগষ্ট তারিখের ৩২৬২ নং গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা।

(১) রাজস্ববিষয়ক প্রশ্নঘটিত যে সকল মোকদ্দমায় বা যে সকল শ্রেণীর মোকদ্দমায় বোর্ড সাধারণ আজ্ঞা দিয়া ঐরূপ আদেশ করেন।

(২) যে সকল গুরুতর মোকদ্দমায় কমিশ্যনর কি কালেক্টর সাহেব বিবেচনা করেন যে, রাজস্ব-বিষয়ক প্রধান কর্তৃপক্ষ বলিয়া বোর্ডকে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করা উচিত।

এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে বোর্ড যখন আবশ্যক বোধ করেন রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের সহিত লিখন পঠনাদি করিতে পারিবেন।

২। গবর্ণমেণ্ট আরো আদেশ করিয়াছেন যে, রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেব "সাধারণ রাজস্ব বিষয়ক প্রশ্ন ঘটিত অথবা রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য বিভাগে গুরুতররূপে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ ঘটিত সকল মোকদ্দমায় বোর্ডের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন।"

৩। উপরি লিখিত (১) প্রকরণ উপলক্ষে বোর্ড আদেশ করিতেছেন যে, বোর্ড যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন রাজস্ববিষয়ক কর্তৃপক্ষদের এরূপ কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার বা তাহা অসিদ্ধ বা পরিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিরুদ্ধে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, এবং দ্বীপ বলিয়া যে ভূমি অধিকৃত হয় তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব লইয়া যেং মোকদ্দমা হয়, এবং পৈবস্তী ভূমির উপর গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ধার্য্য করিবার স্বত্ব লইয়া যেং মোকদ্দমা হয়, তৎসমুদয় মোকদ্দমার ব্রীফ বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ বোর্ডে পাঠাইতে হইবে।

৪। গবর্ণমেণ্টের খাস জমা পতিত বা ব্যক্তিদের মহালেই হউক, অথবা ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনমতে বন্দোবস্তাধীনে আনীত সামান্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তিস্বরূপ মহালেই হউক, খাজানা বৃদ্ধির প্রতিবাদ করণার্থ অধীন প্রজা বা রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেও, এক্ষণে ব্রীফ পাঠাইতে হইবে। এরূপ স্থলে একই প্রকারের হেতুমূলক নানা মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, সাধারণ অবস্থার ব্যাখ্যাঘটিত রিপোর্টসহ একটি আদর্শ মোকদ্দমার ব্রীফ পাঠাইলেই চলিবে।

৫। উপরিলিখিত (২) প্রকরণ বা ২ ধারা সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ আদেশ আবশ্যক হইতেছে না, কারণ উক্ত স্থলে যে সাধারণ বিধি আছে তদনুসারে যে সকল গুরুতর মোকদ্দমায় কমিশ্যনর কি কালেক্টর সাহেব বিবেচনা করেন যে, রাজস্ববিষয়ক প্রধান কর্তৃপক্ষ বলিয়া বোর্ডকে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করা উচিত, সেই সকল মোকদ্দমায় বোর্ডে অবশ্য ব্রীফ পাঠাইতে হইবে; এবং রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের প্রতি আদেশ করা গিয়াছে যে তিনি সাধারণ রাজস্ব বিষয়ক প্রশ্নঘটিত অথবা রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্য বিভাগে গুরুতররূপে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থঘটিত সকল মোকদ্দমায় বোর্ডের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন।

---

৭ নম্বর।

বোর্ড এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া "১৮৭৯ সালের থাকবস্ত পুস্তক" নামে ১৮৭৫ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনমত জরীপ কার্য্যের সংশোধিত বিধি প্রকাশ করিতেছেন। ভারতবর্ষের রেবিনিউ সর্ব্বের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এবং জরীপ বা থাকবস্ত বিভাগের কয়েকজন বহুদর্শী স্থানীয় কার্য্যকারকের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সংশোধিত বিধি লিখিত হয়। বোর্ডের বিধিপুস্তকের পুরাতন সংস্করণের ২৩ অধ্যায়ে যে বিধি ছিল, এবং সময়েং তাহাতে যে সকল পরিবর্ত্তন ও সংযোগ ঘটিয়াছিল, এবং উপরি লিখিত আইনমত জরীপ বিষয়ক যে সংশোধিত বিধি পরীক্ষার্থে অবলম্বিত হইয়া ১৮৭৬ সালে কয়েকজন নির্ব্বাচিত কার্য্যকারককে প্রদত্ত হয়, * তৎসমুদয়ের পরিবর্ত্তে এই বিধি চলিবে।

*বর্দ্ধমান ঢাকা, উড়িষ্যা ও পাটনার কমিশ্যনর সাহেবদের প্রতি বোর্ডের ১৮৭৬ সালের ২৮ আগষ্টের ৩৯৮ A নং আজ্ঞা, এবং রেবিনিউ সর্ব্বের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি বোর্ডের ১৮৭৭ সালের ১৬ নবেম্বরের ৭৭২ A নং পত্র।

২। এই থাকবস্ত পুস্তক প্রধানতঃ থাকবস্ত কার্য্যকারকদের ব্যবহার জন্য অভিপ্রেত। এই নিমিত্ত বোর্ড পার্শ্বলিখিত খণ্ডের অধিক বিলি করা আবশ্যক বোধ করেন না। বোর্ডের কর্তৃত্বাধীন জরীপী কার্য্যে নিযুক্ত কোন কার্য্যকারকের যদি এক খণ্ড থাকবস্ত পুস্তক আবশ্যক হয়, তিনি আপন কার্য্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রার্থনা করিলে ঐ পুস্তক পাইবেন।

চট্টগ্রামের বন্দোবস্তী কার্য্যকারক ১
খুরদহের বন্দোবস্তী কার্য্যকারক—৪
মেদিনীপুরের জরীপ কার্য্যের দ্বিতীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—২
প্রত্যেক কালেক্টর ও ডেপুটীকমিশ্যনর সাহেব—১
প্রত্যেক কমিশ্যনর সাহেব—১
ভারতবর্ষের ডেপুটী সর্ব্বেয়র জেনরল ২

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১১ মে।]

No. 8.

FOR "(Act IX of 1871)," in line 2, clause 6, section VII, chapter IX, page 206, Board's Rules, Volume I, new edition, substitute "(Act XV of 1877)."

HON'BLE C. T. BUCKLAND.

No. 9.

OMIT the footnote in excise form No. 4, appendix A to Board's revised Excise Rules, and the words in brackets therein referred to.

No. 10.

THE attention of all revenue officers is called to the remarks contained in paragraph 20 of the resolution of the Government of Bengal, dated 17th November 1879, reviewing the annual report of the Board of Revenue on the administration of the Stamp Department for the year 1878-79; and they are requested to bear in mind the responsibility attaching to them of properly administering and enforcing the provisions of the new Stamp Act.

No. 11.

DISTRICT OFFICERS are informed that revised forms of license for the vend of non-judicial and court-fees stamps are now passing through the press, and that they are required to adopt those forms in granting licenses to the vendors in future.

No. 12.

DISTRICT OFFICERS are informed that a revised form of return No. XXXV is now passing through the press, and that they are required to adopt this form in submitting their return for the current official year

৮ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ১ বালামের ২০৬পৃষ্ঠায় ৯ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ৬ ধারার ২ পংক্তিতে “ (১৮৭১ সালের ৯ আইন) ” এই কথার পরিবর্ত্তে “ (১৮৭৭ সালের ১৫ আইন) ” এই কথা দিতে হইবে।

মান্যবর শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

---

৯ নম্বর।

বোর্ডের সংশোধিত আবকারী বিধির A ক্রোড়পত্রের ৪নং আবকারী পাঠের ফুটনোট ও তদুল্লিখিত ব্রাকেটের বা বন্ধনীর মধ্যগত কথাগুলি উঠাইয়া দিবে।

---

১০ নম্বর।

১৮৭৮-৭৯ সালের ইষ্টাম্প কার্য্যবিভাগের কার্য্যসম্বন্ধে রেবিনিউ বোর্ড যে বার্ষিক রিপোর্ট করেন, তৎসমালোচন বিষয়ক বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৯ সালের ১৭ নবেম্বরের নির্দ্ধারণের ২০ পদে যে ২ মন্তব্য কথা আছে তৎপ্রতি রাজস্বসংক্রান্ত সকল কার্য্যকারকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে; এবং তাঁহাদের প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে নূতন ইষ্টাম্প আইনের বিধান অনুসারে নিয়মিতরূপে কার্য্য করিবার ও তাহা প্রবল করিবার সম্বন্ধে তাঁহাদের যেকিরূপ দায়িত্ব আছে, তাহা মনে রাখিবেন।

---

১১ নম্বর।

জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানান যাইতেছে যে, বিচারসম্পর্কশূন্য ও কোর্টফী ইষ্টাম্প বিক্রয়ের লাইসেন্সের সংশোধিত পাঠ এক্ষণে মুদ্রিত হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে ইষ্টাম্প বিক্রেতাদিগকে লাইসেন্স দিবার সময়ে উক্ত পাঠ ব্যবহার করিবেন তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ হইল।

---

১২ নম্বর।

জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানান যাইতেছে যে, ৩৫নং রিটর্ণের সংশোধিত পাঠ এক্ষণে মুদ্রিত হইতেছে, এবং চলিত রাজকীয় বৎসরের রিটর্ণ দিবার সময়ে তাঁহাদের এই পাঠ ব্যবহার করিতে হইবে তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ হইল।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A. AND B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 25, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ২৫ মে।

PART VII.

Circular Orders of the High Court and Board of Revenue.

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাপত্র।

CIRCULAR ORDER ISSUED BY AUTHORITY OF THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT FORT WILLIAM IN BENGAL.

CIVIL.

No. 1, dated the 5th January 1880.

THE Court, having had under consideration the results exhibited in the returns of oath on affidavits administered in the Civil Courts during the past year, has determined, in order to relieve judicial officers of a share of the work devolving on them, to appoint the Serishtadars of Judges' Courts to be Commissioners for the purpose of administering such oaths.

2. A copy of the Court's orders on the subject, with the rules for the guidance of the Commissioner attached, is therefore forwarded to each District Judge for delivery to the Serishtadar of his Court, together with the commission, which will be forwarded under separate cover.

3. In case of any change of incumbency, the name of the new officer should be reported, in order that a commission may be issued to him.

CIVIL.

No. 2, dated the 6th January 1880.

THE attention of the officers presiding in the Civil and Revenue Courts in the Lower Provinces of Bengal and Assam is called to the rules * * * * * made by the Court under Clause 1, Section 20 of the Court Fees Act, 1870 authorizing the levy of boat-hire and ferry tolls in certain cases in addition to the process fees payable on civil processes.

* Published at page 1179 of the *Calcutta Gazette* of 26th November, and at page 711 of the *Assam Gazette* of 20th December 1879.

2. These rules supersede paragraph 5 of circular order No. 31, dated 25th September 1867,† and the rules relating to the levy of boat-hire and ferry tolls in respect of notices of appeal issued by the High Court. In future such charges will be realized by the Court to which the notices are sent for service.

† Renewed by Circular Order No. 13, dated 12th May 1874.

CIVIL AND CRIMINAL.

No. 5, dated the 10th January 1880.

THE attention of the Court has recently been drawn to more than one instance in which Magistrates have held trials on Sundays. It has not hitherto been deemed necessary to enter Sundays in the published lists of close holidays, as no such recognition of the general practice of closing the Civil and Criminal Courts on these days appeared to be necessary. Cases must no doubt occur in which an enquiry by a Magistrate should proceed even on a Sunday, or gazetted holiday, but, without the consent of parties, and in the absence of urgent necessity, no civil or criminal trial should proceed on such days.

CIVIL.

No. 6, dated the 10th January 1880.

THE attention of all officers presiding in Civil Appellate Courts in the Lower Provinces of Bengal and Assam is invited to the notification, copy of which is appended to this circular order, issued by the Government of India under date the 22nd November last

2. It will be observed that while the fee payable on appeals from certain orders issued under section 244 of the Code of Civil Procedure is limited to the amount chargeable under article 11, Schedule II of the Court Fees Act, cases may occur in which, under the ordinary rules for the valuation of appeals from decrees, the fee payable may be less than this amount. Further, the notification does not cover the case of appeals from orders rejecting plaints, nor of appeals in certain miscellaneous cases, such as Certificate and Probate cases.

[*Government Gazette*, *5th May* 1880.]

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরক্যুলর অর্ডর।

• দেওয়ানী।

১ নম্বর। ১৮৮০ সাল ৫ জানুয়ারি।

গত বৎসর দেওয়ানী আদালতে আফিডেবিট উপলক্ষে যে শপথ দেওয়া যায় তাহার রিটর্ণের দৃষ্ট ফল বিবেচনা করিয়া দেখিয়া, হাই কোর্ট বিচারসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদের কিয়দংশ কার্য্যভার কমাইবার উদ্দেশে জজ আদালতের সেরেস্তাদারদিগকে উক্ত শপথ দিবার কমিশ্যনরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন স্থির করিয়াছেন।

২। এই নিমিত্ত এই বিষয়ে কোর্টের আজ্ঞার প্রতিলিপি উক্ত কমিশ্যনরের উপদেশার্থ বিধিসহ প্রত্যেক জিলার জজ সাহেবের নিকট পাঠান যাইতেছে। তিনি কমিশ্যনসহ ঐ আজ্ঞাদি তাঁহার আদালতের সেরেস্তাদারকে দিবেন। ঐ কমিশ্যন স্বতন্ত্র থামের মধ্যে বন্ধ করিয়া পাঠান যাইবে।

৩। পদধারির পরিবর্ত্তন হইলে, নূতন কর্ম্মচারির নামে কমিশ্যন বাহির হইবার নিমিত্ত তাঁহার যে নাম হয় তাহা জানাইতে হইবে।

দেওয়ানী।

২ নম্বর। ১৮৮০ সাল ৬ জানুয়ারি।

দেওয়ানী পরওয়ানার নিমিত্ত যে পরওয়ানা ফী দিতে হয় তদতিরিক্ত কোনং স্থলে নৌকা ভাড়া ও পারাণী মাসুল আদায় করিবার বিধান করণার্থ আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ২০ ধারার ১ প্রকরণমতে হাই কোর্ট যে বিধি*প্রণয়ন করেন, তৎপ্রতি নিম্নবঙ্গ ও আসাম প্রদেশের দেওয়ানী ও মাল আদালতের অধ্যক্ষতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

*১৮৭৯ সালের ১৬ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটের ১১৭৯ পৃষ্ঠায় ও ২০ ডিসেম্বরের আসাম গেজেটের ৭১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

২। ১৮৭৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের ৩১ নম্বর সরক্যুলর অর্ডরের ৫ পদ,+ এবং হাই কোর্ট আপীলের যে নোটিস দেন তদুপলক্ষে নৌকা ভাড়া ও পারাণী মাসুল আদায় সম্পর্কীয় বিধি, রহিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে এই বিধি চলিবে। যে আদালতে উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত পাঠান যায়, ভবিষ্যতে ঐ খরচ সেই আদালতের দ্বারা আদায় করা যাইবে।

+১৮৭৯ সালের ১২ মের ১৩ নম্বর সরক্যুলর অর্ডর দ্বারা নবীকৃত।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী।

৫ নম্বর। ১৮৮০ সাল ১০ জানুয়ারি।

মাজিষ্ট্রেটেরা রবিবারে বিচার করিয়াছেন, এরূপ একাধিক স্থলের প্রতি সংপ্রতি হাই কোর্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। বন্দের দিনের যে ফর্দ্দ প্রকাশ করা যায় তন্মধ্যে রবিবার লেখা এপর্য্যন্ত আবশ্যক বোধ হয় নাই, কারণ ঐ দিনে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত বন্দ করিবার যে সাধারণ রীতি আছে উক্ত রূপে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক বোধ হয় নাই। নিঃসন্দেহ, এমন অনেক স্থল আছে যে স্থলে রবিবারে বা গেজেটে প্রকাশিত বন্দের দিনে মাজিষ্ট্রেটের তদন্ত লইতে হয়, কিন্তু পক্ষদের সম্মতি বিনা ও নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, ঐ২ দিনে কোন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী বিচার কার্য্য চলিবে না।

দেওয়ানী।

৬ নম্বর। ১৮৮০ সাল ১০ জানুয়ারি।

গত ২২ নবেম্বর তারিখে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন ও যাহার প্রতিলিপি এই সরক্যুলর অর্ডরের সঙ্গে প্রদত্ত হইল, তৎপ্রতি নিম্ন বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের দেওয়ানী আপীল আদালতের অধ্যক্ষতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

২। দৃষ্ট হইবে যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৪৪ ধারামতে যে আজ্ঞা দেওয়া যায় কোনং স্থলে তাহার উপর আপীলের ফী আদালতের রসুমবিষয়ক আইনের ২ তফসীলের ১১ প্রকরণমতে দেয় টাকা হইলেও, এমনও স্থল ঘটিতে পারে যে স্থলে ডিক্রীর উপর আপীলের মূল্যনিরূপণার্থ সামান্য বিধিমতে ঐ টাকা অপেক্ষা কম ফী দিতে হয়। আবার, আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর যে আপীল হয়, অথবা কোনং বিবিধ প্রকারের মোকদ্দমার, যথা সর্টিফিকেটের ও প্রোবেটের মোকদ্দমার, উপর যে আপীল হয়, তাহা উক্ত বিজ্ঞাপনের মধ্যে পড়ে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৫ মে।]

Notification by the Government of India, Department of Finance and Commerce, No. 3967, dated Simla, the 22nd November 1879.

WHEREAS certain orders issued by the Civil Courts under section 244 of the Code of Civil Procedure, 1877, have been declared to be "decrees" by Section 2 of Act XII of 1879:—

In exercise of the powers conferred by section 35 of the Court Fees Act, 1870, the Governor-General in Council is pleased to direct that the court fee payable on appeals from such orders issued under section 244 of the Code of Civil Procedure shall be limited to the amounts chargeable under Article 11, Schedule II of the Court Fees Act.

CIVIL AND CRIMINAL.

No 8, dated the 14th January 1880.

WITH the approval of the Government, the Court are pleased to direct that when a judicial officer sees reason to doubt the genuineness of a stamp filed before him, the stamp should be forwarded to the Collector of the district, who will examine it and satisfy himself, if possible, as to its character, reporting the result to the officer sending it.

2. Care should be taken to retain an examined copy of any document bearing a stamp which may be forwarded to the Collector under the above orders.

CIVIL.

No. 9, dated the 17th January 1880.

In compliance with the request contained in the letter of the Secretary to the Board of Revenue, copy of which is annexed below, the Judges are pleased to direct that officers presiding in the Civil Courts will send under cover to the Collector, or the Deputy Commissioner, as the case may be, for transmission to the Court of Wards, all applications addressed to such Court, under section 10, Act IX of 1879, asking it to take charge of the properties of minors.

From R. H. WILSON, ESQ., *Officiating Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, to the Registrar of the High Court,—No. 1129A, dated Fort William, the 13th December 1879.*

I am directed to inform you that under section 15 of Act IX (B.C.) of 1879, the Court of Wards has, with the sanction of the Lieutenant-Governor (contained in Government order No. 2313—899L. R., dated 10th November 1879), delegated to Collectors and Deputy Commissioners the power to receive, for transmission to the Commissioner and the Board, applications from Civil Court under section 10 of the Act, requesting the Court of Wards to take charge of the properties of minors.

2. I am therefore to request that the Hon'ble Judges may be moved to issue instructions to all Civil Courts to address such applications to Collectors and Deputy Commissioners.

3. The Board will then, in order to save time, direct that a Collector, on receipt of such an application, shall at once make the necessary enquiries into the circumstances of the property, and submit with the application such report as may be necessary, to enable the Court of Wards to judge whether it should take charge of the property.

CIRCULAR ORDERS OF THE BOARD OF REVENUE, L. P.

JANUARY 1880.

HON'BLE H. L. DAMPIER.

No. 1.

THE special attention of Divisional and District Officers is called to the following Civil Suit Rules which have been added to Volume II of the new edition of the Board's Rules, now in press. These rules should be circulated by District Officers to the Managers of Estates under their charge, for information and guidance:—

(a.) Attention is drawn to rule 16 of the Rules of the Legal Remembrancer for the conduct of Civil Suits, under which certain suits will be conducted or brought without reference to the Legal Remembrancer.

[*Government Gazette*, 25*th May* 1880.]

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপন, রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ, ৩৯৬৭ নং, শিমলা, ১৮৭৯ সাল ২২ নবেম্বর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ২৪৪ ধারামতে দেওয়ানী আদালতের প্রচারিত কোন২ আজ্ঞা ১৮৭৯ সালের ১২ আইনের ২ ধারাক্রমে "ডিক্রী" বলিয়া প্রকাশ হওয়াতে,

আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩৫ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল আদেশ করিলেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৪৪ ধারা মতে উক্তরূপ যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহার উপর আপীল করিতে হইলে আদালতের রসুম বিষয়ক আইনের ২ তফসীলের ১১ প্রকরণমতে যত টাকা দিতে হয় তত টাকার কোর্ট ফী লাগিবে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী।

৮ নম্বর। ১৮৮০ সাল ১৪ জানুয়ারি।

গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে, হাই কোর্ট আদেশ করিতেছেন যে, কোন বিচারসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে কোন ইষ্টাম্প দাখিল করা গেলে, তাহা প্রকৃত কি না তিনি তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিলে জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ ইষ্টাম্প পাঠাইবেন। কালেক্টর সাহেব তাহা পরীক্ষা করিয়া সম্ভব হইলে তাহার ভাব বুঝিয়া লইবেন, ও ফল যাহা হয় প্রেরণকারি কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবেন।

২। উপরিলিখিত আজ্ঞামতে কালেক্টর সাহেবের নিকট কোন ইষ্টাম্প পাঠান গেলে, ঐ ইষ্টাম্প যে দলীলে থাকে তাহার পরীক্ষিত প্রতিলিপি সাবধানে রাখিয়া দিতে হইবে।

দেওয়ানী।

৯ নম্বর। ১৮৮০ সাল ১৭ জানুয়ারি।

নিম্নে যাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল, রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী সাহেবের সেই পত্রে যে অনুরোধ আছে তদনুসারে জজ সাহেবেরা আদেশ করিতেছেন যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্পত্তির অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করুন এই প্রার্থনায় ১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ১০ ধারামতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের উদ্দেশে যে প্রার্থনাপত্র লিখিত হয়, দেওয়ানী আদালতের অধ্যক্ষতাপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা খামের মধ্যে করিয়া উক্ত কোর্টে পাঠাইবার নিমিত্ত কালেক্টর বা স্থলবিশেষে ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রার সাহেবের প্রতি নিম্নপ্রদেশস্থ রেবিনিউ বোর্ডের একটিং সেক্রেটরী শ্রীযুত আর, এচ, উইলসন সাহেবের পত্র।—১১২৯ A নং, কোর্ট উইলিয়ম, ১৮৭৯ সাল ১৩ ডিসেম্বর।

আমি আদেশপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের সম্পত্তির অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করুন বলিয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডকে অনুরোধ করিয়া ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১০ ধারামতে দেওয়ানী আদালত হইতে যে প্রার্থনাপত্র দেওয়া যায়, উক্ত আইনের ১৫ ধারামতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস (১৮৭৯ সালের ১০ নবেম্বরের ২৩১৩—৮৯৯L. R., নং গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাভুক্ত) শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি ক্রমে সেই প্রার্থনাপত্র কমিশ্যনর সাহেবের ও বোর্ডের নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কালেক্টর ও ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেবদের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন।

২। এই নিমিত্ত আমি অনুরোধ করিতেছি যে, মান্যবর শ্রীযুত জজ সাহেবেরা সমুদয় দেওয়ানী আদালতের প্রতি আদেশ দিবেন যে উক্ত প্রার্থনাপত্র কালেক্টর ও ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেবদের নিকট পাঠান যায়।

৩। তাহা হইলে সময় ক্ষয় নিবারণার্থ বোর্ড আদেশ করিবেন যে, কোন কালেক্টর সাহেব উক্তরূপ প্রার্থনাপত্র পাইলে অবিলম্বে ঐ সম্পত্তির অবস্থাসম্বন্ধে আবশ্যক তদন্ত করিবেন, এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত সম্পত্তির অধ্যক্ষতাভার গ্রহণ করিবেন কি না ইহা বুঝিতে পারিবার নিমিত্ত উক্ত কোর্টের যদ্রূপ আবশ্যক হয় ঐ প্রার্থনাপত্রের সহিত তদ্রূপ রিপোর্ট পাঠাইবেন।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A AND B. L., *Bengali Translator.*

রাজস্ব বিষয়ক সরক্যুলর।

১৮৮০ সাল জানুয়ারি মাস।

মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব।

১ নম্বর।

দেওয়ানী মোকদ্দমা সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিধির প্রতি দেশখণ্ডের ও জিলার কর্ত্তৃপক্ষদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের যে দ্বিতীয় বালাম এক্ষণে মুদ্রিত হইতেছে, এই বিধি তাহাতে সংযোগ করা গিয়াছে। জিলার কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীন মহালের কার্য্যাধ্যক্ষদের অবগতি ও উপদেশ নিমিত্ত এই বিধি পাঠাইবেন।

(ক) রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের প্রণীত দেওয়ানী মোকদ্দমা চালাইবার বিধির ১৬ ধারার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। ঐ ধারামতে কোন২ মোকদ্দমা রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া চালান বা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৫ মে।]

(*b.*) Clause 1 of that rule refers to Government suits as well as Wards' suits; clause 2 to Wards suits only. To the institution of such suits, as well as to their being conducted without reference to the Legal Remembrancer, the sanction of the Commissioner will in each case be necessary. After institution, Government suits (in all cases), and Wards' suits as a general rule, will be conducted by the Collector under the supervision of the Commissioner; but in the case of large estates with experienced Managers, the conduct of such suits may, with the sanction of the Commissioner, be left to Managers.

(*c.*) Collectors or Managers before instituting or defending such suits should obtain the opinion of the local pleader employed by them, and should be careful not to enter upon any suit without reference to the Legal Remembrancer or Board, which may probably involve important issues.

(*d.*) The Board's previous sanction will not be requisite; but to enable them to exercise a general supervision over this litigation, a quarterly return—No. XXIG, pages 299 and 301, Volume I, Board's Rules—must be submitted for each district, through the Commissioner, in the form given below. The return will be in three Parts, of which the first two will not be in tabular form.

(*e.*) The return will be due in the Commissioner's Office on the 15th July, October, January, and April; and in the Board's Office on the 1st August, November, February, and May, respectively.

(*f.*) Commissioners should review the returns when forwarding them in all cases in which they show an unfavourable result.

(*g.*) Whenever the Commissioner sees reason to apprehend that any case is likely to assume unforeseen importance, he should call for such information as will enable him to judge whether the advice of the Legal Remembrancer is necessary, and if such advice seems necessary, should forward the papers to the Legal Remembrancer.

(*h.*) Whenever an appeal appears to be necessary in a case conducted without reference to the Legal Remembrancer, a reference should be made to the Board so as, if possible, to admit of their passing orders in time for the institution of the appeal; but if orders are not received in time, the appeal may be instituted.

(*i.*) The papers sent up should be—

1. Copy of plaint.
2. Copy of reply.
3. Copy of decision.
4. Copy of grounds of appeal.
5. Copy of Government pleader's opinion.
6. Collector's remarks.

(*j.*) No appeal can, under any circumstances, be made to the High Court without reference to the Legal Remembrancer.

2. The first return to be submitted to the Board under rule (*d*) above, will be for the quarter ending 31st March 1880.

3. The following additions should be made in the list of periodical returns at pages 299 and 301 of Volume I of the Board's Rules, new edition:—

Under the head of Quarterly Returns to be furnished by all District Officers, in page 299, add "Court of Wards' suits conducted without reference to the Legal Remembrancer, under rule 16, section I of the Legal Remembrancer's Rules regarding civil suits.—XXI G."

The same addition should be made under the head of Quarterly Returns to be forwarded by Commissioners to the Board, in page 301.

Return of Court of Wards' suits conducted without reference to the Legal Remembrancer under Rule 16, *Section I, of the Legal Remembrancer's Rules for the quarter ending* .

PART I.

Suits instituted during the quarter under report.

This Part will not be in tabular form. The suits will be entered consecutively. Information will be given regarding each suit under the following heads, as far as the suit has progressed during the quarter under report:—

1. Serial number of the suit in the return.
2. Court in which suit is instituted, and number of suit in that Court.
3. Date of institution.
4. Name of Ward's estate.
5. Names of parties.
6. Value of suit.
7. Purport of plaint.
8. Date of filing defence.
9. Purport of defence.

[*Government Gazette*, 25*th May* 1880.]

(খ) ঐ ধারার প্রথম প্রকরণে গবর্ণমেণ্টের ও রাজানুপালিত ব্যক্তিদের মোকদ্দমার ও দ্বিতীয় প্রকরণে কেবল রাজানুপালিত ব্যক্তিদের মোকদ্দমার কথা আছে। উক্তরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ও রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া চালাইতে হইলে, প্রত্যেক স্থলে কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি আবশ্যক হইবে। মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, কমিশ্যনর সাহেবের তত্ত্বাবধানের অধীনে কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টের মোকদ্দমা সকল স্থলেই ও রাজানুপালিত ব্যক্তিদের মোকদ্দমা সামান্যতঃ চালাইবেন; কিন্তু কোন বৃহৎমহালের বহুদর্শী কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিলে, কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতিক্রমে উক্তরূপ মোকদ্দমা চালাইবার ভার উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের উপর রাখা যাইতে পারিবে।

(গ) উক্তরূপ মোকদ্দমার অনুষ্ঠান বা প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব বা কার্য্যাধ্যক্ষ যে স্থানীয় উকীলকে নিযুক্ত করেন তাঁহার মত লইবেন, এবং যে মোকদ্দমায় গুরুতর কথা উঠিবার সম্ভাবনা রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে বা বোর্ডের সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইবেন না।

(ঘ) বোর্ডের পূর্ব্বানুমতি আবশ্যক হইবে না; কিন্তু এইরূপ মোকদ্দমার যাহাতে তাঁহারা সাধারণ তত্ত্বাবধান করিতে পারেন তজ্জন্য প্রত্যেক জিলার নিমিত্ত বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ২৯৯ ও ৩০১ পৃষ্ঠার ২১ G নম্বর ত্রৈমাসিক রিটর্ণ নিম্নলিখিত পাঠে কমিশ্যনর সাহেব দ্বারা পাঠাইতে হইবে। রিটর্ণের তিন ভাগ থাকিবে. তন্মধ্যে প্রথম দুই ভাগ টেবিলের অর্থাৎ নক্সার আকারে হইবে না।

(ঙ) ঐ রিটর্ণ কমিশ্যনর সাহেবের আফিসে জুলাই ও অক্টোবর ও জানুয়ারি ও আপ্রিল মাসের ১৫ তারিখে এবং বোর্ডের আফিসে আগষ্ট ও নবেম্বর ও ফেব্রুয়ারি ও মে মাসের ১ তারিখে দিতে হইবে।

(চ) রিটর্ণে ভাল ফল দৃষ্ট না হইলে তাহা পাঠাইবার সময়ে কমিশ্যনর সাহেব তাহার সমালোচনা করিবেন।

(ছ) কোন মোকদ্দমার অদৃষ্টপূর্ব্ব গুরুত্ব হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা, কমিশ্যনর সাহেব এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ দেখিলে, রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের উপদেশ লওয়া আবশ্যক কি না ইহা বিচার করিয়া দেখিবার নিমিত্ত যে বিবরণের প্রয়োজন হয় তিনি তাহা চাহিয়া পাঠাইবেন, এবং উক্ত উপদেশ আবশ্যক বোধ হইলে, কাগজপত্র রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

(জ) রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যে মোকদ্দমা চালান যায় তাহাতে আপীল করা আবশ্যক বোধ হইলে. বোর্ডের সাহেবদিগকে এরূপে ঐ কথা জানাইতে হইবে যে সম্ভবতঃ তাঁহারা আপীল উপস্থিত করিবার সময় থাকিতে আজ্ঞা দিতে পারেন; কিন্তু সময়ে আজ্ঞা না পাওয়া গেলে আপীল উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

(ঝ) এই ২ কাগজ উপরে পাঠাইতে হইবে,

১। আরজীর বা আবেদনপত্রের নকল।
২। জবাবের বা উত্তরের নকল।
৩। রায়ের বা নিষ্পত্তির নকল।
৪। আপীলের হেতুর নকল।
৫। গবর্ণমেণ্টের উকীলের মতের নকল।
৬। কালেক্টর সাহেবের মন্তব্য।

(ঞ) রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, যে কোন অবস্থায় হউক, হাই কোর্টে আপীল করা যাইতে পারিবে না।

২। ১৮৮০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে যে ত্রৈমাসের শেষ, সেই ত্রৈমাসের নিমিত্ত উপরিলিখিত (ঘ) প্রকরণমত প্রথম রিটর্ণ বোর্ডে পাঠাইতে হইবে।

৩। বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ১ বালামের ২৯৯ ও ৩০১ পৃষ্ঠায় সাময়িক রিটর্ণের ফর্দ্দে নিম্নলিখিত সংযোগ করিতে হইবে।

২৯৯ পৃষ্ঠায় জিলার কর্তৃপক্ষদের যে ২ ত্রৈমাসিক রিটর্ণ দিতে হইবে, এই শীর্ষকের নিম্নে "রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের প্রণীত দেওয়ানী মোকদ্দমা চালাইবার বিধির ১ পরিচ্ছেদের ১৬ ধারামতে রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডসের মোকদ্দমা চালান সম্বন্ধীয় ২১ G নং" এই ২ কথা যোগ করিতে হইবে।

৩০১ পৃষ্ঠায় কমিশ্যনর সাহেবদের বোর্ডে যে ২ ত্রৈমাসিক রিটর্ণ পাঠাইতে হইবে, এই শীর্ষকের নিম্নে ঐসকল কথা যোগ করিতে হইবে।

রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের প্রণীত বিধির ১ পরিচ্ছেদের ১৬ ধারামতে অমুক তারিখ পর্য্যন্ত ত্রৈমাসে রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডসের যে সকল মোকদ্দমা চালান যায় তাহার রিটর্ণ।

প্রথম ভাগ।

যে ত্রৈমাস সম্বন্ধে রিপোর্ট হইতেছে তন্মধ্যে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়।

এই ভাগ নক্সার আকারে হইবে না। ক্রমানুসারে মোকদ্দমাগুলি লেখা থাকিবে। যে ত্রৈমাস সম্বন্ধে রিপোর্ট হইতেছে তন্মধ্যে মোকদ্দমার কার্য্য যত দূর চলিয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শীর্ষকানুযায়ী সংবাদ দিতে হইবে।

১। রিটর্ণে মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর।
২। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, ও উক্ত আদালতে মোকদ্দমার নম্বর।
৩। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ।
৪। রাজানুপালিত মহালের নাম।
৫। পক্ষদের নাম।
৬। যত মূল্যের মোকদ্দমা।
৭। আবেদনপত্রের মর্ম্ম।
৮। জবাব দাখিল করিবার তারিখ।
৯। জবাবের মর্ম্ম।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৫ মে।]

10. Issues fixed, if any, or any other material order passed during the quarter under report.
11. Reference to any correspondence which may have passed with the Board in connection with the subject of the suit.

PART II.

Progress made during the quarter ending , in suits instituted in quarters previous to that under report.

This Part will not be in tabular form. Each suit will be entered consecutively, and for each suit the following particulars will be given:—

1. Specification of the quarter in which the suit appeared in Part I, with its serial number in Part I of that quarter.
2. Names of parties.
3. Reference to any entries relating to this suit, in Part II of previous quarter.
4. Brief account of the progress made during the quarter under report, with purport of defence filed, issues fixed, and of any important orders passed or steps taken.
5. If the suit is decided, the purport of decision, the amount of decree, order as to costs, by whom payable, and other details.

PART III.

Pending suits in which no material progress has been made during the quarter under report.

This Part will be in tabular form, the headings of the columns being as follows :—

1. Reference to the last entry of the suit in Parts I, II, or III.
2. Names of parties.
3. Stage at which the suit had arrived at the end of the quarter previous to that under report.
4. Explanation of want of progress in the disposal of the suit in the quarter under report.

N. B.—Where several suits are similar in their circumstances, such as suits for rent for a particular period, they need not be entered separately. It will be sufficient to enter one typical suit in detail, with a note that there are so many other similar suits pending in the same court.

HON'BLE C. T. BUCKLAND.

No. 2.

THE provision contained in section 42 of Act IV (B.C.) of 1870, that all persons employed in the management of the estate of any ward shall be deemed to be officers in the pay of Government, having been omitted from the new Court of Wards Act, IX (B.C.) of 1879, all Revenue Officers are informed that agreements or other instruments executed by employés under the Court of Wards for the due discharge of their duties, do not now come under article 12 (*b*), schedule II, of the Indian Stamp Act, 1879, which exempts from stamp duty instruments executed by officers of Government, or their sureties, to secure the due execution of an office.

No. 3.

THE following rule is added to section 2 of the Board's Excise Rules :—

14*a*.—A fee of Rs. 2 (two) should be levied for the issue of a duplicate license. The amount should be credited under the head of Miscellaneous Excise Revenue.

Erratum.

IN Board's circular order No. 4 for September 1879, substitute "Return No. XXIX" for "Return No XIX."

HON'BLE H. L. DAMPIER.

No. 4.

UNDER clause 29 of the Rules issued by Government for the lease of Waste Lands in the Sundarbans, *vide* notification of 12th November, published in the *Calcutta Gazette* of 19th November 1879, the Board hereby prescribe the appended forms for use—

I.—Register of applications as required by rule 5.
II.— Ditto of leases as required by rule 28.
III.—Form of lease under rule 5.

2. Under clause 2 of the terms of lease, the Board declare that the rates of assessment shewn in the annexed schedule shall be those subject to which the different lots of land available for lease in the Sundarbans shall be leased under these rules.

[*Government Gazette*, 25*th May* 1880.]

১০। যদি কোন ইস্যু ধার্য্য করা যায় তাহা, ও যে ত্রৈমাস সম্বন্ধে রিপোর্ট হইতেছে তন্মধ্যে অন্য কোন প্রয়োজনীয় আজ্ঞা হইয়া থাকিলে তাহা।

১১। মোকদ্দমার বিষয় লইয়া বোর্ডের সহিত চিটিপত্র চলিয়া থাকিলে তাহার উল্লেখ।

দ্বিতীয় ভাগ।

রিপোর্টের পূর্ব্ব ত্রৈমাসে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, অমুক তারিখ পর্য্যন্ত ত্রৈমাসে তাহা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে এই ভাগ লতার আকারে হইবে না। প্রত্যেক মোকদ্দমার কথা একাদিক্রমে লেখা যাইবে, এবং প্রত্যেক মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।—

১। যে ত্রৈমাসে মোকদ্দমা প্রথম ভাগে দেখা যায় তাহার নির্দ্দেশ ও উক্ত ত্রৈমাসের প্রথম ভাগে উহার যে ক্রমিক নম্বর ছিল তাহা।

২। পক্ষদের নাম।

৩। পূর্ব্ব ত্রৈমাসের দ্বিতীয় ভাগে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন কথা লেখা থাকিলে তাহার উল্লেখ।

৪। যে জবাব দাখিল, যে ইস্যু ধার্য্য ও যে প্রয়োজনীয় আজ্ঞা কৃত বা উপায় অবলম্বিত হয়, তাহার মর্ম্মসহ মোকদ্দমা রিপোর্টের ত্রৈমাসে যত দূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ।

৫। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে, নিষ্পত্তির মর্ম্ম, যত টাকার ডিক্রী, খরচা সম্বন্ধে আজ্ঞা যাহার দিতে হইবে, ও অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ।

তৃতীয় ভাগ।

যে সকল উপস্থিত মোকদ্দমা সম্বন্ধে রিপোর্টের ত্রৈমাসমধ্যে বিশেষ কোন কার্য্য হয় নাই।

এই ভাগ লতার আকারে হইবে, ঘরের শীর্ষগুলি পশ্চাল্লিখিতরূপ হইবে।

১। প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাগে মোকদ্দমার কথা শেষবার লিখিবার উল্লেখ।

২। পক্ষদের নাম।

৩। রিপোর্টের পূর্ব্ব ত্রৈমাসের শেষে মোকদ্দমা যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল।

৪। রিপোর্টের ত্রৈমাসে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে কার্য্য না হইবার কৈফিয়ত।

মন্তব্য।—কোন বিশেষ কালের খাজানার মোকদ্দমার ন্যায় নানা মোকদ্দমা সদৃশাবস্থাপন্ন হইলে, সমুদয় গুলির কথা স্বতন্ত্ররূপে লিখিবার প্রয়োজন নাই। বিস্তারিতরূপে একটি আদর্শ মোকদ্দমার কথা লিখিয়া সেই আদালতে তাদৃশ এত গুলি মোকদ্দমা উপস্থিত আছে, এই রূপ মন্তব্য কথা লিখিলেই চলিবে।

মান্যবর শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

২ নম্বর।

১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৪২ ধারায় বিধান ছিল যে, রাজানুপালিত কোন ব্যক্তির মহালের অধ্যক্ষতা কার্য্যে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক নূতন আইনে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনে এই বিধান না থাকাতে, রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারক সকলকে জানান যাইতেছে যে, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা নিয়মিতরূপে আপন২ কর্ম্ম সম্পাদনার্থ যে চুক্তিপত্র বা অন্য নিদর্শনপত্র লিখিয়া দেন, তাহা ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ২ তফসীলের ১২ (খ) প্রকরণের মধ্যে পড়ে না। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরা বা তাঁহাদের জামিনেরা নিয়মিতরূপে কোন পদের কার্য্য সম্পাদন হইবার নিমিত্ত যে নিদর্শনপত্র লিখিয়া দেন, ঐ প্রকরণে তাহা ইষ্টাম্প মাসুল হইতে মুক্ত হইয়াছে।

৩ নম্বর।

বোর্ডের আবকারী বিধির ২ পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত ধারা যোগ করিতে হইবে।—

১৪ ক। দোকর লাইসেন্স দেওয়ার নিমিত্ত ২৲ দুই টাকা ফী লওয়া যাইবে। বিবিধ আবকারী রাজস্বের ঘরে ঐ টাকা জমা দেওয়া যাইবে।

অশুদ্ধ শোধন।

১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বোর্ডের ৪ নম্বর সরক্যুলর অর্ডরে "১৯" এই অঙ্কের পরিবর্ত্তে "২৯" এই অঙ্ক দিবে।

মান্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব।

৪ নম্বর।

সুন্দর বনের পতিত ভূমির পাট্টা দিবার যে বিধি গবর্ণমেণ্ট প্রচারিত করিয়াছেন (১৮৭৯ সালের ১১ ডিসেম্বরের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত ১২ নবেম্বরের বিজ্ঞাপন দেখ), সেই বিধির ২৯ ধারামতে বোর্ড ব্যবহারের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পাঠ নির্দ্দেশ করিলেন।

১।—৫ ধারার আদেশমত প্রার্থনাপত্রের রেজিষ্টর।

২।—২৮ ধারার আদেশমত পাট্টার রেজিষ্টর।

৩।—৫ ধারামত পাট্টার পাঠ।

২। পাট্টার নিয়মের ২ দফামতে বোর্ড প্রকাশ করিতেছেন যে, এতৎ সংযুক্ত তফসীলে রাজস্ব ধার্য্য করিবার যে হার আছে, তৎক্রমে সুন্দরবনের পাট্টা দিবার যোগ্য ভূমির ভিন্ন২ লাট এই বিধিমতে পাট্টা করিয়া দেওয়া যাইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৫ মে।]

3. Further, under rule 5 of the Rules for cultivation leases of plots of waste land not exceeding 200 beeghas in extent in the Sundarbans, the Board also prescribe the following forms, of which samples are annexed:—

(A) Register of amalnamahs as required by rule 5.

(B) Ditto of leases as required by rule 5.

(C) Form of lease under rule 4.

I.

Register of applications for Leases under Rule 5 of the Sundarban Waste Land Rules.

Consecutive number of application and date.	Number of lot and name of mehal in Lieutenant Hodges' map.	Name and residence of applicant.	Number of entry in Register No. 17 under which the lands are included.	District, sub-division, and thana in which situated.	Estimated area and boundaries.	Estimated cost of—	Date of deposit of amount shewn in column 7.	Date of completion of survey or demarcation.	Date of issue of notice under section 17 of Rules.	Number and date of lease.	REMARKS.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Survey ... ... Demarcation ... ... Clearing lines ... ... Temporary boundary marks. Advertisement ... Total Rs.					

II.

Register of Leases prescribed by the Board of Revenue in accordance with Rule 28 of the Rules for the lease of Sundarban Waste Lands.

Number and date of the lease.	Number of entry in Register No. 17, under which the lands are included.	Number of lot or name of mehal in Lieutenant Hodges' map.	Name and residence of lessee.	District, sub-division, and thana in which situated.	Area in standard beeghas of 80 cubits square and in acres.	BOUNDARIES.	Date from which the rent-free period and clearing condition to be reckoned.	Area to be cleared and date on which inspection falls due.	Date on which the inspection was made.	REMARKS.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						North ... ... East ... ... South ... ... West		Area ... Date ...		

[*Government Gazette*, 25*th May* 1880.]

৩। আর, সুন্দরবনে ২০০/ বিঘার অনধিক পরিমাণের পতিত ভূমিখণ্ডের কৃষিকার্য্যার্থ পাট্টা বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে বোর্ড নিম্নলিখিত পাঠও নির্দ্দেশ করিলেন, এই সকল পাঠের আদর্শ এই সঙ্গে দেওয়া গেল।

৫ ধারার আদেশমত আমলনামার (A) রেজিষ্টর।

৫ ধারার আদেশমত পাট্টার (B) রেজিষ্টর।

৪ ধারামত পাট্টার (C) পাঠ।

১

সুন্দরবনের পতিতভূমি বিষয়ক বিধির ৫ ধারামত পাট্টার প্রার্থনাপত্রের রেজিষ্টর।

প্রার্থনাপত্রের ক্রমিক নম্বর ও তারিখ।	সেটেলমেণ্ট হজেস সাহেবের মানচিত্রে লাটের নম্বর ও মহালের নাম।	প্রার্থিকের নাম ও বাসস্থান।	১৭ নং রেজিষ্টরের যে লিখনের মধ্যে ভূমি ধরা যায় তাহার নম্বর।	যে জিলার যে মহকুমার যে থানার মধ্যে থাকে।	আনুমানিক পরিমাণ ও সীমা।	আনুমানিক ব্যয়।	৭ ঘরের লিখিত টাকা আমানত করিবার তারিখ।	জরীপ করা বা চিহ্ন দেওয়া শেষ হইবার তারিখ।	বিধির ১৭ ধারামতে নোটিস দিবার তারিখ।	পাট্টার নম্বর ও তারিখ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
						জরীপ করিবার .. চিহ্ন দিবার ... পথ পরিষ্কার ... করিবার ... সীমার চিহ্নের জন্য অল্পকাল স্থায়ি বেড়া দিবার ... ইশতিহার দিবার ... মোট ...					

২

সুন্দরবনের পতিত ভূমির পাট্টা দিবার বিধির ২৮ ধারামতে রেবিনিউ বোর্ডের নির্দ্দিষ্ট পাট্টার রেজিষ্টর।

পাট্টার নম্বর ও তারিখ।	১৭ নম্বর রেজিষ্টরের যে লিখনের মধ্যে ভূমি ধরা যায় তাহার নম্বর।	সেটেলমেণ্ট হজেস সাহেবের মানচিত্রে লাটের নম্বর বা মহালের নাম।	পাট্টাদারের নাম ও বাসস্থান।	যে জিলার যে মহকুমার যে থানার মধ্যে থাকে।	বর্গ ৮০ হাতের বিঘায় ও একরে যে পরিমাণ হয় তাহা।	সীমা।	যে তারিখ অবধি নিষ্কর কাল ও পরিষ্কার করিবার নিয়ম ধরিতে হইবে।	যে পরিমাণ পরিষ্কার করিতে হইবে ও যে তারিখে পরিদর্শন হইবার কথা।	যে তারিখে পরিদর্শন হইয়াছে।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
						উত্তর ... ... পূর্ব্ব ... ... দক্ষিণ ... ... পশ্চিম		পরিমাণ ... তারিখ ...		

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৫ মে।]

III.

Form of Lease under Rule 5 of the Rules for the lease of Waste Lands in the Sundarbans.

THIS lease is granted by the Secretary of State for India in Council to his heirs, executors, administrators, and assigns, for the term of 40 years from the day of 18 for that portion of waste land in the Sundarbans estimated to contain boeghas, described as and bounded as follows:—

On the north
On the east
On the south
On the west

The conditions of this lease are—

First.—That one-fourth of the entire area leased shall be for ever exempted from assessment as an estimated allowance for unassessable area, such as that occupied by water-courses, creeks, tanks, roads, the space required for the construction of the lessee's embankments, dams, towpaths, &c., and for irreclaimable waste land.

Second.—That the remaining three-fourths of the area leased shall be held free of assessment for ten years from the , and shall be subject thereafter to annual payment at the following rates, namely :—

From the beginning of the 11th to the end of the 15th year, annas the beegha of 1,600 square yards.

From the beginning of the 16th to the end of the 20th year, annas the beegha of 1,600 square yards.

From the beginning of the 21st to the end of the 40th year, annas the beegha of 1,600 square yards.

Third.—That one-eighth of the entire area leased, as recorded in the lease, shall be cleared, and shall be in a state fit for cultivation at the end of the fifth year reckoning from 18 ; and that at any time after the expiration of the said fifth year the Sundarbans Commissioner or other officer appointed by Government, or any person authorized by him, may enter upon the land, and cause it to be measured for the purpose of ascertaining whether this condition has been fulfilled.

Fourth.—That, on failure to comply with the above clearing condition, the lessee shall forfeit all rights in the land under the present lease, and the Government shall have the right of immediate re-entry: provided that, if the lessee shall give up the lease to the Sundarbans Commissioner or other officer appointed by Government, within one month of the date on which notice of such forfeiture shall be given to him, and shall demand a fresh lease, such fresh lease shall be given to him on the following conditions—namely, that the lessee shall forfeit all claim to continued possession of land free of assessment, and that his holding shall at once become liable to an annual payment at the lowest rate of assessment fixed in the present lease, and shall continue liable to payment at such rate for the remaining free term of the lease, and shall also be liable to a payment at a rate 20 per centum higher than that which has been fixed in the present lease for each period up to the termination of the settlement.

Fifth.—That, in the event of the lessee failing to demand such fresh lease, and to execute the corresponding agreement, the entire area comprised in the present lease shall be resumed by the Government which shall enter into possession at once, and the lessee shall forfeit all right and interest in the lands, both those which may still be uncleared and those which may have been cleared and brought into cultivation.

Sixth.—That the amount of assessment due on the land shall be paid according to the fixed instalments to the Collector of the district.

Seventh.—That all arrears of assessment due on the land shall be recoverable as arrears of revenue due on temporarily-settled estates according to any law for the time being in force.

Eighth.—That, upon or at any time after the expiration of the term of 40 years hereby granted, reckoning from , this lot shall be open to resettlement for a period of 30 years on such terms as the Government shall think fit, provided that the assessment shall not be fixed higher than the rates which would be paid by cultivating ryots in the neighbourhood for land growing the ordinary crops of the country, less 30 percentum to be

[*Government Gazette*, 25*th May* 1880.]

৩

সুন্দরবনের পতিত ভূমির পাট্টা দিবার বিধির ৫ ধারামত পাট্টার পাঠ।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি ৪০ বৎসর মিয়াদে অমুক নামে বর্ণিত নিম্নলিখিত সীমার অন্তর্গত আনুমানিক এত বিঘা পরিমিত সুন্দরবনের পতিত ভূমিখণ্ডের এই পাট্টা শ্রীঅমুককে ও তাঁহার উত্তরাধিকারি ও অছি ও ধনাধ্যক্ষ ও প্রতিনিধিদিগকে দিলেন;—

উত্তর সীমা

পূর্ব্বসীমা

দক্ষিণ সীমা

পশ্চিম সীমা

এই পাট্টার এই২ নিয়ম ;—

১।—যত ভূমির পাট্টা দেওয়া গেল তৎসমুদয়ের চারিভাগের এক ভাগ জলস্রোত, খাড়ী, পুষ্করিণী পথ, পাট্টাদারের বাঁধ প্রস্তুত করণার্থ প্রয়োজনীয় স্থান, জলবন্ধক, গুণটানিবার পথ প্রভৃতি ও অশোধনীয় পতিত ভূমি বলিয়া কর ধার্য্য হইবার অযোগ্য, ইত্যনুমানে তাহার উপর কস্মিন্ কালে কর ধার্য্য হইবে না।

২।—অবশিষ্ট তিন ভাগ অমুক তারিখ অবধি দশবৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কর ভোগ করা যাইবে, ও তাহার পর ঐ ভূমির নিম্নলিখিত হারে বার্ষিক রাজস্ব দিতে হইবে, অর্থাৎ,

১১ বৎসরের প্রারম্ভ অবধি ১৫ বৎসরের শেষপর্য্যন্ত ১৬০০ বর্গ গজ পরিমিত বিঘা প্রতি এত আনা।

১৬ বৎসরের প্রারম্ভ অবধি ২০ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ১৬০০ বর্গ গজ পরিমিত বিঘা প্রতি এত আনা।

২১ বৎসরের প্রারম্ভ অবধি ৪০ বৎসরের শেষপর্য্যন্ত ১৬০০ বর্গ গজ পরিমিত বিঘা প্রতি এত আনা।

৩।—পাট্টার লিখিত যত ভূমির পাট্টা দেওয়া গেল তৎসমুদয়ের আট ভাগের এক ভাগ, ১৮   সালের অমুক তারিখ অবধি গণনা করিয়া পঞ্চম বৎসরের শেষে পরিষ্কার ও আবাদের উপযুক্ত করিতে হইবে। উক্ত বৎসর অতীত হইবার পর কোন সময়ে সুন্দরবনের কমিশ্যনর সাহেব বা গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারক বা তাঁহার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই নিয়ম পালন হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় জানিবার জন্যে উক্ত ভূমি মাপ করাইতে পারিবেন।

৪।—ভূমি পরিষ্কার করিবার উক্ত নিয়ম পালনের ত্রুটি হইলে বর্ত্তমান পাট্টানুসারে পাট্টাদারের যে স্বত্ব ছিল তাহা রহিত হইয়া তাহাতে অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের পুনরধিকার স্বত্ব জন্মিবে। কিন্তু পাট্টাদার যে তারিখে স্বত্ব রহিত হইবার নোটিস পান সেই তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সুন্দরবনের কমিশনর সাহেবকে বা গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারককে যদি উক্ত পাট্টা ফেরৎ দিয়া নূতন পাট্টা পাইবার প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে তাঁহাকে সেই পাট্টা দেওয়া যাইবে, অর্থাৎ উক্ত ভূমিতে পাট্টাদারের নিষ্কর ভোগের সকল দাওয়া রহিত হইবে, ও প্রথম পাট্টায় অত্যল্পে যে হার ধার্য্য হইয়াছে তিনি অবিলম্বে সেই হারে রাজস্ব দিবেন, ও নিষ্কর ভোগের অবশিষ্ট কাল পর্য্যন্ত উক্ত হারে রাজস্ব দিতে থাকিবেন, ও বন্দোবস্তের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কালের নিমিত্ত প্রথম পাট্টায় যে হার ধার্য্য হইয়াছিল তাহার উপর শতকরা ২৭ টাকা অধিক হারে রাজস্ব দিবেন।

৫।—পাট্টাদার উক্ত পাট্টা লইতে ত্রুটি করিলে এবং উক্তরূপ এগ্রীমেণ্ট লিখিয়া না দিলে পাট্টায় যত ভূমি লেখা আছে গবর্ণমেণ্ট তৎ সমুদয়ই বাজেয়াপ্ত করিয়া অবিলম্বে দখল করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও যত ভূমি অপরিষ্কৃতাবস্থায় আছে ও যত ভূমি পরিষ্কৃত হইয়া আবাদ করা গিয়াছে তৎসমুদয়ে পাট্টাদারের যে স্বত্ব ও স্বার্থ ছিল তাহা রহিত হইবে।

৬।—উক্ত ভূমির যত রাজস্ব পাওনা থাকে তাহা নিরূপিত কিস্তি অনুসারে জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট দিতে হইবে।

৭।—উক্ত ভূমির যত রাজস্ব বাকী পড়ে তাহা কিয়ৎকালীন বন্দোবস্তী মহালের বাকী রাজস্ব আদায় করণার্থে যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে আদায় করা যাইবে।

৮।—অমুক তারিখ অবধি গণনা করিয়া চল্লিশ বৎসর অতীত হইলে পর গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে ত্রিশ বৎসরের নিমিত্ত লাটের পুনঃবন্দোবস্ত করা যাইবে, কিন্তু তন্নিকট ঐ ভূমির কৃষিকার রায়তেরা এদেশীয় নিয়মিত শস্যোৎপাদনের ভূমির যে হারে খাজানা দিয়া থাকে তদপেক্ষায় অধিক হারে খাজানা ধার্য্য করা যাইবে না। তাহাহইতে পাট্টাদারের দায়ের ও খাজানা আদায়ের খরচের ও তাঁহার লাভের নিমিত্ত শতকরা ত্রিশ টাকা বাদ দেওয়া যাইবে। যত ভূমির পাট্টা

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৫ মে।]

allowed to the lessee to cover the risks and cost of collection and to represent his profits; and that the above assessment shall be calculated on the entire area leased, less the one-fourth which is exempted from assessment under the first condition of this lease.

That the land shall be subject to any cesses—such as the district road cess, the public works cess, or any other—in addition to the assessment to be paid; but the liability of the land to these cesses shall be left to the discretion of the local Government after the first period of 40 years' settlement has expired.

Ninth.—That the land shall from time to time be subject to resurvey and reassessment, in accordance with the first clause of the preceding condition, after the expiration of 30 years from any resettlement.

Tenth.—That the land shall be subject to all existing rights of way and water and other easements, and to the following exceptions and reservations which were particularized in the notice of sale of this lease.

Eleventh.—That the right of using all streams and channels in any way navigable shall be reserved to the public, as also the use of a towpath not less than 25 feet in width on each side of every such stream and channel.

That no charge will be made for wood and timber standing outhe land at the time it is leased, nor for any wood which may be cut and burnt to effect clearances, or which may be used on the land. But, for wood and timber exported for sale, a duty shall be levied at such rate and in such manner as may from time to time be prescribed by Government.

Twelfth.—That, in the event of any boundary dispute arising between the lessee of this lot and the lessee of any adjoining lot already leased under the Waste Lands Lease Rules, or which may subsequently be leased, the holders of this lease shall be bound to submit such dispute to the decision of the Commissioner in the Sundarbans, or other officer empowered by Government to decide such disputes. That the decision of the Sundarbans Commissioner, or other officer abovenamed, shall be appealable to the Board of Revenue, and the decision of the Board shall be final and binding on the lessees. That the lessee shall have no claim against the Government for compensation or damages in respect of land having been included in this lease which has already been included in some previous lease; but the lessee shall be entitled to proportionate reduction of the assessment in respect of any land covered by this lease which may subsequently be discovered not to have been available for lease.

Thirteenth.—That, on being put in possession of the lot hereby leased, the lessee shall, except where the boundary runs along a river or well-defined nullah, within three months erect masonry pillars or platforms, or such other landmarks as may be required, to the satisfaction of the Sundarbans Commissioner, or other officer appointed by Government, at each point where more than two lots or patches of waste or other properties meet, and large earthen mounds at every angle and at intervals of a hundred yards of the boundary line between such masonry pillars or platforms.

Fourteenth.—That, if the lessee neglect to demarcate the lands as prescribed in the preceding condition, the Commissioner in the Sundarbans, or other officer appointed by Government, shall have the right of entry on the lands, and shall erect the land-marks hereinbefore described, and all costs incurred in that behalf, whether the actual costs of the landmarks, or the expenses incurred for clearing any jungle, or for supervision, or travelling expenses, and all charges whatsoever, shall be recovered from the lessee by the law in force for the time being for the recovery of Government demands, or the recovery of arrears of assessment of the land, as shall be decided upon by the Commissioner in the Sundarbans, or other officer appointed by Government.

Fifteenth.—That, if any land leased under this lease shall hereafter be required for any public purpose, such land, whether cultivated or uncultivated, may be resumed by Government on exempting the lessee from payment of the revenue assessed on the area required, and in the case of cultivated land by further payment of the reasonable cost of bringing the land under cultivation, and on payment of reasonable compensation for the value of any building, &c., which may stand on the lands.

Sixteenth.—That the Government reserves to itself the right to all minerals on the land, together with such rights of way and other reasonable facilities as may be requisite for working, getting, and carrying away such minerals. It also retains its proprietary right in the land, and only confers on the lessee an occupancy right, which shall be hereditary and transferable.

[*Government Gazette*, 25*th May* 1880.]

দেওয়া গেল সেই সমুদয় ভূমি হিসাব করিয়া উক্ত কর ধার্য্য হইবে, কিন্তু এই বিধির ১ প্রকরণে চারি ভাগের যে এক ভাগ কর হইতে মুক্ত হইয়াছে তাহা ত্যাগ করা যাইবে।

উক্ত ভূমির যে রাজস্ব দিতে হয় তদতিরিক্ত তাহার প্রদেশীয় পথকর ও পূর্ত্তকার্য্য নিমিত্ত কর বা অন্য কোন কর দিতে হইবে; কিন্তু বন্দোবস্তের প্রথম ৪০ বৎসর অতীত হইলে পর উক্ত কর দিবার নিমিত্ত উক্ত ভূমির উপর দায় থাকিবে কি না ইহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন থাকিবে।

৯।—পুনঃ বন্দোবস্ত করিবার সময় অবধি ত্রিশ বৎসর অতীত হইলে পর, পূর্ব্ব ধারার প্রথমপ্রকরণানুসারে সময়ে২ উক্ত ভূমির পুনর্ব্বার জরীপ করা ও তাহার পুনর্ব্বার খাজানা ধার্য্য করা যাইবে।

১০।—উক্ত ভূমি বর্ত্তমান পথ ও জল ও অন্য সকল স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্বের নিয়মাধীন থাকিবে ও এই পাট্টা বিক্রয়ের নোটিসে বিশেষ করিয়া পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট যেং বর্জ্জিত ও রক্ষিত বিষয় লিখিত হইয়াছিল তাহারও নিয়মাধীন হইবে।

১১।—নৌকাগম্য সকল জলস্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিবে ও উক্ত প্রত্যেক জলস্রোতের ও খালের উভয় পার্শ্বে ২৫ ফুটের কম না হয় এমত প্রশস্ত গুণ টানিবার পথও ব্যবহার্থে রাখা যাইবে।

ভূমির পাট্টা দিবার সময়ে উক্ত ভূমিতে যে সকল কাষ্ঠের ও বাহাদুরী কাষ্ঠের বৃক্ষ থাকে তাহার, কিম্বা উক্ত ভূমি পরিষ্কার করিবার জন্যে বা সেই ভূমিতে ব্যবহারার্থে যত কাষ্ঠ কাটা বা পোড়ান যায় তাহার খরচ লওয়া যাইবে না। কিন্তু যে সকল কাষ্ঠ বা বাহাদুরী কাষ্ঠ বিক্রয়ার্থে রফ্তানী করা যায় তাহার উপর গবর্ণমেণ্ট সময়েং যে হারে ও যেরূপে মাসুল আদায় করিবার নিয়ম করেন সেই হারে ও সেই রূপে মাসুল আদায় করা যাইবে।

১২।—এইলাটের পাট্টাদারের ও পতিত ভূমির পাট্টা দিবার বিধিমতে যাহার পাট্টা দেওয়া গিয়াছে কিম্বা পরে যাহার পাট্টা দেওয়া যায় এরূপ নিকটবর্ত্তী কোন লাটের পাট্টাদারের মধ্যে সীমা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, এই লাটের পাট্টাদারেরা সুন্দরবনের কমিশ্যনর সাহেবের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের যুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের নিকট সেই বিবাদ নিষ্পত্ত্যর্থে অর্পণ করিতে বদ্ধ হইবেন। সুন্দরবনের কমিশ্যনর সাহেবের বা উপরিলিখিত কার্য্যকারকের নিষ্পত্তির উপর রেবিনিউ বোর্ডে আপীল হইতে পারিবে, এবং বোর্ডের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে ও পাট্টাদারেরা তৎপালনে বদ্ধ হইবেন। পূর্ব্ব কোন পাট্টায় যে ভূমি ধরা গিয়াছে এই বিধিমতে কোন পাট্টাদারের পাট্টার মধ্যে সেই ভূমি ধরা গেলে তিনি তন্নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষতিকি ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহার পাট্টায় যত ভূমি লেখা থাকে পাট্টা দিবার নিমিত্ত তত ভূমি পাওয়া যায় না পরে প্রকাশ হইলে, তিনি হারাহারিমতে সেই ভূমির খাজানা কম কমাইয়া লইবার স্বত্ববান হইবেন।

১৩।—এতদ্দ্বারা যে লাটের পাট্টা দেওয়া গেল সেই লাট দখল দেওয়া গেলে, যে স্থলে নদীর বা উক্তমরূপে নির্দ্দিষ্ট নালার সঙ্গেং সীমা চলে তদ্ভিন্ন অন্য স্থলে পাট্টাদার দুই লাট বা পতিত ভূমির যোড়ের স্থলে বা অন্য সম্পত্তি যে স্থলে মিলে তথায় তিন মাসের মধ্যে পাকা স্তম্ভ কি রোয়াক কিম্বা ভূমির অন্য যে চিহ্ন দিবার আদেশ হয় তাহা সুন্দর বনের কমিশ্যনর সাহেবের বা গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারকের সন্তোষ জনকরূপে গাঁথাইয়া দিবেন, এবং প্রত্যেক কোণে ঐ উক্ত পাকা স্তম্ভের বা রোয়াকের মধ্যবর্ত্তি সীমার রেখার এক এক শত গজ অন্তর মাটীর গড় তিনি করিয়া দিবেন।

১৪।—পাট্টাদার পূর্ব্ব ধারামতে ভূমির চিহ্ন দিতে শৈথিল্য করিলে, সুন্দরবনের কমিশ্যনর সাহেবের বা গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত অন্যকার্য্যকারকের সেই ভূমিতে প্রবেশ করিবার স্বত্ব থাকিবে ও পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমতে তিনি ভূমির চিহ্ন প্রস্তুত করাইয়া দিবেন, তাহাতে যে খরচ হয় অর্থাৎ ভূমির চিহ্ন দিবার প্রকৃত খরচ ও জঙ্গল পরিষ্কার করিবার খরচ বা তত্ত্বাবধারণের বা গমনাগমনের খরচ ও অন্য যে সকল খরচ হয় গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য আদায় বা ভূমির রাজস্ব আদায় করণপক্ষে যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তদনুসারে সুন্দরবনের কমিশনর সাহেবের বা গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারকের নিষ্পত্ত্যনুসারে তাহা পাট্টাদারের স্থানে আদায় করা যাইবে।

১৫।—এই পাট্টাক্রমে কোন ভূমির পাট্টা দেওয়া গেলে পর সেই ভূমি রাজকার্য্যের নিমিত্ত পরে গ্রহণ করা আবশ্যক হইলে তাহা কর্ষিত হউক বা না হউক যত ভূমির প্রয়োজন পাট্টাদারকে তত ভূমির অবধারিত রাজস্ব দান হইতে মুক্ত করিয়া ও তাহা কর্ষিত ভূমি হইলে আবাদ করিবার যুক্তি সঙ্গত যে খরচ হইয়াছে তাহা দিয়া ও সেই ভূমির উপর যে গৃহাদি থাকে তাহার মূল্যের নিমিত্তে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট সেই ভূমি পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৬।—উক্ত ভূমির ধাতু প্রভৃতি খনির উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিবে, তদ্ভিন্ন সেই ধাতু প্রভৃতি তুলিবার ও পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথ স্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তিসঙ্গত অন্য যে সুবিধা করা আবশ্যক, তাহা করিতে হইবে। উক্ত ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের মালিকী স্বত্বও থাকিবে, ও পাট্টাদারকে কেবল দখলী স্বত্ব দেওয়া যাইবে; সেই স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক ও হস্তান্তর যোগ্য হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২১ মে।]

Schedule of Rates of Assessment for grants of Sundarban Waste Land (referred to in paragraph 2 of the Circular Order).

In accordance with clause 2 of the terms of lease annexed to the Rules for the lease of waste lands in the Sundarbans, issued by Government on the 1st May 1879.

Tract I.—24-Pergunnahs, west of the Kalindi River.

Number of lot according to Mr. Ellison's map of the Sundarbans.	Estimated area in standard beeghas of 80 cubits square.	LOCALITY.		RATE OF ASSESSMENT PER BEEGHA OF 80 CUBITS SQUARE.		
		Thana.	Sub-division.	From 11th to 15th year.	From 16th to 20th year.	From 21st to 40th year
Saugor Island (a portion) ..	185,674	Sultanpore ...	Diamond Harbour ...	2 annas ...	4 annas ...	8 annas
11	8,200	Ditto	Ditto	1½ annas ...	3 annas ..	6 annas.
15	12,800	Ditto ..	Ditto			
67 (south portion).	9,654	Hassanabad ..	Busirhat	2 annas ...	4 annas ...	8 annas.
87	2,200	Ditto	Ditto			
90	11,700	Ditto	Ditto			
110	31,000	Sultanpore ...	Diamond Harbour ...	1 anna ..	2 annas ...	4 annas.
111	60,000	Ditto	Ditto			
112	2,900	Mathurapur ...	Ditto			
113	26,000	Ditto	Ditto			
114	62,000	Ditto	Ditto			
116	33,000	Ditto	Ditto			
117	29,000	Joynagar ...	Barripur			
118	17,000	Ditto	Ditto			
119	31,000	Ditto	Ditto			
120	19,000	Ditto	Ditto			
121	11,000	Ditto	Ditto			
122	48,000	Ditto	Ditto			
123	27,000	Ditto	Ditto			
124	19,000	Hassanabad ...	Basirhat			
125	26,000	Ditto	Ditto			
126	26,000	Ditto	Ditto			
127	38,000	Ditto	Ditto			
128 (reserved portion).	8,000	Ditto	Ditto			
128 (south portion).	29,000	Ditto	Ditto			
132 (a portion).	42,969	Ditto	Ditto			
135	28,000	Ditto	Ditto			
138	17,000	Ditto	Ditto			
139	29,000	Ditto	Ditto			
140	18,000	Ditto	Ditto			
141	22,000	Ditto	Ditto			
142	22,000	Ditto	Ditto			
143	10,000	Ditto	Ditto			
144	36,000	Ditto	Ditto			
145	15,000	Ditto	Ditto			
146	47,000	Ditto	Ditto			
147	28,000	Ditto	Ditto			
148	41,000	Ditto	Ditto			
149	15,000	Ditto	Ditto			
150	33,000	Ditto	Ditto			
151	15,000	Ditto	Ditto			
152	42,000	Ditto	Ditto			
153	29,000	Ditto	Ditto			
154	38,000	Ditto	Ditto			
155	76,000	Ditto	Ditto			
156	30,000	Ditto	Ditto			
157	27,000	Ditto	Ditto			
158	33,000	Ditto	Ditto			
159	26,000	Ditto	Ditto			
160	44,000	Ditto	Ditto			
162	66,000	Ditto	Ditto			
163 (a portion).	17,000	Ditto	Ditto			

(সরকুলর অর্ডরের ২ পদের উল্লিখিত) সুন্দরবনে যে পতিত ভূমি প্রদত্ত হয় তাহার রাজস্বের হার ধার্য্য করিবার তকসীল।

১৮৭৯ সালের ১ মে তারিখে গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত সুন্দরবনের পতিত ভূমির পাট্টা দেওনার্থ বিধি-সংযুক্ত পাট্টার নিয়মের ২ ধারাক্রমে।

প্রথম ভূখণ্ড, ২৪ পরগনা, কালিন্দী নদীর পশ্চিম।

এলিসন সাহেবের সুন্দর বনের মানচিত্রানুসারে লাটের নম্বর।	আনুমানিক পরিমাণ বর্গ ৮০ হাতের যত বিঘা।	স্থান।		বর্গ ৮০ হাতের বিঘা প্রতি ধার্য্য রাজস্বের হার।		
		থানা।	মহকুমা।	১১ অবধি ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত।	১৬ অবধি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত।	২১ অবধি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত।
সাগরদ্বীপ (একাংশ)	১৩৫,৬৭৪	সুলতানপুর	কলাগাছী	৵	।০	।।০
১১	৮,২০০	ঐ	ঐ			
১৫	১২,৮০০	ঐ	ঐ	৴১০	৶০	।৶০
৬৭ (দক্ষিণাংশ)	৯,৬৫৪	হাসনাবাদ	বশিরহাট	৶০	।০	।।০
৮৭	২.২০০	ঐ	ঐ			
৯০	১১,৭০০	ঐ	ঐ			
১১০	৩১,০০০	সুলতানপুর	কলাগাছী			
১১১	৬০.০০০	ঐ	ঐ			
১১২	২,৯০০	মথুরাপুর	ঐ			
১১৩	২৬,০০০	ঐ	ঐ			
১১৪	৬২,০০০	ঐ	ঐ			
১১৬	৩৩,০০০	ঐ	ঐ			
১১৭	২৯,০০০	জয়নগর	বারুইপুর			
১১৮	১৭,০০০	ঐ	ঐ			
১১৯	৩১,০০০	ঐ	ঐ			
১২০	১৯.০০০	ঐ	ঐ			
১২১	১১,০০০	ঐ	ঐ			
১২২	৪৮,০০০	ঐ	ঐ			
১২৩	২৭,০০০	ঐ	ঐ			
১২৪	১৯,০০০	হাসনাবাদ	বশিরহাট			
১২৫	২৬,০০০	ঐ	ঐ			
১২৬	২৬,০০০	ঐ	ঐ			
১২৭	৩৮,০০০	ঐ	ঐ			
১২৮ (রক্ষিত অংশ)	৮,০০০	ঐ	ঐ			
১২৮ (দক্ষিণাংশ)	১৯,০০০	ঐ	ঐ			
১৩২ (একাংশ)	৪২,৯৬৯	ঐ	ঐ			
১৩৫	২৮,০০০	ঐ	ঐ	৴০	৶০	।০
১৩৮	১৭,০০০	ঐ	ঐ			
১৩৯	২৯,০০০	ঐ	ঐ			
১৪০	১৮,০০০	ঐ	ঐ			
১৪১	২২,০০০	ঐ	ঐ			
১৪২	২২.০০০	ঐ	ঐ			
১৪৩	১০,০০০	ঐ	ঐ			
১৪৪	৩৬,০০০	ঐ	ঐ			
১৪৫	১৫.০০০	ঐ	ঐ			
১৪৬	৪৭.০০০	ঐ	ঐ			
১৪৭	২৮.০০০	ঐ	ঐ			
১৪৮	৪১.০০০	ঐ	ঐ			
১৪৯	১৫ ০০০	ঐ	ঐ			
১৫০	৩৩,০০০	ঐ	ঐ			
১৫১	১৫,০০০	ঐ	ঐ			
১৫২	৪২,০০০	ঐ	ঐ			
১৫৩	২৯,০০০	ঐ	ঐ			
১৫৪	৩৮,০০০	ঐ	ঐ			
১৫৫	৭৬,০০০	ঐ	ঐ			
১৫৬	৩০,০০০	ঐ	ঐ			
১৫৭	২৭,০০০	ঐ	ঐ			
১৫৮	৩৩,০০০	ঐ	ঐ			
১৫৯	২৬,০০০	ঐ	ঐ			
১৬০	৪৪,০০০	ঐ	ঐ			
১৬২	৬৬.০০০	ঐ	ঐ			
১৬৩ (একাংশ)	১৭,০০০					

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৫ মে।]

TRACTS.

Tract II.—24-Pergunnahs, east of the Kalindi River.
Tract III.—Jessore.

Number of lot according to Mr. Ellison's map of the Sundarbans.	Estimated area in standard beeghas of 80 cubits square.	LOCALITY.		RATE PER BEEGHA OF 80 CUBITS SQUARE.		
		Thana.	Sub-division.	From 11th to 15th year.	From 16th to 20th year.	From 21st to 40th year.
		24-Pergunnahs.				
165 (a portion)	46,451	Kaligunge ...	Satkhira ...	1 anna ...	2 annas ...	4 annas.
		Jessore.				
Lot 222 (a portion)	10,000	Paikgacha ...	Khulna	1 anna ...	2 annas ...	4 annas.
Lot 223 (a portion)	885	Ditto	Ditto			
Lot 225	35,000	Ditto	Ditto			

Tract IV.—Backergunge.

Name of chuck according to Mr. Ellison's map of the Sundarbans.	Area in standard beeghas of 80 cubits square.	LOCALITY.		RATE PER BEEGHA OF 80 CUBITS SQUARE.		
		Thana.	Sub-division.	From 11th to 15th year.	From 16th to 20th year.	From 21st to 40th year
Nultona	24,987	Gulsakhali	Patuakhali	3 annas ...	5 annas ...	9 annas.
Barobogi	33,363	Ditto	Ditto			
Sonatola (a portion)	*24,617	Ditto	Ditto	2 annas ...	4 annas ...	6 annas.

A.

Register of Amalnamahs in accordance with Rule 5 of the Rules for cultivation leases of Sundarbans Waste Lands.

Number and date of amalnamah	Name and residence of person to whom granted	Number of entry in Register No. 17, under which the lands are included.	Number of lot or name of mehal in Lieutenant Hodges' map.	District, sub-division, and thana in which situated.	Estimated area and boundaries.	Date before which the land is to be brought into cultivation.	Number and date of lease subsequently given.	Actual area included in the lease.	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ভূখণ্ড।
দ্বিতীয় ভূখণ্ড, ২৪ পরগনা, কালিন্দীনদীর পূর্ব্ব।
তৃতীয় ভূখণ্ড, যশোহর।

এলিসন সাহেবের সুন্দরবনের মানচিত্রানুসারে লাটের নম্বর।	আনুমানিকপরিমাণ বর্গ ৮০ হাতের যত বিঘা।	স্থান।		বর্গ ৮০ হাতের বিঘা প্রতি ধার্য্য রাজস্বের হার।		
		থানা।	মহকুমা।	১১ অবধি ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত।	১৬ অবধি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত।	২১ অবধি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত।
২৪ পরগনা।						
১৬৫ (একাংশ)।	৪৬,৪৫১	কালীগঞ্জ।	সাতক্ষীরা।	/০	৶০	।০
যশোহর।						
লাট ২২২ (একাংশ)	১০,০০০	পাইকগাছা	খুলনা	/০	৶০	।০
লাট ২২৩ (একাংশ)	৮৮৫	ঐ	ঐ			
লাট ২২৫	৩৫,০০০	ঐ	ঐ			

চতুর্থ ভূখণ্ড।—বাখরগঞ্জ।

এলিসন সাহেবের সুন্দরবনের মানচিত্রানুসারে চকের নাম।	পরিমাণ বর্গ ৮০ হাতের যত বিঘা।	স্থান		বর্গ ৮০ হাতের বিঘা প্রতি ধার্য্য রাজস্বের হার।		
		থানা।	মহকুমা।	১১ অবধি ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত।	১৬ অবধি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত।	২১ অবধি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত।
নলটোনা	২৪,৯৮৭	গুলসাখালি	পটুয়াখালি	৶০	।/০	॥/০
বড়গঙ্গী	৩৩,৩৬৩	ঐ	ঐ			
সোণাতলা ... ... (একাংশ)।	১৪,৬১৭	ঐ	ঐ	৶০	।০	।৶০

A

সুন্দরবনের পতিত ভূমির কৃষিকার্য্যার্থ পাট্টা দিবার বিধির ৫ ধারামত আমলনামার রেজিষ্টর।

আমলনামার নম্বর ও তারিখ।	যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার নাম ও বাসস্থান।	১৭ নং রেজিষ্টরের যে লিখন মধ্যে ভূমি ধরা যায় তাহার নম্বর।	লেপ্টেনেণ্ট হজেস সাহেবের মানচিত্রে লাটের নম্বর বা মহালের নাম।	যে জিলার যে মহকুমার যে থানার মধ্যে থাকে।	আনুমানিক পরিমাণ ও সীমা।	যে তারিখের পূর্ব্বে ভূমি আবাদ করিয়া ফেলিতে হইবে।	পরে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহার নম্বর ও তারিখ।	পাট্টায় বাস্তবিক যে পরিমাণ ভূমি ধরা যায়।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৫ মে।]

B.

Register of cultivation leases in accordance with Rule 5 of the Rules for cultivation leases of Sundarbans Waste Lands.

Number and date of the lease.	Number of entry in Register No. 17, under which the lands are included.	Number of lot or name of mehal in Lieutenant Hodges' map.	Name and residence of lessee.	District, sub-division, and thana in which situated.	Area in standard beeghas of 80 cubits square.	BOUNDARIES.	Date from which rent-free period to be reckoned.	Area of unreclaimed land included in the lease.	Dates when periodical inspections of area in column 9 fall due.	Dates of actual inspection and cultivated area disclosed.	REMARKS.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Date Area	

C.

Form of Cultivation Lease under Rule 4 of the Rules for cultivation leases of Waste Lands in the Sundarbans.

THIS cultivation lease is granted by the Secretary of State for India in Council to , his heirs, executors, and assigns, for that portion of cultivated land in the Sundarbans estimated to contain beeghas of 1,600 square yards, described as and bounded as follows :—

On the north

On the east

On the south

On the west

It also includes an estimated area of beeghas of unreclaimed land situated as follows—

The conditions of this cultivation lease are—

First.—That the land shall be held free of assessment for two years from the date of the lease.

Second.—That from the beginning of the third year to the end of the thirtieth year the lessee shall pay rents at the following annual rates, namely—

From the beginning of the third year to the end of the year Rs. , being at the rate of annas the beegha on the cultivated area specified above.

From the beginning of the year to the end of the year Rs. , being at the rate of annas the beegha on the said area.

Third.—That, in addition to the unreclaimed land aforementioned, the lessee shall be at liberty to bring under cultivation any quantity of land adjoining his holding which he may find *bonâ fide* unoccupied.

Fourth.—That the lessee's holding shall be liable to measurement at the expiration of the fifth year from and again from time to time at the expiration of not less than five years from the date of the previous measurement, and that on each occasion all land found to be in his possession under cultivation in excess of the area originally assessed under the lease shall be assessed, but at no higher rates than the highest rate specified above in the second condition of this lease.

[*Government Gazette*, 25*th May* 1880.]

B

সুন্দর বনের পতিত ভূমির কৃষিকার্য্যার্থ প্যাট্টা দিবার বিধির ৫ ধারামত কৃষিকার্য্যার্থ পাট্টার রেজিষ্টর।

পাট্টার নম্বর ও তারিখ।	১৭নং রেজিষ্টরের যে লিখনের মধ্যে ভূমি ধরা যায়, তাহার নম্বর।	সেটেলমেন্ট হক্কোন সাহেবের মানচিত্রে যে নম্বর বা মহালের নাম।	পাট্টাদারের নাম ও বাসস্থান	যে জিলার যে মহকুমার যে থানার মধ্যে আছে।	পরিমাণ বর্গ ৮০ হাতের কত বিঘা।	সীমা।	যে তারিখ অবধি নিষ্কর কাল গণনা করিতে হইবে	পাট্টার মধ্যে কত পতিত ভূমি ধরা যায়।	৫ বৎসরের মধ্যে কত ভূমি ও কত তাহার নির্দ্দিষ্ট কাল-অন্তর পরিদর্শন যে তারিখে করিতে হইবে।	বাস্তবিক যে তারিখে পরিদর্শন করা যায় ও কত আবাদি ভূমি দেখা যায়।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
										তারিখ পরিমাণ	

C

সুন্দরবনে পতিত ভূমির কৃষিকার্য্যার্থ পাট্টা বিষয়ক বিধির ৪ ধারামত কৃষিকার্য্যার্থ পাট্টার পাঠ।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব অমুকনামে বর্ণিত নিম্নলিখিত সীমার অন্তর্গত ১৬০০ বর্গ গজের বিঘার আনুমানিক এত বিঘা পরিমিত সুন্দরবনের কর্ষিত ভূমিখণ্ডে এই কৃষি কার্য্যার্থ পাট্টা শ্রীঅমুককে ও তাঁহার উত্তরাধিকারি ও অছি ও ধনাধ্যক্ষ ও প্রতিনিধি দিগকে দিলেন :—

উত্তর সীমা
পূর্ব্ব সীমা
দক্ষিণ সীমা
পশ্চিম সীমা

এই পাট্টার মধ্যে আনুমানিক এত বিঘা পরিমিত পতিত ভূমি ধরা গিয়াছে, ঐ ভূমির অবস্থান এইরূপ।—

এই কৃষিকার্য্যার্থ পাট্টার এই২ নিয়ম।—

১।—পাট্টার তারিখ অবধি দুই বৎসর ভূমি নিষ্কর ভোগ হইবে।

২।—পাট্টাদার তৃতীয় বৎসরের আরম্ভ অবধি ত্রিংশৎ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত, নিম্নলিখিত বার্ষিক হারে খাজানা দিবেন, অর্থাৎ

তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভ অবধি অমুক বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত উপরিনির্দ্দিষ্ট কর্ষিত ভূমির উপর বিঘা-প্রতি এত আনা হিসাবে এত টাকা।

অমুক বৎসরের প্রারম্ভ অবধি অমুক বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত ভূমির উপর বিঘা প্রতি এত আনা হিসাবে এত টাকা।

৩।— উক্ত পতিত ভূমির অতিরিক্ত পাট্টাদার আপন যোতের লাগাও যত ভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারও দখলে নাই দেখিতে পান সেই সমস্ত ভূমি তিনি আবাদ করিতে পারিবেন।

৪।— পাট্টাদারের যোত অমুক তারিখ অবধি পঞ্চম বৎসর অতীত হইলে পর পরিমাপণের যোগ্য হইবে ও পূর্ব্ব পরিমাপণের তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর অতীত না হইলে সময়ে২ পুনর্ব্বার মাপ করা যাইবে না। পাট্টা অনুসারে প্রথম যত ভূমির উপর কর ধার্য্য হইয়াছে একং বার মাপ করিয়া তদপেক্ষা অধিক যত ভূমি তাঁহার দখলে আছে দেখা যায় তাহার উপর কর ধার্য্য করা যাইবে, কিন্তু এই পাট্টার দ্বিতীয় নিয়মমতে ভূমির উপর যে হারে করধার্য্য করা গিয়াছে তদপেক্ষা অধিক হারে কর ধার্য্য করা যাইবে না।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮০। ২৫ মে।]

Fifth.—That at the end of the thirtieth year, and so on, at the end of every period of 30 years, the lessee shall be entitled to a fresh lease for a further period of 30 years, the rates of rent being similarly fixed on all lands which may then be found to be in his possession under cultivation, at such rates as are paid in the neighbourhood for similar lands by the ryots of grantees and landholders.

Sixth.—The Government retains its proprietary right in the land, but the tenure hereby leased shall be heritable and transferable: provided that notice of every transfer shall be given to the Sundarbans Commissioner, or other officer appointed by Government, within one month of its occurrence: provided, however, that no holding shall be divided without the permission of the Sundarbans Commissioner or other officer appointed by Government.

Seventh.—That the Government reserves to itself the right to all minerals on the land, together with such rights of way and other reasonable facilities as may be requisite for working, getting, and carrying away such minerals.

No. 5.

THE submission of Return No. XXXII having been discontinued, the following corrections should be made in the list of periodical returns at pages 300 and 301 of volume I of the Board's Rules, new edition.

Under the head of yearly returns to be furnished by all District Officers in page 300, strike out "Return XXXII—Abstract of wards and attached estates management returns. (From the district of Chota Nagpore only.)"

The same correction should be made under the head of yearly returns to be forwarded by Commissioners to the Board, in page 301.

No. 6.

BY clause *k*, rule 15, Section V of the Rules for the guidance of officers in the administration of wards' and attached estates, Collectors are required to state in their annual reports the arrangements made for the support, care, and education of the wards, and to notice briefly their well-being or otherwise, physical, intellectual, and moral. It is the practice of most Commissioners to give this personal account for each ward separately in connection with his estate. The Board, however, have found it necessary to direct that closer attention be paid to the personal education and progress of wards individually; and it seems probable that this object would be furthered, if, for the purposes of the Board's annual review, the personal circumstances of each individual ward were brought under view together, and not scattered among the remarks on the management of their properties.

2. The Board therefore direct that Commissioners will review fully the personal education and progress of each of the male minors in their divisions in a separate section of their reports, devoted to that subject. It should be stated under whose care each ward is placed; the arrangements made for his education; and the character of it; when and by whom his progress and acquirements were last tested, and with what result; and how his acquirements stand as compared with the average of boys of his age who are educated at sudder station schools.

No. 7.

CLAUSE 18, section II, Chapter III, page 84 of the Board's Rules (new edition), has been modified thus:—

18. At the same time a certificate of sale in the form annexed should be delivered to the purchaser on stamped paper under Article 16, Schedule I, Indian Stamp Act I of 1879, and an engagement in the form given below should be taken from the purchaser on stamped paper, under Article 39 (*d*), Schedule I of the same Act. Under section 29,C and (*g*) of the Act, the cost of the stamp for both instruments must be borne by the purchaser.

[*Government Gazette*, 25*th May* 1880.]

৫ ।— ত্রিংশৎ বৎসরের শেষে ও তদনুক্রমিক ত্রিশং বৎসরান্তে পাট্টাদার আর ত্রিশ বৎসরের নূতন পাট্টা পাইবার স্বত্ববান হইবেন । নিকটবর্ত্তী ভূমি প্রাপ্ত ব্যক্তি ও অন্যাধিকারিদিগকে রায়তের, তদ্রূপ ভূমির নিমিত্ত যে হারে খাজানা দিয়া থাকেন তৎকালে তাঁহার দখলে আবাদী যত ভূমি আছে দেখা যায় তৎসমুদয়ের উপর সেই হারে কর ধার্য্য করা যাইবে ।

৬ ।—উক্ত ভূমিতে গবর্নমেন্টের মালিকী স্বত্ব রহিল, কিন্তু এতদ্দ্বারা যে ভূসম্পর্কের পাট্টা দেওয়া যাইতেছে তাহা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য হইবে, পরন্তু হস্তান্তর করা গেলে এক মাসের মধ্যে সুন্দরবনের কমিশ্যনর সাহেবকে বা গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারককে তাহার নোটিস দিতে হইবে । কিন্তু সুন্দরবনের কমিশ্যনর সাহেবের অথবা গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারকের অনুমতি বিনা কোন যোত বিভাগ করা যাইবে না ।

৭ ।—উক্ত ভূমির ধাতু প্রভৃতি খনির উপর গবর্নমেন্টের স্বত্ব থাকিবে, তদ্ভিন্ন সেই ধাতু প্রভৃতি তুলিবার ও পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথ স্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তি সঙ্গত অন্য যে সুবিধা করা আবশ্যক, তাহা করিতে হইবে ।

---

৫ নম্বর ।

৩২ নং রিটর্ন পাঠান বন্ধ হওয়াতে, বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ১ বালামের ৩০০ ও ৩০১ পৃষ্ঠায় সাময়িক রিটর্ণের যে ফর্দ্দ আছে তাহাতে নিম্নলিখিত সংশোধন গুলি করিতে হইবে ।

জেলার কর্ত্তৃপক্ষদের যে সাংবৎসরিক রিটর্ন দিতে হইবে, এই শিরোভাগের নিম্নে ৩০০ পৃষ্ঠায় "৩২ নং রিটর্ন—রাজানুপালিত ও ক্রোকক্বত মহালের কার্য্যাধ্যক্ষতার রিটর্ণের চুম্বক (কেবল ছোট নাগপুর জিলাহইতে) " এই ২ কথা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে ।

কমিশ্যনর সাহেবদের বোর্ডে যে সকল বার্ষিক রিটর্ন পাঠাইতে হইবে, এই শিরোভাগের নিম্নে ৩০১ পৃষ্ঠায় ঐ প্রকার সংশোধন করিতে হইবে ।

---

৬ নম্বর !

রাজানুপালিত ও ক্রোকক্বত মহালের কার্য্য নির্ব্বাহে নিযুক্ত কার্য্যকারকদের উপদেশার্থ বিধির ৫ পরিচ্ছেদের ১৫ ধারার (ট) প্রকরণক্রমে, কালেক্টর সাহেবদের প্রতি আদেশ আছে যে তাঁহারা রাজানুপালিত ব্যক্তির ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা নিমিত্ত যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা আপনং বার্ষিক রিপোর্টে লিখিবেন ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক কুশলের বা অকুশলের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিবেন । অধিকাংশ কমিশ্যনর সাহেবেরা প্রত্যেক রাজানুপালিত ব্যক্তির মহালের সঙ্গে তাহার নিজের এই বিবরণ স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া থাকেন যাহা হউক, রাজানুপালিত ব্যক্তির নিজের শিক্ষা ও উন্নতির প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া যায়, বোর্ড এরূপ আজ্ঞা করা আবশ্যক দেখিতে পাইয়াছেন, এবং বোর্ডের বার্ষিক সমালোচনা নিমিত্ত যদি সমুদয় রাজানুপালিত ব্যক্তির নিজের অবস্থা সম্বন্ধীয় কথা তাহাদের সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতার মন্তব্য মধ্যে ছড়াইয়া না রাখিয়া একত্র আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির অধিকতর সম্ভাবনা বোধ হয় ।

২ । এই নিমিত্ত বোর্ড আদেশ করিতেছেন যে, কমিশ্যনর সাহেবেরা আপনং খণ্ডস্থ অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের শিক্ষা ও উন্নতির কথা আপনাদের রিপোর্টের উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় একটী স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণরূপে সমালোচনা করিবেন । কোন্ রাজানুপালিত ব্যক্তি কাহার রক্ষণাবেক্ষণাধীনে আছে ; তাহার শিক্ষার কি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ; শিক্ষার কি ভাব ; কখন্ ও কাহার দ্বারা তাহার উন্নতির ও বিদ্যার শেষ পরীক্ষা করা হইয়াছে, ও তাহাতে কি ফল দৃষ্ট হয়, এবং সদর মোকামের বিদ্যালয়ে সচরাচর তাহার সমবয়স্ক যে বালকেরা লেখাপড়া করে, তাহাদের সহিত তুলনায় তাহার কিরূপ বিদ্যা হইয়াছে দেখা যায় ; এইং কথা লিখিতে হইবে ।

৭ নম্বর ।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ৮৪ পৃষ্ঠায় ৩ অধ্যায়ের ২ পরিচ্ছেদের ১৮ ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নলিখিতরূপ করা গিয়াছে ।—

১৮ । সেই সময়েই ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ১ তফসীলের ১৬ প্রকরণমত ইষ্টাম্প কাগজে এতৎ সংযুক্ত পাঠে বিক্রয়ের সার্টিফিকেট লিখিয়া ক্রেতাকে দিতে হইবে, এবং উক্ত আইনের ১ তফসীলের ৩৯ (খ) প্রকরণমত ইষ্টাম্প কাগজে ক্রেতার স্থানে নিম্নলিখিত পাঠে একরার লইতে হইবে । উক্ত আইনের ২৯ ধারার গ ও ঙ প্রকরণমতে উভয় নিদর্শন পত্রের ইষ্টাম্পের মূল্য ক্রেতার দিতে হইবে ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮০ । ২৫ মে ।]

Form of Certificate of sale referred to in Rule 18.

I Collector of the district of , do hereby certify that the proprietary right of Government to the estate , No. on the revenue roll of the district of , consisting of an area of beegahs , equal to acres , and bearing a net annual revenue of Rs. , has been purchased by , resident of mouzah , pergunnah , zillah , for Rs. at the public sale held by me on the under orders of the Board of Revenue, No. , dated .

2. The purchaser has acquired the proprietary right subject to the revenue fixed in perpetuity.

3. The sale is subject to existing leases and to the rights conferred by the settlement proceedings and by the laws in force; and the purchaser is bound to respect the rights of cultivators who have signed the schedule of assessment prepared by the revenue authorities.

Form of engagement referred to in Rule 18 (*as at present*).

2. The following *N.B.* should be added to clause 6 of the form of engagement at page 85:—

N.B.—Clause 6, about putwaries, should be omitted in the case of Government estates sold in the districts of Bengal and Orissa.

HON'BLE C. T. BUCKLAND.

No. 8.

THE form of Return No. XXIX has been revised with reference to the classification of charges adopted in the Account Department. District Officers are requested to indent on the Superintendent of Stationery for the revised form, and to use it in submitting the figures for 1879-80 and future years.

No. 9.

DISTRICT OFFICERS are informed that a revised form of Return No. XXII is now passing through the press, and that they are required to adopt this form in submitting their return for the current quarter.

No. 10.

WHEN a Collector is unable to decide on the genuineness of a stamp brought before him, he should send it through the Superintendent of Stamps to the Board. The Superintendent will offer his opinion on the stamp in submitting it to the Board.

[*Government Gazette, 25th May* 1880.]

১৮ ধারায় উল্লিখিত বিক্রয়ের সর্টিফিকেটের পাঠ।

অমুক জিলার কালেক্টর আমি শ্রীঅমুক এতদ্দ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে রেবিনিউ বোর্ডের অমুক তারিখের ... নং আজ্ঞাক্রমে আমি অমুক তারিখে যে প্রকাশ্য নীলাম করি তাহাতে অমুক জিলার অমুক পরগনার অমুক মৌজা নিবাসী শ্রীঅমুক, এত টাকা মুল্যে অমুক জিলার তৌজীভুক্ত এত নং মহাল সংক্রান্ত গবর্ণমেন্টের মালিকী স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত মহালে এত বিঘা অর্থাৎ এত একর জমী আছে ও উহার নিট বার্ষিক রাজস্ব এত টাকা।

২। চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের রাজস্ব দিবেন এই নিয়মে উক্ত ক্রেতা মালিকী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। এক্ষণে যে সকল পাট্টা চলিত আছে এবং বন্দোবস্তী কার্য্য ও প্রচলিত আইন ক্রমে যে সকল স্বত্ব অর্পিত হইয়াছে এই বিক্রয় কার্য্য তৎসমুদয়ের নিয়মাধীন থাকিল; এবং রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্তৃপক্ষদের প্রস্তুত করা রাজস্বের তকসীলে যে কৃষকেরা স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদের স্বত্ব মান্য করিতে আবদ্ধ রহিলেন।

১৮ ধারায় উল্লিখিত একরারের পাঠ (এক্ষণে যেরূপ আছে সেইরূপই থাকিবে।)

১।৮৫ পৃষ্ঠায় একরারের যে পাঠ আছে তাহার ৬ দফায় নিম্নলিখিত মন্তব্য যোগ করিতে হইবে।—

মন্তব্য। গবর্ণমেন্টের যে২ মহাল বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা প্রদেশে বিক্রয় করা যায়, তৎ সম্বন্ধে পাটওয়ারি সংক্রান্ত ৬ দফা উঠাইয়া দিতে হইবে।

মান্যবর শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

---

৮ নম্বর।

হিসাব সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে খরচের যে শ্রেণীবিভাগ অবলম্বিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে ২৯ নং রিটর্ণের পাঠ সংশোধন করা গিয়াছে। জিলার কর্তৃপক্ষদিগকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা সংশোধিত পাঠ ষ্টেশনরী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট চাহিয়া পাঠাইবেন, এবং ১৮৭৯—৮০ ও পরবর্ত্তি অন্যান্য সালের অঙ্ক পাঠাইবার সময় উক্ত পাঠ ব্যবহার করিবেন।

৯ নম্বর।

জিলার কর্তৃপক্ষদিগকে জানান যাইতেছে যে, ২২ নং রিটর্ণের সংশোধিত পাঠ এক্ষণে মুদ্রিত হইতেছে, এবং চলিত ত্রৈমাসের রিটর্ণ দিবার সময় তাঁহারা এই পাঠ অবলম্বন করিবেন তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ হইল।

১০ নম্বর।

কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট যে ইষ্টাম্প আনা যায়, তাহা প্রকৃত কি না, ইহা তিনি নির্ণয় করিতে না পারিলে, ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হস্ত দিয়া ঐ ইষ্টাম্প বোর্ডে পাঠাইবেন। বোর্ডে পাঠাইবার সময় উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ইষ্টাম্প সম্বন্ধে আপনার মত দিবেন।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A. AND B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 1, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ১ জুন।

PART VII.

Circular Orders of the High Court and Board of Revenue.

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাপত্র।

CIRCULAR ORDERS ISSUED BY AUTHORITY OF THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT FORT WILLIAM IN BENGAL.

CIVIL.

No. 7, dated the 21st February 1880.

UNDER the powers vested in it by section 652 of the Code of Civil Procedure, the Court is pleased to make the following rule for the guidance of District Judges in receiving applications for certificates under Act XXVII of 1860.

2. Every such application shall be verified by the applicant himself, unless the Court, for special cause to be assigned, permit otherwise. The application shall contain the following particulars, viz., that the person in respect of whose estate the certificate is applied for died on the ; that to the best of the declarant's knowledge and belief, debts amounting to not less than are due to the estate; that the deceased died testate or intestate, and if testate, shall state whether any executors were appointed, or if intestate, shall state who were the heirs of the deceased; and that the applicant is (describing the right or title by which he claims); that he apprehends difficulty in collecting the debts unless the certificate be granted; and that the application is made *bonâ fide* for the purposes of the Act, and not otherwise.

No. 10, dated 9th February 1880.

The Government circular of the 21st September last, relating to the procedure to be observed in cases of property left by persons intestate, having been communicated to the Court by direction of His Honor the Lieutenant-Governor, the Court are pleased to cancel the circular order of the late Sudder Court, No. 74, dated 3rd January 1845. *(Page 317, Carrau's Edition.)*

2. The Court think it right to intimate that District Judges who wish to propose a change in procedure as to matters of this nature, which has been laid down by circular order of the late Sudder Court, or by the High Court, should report to the Government through the Court, and not direct.

No. 11, dated 12th February 1880.

The attention of all Civil Judicial Officers is called to the rules made by the High Court regarding the issue of commissions under Section 386, Act X of 1877, as modified by Section 67, Act XII of 1879. * * * * * *

2. These rules supersede the instructions contained in Circular Order No. 10, dated 31st May 1873, which is cancelled.

3. On the 15th of December of each year every District Judge shall submit to the High Court a list of all pleaders of the High Court attached to the several Courts in his district, who are willing to execute commissions under these rules during the ensuing year. From the lists so compiled, a general list shall be compiled by the Registrar of the High Court, and copies supplied to all District Judges for use in their own and subordinate Courts.

4. The names of the High Court pleaders willing to execute commissions under the rules during the current year should be reported to the Court with the least delay possible.

No. 12, dated the 21st February 1880.

The Court are pleased to issue the following instructions in supersession of those contained in Circular Order No. 38, dated the 16th December 1878 :—

1. By Section 89 of the Indian Registration Act III of 1877 as amended by Section 107, Act XII of 1879, the Court granting a certificate under Section 316 of the Code of

বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলর অর্ডর।

দেওয়ানী।

৭ নম্বর। ১৮৮০ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬১২ ধারামতে হাই কোর্টের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে উক্ত কোর্ট ১৮৬০ সালের ২৭ আইনমত সর্টিফিকেটের প্রার্থনাপত্র গ্রহণার্থ জিলার জজ সাহেবদের উপদেশ নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

২। উক্ত কোর্ট বিশেষ কারণ দেখাইয়া প্রকারান্তরের অনুমতি না দিলে, তদ্রূপ প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রে প্রার্থক আপনি সত্যপাঠ লিখিবেন। ঐ প্রার্থনাপত্রে পশ্চাল্লিখিত বিবরণ থাকিবে, অর্থাৎ, যে ব্যক্তির সম্পত্তি সম্বন্ধে সর্টিফিকেটের প্রার্থনা হয় তিনি অমুক তারিখে মরিয়াছেন; ও প্রার্থকের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অনূ্যন এত টাকা পাওনা আছে; ও উক্ত মৃত ব্যক্তি উইল বা চরমপত্র করিয়া বা না করিয়া মরিয়াছেন, ও করিয়া থাকিলে, কোন অছি নিযুক্ত করা হইয়াছিল কি না, কিম্বা না করিয়া থাকিলে, কাহারা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, ইহা লিখিতে হইবে; ও প্রার্থক অমুক (অর্থাৎ তিনি যে স্বত্ব বা অধিকারবলে দাওয়া করেন তাহা লিখিতে হইবে); ও সর্টিফিকেট দেওয়া না গেলে, তিনি পাওনা টাকা আদায় করা কঠিন হইবে আশঙ্কা করেন; ও প্রার্থনাপত্র প্রকৃত প্রস্তাবে এই আইনমত কার্য্য নিমিত্ত করা হইয়াছে, অন্য অভিপ্রায়ে নহে।

---

১০ নম্বর। ১৮৮০ সাল ৯ ফেব্রুয়ারি।

চরমপত্র না করিয়া কোন ব্যক্তি সম্পত্তি রাখিয়া গেলে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধীয় গত ২১ সেপ্টেম্বরের গবর্ণমেণ্ট সরকুলর মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশমতে হাই কোর্টে প্রেরিত হওয়াতে, উক্ত কোর্ট ভূতপূর্ব্ব সদর আদালতের ১৮৪৫ সালের ৩ জানুয়ারির ৭৪ নম্বর সরকুলর রহিত করিলেন (কারো সাহেবের মুদ্রিত পুস্তকের ৩১৭ পৃষ্ঠা দেখ)।

২। ভূতপূর্ব্ব সদর আদালতের বা হাই কোর্টের সরকুলর অর্ডরে এই প্রকারের যে সকল বিষয়ের বিধান আছে, তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে জিলার যে জজ সাহেবেরা কোন পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতে চাহেন, তাঁহারা এই কোর্টের দ্বারা গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন, সাক্ষাৎসম্বন্ধে নহে; এই কথা জানান কোর্ট উচিত বিবেচনা করিতেছেন।

---

১১ নম্বর। ১৮৮০ সাল ১২ ফেব্রুয়ারি।

১৮৭৯ সালের ১২ আইনের ৬৭ ধারা দ্বারা রূপান্তরিত ১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ৩৮৬ ধারামতে যে কমিশ্যন দেওয়া যায়, হাই কোর্টের প্রণীত তৎসম্বন্ধীয় বিধির প্রতি দেওয়ানী বিচার সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

২। ১৮৭৩ সালের ৩১ মে তারিখের ১০ নম্বর সরকুলর অর্ডরে যে আদেশ ছিল তাহা রহিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে এই বিধি চলিবে।

৩। পরবর্ত্তি বৎসরে এই বিধিমত কমিশ্যনের কার্য্য করিতে যাঁহারা অভিলাষী হন, এরূপ হাই কোর্টের যে সকল উকীল জিলার ভিন্ন২ আদালতে থাকেন, জিলার জজ সাহেব প্রতিবৎসর ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে তাঁহাদের নামের ফর্দ্দ হাই কোর্টে পাঠাইবেন। উক্তরূপে যে২ ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায়, তৎসমুদয় দেখিয়া হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রার সাহেব একটি সাধারণ ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন, এবং জিলার জজ সাহেবদের আপন ও অধীন আদালতের ব্যবহারার্থে ঐ ফর্দ্দের নকল তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে।

৪। চলিত সনে উক্ত বিধিমত কমিশ্যনের কার্য্য করিতে হাই কোর্টের যে সকল উকীল অভিলাষী হন, যত শীঘ্র হইতে পারে তাঁহাদের নাম হাই কোর্টে রিপোর্ট করিতে হইবে।

---

১২ নম্বর। ১৮৮০সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

১৮৭৮ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ৩৮ নম্বর সরকুলর অর্ডরের আদেশ রহিত করিয়া হাই কোর্ট তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত আদেশ দিলেন।—

১। ১৮৭৯ সালের ১২ আইনের ১০৭ ধারা দ্বারা সংশোধিত ভারতবর্ষীয় রেজষ্টরীকরণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৮৯ ধারায় বিধান আছে যে, কোন আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L. *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১ জুন।]

Civil Procedure is required to forward copies of it to each registering officer within whose jurisdiction any part of the immoveable property comprised in such certificate is situate. These copies are filed in Book I by the registering officers, who under Section 55 of the Act have to maintain indexes containing certain particulars. To enable them to do this, it is necessary that the officers presiding in the Civil Courts should be careful to enter in the certificates—

(1) the "addition" (as defined in Section 3, Act III of 1877) of the person who is declared to be the purchaser;

(2) particulars sufficient to identify the property as required in Section 22, Act III of 1877;

(3) the name of each registration sub-district in which any part of the property is situate.

2. As the law requires the original certificates to be stamped, the Courts shall not forward copy of the certificates to the Registry Office until the purchaser has tendered the necessary stamp and the original certificate has been duly drawn up. It is now a common practice for purchasers to refrain from taking the certificates in order to evade the payment of the stamp.

3. On each copy the amount of stamp duty paid on the original certificate under No. 16, Schedule I of the Stamp Act I of 1879 should be noted. Under No. 9, Schedule II of the same Act, the copies do not themselves require to be stamped. In their preparation, however, forms* printed on paper of a uniform size, and having a margin for binding, must be used.

* To be obtained on indent on the Superintendent of Stationery.

4. The Government has been moved to sanction the supply of similar printed forms on stamped paper for use in preparing the original certificates, and to authorize the use of adhesive labels to make up any small amount by which the impressed stamp may fall short of the sum chargeable as stamp duty. Should the Court's proposals be approved of, these forms also should be brought into use.

CRIMINAL.

No. 1, dated the 9th February 1880.

In supersession of circular order No. 2, of 18th January 1871, the High Court is pleased to direct that, except when the sentence passed upon any person by a Court of Session is simply that he pay a fine, without any order for imprisonment in default of payment, in which case the only warrant issued will be under Section 307, Criminal Procedure Code, the warrant to be sent to the officer in charge of the Jail under Section 302 shall set out in full the sentence passed. So far as the sentence is for imprisonment, the Jailor will give effect to it according to the terms of the warrant. Such portion of the sentence as directs imprisonment in default of payment of fine will be carried into effect by the Jailor subject to the provisions of Sections 68 and 69, Penal Code. It is not the duty of the Jailor to levy a fine, nor can he be required to receive it.

2. The levy of a fine imposed by a Sessions Judge by distress and sale of the property of the accused is to be made under a special warrant issued for that purpose only under Section 307, and not under a duplicate of the warrant sent to the Jailor under Section 302.

3. Sessions Judges are required by this Section 302 to furnish Magistrates with copies of their findings and sentences; the copy of the latter should be taken from the record of the trial, and not from the warrant issued to the officer in charge of the Jail.

[*Government Gazette*, 1*st June* 1880.]

প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৬ ধারামতে সর্টিফিকেট দিলে, উক্ত সর্টিফিকেটের উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তির কোন অংশ যে রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে তাঁহার নিকট উক্ত সর্টিফিকেটের নকল পাঠাইবেন। যে রেজিষ্টরী কার্য্যকারকদের উক্ত আইনের ৭৫ ধারামতে কোনং বিবরণ সম্বলিত সূচীপত্র রাখিতে হয়, তাঁহারা ১নং বহীতে ঐ নকল গাঁথিয়া রাখেন। তাঁহাদিগকে এই কার্য্য করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষদের উচিত যে তাঁহারা সাবধানে সর্টিফিকেটে এই২ কথা লিখেন, অর্থাৎ,

(১) যে ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৩ ধারামতে তাঁহার "উপরি বর্ণনা;"

(২) ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ২২ ধারার আদেশমতে সম্পত্তি নির্ণয় করণোপযুক্ত বিশেষ বিবরণ।

(৩) যে প্রত্যেক রেজিষ্টরী সবডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে সম্পত্তির কোন অংশ থাকে তাহার নাম।

২। মূল সর্টিফিকেট ইষ্টাম্প যুক্ত করিতে আইনে আদেশ আছে; এজন্য ক্রেতা আবশ্যক ইষ্টাম্প উপস্থিত না করিলে ও মূল সর্টিফিকেট যথাবিধি লিখিত না হইলে, কোন আদালত রেজিষ্টরী আফিসে সর্টিফিকেটের নকল পাঠাইবেন না। ইষ্টাম্প মাশুল এড়াইবার উদ্দেশে অনেক ক্রেতা সর্টিফিকেট লন না, এক্ষণে এটী চলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩। ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের প্রথম তফসীলের ১৬ প্রকরণমতে মূল সর্টিফিকেটের নিমিত্ত যত ইষ্টাম্প মাশুল প্রদত্ত হয় তাহা প্রতি কেতা নকলের উপর লিখিতে হইবে। উক্ত আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৯ প্রকরণমতে নকলের উপর ইষ্টাম্প লাগাইতে হয় না। কিন্তু নকল প্রস্তুত করিতে হইবে বাঁধাইবার নিমিত্ত ছাঁপিয়া রাখিয়া সমান আয়তনের কাগজে মুদ্রিত পাঠ* ব্যবহার করিতে হইবে।

* ষ্টেশনরী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট চাহিলে পাওয়া যাইবে।

২। মূল সর্টিফিকেট প্রস্তুত করণার্থ ইষ্টাম্প কাগজে মুদ্রিত ছাপা পাঠ যোগাইবার নিমিত্ত এবং ইষ্টাম্প মাশুল যত টাকা লাগিবে ছাপা ইষ্টাম্পের মূল্য তদপেক্ষা কিছু কম হইলে কমতি পূরণার্থ আঠাল ইষ্টাম্প ব্যবহার করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করা গিয়াছে। এই কোর্টের প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে, এই সকল পাঠও ব্যবহার করিতে হইবে।

ফৌজদারী।

১ নম্বর। ১৮৮০ সাল ৯ ফেব্রুয়ারি।

১৮৭১ সালের ১৮ জানুয়ারির ২ নম্বর সরকুলর অর্ডর রহিত করিয়া হাই কোর্ট এই আদেশ করিলেন যে, সেশন আদালত কোন ব্যক্তির দণ্ডাজ্ঞা করিয়া দণ্ডের টাকা না দিলে কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা ব্যতীত কেবল অর্থ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেই ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০৭ ধারামতে ওয়ারেণ্ট দেওন যাইবে; স্থল বুঝে ৩০২ ধারামতে জেলের অধ্যক্ষের নিকট যে ওয়ারেণ্ট পাঠান যায়, তাহাতে দণ্ডাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে বিবৃত থাকিবে। কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে জেলর ওয়ারেণ্টের নিয়মমতে তাহা ফলবৎ করিবেন। অর্থদণ্ডের টাকা না দিলে কারাদণ্ড হইবার যে আজ্ঞা থাকে, জেলর তাহা দণ্ডবিধি আইনের ৬৮ ও ৬৯ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে ফলবৎ করিবেন। অর্থদণ্ড আদায় করা জেলরের কর্ম্ম নহে, এবং তাহা লইবার নিমিত্ত তাঁহাকে আদেশ করা যাইতে পারে না।

২। সেশন জজ যে অর্থদণ্ড করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া তাহা আদায় করিতে হইলে কেবল উক্ত কার্য্য নিমিত্ত ৩০৭ ধারামত বিশেষ ওয়ারেণ্ট চাই, ৩০২ ধারামতে জেলরের নিকট যে ওয়ারেণ্ট পাঠান যায় তাহার দোকর লিপিতে কোন কার্য্য হইবে না।

৩। ৩০২ ধারায় সেশন জজ সাহেবদের প্রতি আদেশ আছে যে তাঁহারা মাজিষ্ট্রেটদিগকে আপনং নিষ্পত্তির ও দণ্ডাজ্ঞার নকল দিবেন। দণ্ডাজ্ঞার নকল বিচারের নথী হইতে লইতে হইবে, জেলর অধ্যক্ষকে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় তাহা হইতে লইতে হইবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ৯ জুন।]

CIRCULAR ORDERS OF THE BOARD OF REVENUE, L. P.

FEBRUARY 1880.

HON'BLE H. L. DAMPIER.

No. 1.

THE following should be inserted at the end of page 303, Appendix B, Chapter XIII, Volume I of the Board's Rules (new edition):—

No. 2128.

GOVERNMENT OF INDIA.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

Accounts and Finance.

Fort William, the 31*st December* 1879.

READ again—

Resolution in the Financial Department, No. 4097, dated 4th October 1878, granting to th Seetabuldee Municipality the land revenue assessed upon the lands in the Seetabuldee civil station, but declaring that these orders must be regarded as entirely exceptional and not involving the admission of any claim on the part of municipalities either to the whole or any part of the land revenue levied within municipal limits.

Letter in the Revenue Department to the Government of the Punjab, No. 358, dated 6th May 1874, granting to the Municipal Committee of Montgomery, in the Punjab, the proprietary right in the land within the town site not occupied by private tenants.

Also a letter in the Revenue Department, No. 77, dated 7th February 1879, assigning to the Ellichpore Municipality the revenue assessed upon the lands within municipal limits.

Read—

Letter from the Resident at Hyderabad, proposing to remit the revenue assessed upon some of the lands within municipal limits at Ellichpore on the ground that they form parts of the compound of the occupants.

RESOLUTION.—The Governor-General in Council is aware of no reason why land revenue should not be levied upon lands attached to private residences, or covered with buildings as much as upon arable or pasture lands. There is no foundation for the claim to exemption from the payment of land revenue advanced in favour of the residents of Ellichpore, and that claim must be emphatically disallowed.

2. Further, His Excellency in Council desires again that care be taken that the assignment to the Ellichpore Municipality of the revenue from the lands within municipal limits be not quoted as a precedent for like grants in future. Municipalities have no claim to the assignment of the land revenue assessed upon lands within their limits, which, like all land revenue, is an Imperial asset. The Governor-General in Council is wholly opposed to the alienation of this revenue to municipalities, and no such alienation should be made hereafter.

No. 2.

WITH the approval of Government, the Board direct that fees shall not be levied from parties served with notices under sections 30 (*d*), 35, 37, and 83 of Act VII (B.C.) of 1876.

2. With reference to the above, the following addition should be made in clause 3, section 8, chapter V on page 148 of the Board's Rules (new edition):—

"No fees should be levied from parties served with notices under sections 30(*d*), 35, 37, and 83 of the Land Registration Act."

No. 3.

SUBSTITUTE the following for clause 13, section 4, chapter II of the Board's Rules (new edition):—

"Register 45 should be kept up in the offices of all Commissioners, Collectors, and Sub-Divisional Officers, and it should be revised in January of each year by comparison with the returns for the preceding year furnished by ministerial officers as required by Government circular No. 50, dated 26th August 1879."

[*Government Gazette*, 1*st June* 1880.]

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলর।

১৮৮০ সাল ফেব্রুয়ারি মাস।

মান্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব।

১ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ১ বালামের ১৩ অধ্যায়ের B পরিশিষ্টের ৩০৩ পৃষ্ঠার শেষে নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণটী দিতে হইবে।

২১১৮নং।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

হিসাব ও রাজস্ব।

ফোর্টউইলিয়ম, ১৮৭৯ সাল ৩১ ডিসেম্বর।

সীতাবলদী সিবিল ষ্টেশনের মধ্যে ভূমির উপর যে ভূরাজস্ব ধরা যায় তাহা সীতাবলদী মুনিসিপালিটীকে প্রদান পূর্ব্বক এই আজ্ঞা সম্পূর্ণ ব্যতিরেকস্থল বলিয়া গণ্য হইবার ও মুনিসিপল সীমার মধ্যে যে ভূরাজস্ব আদায় হয় তৎসমুদয়ের বা তাহার কোন অংশের প্রতি এতদ্দ্বারা কোন মুনিসিপালিটীর কোন দাওয়া স্বীকার না করিবার নির্দ্দেশসূচক ১৮৭৮ সালের ৪ অক্টোবরের ৪০১৭ নং ফিনান্শ্যাল ডিপার্টমেণ্টের নির্দ্ধারণ, ও

পঞ্জাবস্থ মণ্টগোমরী নগরের যে ভূমি সামান্য প্রজাদের দখলীকৃত নহে সেই ভূমির মালিকী স্বত্ব উক্ত নগরের মুনিসিপল কমিটীকে প্রদানার্থ রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৪ সালের ৬ মের ৩৫৮ নং পত্র, ও

মুনিসিপল সীমার মধ্যে ভূমির উপর যে রাজস্ব ধরা যায় তাহা ইলিচপুর মুনিসিপালিটীর প্রতি অর্পণ সূচক রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টের ১৮৭৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারির ৭৭ নং পত্র, পুনর্ব্বার পাঠ করা গেল।

ইলিচপুরের মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত কোন২ ভূমির উপর যে রাজস্ব ধরা যায়, ঐ ভূমি দখলীকার প্রজাদের বাটীর অংশ বলিয়া সেই রাজস্ব ক্ষমা করিবার প্রস্তাবাত্মক হয়দরাবাদের রেসিডেণ্ট সাহেবের পত্র পাঠ করা গেল।

নির্দ্ধারণ।—কৃষিযোগ্য ও চরাণী ভূমির উপর যেরূপ রাজস্ব ধরা যায়, সামান্য ব্যক্তিদের বাসস্থানের সংলগ্ন বা ইমারতবিশিষ্ট ভূমির উপর কেন সেরূপ রাজস্ব ধরা যাইবে না, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইহার কোন যুক্তি দেখিতে পান না। ইলিচপুরবাসিদের পক্ষে ভূরাজস্ব প্রদান দায়হইতে মুক্তিলাভের যে দাওয়া উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা অমূলক, এবং ঐ দাওয়া দৃঢ়তা সহকারে অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

২। অধিকন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত মহিমবর সাহেবের ইচ্ছা এই যে, মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত ভূমির রাজস্ব ইলিচপুর মুনিসিপালিটীর প্রতি অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া ইহা ভবিষ্যতে তদ্রূপ দান সম্বন্ধে নজীর বলিয়া উল্লিখিত না হয়, এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত ভূমির উপর যে ভূরাজস্ব ধরা যায়, কোন মুনিসিপালিটী তাঁহা অর্পিত হওয়ার দাওয়া করিতে পারে না; তাহা সমুদয় ভূরাজস্বের ন্যায় সাম্রাজ্য সম্পত্তি। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই রাজস্ব মুনিসিপালিটীদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিবার সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং ভবিষ্যতে এরূপ হস্তান্তর করা যাইবে না।

২ নম্বর।

গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ক্রমে বোর্ড আদেশ করিতেছেন যে, ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩০ ধারার (ঘ) প্রকরণ ও ৩৫ ও ৩৭ ও ৮৩ ধারামতে যে ব্যক্তিদের উপর নোটিস জারী করা যায়, তাঁহাদের স্থানে ফী আদায় করা যাইবে না।

২। উপরিলিখিত কথার উপলক্ষে বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ১৪৮ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ৮ পরিচ্ছেদের ৩ ধারায় নিম্নলিখিত কথা গুলি যোগ করিতে হইবে।—

"ভূমি রেজিস্টরী করণ বিষয়ক আইনের ৩০ ধারার (ঘ) প্রকরণ ও ৩৫ ও ৩৭ ও ৮৩ ধারামতে যে ব্যক্তিদের উপর নোটিস জারী করা যায়, তাঁহাদের স্থানে ফী আদায় করা যাইবে না।"

৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ২ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের ১১ ধারার পরিবর্ত্তে পশ্চাল্লিখিত ধারাটি দিতে হইবে।—

"সমুদয় কমিশ্যনর ও কালেক্টর সাহেবের ও মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের আফিসে ৪৫ নং রেজিস্টর রাখিতে হইবে, এবং ১৮৭৯ সালের ২৬ আগস্টের ৫০ নম্বর গবর্ণমেণ্ট সরকুলরের আদেশমতে আমলারা পূর্ব্ব বৎসরের যে রিটর্ণ দিয়া থাকে তাহার সহিত তুলনা করিয়া প্রত্যেক বৎসর জানুয়ারি মাসে ঐ রেজিস্টর সংশোধন করিতে হইবে।"

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১ জুন।]

Hon'ble C. T. Buckland.

No. 4.

In supersession of the Board's circular order, No. 1 of January 1878, the following table, showing the authorized rates of discount allowable at present on the sale of general and court fees stamps, respectively, is published for the information and guidance of all Revenue Officers:—

	* General or Non-Judicial Stamps prescribed for use under the Indian Stamp Act.				* Judicial or Court Fee Stamps.	
	Adhesive stamps sold to the public for use by them in the case of instruments mentioned in section 10 of the Indian Stamp Act.			Impressed stamps (including Hoondi stamps.)		
	Stamps not exceeding in value 8 annas each.	Stamps exceeding in value 8 annas each, but not exceeding in value Rs. 5 each.	Stamps exceeding in value Rs. 5 each, but not exceeding in value Rs. 50 each.	Per cent.		Per cent.
	Per cent.	Per cent.	Per cent.			
Calcutta, Howrah (Sudder Station), 24-Pergunnahs (Sudder Station)	$3\frac{1}{8}$ = two pice in the rupee.	$1\frac{9}{16}$ = one pice in the rupee.	$1\frac{9}{16}$ — one pice in the rupee	At all places $3\frac{1}{8}$ — two pice in the rupee.	Moorshedabad, Dinagepore, Maldah, Rungpore, Mymensingh — Licensed vendors at places more than five miles distant from either sudder or sub-divisional treasury.	2
All other places.	$4\frac{11}{16}$ three pice in the rupee	$3\frac{1}{8}$ — two pice in the rupee	$1\frac{9}{16}$ — one pice in the rupee		Sundeep Island	2¼
					All other places	$1\frac{9}{16}$ one pice in the rupee

* Only *licensed* vendors purchasing stamps of the total value of Rs. 25 or upwards at one time are allowed discount on these kinds of stamps.

Note.—(1) No discount is allowed on the purchase of any general or court fee stamps of which the value is more than Rs. 50 and Rs. 75 respectively, or in the purchase of any stamp applied on material furnished by the purchaser himself.

(2)—Discount is allowed at 6¼ per cent (one anna in the rupee) on the sale of the special description of paper to be used for documents under the Court Fees Act, VII of 1870.

Hon'ble H. L. Dampier.

No. 5.

The following note should be inserted under the words "Direct Management" at head of Section I, Chapter III, page 81, of the Board's Rules, new edition:—

Note.—The term *Government Estates* shall be here understood as including estates the property of private persons, the rents of which are temporarily payable to Government under the provisions of Regulation VII of 1822, section 3, or Regulation IX of 1825, section 4.

No. 6.

An error having been discovered in the list of periodical returns appended to page 299 of the Board's Rules, Divisional and District Officers are requested to erase the mark † prefixed to Return No. XII and to substitute an asterisk* for it.

[*Government Gazette, 1st June* 1880.]

মান্যবর শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

৪ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৭৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১ নম্বর সরকুলর রহিত করিয়া, এক্ষণে সাধারণ ও কোর্ট ফী ইষ্টাম্প বিক্রয় করিলে যে হারে ডিসকৌণ্ট দেওয়া যাইবে, তাহার নিম্নলিখিত ফর্দ্দ রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারক সকলের অবগতি ও উপদেশ নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল —

ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প আইনমতে ব্যবহারার্থে নির্দ্দিষ্ট সাধারণ বা বিচার-সম্পর্কশূন্য ইষ্টাম্প।						বিচারসম্পর্কীয় বা কোর্ট ফী ইষ্টাম্প।*	
	ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক আইনের ১০ ধারার উল্লিখিত নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে সাধারণের ব্যবহারার্থ তাহাদের নিকটে যে আটাল ইষ্টাম্প বিক্রীত হয়।			হুণ্ডীর ইষ্টাম্প সুদ্ধ ছাপা করা ইষ্টাম্প			
	এক ইষ্টাম্প ॥০ আট আনার অধিক মূল্যের না হইলে।	এক ইষ্টাম্পের মূল্য ॥০ আট আনার অধিক কিন্তু ৫৲ টাকার অনধিক হইলে।	এক ইষ্টাম্পের মূল্য ৫৲ টাকার অধিক কিন্তু ৫০৲ টাকার অনধিক হইলে।		শতকরা		শত করা
	শতকরা।	শতকরা।	শতকরা।				
কলিকাতা ... হাবড়া (সদর মোকাম) .. চব্বিশ পর. গনা (সদর মোকাম) ...	৩ ১/৮ অর্থাৎ টাকা প্রতি দুই পয়সা।	১ ৯/১৬ অর্থাৎ টাকা প্রতি এক পয়সা।	১ ৯/১৬ অর্থাৎ টাকা প্রতি এক পয়সা।	সকল স্থানে।	৩ ১/৮ অর্থাৎ টাকা প্রতি দুই পয়সা।	মুরশিদাবাদ। দিনাজপুর। মালদহ ... রঙ্গপুর ... ময়মনসিংহ। — সদর কিম্বা মহকুমার খাজানাখানা হইতে পাঁচ মাইলের অধিক দূরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতারা থাকিলে।	২৲
অন্য সকল স্থানে।	৪ ১১/১৬ অর্থাৎ টাকা প্রতি তিন পয়সা।	৩ ১/৮ অর্থাৎ টাকা প্রতি দুই পয়সা।	১ ৯/১৬ অর্থাৎ টাকা প্রতি এক পয়সা।			সন্দ্বীপ	২॥০
						অন্য সকল স্থানে ...	১ ৯/১৬ অর্থাৎ টাকা প্রতি এক পয়সা।

* কেবল লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতারা এককালে ২৫ টাকার কি অধিকমূল্যের এই প্রকারের ইষ্টাম্প ক্রয় করিলে ডিসকৌণ্ট পাইতে পারিবেন।

মন্তব্য।—(১) ৫০৲ টাকার অধিকমূল্যের সাধারণ ইষ্টাম্প কিম্বা ৭৫৲ টাকার অধিকমূল্যের কোর্ট ফী ইষ্টাম্প ক্রয় করা গেলে, কিম্বা ক্রেতা আপনি কাগজ দিয়া তাহাতে ইষ্টাম্প বসাইবার নিমিত্ত ইষ্টাম্প ক্রয় করিলে, তাহার উপর ডিসকৌণ্ট দেওয়া যাইবে না।

(২) আদালতের খরচ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনমতে দলীল লিখিবার বিশেষ প্রকারের কাগজ ক্রয় করা গেলে, তাহার উপর শতকরা ৬।০ টাকা অর্থাৎ টাকা প্রতি ৵০ এক আনা ডিসকৌণ্ট দেওয়া যাইবে।

মান্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব।

৫ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ৮১ পৃষ্ঠায় ৩ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের শিরোভাগে "সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কার্য্যাধ্যক্ষতা" এই কথার নীচে নিম্নলিখিত মন্তব্য দিতে হইবে।

মন্তব্য।—সামান্য ব্যক্তিদের সম্পত্তিগত যে মহালের খাজানা ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার বা ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৪ ধারার বিধানমতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়, এস্থলে "গবর্ণমেণ্টের মহাল" শব্দে তাহাও বুঝাইবে।

৬ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২৯৯ পৃষ্ঠায় সাময়িক রিটর্ণের যে ফর্দ্দ আছে, তাহাতে একটী ভ্রম লক্ষিত হওয়াতে, দেশখণ্ডের ও জিলার কর্তৃপক্ষদের প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে, ১২ নং রিটর্ণের পূর্ব্বে † এইরূপ যে চিহ্ন আছে তাহা তাঁহারা উঠাইয়া ফেলিয়া তৎ পরিবর্ত্তে * এই তারাকার চিহ্ন দিবেন।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A. AND B. L., *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ১ জুন।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 22, 1880.

মঙ্গলবার ১৮৮০ সাল ২২ জুন।

PART VII.

Circular Orders of the High Court and Board of Revenue.

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাপত্র।

CIRCULAR ORDERS OF THE BOARD OF REVENUE, L. P.

MARCH 1880.

HON'BLE H. L. DAMPIER.

No. 1.

Rules for the conduct of civil suits having been issued by the Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs with his circular No. 1243, dated 11th December 1879, the accompanying supplementary rules are circulated under the authority of the Board of Revenue, Lower Provinces, in pamphlet form, pending their issue as a chapter of the 2nd volume, new edition, of the Board's Rules.

Copies of these rules are being forwarded for the use of each Commissioner and District and Sub-divisional Officer. Managers of Wards' and attached estates and of other properties under the control and supervision of the officers of the Revenue Department can obtain copies from the Superintendent of Government Printing, Bengal, on payment of the price fixed.

HON'BLE C. T. BUCKLAND.

No. 2.

Salt pass stations 2 and 3—*i.e.* the pass stations of Tengrakali and Bhaitghur, in the district of Midnapore—should be struck out of the list of pass stations at page 15 of the revised Salt Manual.

2. Between the words "Orissa" and "however" in line 20, rule 5, page 3 of the revised Salt Manual, insert the words "and the district of Midnapore."

HON'BLE H. L. DAMPIER.

No. 3.

IT has been decided that the sale proceeds of waste paper should in future be credited to "XXIII—Miscellaneous," and the following correction should accordingly be made in clause 12, section VII, chapter XI, page 254 of the Board's Rules :—

For the words "Miscellaneous Land Revenue" substitute "XXIII—Miscellaneous."

No. 4.

IN submitting Return No. X, District Officers are requested to note in future at the foot of it how many, out of the number of estates entered in column 31, table I, are waste land lots temporarily held revenue-free under the new Waste Land Lease Rules, or other estates on which revenue will become payable at a known date, and the dates on which each such lot or estate will become liable for revenue.

HON'BLE C. T. BUCKLAND.

No. 5.

THE following headings are added to the form of Register No. 7 of excise cases, at page 276 of the Board's Rules, volume I, new edition :—

8. Amount of reward ordered.
9. Names of parties to receive reward.
10. Date of payment.
11. Receipt of payee.

NOTE.—This register should be examined by the Collector once a month, and explanation called for when the rewards have not been paid.

[*Government Gazette*, 22*nd June* 1880.]

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলার।

১৮৮০ সাল মার্চ মাস।

মান্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব।

১ নম্বর।

রাজকীয় মোকদ্দমার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও প্রয়োজক সাহেব আপনার ১৮৭৯ সালের ১১ ডিসেম্বরের ১২৪৩ নম্বর সরকুলারের সহিত দেওয়ানী মোকদ্দমা চালাইবার বিধি প্রকাশ করাতে, নিম্নপ্রদেশের রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতিক্রমে এতৎসংযুক্ত পরিশিষ্ট বিধি পুস্তিকাকারে প্রচার করা গেল। এই বিধি বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের দ্বিতীয় বালামের একটি অধ্যায় হইয়া পরে বাহির হইবে।

প্রত্যেক কমিশ্যনর সাহেবের ও জিলার ও মহকুমার কর্তৃপক্ষের নিকট এই বিধি পাঠান যাইতেছে। রাজপালিত ও ক্রোককৃত মহালের এবং রাজস্ববিভাগীয় কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানাধীন অন্য সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষেরা অবধারিত মূল্য দিলে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের স্থানে ঐ বিধি পাইতে পারিবেন।

মান্যবর শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

২ নম্বর।

লবণ বিষয়ক সংশোধিত পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় ছাড় দিবার ষ্টেশনের যে ফর্দ্দ আছে, তাহা হইতে মেদিনীপুর জিলায় লবণের ছাড় দিবার ২ ও ৩ নং ষ্টেশন, অর্থাৎ টেঙ্গরাখালীর ও ভৈতগড়ের ছাড় দিবার ষ্টেশন উঠাইয়া দিবে।

২। লবণ বিষয়ক সংশোধিত পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠায় ৫ ধারার ২০ পংক্তিতে "উড়িষ্যায়" এই শব্দের পর "ও মেদিনীপুর জিলায়" এই কথা দিতে হইবে।

মান্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব।

৩ নম্বর।

ইহা স্থির করা হইয়াছে যে, অকর্ম্মণ্য কাগজ বিক্রয়ের টাকা ভবিষ্যতে "২৩।—বিবিধ" এই ঘরে জমা দেওয়া যাইবে, এবং এই নিমিত্ত বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২৫৪ পৃষ্ঠায় ১১ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ১২ ধারায় নিম্নলিখিত সংশোধন করিতে হইবে।—

"বিবিধ ভূমিস্বত্ব" এই কথার পরিবর্ত্তে "২৩।—বিবিধ" এই কথা দিতে হইবে।

৪ নম্বর।

জিলার কর্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ১০ নং রিটর্ণ পাঠাইবার সময়ে তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে উহার তলভাগে এইরূপ বিষয়ের মন্তব্য লিখেন, যথা, ১ নং টেবিলের ৩২ ঘরে যে২ মহাল লেখা থাকে তন্মধ্যে কতকগুলি পতিত ভূমির লাট দেওনাবিষয়ক নূতন বিধিমতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিনা রাজস্বে ভোগ্যকৃত পতিত ভূমির লাট, অথবা নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি যাহার রাজস্ব দিতে হইবে এরূপ খাস মহাল, এবং যে২ তারিখ অবধি তদ্রূপ প্রত্যেক লাট বা মহালের প্রতি রাজস্ব দিবার দায় বর্ত্তিবে।

মান্যবর শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

৫ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ১ বালামের ২৭৬ পৃষ্ঠায়, আবকারী মোকদ্দমার ৭ নং রেজিষ্টরের পাঠে নিম্নলিখিত শীর্ষগুলি যোগ করা গেল।—

৮। যত টাকা পুরস্কার দিবার আজ্ঞা হয়।

৯। যাঁহারা পুরস্কার পাইবেন তাঁহাদের নাম।

১০। দিবার তারিখ।

১১। গ্রহীতার রসীদ।

মন্তব্য।—কালেক্টর সাহেব মাসে একবার এই রেজিষ্টর পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং পুরস্কারের টাকা না দেওয়া হইয়া থাকিলে কৈফিয়ৎ তলব করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২২ জুন।]

No. 6.

FOR the word "monthly" in line 2, clause 4, section VII, page 23 of the revised Salt Manual, substitute the word "quarterly."

Civil Suits.

SECTION I.—SUITS TO BE CONDUCTED UNDER INSTRUCTIONS FROM THE LEGAL REMEMBRANCER.

1. All suits, including those connected with the estates of wards of court, or with other estates the property of individuals in charge of the revenue authorities, should be conducted in accordance with the rules issued by the Legal Remembrancer.

2. Special attention is called to rule 19, section I of those rules, in which it is laid down that a copy of the brief shall be sent by the Commissioner or the Collector to the Board for information:—

(a.) In all cases or classes of cases involving revenue questions in which the Board may by general orders so direct.

(b.) In all cases of importance in which the Commissioner or Collector may think that the Board, as the chief revenue authority, should be informed of the facts.

3. With reference to clause (b) of paragraph 2 above, the Board require that a copy of the brief shall be submitted to them. The copy of the brief required is a copy of the statement of facts which is drawn up for the Legal Remembrancer according to paragraph 17 of that officer's rules and of any other papers which may be material to a proper understanding of the merits of the case.

(a.) In all cases in which a suit is brought against Government or the Court of Wards to contest, set aside, or modify any proceedings of the revenue authorities in which the Board have taken a part; in cases affecting the right of Government to lands taken possession of as islands; and in cases affecting the right of Government to assess alluvial increments.

(b) In cases instituted by under-tenants or ryots to contest enhancements of rent, whether in Government estates, wards' estates, or in estates the property of private individuals, brought under settlement under Bengal Act VIII of 1879. In such cases, when several suits are instituted on similar grounds, it will only be necessary to send up copy of the brief in one typical case, with a report explanatory of the general circumstances.

4. It should further be understood that the Legal Remembrancer has been requested to consult the Board in cases involving general revenue questions, or affecting seriously the interests of Government in the Revenue Department.

5. The Board of Revenue is, under the Court of Wards Act, 1879, the Court of Wards, but under section 15 of the above Act the Board have delegated to Commissioners the power of ordering a suit to be brought on behalf of a ward, and of ordering all other things to be done which may be requisite for the proper conduct of any suit in which a ward is concerned.

6. Careful attention should be paid to the instructions issued by the Accountant-General regarding the adjustment of charges against wards' and other estates on account of fees for work done in the Legal Remembrancer's Office.

SECTION II.—SUITS TO BE CONDUCTED OR INSTITUTED WITHOUT REFERENCE TO THE LEGAL REMEMBRANCER

1. Attention is drawn to rule 16 of the Rules of the Legal Remembrancer for the conduct of civil suits, under which certain suits will be conducted or brought without reference to the Legal Remembrancer.

2. Clause 1 of that rule refers to Government suits as well as wards' suits; clause 2 to wards' suits only. To the institution of such suits, as well as to their being conducted without reference to the Legal Remembrancer, the sanction of the Commissioner will in each case be necessary. After institution, Government suits (in all cases) and wards' suits as a

[*Government Gazette* 22nd *June* 1880.]

৬ নম্বর।

লবণ বিষয়ক সংশোধিত পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠার ৭ পরিচ্ছেদের ৪ ধারার ২ পংক্তিতে "মাসিক" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "ত্রৈমাসিক" এই শব্দ দিতে হ বে।

দেওয়ানী মোকদ্দমা সম্পর্কীয় পরিশিষ্ট বিধি।

১ পরিচ্ছেদ।—রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের আদেশমতে যে সকল মোকদ্দমা চালাইতে হইবে।

১। রাজানুপালিত ব্যক্তিদের মহাল সংক্রান্ত ও রাজস্ববিষয়ক কর্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি স্বরূপ অন্য মহাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা সমেত সমুদয় মোকদ্দমা রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের প্রকাশিত বিধি অনুসারে চালাইতে হইবে।

২। ঐ বিধির ১ পরিচ্ছেদের ১৯ ধারার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। ঐ ধারায় বিধান আছে যে, কমিশ্যনর বা কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় বোর্ডের অবগতি নিমিত্ত মোকদ্দমার ব্রীফ বা সংক্ষিপ্ত বিবরণের এক প্রস্থ নকল পাঠাইবেন, অর্থাৎ,

(ক) রাজস্ব বিষয়ক প্রশ্নঘটিত যে সকল মোকদ্দমায় বা যে সকল শ্রেণীর মোকদ্দমায় বোর্ড সাধারণ আজ্ঞা দিয়া ঐ রূপ আদেশ করেন।

(খ) যে সকল গুরুতর মোকদ্দমায় কমিশ্যনর কি কালেক্টর সাহেব বিবেচনা করেন যে, রাজস্ব বিষয়ক প্রধান কর্তৃপক্ষ বলিয়া বোর্ডকে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করা উচিত।

৩। উপরি লিখিত ২ ধারার (খ) প্রকরণ উপলক্ষে বোর্ড আদেশ করিতেছেন যে, ব্রীফের এক প্রস্থ নকল তাঁহাদের নিকট পাঠাইতে হইবে। ব্রীফের যে এক প্রস্থ নকল চাই তাহাতে রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের প্রণীত বিধির ১৭ ধারামতে বৃত্তান্তের যে বর্ণনাপত্র লেখা যায় তাহার নকল এবং মোকদ্দমার দোষ গুণ ভাল করিয়া বুঝিবার নিমিত্ত যে কাগজপত্র প্রয়োজনীয় তাহার নকল দিতে হইবে।

(ক) বোর্ড যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন রাজস্ববিষয়ক কর্তৃপক্ষদের এরূপ কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার বা তাহা অসিদ্ধ বা পরিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিরুদ্ধে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, এবং দ্বীপ বলিয়া যে ভূমি অধিকৃত হয় তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব লইয়া যে২ মোকদ্দমা হয়, এবং পৈরস্তা ভূমির উপর গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ধার্য্য করিবার স্বত্ব লইয়া যে২ মোকদ্দমা হয়, তৎসমুদয় মোকদ্দমায় উক্ত ব্রীফের নকল পাঠাইতে হইবে।

(খ) গবর্ণমেণ্টের বা রাজানুপালিত ব্যক্তিদের মহালেই হউক, অথবা ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনমতে বন্দোবস্তাধীনে আনীত সামান্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তিস্বরূপ মহালেই হউক, খাজানা বৃদ্ধির প্রতিবাদ করণার্থে অধীন প্রজা বা রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেও, ব্রীফের নকল পাঠাইতে হইবে। এরূপ স্থলে একই প্রকারের হেতুমূলক নানা মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, সাধারণ অবস্থার ব্যাখ্যাঘটিত রিপোর্টসহ একটি আদর্শ মোকদ্দমার ব্রীফের নকল পাঠাইলেই চলিবে।

৪। ইহাও বুঝিতে হইবে যে, রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের প্রতি আদেশ করা গিয়াছে যে তিনি সাধারণ রাজস্ববিষয়ক প্রশ্নঘটিত অথবা রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে গুরুতররূপে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থঘটিত সকল মোকদ্দমায় বোর্ডের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন।

৫। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন অনুসারে রেবিনিউ বোর্ড কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইয়াছেন, কিন্তু উক্ত আইনের ১৫ ধারামতে বোর্ড কোন রাজানুপালিত ব্যক্তির পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা এবং রাজানুপালিত কোন ব্যক্তি যে মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকেন, তাহা সুচারুরূপে চালাইতে হইলে অন্যান্য যাহা কিছু করিবার প্রয়োজন হয় তাহা করিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা কমিশ্যনর সাহেবদের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন।

৬। রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের আফিসে যে কার্য্য হয়, তাহার ফীর নিমিত্ত রাজানুপালিত ও অন্য মহালের বিরুদ্ধে যে খরচ বিলি হইবে, তৎসম্বন্ধে আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেব যে আদেশ দেন, তাহার প্রতি সতর্কতাসহকারে মনোযোগ করিতে হইবে।

২ পরিচ্ছেদ।—রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যে সকল মোকদ্দমা চালাইতে বা উপস্থিত করিতে হইবে।

১। রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের প্রণীত দেওয়ানী মোকদ্দমা চালাইবার বিধির ১৬ ধারার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। ঐ ধারামতে কোন২ মোকদ্দমা রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া চালান বা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

২। ঐ ধারার প্রথম প্রকরণে গবর্ণমেণ্টের ও রাজানুপালিত ব্যক্তিদের মোকদ্দমার ও দ্বিতীয় প্রকরণে কেবল রাজানুপালিত ব্যক্তিদের মোকদ্দমার কথা আছে।। উক্তরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ও রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া চালাইতে হইলে, প্রত্যেক স্থলে কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি আবশ্যক হইবে। মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, কমিশ্যনর সাহেবের তত্ত্বাবধানের

general rule, will be conducted by the Collector under the supervision of the Commissioner, but in the case of large estates with experienced Managers, the conduct of such suits may, with the sanction of the Commissioner, be left to Managers.

3. Collectors or Managers, before instituting or defending such suits, should obtain the opinion of the local pleader employed by them, and should be careful not to enter upon any, suit which may probably involve important issues without reference to the Legal Remembrancer or Board.

4. The Board's previous sanction will not be requisite; but to enable them to exercise a general supervision over this litigation, a quarterly return—No. XXIG, pages 299 and 301, Volume I, Board's Rules—must be submitted for each district, through the Commissioner, in the form given below. The return will be in three Parts, of which the first two will not be in tabular form.

5. The return will be due in the Commissioner's Office on the 15th July, October, January, and April; and in the Board's Office on the 1st August, November, February, and May, respectively.

6. Commissioners should review the returns when forwarding them in all cases in which they show an unfavourable result.

7. Whenever the Commissioner sees reason to apprehend that any case is likely to assume unforeseen importance, he should call for such information as will enable him to judge whether the advice of the Legal Remembrancer is necessary, and if such advice seems necessary, should forward the papers to the Legal Remembrancer.

8. Whenever an appeal appears to be necessary in a case conducted without reference to the Legal Remembrancer, a reference should be made to the Board so as, if possible, to admit of their passing orders in time for the institution of the appeal; but if orders are not received in time, the appeal may be instituted.

9. The papers sent up should be—

1. Copy of plaint.
2. Copy of reply.
3. Copy of decision.
4. Copy of grounds of appeal.
5. Copy of Government pleader's opinion.
6. Collector's remarks.

10. No appeal can under any circumstances be made to the High Court without reference to the Legal Remembrancer.

Return of Court of Wards' suits conducted without reference to the Legal Remembrancer under Rule 16, Section I, of the Legal Remembrancer's Rules for the quarter ending

PART I.

Suits instituted during the quarter under report.

This Part will not be in tabular form The suits will be entered consecutively. Information will be given regarding each suit under the following heads, as far as the suit has progressed during the quarter under report:—

1. Serial number of the suit in the return.
2. Court in which suit is instituted, and number of suit in that court.
3. Date of institution.
4. Name of Ward's estate.
5. Names of parties.
6. Value of suit.
7. Purport of plaint.
8. Date of filing defence.
9. Purport of defence.
10. Issues fixed, if any, or any other material order passed during the quarter under report.
11. Reference to any correspondence which may have passed with the Board in connection with the subject of the suit.

[*Government Gazette*, 22*nd June* 1850.]

অধীনে কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টের মোকদ্দমা সকল স্থলেই ও রাজানুপালিত ব্যক্তিদের মোকদ্দমা সামান্যতঃ চালাইবেন; কিন্তু কোন বৃহৎ মহালের বহুদর্শী কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিলে, কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতিক্রমে উক্তরূপ মোকদ্দমা চালাইবার ভার উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের উপর রাখা যাইতে পারিবে।

৩। উক্তরূপ মোকদ্দমার অনুষ্ঠান বা প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব বা কার্য্যাধ্যক্ষ যে স্থানীয় উকীলকে নিযুক্ত করেন তাঁহার মত লইবেন, এবং যে মোকদ্দমায় গুরুতর কথা উঠিবার সম্ভাবনা রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে বা বোর্ডের সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইবেন না।

৪। বোর্ডের পূর্ব্বানুমতি আবশ্যক হইবে না; কিন্তু এইরূপ মোকদ্দমার যাহাতে তাঁহারা সাধারণ তত্ত্বাবধান করিতে পারেন তজ্জন্য প্রত্যেক জিলার নিমিত্ত বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১ বালামের ২৯৯৩০১ পৃষ্ঠার ২১ G নম্বর ত্রৈমাসিক রিটর্ণ নিম্নলিখিত পাঠে কমিশ্যনর সাহেব দ্বারা পাঠাইতে হইবে। রিটর্ণের তিন ভাগ থাকিবে, তন্মধ্যে প্রথম দুই ভাগ টেবিলের অর্থাৎ লতার আকারে হইবে না।

৫। ঐ রিটর্ণ কমিশ্যনর সাহেবের আফিসে জুলাই ও অক্টোবর ও জানুয়ারি ও আপ্রিল মাসের ১৫ তারিখে এবং বোর্ডের আফিসে আগস্ট ও নবেম্বর ও ফেব্রুয়ারি ও মে মাসের ১ তারিখে দিতে হইবে।

৬। রিটর্ণে ভাল ফল দৃষ্ট না হইলে তাহা পাঠাইবার সময়ে কমিশ্যনর সাহেব তাহার সমালোচনা করিবেন।

৭। কোন মোকদ্দমার অদৃষ্টপূর্ব্ব গুরুত্ব হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা, কমিশ্যনর সাহেব এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ দেখিলে, রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের উপদেশ লওয়া আবশ্যক কি না ইহা বিচার করিয়া দেখিবার নিমিত্ত যে বিবরণের প্রয়োজন হয় তাহা চাহিয়া পাঠাইবেন, এবং উক্ত উপদেশ আবশ্যক বোধ হইলে, কাগজপত্র রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

৮। রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যে মোকদ্দমা চালান যায় তাহাতে আপীল করা আবশ্যক বোধ হইলে, বোর্ডের সাহেবদিগকে এরূপে ঐ কথা জানাইতে হইবে যে সম্ভবতঃ তাঁহারা আপীল উপস্থিত করিবার সময় থাকিতে আজ্ঞা দিতে পারেন; কিন্তু সময়ের আজ্ঞা না পাওয়া গেলে, আপীল উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

৯। এই২ কাগজ উপরে পাঠাইতে হইবে।

১। আরজীর বা আবেদনপত্রের নকল।
২। জবাবের বা উত্তরের নকল।
৩। রায়ের বা নিষ্পত্তির নকল।
৪। আপীলের হেতুর নকল।
৫। গবর্ণমেণ্টের উকীলের মতের নকল।
৬। কালেক্টর সাহেবের মন্তব্য।

১০। রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, যে কোন অবস্থায় হউক, হাই কোর্টে আপীল করা যাইতে পারিবে না।

রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের প্রণীত বিধির ২ পরিচ্ছেদের ১৬ ধারামতে অমুক তারিখপর্য্যন্ত ত্রৈমাসে রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডসের যে সকল মোকদ্দমা চালান যায় তাহার রিটর্ণ।

প্রথম ভাগ।

যে ত্রৈমাস সম্বন্ধে রিপোর্ট হইতেছে তন্মধ্যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়।

এই ভাগ লতার আকারে হইবে না। ক্রমানুসারে মোকদ্দমাগুলি লেখা থাকিবে। যে ত্রৈমাস সম্বন্ধে রিপোর্ট হইতেছে তন্মধ্যে মোকদ্দমার কার্য্য যত দূর চলিয়াছে ততদূর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শীর্ষকানুযায়ী সংবাদ দিতে হইবে।

১। রিটর্ণে মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর।
২। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় ও উক্ত আদালতে মোকদ্দমার নম্বর।
৩। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ।
৪। রাজানুপালিত মহালের নাম।
৫। পক্ষদের নাম।
৬। যত মূল্যের মোকদ্দমা।
৭। আবেদনপত্রের মর্ম্ম।
৮। জবাব দাখিল করিবার তারিখ।
৯। জবাবের মর্ম্ম।
১০। যদি কোন ইসু ধার্য্য করা যায় তাহা, ও যে ত্রৈমাস সম্বন্ধে রিপোর্ট হইতেছে তন্মধ্যে অন্য কোন প্রয়োজনীয় আজ্ঞা হইয়া থাকিলে তাহা।
১১। মোকদ্দমার বিষয় লইয়া বোর্ডের সহিত চিটিপত্র চলিয়া থাকিলে তাহার উল্লেখ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮০। ২২ জুন।]

PART II.

Progress made during the quarter ending , in suits instituted in quarters previous to that under report.

This Part will not be in tabular form. Each suit will be entered consecutively, and for each suit the following particulars will be given :—

1. Specification of the quarter in which the suit appeared in Part I, with its serial number in Part I of that quarter.
2. Names of parties.
3. Reference to any entries relating to this suit in Part II of previous quarter.
4. Brief account of the progress made during the quarter under report, with purport of defence filed, issues fixed, and of any important orders passed or steps taken.
5. If the suit is decided, the purport of decision, the amount of decree, order as to costs, by whom payable, and other details.

PART III.

Pending suits in which no material progress has been made during the quarter under report.

This Part will be in tabular form, the headings of the columns being as follows :—

1. Reference to the last entry of the suit in Parts I, II, or III.
2. Names of parties.
3. Stage at which the suit had arrived at the end of the quarter previous to that under report.
4. Explanation of want of progress in the disposal of the suit in the quarter under report.

N.B.—Where several suits are similar in their circumstances, such as suits for rent for a particular period, they need not be entered separately. It will be sufficient to enter one typical suit in detail, with a note that there are so many other similar suits pending in the same court.

SECTION III.—MISCELLANEOUS.

1. Every public officer is liable to be left individually to defend a suit brought against him in his official capacity.

2. Whenever the Commissioner is of opinion that a public officer should be left to defend in his individual capacity any suit brought against him in his official capacity, he shall submit the case for the orders of the Board of Revenue, if the officer concerned is an officer subordinate to the Board.

3. Where the head of the district exercises both revenue and judicial powers, the assistant to the principal district officer must, in communication with the Government pleader, where there is such an officer, or where there is not, with a pleader selected from the local courts, prepare the pleadings in all Government suits, and send them to the Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, through the Commissioner, for orders and instructions, care only being taken that no case is made over to the assistant for trial which he has previously taken part in preparing.

4. Collectors are not, as a rule, permitted to grant any copies of correspondence between the several officers of Government on the subject of suits without previous sanction obtained from the Board of Revenue. Copies of correspondence which has passed between the Legal Remembrancer and the Commissioner or Collector may, however, be given with the sanction of the Legal Remembrancer.

[*Government Gazette*, *22nd June* 1880.]

দ্বিতীয় ভাগ।

রিপোর্টের পূর্ব্ব ত্রৈমাসে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, অমুক তারিখ পর্য্যন্ত ত্রৈমাসে তাহা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

এই ভাগ লতার আকারে হইবে না। প্রত্যেক মোকদ্দমার কথা একাদিক্রমে লেখা যাইবে, এবং প্রত্যেক মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।—

১। যে ত্রৈমাসে মোকদ্দমা প্রথম ভাগে দেখা যায় তাহার নির্দ্দেশ ও উক্ত ত্রৈমাসের প্রথম ভাগে উহার যে ক্রমিক নম্বর ছিল তাহা।

২। পক্ষদের নাম।

৩। পূর্ব্ব ত্রৈমাসের দ্বিতীয় ভাগে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন কথা লেখা থাকিলে তাহার উল্লেখ

৪। যে জবাব দাখিল, যে ইস্যু ধার্য্য ও যে প্রয়োজনীয় আজ্ঞা কৃত বা উপায় অবলম্বিত হয়, তাহার মর্ম্মসহ মোকদ্দমা রিপোর্টের ত্রৈমাসে যত দূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ।

৫। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে, নিষ্পত্তির মর্ম্ম, যত টাকার ডিক্রী, খরচা সম্বন্ধে আজ্ঞা, যাহার দিতে হইবে, ও অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ।

তৃতীয় ভাগ।

যে সকল উপস্থিত মোকদ্দমা সম্বন্ধে রিপোর্টের ত্রৈমাসমধ্যে বিশেষ কোন কার্য্য হয় নাই।

এই ভাগ লতার আকারে হইবে, ঘরের শীর্ষকগুলি পশ্চাল্লিখিত রূপ হইবে।

১। প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাগে মোকদ্দমার কথা শেষবার লিখিবার উল্লেখ।

২। পক্ষদের নাম।

৩। রিপোর্টের পূর্ব্ব ত্রৈমাসের শেষে মোকদ্দমা যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল।

৪। রিপোর্টের ত্রৈমাসে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে কার্য্য না হইবার কৈফিয়ৎ।

টীকা।—কোন বিশেষ কালের খাজানার মোকদ্দমার ন্যায় নানা মোকদ্দমা সদৃশাবস্থাপন্ন হইলে, সমুদয় গুলির কথা স্বতন্ত্ররূপে লিখিবার প্রয়োজন নাই। বিস্তারিতরূপে একটি আদর্শ মোকদ্দমার কথা লিখিয়া সেই আদালতে তাদৃশ এত গুলি মোকদ্দমা উপস্থিত আছে, এই রূপ মন্তব্য কথা লিখিলেই চলিবে।

৩ পরিচ্ছেদ।—বিবিধ।

১। কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের পদোপলক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, তিনি নিজে ঐ মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিবেন, এরূপ দায় তাঁহার উপর বর্ত্তিতে পারে।

২। কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের পদোপলক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, তিনি নিজে ঐ মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিবেন, কমিশ্যনর সাহেবের এরূপ মত হইলে, যদি ঐ কার্য্যকারক বোর্ডের অধীন হন, তবে কমিশ্যনর সাহেব ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে বোর্ডের আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত তাহা বোর্ডে পাঠাইবেন।

৩। জিলার কর্ত্তৃপক্ষের মাল ও বিচার সম্পর্কীয় উভয় প্রকার ক্ষমতা থাকিলে, জিলার প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের সহকারী, গবর্ণমেণ্টের উকীল থাকিলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের উকীল না থাকিলে স্থানীয় আদালতের যে উকীলকে মনোনীত করেন তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, গবর্ণমেণ্টের সমুদয় মোকদ্দমার হেতুবাদ প্রস্তুত করিবেন, এবং আদেশ ও উপদেশ নিমিত্ত তাহা কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা রাজকীয় মোকদ্দমার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও প্রয়োজক সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু উক্ত সহকারী যে মোকদ্দমা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার বিচার করিবার ভার তাঁহার প্রতি না দেওয়া হয়, এই বিষয়ে কেবল সাবধান হইতে হইবে।

৪। মোকদ্দমা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নানা কার্য্যকারকদের মধ্যে যে চিঠিপত্র চলে, রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি পূর্ব্বে না লইয়া কালেক্টর সাহেবেরা তাহার নকল দিতে পারেন না, এইটি সামান্য বিধি। কিন্তু রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের সহিত কমিশ্যনর সাহেবের বা কালেক্টর সাহেবের যে চিঠি পত্র চলিয়াছে, রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেব অনুমতি দিলে, তাহার নকল দেওয়া যাইতে পারিবে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A AND B. L., *Bengali Translator.*